

صحیح البخاری

সহীহুল বুখারী

৪র্থ খণ্ড

(বঙ্গানুবাদ)

মূল : শাইখ ইমামুল হুজ্জাহ আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন
ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী আল-জু'ফী

আরবী সম্পাদনা : ফাযীলাতুশ্ শাইখ সিদকী জামীল আল-'আত্তার (বৈরুত)

বাংলা সম্পাদনা : সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



প্রকাশনায় : তাওহীদ পাবলিকেশন্স

প্রকাশনায় :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১২৭৬২, মোবাইল : ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১১৯০৩৬৮২৭২

Web : tawheedpublications.com, Email : tawheedpp@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৪ ঈসায়ী

তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১১ ঈসায়ী

তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি, কুয়েত

বাংলাদেশ অফিস (গ্রন্থাগার)

ও শাইখ সাইফুল ইসলাম মাদানী

কম্পিউটার কম্পোজ, প্রচ্ছদ : তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

মুদ্রণে : হেরা প্রিন্টার্স, হেমন্দ্ৰ দাস রোড, ঢাকা।

বিনিময় : পাঁচশত কুড়ি (বাংলাদেশী টাকা)

পঁয়তাল্লিশ (সউদী রিয়াল)

এগার (ইউএস ডলার)

রাজশাহীতে ক্রয় করতে

ওয়াহীদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার

(মাদরাসা মার্কেটের সামনে)

মোবাইল : ০১৭৩০৯৩৪৩২৫

ISBN : 978-9848766-002

Sahihul Bukhari (Bengali) Volume-5

Published by : Tawheed Publications

90, Hazi Abdullah Sarkar Lane, (Bangshal), Dhaka-1100

Phone : 7112762, Mobile : 01711-646396, 01190368272

Web : tawheedpublications.com, Email : tawheedpp@gmail.com

Third Edition : January 2011 Esai

Price Tk. 495.00 (Four Hundred Eighty Five) Only

45 Saudi Riyal, 11 \$

উপদেষ্টা পরিষদ

শাইখুল হাদীস আল্লামা আহমাদুল্লাহ রাহমানী (রাজশাহী)

সাবেক প্রিন্সিপ্যাল- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শাইখুল হাদীস আব্দুল খালেক সালার্বী

সাবেক প্রিন্সিপ্যাল- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

অধ্যাপক শাইখ ইলিয়াস আলী

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ- ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক

শাইখুল হাদীস মুস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল-কাসেমী

ফাযলে দেওবন্দ, ভারত, প্রিন্সিপ্যাল মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

সম্পাদনা পরিষদ

● শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লিসান- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সাবেক বিজ্ঞানীয় পরিচালক, দা'ওরাহ ও শিক্ষা বিভাগ।

রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি-কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস

● ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

পি.এইচ.ডি- আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

সাবেক বিভাগীয় চেয়ারম্যান- আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

● শাইখ আকমাল হুসাইন বিন বদীউযযামান

লিসান- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

এম.এ. (প্রোগ্রামিক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সউদী মুবাল্লিগ, দক্ষিণ কোরিয়া।

● ডক্টর মুহাম্মাদ মুসলেহউদ্দীন

পি.এইচ.ডি- আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

সাবেক সহযোগী অধ্যাপক- আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

● শাইখ মোশাররফ হুসাইন আকন্দ

সাবেক ভাষ্যকার, বাংলাদেশ বেতার

● শাইখ ফাইয়ুর রহমান

ডি.এইচ.এম.এম, ঢাকা, কমিল সার্ভ ক্লাস,

সহকারী শিক্ষক- বগুড়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

● শাইখ মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

এম.এম, অনার্স, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সউদী আরব।

এম.এ (গোল্ড মেডেলিস্ট) ঢাকা

সিনিয়র অফিসার, কেন্দ্রীয় ইসলামী ব্যাংকিং শরীয়া কাউন্সিল।

● শাইখ আমানুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইসমাইল

লিসান- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তীক, মাদারটেক জামে মসজিদ।

শাইখ আবদুল্লাহ আল-মাসউদ বিন আযীযুল হক

লিসান- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

● শাইখ মুহাম্মাদ নোমান বগুড়া

দাওরা হাদীস (ভারত)

পেশ ইমাম, বংশাল-বড় মসজিদ, ঢাকা।

● শাইখ আবদুর রায়খাক বিন ইউসুফ

দাওরা (ডবল), ভারত; কামেল (ডবল)

মুহাম্মাদ, আল-মারকামুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহী,

সদস্য-দারুল ইকুতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

● শাইখ হাফেয মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান

লিসান- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

● শাইখ মুহাম্মাদ মানসুরুল হক আর রিয়াদী

এম. এ. মুহাম্মাদ ইবন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,

রিয়াদ, সউদী আরব। হেড মুহাম্মাদ- মাদরাসাতুল হাদীস, ঢাকা।

● শাইখ হাকিম মুহাম্মাদ আবু হানীফ

লিসান- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

● শাইখ আখতারুল আমান বিন আবদুস সালাম

লিসান- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

দায়ী, আল জুবাইল দা'ওরাহ সেন্টার, সউদী আরব

● অধ্যাপক মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

প্রবীণ সাহিত্যিক, গবেষক, লেখক ও অনুবাদক।

● শাইখ আবদুল খাবীর

লিসান- মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

● অধ্যাপক মুহাম্মাদ মুফাসসিরুল ইসলাম

বাংলা বিভাগ, ধীপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

টকিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

● শাইখ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সউদী আরব

● শাইখ হাকিম শহীদুজ্জামান

দাওরা হাদীস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া

এত অনুদিত বুখারী থাকতে পুনরায় এর প্রয়োজন হল কেন?

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর জন্যই সকল গুণগান। যিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন ওয়াহিয়ে মাতলু আল কুরআন ও ওয়াহিয়ে গাইর মাতলু আল হাদীস। যার হিফায়তের দায়িত্ব তিনিই নিয়েছেন।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা : ﴿ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۱﴾ “নিশ্চয় আমি যিকর (ওয়াহিয়ে মাতলু ও ওয়াহিয়ে গাইর মাতলু) অবতীর্ণ করেছি আর তার হিফায়ত আমিই করব।” (সূরা : আল হিজর : ৯ আয়াত)

অনেকে যিকর দ্বারা শুধু ওয়াহিয়ে মাতলু আল-কুরআনকেই উদ্দেশ্য করে থাকেন। কিন্তু সকল মুফাসসিরে কিরাম একমত যে, যিকর দ্বারা উভয়টাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿۱﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿۲﴾ “রসূল নিজ প্রবৃত্তি হতে কোন কথা বলেন না, তাঁর উক্তি কেবল ওয়াহী যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়”- (সূরা আননাযম : ৩-৪ আয়াত)। এবং মানবতার মুক্তিদাতা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর বর্ষিত হোক অসংখ্য সলাত ও সালাম। যাঁর সমগ্র জীবনের আচার আচরণ ও সম্মতিকে আল-কুরআন মানব জাতির অবশ্য অনুসরণীয় হিসেবে বিধিবদ্ধ করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য ব্যাখ্যা হিসেবে রয়েছে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহীহ হাদীস। আর এ সহীহ হাদীস সংকলন করতে গিয়ে আইম্মায়ে কিরামকে ভোগ করতে হয়েছে যথেষ্ট ক্লেশ। তাঁদের অত্যন্ত শ্রমের ফলেই আল্লাহর রহমতে সংকলিত হয়েছে সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ। আর এ কথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহীহুল বুখারীর স্থান সবার শীর্ষে।

আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় হাদীস অনুবাদের কাজ যদিও বহু পূর্বেই শুরু হয়েছে তবুও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় আমরা পিছিয়ে। ফলে এখনও আমরা সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে হাদীসের ব্যাপারে অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ নামধারী কতিপয় আলিমদের মনগড়া ফাতাওয়ার উপর আমল করতে গিয়ে আমাদের ‘আমলের ক্ষতি সাধন করছি। আর সাথে সাথে সহীহ হাদীস থেকে দূরে সরে গিয়ে আমরা তাকলীদের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি।

আমাদের দেশে যাঁরা এ সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করছেন তাঁদের অনেকেই আবার হাদীসের অনুবাদে সহীহ হাদীসের বিপরীতে মাযহাবী মতামতকে অপ্রাধিকার দিতে গিয়ে অনুবাদে গরমিল ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। নমুনা স্বরূপ মূল বুখারীতে ইমাম বুখারী কিতাবুস সওমের পরে কিতাবুত তারাবীহ নামক একটি পর্ব রচনা করেছেন। অথচ ভারতীয় মুদ্রণের মধ্যে দেওবন্দী আলিমদের চাপে (?) কিতাবুত তারাবীহ কথাটি মুছে দিয়ে সেখানে কিয়ামুল লাইল বসানো হয়েছে। অবশ্য প্রকাশক পৃষ্ঠার একপাশে কিতাবুত তারাবীহ লিখে রেখেছেন। আর বাব বা অধ্যায়ের নিচে খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরফে লিখেছেন, সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এ অধ্যায় দ্বারা সলাতুত তারাবীহ উদ্দেশ্য। আর মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য হতে প্রকাশিত সকল বুখারীতে কিতাবুত তারাবীহ বহাল তবীয়তে আছে, যা ছিল ইমাম বুখারীর সংকলিত মূল বুখারীতে।

আর আধুনিক প্রকাশনী জানি না ইচ্ছাকৃতভাবে না অনিচ্ছাকৃতভাবে এই কিতাবুত তারাবীহ নামটি ছেড়ে দিয়ে তৎসংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোকে কিতাবুস সওমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অনেক স্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল অনুবাদ করেছেন। অনেক স্থানে অধ্যায়ের নাম পরিবর্তন করে ফেলেছেন। কোথাও বা মূল হাদীসকে অনুচ্ছেদে ঢুকিয়ে দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এটা হাদীসের মূল সংকলকের ব্যক্তিগত কথা বা মত। কোথাও বা সহীহ হাদীসের বিপরীতে মাযহাবী মাসআলা সম্বলিত লম্বা লম্বা টীকা লিখে সহীহ হাদীসকে ধামাচাপা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। এতে করে সাধারণরা পড়ে গিয়েছেন বিভ্রান্তির মধ্যে। কারণ টীকাগুলো এমনভাবে লেখা হয়েছে যে, সাধারণ পাঠক মনে করবেন হয়তো টীকাতে যা লেখা রয়েছে সেটাই ঠিক; আসল তথ্য উদ্ঘাটন করতে তারা ব্যর্থ হচ্ছেন। আর শাইখুল হাদীস আজীজুল হক সাহেবের বুখারীর অনুবাদের কথাতো বলার অপেক্ষাই রাখে না। তিনি বুখারীর অনুবাদ করেছেন না প্রতিবাদ করেছেন তা আমাদের বুঝে আসেনা। কারণ তিনি অনুবাদের চেয়ে প্রতিবাদমূলক টীকা লিখাকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন, যা মূল কিতাবের সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। যে কোন হাদীসগ্রন্থের অনুবাদ করার অধিকার সবার জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু সহীহ হাদীসের বিপরীতে অনুবাদে, ব্যাখ্যায় হাদীস বিরোধী কথা বলা জঘন্য অপরাধ।

এই প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হাদীস নম্বর ও অন্যান্য বহুবিধ বৈশিষ্ট্যসহ সহীহুল বুখারীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই প্রকাশনার মধ্যে যা এ পর্যন্ত প্রকাশিত সহীহুল বুখারীর বঙ্গানুবাদে পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো :

১। আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল হাদীস হচ্ছে একটি বিস্ময়কর হাদীস-অভিধান গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে আরবী বর্ণমালার ধারা অনুযায়ী কুতুবুত তিস'আহ্ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, দারেমী) নয়টি হাদীসগ্রন্থের শব্দ আনা হয়েছে। যে কোন শব্দের পাশে সেটি কোন্ কোন্ হাদীসগ্রন্থে এবং কোন্ পর্বে বা কোন অধ্যায়ে আছে তা উল্লেখ রয়েছে।

আমাদের দেশে এ গ্রন্থটি অতটা পরিচিতি লাভ না করলেও বিজ্ঞ আলিমগণ এটির সাথে খুবই পরিচিত। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস বিভাগের ছাত্র শিক্ষক সবার নিকট বেশ সমাদৃত। অত্র গ্রন্থের হাদীসগুলো আল মু'জামুল মুফাহরাসের ক্রমধারা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। যার ফলে অন্যান্য প্রকাশনার হাদীসের নম্বরের সাথে এর নম্বরের মিল পাওয়া যাবে না। আর এর সর্বমোট হাদীস সংখ্যা হবে ৭৫৬৩ টি। আধুনিক প্রকাশনীর হাদীস সংখ্যা হচ্ছে ৭০৪২টি। আর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হাদীস সংখ্যা হচ্ছে ৬৯৪০ টি।

২। যে সব হাদীস একাধিকবার উল্লেখ হয়েছে অথবা হাদীসের অংশ বিশেষের সঙ্গে মিল রয়েছে সেগুলোর প্রতিটি হাদীসের শেষে পূর্বোল্লিখিত ও পরোল্লিখিত হাদীসের নম্বর যোগ করা হয়েছে। যার ফলে একটি হাদীস বুখারীর কত জায়গায় উল্লেখ আছে বা সে বিষয়ের হাদীস কত জায়গায় রয়েছে তা সহজেই জানা যাবে। আর একই বিষয়ের উপর যাঁরা হাদীস অনুসন্ধান করবেন তাঁরা খুব সহজেই বিষয়ভিত্তিক হাদীসগুলো বের করতে পারবেন। যেমন ১০০১ নং হাদীস শেষে বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে :

(১০০২, ১০০৩, ১৩০০, ২৮০১, ২৮১৪, ৩৯৬৪, ৩১৭০, ৪০৮৮, ৪০৮৯, ৪০৯০, ৪০৯১, ৪০৯২, ৪০৯৪, ৪০৯৫, ৪০৯৬, ৬৩৯৪, ৭৩৪১) বন্ধনীর হাদীস নম্বরগুলোর মধ্যে ১০০১ নং হাদীসে উল্লিখিত বিষয়ে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যাবে।

৩। বুখারীর কোন হাদীসের সঙ্গে সহীহ মুসলিমে কোন হাদীসের মিল থাকলে মুসলিমের পর্ব অধ্যায় ও হাদীস নম্বর প্রতিটি হাদীসের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ১০০১ নং হাদীস শেষে বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে : (মুসলিম ৫/৫৪ হাঃ ৬৭৭) অর্থাৎ পর্ব নম্বর ৫, অধ্যায় নং ৫৪, হাদীস নম্বর ৬৭৭। সহীহ মুসলিমের হাদীসের যে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে তা মু'জামুল মুফাহরাসের নম্বর তথা ফুয়াদ আবদুল বাকী নির্ণিত নম্বরের সঙ্গে মিলবে।

৪। বুখারীর কোন হাদীস যদি মুসনাদ আহমাদের সঙ্গে মিলে তাহলে মুসনাদ আহমাদের হাদীস নম্বর সেই হাদীসের শেষে যোগ করা হয়েছে। যেমন ১০০১ নং হাদীস শেষে বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে : (আহমাদ ১৩৬০২) এটির নম্বর এহইয়াউত তুরাস আল-ইসলামীর নম্বরের সঙ্গে মিলবে।

৫। আমাদের দেশে মুদ্রিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও আধুনিক প্রকাশনীর হাদীসের ক্রমিক নম্বরে অমিল রয়েছে। তাই প্রতিটি হাদীসের শেষে বন্ধনীর মাধ্যমে সে দু'টি প্রকাশনার হাদীস নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ১০০১ নং হাদীস শেষে বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে। : (আ.প্র. ৯৪২, ই.ফা. ৯৪৭) অর্থাৎ আধুনিক প্রকাশনীর হাদীস নং ৯৪২, আর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হাদীস নং ৯৪৭।

৬। প্রতিটি অধ্যায়ের (অনুচ্ছেদ) ক্রমিক নং এর সঙ্গে কিতাবের (পর্ব)নম্বরও যুক্ত থাকবে যার ফলে সহজেই বোঝা যাবে এটি কত নম্বর কিতাবের কত নম্বর অধ্যায়। যেমন ১০০১ নং হাদীসের পূর্বে একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যার নম্বর ১৪/৭ অধ্যায় : অর্থাৎ ১৪ নং পর্বের ৭ নং অধ্যায়।

৭। যারা সহীহ বুখারীর অনুবাদ করতে গিয়ে সহীহ হাদীসকে ধামাচাপা দিয়ে যঈফ হাদীসকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য বা মাযহাবী অন্ধ তাকলীদের কারণে লম্বা লম্বা টীকা লিখেছেন তাদের সে টীকার দলীল ভিত্তিক জবাব দেয়া হয়েছে।

৮। আরবী নামের বিকৃত বাংলা উচ্চারণ রোধকল্পে প্রায় প্রতিটি আরবী শব্দের বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন : আয়েশা এর পরিবর্তে 'আয়িশাহ্, জুম্মা এর পরিবর্তে জুমু'আহ, নবী এর পরিবর্তে নাবী, রাসূল এর পরিবর্তে রসূল, মক্কা এর পরিবর্তে মাক্কাহ, ইবনে এর পরিবর্তে ইবনু, উম্মে সালমা এর পরিবর্তে উম্মু সালামাহ, নামায এর পরিবর্তে সলাত ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচলিত বানানে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

৯। সাধারণের পাশাপাশি আলিমগণও যেন এর থেকে উপকৃত হতে পারেন সে জন্য অধ্যায় ভিত্তিক বাংলা সূচি নির্দেশিকার পাশাপাশি আরবী সূচী উল্লেখ করা হয়েছে।

১০। বুখারীর যত জায়গায় কুরআনের আয়াত এসেছে এমনকি আয়াতের একটি শব্দ আসলেও সেটির সূরার নাম, আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

১১। ইনশাআল্লাহ সমৃদ্ধশালী অধ্যয়নভিত্তিক সূচী নির্দেশিকাসহ প্রতিটি খণ্ডে থাকবে সংক্ষিপ্ত পর্বভিত্তিক বিশেষ সূচী নির্দেশিকা। এতে কোন্ পর্বে কতটি অধ্যায় ও কতটি হাদীস রয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে জানা যাবে।

১২। হাদীসে কুদসী চিহ্নিত করে হাদীসের নম্বর উল্লেখ।

১৩। মুতাওয়াতির ১৪। মারফূ' ১৫। মাওকূফ ও ১৬। মাকতূ হাদীস নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে সে হাদীসগুলোকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।

১৭। প্রতিটি খণ্ডের শেষে পরবর্তী খণ্ডের কিতাব/পর্বভিত্তিক সূচি নির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাওহীদ পাবলিকেশন্স যে বিরাট প্রকল্প হাতে নিয়েছে এটি কোন একক প্রচেষ্টার ফসল নয়। এটি প্রকাশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন দেশের বিখ্যাত উলামায়ে কিরাম ও শাইখুল হাদীসবৃন্দ। বিশেষ করে উপদেষ্টা পরিষদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। প্রবীণ শাইখুল হাদীস যিনি অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বুখারীর দারস্ পেশ করেছেন- শাইখুল হাদীস আল্লামা আহমাদুল্লাহ রহমানী; সিকি শতাব্দীরও অধিক কাল যাবৎ সহীহুল বুখারীর পাঠ দানে অভিজ্ঞ, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার সাবেক প্রিন্সিপ্যাল শাইখুল হাদীস আব্দুল খালেক সালাফী; বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যানবেইসের প্রধান শাইখ ইলিয়াস আলী ও অধুনা গবেষক শাইখুল হাদীস মুস্তফা বিন বাহারুদ্দীন কাসেমী হাফিয়াহুমুল্লাহ। যাঁদের পূর্ণ তদারকিতে ও পরামর্শে পাঠক সমাজে অধিক সমাদৃত করার জন্য এটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। আরও যাঁদের অবদানকে ছোট করে দেখার উপায় নেই তাঁরা হলেন, সম্পাদনা পরিষদের শাইখগণ। যাঁরা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বুখারীর অনুবাদ হতে যথেষ্ট সাহায্য নেয়া হয়েছে। আমরা এজন্য ই.ফা.বাং'র প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারপরও আরও যাঁর অবদানকে খাট করে দেখার কোন কারণ নেই তিনি হলেন, হেরা প্রিন্টার্স এর স্বত্বাধিকারী শঙ্কর মাহবুবুল ইসলাম ও শফিকুল ইসলাম ভাতৃদ্বয় যাঁদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়াতে এত বড় কাজে অগ্রসর হওয়ার সাহস পেয়েছি। সর্বোপরি এটি প্রকাশের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সহযোগিতা করেছেন এমন প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করছি আল্লাহ তাঁদেরকে উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

এ বিশাল মুদ্রণের কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। পাঠকবৃন্দের চোখে সে ভুলগুলো ধরা পড়লে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ব্যবস্থা নিব ইনশাআল্লাহ। আশা করি মুদ্রণ প্রমাদগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

হে আল্লাহ! এটির ওয়াসিলায় তোমার নিকট এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মাগফিরাত ও দয়া কামনা করছি। আল্লাহ তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং প্রচেষ্টাকে কবুল কর। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ

পরিচালক,

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

এক নজরে সহীহুল বুখারী চতুর্থ খণ্ড পর্ব নির্দেশিকা

পর্ব নং	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	হাদীস নং
৬৪	মাগাযী	১-২৭৪	৯০টি	৩৯৪৯-৪৪৭৩
৬৫	কুরআন মাজীদেব তাফসীর	২৭৫-৬৫৫	সূরা ১১৪টি	৪৪৭৪-৪৯৭৭
৬৬	আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ	৬৫৭-৬৯২	৩৭টি	৪৯৭৮-৫০৬২

সূচীপত্র

পর্ব (৬৪): মাগাযী

كتاب المغازي (٦٤)

৬৪/১. অধ্যায়: 'উশায়রাহ বা 'উসাইরাহর যুদ্ধ।	১	১	١/٦٤. بَابُ عَزْوَةِ الْعُسَيْرَةِ أَوْ الْعُسَيْرَةِ.
৬৪/২. অধ্যায়: বাদ্র যুদ্ধে নিহতদের ব্যাপারে নাবী (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী।	১	১	٢/٦٤. بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُقْتَلُ بِبَدْرٍ.
৬৪/৩. অধ্যায়: বাদ্র যুদ্ধের ঘটনা ও মহান আঞ্জাহর বাণী :	৩	২	٣/٦٤. بَابُ قِصَّةِ عَزْوَةِ بَدْرٍ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
৬৪/৬. অধ্যায়: বাদ্র যুদ্ধে যোগদানকারীর সংখ্যা।	৬	৬	٦/٦٤. بَابُ عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرٍ
৬৪/৭. অধ্যায়: কুরাইশ কাফির শায়বাহ, 'উত্বাহ, ওয়ালীদ এবং আবু জাহল ইবনু হিশামের বিরুদ্ধে নাবী (ﷺ)-এর দু'আ এবং এদের ধ্বংস হওয়ার বিবরণ।	৭	৭	٧/٦٤. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ شَيْبَةَ وَعُتْبَةَ وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ وَهَلَاقِهِمْ.
৬৪/৮. অধ্যায়: আবু জাহলের হত্যা।	৮	৮	٨/٦٤. بَابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ.
৬৪/৯. অধ্যায়: বাদ্র যুদ্ধে যোগদানকারীগণের মর্বাদা।	১৫	১০	٩/٦٤. بَابُ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا.
৬৪/১১. অধ্যায়: বাদ্র যুদ্ধে মাশায়িকাহর যোগদান।	২৩	১২	١١/٦٤. بَابُ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا.
৬৪/১৩. অধ্যায়: বাদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সহাবীদের নামের তালিকা যা আল-জামে গ্রন্থে (সহীহ বুখারীতে) উল্লেখ রয়েছে।	৩৭	১৭	١٣/٦٤. بَابُ تَسْمِيَةِ مَنْ سَجِيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فِي الْجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ
৬৪/১৪. অধ্যায়: দু' ব্যক্তির রক্তপণের ব্যাপারে	৩৮	১৮	١٤/٦٤. بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ وَمُخْرَجِ

আলোচনা করার জন্য রসূল (ﷺ)-এর বানী নাযীর গোত্রের নিকট গমন এবং তাঁর সঙ্গে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ক ঘটনা।			رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ وَمَا أَرَادُوا مِنَ الْعَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
৬৪/১৫. অধ্যায়: কা'ব ইব্নু আশরাফ-এর হত্যা	৪৪	৫৫	১০/৬৫. بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ.
৬৪/১৬. অধ্যায়: আবু রাফি' আবদুল্লাহ ইব্নু আবুল হকায়কের হত্যা।	৪৬	৫৬	১৬/৬৫. بَابُ قَتْلِ أَبِي رَافِعٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَقِيقِ
৬৪/১৭. অধ্যায়: উহূদ যুদ্ধ	৫০	৫০	১৭/৬৫. بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ
৬৪/২৩. অধ্যায়: উম্মু সালীড়ের মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা।	৬৫	৬৫	২৩/৬৫. بَابُ ذِكْرِ أُمِّ سَلَيْطٍ.
৬৪/২৪. অধ্যায়: হামযাহ (ﷺ)-এর শাহাদাত।	৬৫	৬৫	২৪/৬৫. بَابُ قَتْلِ خَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
৬৪/২৫. অধ্যায়: উহূদের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা।	৬৮	৬৮	২৫/৬৫. بَابُ مَا أَصَابَ النَّبِيَّ ﷺ مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ
৬৪/২৬. অধ্যায়: “যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।”	৭০	৭০	২৬/৬৫. بَابُ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴿
৬৪/২৭. অধ্যায়: যে সব মুসলিম উহূদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।	৭০	৭০	২৭/৬৫. بَابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ
৬৪/২৮. অধ্যায়: উহূদ (পাহাড়) আমাদেরকে ভালবাসে।	৭২	৭২	২৮/৬৫. بَابُ أُحُدٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ
৬৪/২৯. অধ্যায়: রাজী, রিল, যাকুওয়ান, বিরে মাউনার যুদ্ধ এবং আযাল, কারাহ, আসিম ইব্নু সাবিত, খুবায়ইব (ﷺ) ও তার সঙ্গীদের ঘটনা।	৭৩	৭৩	২৯/৬৫. بَابُ غَزْوَةِ الرَّجِيعِ وَرَعْلٍ وَذَكَوَانَ وَبَيْتِ مَعُونَةَ وَحَدِيثِ عَضْلِ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ وَخُبَيْبٍ وَأَصْحَابِهِ.
৬৪/৩০. অধ্যায়: খন্দকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে আহ্যাবের যুদ্ধও বলা হয়।	৮২	৮২	৩০/৬৫. بَابُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَهِيَ الْأَحْزَابُ
৬৪/৩১. অধ্যায়: আহ্যাব যুদ্ধ থেকে নাবী (ﷺ)-এর প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর বনু কুরাইযাহ অভিযান ও তাদেরকে অবরোধ।	৯১	৯১	৩১/৬৫. بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَحْزَابِ وَخُرُوجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ.
৬৪/৩২. অধ্যায়: যাজুর রিকা-র যুদ্ধ।	৯৬	৯৬	৩২/৬৫. بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

৬৪/৩৩. অধ্যায়: বানু মুসতালিকের যুদ্ধ। বানু মুসতালিক খুযা'আর একটি শাখা গোত্র। এ যুদ্ধকে মুরায়সীর যুদ্ধও বলা হয়।	১০১	১.১	بَابُ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ حُرَاعَةَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْمَرْبِيعِ
৬৪/৩৪. অধ্যায়: আনমার-এর যুদ্ধ	১০২	১.১	بَابُ غَزْوَةِ أَنْمَارٍ
৬৪/৩৫. অধ্যায়: ইফক-এর ঘটনা।	১০২	১.২	بَابُ حَدِيثِ الْإِفْكِ.
৬৪/৩৬. অধ্যায়: হুদাইবিয়াহর যুদ্ধ	১১৪	১১৫	بَابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ
৬৪/৩৭. অধ্যায়: উক্ল ও 'উরাইনাহ গোত্রের ঘটনা	১৩১	১৩১	بَابُ قِصَّةِ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ.
৬৪/৩৮. অধ্যায়: যাতুল কারাদের যুদ্ধ।	১৩৩	১৩৩	بَابُ غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ
৬৪/৩৯. অধ্যায়: খাইবার-এর যুদ্ধ।	১৩৪	১৩৫	بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ.
৬৪/৪০. অধ্যায়: খাইবারবাসীদের জন্য নাবী (ﷺ) কর্তৃক প্রশাসক নিযুক্তি।	১৫৭	১৫৭	بَابُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ.
৬৪/৪১. অধ্যায়: নাবী (ﷺ) কর্তৃক খাইবার অধিবাসীদের কৃষি ভূমির বন্দোবস্ত প্রদান।	১৫৮	১৫৮	بَابُ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ.
৬৪/৪২. অধ্যায়: খাইবারে নাবী (ﷺ)-এর জন্য বিষ মিশ্রিত বাকরীর (হাদিয়া পাঠানোর) বর্ণনা।	১৫৮	১৫৮	بَابُ الشَّاءِ الَّتِي سُمَّتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ
৬৪/৪৩. অধ্যায়: যায়দ ইবনু হারিসাহ (رضي الله عنه)-এর অভিযান।	১৫৯	১৫৯	بَابُ غَزْوَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.
৬৪/৪৪. অধ্যায়: 'উমরাহ্ কাযার বর্ণনা।	১৫৯	১৫৯	بَابُ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ
৬৪/৪৫. অধ্যায়: সিরিয়া ভূমিতে সংঘটিত মৃত্যুর যুদ্ধের ঘটনা।	১৬৩	১৬৩	بَابُ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ.
৬৪/৪৬. অধ্যায়: জুহাইনাহ গোত্রের শাখা 'হুককাত' উপগোত্রের বিরুদ্ধে নাবী (ﷺ) কর্তৃক ইবনু যায়িদ (رضي الله عنه)-কে প্রেরণের বর্ণনা।	১৬৭	১৬৭	بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ.
৬৪/৪৭. অধ্যায়: মাক্কাহয় বিজয়াভিযান।	১৬৮	১৬৮	بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ.
৬৪/৪৮. অধ্যায়: রমায়ান মাসে সংঘটিত মাক্কাহ বিজয়ের যুদ্ধ।	১৭০	১৭০	بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ
৬৪/৪৯. অধ্যায়: মাক্কাহ বিজয়ের দিনে নাবী (ﷺ) কোথায় ঝাণ্ডা স্থাপন করেছিলেন।	১৭২	১৭২	بَابُ أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ

৬৪/৫০. অধ্যায়: মাক্কাহ নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে নাবী (ﷺ)-এর প্রবেশের বর্ণনা।	১৭৬	১৭৬	৫০/৬৫. بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ.
৬৪/৫১. অধ্যায়: মাক্কাহ বিজয়ের দিন নাবী (ﷺ)-এর অবস্থানস্থল।	১৭৭	১৭৭	৫১/৬৫. بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ.
৬৪/৫৩. অধ্যায়: মাক্কাহ বিজয়ের সময় নাবী (ﷺ)-এর সেখানে অবস্থানকালের পরিমাণ।	১৮০	১৮০	৫৩/৬৫. بَابُ مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ زَمَانَ الْفَتْحِ.
৬৪/৫৬. অধ্যায়: আওতাসের যুদ্ধ।	১৯২	১৯২	৫৬/৬৫. بَابُ غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ.
৬৪/৫৭. অধ্যায়: তায়িফের যুদ্ধ।	১৯৪	১৯৪	৫৭/৬৫. بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ.
৬৪/৫৮. অধ্যায়: নাজদের দিকে প্রেরিত অভিযান	২০৪	২.৫	৫৮/৬৫. بَابُ السَّرِيَّةِ الَّتِي قَبْلَ نَجْدٍ.
৬৪/৫৯. অধ্যায়: নাবী (ﷺ) কর্তৃক খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (رضي الله عنه) কে জায়ীমাহর দিকে প্রেরণ।	২০৪	২.৫	৫৯/৬৫. بَابُ بَعَثِ النَّبِيِّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَدِيمَةَ.
৬৪/৬০. অধ্যায়: 'আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা সাহমী এবং আলকামাহ ইবনু মুজায়যিল মুদাল্লিজীর সৈন্যাভিযান, যাকে আনসারদের সৈন্যাভিযানও বলা হয়।	২০৫	২.৫	৬০/৬৫. بَابُ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَرِّزِ الْمُدَلِّجِيِّ وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الْأَنْصَارِ.
৬৪/৬১. অধ্যায়: বিদায় হাজ্জের পূর্বে আবু মুসা আশ'আরী (رضي الله عنه) এবং মু'আয ইবনু জাবল (رضي الله عنه)-কে ইয়ামানে প্রেরণ।	২০৬	২.৬	৬১/৬৫. بَابُ بَعَثِ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
৬৪/৬২. অধ্যায়: বিদায় হাজ্জের পূর্বে 'আলী ইবনু আবু ত্বলিব এবং খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (رضي الله عنه) কে ইয়ামানে প্রেরণ।	২১০	২.১	৬২/৬৫. بَابُ بَعَثِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
৬৪/৬৩. অধ্যায়: যুল খালাসার যুদ্ধ।	২১৩	২.১৩	৬৩/৬৫. بَابُ غَزْوَةِ ذِي الْخَلَصَةِ.
৬৪/৬৪. অধ্যায়: যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধ।	২১৫	২.১৫	৬৪/৬৫. بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ.
৬৪/৬৫. অধ্যায়: জারীর (رضي الله عنه)-এর ইয়ামান গমন।	২১৬	২.১৬	৬৫/৬৫. بَابُ ذَهَابِ جَرِيرٍ إِلَى الْيَمَنِ.
৬৪/৬৬. অধ্যায়: সীফুল বাহরের যুদ্ধ।	২১৭	২.১৭	৬৬/৬৫. بَابُ غَزْوَةِ سَيْفِ الْبَحْرِ.
৬৪/৬৭. অধ্যায়: হিজরাতে নবম বছর লোকজনসহ আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর হাজ্জ পালন।	২১৯	২.১৯	৬৭/৬৫. بَابُ حَجِّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ.

৬৪/৬৮. অধ্যায়: বানী তামীমের প্রতিনিধি দল।	২২০	২২.	بَابُ وَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ.
৬৪/৭০. অধ্যায়: 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল।	২২১	২২১	بَابُ : وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ.
৬৪/৭১. অধ্যায়: বানু হানীফার প্রতিনিধি দল এবং সুমামাহ ইবনু উসাল (ع) -এর ঘটনা।	২২৪	২২৪	بَابُ وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ وَحَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ أُتَالٍ.
৬৪/৭২. অধ্যায়: আসওয়াদ 'আনসীর ঘটনা।	২২৭	২২৭	بَابُ قِصَّةِ الْأَسْوَدِ الْعَنَسِيِّ.
৬৪/৭৩. অধ্যায়: নাজরান অধিবাসীদের ঘটনা।	২২৮	২২৮	بَابُ قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ.
৬৪/৭৪. অধ্যায়: ওমান ও বাহরাইনের ঘটনা।	২৩০	২৩.	بَابُ قِصَّةِ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ.
৬৪/৭৫. অধ্যায়: আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের আগমন।	২৩১	২৩১	بَابُ قُدُومِ الْأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ.
৬৪/৭৬. অধ্যায়: দাউস গোত্র এবং তুফাইল ইবনু 'আমর দাউসীর ঘটনা।	২৩৪	২৩৪	بَابُ قِصَّةِ دَوْسٍ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ.
৬৪/৭৭. অধ্যায়: তায়ী গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং 'আদী ইবনু হাতিম-এর কাহিনী।	২৩৫	২৩৫	بَابُ قِصَّةِ وَفْدِ طَيْبِيِّ وَحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ.
৬৪/৭৮. অধ্যায়: বিদায় হাজ্জ	২৩৬	২৩৬	بَابُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
৬৪/৭৯. অধ্যায়: তাবুক-এর যুদ্ধ-আর তা হল কষ্টকর যুদ্ধ।	২৪৪	২৪৪	بَابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ.
৬৪/৮০. অধ্যায়: কা'ব ইবনু মালিকের ঘটনা এবং মহামহিম আল্লাহর বাণী :	২৪৭	২৪৭	بَابُ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
৬৪/৮১. অধ্যায়: হিজ্র বস্তিতে নাবী (ﷺ)-এর অবতরণ।	২৫৬	২৫৬	بَابُ نُزُولِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحِجْرِ.
৬৪/৮৩. অধ্যায়: পারস্যের কিসরা ও রোমের অধিপতি কায়সারের কাছে নাবী (ﷺ)-এর পত্র প্রেরণ।	২৫৭	২৫৭	بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ.
৬৪/৮৪. অধ্যায়: নাবী (ﷺ)-এর রোগ ও তাঁর ওফাত।	২৫৯	২৫৯	بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَفَاتِهِ

সূচীপত্র পৃষ্ঠা নং ৬

৬৪/৮৫. অধ্যায়: নাবী (ﷺ)-এর সর্বশেষ কথা।	২৭১	২৭১	৮৫/৮৫. بَابِ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ.
৬৪/৮৬. অধ্যায়: নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু।	২৭২	২৭২	৮৬/৮৬. بَابِ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.
৬৪/৮৮. অধ্যায়: নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু-রোগের অবস্থায় উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) কে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ।	২৭৩	২৭৩	৮৮/৮৬. بَابِ بَعَثِ النَّبِيِّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ.
৬৪/৯০. অধ্যায়: নাবী (ﷺ) কতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?	২৭৪	২৭৬	৯০/৮৬. بَابِ كَمْ عَزَا النَّبِيُّ ﷺ.

পর্ব (৬৫): কুরআন মাজীদের তাফসীর

(৬৫) كِتَابُ التَّفْسِيرِ الْقُرْآنِ

সূরাহ (১): ফাতিহা	২৭৫	২৭৫	(১) سُورَةُ الْفَاتِحَةِ
সূরাহ (২): আল-বাকারাহ	২৭৯	২৭৯	(২) سُورَةُ الْبَقَرَةِ
সূরাহ (৩): আলু 'ইমরান	৩২২	৩২২	(৩) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
সূরাহ (৪): আন-নিসা	৩৪২	৩৪২	(৪) سُورَةُ النِّسَاءِ
সূরাহ (৫): আল-মায়িদাহ	৩৬১	৩৬১	(৫) سُورَةُ الْمَائِدَةِ
সূরাহ (৬): আল-আন'আম	৩৭৪	৩৭৬	(৬) سُورَةُ الْأَنْعَامِ
সূরাহ (৭): আল-আ'রাফ	৩৮০	৩৮০	(৭) سُورَةُ الْأَعْرَافِ
সূরাহ (৮): আনফাল	৩৮৬	৩৮৬	(৮) سُورَةُ الْأَنْفَالِ
সূরাহ (৯): বারাতাত বা আত-তাওবাহ	৩৯৩	৩৯৩	(৯) سُورَةُ بَرَاءَةِ
সূরাহ (১০): ইউনুস	৪১২	৪১২	(১০) سُورَةُ يُوسُفَ
সূরাহ (১১): হূদ	৪১৪	৪১৪	(১১) سُورَةُ هُودٍ
সূরাহ (১২): ইউসুফ (ﷺ)	৪২০	৪২০	(১২) سُورَةُ يُوسُفَ
সূরাহ (১৩): আর্-রা'দ	৪২৭	৪২৭	(১৩) سُورَةُ الرَّعْدِ
সূরাহ (১৪): ইবরাহীম	৪২৯	৪২৯	سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

সূচীপত্র পৃষ্ঠা নং ৭

সূরাহ (১৫): হিজর	৪৩১	৬৩১	سُورَةُ الْحَجَرِ (১৫)
সূরাহ (১৬): নাহল	৪৩৫	৬৩৫	سُورَةُ النَّحْلِ (১৬)
সূরাহ (১৭): বানী ইসরাঈল	৪৩৭	৬৩৭	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (১৭)
সূরাহ (১৮): আল-কাহফ	৪৪৮	৬৬৮	سُورَةُ الْكَافِرِ (১৮)
সূরাহ (১৯): কাফ-হা-ইয়া-‘আইন-স-যাদ (মারইয়াম)	৪৬২	৬৬২	سُورَةُ كَهْفٍ (১৯)
সূরাহ (২০): তাহা	৪৬৬	৬৬৬	سُورَةُ طه (২০)
সূরাহ (২১): আশিয়া (الْحَاقَّةِ)	৪৬৯	৬৬৯	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ (২১)
সূরাহ (২২): হাজ্জ	৪৭১	৬৭১	سُورَةُ الْحَجِّ (২২)
সূরাহ (২৩): মু‘মিনীন	৪৭৪	৬৭৪	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ (২৩)
সূরাহ (২৪): নূর	৪৭৫	৬৭৫	سُورَةُ النُّورِ (২৪)
সূরাহ (২৫): আল-ফুরকান	৪৯৬	৬৯৬	سُورَةُ الْفُرْقَانِ ২৫/৬৫
সূরাহ (২৬): শু‘আরা	৫০০	৫০০	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ (২৬)
সূরাহ (২৭): নামল	৫০২	৫০২	سُورَةُ النَّمْلِ (২৭)
সূরাহ (২৮): ক্বাসাস	৫০৩	৫০৩	سُورَةُ الْقَصَصِ (২৮)
সূরাহ (২৯): আনকাবূত	৫০৫	৫০৫	سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ (২৯)
সূরাহ (৩০): রুম (আলিফ-লাম-মীম গুলিবাতির)	৫০৬	৫০৬	سُورَةُ الرُّومِ (৩০)
সূরাহ (৩১): লুকমান	৫০৮	৫০৮	سُورَةُ لُقْمَانَ (৩১)
সূরাহ (৩২): আস্-সাজ্দাহ	৫০৯	৫০৯	سُورَةُ السَّجْدَةِ (৩২)
সূরাহ (৩৩): আহযাব	৫১১	৫১১	سُورَةُ الْأَحْزَابِ (৩৩)
সূরাহ (৩৪): সাবা	৫২২	৫২২	سُورَةُ سَبَأٍ (৩৪)
সূরাহ (৩৫): মালায়িকাহ (ফাতির)	৫২৪	৫২৪	سُورَةُ الْمَلَائِكَةِ (الْفَاتِرِ) (৩৫)

সূচীপত্র পৃষ্ঠা নং ৮

সূরাহ (৩৬): ইয়াসীন	৫২৫	৫২০	سُورَةُ يَس (৩৬)
সূরাহ (৩৭): ওয়াসসাফফাত	৫২৬	৫২৬	سُورَةُ الصَّافَّاتِ (৩৭)
সূরাহ (৩৮): সা-দ	৫২৭	৫২৭	سُورَةُ ص (৩৮)
সূরাহ (৩৯): যুমার	৫৩০	৫৩০	سُورَةُ الزَّمْرِ (৩৯)
সূরাহ (৪০): আল-মু'মিন (গাফির)	৫৩৪	৫৩৪	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ (৪০)
সূরাহ (৪১): হা-মীম আসসাজ্জদাহ (ফুসসিলাত)	৫৩৫	৫৩৫	سُورَةُ حَمِ السَّجْدَةِ (৪১)
সূরাহ (৪২): শূরা (হা-মীম, 'আইন সাদ কাফ)	৫৪০	৫৪০	سُورَةُ حَمِ عَسَق (৪২)
সূরাহ (৪৩): হা-মীম যুখরুফ	৫৪১	৫৪১	سُورَةُ حَمِ الزُّخْرُفِ (৪৩)
সূরাহ (৪৪): হামীম আদ-দুখান	৫৪৩	৫৪৩	سُورَةُ حَمِ الدُّخَانِ (৪৪)
সূরাহ (৪৫): হা-মীম আল-জাসিয়াহ	৫৪৮	৫৪৮	سُورَةُ حَمِ الْجَاثِيَةِ (৪৫)
সূরাহ (৪৬): হা-মীম আল-আহকাফ	৫৪৮	৫৪৮	سُورَةُ حَمِ الْأَحْقَافِ (৪৬)
সূরাহ (৪৭): মুহাম্মাদ	৫৫০	৫৫০	سُورَةُ مُحَمَّدٍ (৪৭)
সূরাহ (৪৮): আল-ফাতহ	৫৫২	৫৫২	سُورَةُ الْفَتْحِ (৪৮)
সূরাহ (৪৯): হজুরাত	৫৫৭	৫৫৭	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ (৪৯)
সূরাহ (৫০): কাফ	৫৫৯	৫৫৯	سُورَةُ ق (৫০)
সূরাহ (৫১): আয্ যারিয়াত	৫৬১	৫৬১	سُورَةُ وَالذَّارِيَاتِ (৫১)
সূরাহ (৫২): আত-তুর	৫৬২	৫৬২	سُورَةُ وَالطُّورِ (৫২)
সূরাহ (৫৩): আন-নাজম	৫৬৪	৫৬৪	سُورَةُ وَالنَّجْمِ (৫৩)
সূরাহ (৫৪): ইকুতারাবাতিস্ সা-আহ্ (আল-কামার)	৫৬৮	৫৬৮	سُورَةُ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (৫৪)
সূরাহ (৫৫): আর-রহমান	৫৭৩	৫৭৩	سُورَةُ الرَّحْمَنِ (৫৫)
সূরাহ (৫৬): ওয়াকি'আহ	৫৭৬	৫৭৬	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ (৫৬)

সূচীপত্র পৃষ্ঠা নং ৯

সূরাহ (৫৭): আল-হাদীদ	৫৭৮	৫৭৮	سُورَةُ الْحَدِيدِ (৫৭)
সূরাহ (৫৮): মুজাদালাহ	৫৭৯	৫৭৯	سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ (৫৮)
সূরাহ (৫৯): আল-হাশর	৫৭৯	৫৭৯	سُورَةُ الْحَشْرِ (৫৯)
সূরাহ (৬০): আল-মুমতাহিনাহ	৫৮৩	৫৮৩	سُورَةُ الْمُمتَحِنَةِ (৬০)
সূরাহ (৬১): আসসাক্ব	৫৮৮	৫৮৮	سُورَةُ الصَّفِّ (৬১)
সূরাহ (৬২): আল-জুম'আহ	৫৮৮	৫৮৮	سُورَةُ الْجُمُعَةِ (৬২)
সূরাহ (৬৩): মুনাফিক্বন	৫৯০	৫৯০	سُورَةُ الْمُنافِقِينَ (৬৩)
সূরাহ (৬৪): আত-তাগাবুন	৫৯৬	৫৯৬	سُورَةُ التَّغَابُنِ (৬৪)
সূরাহ (৬৫): আত-ত্বলাক্ব	৫৯৭	৫৯৭	سُورَةُ الطَّلَاقِ (৬৫)
সূরাহ (৬৬): আত-তাহরীম	৫৯৯	৫৯৯	سُورَةُ التَّحْرِيمِ (৬৬)
সূরাহ (৬৭): আল-মুল্ক	৬০৫	৬০৫	سُورَةُ الْمُلْكِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (৬৭)
সূরাহ (৬৮): আল-ক্বলাম	৬০৫	৬০৫	سُورَةُ ن وَالْقَلَمِ (৬৮)
সূরাহ (৬৯): আল-হাক্বাহ	৬০৭	৬০৭	سُورَةُ الْحَاقَّةِ (৬৯)
সূরাহ (৭০): আল-মা'আরিজ	৬০৭	৬০৭	سُورَةُ الْمُعَارِجِ [سَأَلْ سَائِلٌ] (৭০)
সূরাহ (৭১): নূহ (ইন্না আরসালনা)	৬০৭	৬০৭	سُورَةُ نُوحٍ [إِنَّا أَرْسَلْنَا] (৭১)
সূরাহ (৭২): আল-জ্বিন (ক্বল উহিয়্যা ইলাইয়্যা)	৬০৯	৬০৯	سُورَةُ الْجِنِّ [قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ] (৭২)
সূরাহ (৭৩): আল-মুয্যাম্মিল	৬১০	৬১০	سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ (৭৩)
সূরাহ (৭৪): আল-মুদদাস্সির	৬১০	৬১০	سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ (৭৪)
সূরাহ (৭৫): আল-ক্বিয়ামাহ	৬১৪	৬১৪	سُورَةُ الْقِيَامَةِ (৭৫)
সূরাহ (৭৬): ইনসান (আদ-দাহর)	৬১৬	৬১৬	سُورَةُ الْإِنْسَانِ (الدَّهْر) (৭৬)
সূরাহ (৭৭): আল-মুরসলাত	৬১৭	৬১৭	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ (৭৭)

সূরাহ (৭৮): আননাবা	৬১৯	১১৭	(৭৮) سُورَةُ النَّبَاِ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾
সূরাহ (৭৯): আন-নাযি'আত	৬২০	১১৮	(৭৯) سُورَةُ وَالنَّازِعَاتِ
সূরাহ (৮০): 'আবাসা	৬২১	১১৯	(৮০) سُورَةُ عَبَسَ
সূরাহ (৮১): ইয়াশশামসু কূউইরাত (আত-তাকভীর)	৬২২	১২০	(৮১) سُورَةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
সূরাহ (৮২): ইয়াসসামাউ আনফাতরাত (আল-ইনফিতার)	৬২৩	১২১	(৮২) سُورَةُ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ
সূরাহ (৮৩): ওয়াইলুললিল মুত্বাফফিফীন (মুত্বাফফিফীন)	৬২৩	১২২	(৮৩) سُورَةُ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ
সূরাহ (৮৪): ইয়াসসামাউন্ শাক্বাত (আল-ইনশিকাক)	৬২৪	১২৩	(৮৪) سُورَةُ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ
সূরাহ (৮৫): আল-বুরূজ	৬২৫	১২৪	(৮৫) سُورَةُ الْبُرُوجِ
সূরাহ (৮৬): আত-তরিক্ব	৬২৫	১২৫	(৮৬) سُورَةُ الطَّارِقِ
সূরাহ (৮৭): সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা (আল-আ'লা)	৬২৫	১২৬	(৮৭) سُورَةُ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
সূরাহ (৮৮): হাল 'আত্বা-কা হাদীসুল গাশিয়াহ (আল-গাশিয়াহ)	৬২৬	১২৭	(৮৮) سُورَةُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ
সূরাহ (৮৯) আল-ফাজ্বর	৬২৭	১২৮	(৮৯) سُورَةُ وَالْفَجْرِ
সূরাহ (৯০): লা- উক্বসিয়ু (আল-বালাদ)	৬২৮	১২৯	(৯০) سُورَةُ لَا أُقْسِمُ
সূরাহ (৯১): ওয়াশশামসি ওয়াযুহা-হা (আশ-শামস)	৬২৮	১৩০	(৯১) سُورَةُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
সূরাহ (৯২): ওয়াল লাইলি ইয়া ইয়াগশা- (আল-লায়ল)	৬২৯	১৩১	(৯২) سُورَةُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
সূরাহ (৯৩): ওয়াদ-দুহা	৬৩০	১৩২	(৯৩) سُورَةُ وَالذُّحَى
সূরাহ (৯৪): আলাম নাশরাহ্ লাকা (আল-ইনশিরাহ্)	৬৩০	১৩৩	(৯৪) سُورَةُ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ

সূরাহ (৯৫): ওয়াত্-তীন	৬৩৬	১৩৬	(৯৫) سُورَةُ وَالْتَيْنِ
সূরাহ (৯৬): ইক্বরা বিসমি রক্কিকাল লায়ী খলাক্ব (আলাক্ব)	৬৩৬	১৩৬	(৯৬) سُورَةُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
সূরাহ (৯৭): ক্বদর	৬৪১	১৬১	(৯৭) سُورَةُ القدر
সূরাহ (৯৮): বাইয়িনাহ	৬৪১	১৬১	(৯৮) سُورَةُ البينة [لَمْ يَكُنْ]
সূরাহ (৯৯): ইয়া যুলযিলাতিল আরযু (যিলযাল)	৬৪২	১৬২	(৯৯) سُورَةُ إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ ﴿زُلْزِلَتْهَا﴾
সূরাহ (১০০): ওয়াল'আদিয়াত	৬৪৪	১৬৬	(১০০) سُورَةُ وَالْعَادِيَاتِ
সূরাহ (১০১): আল-ক্বারি'আহ	৬৪৪	১৬৬	(১০১) سُورَةُ الْقَارِعَةِ
সূরাহ (১০২): আত্‌তাকাসুর	৬৪৪	১৬৬	(১০২) سُورَةُ الْهَاجِمِ
সূরাহ (১০৩): আল-'আসর	৬৪৫	১৬৫	(১০৩) سُورَةُ وَالْعَصْرِ
সূরাহ (১০৪): আল-হুমাযাহ	৬৪৫	১৬৫	(১০৪) سُورَةُ هُمَزَةَ
সূরাহ (১০৫): আলামতারা (ফীল)	৬৪৫	১৬৫	(১০৫) سُورَةُ أَلَمْ تَرَ
সূরাহ (১০৬): লি ই-লাফি (কুরাইশ)	৬৪৫	১৬৫	(১০৬) سُورَةُ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
সূরাহ (১০৭): আল-মা'উন	৬৪৬	১৬৬	(১০৭) سُورَةُ الماعون
সূরাহ (১০৮): আল-কাউসার	৬৪৬	১৬৬	(১০৮) سُورَةُ الكوثر
সূরাহ (১০৯): কাফিরুন	৬৪৭	১৬৭	(১০৯) سُورَةُ الْكَافِرُونَ
সূরাহ (১১০): নাসর	৬৪৮	১৬৮	(১১০) سُورَةُ الفتح
সূরাহ (১১১): আল-মাসাদ (লাহাব)	৬৫০	১৬০	(১১১) سُورَةُ المسد
সূরাহ (১১২): ইখলাস	৬৫২	১৬২	(১১২) سُورَةُ الإخلاص
সূরাহ (১১৪): ক্বল আ'উযু বিরাক্বিন্নাস (নাস)	৬৫৪	১৬৪	(১১৪) سُورَةُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

পর্ব (৬৬): আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ

(৬৬) - كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

৬৬/১. অধ্যায়: ওয়াহী কীভাবে অবতীর্ণ হয় এবং সর্বপ্রথম যা অবতীর্ণ হয়েছিল।	৬৫৭	১০৭	১/৬৬. بَابُ : كَيْفَ نَزَلَ الْوَحْيُ وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ.
৬৬/২. অধ্যায়: কুরআন কুরায়শ এবং আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।	৬৫৮	১০৮	২/৬৬. بَابُ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ.
৬৬/৩. অধ্যায়: কুরআন সংকলনের অধ্যায়	৬৬০	১১.	৩/৬৬. بَابُ : جَمْعُ الْقُرْآنِ.
৬৬/৪. অধ্যায়: নাবী (ﷺ)-এর কাতিব (ওয়াহী লিখক)	৬৬২	১১২	৪/৬৬. بَابُ : كَاتِبِ النَّبِيِّ ﷺ.
৬৬/৫. অধ্যায়: কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।	৬৬৩	১১৩	৫/৬৬. بَابُ : أَنْزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ.
৬৬/৬. অধ্যায়: কুরআন সংকলন	৬৬৫	১১৫	৬/৬৬. بَابُ : تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ.
৬৬/৭. অধ্যায়: জিব্রীল (عليه السلام) নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে কুরআন মাজীদ শুনতেন ও শুনাতেন।	৬৬৬	১১৬	৭/৬৬. بَابُ : كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
৬৬/৮. অধ্যায়: নাবী (ﷺ)-এর যে সব সহাবী ক্বারী ছিলেন।	৬৬৭	১১৭	৮/৬৬. بَابُ : الْقُرَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.
৬৬/৯. অধ্যায়: সূরাহ ফাতিহার ফাযীলাত।	৬৬৯	১১৯	৯/৬৬. بَابُ : فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
৬৬/১০. অধ্যায়: সূরাহ আল-বাকারাহর ফাযীলাত।	৬৭০	১২০.	১০/৬৬. بَابُ : فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.
৬৬/১১. অধ্যায়: সূরাহ কাহুফের ফাযীলাত।	৬৭১	১২১	১১/৬৬. بَابُ : فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ.
৬৬/১২. অধ্যায়: সূরাহ আল-ফাতহর ফাযীলাত।	৬৭২	১২২	১২/৬৬. بَابُ : فَضْلِ سُورَةِ الْفَتْحِ.
৬৬/১৩. অধ্যায়: কুল্হ আন্লাহ আহাদ (সূরাহ ইখলাস)-এর ফাযীলাত।	৬৭২	১২২	১৩/৬৬. بَابُ : فَضْلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
৬৬/১৪. অধ্যায়: মু'আব্বিয়াত (সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাস)-এর ফাযীলাত।	৬৭৩	১২৩	১৪/৬৬. بَابُ فَضْلِ الْمُعَوَّدَاتِ.
৬৬/১৫. অধ্যায়: কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি নেমে আসে ও মালায়িকাহ অবতীর্ণ হয়।	৬৭৪	১২৪	১৫/৬৬. بَابُ : نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

৬৬/১৬. অধ্যায়: যারা বলে, দুই মলাটের মধ্যে (কুরআন) যা কিছু আছে তা বাদে নাবী (ﷺ) কিছু রেখে যাননি।	৬৭৫	১৭৫	۱۶/۶۶. بَاب : مَنْ قَالَ لَمْ يَثْرِكِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا مَا بَيَّنَّ الدَّفْتَيْنِ.
৬৬/১৭. অধ্যায়: সব কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব।	৬৭৫	১৭৫	۱۷/۶۶. بَاب فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ.
৬৬/১৮. অধ্যায়: কিতাবুল্লাহর ওয়াসিয়াত	৬৭৬	১৭৬	۱۸/۶۶. بَاب الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
৬৬/১৯. অধ্যায়: যার জন্য কুরআন যথেষ্ট নয়।	৬৭৭	১৭৭	۱۹/۶۶. بَاب مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ.
৬৬/২০. অধ্যায়: কুরআন তিলাওয়াতকারী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা।	৬৭৭	১৭৭	۲۰/۶۶. بَابِ اغْتِيَابِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ.
৬৬/২১. অধ্যায়: তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।	৬৭৮	১৭৮	۲۱/۶۶. بَابِ خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.
৬৬/২২. অধ্যায়: মুখস্থ কুরআন পাঠ করা।	৬৭৯	১৭৯	۲۲/۶۶. بَابِ الْقِرَاءَةِ عَنِ ظَهْرِ الْقَلْبِ.
৬৬/২৩. অধ্যায়: কুরআন মাজীদ বারবার তিলাওয়াত করা ও স্মরণ রাখা।	৬৮০	১৮০	۲۳/۶۶. بَابِ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ.
৬৬/২৪. অধ্যায়: জন্তুর পিঠে বসে কুরআন পাঠ করা।	৬৮১	১৮১	۲۴/۶۶. بَابِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ.
৬৬/২৫. অধ্যায়: শিশুদের কুরআন শিক্ষাদান।	৬৮১	১৮১	۲۵/۶۶. بَابِ تَعْلِيمِ الصَّبِيَّانِ الْقُرْآنَ.
৬৬/২৬. অধ্যায়: কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া এবং কেউ কি বলতে পারে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি?	৬৮২	১৮২	۲۶/۶۶. بَابِ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا.
৬৬/২৭. অধ্যায়: যারা সূরাহ বাকারাহ বা অমুক অমুক সূরাহ বলাতে দোষ মনে করেন না।	৬৮৩	১৮৩	۲۷/۶۶. بَابِ مَنْ لَمْ يَرَبَأْسًا أَنْ يَقُولَ : سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا.
৬৬/২৮. অধ্যায়: সুম্পষ্ট ও ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করা।	৬৮৪	১৮৪	۲۸/۶۶. بَابِ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ.
৬৬/২৯. অধ্যায়: 'মাদ' সহকারে কিরাআত।	৬৮৫	১৮৫	۲۹/۶۶. بَابِ مَدِّ الْقِرَاءَةِ.
৬৬/৩০. অধ্যায়: আত্‌তারজী' (ছন্দময় সুমধুর সুরে পাঠ করা)	৬৮৬	১৮৬	۳۰/۶۶. بَابِ التَّرْجِيحِ.

৬৬/৩১. অধ্যায়: মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা।	৬৮৬	১৮১	৩১/৬৬. بَابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ.
৬৬/৩২. অধ্যায়: যে অন্যের নিকট থেকে কুরআন পাঠ শুনতে ভালবাসে।	৬৮৬	১৮১	৩২/৬৬. بَابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ.
৬৬/৩৩. অধ্যায়: তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শোনার পর শ্রোতার মন্তব্য 'তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট'।	৬৮৭	১৮৭	৩৩/৬৬. بَابُ قَوْلِ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ حَسْبُكَ.
৬৬/৩৪. অধ্যায়: কতটুকু সময়ে কুরআন খতম করা যায়?	৬৮৭	১৮৭	৩৪/৬৬. بَابُ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ.
৬৬/৩৫. অধ্যায়: কুরআন তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন করা।	৬৮৯	১৮৭	৩৫/৬৬. بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.
৬৬/৩৬. অধ্যায়: যে ব্যক্তি দেখানো বা দুনিয়ার লোভে অথবা গর্বের জন্য কুরআন পাঠ করে।	৬৯০	১৯১	৩৬/৬৬. بَابُ إِثْمٍ مَنْ رَأَى بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ أَوْ فَخَرَ بِهِ.
৬৬/৩৭. অধ্যায়: যতক্ষণ মন চায় কুরআন তিলাওয়াত করা।	৬৯১	১৯১	৩৭/৬৬. بَابُ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا اسْتَلَقْتُمْ عَلَيْهِ فُلُوبُكُمْ.

বিশেষ সংযোজন

১। কুদসী হাদীস নির্দেশিকা	৬৯৩ পৃষ্ঠা
২। মুতাওয়াতির হাদীস নির্দেশিকা	৬৯৩ পৃষ্ঠা
৩। মারফূ' হাদীস নির্দেশিকা	৬৯৪ পৃষ্ঠা
৪। মাওকূফ হাদীস নির্দেশিকা	৬৯৫ পৃষ্ঠা
৩। মাকতূ' হাদীস নির্দেশিকা	৬৯৫ পৃষ্ঠা
৫। সহীছুল বুখারী পঞ্চম খণ্ড পর্বভিত্তিক নির্দেশিকা	৬৯৬ পৃষ্ঠা

গুরুত্বপূর্ণ টীকা ও ব্যাখ্যা নির্দেশিকা

১। খন্দক যুদ্ধের ঐতিহাসিক বিবরণ	৮২ পৃষ্ঠা
২। বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি	৯২ পৃষ্ঠা
৩। বিতর পাঠের পর কিয়ামুল্লাইল আদায় করলে পুনরায় বিতর পড়বে না	১২৪ পৃষ্ঠা
৪। হুদাইবিয়া ও আবু জানদাল (رضي الله عنه) এর ঘটনা	১৩০ পৃষ্ঠা
৫। খাইবার যুদ্ধের ঐতিহাসিক বিবরণ	১৩৪ পৃষ্ঠা
৬। পর্দার হুকুম স্বাধীন নারীর জন্য আর ক্রীতদাসীর জন্য নয়	১৪৬ পৃষ্ঠা
৭। মুত'আহ বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ	১৪৭ পৃষ্ঠা
৮। গানীমাত ও ফাই	১৫৮ পৃষ্ঠা
৯। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর 'আমালসমূহে বিপরীতমুখী পার্থক্য দেখা গেলে শেষের 'আমলটি দলীল হিসেবে গণ্য হবে এবং পূর্বেরটি রহিত হিসেবে।	১৭১ পৃষ্ঠা
১০। মু'মিন কাফিরের ওয়ারিশ হয় না আর কাফির মু'মিনের ওয়ারিশ হয় না	১৭৪ পৃষ্ঠা
১১। কতদূর সফর করলে কসর করা যাবে	১৮০ পৃষ্ঠা
১২। হিজড়াদের সম্মুখেও পর্দার হুকুম প্রযোজ্য	১৯৪ পৃষ্ঠা
১৩। হুনায়েন যুদ্ধের ঐতিহাসিক বিবরণ	২০০ পৃষ্ঠা
১৪। মুবাহালার পদ্ধতি	২২৯ পৃষ্ঠা
১৫। যে যে কারণে দু'ওয়াক্তের সলাত এক ওয়াক্তে আদায় করা যায়	২৪৪ পৃষ্ঠা
১৬। তাবুক যুদ্ধের ঐতিহাসিক বিবরণ	২৪৪ পৃষ্ঠা
১৭। অতি সামান্য ব্যাপারেও কিসাস বৈধ	২৭০ পৃষ্ঠা
১৮। সূরাতুল ফাতিহার গুরুত্ব ও ফাযীলাত	২৭৫ পৃষ্ঠা
১৯। উচ্চৈশ্বরে আমীন বলার আরো প্রমাণ	২৭৮ পৃষ্ঠা
২০। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা	৩০৭ পৃষ্ঠা
২১। ফির'আউনের লাশ রক্ষা করার আদ্বাহ তা'আলার অঙ্গীকার	৪১৩ পৃষ্ঠা
২২। ফারয সলাত আদায়ের সময় নির্দেশক আদ্বাহ তা'আলার বাণী	৪২০ পৃষ্ঠা
২৩। সূরাতুল ফাতিহাকে বলা হয়েছে মহা কুরআন	৪৩৪ পৃষ্ঠা
২৪। সর্ব প্রথম রসূল হুছেন নূহ (ﷺ)	৪৪২ পৃষ্ঠা
২৫। জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম	৪৪৫ পৃষ্ঠা
২৬। শিরকের চেয়েও জঘন্য পাপ রয়েছে	৪৯৮ পৃষ্ঠা
২৭। আল্লাহর নিরাকার নন অবয়ব বিশিষ্ট	৫৩২ পৃষ্ঠা
২৮। রুকু' ও সাজদাহুয় রসূলুল্লাহ এর শেষ জীবনে কোন দু'আ পাঠ করতেন এবং কেন? ৬৪৮ পৃষ্ঠা	৬৪৮ পৃষ্ঠা
২৯। কোনগুলোকে মুফাসসাল সূরা বলা হয়	৬৮১ পৃষ্ঠা
৩০। মুহকাম আয়াত কাকে বলে?	৬৮১ পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহর নামে

(৬৬) : كِتَابُ الْمَغَازِي

পর্ব (৬৪) : মাগাযী

১/৬৬. بَابُ غَزْوَةِ الْعُسَيْرَةِ أَوْ الْعُسَيْرَةِ.

৬৪/১. অধ্যায়: 'উশায়রাহ বা 'উসাইরাহর যুদ্ধ।

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَوَّلَ مَا غَزَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَبْوَاءَ ثُمَّ بَوَاطِئَ ثَمَّ الْعُسَيْرَةَ.

ইবনু ইসহাক (রহ.) বলেন, নাবী (ﷺ) প্রথম আবওয়া-র যুদ্ধ করেন, অতঃপর তিনি বুওয়াত্ব, অতঃপর 'উশায়রার যুদ্ধ করেন।

৩৭৬৭. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ لَهُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قِيلَ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ فُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ قَالَ الْعُسَيْرَةُ أَوْ الْعُسَيْرُ فَذَكَرْتُ لِقِنَادَةَ فَقَالَ الْعُسَيْرُ.

৩৯৪৯. আবু ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়দ ইবনু আরকামের পাশে ছিলাম। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নাবী (ﷺ) কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কয়টি যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, সতেরটিতে। বললাম, এসব যুদ্ধের কোনটি সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল? তিনি বললেন, 'উশায়রাহ বা 'উশায়র। বিষয়টি আমি ক্বাতাদাহ (রহ.)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনিও বললেন, 'উশায়র। [৪৪০৪, ৪৪৭১; মুসলিম ১৫/৩৫, হাঃ ১২৫৪] (আ.প্র. ৩৬৫৮, ই.ফা. ৩৬৬১)

২/৬৬. بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُقْتَلُ بِبَدْرٍ.

৬৪/২ অধ্যায়: বাদ্র যুদ্ধে নিহতদের ব্যাপারে নাবী (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী।

৩৭৫০. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

১ নাবী (ﷺ)-এর নিজের অংশগ্রহণ অথবা তার পক্ষ হতে প্রেরিত কোন সেনাবাহিনীর সাথে সংঘটিত যুদ্ধকে মাগাযী বলা হয়। এ যুদ্ধ কাফিরদের নিজস্ব এলাকায় হতে পারে অথবা তারা জোরজবরদস্তিমূলকভাবে প্রবেশ করেছে এমন এলাকাও হতে পারে।

أَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيقًا لِأُمِّيَّةَ بْنِ خَلْفٍ وَكَانَ أُمِّيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لِأُمِّيَّةَ انْظُرِي لِي سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَعَلِّي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ هَذَا سَعْدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ أَلَا أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ أَمِينًا وَقَدْ أَوَيْتُمْ الصُّبَاءَ وَرَزَعْتُمْ أَنْتُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَا مَعَ أَبِي صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لَأَمْتَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ أُمِّيَّةُ لَا تَرْفَعِ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ سَيِّدِ أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ سَعْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمِّيَّةُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ قَالَ بِمَكَّةَ قَالَ لَا أَذْرِي فَفَرِعَ لِذَلِكَ أُمِّيَّةُ فَرَعًا شَدِيدًا فَلَمَّا رَجَعَ أُمِّيَّةُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَا أُمَّ صَفْوَانَ أَلَمْ تَرِي مَا قَالَ لِي سَعْدٌ قَالَتْ وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِي فَقُلْتُ لَهُ بِمَكَّةَ قَالَ لَا أَذْرِي فَقَالَ أُمِّيَّةُ وَاللَّهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرِ اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلٍ النَّاسَ قَالَ أَذْرِكُوا عَيْزَكُمْ فَكَّرَهُ أُمِّيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ فَاتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفَتْ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي تَخَلَّفُوا مَعَكَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْلٍ حَتَّى قَالَ أَمَا إِذْ عَلَّبْتَنِي فَوَاللَّهِ لِأَشْتَرِينَ أَجُودَ بَعِيرٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ أُمِّيَّةُ يَا أُمَّ صَفْوَانَ جَوَّبْنِي فَقَالَتْ لَهُ يَا أَبَا صَفْوَانَ وَقَدْ نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِيُّ قَالَ لَا مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلَّا قَرِيبًا فَلَمَّا خَرَجَ أُمِّيَّةُ أَخَذَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيرَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَدْرِ.

৩৯৫০. সা'দ ইবনু মু'আয (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাঁর ও উমাইয়াহ ইবনু খালফের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়াহ মাদীনাহুয় আসলে সা'দ ইবনু মু'আযের মেহমান হত এবং সা'দ (رضي الله عنه) মাক্কাহুয় গেলে উমাইয়াহর আতিথ্য গ্রহণ করতেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনাহুয় হিজরাত করার পর একবার সা'দ (رضي الله عنه) উমরাহ করার উদ্দেশে মাক্কাহ গেলে এবং উমাইয়াহর বাড়িতে অবস্থান করলেন। তিনি উমাইয়াহকে বললেন, আমাকে এমন একটি নিরিবিলা সময়ের কথা বল যখন আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারব। তাই দুপুরের কাছাকাছি সময়ে একদিন উমাইয়াহ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বের হল, তখন তাদের সঙ্গে আবু জাহলের দেখা হল। তখন সে (উমাইয়াহকে লক্ষ্য করে) বলল, হে আবু সফওয়ান! তোমার সঙ্গে ইনি কে? সে বলল, ইনি সা'দ। তখন আবু জাহল তাকে (সা'দ ইবনু মু'আযকে) বলল, আমি তোমাকে নিরাপদে মাক্কাহুয় তাওয়াফ করতে দেখছি অথচ তোমরা ধর্মত্যাগীদের আশ্রয় দিয়েছ এবং তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলেছ। আল্লাহর কসম, তুমি আবু সফওয়ানের (উমাইয়াহ) সঙ্গে না থাকলে তোমার পরিজনদের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না। সা'দ (رضي الله عنه) এর চেয়েও উচ্চেষ্ট্রের বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি এতে যদি আমাকে বাধা দাও তাহলে আমিও এমন একটি বিষয়ে তোমাকে বাধা দেব যা তোমার জন্য এর চেয়েও কঠিন হবে। মাদীনাহর পার্শ্ব দিয়ে তোমার

যাতায়াতের রাস্তা (বন্ধ করে দেব)। তখন উমাইয়াহ তাকে বলল, হে সা'দ! এ উপত্যকার সর্দার আবুল হাকামের সঙ্গে এরূপ উচ্চেষ্টরে কথা বলো না। তখন সা'দ (ﷺ) বললেন, হে উমাইয়াহ! হুমি চূপ কর। আল্লাহর কসম, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, তারা তোমার হত্যাকারী। 'উমাইয়াহ জিজ্ঞেস করল, মাক্কাহর বৃকে? সা'দ (ﷺ) বললেন, তা জানি না। উমাইয়াহ এতে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এরপর উমাইয়াহ বাড়ী গিয়ে তার (স্ত্রীকে) বলল, হে উম্মু সফওয়ান! সা'দ আমার ব্যাপারে কী বলেছে জান? সে বলল, সা'দ তোমাকে কী বলেছে? উমাইয়াহ বলল, সে বলেছে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা আমার হত্যাকারী। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তা কি মাক্কাহর? সে বলল, তা জানি না। অতঃপর 'উমাইয়াহ বলল, আল্লাহর কসম, আমি কখনো মাক্কাহ হতে বের হব না। কিছু বাদর যুদ্ধের দিন আগত হলে আবু জাহল সকল জনসাধারণকে সদলবলে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলল, তোমরা তোমাদের কাফেলা রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হও। উমাইয়াহ বের হাওয়াকে অপছন্দ করলে আবু জাহল এসে তাকে বলল, হে আবু সফওয়ান। তুমি এ উপত্যকার অধিবাসীদের নেতা, তাই লোকেরা যখন দেখবে তুমি পেছনে রয়ে গেছ তখন তারাও তোমার সঙ্গে পেছনেই থেকে যাবে। এ বলে আবু জাহল তার সঙ্গে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে বাধ্য করে ফেলছ তাই আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি এমন একটি উষ্ট্র ক্রয় করব যা মাক্কাহর মধ্যে সবচেয়ে ভাল। এরপর উমাইয়াহ (স্ত্রীকে) বলল, হে উম্মু সফওয়ান! আমার সফরের ব্যবস্থা কর। স্ত্রী বলল, হে আবু সফওয়ান! তোমার মাদীনাহবাসী ভাই যা বলেছিলেন তা কি তুমি ভুলে গিয়েছ? সে বলল, না। আমি তাদের সঙ্গে মাত্র কিছু দূর যেতে চাই। রওয়ানা হওয়ার পর রাস্তায় যে মান্থিলেই উমাইয়াহ কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে সেখানই সে তার উট বেঁধে রেখেছে। সারা রাস্তায় সে এমন করল, শেষে বাদর প্রান্তরে মহান আল্লাহ তাকে হত্যা করলেন। (৩৬৩২) (আ.প্র. ৩৬৫৯, ই.ফা. ৩৬৬২)

৩/৬৪. بَابُ قِصَّةِ عَزْوَةِ بَدْرٍ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

৬৪/৩. অধ্যায়: বাদর যুদ্ধের ঘটনা ও মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزْلَلِينَ ۗ - بَلَى ۗ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ - وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۗ - لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾

وَقَالَ وَحِثِّي قَتَلَ حَمْرَةَ طُعَيْمَةَ بِنَ عَدِيِّ بْنِ الْحِيَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى

الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ الْآيَةَ الشُّوْكَةَ الْحُدَى

মহান আল্লাহর বাণী : “আর এ তো সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ বাদর যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা শুরকগুজারী করতে পার। স্মরণ কর, তুমি যখন মু'মিনদের বলছিলে : তোমাদের জন্য একি যথেষ্ট নয় যে, আসমান

হতে অবতীর্ণ হওয়া তিন হাজার মালায়িকাহ দিয়ে তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকুওয়া অবলম্বন কর; তবে কাফির বাহিনী অতর্কিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত মালায়িকাহ দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। এটা তো আল্লাহ শুধু এজন্য করেছেন যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয়, যাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো শুধুমাত্র পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞান আল্লাহর তরফ হতে হয়ে থাকে। যাতে ধ্বংস করে দেন কাফিরদের কোন দলকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন তাদের, যেন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।” (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১২৩-১২৭)

ওয়াহশী (رضي الله عنه) বলেন, বাদ্র যুদ্ধের দিন হামযাহ (رضي الله عنه) তু'আয়মা ইব্নু আদী ইব্নু খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহর বাণী : “স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন যে, দু'টি দলের একটি তোমাদের করতলগত হবে।” (সূরাহ আনফাল ৮/৭)

৩৭০১. حدثني يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمْ أَخْلَفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي تَخَلَّفْتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا إِتْمَا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عَيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيَّنَّ عَدْوَهُمْ عَلَى عَيْرِ مَيْعَادٍ.

৩৯৫১. 'আবদুল্লাহ ইব্নু কা'ব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্নু মালিক (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে তাবুকের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধে আমি অনুপস্থিত ছিলাম না। তবে বাদ্র যুদ্ধে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। কিন্তু বাদ্র যুদ্ধে যারা যোগদান করেননি তাদেরকে কোন প্রকার দোষারোপ করা হয়নি। আসলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরাইশ কাফিলার উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা ব্যতীতই আল্লাহ তা'আলা তাদের (মুসলিমদের) সঙ্গে তাদের দুশমনদের মুকাবলা করিয়ে দেন। [২৭৫৭] (আ.প্র. ৩৬৬০, ই.ফা. ৩৬৬৩)

৬/১৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (٩) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ع (١٠)﴾ إِذْ يُغَشِّيكُمْ التُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ط (١١) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ط سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا قَوْقُ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ط (١٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ج وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣)﴾

৬৪/৪. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :

স্মরণ কর, তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তোমাদের রবের কাছে, তিনি তোমাদের প্রার্থনার জবাবে বললেন : অবশ্যই আমি তোমাদের সাহায্য করব এক হাজার মালায়িকাহ দিয়ে, যারা ক্রমান্বয়ে

এসে পৌছবে। আর আল্লাহ্ এ সাহায্য করলেন শুধু সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং যেন তোমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। আর সাহায্য তো কেবল আল্লাহ্র তরফ হতেই হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিকমাতওয়ালা। স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন নিজের পক্ষ হতে স্বস্তি প্রদানের জন্য এবং তোমাদের উপর আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং যাতে তোমাদের হতে অপসারিত করে দেন শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা, আর যাতে তোমাদের অন্তর সুদৃঢ় করেন এবং যার ফলে তোমাদের পা স্থির করে দিতে পারেন। স্মরণ কর, তোমার রব মালায়িকাহকে প্রত্যাদেশ করেন- নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সূতরাং তোমরা মু'মিনদের দৃঢ়চিন্ত রাখ। অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরে আতংক সঞ্চার করে দেব, অতএব, আঘাত কর তাদের গর্দানের উপর এবং আঘাত কর তাদের অঙ্গুলির জোড়ায় জোড়ায়। (সূরাহ আনফাল ৮/৯-১৩)

৩৭০৫. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ تَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ شَهِدْتُ مِنَ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهُدًا لِأَنَّ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُذِلَ بِهِ أَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿أَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا﴾ وَلَكِنَّا نَقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ قَرَأْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ يَعْنِي قَوْلَهُ.

৩৯৫২. ইব্নু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিকদাদ ইব্নু আসওয়াদের এমন একটি বিষয় দেখেছি যা আমি করলে তা দুনিয়ার সব কিছুর তুলনায় আমার নিকট প্রিয় হত। তিনি নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসলেন, তখন তিনি (ﷺ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে দু'আ করছিলেন। এতে মিকদাদ ইব্নু আসওয়াদ (رضي الله عنه) বললেন, মুসা (ﷺ) এর কাওম যেমন বলেছিল যে, “তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর”- (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/২৪)। আমরা তেমন বলব না, বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে, পেছনে সর্বদিক থেকে যুদ্ধ করব। ইব্নু মাস'উদ (رضي الله عنه) বলেন, আমি দেখলাম, নাবী (ﷺ)-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তার কথা তাঁকে খুব আনন্দিত করল। (৪৬০৯) (আ.প্র. ৩৬৬১, ই.ফা. ৩৬৬৪)

৩৭০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِن شِئْتَ لَمْ تُعْبِدْ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ يَمِينَهُ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ ﴿سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾.

৩৯৫৩. ইব্নু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদরের দিন নাবী (ﷺ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি যদি চান (কাফিররা জয়লাভ করুক) তাহলে আপনার ‘ইবাদাত আর হবে না। আবু বাকর (رضي الله عنه) তাঁর হাত ধরে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এ আয়াত পড়তে পড়তে বের হলেন : “শীঘ্রই দুশমনরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে”- (সূরাহ ক্বামার ৫৪/৪৫)। [২৯১৫] (আ.প্র. ৩৬৬২, ই.ফা. ৩৬৬৫)

: بَابُ ٥٠/٦٤

৬৪/৫. অধ্যায়:

৩৯০৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عَنْ بَدْرِ وَالْحَارِثُونَ إِلَى بَدْرِ.

৩৯৫৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মু'মিনদের মধ্যে তারা সমান নয় যারা (বাদরে না গিয়ে) বসে ছিল" - (সূরাহ আন-নিসা ৪/৯৫)। এবং যারা বাদরে হাজির হয়েছিল মর্মে (আয়াতটি) বাদর এবং তদুদ্দেশে ঘর ছেড়ে বের হওয়া সহাবীদের ব্যাপারে (নাযিল হয়)। [৪৫৯৫] (আ.প্র. ৩৬৬৩, ই.ফা. ৩৬৬৬)

৬/৬৬. بَابُ عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرِ

৩৪/৬. অধ্যায়: বাদর যুদ্ধে যোগদানকারীর সংখ্যা।

৩৯০০. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُضْفِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُضْفِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرِ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ نَبِيْقًا عَلَى سِتِّيْنِ وَالْأَنْصَارُ نَبِيْقًا وَأَرْبَعِيْنَ وَمِائَتِيْنَ.

৩৯৫৫. বারান্না (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদরের দিন আমাকে ও ইবনু 'উমারকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক গণ্য করা হয়েছিল। [৩৯৫৬] (আ.প্র. ৩৬৬৪, ই.ফা. নেই)

৩৯০৬. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُضْفِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُضْفِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرِ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ نَبِيْقًا عَلَى سِتِّيْنِ وَالْأَنْصَارُ نَبِيْقًا وَأَرْبَعِيْنَ وَمِائَتِيْنَ.

৩৯৫৬. বারান্না (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদরের দিন আমাকে ও ইবনু 'উমারকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক গণ্য করা হয়েছিল, এ যুদ্ধে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ষাটের বেশী এবং আনসারদের সংখ্যা ছিল দুশ' চল্লিশেরও অধিক। [৩৯৫৫] (আ.প্র. ৩৬৬৫, ই.ফা. ৩৬৬৭)

৩৯০৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ التَّهْرَ بِضْعَةَ عَشْرَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ قَالَ الْبَرَاءُ لَا وَاللَّهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ التَّهْرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

১ অর্থাৎ বারান্না ইবনু 'আযিব ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অল্প বয়স্ক গণ্য করায় তারা বাদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি।

২ মুসলিম হবার কারণে যারা অমানসিক নির্ঘাতন ও নিপীড়ন সহ্য করে আশ্রয়ের জন্য মাদীনাহ গমন করেছিলেন তারা মুহাজির হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মাদীনাহবাসীদের মধ্য হতে যারা মুহাজিরদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তারা আনসার নামে পরিচিত ছিলেন।

৩৯৫৭. বারা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর যে সব সহাবী বাদ্দ্রে উপস্থিত ছিলেন তারা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সংখ্যা তালুতের যে সব সঙ্গী নদী পার হয়েছিলেন তাদের সমান ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ' দশেরও কিছু বেশী। বারা (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর কসম, ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই তাঁর সঙ্গে নদী পার হতে পারেনি। [৩৯৫৮-৩৯৫৯] (আ.প্র. ৩৬৬৬, ই.ফা. ৩৬৬৮)

৩৯৫৮. বারা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সহাবীগণ পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বাদ্দর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সহাবীদের সংখ্যা তালুতের সঙ্গে যারা নদী পার হয়েছিলেন তাদের সমানই ছিল এবং তিনশ' দশ জনের অধিক ঈমানদার ব্যতীত কেউ তাঁর সঙ্গে নদী পার হতে পারেনি। [৩৯৫৭] (আ.প্র. ৩৬৬৭, ই.ফা. ৩৬৬৯)

৩৯৫৯. বারা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বাদ্দর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সহাবীগণের সংখ্যা তিনশ' দশ জনেরও কিছু অধিক ছিল, তালুতের যে সংখ্যক সাথী তাঁর সঙ্গে নদী পার হয়েছিল; মু'মিন ব্যতীত কেউ তার সঙ্গে নদী পার হতে পারেনি। [৩৯৫৭] (আ.প্র. ৩৬৬৮, ই.ফা. ৩৬৭০)

৩৯৬০. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কা'বার দিকে মুখ করে কুরাইশের কতিপয় লোকের তথা- শায়বাহ ইবনু রাবী'আহ, 'উতবাহ ইবনু রাবী'আ, ওয়ালাদ ইবনু 'উতবাহ এবং আবু জাহুল ইবনু হিশামের বিরুদ্ধে দু'আ করেন। আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, অবশ্যই আমি এ সমস্ত লোকদেরকে (বাদ্রের ময়দানে) নিহত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। প্রচণ্ড রোদ তাদের দেহগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছিল। দিনটি ছিল প্রচণ্ড গরম। [২৪০] (আ.প্র. ৩৬৬৯, ই.ফা. ৩৬৭১)

৭/৬৬. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ شَيْبَةَ وَعُتْبَةَ وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلٍ بِنِ هِشَامٍ وَهَلَاكِهِمْ.

৬৪/৭. অধ্যায়: কুরাইশ কাক্বির শায়বাহ, 'উতবাহ, ওয়ালাদ এবং আবু জাহুল ইবনু হিশামের বিরুদ্ধে নাবী (ﷺ)-এর দু'আ এবং এদের ধ্বংস হওয়ার বিবরণ।

৩৯৬০. حَدِيثُ عَمْرُو بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكُفْبَةَ فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَغِي فَدَغَبْتُهُمْ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا.

৩৯৬০. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কা'বার দিকে মুখ করে কুরাইশের কতিপয় লোকের তথা- শায়বাহ ইবনু রাবী'আহ, 'উতবাহ ইবনু রাবী'আ, ওয়ালাদ ইবনু 'উতবাহ এবং আবু জাহুল ইবনু হিশামের বিরুদ্ধে দু'আ করেন। আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, অবশ্যই আমি এ সমস্ত লোকদেরকে (বাদ্রের ময়দানে) নিহত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। প্রচণ্ড রোদ তাদের দেহগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছিল। দিনটি ছিল প্রচণ্ড গরম। [২৪০] (আ.প্র. ৩৬৬৯, ই.ফা. ৩৬৭১)

৪/৬৬. بَابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ.

৬৪/৮. অধ্যায়: আবু জাহলের হত্যা।

৩৭৬১. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ

أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ.

৩৯৬১. ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, বাদর যুদ্ধের দিন আবু জাহল যখন মৃত্যুর মুখোমুখী তখন তিনি (আবদুল্লাহ) তার কাছে গেলেন। তখন আবু জাহল বলল, (আজ) তোমরা যাকে হত্যা করলে তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য লোক আর আছে কি? (আ.প্র. ৩৬৭০, ই.ফা. ৩৬৭২)

৩৭৬২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

ح و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَيَنْظُرُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ.

৩৯৬২. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বাদরের দিন) নাবী (ﷺ) বললেন, আবু জাহলের কী অবস্থা হল কেউ তা দেখতে পার কি? তখন ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) বের হলেন এবং দেখতে পেলেন যে, ‘আফরার দুই পুত্র তাকে এমনিভাবে মেরেছে যে, মুম্বু অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) বললেন, তুমিই কি আবু জাহল? রাবী বলেন : আবু জাহল বলল : সেই লোকটির চেয়ে উত্তম আর কেউ আছে কি যাকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল অথবা বলল তোমরা যাকে হত্যা করলে? আহমাদ বিন ইউনুসের বর্ণনায় এসেছে, তুমি আবু জাহল। [৩৯৬৩, ৪০২০] (আ.প্র. ৩৬৭১, ই.ফা. ৩৬৭৩)

৩৭৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ فَيَنْظُرُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوهُ

حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَحْوَهُ

৩৯৬৩. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বাদরের দিন নাবী (ﷺ) বললেন, আবু জাহল কী করল, তোমাদের মধ্যে কে তা জেনে আসবে? তখন ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) চলে গেলেন এবং তিনি দেখতে পেলেন, ‘আফরার দুই পুত্র তাকে এমনিভাবে পিটিয়েছে যে, সে মুম্বু অবস্থায় পড়ে আছে। তখন

তিনি তার দাড়ি ধরে বললেন, তুমি কি আবু জাহ্ল? উত্তরে সে বলল, সেই লোকটির চেয়ে উত্তম আর কেউ আছে কি যাকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল অথবা বলল তোমরা যাকে হত্যা করলে?৩

ইবনু মুসান্না (রহ.)..... আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) থেকে অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে।
[৩৯৬২] (আ.প্র. ৩৬৭২, ই.ফা. ৩৬৭৪)

৩৯৬২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي بَدْرِ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي عَفْرَاءَ.

৩৯৬৪. ইব্রাহীমের দাদা থেকে বাদ্র তথা 'আফরার দুই ছেলের সম্পর্কে এক রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। [৩১৪১] (আ.প্র. নেই, ই.ফা. ৩৬৭৫)

৩৯৬৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو مَجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ وَفِيهِمْ أَنْزَلْتُ ﴿هُذَانَ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ قَالَ هُمُ الَّذِينَ تَبَارَرُوا يَوْمَ بَدْرِ حَمْرَةَ وَعَلِيٌّ وَعَبِيدَةُ أَوْ أَبُو عَبِيدَةَ بْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَثْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُثْبَةَ.

৩৯৬৫. 'আলী ইবনু আবু ত্বলিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমিই কিয়ামাতের দিন দয়াময়ের সামনে বিবাদ মীমাংসার জন্য হাঁটু গেড়ে বসব। ক্বায়স ইবনু 'উবাদ (رضي الله عنه) বলেন, এদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে : هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ "এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে"- (সূরাহ হাঙ্ক ২২/১৯)। তিনি বলেন, (মুসলিম পক্ষের) তারা হলেন হাম্‌যা, 'আলী ও 'উবাইদাহ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবু 'উবাইদাহ ইবনুল হারিস (رضي الله عنه) (অপরপক্ষে) শায়বা বিন রাবী'আহ, 'উত্বাহ বিন রাবী'আহ এবং ওয়ালীদ ইবনু 'উত্বাহ যারা বাদ্র যুদ্ধের দিন পরস্পরের বিরুদ্ধে লাড়াই করেছিলেন।^৪ [৩৯৬৭, ৪৭৪৪] (আ.প্র. ৩৬৭৩, ই.ফা. ৩৬৭৬)

^৩ কুরায়শদের এতবড় একজন প্রভাবশালী সেনাপতি যে কিনা অল্প বয়স্ক দুজন সহদোর মু'আয ও মু'আওয়য এয় হাতে নিহত হলো। এটি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিদর্শন। কারণ এটা কাফিরদের জন্য ছিল একটি লঙ্কাজনক ও বিরাট ক্ষতির ব্যাপার। দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধে কাফিররা এক হাজার থাকলেও মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশত তেরজন। তথাপি আল্লাহর অশেষ রাহমতে মুসলিমগণ এ যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং তাদের মনোবল অনেকগুণ বেড়ে যায়। হাদীসে আবু জাহালের মৃত্যুপূর্ব অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

^৪ বাদ্রের যুদ্ধের দিন মল্ল যুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। হামযাহ (رضي الله عنه) শাইবাহ ইবনু রাবী'আহকে, 'আলী (رضي الله عنه) ওয়ালিদ ইবনু 'উত্বাহকে মল্ল যুদ্ধে পরাজিত করে তাদেরকে হত্যা করেন। কিন্তু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه) 'উত্বাহ ইবনু রাবী'আহকে মারাত্মকভাবে আহত করলেও তিনিও মারাত্মক আহত হন এবং পরে তিনি শহীদ হন। হামযাহ (رضي الله عنه) ও আলী (رضي الله عنه) 'উত্বাহ ইবনু রাবী'আহকে হত্যার ব্যাপারে 'উবাইদাহকে সহযোগিতা করেছিলেন।

৩৯৬৬. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِي دَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ ﴿هُذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ فِي سِتَّةٍ مِنْ فُرَيْشِ عَلِيٍّ وَخَمْرَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةَ بِنِ رَيْبَعَةَ وَعُتْبَةَ بِنِ رَيْبَعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ.

৩৯৬৬. আবু যার রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “এরা দু’টি বিবদমান দল তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে”- (সূরাহ হাজ্জ ২২/১৯) আয়াতটি কুরাইশ গোত্রীয় ছয়জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হলেন, (মুসলিম পক্ষ) ‘আলী, হামযাহ, ‘উবাইদাহ ইবনুল হারিস রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ও (কাফির পক্ষে) শায়বা ইবনু রাবী‘আহ, ‘উত্বাহ ইবনু রাবী‘আহ এবং ওয়ালীদ ইবনু ‘উত্বাহ। [৩৯৬৮, ৩৯৬৯, ৪৯৪৩] (আ.প্র. ৩৬৭৪, ই.ফা. ৩৬৭৭)

৩৯৬৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ كَانَ يَنْزِلُ فِي بَيْتِ صُبَيْعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِبَنِي سَدُوسٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿هُذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾.

৩৯৬৭. কায়স ইবনু উবাদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আলী রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেছেন : “এরা দু’টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে”- (সূরাহ হাজ্জ ২২/১৯) আয়াতটি আমাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। [৩৯৬৫] (আ.প্র. ৩৬৭৫, ই.ফা. ৩৬৭৮)

৩৯৬৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ سَمِعْتُ أَبَا دَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقْسِمُ لَنَزَلَتْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ فِي هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ نَحْوَهُ.

৩৯৬৮. কায়স ইবনু উবাদ (রহ.) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) আমি আবু যার রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, উপর্যুক্ত আয়াতগুলো উল্লিখিত বাদরের দিন ঐ ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। [৩৯৬৬] (আ.প্র. ৩৬৭৬, ই.ফা. ৩৬৭৯)

৩৯৬৯. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرِيِّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا دَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿هُذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ خَمْرَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنِي رَيْبَعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ.

৩৯৬৯. কায়স (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবু যার রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, “এরা দু’টি বিবদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে” আয়াতটি বাদরের দিন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হামযাহ, ‘আলী, ‘উবাইদাহ ইবনুল হারিস, রাবী‘আহর দুই পুত্র ‘উত্বাহ ও শায়বাহ এবং ওয়ালীদ ইবনু ‘উত্বাহর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। [৩৯৬৬] (আ.প্র. ৩৬৭৭, ই.ফা. ৩৬৮০)

৩৯৭০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَشْهَدُ عَلِيَّ بَدْرًا قَالَ بَارَزَ وَظَاهَرَ.

৩৯৭০. আবু ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত যে, আমি গুনলাম, এক ব্যক্তি বারা (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করল, 'আলী (رضي الله عنه) কি বাদ্র যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন? তিনি বললেন, 'আলী ঐ যুদ্ধে মুকাবালা করেছিলেন এবং হাককে বিজয়ী করেছিলেন। (আ.প্র. ৩৬৭৮, ই.ফা. ৩৬৮১)

৩৯৭১. 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমাইয়াহ ইবনু খালফের সঙ্গে একটি ছুক্তি করেছিলাম। বাদ্র যুদ্ধের দিন তিনি 'উমাইয়াহ ইবনু খালাফ ও তার পুত্রের নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করলে বিলাল (رضي الله عنه) বললেন, যদি 'উমাইয়াহ ইবনু খালাফ প্রাণে বেঁচে যেত তাহলে আমি সফল হতাম না। ৫ [২৩০১] (আ.প্র. ৩৬৭৯, ই.ফা. ৩৬৮২)

৩৯৭২. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) সূত্র নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত যে, তিনি সূরাহ নাজ্ম তিলাওয়াত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাজ্জাদাহ করলেন। এক বৃদ্ধ ব্যতীত নাবীজীর নিকট যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই সাজ্জাদাহ করলেন। সে বৃদ্ধ একমুষ্টি মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে বলল, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন, কিছু দিন পর আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। ৬ [১০৬৭] (আ.প্র. ৩৬৮০, ই.ফা. ৩৬৮৩ প্রথমংশ)

৩৯৭৩. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) সূত্র নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত যে, তিনি সূরাহ নাজ্ম তিলাওয়াত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাজ্জাদাহ করলেন। এক বৃদ্ধ ব্যতীত নাবীজীর নিকট যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই সাজ্জাদাহ করলেন। সে বৃদ্ধ একমুষ্টি মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে বলল, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন, কিছু দিন পর আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। ৬ [১০৬৭] (আ.প্র. ৩৬৮০, ই.ফা. ৩৬৮৩ প্রথমংশ)

৫ বিলাল (رضي الله عنه) উমাইয়াহ বিন খালাফের ক্রীতদাস ছিলেন। বিলাল (رضي الله عنه) ইসলাম কবুল করলে এই ইসলামের ঘোর শত্রু তা মেনে নিতে পারলো না। ফলে তাকে অসহনীয় নির্যাতন স্বীকার করতে হয় এমনকি দুপুর রোদের উত্তম বাবুর উপর শুইয়ে বুকুর উপর বিশাল আকৃতির পাথর চাপা দিয়ে তাকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্য প্রদান করেছিলেন এবং তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি। অতঃপর আবু বাক্বর (رضي الله عنه) তাকে ক্রয় করে আশাদ করে দিয়েছিলেন। বাদ্র যুদ্ধে উমাইয়াহ ও তার পুত্র নিহত হওয়ার কথা শুনে বিলাল (رضي الله عنه) এভাবেই তার অভিব্যক্তি বর্ণনা করেছেন।

৬ বৃদ্ধটি ছিল ইসলামের ঘোরতর শত্রু উমাইয়াহ বিন খালাফ।

ثُمَّ يَوْمَ بَدْرٍ وَوَأَحَدَةً يَوْمَ الْيَوْمِ قَالَ غُرُورٌ وَقَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِينَ قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ
يَا غُرُورُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الرَّبِيعِ قُلْتَ نَعَمْ قَالَ فَمَا فِيهِ قُلْتَ فِيهِ فَلَّةٌ فَلَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ صَدَقْتَ :
بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى غُرُورَةَ قَالَ هِشَامٌ فَأَقَمْنَا بَيْنَنَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ.

৩৯৭৩. ইব্রাহীম ইব্নু মুসা.....হিশামের পিতা ('উরওয়াহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (তার পিতা) যুবায়রের শরীরে তিনটি মারাত্মক জখমের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। এর একটি ছিল তার স্কন্ধে। 'উরওয়াহ বলেন, আমি আমার আঙ্গুলগুলো ঐ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতাম, বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ বলেন, ঐ আঘাত তিনটির দু'টি ছিল বাদর যুদ্ধের এবং একটি ছিল ইয়ারমুক যুদ্ধের। 'উরওয়াহ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্নু যুবায়র শহীদ হলেন তখন 'আবদুল মালিক ইব্নু মারওয়ান আমাকে বললেন, হে 'উরওয়াহ, যুবায়রের তরবারি তুমি কি চিন? আমি বললাম হাঁ চিনি। 'আবদুল মালিক বললেন, এর কি কোন নিশানা আছে? আমি বললাম, এর ধারে এক জায়গায় ভাঙ্গা আছে যা বাদর যুদ্ধের দিন ভেঙ্গে ছিল। তখন তিনি বললেন, হাঁ তুমি ঠিক বলেছ, (তারপর তিনি একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করলেন)।

بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

সে তরবারির ভাঙ্গন ছিল শত্রু সেনাদের আঘাত করার কারণে। এরপর 'আবদুল মালিক তরবারি খানা 'উরওয়ার নিকট ফিরিয়ে দিলেন। হিশাম বলেন, আমরা নিজেরা এর মূল্য স্থির করেছিলাম তিন হাজার দিরহাম। এরপর আমাদের এক ব্যক্তি সেটা নিল। আমার ইচ্ছে হয়েছিল যদি আমি তরবারিটি নিয়ে নিতাম। [৩৭২১] (আ.প্র. ৩৬৮১, ই.ফা. ৩৬৮৩ শেখাংশ)

۳۹۷۴. حَدَّثَنَا قُرُورَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ سَيْفُ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ مُحَلًى بِفِضَّةٍ قَالَ

هِشَامٌ وَكَانَ سَيْفُ غُرُورَةَ مُحَلًى بِفِضَّةٍ.

৩৯৭৪. হিশামের পিতা ('উরওয়াহ) (রহ.) হতে বর্ণিত যে, যুবায়র (رضي الله عنه)-এর তরবারি রৌপ্যের কারুকার্য মণ্ডিত ছিল। হিশাম (রহ.) বলেন, 'উরওয়াহ (রহ.)-এর তরবারিটিও রৌপ্যের কারুকার্য মণ্ডিত ছিল। (আ.প্র. ৩৬৮২, ই.ফা. ৩৬৮৪)

۳۹۷۵. مَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ غُرُورَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ

ﷺ قَالُوا لِلرَّبِيعِ يَوْمَ الْيَوْمِ أَلَا تَشُدُّ فَتَشُدُّ مَعَكَ فَقَالَ إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ فَقَالُوا لَا نَفْعَ لِحَمَلِ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلًا فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَصَرَبُوهُ صَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا صَرْبَةٌ صَرَبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ غُرُورَةُ كُنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الصَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ قَالَ غُرُورَةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ وَوَكَّلَ بِهِ رَجُلًا.

৩৯৭৫. 'উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ইয়ারমুকের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবাগণ যুবাযর (رضي الله عنه) কে বলেন যে, (মুশরিকদের প্রতি) আপনি কি আক্রমণ জোরদার করবেন না তাহলে আমরাও আপনার সঙ্গে আক্রমণ জোরদার করব। তখন তিনি বলেন, আমি যদি আক্রমণ জোরালো করি তখন তোমরা পিছে সরে পড়বে। তখন তারা বললেন, আমরা তা করব না। এরপর তিনি তাদের উপর আক্রমণ করলেন। এমনকি শত্রুদের ব্যুহ ভেদ করে সামনে এগিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে আর কেউই ছিল না। ফেরার সময় শত্রুর মুখে পড়লে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে এবং তাঁর কাঁধের উপর দু'টি আঘাত করে, যে আঘাত দু'টির মাঝেই রয়েছে বাদ্র দিনের আঘাতের চিহ্নটি। 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, বাল্যাবস্থায় ঐ ক্ষত চিহ্নগুলোতে আমার সবগুলো আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে আমি খেলা করতাম। 'উরওয়াহ (রহ.) আরো বলেন, ঐদিন তার সঙ্গে 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাযর (رضي الله عنه)-ও ছিলেন, তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। যুবাযর (رضي الله عنه), তাকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিলেন এবং এক ব্যক্তিকে তার দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন। (৩৭২১) (আ.প্র. ৩৬৮৩, ই.ফা. ৩৬৮৫)

৩৭৭৬. ৩৭৭৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقَذَفُوا فِي طَوِيِّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ حَبِيبٌ مُحَبِّبٌ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعُرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَمَرَ بِرِاحِلَتِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسَاءَ آبَائِهِمْ يَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ وَيَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ أَيَسْرُكُمْ أَنْتُمْ أَطَعْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَكَلِمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعٍ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمْ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَضْفِيرًا وَتَقْيِينَةً وَحَسْرَةً وَنَدْمًا.

৩৯৭৬. আবু ত্বলহা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, বাদ্রের দিন আল্লাহর নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশে চব্বিশজন কুরাইশ সর্দারের লাশ বাদ্র প্রান্তরের একটি নোংরা আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন দলের বিরুদ্ধে জয় লাভ করলে সে স্থানের পার্শ্বে তিন দিন অবস্থান করতেন। বাদ্র প্রান্তরে অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে তিনি তাঁর সাওয়ারী প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন, সাওয়ারীর জিন শক্ত করে বাঁধা হল। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) পদব্রজে অগ্রসর হলে সহাবাগণও তাঁর পেছনে পেছনে চললেন। তাঁরা বলেন, আমরা ভাবছিলাম, কোন প্রয়োজনে তিনি কোথাও যাচ্ছেন। অতঃপর তিনি ঐ কূপের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত ঐ নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন অনুভব করতে পারছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য পরম খুশীর বিষয় ছিল? আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, 'উমার (رضي الله عنه)

বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আপনি আত্মাহীন দেহগুলোর সঙ্গে কী কথা বলছেন? নাবী (ﷺ) বললেন, ঐ মহান সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি যা বলছি তা তাদের চেয়ে তোমরা অধিক শুনতে পাচ্ছ না। কাতাদাহ (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহ রসূল (ﷺ)-এর কথার মাধ্যমে তাদেরকে ধমক, লাঞ্ছনা, দুঃখ-কষ্ট, আফসোস এবং লজ্জা দেয়ার জন্য (সাময়িকভাবে) তাদের দেহে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। [৩০৬৫; মুসলিম ৫১/১৭, হাঃ ২৮৭৫, আহমাদ হাঃ ১২০২। (আ.প্র. ৩৬৮৪, ই.ফা. ৩৬৮৬)

৩৭৭৭. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ قَالَ هُمْ وَاللَّهُ كَفَّارٌ قُرَيْشٌ قَالَ عَمْرُو هُمْ قُرَيْشٌ وَمُحَمَّدٌ ﷺ نِعْمَةُ اللَّهِ ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ قَالَ النَّارِ يَوْمَ بَدْرٍ.

৩৯৭৭. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যারা আল্লাহর অনুগ্রহের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে” সূরা ইবরাহীম-এর ২৮ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কসম, এরা হল কাফির কুরাইশ গোষ্ঠী। ‘আমর (রহ.) বলেন, এরা হচ্ছে কুরাইশ গোষ্ঠী এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) হচ্ছেন আল্লাহর নি‘য়ামাত এবং ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ (নিজেদের জাতিকে তারা নামিয়ে আনে ধ্বংসের পর্যায়ে) সূরা ইবরাহীম-এর ২৮ আয়াতাংশের মাঝে বর্ণিত الْبَوَارِ এর অর্থ হচ্ছে الْكَارُ জাহান্নাম। (অর্থাৎ বাদ্র যুদ্ধের দিন তারা তাদের জাতিকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।) [৪৭০০] (আ.প্র. ৩৬৮৫, ই.ফা. ৩৬৮৭)

৩৭৭৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ النَّبِيَّ يُعَذِّبُ فِي قَتْلِهِ بِيكَاةٍ أَهْلِهِ فَقَالَتْ وَهَلْ إِتْمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَيُعَذِّبُ بِحَطِيبِيَّتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ.

৩৯৭৮. হিশামের পিতা (‘উরওয়াহ) (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনদের কান্নাকাটি করার ফলে কবরে শান্তি দেয়া হয়। ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত নাবী (ﷺ)-এর কথাটি ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, রসূল (ﷺ) তো বলেছেন, মৃত ব্যক্তির অন্যায় ও পাপের কারণে তাকে কবরে শান্তি দেয়া হয়। অথচ তখনও তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্নাকাটি করছে। [১২৮৮] (আ.প্র. ৩৬৮৬, ই.ফা. ৩৬৮৮)

৩৭৭৯. قَالَتْ وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلْبِيبِ وَفِيهِ قَتْلُ بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنَ فِي الْقُبُورِ﴾ يَقُولُ حِينَ تَبَوَّأُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ.

৩৯৭৯. তিনি [‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)] বলেন, এ কথাটি ঐ কথাটিরই মত যা রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যে কূপে বাদ্র যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি

তাদেরকে যা বলার বললেন (এবং জানালেন) যে, আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। তিনি বললেন, এখন তারা ভালভাবে জানতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলছিলাম তা ছিল সঠিক। এরপর 'আয়িশাহ رضي الله عنها ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ অর্থাৎ “তুমি তো মৃতকে শুনতে পারবে না”- (সূরাহ নামল ২৭/৮০) ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ অর্থাৎ “এবং তুমি শুনতে সমর্থ হবে না তাদেরকে যারা কবরে রয়েছে”- (সূরাহ ফাতির ৩৫/২২) আয়াতাংশ দু'টো তিলাওয়াত করলেন। ‘উরওয়াহ (রহ.) বলেন, এর মানে হচ্ছে জাহান্নামে যখন তারা তাদের আসন গ্রহণ করে নেবে। [১৩৭১] (আ.প্র. ৩৬৮৬, ই.ফা. ৩৬৮৮)

حدثني عُثْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فُلَيْبِ بَدْرٍ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَهْمُ الْآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ حَتَّى قَرَأَتْ الْآيَةَ.

৩৯৮০-৩৯৮১. ইবন 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বাদরে অবস্থিত কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, (হে মুশরিকগণ) তোমাদের রব তোমাদের কাছে যা ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা সত্য হিসেবে পেয়েছ কি? পরে তিনি বললেন, এ মুহূর্তে তাদেরকে আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। এ বিষয়টি 'আয়িশাহ رضي الله عنها এর সামনে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, নাবী ﷺ যা বলেছেন তার অর্থ হল, তারা এখন জানতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলতাম তাই সঠিক ছিল। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ “তুমি তো মৃতকে শুনতে পার না”- (সূরাহ নামল ২৭/৮০) এভাবে পুরো আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। [১৩৭০-৩৭১] (আ.প্র. ৩৬৮৭, ই.ফা. ৩৬৮৯)

৯/৬৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا

৬৪/৯. অধ্যায়: বাদর যুদ্ধে যোগদানকারীগণের মর্যাদা।

حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمِيعٍ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتُ مَنَزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ وَإِنْ تَكُ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْهَيْبْتُ أَوْجَنَةً وَاحِدَةً هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ

৩৯৮২. আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হারিসাহ رضي الله عنه একজন নও জওয়ান লোক ছিলেন। বাদর যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করার পর তাঁর আত্মা নাবী ﷺ নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! হারিসাহ আমার কত প্রিয় ছিল আপনি তা অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতী হয় তাহলে আমি সবার করব এবং আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা পোষণ করব। আর যদি ব্যাপার অন্য

রকম হয় তাহলে আপনি তো দেখতেই পাবেন, আমি যা করব। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার কী হল, তুমি কি অজ্ঞান হয়ে গেলে? জান্নাত কি একটি? জান্নাত অনেকগুলি, সে তো জান্নাতুল ফিরদাউসে রয়েছে। [২৮০৯] (আ.প্র. ৩৬৮৮, ই.ফা. ৩৬৯০)

৩৯৮৩. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا مَرْثَدٍ الْعَنَوِيُّ وَالرَّبِيعُ بْنُ الْعَوَّامِ وَكَلْنَا فَارِسَ قَالَ انْظُرُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاجٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَدْرَكْنَاهَا نَسِيرًا عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا الْكِتَابُ فَقَالَتْ مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَأَخْتَنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرِ كِتَابًا فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَشُحْرَجٍ الْكِتَابُ أَوْ لَشُجْرَدَتِكَ فَلَمَّا رَأَتْ الْجِدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْرَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِرَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْهُ فَاَنْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعَيْتِي فَلِأَضْرِبَ عَنْقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ حَاطِبٌ وَاللَّهِ مَا بِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعَيْتِي فَلِأَضْرِبَ عَنْقَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ ااعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجِبَتْ لَكُمْ الْحِجَّةُ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرُ وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

৩৯৮৩. ‘আলী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবু মারসাদ, যুবায়র (ﷺ) ও আমাকে কোন স্থানে প্রেরণ করেছিলেন এবং আমরা সকলেই ছিলাম অস্বাভাবিক। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা যাও। যেতে যেতে তোমরা ‘রাওযা খাখ’ নামক জায়গায় পৌঁছে সেখানে একজন স্ত্রীলোক দেখতে পাবে। তার কাছে মুশরিকদের প্রতি লিখিত হাতিব ইবনু আবু বালতার একটি চিঠি আছে। (সেটা নিয়ে আসবে।) ‘আলী (ﷺ) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশিত জায়গায় গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। সে তখন তার একটি উটের উপর চড়ে পথ অতিক্রম করছিল। আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা আমাদের নিকট দিয়ে দাও। সে বলল, আমার নিকট কোন পত্র নেই। আমরা তখন তার উটটিকে বসিয়ে তার তল্লাশী করলাম। কিন্তু পত্রখানা বের করতে পারলাম না। আমরা বললাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মিথ্যা বলেননি। তোমাকে চিঠিটি বের করতেই হবে। নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। যখন আমাদের শক্ত মনোভাব বুঝতে পারল তখন স্ত্রীলোকটি তার কোমরের পরিহিত বস্ত্রের গিঁটে কাপড়ের পুঁটিলির মধ্য থেকে চিঠিখানা বের করে দিল। আমরা তা নিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। ‘উমার (ﷺ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! সে তো আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং মু’মিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন নাবী [হাতিব ইবনু আবু বালতা (ﷺ) কে ডেকে] বললেন, তোমাকে এ কাজ করতে কিসে বাধ্য করল? হাতিব (ﷺ) বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আমি অবিশ্বাসী নই।

বরং আমার মূল উদ্দেশ্য হল শত্রু দলের প্রতি কিছু অনুগ্রহ করা যাতে আল্লাহ্ এ উসিলায় আমার মাল এবং পরিবার ও পরিজনকে রক্ষা করেন। আর আপনার সহাবীদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন আত্মীয় সেখানে রয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ্ তার ধন-মাল ও পরিজনকে রক্ষা করছেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, সে ঠিক কথাই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে ভাল ব্যতীত আর কিছু বলো না। তখন 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, সে তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তাঁর গর্দার উড়িয়ে দেই। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, সে কি বাদরী সহাবী নয়? অবশ্যই বাদর যুদ্ধে যোগদানকারীদেরকে বুঝে শুনেই আল্লাহ্ বলেছেন : “তোমাদের যা ইচ্ছে কর”। তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এতে 'উমার (رضي الله عنه)-এর দু'নয়ন অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত।^৭ [৩০০৭] (আ.প্র. ৩৬৮৯, ই.ফা. ৩৬৯১)

: بَاب ١٠/٦٤

৬৪/১০. অধ্যায়:

৩৭৮৪. حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَسِيلِ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْتَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبِقُوا تَبْلُكُمُ.

৩৯৮৪. আবু উসায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদর যুদ্ধের দিন নাবী (ﷺ) আমাদেরকে বলেছিলেন, দুশমনরা তোমাদের নিকটবর্তী হলে তোমরা তীর চালনা করবে এবং তীর ব্যবহারে সংযম অবলম্বন করবে। [২৯০০] (আ.প্র. ৩৬৯০, ই.ফা. ৩৬৯২)

৩৭৮৫. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَسِيلِ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْتَبُوكُمْ يَعْنِي كَتَرُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبِقُوا تَبْلُكُمُ.

^৭ হাতিব (رضي الله عنه) ছিলেন বাদরী সহাবী। তথাপি তিনি যেটি করেছিলেন তা গুণচরবৃত্তি হিসেবে করেননি বরং তিনি মনে করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) অকস্মাৎ মাক্কাহ আক্রমণ করলে তার পরিবার পরিজনকে তারা হত্যা করতে পারে এবং তার সহায় সম্পদের ক্ষতি করতে পারে। এমন অনেকেরই পরিবার সেখানে ছিল যাদের এরূপ ক্ষতি হতে পারে যাদেরকে আশ্রয় দেয়ার মতো কোন একটি পরিবারও মাক্কাহতে ছিল না। হাদীসটি হতে যা প্রমাণিত হয় : (১) আল্লাহর নাবীর মু'জিযাহ, (২) তাঁর কথার উপর সহাবীদের অগাধ বিশ্বাস, (৩) প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস না করে কোন বিষয় মন্তব্য না করা, (৪) কাউকে মুরতাদ মনে করলেও দায়িত্বশীলের অনুমতি ছাড়া তাকে হত্যা না করা, (৫) বাদরী সহাবীদের ফায়ীলাত, (৬) অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'উমার (رضي الله عنه)-এর কঠোরতা, (৭) আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর ফায়সালাই চূড়ান্ত, (৮) নিজের ডুল বুঝার পরে অনুতপ্ত হওয়া।

৩৯৮৫. আবু উসায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদ্র যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা তোমাদের নিকটবর্তী হলে তাদের প্রতি তীর চালনা করবে এবং তীর ব্যবহারে সংযম অবলম্বন করবে। [২৯০০] (আ.প্র. ৩৬৯০, ই.ফা. ৩৬৯৩)

৩৯৮৬. বারাআ ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহূদ যুদ্ধের দিন নাবী (ﷺ) 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবারকে তীরন্দাজ বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করেছিলেন। তারা (মুশরিকরা) আমাদের সত্তর জনকে শহীদ করে দেয়। বাদ্র যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সহাবীগণ মুশরিকদের একশ চল্লিশ জনকে নিহত ও খেফতার করে ফেলেছিলেন। যাদের সত্তর জন বন্দী হয়েছিল এবং সত্তর জন নিহত হয়েছিল। আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه) বললেন, আজকের দিন হল বাদ্রের বদলা। যুদ্ধ কূপের বালতির মত যাতে হাত বদল হয়। [৩০৩৯] (আ.প্র. ৩৬৯১, ই.ফা. ৩৬৯৪)

৩৯৮৭. আবু মুসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে যে কল্যাণ দেখেছিলাম সে তো ঐ কল্যাণ যা পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন। আর উত্তম প্রতিদান বিষয়ে যা দেখেছিলাম তা তো আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন বাদ্র যুদ্ধের পর। [৩৬২২] (আ.প্র. ৩৬৯২, ই.ফা. ৩৬৯৫)

৩৯৮৮. আবু মুসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে যে কল্যাণ দেখেছিলাম সে তো ঐ কল্যাণ যা পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন বাদ্র যুদ্ধের পর। [৩৬২২] (আ.প্র. ৩৬৯২, ই.ফা. ৩৬৯৫)

৩৯৮৯. আবু মুসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে যে কল্যাণ দেখেছিলাম সে তো ঐ কল্যাণ যা পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন বাদ্র যুদ্ধের পর। [৩৬২২] (আ.প্র. ৩৬৯২, ই.ফা. ৩৬৯৫)

৪ আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه) উহূদ যুদ্ধের সময় কাফিরদের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধ করেছিলেন কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন মাক্কাহ বিজয়ের সময়।

৯ একদা রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বপ্নে কতক গরু কুরবানী করতে দেখেন এবং ইঙ্গিত লাভ করেন কতকগুলো কল্যাণকর বিষয়ের। তিনি গরু কুরবানী করাকে উহূদ যুদ্ধে মুসলিমদের শাহাদাত লাভ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন এবং দ্বিতীয় বাদ্রের পর মুসলিমগণ যে ঈমানী শক্তি লাভ করেছিলেন সেটিকে তিনি স্বপ্নে দেখা কল্যাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

৩৯৮৮. 'আবদুর রাহমান ইব্নু 'আওফ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বাদরের দিন সৈনিক সারিতে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, আমার ডানে ও বামে কম বয়সের দু'জন যুবক তাদের মত অল্প বয়স্ক দু'জন যুবকের পাশে আমি নিজেকে নিরাপদ বোধ করছিলাম না। এমতাবস্থায় তাদের একজন তার সঙ্গী থেকে লুকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল চাচাজী, আবু জাহ্ল কোনটি আমাকে দেখিয়ে দিন? আমি বললাম, ভাতিজা, তা দিয়ে তুমি কী করবে? সে বলল, আমি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছি, তাকে দেখলে তাকে হত্যা করব অন্যথায় নিজেই শহীদ হয়ে যাব। এরপর দ্বিতীয় যুবকটিও তাঁর সঙ্গী থেকে লুকিয়ে আমাকে এভাবেই জিজ্ঞেস করল। আমি এত সন্তুষ্ট হলাম যে, দু'জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মাঝে আমি ততটুকু সন্তুষ্ট হতাম না। অতঃপর আমি তাদের দু'জনকে ইশারায় আবু জাহ্লকে দেখিয়ে দিলাম। তখন তারা বাজ পাখির তীব্রতায় তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে আঘাত করল। এরা হল 'আফরার দু' পুত্র। [৩১৪১] (আ.প্র. ৩৬৯৩, ই.ফা. ৩৬৯৬)

۳۹۸۹. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ عَيْنًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَّةِ بَيْنَ عَسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُدَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيْبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامَ فَاقْتَصَّوْا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَا كَلَّهُمْ التَّمْرُ فِي مَثْرَلٍ تَرَلُوهُ فَقَالُوا تَمْرٌ يَثْرَبُ فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لِحْيَا إِلَى مَوْضِعٍ فَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ انزِلُوا فَأَعْطَوْا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَمَا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ فَرَمَوْهُمُ بِالْبَثْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ نَفَرًا عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ حُبَيْبٌ وَرَيْدُ بْنُ الدِّينَةِ وَرَجُلٌ آخَرٌ فَلَمَّا اسْتَمَكْتُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أوثَارَ قِسِيَهُمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا.

قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهُ لَا أَصْحَابَكُمْ إِنَّ لِي بِهِمْ أَسْوَأَ يُرِيدُ الْقَتْلَ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَانْطَلَقَ حُبَيْبٌ وَرَيْدُ بْنُ الدِّينَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَاتَّبَعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ بَنِي ثَوْبَانَ فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَا كَلَّهُمْ التَّمْرُ فِي مَثْرَلٍ تَرَلُوهُ فَقَالُوا تَمْرٌ يَثْرَبُ فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لِحْيَا إِلَى مَوْضِعٍ فَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ انزِلُوا فَأَعْطَوْا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَمَا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ فَرَمَوْهُمُ بِالْبَثْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ نَفَرًا عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ حُبَيْبٌ وَرَيْدُ بْنُ الدِّينَةِ وَرَجُلٌ آخَرٌ فَلَمَّا اسْتَمَكْتُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أوثَارَ قِسِيَهُمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا.

مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ حُبَيْبٌ دَعُونِي أَصْلِي رَكَعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ
تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَرِذْتُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَا وَلَا تَبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ :
فَلَسْتُ أَبَايَ حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَضْرَعِي
وَدَلِكِ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأُ يُبَارِكْ عَلَيَّ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَرَّعٍ

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَةَ عَقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ حُبَيْبٌ هُوَ سَنَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قِتْلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ
وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصَيْبُوا خَبَرَهُمْ وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قَتَلَ أَنْ
يُوتُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِنْ عَظَمَائِهِمْ فَبَعَثَ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظَّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ
فَحَمَّتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ذَكَرُوا مَرَارَةَ بَنِ الرَّبِيعِ الْعُمَرِيِّ
وَهَلَالَ بَنِ أُمَيَّةِ الْوَاقِعِيِّ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهَدَا بَدْرًا.

৩৯৮৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইবনু 'উমার ইবনু খাতাবের নাতি আসিম ইবনু সাবিত আনসারীর পরিচালনায় দশজন সহাবীর একটি দল গোয়েন্দা কাজের জন্য পাঠালেন। তাঁরা উসফান ও মাক্কাহর মধ্যবর্তী স্থান হান্দায় পৌঁছলে হযাইল গোত্রের একটি শাখা বানু লিহয়ানকে তাদের আগমনের কারণ সম্পর্কে জানানো হয়। (এ সংবাদ শুনে) তারা প্রায় একশ' জন তীরন্দাজ প্রস্তুত হয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হয়ে তাদের পদচিহ্ন ধরে পথ চলতে আরম্ভ করে। যেতে যেতে তারা এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যেখানে অবস্থান করে সহাবীগণ খেজুর খেয়েছিলেন। তা দেখে বানু লিহয়ানের লোকেরা ইয়াসরিবের খেজুর বলে তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাদেরকে খুঁজতে লাগল। আসিম ও তাঁর সঙ্গীগণ তাদের আগমন সম্পর্কে বুঝতে পেরে একটি স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। লিহয়ান কাওমের লোকেরা তাদেরকে ঘিরে ফেলে। তারপর তারা মুসলিমদেরকে নিচে নেমে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে বলল, তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছি, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। তখন আসিম ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) বললেন, হে আমার সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! কাফিরের নিরাপত্তায় আশ্রয় হয়ে আমি কখনো নিচে নামব না। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের খবর আপনার নাবীকে জানিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলিমদের প্রতি তীর ছুঁড়তে শুরু করল এবং 'আসিমকে (ছয়জন সহ) শহীদ করে ফেলল। বাকী তিনজন, খুবায়ব, যায়দ ইবনু দাসিনা এবং অপর একজন তাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে তাদের নিকট নেমে আসলেন। শত্রুগণ তাঁদেরকে পরাস্ত করে নিজেদের ধনুকের রশি খুলে তা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তৃতীয়জন বললেন, এটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না, আমার জন্য শহীদ সঙ্গীদের আদর্শই অনুসরণীয়। অর্থাৎ আমিও শহীদ হয়ে যাব। তারা তাকে বহু টানা হেচড়া করল। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। (তারা তাঁকে শহীদ করে দিল) এরপর খুবায়ব এবং যায়িদ ইবনু দাসিনাকে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বিক্রি করে দিল। এটা ছিল বাদ্র যুদ্ধের পরের ঘটনা। বাদ্র যুদ্ধে খুবায়ব যেহেতু হারিস ইবনু আমিরকে হত্যা করেছিলেন। তাই (বদলা নেয়ার জন্য) হারিস ইবনু আমির ইবনু নাওফিলের পুত্রগণ তাঁকে ক্রয় করে নিল। খুবায়ব তাদের নিকট বন্দী অবস্থায় কাটাতে লাগলেন। এরপর তারা সবাই তাকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করল। তিনি হারিসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে ক্ষৌরকর্মের জন্য একটি ক্ষুর চেয়ে নিলেন। হারিসের কন্যার অসতর্ক অবস্থায় তার একটি ছোট বাচ্চা খুবাইবের কাছে

গিয়ে পৌঁছল। হারিসের কন্যা দেখতে পেল খুবায়ব তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রানের উপর বসিয়ে ক্ষুরখানা হাতে ধরে আছেন। হারিসের কন্যা বর্ণনা করেছে, আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, খুবায়ব তা বুঝতে পারলেন, তিনি বললেন, আমি শিশুটিকে মেরে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পেয়েছ? আমি কখনো এমন কাজ করব না। সে আরো বলেছে, আল্লাহর কসম! আমি খুবায়বের মত উত্তম বন্দী আর কখনো দেখিনি। আল্লাহর কসম একদিন আমি তাকে আঙ্গুরের গুচ্ছ হাতে নিয়ে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ সে লোহার শিকলে বাঁধা ছিল এবং সে সময় মাঝাহুয় কোন ফলই ছিল না। হারিসের কন্যা বলত, ঐ আঙ্গুরগুলো আল্লাহ তা'আলা খুবায়বকে রিয়কস্বরূপ দান করেছিলেন। অবশেষে একদিন তারা খুবায়বকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে গেল তখন খুবায়ব (رضي الله عنه) তাদেরকে বললেন, আমাকে দু' রাক'আত সলাত আদায় করার সুযোগ দাও, তারা সুযোগ দিলে তিনি দু' রাক'আত সলাত আদায় করে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি, তোমরা এ কথা না ভাবলে আমি সলাত আরো দীর্ঘায়িত করতাম। এরপর তিনি এ বলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা কর এবং তাদের একজনকেও বাকী রাখ না। তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন :

“আমি যখন মুসলিম হয়ে মৃত্যুর সৌভাগ্য লাভ করছি, তাই আমার কোনই ভয় নেই।

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কোন অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হোক।

তা যেহেতু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই,

তাই তিনি ইচ্ছে করলে আমার প্রতিটি কর্তিত অঙ্গে বারাকাত প্রদান করতে পারেন।”

এরপর হারিসের পুত্র আবু সারুআ উকবাহ তাঁর দিকে দাঁড়াল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। এভাবেই খুবায়ব (رضي الله عنه) সে সব মুসলিমের জন্য দু' রাক'আত সলাতের সুন্নাত চালু করে গেলেন যারা ধৈর্যের সঙ্গে শাহাদাত বরণ করেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐদিনই সহাবীদেরকে জানিয়েছিলেন যে দিন তাঁরা শত্রু বেষ্টিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। কুরাইশদের নিকট আসিম (رضي الله عنه)-এর নিহত হওয়ার খবর পৌঁছলে তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আসিমের শরীরের কোন অঙ্গ কেটে আনার জন্য কতক কুরাইশ কাফিরকে প্রেরণ করল। যেহেতু (বাদরের দিন) আসিম ইবনু সাবিত তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। এদিকে আল্লাহ আসিমের লাশকে হিফাযাত করার জন্য মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন। মৌমাছিগুলো আসিম (رضي الله عنه)-এর লাশকে শত্রু সেনাদের হাত থেকে রক্ষা করল। ফলে তারা তাঁর দেহের কোন অঙ্গ কেটে নিতে পারল না। কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) বলেন, মুরারাহ ইবনু রাবী' আল 'উমারী এবং হিলাল ইবনু 'উমাইয়াহ আল ওয়াকিফী^{১০} সম্পর্কে লোকেরা বলেছেন যে, তাঁরা দু'জনই আল্লাহর নেক বান্দা ছিলেন এবং দু'জনই বাদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। [৩০৪৫] (আ.প্র. ৩৬৯৪, ই.ফা. ৩৬৯৭)

۳۹۹. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَكَرَ لَهُ أَنَّ

سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِيضًا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتْ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ.

^{১০} এ দু'জন বাদরী সহাবী ছিলেন। তথাপিও তারা বিনা ওযরে আবুক যুদ্ধে অংশ নেয়া হতে বিরত ছিলেন। ফলে আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে কিছুদিনের জন্য বয়কট করা হয়। অতঃপর তারা খালিসভাবে আল্লাহর নিকট তওবাহ করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন এবং তারা পুনরায় মুসলিমদের সাথে স্বাভাবিক জীবন শুরু করেন।

৩৯৯০. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত যে, সা'ঈদ ইবনু 'আমর ইবনু নুফায়ল (رضي الله عنه) ছিলেন বাদর যুদ্ধে যোগদানকারী একজন সহাবী। তিনি জুমু'আহর দিন অসুস্থ হয়ে পড়লে ইবনু 'উমারের নিকট জুমু'আহর দিন এ খবর পৌঁছলে তিনি সাওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন বেলা হয়ে গেছে এবং জুমু'আহর সলাতের সময়ও ঘনিয়ে আসছে দেখে তিনি জুমু'আহর সলাত ছেড়ে দিলেন। (আ.প্র. ৩৬৯৫, ই.ফা. ৩৬৯৮)

৩৯৯১. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الرَّهْرَبِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَلَّيْتُ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْسَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ الْوَدَاعِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجْمَلِينَ لِلْحُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْعَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجْمَلِينَ لِلْحُطَّابِ تَرَجِيئِينَ الْيَكَّاحَ فَإِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ نِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقْتَنَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالزَّوْجِ إِنْ بَدَأَ لِي تَابِعَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَسَأَلْتَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَّاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ.

৩৯৯১. (আর এক সানাদে) লায়স (রহ.)..... 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা 'উমার ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আরকাম আয যুহরী সুবাই'আহ বিনত হারিস আসলামিয়া (رضي الله عنه) এর কাছে গিয়ে তার ঘটনা ও (গর্ভবতী মহিলার ইন্দত সম্পর্কে) তার প্রশ্নের উত্তরে রসূল (ﷺ) তাকে যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে পত্র মারফত জিজ্ঞেস করে জানতে আদেশ করলেন। এরপর ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আরকাম (رضي الله عنه) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহুকে লিখে জানালেন যে, সুবাই'আহ বিনতুল হাসির তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বানু আমির ইবনু লুয়াই গোত্রের সাদ ইবনু খাওলার স্ত্রী ছিলেন, সা'দ (رضي الله عنه) বাদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তিনি বিদায় হাজ্জের বছর মারা যান। তখন তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তার ইন্তিকালের কিছুদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপর নিফাস থেকে পবিত্র হয়েই তিনি বিবাহের পয়গাম দাতাদের উদ্দেশে সাজসজ্জা আরম্ভ করলেন। এ সময় আবদুদ্দার গোত্রের আবুস সানাবিল ইবনু বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তাকে গিয়ে বললেন, কী ব্যাপার, আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি বিবাহের আশায় পয়গাম দাতাদের উদ্দেশে সাজসজ্জা আরম্ভ করে দিয়েছ? আল্লাহর কসম! চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তুমি বিবাহ করতে পারবে না। সুবাই'আহ (رضي الله عنه) বলেন, (আবুস সানাবিল আমাকে) এ কথা বলার পর আমি ঠিকঠাক মত কাপড় চোপড় পরিধান করে বিকেল বেলা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গেলাম এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, যখন আমি সন্তান

প্রসব করেছি তখন থেকেই আমি হালাল হয়ে গেছি। এরপর তিনি আমাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন যদি আমার ইচ্ছে হয়। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আসবাগ....ইউনুসের সূত্রে লায়সের মতই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। লায়স (রহ.) বলেছেন, ইউনুস আমার নিকট ইবনু শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, বানু আমির ইবনু লুয়াই গোত্রের আযাদকৃত গোলাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু সাওবান আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, বাদ্‌র যুদ্ধে যোগদানকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াস ইবনু বুকাযর-এর পিতা তাকে জানিয়েছেন। [৫৩১৯; মুসলিম ১৮/৮, হাঃ ১৪৮৪] (আ.প্র. ৩৬৯৫, ই.ফা. ৩৬৯৮)

১১/৬৬. بَابُ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا.

৬৪/১১. অধ্যায়: বাদ্‌র যুদ্ধে মালায়িকাহর যোগদান।

৩৯৯২. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعه بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي ﷺ فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة.

৩৯৯২. মু'আয বিন রিফাআ' ইবনু রাফি 'যুরাকী (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বাদ্‌র যুদ্ধে যোগদানকারীদের একজন। তিনি বলেন, একদা জিব্রীল (ﷺ) নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, আপনারা বাদ্‌র যুদ্ধে যোগদানকারী মুসলিমদেরকে কিরূপ গণ্য করেন? তিনি বললেন, তারা সর্বোত্তম মুসলিম অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) এরূপ কোন শব্দ তিনি বলেছিলেন। জিব্রীল (আ) বললেন, মালায়িকাদের মধ্যে বাদ্‌র যুদ্ধে যোগদানকারীগণও তেমনি মর্যাদার অধিকারী। [৩৯৯৪] (আ.প্র. ৩৬৯৬, ই.ফা. ৩৬৯৯)

৩৯৯৩. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى بن معاذ بن رفاعه بن رافع وكان رفاعه من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة فكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرًا بالعقبة قال سأل جبريل النبي ﷺ بهذا حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى سماع معاذ بن رفاعه أن ملكًا سأل النبي ﷺ نحوه وعن يحيى أن يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث فقال يزيد فقال معاذ إن السائل هو جبريل عليه السلام.

৩৯৯৩. মু'আয ইবনু রিফাআ' ইবনু রাফি (রহ.) হতে বর্ণিত, রিফাআ' (ﷺ) ছিলেন বাদ্‌র যুদ্ধে যোগদানকারী একজন সহাবী আর রাফি (ﷺ) ছিলেন বায়'আতে আকাবায় উপস্থিত একজন সহাবী। রাফি (ﷺ) তার পুত্র (রিফাআ')-কে বলতেন, বায়'আতে 'আকাবায় শরীক থাকার চেয়ে বাদ্‌র যুদ্ধে হাজির থাকা আমার কাছে অধিক আনন্দের বিষয় বলে মনে হয় না। কেননা জিব্রীল (ﷺ) এ বিষয়ে নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। (আ.প্র. ৩৬৯৭, ই.ফা. ৩৭০০)

৩৯৯৪. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى بن معاذ بن رفاعه بن رافع وكان رافع من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة فكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرًا بالعقبة قال سأل جبريل

التَّيِّبِيُّ ۖ بِهَذَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ أَنَّ مَلَكًا سَأَلَ التَّيِّبِيَّ ۖ نَحْوَهُ وَعَنْ يَحْيَى أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْهَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذُ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ يَزِيدُ فَقَالَ مُعَاذُ إِنَّ السَّائِلَ هُوَ جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

৩৯৯৪. মু'আয ইবনু রিফাআ' (রহ.) হতে বর্ণিত যে, একজন মালিক নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। (ভিন্ন সনদে) ইয়াহুইয়া হতে বর্ণিত যে, ইয়াযীদ ইবনুল হাদ (রহ.) তাকে জানিয়েছেন যে, যেদিন মু'আয (ﷺ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সেদিন আমি তার কাছেই ছিলাম। ইয়াযীদ বলেছেন, মু'আয (ﷺ) বর্ণনা করেছেন যে, প্রশ্নকারী ফেরেশতা হলেন জিবরীল (ﷺ)। [৩৯৯২] (আ.প্র. ৩৬৯৮, ই.ফা. ৩৭০১)

৩৯৯৫. ইবনু 'আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত যে, বাদ্রের দিন নাবী (ﷺ) বলেছেন, এই তো জিবরীল (ﷺ) সমর সাজে সজ্জিত হয়ে অশ্বের মস্তক হস্তে ধারণ করে আছেন। [৪০৪১] (আ.প্র. ৩৬৯৯, ই.ফা. ৩৭০২)

باب : ١٢/٦٤

٦٨/١٢. अध्याय:

৩৯৯৬. আনাস (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু যায়দ (ﷺ) মারা যান। তিনি কোন সন্তানাদি ছেড়ে যাননি। তিনি ছিলেন বাদ্রী সহাবী। [৩৮১০] (আ.প্র. হাদীস নেই, ই.ফা. ৩৭০৩)

৩৯৯৭. মু'আয ইবনু রিফাআ' (রহ.) হতে বর্ণিত যে, একজন মালিক নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। (ভিন্ন সনদে) ইয়াহুইয়া হতে বর্ণিত যে, ইয়াযীদ ইবনুল হাদ (রহ.) তাকে জানিয়েছেন যে, যেদিন মু'আয (ﷺ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সেদিন আমি তার কাছেই ছিলাম। ইয়াযীদ বলেছেন, মু'আয (ﷺ) বর্ণনা করেছেন যে, প্রশ্নকারী ফেরেশতা হলেন জিবরীল (ﷺ)। [৩৯৯২] (আ.প্র. ৩৬৯৮, ই.ফা. ৩৭০১)

৩৯৯৮. মু'আয ইবনু রিফাআ' (রহ.) হতে বর্ণিত যে, একজন মালিক নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। (ভিন্ন সনদে) ইয়াহুইয়া হতে বর্ণিত যে, ইয়াযীদ ইবনুল হাদ (রহ.) তাকে জানিয়েছেন যে, যেদিন মু'আয (ﷺ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সেদিন আমি তার কাছেই ছিলাম। ইয়াযীদ বলেছেন, মু'আয (ﷺ) বর্ণনা করেছেন যে, প্রশ্নকারী ফেরেশতা হলেন জিবরীল (ﷺ)। [৩৯৯২] (আ.প্র. ৩৬৯৮, ই.ফা. ৩৭০১)

৩৯৯৯. ইবনু খবাব (রহ.) হতে বর্ণিত যে, আবু সা'ঈদ ইবনু মালিক খুদরী (ﷺ) সফর থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তার পরিবারের লোকেরা তাঁকে কুরবানীর গোশত থেকে কিছু গোশত খেতে দিলেন। তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস না করে এ গোশত খেতে পারি না। তারপর তিনি তার মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতা কাতাদাহ ইবনু নু'মানের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ছিলেন একজন বাদ্রী সহাবী। তখন তিনি তাকে বললেন, তিন দিন পর কুরবানীর গোশত খাওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা ছিল পরে তা পুরোপুরিভাবে রহিত করে দেয়া হয়েছে। [৫৫৬৮] (আ.প্র. ৩৭০০, ই.ফা. ৩৭০৪)

৩৭৯৮. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الرَّبِيعُ لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرِ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لَا يَرَى مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكْفَى أَبُو ذَاتِ الْكُرَيْشِ فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكُرَيْشِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَزَّةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ قَالَ هِشَامٌ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الرَّبِيعَ قَالَ لَقَدْ وَصَعْتُ رَجُلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّاتُ فَكَانَ الْجُهْدُ أَنْ نَزَعْتَهَا وَقَدْ انْتَنَى طَرَفَاهَا قَالَ عُرْوَةُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا فُيِّضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا فُيِّضَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا فُيِّضَ عُمَرُ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا فُيِّضَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ.

৩৯৯৮. 'উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবায়র (رضي الله عنه) বলেছেন, বাদুয়ের দিন আমি 'উবাইদাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আস (رضي الله عنه) কে এমনভাবে বস্ত্রাবৃত দেখলাম যে, তার দু'চোখ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাকে আবু যাতুল কারিশ বলে ডাকা হত। সে বলল, আমি আবু যাতুল কারিশ। (তা শুনে) বর্শা দিয়ে আমি তার উপর হামলা চাললাম এবং তার চোখ ফুঁড়ে দিলাম। সে তক্ষুণি মারা গেল। হিশাম বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, যুবায়র (رضي الله عنه) বলেছেন, 'উবাইদাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আসের লাশের উপর পা রেখে বেশ শক্তি খাটিয়ে আমি বর্শাটি টেনে বের করলাম। এতে বর্শার দু' প্রান্তভাগ বাঁকা হয়ে যায়। 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যুবায়রের নিকট বর্শাটি চাইলে তিনি তা তাঁকে দিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর তিনি তা নিয়ে যান এবং পরে আবু বাকর (رضي الله عنه) তা চাইলে তিনি তাকে বর্শাটি দিয়ে দেন। আবু বাকরের মৃত্যুর পর 'উমার (رضي الله عنه) তা চাইলেন। তিনি তাকে বর্শাটি দিয়ে দিলেন। কিন্তু 'উমারের মৃত্যুর পর যুবায়র (رضي الله عنه) পুনরায় বর্শাটি নিয়ে যান। এরপর 'উসমান (رضي الله عنه) তাঁর নিকট বর্শাখানা চাইলে তিনি 'উসমানকে তা দিয়ে দেন। তবে 'উসমানের শাহাদতের পর তা 'আলীর লোকজনের হাতে যাওয়ার পর 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) তা চেয়ে নিয়ে যান। অতঃপর শহীদ হওয়া পর্যন্ত বর্শাটি তাঁর নিকটই বিদ্যমান ছিল। (আ.প্র. ৩৭০১, ই.ফা. ৩৭০৫)

৩৭৯৯. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَايَعُونِي.

৩৯৯৯. আবু ইদরীস 'আযিযুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'উবাদাহ ইবনু সামিত (رضي الله عنه) - যিনি বাদুর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন- বর্ণনা করেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ কর। [১৮] (আ.প্র. ৩৭০২, ই.ফা. ৩৭০৬)

৪০০০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَّتْ سَالِمًا وَأَنَّكَهَ بِنْتُ أَخِيهِ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا

وَكَانَ مِنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿۱۰﴾ اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴿۱۱﴾ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

৪০০০. নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বাদ্র যুদ্ধে যোগদানকারী সহাবী আবু হুযাইফাহ (رضي الله عنه) এক আনসারী মহিলার আযাদকৃত গোলাম সালিমকে পালকপুত্র গ্রহণ করেন, যেমন রসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়দকে পালকপুত্র গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তাকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিন্দা বিনতে ওয়ালীদ ইবনু উতবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। জাহিলীয়াতের যুগে কেউ পালকপুত্র গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে পালনকারীর প্রতিই সম্বোধন করত এবং সে তার ছেড়ে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী হত। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, ﴿۱০﴾ اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴿۱১﴾ অর্থাৎ “তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতার পরিচয়ে।” এরপর (আবু হুযাইফাহর স্ত্রী) সাহ্লাহ নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে হাদীসে বর্ণিত ঘটনা বর্ণনা করলেন। [৫০৮৮] (আ.প্র. ৩৭০৩, ই.ফা. ৩৭০৭)

৪০০১. ৬০১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مِعْوَيْدٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُّ ﷺ عَدَاةَ بُنِيِّ عَلِيٍّ فَجَلَسَ عَلِيٌّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسْتُ مَعَهُ وَجَوَازِيَاتٍ يَضْرِبْنَ بِالذَّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ.

৪০০১. রুবায়ই বিন্তু মু'আওয়য (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার বাসর রাতের পরদিন সকালে নাবী (ﷺ) আমার নিকট এলেন এবং তুমি (খালিদ ইবনু যাকওয়ান) যেমন আমার কাছে বসে আছ ঠিক সেভাবে আমার পাশে আমার বিছানায় এসে বসলেন। তখন কয়েকজন ছোট বালিকা দুফুদ বাজিয়ে বাদ্রে নিহত শহীদ পিতাদের প্রশংসা গীতি আবৃত্তি করছিল। শেষে একটি বালিকা বলে উঠল, আমাদের মাঝে এমন একজন নাবী আছেন, যিনি জানেন, আগামীকাল্য কী হবে। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, এমন কথা বলবে না, বরং আগে যা বলেছিলে তাই বল। [৫১৪৭] (আ.প্র. ৩৭০৪, ই.ফা. ৩৭০৮)

৪০০২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ ح حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ يُرِيدُ التَّمَائِيلَ الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاحُ.

১১ একমুখ খোলা অপর প্রান্তে চামড়া লাগানো তবলাকে দুফু বলা হয়, বিবাহ ও ঈদের দিন আনন্দ প্রকাশের জন্য তা বাজিয়ে নাবালিকা মেয়েদের আপত্তিকর কথা বিবর্জিত গীত গাওয়া নিঃসন্দেহে বৈধ।

৪০০২. ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বাদ্দে যোগদানকারী সহাবী আবু ত্বলহা (رضي الله عنه) আমাকে জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি^{১২} থাকে সে ঘরে (রাহমাতের) মালাক প্রবেশ করেন না। ইব্নু 'আব্বাসের মতে ছবির অর্থ প্রাণীর ছবি। [৩২২৫] (আ.প্র. ৩৭০৫, ই.ফা. ৩৭০৯)

৬০৩. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس ح و حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن الزهري أخبرنا علي بن حسين بن علي عليهم السلام أخبره أن علياً قال كانت لي شاة من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي ﷺ أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بقاطمة عليها السلام بنت النبي ﷺ وأعدت رجلاً صواعاً في بني فئفاعة أن يرحل معي فتأتي بإذخر فأردت أن أبيعهُ من الصواعين فنستعين به في وليمة عرسني فبينما أنا أجمع لشارقي من الأقتاب والغرائب والحبال وشارفاني مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارقي قد أجبث أسنمتها وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت المنظر فقلت من فعل هذا قالوا فعلة حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار عنده فينة وأصحابه فقالت في غنايتها.

ألا يا حمز للشرف التواء فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتها وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي ﷺ وعنده زيد بن حارثة وعرف النبي ﷺ الذي لقيت فقال ما لك قلت يا رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتها وبقرت خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي ﷺ يردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطفق النبي ﷺ يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة نيل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى النبي ﷺ ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرّف النبي ﷺ أنه نيل فنكص رسول الله ﷺ على عقبه الفهقرى فخرج وخرجنا معه.

^{১২} অত্র হাদীস দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে বাড়ীতে কুকুর পাশা হয় কিংবা যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকে সেখানে রহমাতের মালাক প্রবেশ করে না। শুধুমাত্র শিকারী কুকুর পোষা জায়গি তবে তাকে বাড়ির বাইরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যেন সে বাড়ির ভিতর প্রবেশ না করে। ঘরের মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি তা মূর্তি বা পুতুল হোক কিংবা ঘরের বা বাথরুমের দেয়ালে অংকণ করা হোক তা রাখা হচ্ছে অবৈধ কাজ। ছবি বা মূর্তির ব্যবসা সন্দেহাতীতভাবে হারাম, তা মুসলিমদের কাছে বিক্রির জন্য হোক আর কাফিরদের নিকট বিক্রির জন্য হোক। যারা কাফিরদের অনুসরণ করে নিজেদেরকে আধুনিক হিসেবে জাহির করার জন্য এহেন জঘন্য ও নোংরা কাজ করে তারা মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাদের নির্দেশের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে।

৪০০৩. ‘আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদর দিনের গানীমাতের মাল থেকে আমার ভাগে আমি একটি উট পেয়েছিলাম। ‘ফায়’ থেকে প্রাপ্ত এক পঞ্চমাংশ থেকেও সেদিন নাবী (رضي الله عنه) আমাকে একটি উট দান করেন। আমি যখন নাবী (رضي الله عنه)-এর কন্যা ফাতিমার সঙ্গে বাসর রাত যাপন করার ইচ্ছে করলাম এবং বানু কায়নুকা গোত্রের একজন ইয়াহুদী স্বর্ণকারকে ঠিক করলাম যেন সে আমার সঙ্গে যায়। আমরা ইযখির ঘাস সংগ্রহ করে নিয়ে আসব। অতঃপর সেই ঘাস স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে তা আমি আমার বিয়ের ওয়ালিমায় খরচ করার ইচ্ছে করেছিলাম। আমি আমার উট দু’টোর জন্য গদি, বস্তা এবং দড়ির ব্যবস্থা করছিলাম আর উট দু’টো এক আনসারীর ঘরের পাশে বসানো ছিল। আমার যা কিছু জোগাড় করার তা জোগাড় করে এনে দেখলাম উট দু’টির চূড়া কেটে দেয়া হয়েছে এবং সে দু’টির বুক ফেড়ে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি আমার অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কাজ কে করেছে? তারা বললেন, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা এ কাজ করেছেন। এখন তিনি এ ঘরে আনসারদের কিছু মদ্যপায়ীদের সঙ্গে মদপান করছেন। সেখানে আছে একদল গায়িকা ও কতিপয় সঙ্গী সাথী। গায়িকা ও তার সঙ্গীগণ গানের মধ্যে বলেছিল, “হে হামযা! মোটা উট দু’টির প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়”।

এ কথা শুনে হামযাহ দৌড়িয়ে গিয়ে তলোয়ার হাতে নিল এবং উট দু’টির চূড়া দু’টো কেটে নিল আর তাদের পেট ফেড়ে কলিজা বের করে নিয়ে আসল। ‘আলী (رضي الله عنه) বলেন, তখন আমি পথ চলতে চলতে নাবী (رضي الله عنه)-এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়দ ইব্নু হারিসাহ (رضي الله عنه) উপস্থিত ছিলেন। আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি নাবী (رضي الله عنه) তা বুঝে ফেললেন। তিনি বললেন, তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আজকের মত কষ্টদায়ক ঘটনা আমি কখনো দেখিনি। হামযা আমার উট দু’টোর উপর খুব যুলুম করেছেন, তিনি উট দু’টোর চূড়া কেটে ফেলেছেন এবং বুক ফেড়ে দিয়েছেন। এখন তিনি একটি ঘরে একদল মদ পানকারীর সঙ্গে আছেন। তখন নাবী (رضي الله عنه) তাঁর চাদরখানা চেয়ে নিলেন এবং তা গায়ে দিয়ে হেঁটে চললেন। (‘আলী বলেন) এরপর আমি এবং যায়দ ইব্নু হারিসাহ (رضي الله عنه) তাঁর পেছনে চললাম। (হাঁটতে হাঁটতে) তিনি যে ঘরে হামযা অবস্থান করছিলেন সে ঘরের কাছে পৌঁছে তার নিকট অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে রসূল (ﷺ) হামযাকে তার কর্মের জন্য ভর্ৎসনা করতে শুরু করলেন। হামযাহ তখন নেশাগ্রস্ত।^{১৩} চোখ দু’টো তার লাল। তিনি নাবী (رضي الله عنه)-এর দিকে তাকালেন এবং দৃষ্টি উপর দিকে উঠিয়ে তারপর তিনি নাবী (رضي الله عنه)-এর হাঁটুর দিকে তাকালেন। এরপর দৃষ্টি আরো একটু উপর দিকে উঠিয়ে তিনি তাঁর (رضي الله عنه) চেহারার প্রতি তাকালেন। এরপর হামযা বললেন, তোমরা তো আমার পিতার দাস। (শুনে) নাবী (رضي الله عنه) বুঝলেন যে, তিনি এখন নেশাগ্রস্ত। তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ) পেছনের দিকে হটে বেরিয়ে পড়লেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। [২০৮৯] (আ.প্র. ৩৭০৬, ই.ফা. ৩৭১১)

৪০০৪. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ أَنْقَدَهُ لَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ

عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ إِنَّهُ شَهَدَ بَدْرًا.

^{১৩} মদ হারাম হবার পূর্বে এ ঘটনাটি ঘটেছিল। মদ হারাম হয়ে যাবার পর কোন সহাবী কখনো মদ পান করেননি বরং পরিপূর্ণভাবে বর্জন করেছেন।

৪০০৪. ইব্নু মা'কিল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, (তিনি বলেছেন) 'আলী (رضي الله عنه) সাহল ইব্নু হুনাযফের (জানাযার সলাতে) তাকবীর উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, তিনি (সাহল ইব্নু হুনাযফ) বাদ্র যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। (আ.প্র. ৩৭০৭, ই.ফা. ৩৭১২)

৪০০৫. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُدَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا تُوفِّيَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيْالِي فَقَالَ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ فَصَمَّتْ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ حَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلِيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْتَنِعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.

৪০০৫. আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (رضي الله عنه) সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহ.)-এর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, 'উমার ইব্নু খাত্তাবের কন্যা হাফসাহর স্বামী খুনাযস ইব্নু হুযাইফাহ সাহমী (رضي الله عنه) যিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবী ছিলেন এবং বাদ্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, মাদীনাহুয় ইত্তিকাল করলে হাফসাহ (رضي الله عنها) বিধবা হয়ে পড়লেন। 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, তখন আমি 'উসমান ইব্নু আফফানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর নিকট হাফসাহর কথা উল্লেখ করে তাঁকে বললাম, আপনি ইচ্ছে করলে আমি আপনার সঙ্গে 'উমারের মেয়ে হাফসাহর বিয়ে দিয়ে দেব। 'উসমান (رضي الله عنه) বললেন, ব্যাপারটি আমি একটু চিন্তা করে দেখি। 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে 'উসমান (رضي الله عنه) বললেন, আমার স্পষ্ট মতামত যে, এ সময় আমি বিয়ে করব না। 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, এরপর আমি আবু বাক্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি ইচ্ছা করলে 'উমারের কন্যা হাফসাকে আমি আপনার নিকট বিয়ে দিয়ে দেব। আবু বাক্র (رضي الله عنه) চুপ রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। এতে আমি 'উসমানের চেয়েও অধিক দুঃখ পেলাম। এরপর আমি কয়েকদিন চুপ করে থাকলাম, এই অবস্থায় হাফসার জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই প্রস্তাব দিলেন। আমি তাঁকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর আবু বাক্র (رضي الله عنه) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার সঙ্গে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর আমি আপনাকে কোন উত্তর না দেয়ার কারণে সম্ভবত আপনি মনোকষ্ট পেয়েছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন আবু বাক্র (رضي الله عنه) বললেন, আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাধা দিয়েছে আর তা হ'ল এই যে, আমি জানতাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই হাফসাহ (رضي الله عنها)-এর সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করার আমার ইচ্ছে ছিল না। যদি তিনি (ﷺ) তাঁকে গ্রহণ না করতেন, তাঁকে অবশ্যই আমি গ্রহণ করতাম। [৫১২২, ৫১২৯, ৫১৪৫] (আ.প্র. ৩৭০৮, ই.ফা. ৩৭১২)

৪০০৬. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ.

৪০০৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ বাদরী সহাবী আবু মাস'উদ (رضي الله عنه) কে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন, স্বীয় আহলের (পরিবার পরিজনের) জন্য ব্যয় করাও সদাকাহ। [৫৫] (আ.প্র. ৩৭০৯, ই.ফা. ৩৭১৩)

৪০০৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بِنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ أَخْرَ الْمُعَيَّرَةَ بِنَ شُعْبَةَ الْعَصْرِ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا أُمِرْتُ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.

৪০০৭. 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। 'উমার ইবনু 'আবদুল আযীয (রহ.) তাঁর খিলাফাত কালের বর্ণনা করেছেন যে, মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (رضي الله عنه) কুফার আমীর থাকা কালে একদা আসরের সলাত আদায় করতে দেরি করে ফেললে যায়দ ইবনু হাসানের দাদা বাদরী সহাবী আবু মাস'উদ 'উকবাহ ইবনু 'আমির আনসারী (رضي الله عنه) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি তো জানেন যে, জিবরীল (عليه السلام) এসে সলাত আদায় করলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করলেন এবং বললেন, আমি এভাবেই সলাত আদায় করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। বাশীর ইবন আবু মাস'উদ তার পিতার নিকট হতে হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করতেন। [৫২১] (আ.প্র. ৩৭১০, ই.ফা. ৩৭১৪)

৪০০৮. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْآيَاتُ مِنَ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتْهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيْتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِيهِ.

৪০০৮. বাদরী সহাবী আবু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সূরাহ বাকারার শেষে এমন দু'টি আয়াত রয়েছে যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াত দু'টোই যথেষ্ট। অর্থাৎ রাত্রে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার যে হাক রয়েছে, কমপক্ষে সূরাহ বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলে তার জন্য তা যথেষ্ট। 'আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, পরে আমি আবু মাস'উদের সঙ্গে দেখা করলাম। তখন তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। এ হাদীসটির ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সেটা আমার নিকট বর্ণনা করলেন। [৫০০৮, ৫০০৯, ৫০৪০, ৫০৫১; মুসলিম ৬/৪৩, হাঃ ৮০৭] (আ.প্র. ৩৭১১, ই.ফা. ৩৭১৫)

৪০০৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عَتَبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

৪০০৯. ইব্নু শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত যে, মাহমূদ ইব্নু রাবী' (রহ.) আমাকে জানিয়েছেন যে, 'ইতবান ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর আনসারী সহাবী ছিলেন এবং তিনি বাদ্র যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি (একদা) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসেছিলেন। [৪২৪] (আ.প্র. ৩৭১২, ই.ফা. ৩৭১৬)

৪০১০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَثْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثَمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ

مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَائِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَهُ.

৪০১০. ইব্নু শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি বানী সালিম গোত্রের হুসাইন ইব্নু মুহাম্মাদ (রহ.)-কে ইতবান ইব্নু মালিক থেকে মাহমূদ ইব্নু রাবী এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার সত্যায়ন করলেন। [৪২৪] (আ.প্র. ৩৭১৩, ই.ফা. ৩৭১৭)

৪০১১. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ

أَكْبَرِ بَنِي عَدِيٍّ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِيدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَطْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا وَهُوَ خَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

৪০১১. বানী আদী গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আমির ইব্নু রাবী' আ যার পিতা নাবী (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে বাদ্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, আমাকে বর্ণনা করেন যে, 'উমার (رضي الله عنه) কুদামাহ ইব্নু মায়'উনকে (رضي الله عنه) বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বাদ্র যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (رضي الله عنه) এবং হাফসাহ (رضي الله عنها)-এর মামা। (আ.প্র. ৩৭১৪, ই.ফা. ৩৭১৮)

৪০১২-৪০১৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ

عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمِيهِ وَكَانَ شَهِيدًا بَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَرَاعِ قُلْتُ لِسَالِمٍ فَتُكْرِمُهَا أَنْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.

৪০১২-৪০১৩. রাফি' ইব্নু খাদীজ (رضي الله عنه) 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমারকে বলেছেন যে, বাদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তার দু' চাচা তাকে জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবাদযোগ্য ভূমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি সালিমকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো এমন জমি ভাড়া দিয়ে থাকেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাফি' তো নিজের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছেন। [২৩৩৯, ২৩৪৭] (আ.প্র. ৩৭১৫, ই.ফা. ৩৭১৯)

৪০১৪. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَدَادِ بْنِ الْهَادِ

الَلَيْثِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا.

৪০১৪. 'আবদুল্লাহ ইব্নু শাদ্দাদ ইব্নু হাদ লায়সী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রিফা'আ ইব্নু রাফি' আনসারী (رضي الله عنه)-কে দেখেছি, তিনি বাদ্র যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। (আ.প্র. ৩৭১৬, ই.ফা. ৩৭২০)

৪০১৫. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي غَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجُرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِمِزْبِيَّتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالِحُ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءُ بْنَ الْحَضْرِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَاقَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَهُمْ ثُمَّ قَالَ أَطْنَكُمُ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِبَنِيءٍ قَالُوا أَجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمِلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلِكَيْتِي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ.

৪০১৫. নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বাদর যুদ্ধে যোগদানকারী সহাবী, বানী আমির ইবনু লুওয়াই গোত্রের বন্ধু 'আমর ইবনু 'আওফ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহকে জিযিয়া আনার জন্য বাহরাইনে প্রেরণ করেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করে 'আলা ইবনু হায়রামী (رضي الله عنه)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه) বাহরাইন থেকে মাল নিয়ে এসে পৌছলে আনসারগণ তাঁর আগমনের খবর পেয়ে সকলেই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ফাজরের সলাত আদায়ের উদ্দেশে হাজির হলেন। সলাত শেষে পর ফিরে বসলে তাঁরা সকলেই তাঁর সামনে আসলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আমার মনে হয়, আবু 'উবাইদাহ কিছু মাল নিয়ে এসেছে বলে তোমরা গুনতে পেয়েছ। তারা সকলেই বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমাদের আনন্দদায়ক বিষয়ের আশায় থাক, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার আশংকা করি না। বরং আমি আশংকা করি যে, তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য আসবে যেমন তোমাদের পূর্বকার লোকেদের কাছে এসেছিল, তখন তোমরা সেটা পাওয়ার জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে যেমনভাবে তারা করেছিল। আর তা তাদেরকে যেমনিভাবে ধ্বংস করেছিল তোমাদেরকেও তেমনিভাবে ধ্বংস করে দেবে। [৩১৫৮] (আ.প্র. ৩৭১৭, ই.ফা. ৩৭২১)

৪০১৬. حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنِ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقْتُلُ

الْحَيَّاتِ كُلَّهَا.

৪০১৬. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) সব ধরনের সাপকে হত্যা করতেন। [৩২৯৭] (আ.প্র. ৩৭১৮, ই.ফা. ৩৭২২)

৪০১৭. حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ قَتْلِ جِنَّانِ الْبَيْتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا.

৪০১৭. অবশেষে বাদরী সহাবী আবু লুবাবাহ (رضي الله عنه) তাঁকে বললেন, নাবী (ﷺ) ঘরে বসবাসকারী (শ্বেতবর্ণের) ছোট সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। এতে তিনি তা মারা থেকে নিবৃত্ত থাকেন। [৩২৯৮] (আ.প্র. ৩৭১৮, ই.ফা. ৩৭২২)

৬০১৪. حَتَّىٰ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ائْذَنْ لَنَا فَلَنْتَرِكَ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ قَالَ وَاللَّهِ لَا تَدْرُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا.

৪০১৪. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, কতিপয় আনসারী সহাবী রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারা বললেন, আমাদেরকে আমাদের ভাগিনা 'আব্বাসের'১৪ ফিদয়া ক্ষমা করে দেয়ার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা তার একটি দিরহামও ক্ষমা করবে না।।২৫৩৭। (আ.প্র. ৩৭১৯, ই.ফা. ৩৭২৩)

৬০১৭. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الْيَقْدَادِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شِهَابٍ عَنْ عَمِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْحَيَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْيَقْدَادِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلِيفًا لِيَبْنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَصَرَبَ إِحْدَى يَدَيْ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَأَدَّ مَنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفْقُتْلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيْ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

৪০১৯. বানী যুহরা গোত্রের হালীফ (মিত্র) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বাদ্র যুদ্ধে যোগদানকারী সহাবী মিকদাদ ইবনু 'আমর কিনদী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমাকে বলুন, কোন কাফিরের সঙ্গে আমার যদি (যুদ্ধক্ষেত্রে) সাক্ষাৎ হয় এবং

১৪ বাদ্র যুদ্ধের সময় চাচা 'আব্বাস কাফির অবস্থাতে মুসলিমদের হাতে বন্দী হন। তাদের শক্ত করে সারারাত বেঁধে রাখা হয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার প্রতি কোনরূপ সহমর্মিতা দেখাতে না পারলেও রসূলুল্লাহ (ﷺ) চাচার প্রতি মমত্ববোধের কারণে সারারাত নিদ্রাহীনভাবে কাটিয়ে দেন। সহাবীগণ তা বুঝতে পেরে তার বন্ধন হালকা করে দেন এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তার মুক্তিপণ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তিনি স্বজনপ্রীতি না করে অন্যান্য বন্দীদের সমপরিমাণ মুক্তিপণের বিনিময়েই মুক্তি দেয়া হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

'আব্বাসের দাদা কুরাইশ নেতা হাশেম বনী নাছার গোত্রের 'আমর ইবনু উহায়হার মেয়ে সালামাহকে বিবাহ করেছিলেন। 'আব্বাসের দাদা হাশিম শাম দেশে বাণিজ্য করতে যাবার সময় মাদীনাহতে খায়রাজ গোত্রের বানী নাছার গোত্রের 'আমর ইবনে উহায়হার বাড়ীতে অবস্থান করতেন। হাশিমের 'আমর ইবনে উহায়হার মেয়ে সালামাহকে দেখে পছন্দ হলে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু 'আমর ইবনু উহায়হা এই শর্তে বিবাহে রাযী হন যে, বিবাহের পরও সালামাহ পিতৃগৃহেই অবস্থান করবে। হাশিম প্রস্তাব মেনে নিলে কুরাইশ নেতা হাশিমের সালামাহ বিনতু 'আমর এর সঙ্গে বিবাহ হয়। এবং এই সালামাহর গর্ভ থেকেই 'আব্বাসের পিতা ও আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর দাদা 'আবদুল মুত্তালিবের জন্ম হয়।

আমি যদি তার সঙ্গে লড়াই করি আর সে যদি তলোয়ারের আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আমার থেকে বাঁচার জন্য গাছের আড়ালে গিয়ে বলে “আমি আল্লাহর উদ্দেশে ইসলাম গ্রহণ করলাম” এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করব? তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাকে হত্যা করবে না। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে তো আমার একখানা হাত কাটার পর এ কথা বলছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) পুনরায় বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, তুমি তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল সে সেই মর্যাদা লাভ করবে, আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার আগে তার যে স্তর ছিল তুমি সেই স্তরে পৌঁছে যাবে। [৬৮৬৫] (আ.প্র. ৩৭২০, ই.ফা. ৩৭২৪)

৬০২০. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ صَرَبَهُ ابْنًا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَقَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ قَالَ ابْنُ عُليَّةَ قَالَ سُلَيْمَانُ هَكَذَا قَالَهَا أَنَسُ قَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ فَتَلْتُمُوهُ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ فَتَلَّهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو مِحْلَنٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكْأَرٍ فَتَلْنِي.

৪০২০. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বাদরের দিন বললেন, আবু জাহলের কী অবস্থা কেউ দেখে আসতে পার কি? তখন ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (رضي الله عنه) তার খোঁজে বের হলেন। এবং ‘আফরার দুই ছেলে তাকে আঘাত করে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখেছে দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি আবু জাহল? (আবু জাহল বলল) একজন লোককে হত্যা করা ব্যতীত তোমরা তো অধিক কিছু করনি? সুলায়মান বলেন, অথবা সে (আবু জাহল) বলেছিল, একজন লোককে তার কাওমের লোকেরা হত্যা করেছে? আবু মিজলায (رضي الله عنه) বলেন, আবু জাহল বলেছিল, চাষী ব্যতীত অন্য কেউ যদি আমাকে হত্যা করত! ১৫ [৩৯৬২] (আ.প্র. ৩৭২১, ই.ফা. ৩৭২৫)

৬০২১. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمَّا تُوْفِيَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ شَهَدَا بَدْرًا فَحَدَّثْتُ بِهِ عُرْوَةَ بِنَ الرَّبِيعِ فَقَالَ هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ.

৪০২১. ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-এর যখন ওফাত হল তখন আমি আবু বাক্রকে বললাম, আমাদেরকে আনসার ভাইদের নিকট নিয়ে চলুন। পথে আমরা আনসারদের দু’জন সং ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম যারা বাদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ‘উরওয়াহ ইবনু যুযায়রের নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তাঁরা হলেন ‘উরওয়াহ ইবনু সা’ঈদাহ এবং মা’ন ইবনু ‘আদী (رضي الله عنه)। [২৪৬২] (আ.প্র. ৩৭২২, ই.ফা. ৩৭২৬)

১৫ মাদীনাহবাসীগণ অধিকাংশ কৃষিজীবী ছিলেন। এই কৃষিজীবী আনসারদের হাতেই আবু জাহল মারা গেলে সে অপমানিত বোধ করে এ উক্তি করেছিলো। অর্থাৎ কৃষিজীবী ব্যতীত অন্য কারো হাতে তার মৃত্যু হলে সে এতটা অপমান বোধ করতো না।

৪০২২. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ قَيْسِ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّنَ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ وَقَالَ عُمَرُ لَأَفْضَلَنَّهُمْ عَلَيَّ مَنْ بَعَدَهُمْ.

৪০২২. কায়স (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, বাদ্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সহাবীদের ভাতা পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে নির্ধারিত ছিল। 'উমার (رضي الله عنه) বলেছেন, অবশ্যই আমি বাদ্র যুদ্ধে শরীক সহাবীদেরকে পরবর্তী লোকদের হতে অধিক মর্যাদা দেব। (আ.প্র. ৩৭২৩, ই.ফা. ৩৭২৭)

৪০২৩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِي.

৪০২৩. যুবাযর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে মাগরিবের সলাতে সূরাহ তুর পড়তে শুনেছি। এ ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম ঈমান আমার অন্তরে স্থান করে নেয়। (৭৬৫) (আ.প্র. ৩৭২৪, ই.ফা. ৩৭২৮)

৪০২৪. وَعَنْ الرَّهْرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرِ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ الْأُولَى يَعْنِي مَقْتَلَ عَثْمَانَ فَلَمْ تُنْبِقْ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرِ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي الْحَرَّةَ فَلَمْ تُنْبِقْ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَّةِ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتْ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاحٌ.

৪০২৪. যুহরী (রহ.) মুহাম্মাদ ইবনু যুবাযর ইবনু মুত'ঈমের মাধ্যমে তার পিতা যুবাযর ইবনু মুত'ঈম (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বাদ্রের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বলেছেন, আজ মুত'ঈম ইবনু 'আদী'৬ যদি বেঁচে থাকতেন আর এসব অপবিত্র লোকদের সম্পর্কে যদি আমার নিকট সুপারিশ করতেন, তাহলে তার সম্মানে এদেরকে আমি (মুক্তিপণ ব্যতীতই) ছেড়ে দিতাম।

লায়স ইয়াহইয়ার সূত্রে সা'ঈদ ইবনু মুসায়্যিব (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রথম ফিতনা অর্থাৎ 'উসমানের হত্যাকাণ্ড' সংঘটিত হবার পর বাদ্রের যোগদানকারী সহাবীদের আর কেউ বেঁচে ছিলেন না। দ্বিতীয় ফিতনা তথা হাররার ঘটনা সংঘটিত হবার পর হুদাইবিয়াহর সন্ধিকালীন সময়ের কোন সহাবীই আর জীবিত ছিলেন না। এরপর তৃতীয় ফিতনা সংঘটিত হওয়ার পর তা কখনো শেষ হয়নি, যতদিন মানুষের মধ্যে আক্ল ও সদ গুণাবলী বহাল ছিল। (৩১৩৯) (আ.প্র. ৩৭২৪, ই.ফা. ৩৭২৮)

৪০২৫. حَدَّثَنَا الْحُجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الرَّبِيعِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ

১৬ মুত'ঈম ইবনু 'আদী রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বিভিন্ন সময় কাফিরদের হাত থেকে নিরাপত্তা দিয়ে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। তাই তিনি নিজের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, আজ যদি সে জীবিত থাকতো আর অনুরোধ করতো তাহলে তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিতেন।

১৭ মিসরবাসী কতক বিদ্রোহী লোকের দ্বারা উনপঞ্চাশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর তিনি তাদেরই হাতে শহীদ হন।

حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ حَدِيثِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ فَعَتَرْتُ أُمَّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطَظِهَا فَقَالَتْ تَعَسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ بِئْسَ مَا قُلْتِ تَسْبِيْنُ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِفْكِ.

৪০২৫. যুহরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উরওয়াহ ইব্নু যুবায়র, সাঈদ ইব্নু মুসায়্যিব, ‘আলকামাহ ইব্নু ওয়াক্কাস ও ‘উবায়দুল্লাহ ইব্নু ‘আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী ‘আয়িশাহর প্রতি অপবাদের ঘটনা শুনেছি। তারা সকলেই হাদীসটির একটি অংশ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন, আমি এবং উম্মু মিসতাহ (প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) বের হলাম। তখন উম্মু মিসতাহ তার চাদরে পেঁচিয়ে পড়ে গেল। এতে সে বলল, মিসতাহ এর জন্য ধ্বংস। [‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন] তখন আমি বললাম, আপনি বড় খারাপ কথা বললেন। আপনি বাদরে শরীক ব্যক্তিকে মন্দ বলছেন! অতঃপর অপবাদ-এর ঘটনা উল্লেখ করলেন। [২৫৯৩] (আ.প্র. ৩৭২৫, ই.ফা. ৩৭২৯)

٤٠٢٦. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هَذِهِ مَعَاذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُلْقِيهِمْ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا قُلْتُمْ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَجَمِيعٌ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ ضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ أَحَدٌ وَتَمَاتُوا رَجُلًا وَكَانَ عَرُوهُ بِنُ الرَّبِيعِ يَقُولُ قَالَ الرَّبِيعُ فُسِمَتْ سُهْمَانُهُمْ فَكَانُوا مِائَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

৪০২৬. ইব্নু শিহাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত (তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জিহাদসমূহের বর্ণনা দেয়ার পর) বলেছেন, এগুলোই ছিল রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামরিক অভিযান। এরপর তিনি ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরাইশ কাফিরদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করার সময় বললেন, তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পেয়েছ তো? মুসা নাফি‘র মাধ্যমে ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবীদের থেকে কেউ কেউ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি মৃতলোকদের আস্থান জানাচ্ছেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমার কথাগুলো তোমরা তাদের থেকে অধিক শুনে পাচ্ছে না।

আবু ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন, গানীমাত লাভ করেছিলেন, এমন কুরাইশী সহাবী বাদরে শরীক ছিলেন তাঁদের সংখ্যা হল একাশি।^{১৮} ‘উরওয়াহ ইব্নু যুবায়র বললেন যে, যুবায়র (رضي الله عنه) বলেছেন,

^{১৮} এখানে সম্ভবত অশ্বারোহীদের বাদ দিয়ে গণনা করা হয়েছে। কারণ পরেই একশত জনের কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

(বাদরী) কুরাইশী সহাবীদের অংশগুলো বণ্টন করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট একশ' (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন)। [১৩৭০] (আ.প্র. ৩৭২৬, ই.ফা. ৩৭৩০)

৬০২৭. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن الربير قال

ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم.

৪০২৭. যুবায়র (رض) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বাদরের দিন মুহাজিরদেরকে গানীমাতের একশ' অংশ দেয়া হয়েছিল। (আ.প্র. ৩৭২৭, ই.ফা. ৩৭৩১)

১৩/৬৬. بَاب تَسْمِيَةِ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ فِي الْجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيَّ

حُرُوفِ الْمُعْجَمِ

৬৪/১৩. অধ্যায়: বাদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সহাবীদের নামের তালিকা যা আল-জামে এখে (সহীহ বুখারীতে) উল্লেখ রয়েছে।

النَّبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ ۞ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْبَكْرِ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ
جَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيُّ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيفُ لِقْرِيشِ أَبُو حُدَيْفَةَ بْنُ عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ
الْقُرَشِيِّ حَارِثَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ قِتْلَ يَوْمِ بَدْرِ وَهُوَ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِي التَّنَظَّرَةِ حُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ
الْأَنْصَارِيُّ حُنَيْسُ بْنُ حُدَاقَةَ السَّهْمِيِّ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ
الْأَنْصَارِيُّ الرَّبِيعُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ سَعْدُ بْنُ
مَالِكِ الزُّهْرِيِّ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَشِيُّ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ الْقُرَشِيِّ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ
الْأَنْصَارِيِّ ظَهْرُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ وَأَخُوهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقِ الْقُرَشِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْعُودِ الْهَدَلِيِّ عُثْبَةُ بْنُ مَسْعُودِ الْهَدَلِيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الزُّهْرِيِّ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِيُّ عُبَادَةُ
بُنِ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيُّ عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ الْعَدَوِيُّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ الْقُرَشِيُّ خَلْفَةُ النَّبِيِّ ۞ عَلَى ابْنَتِهِ
وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيُّ عَمْرُو بْنُ عَوْفِ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو
الْأَنْصَارِيِّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَنْزِيُّ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ عَوْثِمُ بْنُ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَيْتَابُ بْنُ
مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ قُدَامَةُ بْنُ مَطْلُوعٍ قَتَادَةُ بْنُ الثُّعْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوحِ مُعَوَّذُ بْنُ
عَفْرَاءَ وَأَخُوهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أَسِيدِ الْأَنْصَارِيِّ مُرَّارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ مَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ
مِسْطَحُ بْنُ أُنَائَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ مِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو الْكِنْدِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ هِلَالُ
بُنِ أُمَيَّةِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

১. নাবী মুহাম্মাদ ইব্নু 'আবদুল্লাহ হাশিমী (ﷺ) ২. ইয়াস ইব্নু বুকাযর, ৩. আবু বাকর কুরাইশীর আযাদকৃত গোলাম বিলাল ইব্নু রাবাহ, ৪. হামযা ইব্নু 'আবদুল মুত্তালিব আল-হাশিমী, ৫. কুরাইশদের বন্ধু হাতিব ইব্নু আবু বালতাআ, ৬. আবু হুযাইফা ইব্নু 'উত্বাহ ইব্নু রাবী'আহ কুরাইশী, ৭. হারিসা ইব্নু রাবী' আনসারী, যিনি বাদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন; তাঁকে হারিসা ইব্নু সুরাকা বলা হয়, তিনি দেখার জন্য গিয়েছিলেন। ৮. খুবাযব ইব্নু আদী আনসারী, ৯. খুনাযস ইব্নু হুযাফা সাহমী, ১০. রিফা'আ ইব্নু রাফি আনসারী, ১১. রিফা'আ ইব্নু আবদুল মুনযির, ১২. আবু লুবাবা আনসারী, ১৩. যুবাযর ইব্নুল আওয়াম কুরাইশী, ১৪. যায়দ ইব্নু সাহল, ১৫. আবু তুলহা আনসারী, ১৬. আবু যায়দ আনসারী, ১৭. সা'দ ইব্নু মালিক যুহরী, ১৮. সা'দ ইব্নু খাওলা কুরাইশী, ১৯. সা'ঈদ ইব্নু যায়দ ইব্নু 'আমর ইব্নু নুফাইল কুরাইশী, ২০. সাহল ইব্নু হুনাইফ আনসারী, ২১. যুহায়র ইব্নু রাফি' আনসারী, ২২. এবং তাঁর ভাই (মুযহির ইব্নু রাফি' আনসারী), ২৩. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উসমান, ২৪. আবু বাকর সিদ্দীক কুরাইশী, ২৫. 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'উদ হুযালী; ২৬. 'উত্বাহ ইব্নু মাস'উদ হুযালী, ২৭. 'আবদুর রাহমান ইব্নু 'আওফ যুহরী, ২৮. 'উবাইদাহ ইব্নুল হারিস কুরাইশী, ২৯. উবাদাহ ইব্নু সামিত আনসারী, ৩০. 'উমার ইব্নু খাত্তাব আদাবী, ৩১. 'উসমান ইব্নু আফ্ফান কুরাইশী, নাবী (ﷺ) তাঁকে তাঁর অসুস্থ কন্যার দেখাশোনার জন্য (মাদীনাহুয) রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু গানীমাতের মালের অংশ তাঁকে দিয়েছিলেন। ৩২. 'আলী ইব্নু আবী তুলিব হাশিমী, ৩৩. 'আমির ইব্নু লুওয়াই গোত্রের মিত্র 'আমর ইব্নু আউফ, ৩৪. 'উকবাহ ইব্নু 'আমর আনসারী, ৩৫. 'আমির ইব্নু রাবী'আ আনাবী, ৩৬. 'আসিম ইব্নু সাবিত আনসারী, ৩৭. উওয়াম ইব্নু সাইদা আনসারী, ৩৮. 'ইতবান ইব্নু মালিক আনসারী, ৩৯. কুদামাহ ইব্নু মাযউন, ৪০. ক্বাতাদাহ ইব্নু নু'মান আনসারী, ৪১. মু'আয ইব্নু 'আমর ইব্নু জামূহ, ৪২. মু'আববিয ইব্নু আফরা ৪৩. এবং তাঁর ভাই (মু'আয), ৪৪. মালিক ইব্নু রাবী'আ, ৪৫. আবু উসাইদ আনসারী, ৪৬. যুরারা ইব্নু রাবী আনসারী। ৪৭. মান ইব্নু আ'দী আনসারী, ৪৮. মিসতাহ ইব্নু উসাসা ইব্নু আব্বাদ ইব্নু মুত্তালিব ইব্নু 'আবদে মানাফ, ৪৯. যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইব্নু 'আমর কিনদী, ৫০. হিলাল ইব্নু উমাইয়াহ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমা'ঈন)।

۱۴/۶۴. بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ وَمَا

أَرَادُوا مِنَ الْعَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৬৪/১৪. অধ্যায়: দু' ব্যক্তির রক্তপণের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য রসূল (ﷺ)-এর বানী নাযীর গোত্রের নিকট গমন এবং তাঁর সঙ্গে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ক ঘটনা।

قَالَ الرَّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سَيْتِهِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقَعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ أُحُدٍ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحُمْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ وَجَعَلَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ بَعْدَ بَيْتِ مَعُونَةَ وَأُحُدٍ

যুহরী (রহ.) 'উরওয়াহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বানু নাযীর যুদ্ধ ওহদ যুদ্ধের আগে এবং বাদর যুদ্ধের পরে ষষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে সংঘটিত হয়েছিল। মহান আল্লাহর বাণী : "তিনিই

কিতাবওয়ালাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমবেতভাবে তাদের নিবাস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন”- (সূরাহ হাশর ৫৯/২)। বানু নাযীর যুদ্ধের এ ঘটনাকে ইবনু ইসহাক (রহ.) বিরে মাউনার ঘটনা এবং উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

৬০২৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَارَبَتْ التَّضْيِيرُ وَفُرَيْظَةُ فَأَجَلَى بَنِي التَّضْيِيرِ وَأَقْرَّ فُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ فُرَيْظَةَ فَفَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْضَهُمْ لِحُقُوقِهَا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجَلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنِقَاعَ وَهُمْ زَهْطُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ.

৪০২৮. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বনু নাযীর ও বনু কুরাইযাহ গোত্রের ইয়াহূদী সম্প্রদায় (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ শুরু করলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু নাযীর গোত্রকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন এবং বনু কুরাইযাহ গোত্রের প্রতি দয়া করে তাদেরকে থাকতে দেন। কিন্তু পরে বনু কুরাইযাহ গোত্র (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ শুরু করলে কতক লোক যারা নাবী (ﷺ)-এর দলভুক্ত হবার পর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন তারা মুসলিম হয়ে গিয়েছিল তারা ব্যতীত অন্য সব পুরুষ লোককে হত্যা করা হয় এবং মহিলা সন্তান-সন্ততি ও মালামাল মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। নাবী (ﷺ) মাদীনাহর সব ইয়াহূদীকে দেশান্তর করলেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালামের গোত্র বনু কায়নুকা ও বনু হারিসাসহ অন্যান্য ইয়াহূদী গোষ্ঠীকেও তিনি দেশান্তর করেন। [মুসলিম ২৩/২০, হাঃ ১৭৬৬] (আ.প্র. ৩৭২৮, ই.ফা. ৩৭৩২)

৬০২৯. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُورَةُ التَّضْيِيرِ تَابَعَهُ هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ.

৪০২৯. সাঈদ ইবনু জুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু ‘আব্বাসের নিকট সূরাহ হাশরকে সূরাহ হাশর নামে উল্লেখ করায়, তিনি বললেন, বরং তুমি বলবে ‘সূরাহ নাযীর’।^{১৯} আবু বিশীর থেকে হুশাইমও এ বর্ণণায় তার (আবু আওয়ানাহর) অনুসরণ করেছেন। [৪৬৪৫, ৪৮৮২, ৪৮৮৩] (আ.প্র. ৩৭২৯, ই.ফা. ৩৭৩৩)

৬০৩০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ السَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ فُرَيْظَةَ وَالتَّضْيِيرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ.

৪০৩০. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ কিছু কিছু খেজুর গাছ নাবী (ﷺ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। অবশেষে বনু কুরায়যা ও বনু নাযীর জয় করা হলে তিনি ঐ খেজুর গাছগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন। [২৬৩০] (আ.প্র. ৩৭৩০, ই.ফা. ৩৭৩৪)

^{১৯} অত্র সূরাতে বনু নাযীর গোত্রের লাঞ্ছনার বর্ণনা রয়েছে তাই ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস সূরা হাশরকে সূরা নাযীর উল্লেখ করত বলেছেন।

৪০৩১. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ فَتَرَلْتُ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾. 8031. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বুওয়াইরাই নামক জায়গায় বনু নাযীর গোত্রের যে খেজুর গাছ ছিল তার কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু কেটে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় : ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ : “তোমরা যে খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলো কাণ্ডের উপর ঠিক রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে” - (সূরাহ হাশর ৫৯/৫)। [২০২৬; মুসলিম ৩২/১০, হাঃ ১৭৪৬] (আ.প্র. ৩৭৩১, ই.ফা. ৩৭৩৫)

৪০৩২. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ قَالَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَهَانَ عَلَىٰ سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ قَالَ فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ

أَدَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ
سَتَعْلَمُ أَنِنَا مِنْهَا بِزُرٍّ
وَحَرَّقَ فِي تَوَاجِيهِهَا السَّعِيرُ
وَتَعْلَمُ أَيُّ أَرْضِينَا تَضِيرُ

8032. উবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (رضي الله عنه) বনু নাযীর গোত্রের খেজুর গাছগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, এ সম্বন্ধেই হাসসান ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) বলেছেন:

“বনু লুওয়াই গোত্রের নেতাদের (কুরাইশদের) জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে বুওয়াইরাই নামক স্থানের সর্বত্রই অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হওয়া।”

বর্ণনাকারী ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, এর উত্তরে আবু সুফইয়ান ইবনু হারিস বলেছিল :

“আল্লাহ এ কাজকে স্থায়ী করুন

এবং জ্বালিয়ে রাখুন মাদীনাহর আশে পাশে লেলিহান অগ্নিশিখা,

শীঘ্রই জানবে আমাদের মাঝে কারা নিরাপত্তায় থাকবে

এবং জানবে দুই নগরীর কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” [২০২৬] (আ.প্র. ৩৭৩২, ই.ফা. ৩৭৩৬)

৪০৩৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوَيْسِ بْنِ الْحَدَّانِ النَّضْرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَعْمَرٍ فَقَالَ نَعَمْ فَأَدْخَلَهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ عَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِضْ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهَذَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ فَقَالَ الرَّهْطُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِضْ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا

مِنَ الْآخِرِ فَقَالَ عُمَرُ اتَّبِدُوا أَنُشِدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي يَأْذِيهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورُثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ قَالُوا قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَنُشِدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ كَانَ حَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا النَّفْيِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿وَمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿قَدِيرٌ﴾ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا اخْتَارَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمْوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَتَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلِ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذَكَّرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَقَبَضْتُهُ سَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِي كَلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ فِجِئْتَنِي يَعْني عَبَّاسًا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورُثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَأَ لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنْ عَلَيَّكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْهُ وَوَلِيْتُ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فَقُلْتُمَا اذْفَعُهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا أَفْتَلْتِمَا سَانَ مَتِي قِضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي يَأْذِيهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهِ بِقِضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَا.

৪০৩৩. মালিক ইবনু আ'ওস ইবনু হাদসান নাসিরী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, (একদা) 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) তাকে ডাকলেন। এ সময় তার দ্বাররক্ষী ইয়ারফা এসে বলল, 'উসমান, 'আবদুর রাহমান, যুবাযর এবং সা'দ (رضي الله عنه) আপনার নিকট আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ তাঁদেরকে আসতে বল। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, 'আব্বাস এবং 'আলী (رضي الله عنه) আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ। তাঁরা উভয়েই ভিতরে প্রবেশ করলেন। 'আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, হে, আমীরুল মু'মিনীন! আমার এবং তাঁর মাঝে (বিবাদের) মীমাংসা করে দিন। বনু নাযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ তাঁর রসূল (ﷺ)-কে ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসেবে যা দিয়েছিলেন তা নিয়ে তাদের উভয়ের মাঝে বিবাদ চলছিল। এ নিয়ে তারা তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, (এ দেখে আগত) দলের সকলেই বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তাদের মাঝে একটি মীমাংসা করে তাদের এ বিবাদ থেকে মুক্তি দিন। তখন 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, তাড়াহুড়া করবেন না। আমি আপনাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনারা কি জানেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজের সম্বন্ধে বলেছেন,

আমরা (নাবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। যা রেখে যাই তা সদাকাহ হিসাবেই গণ্য হয়। এর দ্বারা তিনি নিজের কথাই বললেন। উপস্থিত সকলেই বললেন, হাঁ, তিনি এ কথা বলেছেন। ‘উমার (رضي الله عنه) ‘আলী এবং ‘আব্বাসের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে এ কথা বলেছেন, আপনারা তা জানেন কি? তারা উভয়েই বললেন, হাঁ, এরপর তিনি বললেন, এখন আমি আপনাদেরকে এ বিষয়ে আসল অবস্থা খুলে বলছি। ফাই এর কিছু অংশ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা তিনি আর অন্য কাউকে দেননি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন : “আল্লাহ ইয়াহূদীদের নিকট হতে তাঁর রসূলকে যে ফাই দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উষ্ট্র চালিয়ে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ তো তাঁর রসূলকে যার উপর ইচ্ছা তার উপর কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান”- (সূরাহ আন‘আম ৬/৫৯)। অতএব এ ফাই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্যই খাস ছিল। আল্লাহর কসম! এরপর তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য এ সম্পদকে সংরক্ষিতও রাখেননি এবং নিজের জন্য নির্ধারিতও করে যাননি। বরং এ অর্থকে তিনি তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে এ মাল উদ্ধৃত আছে। এ মাল থেকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর পরিবার পরিজনের এক বছরের খোরপোশ দিতেন। এর থেকে যা অবশিষ্ট থাকত তা তিনি আল্লাহর পথে খরচ করতে দিতেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জীবদ্দশায় এরূপই করেছেন। নাবী (ﷺ)-এর ওফাতের পর আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন, এখন থেকে আমিই হলাম রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওলী (প্রতিনিধি)। এরপর আবু বাকর (رضي الله عنه) তা স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তিনিও সে নীতিই অনুসরণ করে চললেন। তিনি ‘আলী ও ‘আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আজ আপনারা যা বলছেন এ বিষয়ে আপনারা আবু বাকরের সঙ্গেও এ ধরনেরই আলোচনা করেছিলেন। আল্লাহর কসম! তিনিই জানেন, এ বিষয়ে আবু বাকর (رضي الله عنه) ছিলেন সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ এবং হাকের অনুসারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। এরপর আবু বাকরের ইত্তিকাল হলে আমি বললাম, (আজ থেকে) আমিই হলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং আবু বাকরের ওলী (প্রতিনিধি)। এরপর এ সম্পদকে আমি আমার খিলাফাতের দুই বছরকাল আমার তত্ত্বাবধানে রাখি এবং এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবু বাকরের অনুসৃত নীতিই অনুসরণ করে চলছি। আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও হাকের একনিষ্ঠ অনুসারী। তা সত্ত্বেও পুনরায় আপনারা দু’জনই আমার নিকট এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলেছিলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমরা (নাবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী করি না, আমরা যা রেখে যাই তা সদাকা হিসাবেই গণ্য হয়। এরপর এ সম্পদটি আপনাদের উভয়ের তত্ত্বাবধানে দেয়ার বিষয়টি যখন আমার নিকট স্পষ্ট হল তখন আমি বলেছিলাম, যদি আপনারা চান তাহলে একটি শর্তে তা আমি আপনাদের নিকট অর্পণ করব। শর্তটি হচ্ছে আপনারা আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর দেয়া ওয়াদা অনুযায়ী এমনভাবে কাজ করবেন যেভাবে রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবু বাকর করেছেন এবং আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর আমি করেছি। অন্যথায় এ বিষয়ে আপনারা আমার সঙ্গে আর কোন আলোচনা করবেন না। তখন আপনারা বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের নিকট অর্পণ করুন। আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ করেছি। এখন আপনারা আমার নিকট অন্য কোন ফায়সালা কামনা করেন কি? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার আদেশে আসমান যমীনটিকে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আমি এর বাইরে অন্য কোন ফায়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। আপনাদের এ দায়িত্ব পালনে আমিই যথেষ্ট। [২৯০৪] (আ.প্র. ৩৭৩৩, ই.ফা. ৩৭৩৭)

১.৩৫. قَالَ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ غُرُورَةَ بِنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أُوَيْسٍ أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ أُرْسِلُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ غُثَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ فَقُلْتُ لَهُنَّ أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَا أَخْبَرْتَهُنَّ قَالَ فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنِ كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا.

৪০৩৪. বর্ণনাকারী (যুহরী) বলেন, আমি হাদীসটি উরওয়াহ ইবনু যুবায়রের নিকট বর্ণনা করার পর তিনি (আমাকে) বললেন, মালিক ইবনু আওস (رضي الله عنه) ঠিকই বর্ণনা করেছেন। আমি নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) কে বলতে শুনেছি, (বানী নাবীর গোত্রের সম্পদ থেকে) ফায় হিসাবে আল্লাহ তাঁর রসূলকে যে সম্পদ দিয়েছেন তার অষ্টমাংশ আনার জন্য নাবী (ﷺ) সহধর্মিণীগণ 'উসমানকে আবু বাক্রের নিকট পাঠাতে চাইলে এই বলে আমি তাদেরকে বারণ করছিলাম যে, আপনারা কি আল্লাহকে ভয় করেন না? আপনারা কি জানেন না যে নাবী (ﷺ) বলতেন আমরা (নাবী-রসূলগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সদাকাহ হিসাবেই থেকে যায়। এ দ্বারা তিনি নিজেকে মালিক করেছেন। এ সম্পদ থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বংশধরগণ খেতে পারবেন। (তারা এ সম্পদের মালিক হতে পারবেন না।) আমার এ কথা শুনে নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণীগণ বিরত হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে সদাকাহর এ মাল 'আলীর তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি 'আব্বাসকে তা দিতে অস্বীকার করেন এবং পরিশেষে তিনি 'আব্বাসের উপর জয়ী হন। এরপর তা যথাক্রমে হাসান ইবনু 'আলী এবং হুসাইন ইবনু 'আলীর হাতে ছিল। পুনরায় তা 'আলী ইবনু হুসাইন এবং হাসান ইবনু হাসানের হস্তগত হয়। তাঁরা উভয়ই পর্যায়ক্রমে তার দেখাশোনা করতেন। এরপর তা যায়দ ইবনু হাসানের তত্ত্বাবধানে যায়। তা অবশ্যই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সদাকাহ। [৬৭২৭, ৬৭৩০; মুসলিম ৩২/১৫, হাঃ ১৭৫৭, আহমাদ ৩৩৩] (আ.প্র. ৩৭৩৩, ই.ফা. ৩৭৩৭)

১.৩৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ غُرُورَةَ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاتَهُمَا أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ.

৪০৩৫. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে, ফাতিমাহ এবং 'আব্বাস (رضي الله عنه) আবু বাক্রের কাছে এসে ফাদাক এবং খাইবারের (ভূমির) অংশ দাবী করেন। [৩০৯২] (আ.প্র. ৩৭৩৪, ই.ফা. ৩৭৩৮)

১.৩৬. قَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ وَاللَّهُ لَفَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي.

৪০৩৬. আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমরা (নাবী-রসূলগণ আমাদের সম্পদের) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই সদাকাহ হিসেবেই রেখে যাই। এ মাল থেকে মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনে ভোগ করবে। আল্লাহর কসম! আমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আত্মীয়তা দৃঢ় করার চেয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আত্মীয়তাই আমার নিকট প্রিয়তর। [৩০৯৩] (আ.প্র. ৩৭৩৪, ই.ফা. ৩৭৩৮)

১০/৬৫. بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ.

৬৪/১৫. অধ্যায়: কা'ব ইবনু আশরাফ^{২০}-এর হত্যা

৫০৩৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْنُ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَإِنَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَانَا وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلَّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدْعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَبِي شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ نُسْلِفْنَا وَشَقًا أَوْ وَسْقَيْنِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكَرْ وَشَقًا أَوْ وَسْقَيْنِ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَشَقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ أَرَى فِيهِ وَشَقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ ارْهُونِي قَالُوا أَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُ قَالَ ارْهُونِي نِسَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ تَرَاهُنَّكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهُونِي أَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ تَرَاهُنَّكَ أَبْنَاءَنَا فَيَسَّبُ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهْنٌ يَوْسِقِي أَوْ وَسْقَيْنِ هَذَا عَارُ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرَاهُنَّكَ اللَّأَمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْني السِّلَاحَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُو كَعْبِ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِضْنِ فَتَزَلَّ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرُو قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيْعِي أَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكُرَيْمَ لَوُدُعِي إِلَى طَعْنِي بَلْبَلٍ لِأَجَابَ قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَاهُمْ عَمْرُو قَالَ سَمَى بَعْضُهُمْ قَالَ عَمْرُو جَاءَ مَعَهُ بَرَجْلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرُو أَبُو عَثِبِ بْنِ جَبْرِ وَالْحَارِثُ بْنُ أُوَيْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ عَمْرُو جَاءَ مَعَهُ بَرَجْلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَيَأْتِي قَائِلٌ بِشَعْرِهِ

২০ কা'ব ইবনু আশরাফ বনী কুরায়যা গোত্রের একজন কবি ও নেতা ছিল যে বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে বিদ্বেষাত্মক কথা প্রচার করতো। এমনকি সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের স্ত্রী কন্যাদের সম্পর্কেও কুৎসিত অশালীন উদ্ভট কথা রচনা করতো। এসকল কর্মকাণ্ডে তাকে বিরক্ত হয়ে অবশেষে তৃতীয় হিজরী সনের রবীউল আওয়াল মাসে রসূলুল্লাহ (ﷺ) মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহকে নির্দেশ দেন তাকে যেন হত্যা করা হয়। এবং সে আদেশ মতে তাকে হত্যা করা হয়।

فَأَسْمُهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمَكَّنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدَوَّنْتُكُمْ فَأَضْرِبُوهُ وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أَشْسِكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَخُ مِنْهُ رِيحَ الطَّيِّبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالَّذِي مِمْحًا أَيْ أَطْيَبَ وَقَالَ عَمْرُو قَالَ عِنْدِي أَعْطُرُ نِسَاءَ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمْرُو فَقَالَ أَتَأَذِّنُ لِي أَنْ أَشْمَ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشْمَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَتَأَذِّنُ لِي قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمَكَّنَ مِنْهُ قَالَ دَوَّنْتُكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ.

৪০৩৭. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছে? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) দাঁড়ালেন, এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হাঁ। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) বললেন, তাহলে আমাকে কিছু প্রতারণাময় কথা বলার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হাঁ বল। এরপর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) কা'ব ইবনু আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি [রসূল (ﷺ)] সদাকাহ চায় এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, আল্লাহর কসম পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) বললেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করছি। পরিণাম কী দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা ভাল মনে করছি না। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। বর্ণনাকারী সুফইয়ান বলেন, 'আমর (রহ.) আমার নিকট হাদীসটি কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথা উল্লেখ করেননি। আমি তাকে বললাম, এ হাদীসে তো এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে, তিনি বললেন, মনে হয় হাদীসে এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, ধার তো পাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) বললেন, কী জিনিস আপনি বন্ধক চান। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) বললেন, আপনি আরবের একজন সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কীভাবে, আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখব? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের ছেলে সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কী করে বন্ধক রাখি? তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য খুব লজ্জাজনক বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফইয়ান বলেন, লামা শব্দের মানে হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র। শেষে তিনি (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ) তার কাছে আবার যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কা'ব ইবনু আশরাফের দুধ ভাই আবু নাইলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কা'ব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। তখন তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এই তো মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ এবং আমার ভাই আবু নাইলা এসেছে। 'আমর' ব্যতীত বর্ণনাকারীগণ বলেন যে, কা'বের স্ত্রী বলল, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ এবং দুধ ভাই আবু নাইলা, (অপরিচিত কোন লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিত। (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) সঙ্গে

আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে সেখানে গেলেন। সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ‘আমর কি তাদের দু’জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন? উত্তরে সুফইয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। ‘আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু’জন মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, যখন সে (কা’ব ইবনু আশরাফ) আসবে। ‘আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার সাথীদের সম্পর্কে) বলেছেন যে (তারা হলেন) আবু আবস্ ইবনু জাব্র হারিস ইবনু আওস এবং আব্বাদ ইবনু বিশ্র। ‘আমর বলেছেন, তিনি অপর দুই লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি তার মাথার চুল ধরে ঝুঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও ঝুঁকাব। সে (কা’ব) চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। ‘আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, কা’ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। ‘আমর বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) বললেন, আমাকে আপনার মাথা ঝুঁকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হাঁ। এরপর তিনি তার মাথা ঝুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে ঝুঁকালেন। তারপর তিনি আবার বললেন, আমাকে আবার ঝুঁকবার অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে এ খবর দিলেন। [২৫১০; মুসলিম ৩২/৪৩, হাঃ ১৮০১] (আ.প্র. ৩৭৩৫, ই.ফা. ৩৭৩৯)

১৬/৬৬. بَابُ قَتْلِ أَبِي رَافِعٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَقِيقِ

৬৪/১৬. অধ্যায়: আবু রাফি‘ আবদুল্লাহ্ ইবনু আবুল হুকাইকের হত্যা।

وَيُقَالُ سَلَامٌ بِنُ أَبِي الْحَقِيقِ كَانَ يَحْتَبِرُ وَيُقَالُ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ هُوَ بَعْدَ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ.

তাকে সাললাম ইবনু আবুল হুকাইকও বলা হত। সে খায়বারের অধিবাসী ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, হিজায় ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল।

যুহরী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, তার হত্যার ঘটনা কা’ব ইবনু আশরাফের হত্যার পর ঘটেছিল।

٤٠٣٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْنَهُ لَيْلًا وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ.

৪০৩৮. বারাআ ইবনু ‘আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) দশ জনের কম একটি দলকে আবু রাফির উদ্দেশে পাঠালেন (তাদের একজন) ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু আতীক (رضي الله عنه) রাতের বেলা তার ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে খুন করেন। [৩০২২] (আ.প্র. ৩৭৩৬, ই.ফা. ৩৭৪০)

৪০৩৭. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤَذِّنُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُ وَقَدْ عَرَبَتْ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ يَسْرَجِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَابِ لَعَلِّي أَنْ أُدْخَلَ فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَابُ يَا عَبْدُ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أُغْلِقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الْأَعَالِيْقَ عَلَى وَتَيْدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ فِي عِلَالِيٍّ لَهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُ كَلِمًا فَتَحْتُ بَابًا أُغْلِقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ قُلْتُ إِنْ الْقَوْمُ نَذَرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَاثْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسَطٍ عِيَالِهِ لَا أَذْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ قَالَ مَنْ هَذَا فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهْشٌ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَأَمَكْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ لِأَمِكَ الْوَيْلُ إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلَ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْتِنْتُهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ ثُمَّ وَضَعْتُ ظَبَّةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أَرَى أَنِّي قَدْ انْتَهَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَاثْتَهَيْتُ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ لَا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقْتُلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدَّيْكَ قَامَ النَّاسُ عَلَى السُّورِ فَقَالَ أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَاثْنَلْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ النَّجَاءَ فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِعٍ فَاثْتَهَيْتُ إِلَى النَّسِيِّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ ابْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ.

৪০৩৯. বারাআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আবদুল্লাহ ইবনু আতীককে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কয়েকজন সহাবীকে ইয়াহুদী আবু রাফির (হত্যার) উদ্দেশে প্রেরণ করেন। আবু রাফি' রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কষ্ট দিত এবং এ ব্যাপারে লোকদেরকে সাহায্য করত। হিজায় ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল (যেখানে যে বাস করত)। তারা যখন তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌছলেন তখন সূর্য ডুবে গেছে এবং লোকজন নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ গৃহে) 'আবদুল্লাহ (ইবনু আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাক। আমি চললাম, ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বার রক্ষীর সঙ্গে আমি কৌশল দেখাই। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌছলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেন তিনি প্রাকৃতিক

প্রয়োজনে রত আছেন। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দারোয়ান তাকে ডেকে বলল, ওহে 'আবদুল্লাহ! ভিতরে ঢুকতে চাইলে ঢুকে পড়। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দেব। আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে থাকলাম। সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং একটি পেরেকের সঙ্গে চাবিটা লটকিয়ে রাখল। ['আবদুল্লাহ ইব্নু আতীক (رضي الله عنه) বলেন] এরপর আমি চাবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাবিটা নিয়ে দরজাটি খুললাম। আবু রাফি'র নিকট রাতের বেলা গল্পের আসর বসত, এ সময় সে তার উপর তলার কামরায় অবস্থান করছিল। গল্পের আসরে আগত লোকজন চলে গেলে, আমি সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় আমি একটি করে দরজা খুলছিলাম এবং ভিতর দিক থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার ব্যাপারে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌঁছতে না পারে। আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় সে একটি অঙ্ককার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোন্ অংশে সে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আবু রাফি' বলে ডাক দিলাম। সে বলল, কে আমাকে ডাকছে? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারি দ্বারা প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম। এ আঘাতে আমি তার কোন কিছুই করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কঠিন পরিবর্তন করতঃ তার আপন লোকের ন্যায়) জিজ্ঞেস করলাম, আবু রাফি' এ আওয়াজ হল কিসের? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক! একটু আগে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে। 'আবদুল্লাহ ইব্নু আতীক (رضي الله عنه) বলেন, তখন আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললাম। কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি। তাই তরবারির ধারাল দিকটি তার পেটের উপর চেপে ধরলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিতরূপে বুঝলাম যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে পেরেছি। এরপর আমি এক এক করে দরজা খুলে নীচে নামতে শুরু করলাম। নামতে নামতে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমার রাত্রি ছিল। (চাঁদের আলোতে তাড়াছড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) আমি মনে করলাম, (সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে) আমি মাটির নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নিচে পা রাখতেই আমি পড়ে গেলাম। অমনিই আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। আমি আমার মাথার পাগড়ি দিয়ে পা খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেঁটে গিয়ে দরজার সামনে বসে রইলাম। মনে মনে স্থির করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপরে উঠে ঘোষণা করল, হিজায অধিবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবু রাফির মৃত্যু সংবাদ শুন। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, তাড়াতাড়ি চল, আল্লাহ আবু রাফিকে হত্যা করেছেন। এরপর নাবী (ﷺ)-এর নিকট গেলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পা লম্বা করে দাও। আমি আমার পা লম্বা করে দিলে তিনি তাতে স্থায়ী হাত বুলিয়ে দিলেন। (তাতে এমন সুস্থ হলাম) যেন আমি কোন আঘাতই পায়নি। [৩০২২] (আ.প্র. ৩৭৩৭, ই.ফা. ৩৭৪১)

৪০৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ هُوَائِبِ بْنِ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ بْنَ عَارِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ

عَتِيكَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ فِي نَائِسٍ مَعَهُمْ فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى دَنَوْا مِنَ الْحِصْنِ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكَ امْكُتُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظَرَ قَالَ فَتَلَطَّفْتُ أَنْ أَدْخَلَ الْحِصْنَ فَفَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ قَالَ فَخَرَجُوا بِقَسَبٍ يَطْلُبُونَهُ قَالَ فَحَشِيئْتُ أَنْ أُعْرَفَ قَالَ فَعَطَّيْتُ رَأْسِي وَجَلَسْتُ كَأَنِّي أَقْضِي حَاجَةَ ثُمَّ نَادَى صَاحِبُ الْبَابِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ قَبْلَ أَنْ أُغْلِقَهُ فَدَخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ فَتَعَسَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ فَلَمَّا هَدَّاتِ الْأَصْوَاتُ وَلَا أَسْمَعُ حَرَكَةَ خَرَجْتُ قَالَ وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ فِي كَوْفَةٍ فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ قَالَ فُلْتُ إِنْ نَذَرِي الْقَوْمُ انْطَلَقْتُ عَلَى مَهَلٍ ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ فَعَلَقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فِي سَلَمٍ فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طَفِيَ سِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ جِئْتُ كَأَنِّي أُغْنِيهِ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا أَبَا رَافِعٍ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي فَقَالَ أَلَا أُعْجِبُكَ لِأَمِّكَ الْوَيْلُ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَضْرَبَنِي بِالسَّيْفِ قَالَ فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرِبُهُ أُخْرَى فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيثِ فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَصْعُ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكَفَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ ثُمَّ خَرَجْتُ دَهْشًا حَتَّى أَتَيْتُ السَّلْمَ أُرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ فَأَسْقَطَ مِنْهُ فَأَنْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَبْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي أَحْجَلُ فَقُلْتُ انْطَلِقُوا فَبَشِّرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةَ فَقَالَ أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ قَالَ فَقُمْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلْبَةٌ فَأَذْرَكْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَبَشَّرْتُهُ.

৪০৪০. বারাআ বিন 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবু রাফি'র হত্যার উদ্দেশে 'আবদুল্লাহ ইবনু আতীক ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহকে একদল লোকসহ প্রেরণ করেন। যেতে যেতে তারা দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলে 'আবদুল্লাহ ইবনু আতীক (رضي الله عنه) তাদেরকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি যাই, দেখি কীভাবে সুযোগ করা যায়। 'আবদুল্লাহ ইবনু আতীক (رضي الله عنه) বলেন, দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার জন্য আমি কৌশল করলাম। ইতোমধ্যে তারা একটি গাধা হারিয়ে ফেলল এবং একটি আলো নিয়ে এর খোঁজে বের হল। তিনি বলেন, আমাকে চিনে ফেলবে আমি এ আশংকা করছিলাম। তাই আমি আমার মাথা ও পা ঢেকে ফেললাম এবং এমনভাবে বসে রইলাম যেন আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য বসেছি। এরপর দারোয়ান ডাক দিয়ে বলল, কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে এখনই দরজা বন্ধ করার আগে ভিতরে ঢুকে পড়ুন। আমি প্রবেশ করলাম এবং দুর্গের দরজার পার্শ্বে গাধা বাঁধার জায়গায় আত্মগোপন করে থাকলাম। আবু রাফি'র নিকট সবাই বসে রাতের খানা খেয়ে গল্প গুজব করল। এভাবে রাতের কিছু অংশ কেটে যাওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেল। যখন হৈ চৈ থেমে গেল এবং কোন নড়াচড়া শুনতে পাচ্ছিলাম না তখন আমি বের

হলাম। 'আবদুল্লাহ ইবনু আতীক (رضي الله عنه) বলেন, দুর্গের চাবি যে ছিদ্রপথে রাখা হয়েছিল তা আমি পূর্বেই দেখেছিলাম। তাই রক্ষিত স্থান থেকে চাবিটি নিয়ে আমি দুর্গের দরজা খুললাম। তিনি বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কাওমের লোকেরা যদি আমাকে দেখে নেয় তাহলে সহজেই আমি পালিয়ে যেতে পারব। এরপর দুর্গের ভিতরে তাদের যত ঘর ছিল সবগুলোর দরজা আমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। এরপর সিঁড়ি বেয়ে আবু রাফি'র কক্ষে উঠলাম। বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে ঘরটি ছিল খুবই অন্ধকার। লোকটি কোথায়, কিছুতেই আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি তাকে ডাকলাম, হে আবু রাফি'। সে বলল, কে ডাকছে? তিনি বলেন, আওয়াজটি লক্ষ্য করে আমি একটু এগিয়ে গেলাম এবং তাকে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠল। এ আঘাতে কোন কাজই হয়নি। অতঃপর আবার আমি তার কাছে গেলাম, যেন আমি তাকে সাহায্য করব। আমি এবার স্বর বদল করে বললাম, হে আবু রাফি'! তোমার কী হয়েছে? সে বলল, কী আশ্চর্য ব্যাপার, তার মায়ের সর্বনাশ হোক, এই তো এক ব্যক্তি আমার ঘরে ঢুকে আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু আতীক বলেন, তাকে লক্ষ্য করে আবার আমি আঘাত করলাম এবারও কোন কাজ হল না। সে চীৎকার করলে তার পরিবারের সবাই জেগে উঠল। তারপর আবার আমি সাহায্যকারীর ভান করে আওয়াজ বদল করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। এ সময় সে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। আমি তরবারির অগ্রভাগ তার পেটের উপর রেখে এমন জোরে চাপ দিলাম যে, আমি তার হাড়ের আওয়াজ শুনে পেলাম। এরপর আমি কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির নিকট এসে পৌঁছলাম। ইচ্ছে ছিল নেমে যাব। কিন্তু আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম এবং এতে আমার পা খানা ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে (পাগড়ি দিয়ে) আমি তা বেঁধে ফেললাম এবং আশ্বে আশ্বে হেঁটে সাথীদের নিকট চলে এলাম। এরপর বললাম, তোমরা যাও এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সুসংবাদ দাও। আমি তার মৃত্যু সংবাদ না শুনে আসব না। প্রত্যুষে মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরে উঠে বলল, আমি আবু রাফি'র মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। 'আবদুল্লাহ ইবনু আতীক (رضي الله عنه) বলেন, এরপর আমি উঠে চলতে লাগলাম। এ সময় আমার কোন ব্যথাই ছিল না। আমার সাথীরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছার আগেই আমি তাদেরকে পেয়ে গেলাম এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তার মৃত্যুর সুসংবাদ দিলাম। ১২ | ৩০২২ | (আ.প্র. ৩৭৩৮, ই.ফা. ৩৭৪২)

۱۷/۶۴. بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ

৬৪/১৭. অধ্যায়: উহুদ যুদ্ধ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (۱۳۹) إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ط وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۙ (۱۱۰) وَلِيَمَّحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكُفْرِينَ (۱۱۱) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا

২১ দেশের মুসলিম শাসকের অনুমতি ছাড়া এরূপ গেরিলা হত্যা বৈধ নয়- এটাই হাদীসটি হতে প্রমাণিত হলো।

الْحِجَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ (১১২) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ص فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ع (১১৩) وَقَوْلِهِ ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ح حَتَّى إِذَا فَسِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ أَمْرٍ مَا أَرْأَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ط مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ح ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ح وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ط وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (১০০) ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ الْآيَةَ

মহান আল্লাহর বাণী : “[হে রসূল (ﷺ)! আর স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজনদের নিকট হতে ভোরবেলায় বের হয়ে মুমিনদের যুদ্ধের জন্য ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করছিলেন, আর আল্লাহ তা’আলা তো সব শোনেন, সব জানেন”- (সূরাহ আলে ইমরান ৩/১২১)। আল্লাহর বাণী : “আর তোমরা সাহস হারিয়ে না এবং দুঃখও কর না, তোমরাই পরিণামে বিজয়ী হবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু’মিন হও। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগেছিল। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মাঝে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত করি। যাতে আল্লাহ জানতে পারেন কারা ঈমান এনেছে এবং যাতে তিনি তোমাদের মধ্য থেকে কতককে শাহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ যালিমদের ভালবাসেন না। এবং যাতে আল্লাহ নির্মল করতে পারেন মুমিনদের আর নিপাত করতে পারেন কাফিরদের। তোমরা কি ধারণা কর যে, তোমরা জানাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনও আল্লাহ প্রকাশ করেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল? আর তোমরা তো মরণ কামনা করতে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই। এখন তো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ”- (সূরাহ আলে ইমরান ৩/১৩৯-১৪৩)। মহান আল্লাহর বাণী : “আর আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি তোমাদের সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন যখন তোমরা কাফিরদের খতম করছিলে তাঁরই আদেশে। তারপর তোমরা সাহস হারিয়ে ফেললে এবং পরস্পর মতবিরোধ করলে নির্দেশ পালনে, আর যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদের দেখাবার পরও তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের মাঝে কতক এরূপ ছিল যারা কামনা করছিল দুনিয়া এবং কতক কামনা করছিল আখিরাত। তারপর পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাদের থেকে তোমাদের ফিরিয়ে দিলেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ তো মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল”- (সূরাহ আলে ইমরান ৩/১৫২)। মহান আল্লাহর বাণী : “যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা কখনও তাদের মৃত ধারণা কর না। বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত”- (সূরাহ আনু ইমরান ৩/১৬৯)।

٤٠٤١. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ هَذَا جِئْرِيْلُ أَخَذُ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ.

৪০৪১. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) উহূদের দিন২২ বলেছেন, এই তো জিবরীল, তাঁর ঘোড়ার মস্তকে হাত রেখে আছেন; তাঁর পরিধানে আছে যুদ্ধাস্ত্র। [৩৯৯৫] (আ.প্র. ৩৭৩৯, ই.স্ক. ৩৭৪৩)

২২ ইবনু হাজার আসকালানী অত্র হাদীসটির ব্যাপারে স্বীয় কতহল বারীতে লিখেছেন :

৬০৬২. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمِيْزَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ فَقَتَلَ أَحَدٌ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمَوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنِّي مَوْعِدُكُمْ الْخَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا قَالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৪০৪২. 'উকবাহ ইবনু 'আমির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আট বছর পর নাবী (ﷺ) উহূদের শহীদদের জন্য (কবরস্থানে) এমনভাবে দু'আ করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দু'আ করেন। তারপর তিনি (ফিরে এসে) মিশ্বারে উঠে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রে প্রেরিত এবং আমিই তোমাদের সাক্ষীদাতা। এরপর (কাউসার) হাউযের ধারে তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে। আমার এ স্থান থেকেই আমি হাউয দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শিরকে জড়িয়ে যাবে আমি এ ভয় করি না। তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমরা দুনিয়ায় সুখ-শান্তি লাভে প্রতিযোগিতা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার এ দর্শনই ছিল রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে শেষবারের মতো দর্শন। (১৩৪৪, ৩৫৯৬, ৪০৮৫, ৬৪২৬, ৬৫৯০) [১৩৪৪; মুসলিম ৪৩/৯, হাঃ ২২৯৬, আহমাদ ১৭৩৪৯] (আ.প্র. ৩৭৪০, ই.ফা. ৩৭৪৪)

৬০৬৩. حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاءِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَالَ لَا تَبْرَحُوا إِن رَأَيْتُمْوَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا وَإِن رَأَيْتُمْوَاهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتِ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سَوْقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاجِلَهُنَّ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ الْعَيْمَةَ الْعَيْمَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَهْدٌ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا تَبْرَحُوا قَابُوا فَلَمَّا أَبَوْا صُرَفَ وَجُوهُهُمْ فَأَصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا وَأَشْرَفَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَا تُجِيبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ لَا تُجِيبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ

وقع في رواية أبي الوقت والأصلي هنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث ابن عباس " قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد : هذا جبريل أخذ برأس فرسه " الحديث , وهو وهم من وجهين : أحدهما : أن هذا الحديث تقدم بسنده ومثته في باب شهود الملائكة بدرا " ولهذا لم يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من متغني رواية البخاري , ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم ثانيهما . أن المعروف في هذا المتن يوم بدر كما تقدم لا يوم أحد , والله المستعان .

আবুল ওয়াস্ ও আসীলির বর্ণনাতে সেখানে 'উকবাহ বিন 'আমিরের পূর্বে ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (ﷺ) উহূদ যুদ্ধে বলেছিলেন : সেহেতু তার মতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত কথাটি বাদরের দিন বলেছিলেন। এই তো জিবরীল, তাঁর ঘোড়ার মস্তকে হাত রেখে আছেন। হাদীসের শেষ পর্যন্ত। হাদীসটিতে দুটি কারণে ভুল পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথমতঃ হাদীসটি সানাদ ও মতন সহ শহুদ الملائكة بدرا অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে। ফলে এখানে আবু যর ও বুখারীর অন্য কোন গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের কেউই এটি উল্লেখ করেননি। ইমাম ইসমাঈলী ও আবু নাঈম কেউই এটিকে বর্ণনা করেননি। দ্বিতীয়তঃ এটা প্রসিদ্ধ যে, অত্র হাদীসের মতনে বাদর যুদ্ধের বর্ণনাটিই অধিক পরিচিত, উহূদ যুদ্ধ নয়। আব্বাস সাহায্যকারী।

الْحَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قُتِلُوا فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءَ لَأَجَابُوا فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَبَقِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا يُحْزِنُكَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ اغْلُ هُبْلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَجِيبُوهُ قَالُوا مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ لَنَا الْعُرَى وَلَا عُرَى لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَجِيبُوهُ قَالُوا مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمَ بَيْتِمْ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ وَتَحْدُونُ مِثْلَةَ لَمْ أَمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسْؤُنِي.

৪০৪৩. বারাআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমরা মুখোমুখি অবতীর্ণ হলে নাবী (ﷺ) 'আবদুল্লাহ [ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه)]-কে তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করে তাদেরকে (নির্দিষ্ট এক স্থানে) মোতামেন করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা আমাদেরকে দেখ যে, আমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করেছি, তাহলেও তোমরা এখান থেকে নড়বে না। আর যদি তোমরা তাদেরকে দেখ যে, তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করেছে, তবুও তোমরা এই স্থান ত্যাগ করে আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। এরপর আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলে তারা পালাতে আরম্ভ করল। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম যে, মহিলারা দ্রুত দৌড়ে পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা পায়ের গোছা থেকে কাপড় টেনে তুলেছে, ফলে পায়ের অলঙ্কারগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ছে। এ সময় তারা (তীরন্দাজরা) বলতে লাগলেন, গানীমাত-গানীমাত! তখন 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বললেন, তোমরা যাতে এ স্থান ত্যাগ না কর এ ব্যাপার নাবী (ﷺ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা অগ্রাহ্য করল। যখন তারা অগ্রাহ্য করল, তখন তাদের মুখ ফিরিয়ে দেয়া হলো এবং তাদের সত্তর জন শাহীদ হলেন। আবু সুফইয়ান একটি উঁচু স্থানে উঠে বলল, কাওমের মধ্যে মুহাম্মাদ জীবিত আছে কি? নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা তার কোন উত্তর দিও না। সে আবার বলল, কাওমের মধ্যে ইবনু আবু কুহাফা জীবিত আছে কি? নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা তার কোন জবাব দিও না। সে আবার বলল, কাওমের মধ্যে ইবনুল খাত্তাব বেঁচে আছে কি? তারপর সে বলল, এরা সকলেই নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই জবাব দিত। এ সময় 'উমার (رضي الله عنه) নিজেই সামলাতে না পেরে বললেন, হে আল্লাহর দূশমন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। যে জিনিসে তোমাকে অপমানিত করবে আল্লাহ তা বাকী রেখেছেন। আবু সুফইয়ান বলল, হুবালের জয়। তখন নাবী (ﷺ) সহাবীগণকে বললেন, তোমরা তার উত্তর দাও। তারা বললেন, আমরা কী বলব? তিনি বললেন, তোমরা বল, আল্লাহ সমুন্নত ও মহান। আবু সুফইয়ান বলল, আমাদের উয্যা আছে, তোমাদের উয্যা নেই। নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা তার জবাব দাও। তারা বললেন, আমরা কী জবাব দেব? তিনি বললেন, বল-আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের তো কোন অভিভাবক নেই। শেষে আবু সুফইয়ান বলল, আজ বাদ্র যুদ্ধের বিনিময়ের দিন। যুদ্ধ কূপ থেকে পানি উঠানোর পাত্রের মতো (অর্থাৎ একবার এ হাতে আরেকবার ও হাতে) তোমরা নাক-কান কাটা কিছু লাশ দেখতে পাবে। আমি এরূপ করতে নির্দেশ দেইনি। অবশ্য তাতে আমি নাখোশও নই। [৩০৩৯] (আ.প্র. ৩৭৪১, ই.ফা. ৩৭৪৫)

٤٠٤٤. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ قَالَ اضْطَبَحَ الْحَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ

نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ.

৪০৪৪. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন কতক সহাবী সকাল বেলা মদ পান করেছিলেন। ২৩ অতঃপর তাঁরা শাহাদাত লাভ করেন। [২৮১৫] (আ.প্র. ৩৭৪২, ই.ফা. নাই)

১০১৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَبِي يَطْعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كَفُونَ فِي بَرْدَةٍ إِنْ غَطِي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غَطِي رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْرَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بَسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ حَشِينَا أَنْ تَكُونَنَّ حَسَنَاتِنَا عُجَلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

৪০৪৫. সা'দ ইবনু ইবরাহীমের পিতা ইবরাহীম (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (رضي الله عنه)-এর নিকট কিছু খানা আনা হল। তিনি তখন সায়েম ছিলেন। তিনি বললেন, মুস'আব ইবনু 'উমায়র (رضي الله عنه) ছিলেন আমার চেয়েও উত্তম ব্যক্তি। তিনি শাহাদাত লাভ করেছেন। তাঁকে এমন একটি চাদরে কাফন দেয়া হয়েছিল যে, তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত, আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, হামযাহ (رضي الله عنه) আমার চেয়েও উত্তম লোক ছিলেন। তিনি শাহাদাত লাভ করেছেন। এরপর দুন্য়্যাতে আমাদেরকে অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয়েছে অথবা বলেছেন যথেষ্ট পরিমাণে দুন্য়্যার ধন-মাল দেয়া হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, হয়তো আমাদের নেকীর বদলা এখানেই দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাদ্য পরিহার করলেন। [১২৭৪] (আ.প্র. ৩৭৪৩, ই.ফা. ৩৭৪৬)

১০১৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْفَى تَمْرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

৪০৪৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উহুদের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললেন, আমি যদি শাহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি কোথায় থাকব বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন, জান্নাতে। তখন ঐ ব্যক্তি হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেললেন, এরপর তিনি লড়াই করলেন, এমনকি শাহীদ হয়ে গেলেন। [মুসলিম ৩৩/৪১, হাঃ ১৮৯৯, আহমাদ ১৪৩১৮] (আ.প্র. ৩৭৪৪, ই.ফা. ৩৭৪৭)

১০১৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَن حَبَابِ بْنِ الْأَرْتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبْتَعِي وَجَهَ اللَّهُ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ وَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ يَتْرِكْ إِلَّا تَمْرَةً كُنَّا إِذَا غَطِينَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطِي بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الْإِذْخِرَ أَوْ قَالَ أَلْفُوا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ قَدْ آيَنَعَتْ لَهُ تَمْرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا.

৪০৪৭. খাব্বাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে হিজরাত করেছিলাম। ফলে আল্লাহর কাছে আমাদের পুরস্কার লিখিত হয়ে গেছে। আমাদের কতক দুনুয়াতে কোন পুরস্কার ভোগ না করেই অতীত হয়ে গেছেন এবং চলে গেছেন। মাস'আব ইবনু 'উমায়র (رضي الله عنه) তাদের একজন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। তিনি একটি পাড় বিশিষ্ট পশমী বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। এ দিয়ে আমরা তার মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর দাও ইযখির অথবা তিনি বলেছেন, ইযখির দ্বারা তার পা ঢেকে দাও। আমাদের কতক এমনও আছেন, যাদের ফল পেকেছে এবং তিনি এখন তা সংগ্রহ করছেন। [১২৭৬] (আ.প্র. ৩৭৪৫, ই.ফা. ৩৭৪৮)

٤٠٤٨. أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرِ فَقَالَ غَيْبٌ عَنْ أَوَّلِ فَتَالِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْنَ أَشْهَدَنِي اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْرِينَ اللَّهُ مَا أَجِدُ فَلَقِي يَوْمَ أَحُدٍ فَهَزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعْتُ هَؤُلَاءِ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ وَمَا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ يَا سَعْدُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أَحُدٍ فَمَضَى فَقِيلَ فَمَا عَرَفَ حَتَّى عَرَفْتَهُ أُخْتَهُ بِشَامَةَ أَوْ بَيْنَانِهِ وَبِهِ بَضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمِيَّةٍ بِسَهْمٍ.

৪০৪৮. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাঁর চাচা [আনাস ইবনু নযর (رضي الله عنه)] বাদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি [আনাস ইবনু নযর (رضي الله عنه)] বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সর্বপ্রথম যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে কোন যুদ্ধে শারীক করেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দেখবেন, আমি কত প্রাণপণে লড়াই করি। এরপর তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর লোকেরা পরাজিত হলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এ সব লোক অর্থাৎ মুসলিমগণ যা করলেন, আমি এর জন্য আপনার নিকট ওয়র পেশ করছি এবং মুশরিকগণ যা করল তা থেকে আমি আমার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে গেলেন। এ সময় সা'দ ইবনু মু'আয (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ হে সা'দ? আমি উহুদের অপর প্রান্ত হতে জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি। এরপর তিনি যুদ্ধ করে শাহাদাত লাভ করলেন। তাঁকে চেনা যাচ্ছিল না। অবশেষে তাঁর বোন তাঁর শরীরের একটি তিল অথবা আঙ্গুলের মাথা দেখে তাঁকে চিনলেন। তাঁর শরীরে আশিটিরও বেশী বর্শা, তরবারি ও তীরের আঘাত ছিল। [২৮০৫] (আ.প্র. ৩৭৪৬, ই.ফা. ৩৭৪৯)

٤٠٤٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَقَدْتُ آيَةَ مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ «الْأَنْصَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ» فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ.

৪০৪৯. যায়দ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরআন মাজীদকে গ্রন্থের আকারে লিপিবদ্ধ করার সময় সূরাহ আহযাবের একটি আয়াত আমি হারিয়ে ফেলি, যা আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পাঠ করতে গুণতাম। তাই আমরা উক্ত আয়াতটি খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে তা পেলাম খুযায়মা ইবনু সাবিত আনসারী (رضي الله عنه)-এর কাছে। আয়াতটি হল : “মু’মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে”-২৪ (সূরাহ আল আহযাব ৩৩/২৩)। এরপর এ আয়াতটিকে আমরা কুরআন মাজীদে ঐ সূরাতে যুক্ত করে নিলাম। [২৮০৭] (আ.প্র. ৩৭৪৭, ই.ফা. ৩৭৫০)

৪০৫০. حدثنا أبو الوليد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ حَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَقُولُ نَقَاتِلُهُمْ وَفِرْقَةٌ تَقُولُ لَا نَقَاتِلُهُمْ فَتَزَلَّتْ ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةٌ تَنْفِي الدُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارَ حَبَّتِ الْفِضَّةِ.

৪০৫০. যায়দ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহূদের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বের হলে যারা তাঁর সঙ্গে বের হয়েছিল, তাদের কিছু সংখ্যক লোক ফিরে এলো। নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণ তাদের ব্যাপারে দু’দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এরপর বললেন, আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। অপর দল বললেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। এ সময় অবতীর্ণ হয় আয়াতটি- **فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا** “তোমাদের কী হল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু’দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাদেরকে পূর্বাভাস দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের কৃতকর্মের দরুন”- (সূরাহ আন নিসা ৪/৮৮)। এরপর নাবী (ﷺ) বললেন, এটা পবিত্র স্থান। আশুন যেমন রূপার ময়লা দূরে করে, তেমনি মাদীনাহুও গুনাহকে দূর করে দেয়। [১৮৮৪] (আ.প্র. ৩৭৪৮, ই.ফা. ৩৭৫১)

باب : ١٨/٦٤

৬৪/১৮. অধ্যায়:

﴿إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

যখন তোমাদের মধ্যে দু’দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ উভয়ের সহায়ক ছিলেন।

আল্লাহর প্রতিই যেন মু’মিনগণ নির্ভর করে। (সূরাহ আল ইমরান ৩/১২২)

২৪ আনাস ইবনু নযর বাদর যুদ্ধে অংশ নিতে না পারায় অনেক অনুভব হয়েছিলেন। কারণ এ যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমদের অর্জন যেমন ছিল বিরাট সফলতার তেমনি এতে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা ছিল অপরিমিত। তাই তিনি সংকল্প করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে কাফিরদের সঙ্গে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি জান বাজী রেখে লড়াই করবেন। উহূদের যুদ্ধে তিনি তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ করেন এবং তা প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন। অতঃপর সে যুদ্ধেই তিনি শাহাদাতের স্বর্গীয় সুখা পানে ধন্য হন।

৪০৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ بَنِي سَلَمَةَ وَبَنِي حَارِثَةَ وَمَا أُجِبَ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾.

৪০৫১. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যখন তোমাদের মধ্যে দু’দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল” আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে তথা বনু সালিমাহ এবং বনু হারিসাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি অবতীর্ণ না হোক তা আমি চাইনি। কেননা এ আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন, “আল্লাহ উভয় দলেরই সাহায্যকারী”। [৪৫৫৮; মুসলিম ৪৪/৪৩, হাঃ ২৫০৫। (আ.প্র. ৩৭৪৯, ই.ফা. ৩৭৫২)]

৪০৫২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَكَّحْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَاذَا أَبْكَرًا أَمْ تَبِيًّا قُلْتُ لَا بَلْ تَبِيًّا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تَلَاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرَقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْسُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ.

৪০৫২. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কেমন, কুমারী না অকুমারী? আমি বললাম, না, বরং অকুমারী। তিনি বললেন, কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? সে তো তোমার সঙ্গে আমোদ-ফুর্তি করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমার আকা উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেছেন। রেখে গেছেন নয়টি মেয়ে। এখন আমার নয় বোন। এ কারণে আমি তাদের সঙ্গে তাদেরই মতো একজন আনাড়ি মেয়েকে এনে একত্রিত করা পছন্দ করিনি। বরং এমন একটি মহিলাকে (পছন্দ করলাম) যে তাদের চুল আঁচড়ে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। তিনি বললেন, ঠিক করেছ। [৪৪৩। (আ.প্র. ৩৭৫০, ই.ফা. ৩৭৫৩)]

৪০৫৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سَرِيحٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جِرَارُ النَّخْلِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَالِدِي قَدْ اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَكَ الْغُرْمَاءُ فَقَالَ اذْهَبْ فَيَبْدُرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاجِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَانَتْهُمْ أَغْرُوا بِي بِلِكَ السَّاعَةِ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا يَبْدُرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكْبُلُ لَهُمْ حَتَّى آدَى اللَّهُ عَن وَالِدِي أَمَانَتَهُ وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعُ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا وَحَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدِرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ كَانَتْهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً.

৪০৫৩. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, উহূদের দিন তার পিতা ছয়টি মেয়ে ও কিছু ঋণ তার উপর রেখে শাহাদাত লাভ করেন। এরপর যখন খেজুর কাটার সময় এল (তিনি বলেন) তখন আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি জানেন যে, আমার পিতা উহূদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং বিশাল ঋণ ভার রেখে গেছেন। এখন আমি চাই, ঋণদাতাগণ আপনাকে দেখুক। তখন তিনি বললেন, তুমি যাও এবং বাগানের এক কোণে সব খেজুর কেটে জমা কর। [জাবির (رضي الله عنه) বলেন] আমি তাই করলাম। এরপর নাবী (رضي الله عنه)-কে ডেকে আনলাম। যখন তারা নাবী (رضي الله عنه)-কে দেখলেন, সে সময় তারা আমার উপর আরো রাগান্বিত হলেন। নাবী (رضي الله عنه) তাদের আচরণ দেখে বাগানের বড় গাদাটির চারপাশে তিনবার ঘুরে এসে এর উপর বসে বললেন, তোমার ঋণদাতাদেরকে ডাক। তিনি তাদেরকে মেপে মেপে দিতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমার পিতার আমানাত আদায় করে দিলেন। আমিও চাচ্ছিলাম যে, একটি খেজুর নিয়ে আমি আমার বোনদের নিকট না যেতে পারলেও আল্লাহ তা'আলা যেন আমার পিতার আমানাত আদায় করে দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা খেজুরের সবকটি গাদাই অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম যে, নাবী (رضي الله عنه) যে গাধায় উপবিষ্ট ছিলেন তার থেকে যেন একটি খেজুরও কমেনি। [২১২৭] (আ.প্র. ৩৭৫১, ই.ফা. ৩৭৫৩)

৪০৫৪. সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহূদের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে আমি আরো দু' ব্যক্তিকে দেখলাম, যারা সাদা পোশাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষে তুমুল যুদ্ধ করছে। আমি তাদেরকে আগেও দেখিনি আর পরেও দেখিনি। [৫৮২৬; মুসলিম ৪৩/১০, হাঃ ২৩০৬] (আ.প্র. ৩৭৫২, ই.ফা. ৩৭৫৪)

৪০৫৫. সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহূদের দিন নাবী (ﷺ) আমার জন্য তাঁর তীরধার খুলে দিয়ে বললেন, তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক; তুমি তীর চালাতে থাক। [৩৭২৫] (আ.প্র. ৩৭৫৩, ই.ফা. ৩৭৫৬)

৪০৫৬. সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহূদের দিন নাবী (ﷺ) আমার উদ্দেশে তাঁর পিতা-মাতাকে এক সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। [৩৭২৫] (আ.প্র. ৩৭৫৪, ই.ফা. ৩৭৫৭)

৪০৫৭. সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহূদের দিন নাবী (ﷺ) আমার উদ্দেশে তাঁর পিতা-মাতাকে এক সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। [৩৭২৫] (আ.প্র. ৩৭৫৪, ই.ফা. ৩৭৫৭)

৬০৫৭. **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَحَدٍ أَبُوهُ كِلَيْهِمَا يُرِيدُ حِينَ قَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَهُوَ يُقَاتِلُ.**

৪০৫৭. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) উহূদের দিন আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এ কথা বলে তিনি বোঝাতে চান যে, তিনি লড়াই করছিলেন এমন সময় নাবী (ﷺ) তাঁকে বলেছেন, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। [৩৭২৫] (আ.প্র. ৩৭৫৫ ই.ফা. ৩৭৫৮)

৬০৫৮. **حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَجْمَعُ أَبُوهُ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدِ.**

৪০৫৮. 'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (رضي الله عنه) ব্যতীত অন্য কারো জন্য নাবী (ﷺ)-কে তাঁর পিতা-মাতার নাম একত্রে উল্লেখ করতে আমি শুনিনি। [২৯০৫] (আ.প্র. ৩৭৫৬, ই.ফা. ৩৭৫৯)

৬০৫৯. **حَدَّثَنَا يَسْرَةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَجْمَعُ أَبُوهُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أَحَدٍ يَا سَعْدُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي.**

৪০৫৯. 'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু মালিক (رضي الله عنه) ব্যতীত অন্য কারো জন্য নাবী (ﷺ)-কে তাঁর পিতা-মাতার নাম একত্রে উল্লেখ করতে আমি শুনিনি। উহূদ যুদ্ধের দিন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তুমি তীর চালিয়ে যাও, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক। [২৯০৫] (আ.প্র. ৩৭৫৭, ই.ফা. ৩৭৬০)

৬০৬০-৬০৬১. **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ زَعَمَ أَبُو عُمَرَ أَنَّ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي يُقَاتِلُ فِيهِنَّ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدِ عَنْ حَدِيثِهِمَا.**

৪০৬০-৪০৬১. আবু 'উসমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিনগুলোতে নাবী (ﷺ) যুদ্ধ করেছেন তার কোন এক সময়ে তুলহা এবং সা'দ (رضي الله عنه) ব্যতীত অন্য কেউ নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন না। হাদীসটি আবু 'উসমান (رضي الله عنه) তাদের উভয়ের নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। [৩৭২২, ৩৭২৩] (আ.প্র. ৩৭৫৮, ই.ফা. ৩৭৬১)

৬০৬২. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْمِقْدَادَ وَسَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنِ يَوْمِ أَحَدٍ.**

২৫ এটি একটি আরবীয় বাকরীতি। কারো প্রতি সম্ভ্রটি প্রকাশের উদ্দেশ্যে এ ধরনের বাকধারা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৪০৬২. সাযিব ইবনু ইয়াযীদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ, তুলহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ, মিকদাদ এবং সা'দ (رضي الله عنه)-এর সাহচর্য পেয়েছি। তাদের কাউকে নাবী (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি, তবে কেবল তুলহা (رضي الله عنه)-কে উহূদ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি। [২৮০৫] (আ.প্র. ৩৭৫৯, ই.ফা. ৩৭৬২)

৬০৬২. حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ سَلَاءً وَفِي بِهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ.

৪০৬৩. ক্বায়স (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তুলহা (رضي الله عنه)-এর হাত অবশ দেখেছি। উহূদের দিন তিনি এ হাত নাবী (ﷺ)-এর প্রতিরক্ষায় লাগিয়েছিলেন। [৩৭২৪] (আ.প্র. ৩৭৬০, ই.ফা. ৩৭৬৩)

৬০৬৩. حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْتَهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوَّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْتَهَرَهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَتَشْرِفُ النَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا بَنِي أَنْتَ لَا تُشْرِفُ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ تَحْرِي دُونَ تَحْرِكَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سَلِيمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُسَمَّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِيهِنَّ تُنْفِرَانِ الْقَرْبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفْرِغَانِيهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَأْنِيهَا ثُمَّ تَحْمِيَانِ فَتُفْرِغَانِيهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِي أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا.

৪০৬৪. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহূদের দিন লোকেরা নাবী (ﷺ)-কে ছেড়ে যেতে লাগলেও আবু তুলহা (رضي الله عنه) ঢাল হাতে নিয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখলেন। আবু তুলহা (رضي الله عنه), ধনুক খুব জোরে টেনে তীর ছুড়লেন। সেদিন তিনি দু'টি অথবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ছিলেন। সেদিন যে কেউ তীরাদার নিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তাকেই তিনি বলেছেন, তীরগুলো খুলে আবু তুলহার জন্য রেখে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী (ﷺ) মাথা উঁচু করে যেমনই শত্রুদের প্রতি তাকাতেন, তখনই আবু তুলহা (رضي الله عنه) বলতেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। তাদের শিক্ষণ্য তীরের কোনটি আপনার শরীরে লেগে যেতে পারে। আপনার বক্ষের পরিবর্তে আছে আমার বক্ষ। [আনাস (رضي الله عنه) বলেন] সেদিন আমি 'আযিশাহ বিনত আবু বাকর এবং উম্মু সুলায়ম (رضي الله عنها)-কে দেখেছি, তাঁরা দু'জনেই পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়েছিলেন। আমি তাঁদের পায়ের তলা দেখতে পেয়েছি। তারা মশক ভর্তি করে পিঠে পানি বয়ে আনতেন এবং (আহত) লোকেদের মুখে ঢেলে দিতেন। আবার ফিরে যেতেন এবং মশক ভর্তি পানি এনে লোকেদের মুখে ঢেলে দিতেন। সেদিন আবু তুলহা (رضي الله عنه)-এর হাত থেকে দু'বার কিংবা তিনবার তরবারটি পড়ে গিয়েছিল। [২৮০৬] (আ.প্র. ৩৭৬১, ই.ফা. ৩৭৬৪)

৬০৬৫. حدثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَرَخَ إِبْلِيسُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيَّ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أَوْلَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ فَبَصُرَ حُدَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانَ فَقَالَ أَيَّ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي قَالَ

قَالَتْ قَوْلَ اللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُدَيْفَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةُ قَوْلَ اللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُدَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لِحَقِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَصُرْتُ عَلِمْتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصْرِ الْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ وَاحِدًا.

৪০৬৫. 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা যখন পরাস্ত হল তখন অভিশপ্ত ইবলিস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমাদের পেছনে আরেকটি দল আসছে। তখন অগ্রসেনারা পেছনে ফিরলে তাদের ও পশ্চাদভাগের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হল। হুযাইফাহ (রাঃ) দেখতে পেলেন যে, তাঁর পিতা ইয়ামন (রাঃ)-এর সম্মুখীন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! (ইনি তো) আমার পিতা। বর্ণনাকারী ('আয়িশাহ) বলেন, আল্লাহর কসম! এতে তাঁরা তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হল না। তখন হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ আপনাদেরকে ক্ষমা করে দিন। (বর্ণনাকারী) 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর সঙ্গে মিলনের পূর্ব পর্যন্ত হুযাইফাহ (রাঃ)-এর মনে এ ঘটনার অনুতাপ বাকী ছিল।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন : **بَصُرْتُ** শব্দটি **بَصِيرَةٌ** শব্দ থেকে উৎপন্ন যার অর্থ হল কোন কিছু জানা। যেমন বলা হয় **بَصِيرَةٌ فِي الْأَمْرِ** আবার **أَبْصَرْتُ** শব্দটির অর্থ হল চোখ দিয়ে দেখা। কেউ কেউ আবার **بَصُرْتُ** ও **أَبْصَرْتُ** শব্দদ্বয়কে সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন। [৩২৯০] (আ.প্র. ৩৭৬২, ই.ফা. ৩৭৬৫)

১৭/৬৫. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :**

৬৪/১৯. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ لَا إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝﴾ (১০০)

যেদিন উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, তারা তো ছিল এমন, যাদের শায়তুন পদস্থলন ঘটিয়েছিল তাদের কৃতকর্মের দরুন। অবশ্য আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল। (আনু. ইমরান ৩/১৫৫)

৬৪/১৯. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هَؤُلَاءِ الْفُعُودُ قَالُوا هَؤُلَاءِ فُرَيْشٌ قَالَ مَنْ الشَّيْخُ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ أَتَحَدِّثُنِي قَالَ أَنْشُدَكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَعَلَّمَهُ تَغْيِبَ عَنْ بَدْرِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَعَلَّمُ أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانَ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَبَّرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَى لِأَخْبِيرَكَ وَإِلَّا بَيْنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَمَا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَأَمَّا تَغْيِبُهُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ وَأَمَّا تَغْيِبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدًا أَعْرَبَ بَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ

عَفَانَ لَبَعْنَهُ مَكَانَهُ فَبَعَتْ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا دَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَدِيهِ
الْيُمْنَى هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِيهِ فَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ أَذْهَبَ بِهَذَا الْآنَ مَعَكَ.

৪০৬৬. 'উসমান ইবনু মাওহাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায্জ পালনের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্‌য় এসে সেখানে একদল লোককে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ উপবিষ্ট লোকগুলো কে? তারা বললেন, এরা হচ্ছেন কুরাইশ গোত্রের লোক। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ বৃদ্ধ লোকটি কে? তারা বললেন, ইনি হচ্ছেন ইবনু 'উমার (رضي الله عنه)। তখন লোকটি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব, আপনি আমাকে বলে দেবেন কি? এরপর লোকটি বললেন, আমি আপনাকে এই ঘরের সম্মানের কসম দিয়ে বলছি, উহূদের দিন 'উসমান ইবনু আফফান (رضي الله عنه) পালিয়েছিলেন, এ কথা আপনি কি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললেন, তিনি বাদরে অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি- এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি আবার বললেন, তিনি বায়আতে রিদওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন- এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তখন আল্লাহ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করল। তখন ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, এসো, এখন আমি তোমাকে সব ব্যাপারে জানিয়ে দেই এবং তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর খুলে বলি। (১) উহূদের দিন তাঁর পালানোর ব্যাপার সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (২) বাদর থেকে তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কন্যা (রুকাইয়া) তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। তাই তাঁকে নাবী (ﷺ) বলেছিলেন, বাদর যুদ্ধে যোগদানকারীদের মতোই তুমি সাওয়াব পাবে এবং গানীমাতের অংশ পাবে। (৩) বায়আতে রিদওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হল, মাক্কাহ উপত্যকায় 'উসমান ইবনু আফফান (رضي الله عنه) থেকে অধিক মর্যাদাবান কোন ব্যক্তি থাকলে অবশ্যই রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে তাঁর স্থলে মাক্কাহ পাঠাতেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ জন্য 'উসমান (رضي الله عنه)-কে পাঠালেন। 'উসমান (رضي الله عنه)-এর মাক্কাহ গমনের পরই বাইআতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছিল। তাই (নাবী (ﷺ) তাঁর ডান হাতখানা অপর হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, এটাই উসমানের হাত। ২৬ এরপর তিনি ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার) বললেন, এই হল 'উসমান (رضي الله عنه)-এর অনুপস্থিতির কারণ। এখন তুমি এ কথাগুলো তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। (৩১৩০) (আ.প্র. ৩৭৬৩, ই.ফা. ৩৭৬৬)

: بَابُ ٢٠/٦٤

৬৪/২০. অধ্যায়:

﴿إِذْ تُضْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ عَمَّا كَفَبْتُمْ لِكَيْلًا
تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ تَضْعِدُونَ تَذْهَبُونَ أَضْعَدَ وَصَعِدَ فَوْقَ الْبَيْتِ.

২৬ হিজরী ৬ সনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) ১৪০০ সহাবীসহ উমরাহ'র জন্য মাক্কাহ আসলে হুদাইবিয়া নামক স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এরই মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, 'উসমান (رضي الله عنه) কে মাক্কাহতে হত্যা করা হয়েছে। অন্যান্য হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহা চরমে উঠলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি বাবলা বৃক্ষের নিচে সকল সহাবীদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাইআত গ্রহণ করেন। এ বাইআতকেই বাইআতে রিয়ওয়ান বলা হয়। নাবী (ﷺ) 'উসমান (رضي الله عنه)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না আর তাকে এ বাইআতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা পছন্দ করলেন না। তাই তিনি 'উসমানের পক্ষ হতে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বাইআত নিয়ে বললেন, এটিই 'উসমানের হাত।

“স্মরণ কর, যখন তোমরা উপরের দিকে পালাচ্ছিলে এবং পেছনে ফিরে কারো প্রতি তাকাচ্ছিলে না, অথচ রসূল পেছন দিক থেকে তোমাদের ডাকছিল। ফলে তিনি তোমাদের দিলেন দুঃখের উপর দুঃখ, যাতে তোমরা দুঃখ না কর যা তোমরা হারিয়েছ তার জন্য, আর না সে বিপদের জন্য যা তোমাদের উপর আপতিত হয়েছে। আর আল্লাহ পূর্ণ অবহিত সে বিষয়ে যা তোমরা কর।” (সূরাহ আদু ইমরান ৩/১৫৩)

৬০৬৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَالِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَقْبَلُوا مِنْهُمْ مِثْرَيْنِ فَذَكَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ.

৬০৬৭. বারাআ ইবনু ‘আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) উহদের দিন ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবাযর (رضي الله عنه)-কে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তারা পরাস্ত হয়ে (মাদীনাহর পানে) ছুটে গিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে, রসূল (ﷺ)-এর তাদেরকে পেছন থেকে ডাক দেয়া। [৩০৩৯] (আ.প্র. ৩৭৬৪, ই.ফা. ৩৭৬৭)

২১/৬৬. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى :

৬৪/২১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ لَا وَطْأَيْفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (১০৫)

তারপর তিনি তোমাদের উপর দুঃখের পর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর একদল ছিল যাদের বিব্রত করে রেখেছিল তাদের প্রাণের চিন্তা, তারা আল্লাহর প্রতি জাহিলী যুগের ধারণার মত অবাস্তব ধারণা করেছিল। তারা বলছিল : এ ব্যাপারে আমাদের হাতে কি কিছু করার নেই? বলুন : নিশ্চয় যাবতীয় বিষয় একমাত্র আল্লাহরই হাতে। তারা নিজেদের মনে গোপন রাখে যা আপনার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে : যদি আমাদের হাতে এ ব্যাপারে কিছু করার থাকত তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলুন : যদি তোমরা নিজেদের ঘরেও থাকতে, তবুও যাদের নিহত হওয়া নির্ধারিত ছিল তারা বেরিয়ে পড়ত নিজেদের মৃত্যুর স্থানের দিকে। এসব এজন্য যে, আল্লাহ তোমাদের মনে যা আছে তা পরীক্ষা করবেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা নির্মূল করবেন। মনের গোপন বিষয় আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (সূরাহ আদু ইমরান ৩/১৫৪)

৬০৬৮. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ زُرَيْجٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ تَعَسَّاهُ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا يَسْقُطُ وَأَخَذَهُ وَسَقُطَ فَأَخَذَهُ.

৪০৬৮. বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা (রহ.) আমার নিকট আবু ত্বলহা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উহূদ যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন^{২৭} হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। এমনকি আমার তলোয়ারটি আমার হাত থেকে কয়েক দফা পড়েও গিয়েছিল। তলোয়ারটি পড়ে যেত, আমি তা তুলে নিতাম, আবার পড়ে যেত, আমি আবার তা তুলে নিতাম। [৪৫৬২] (আ.প্র. অনুচ্ছেদ, ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

: بَابُ ٢٢/٦٤

৬৪/২২. অধ্যায়:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

قَالَ حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ شُرَّاحٍ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ فَفَزَلَتْ

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾.

“আপনার কিছু করণীয় নেই এ ব্যাপারে যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দেবেন। কারণ তারা তো যালিম।” (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১২৮)

হুমায়দ এবং সাবিত (রহ.) আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহূদের দিন নাবী (ﷺ) আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, যারা তাদের নাবীকে আঘাত করে তারা কী করে সফল হবে। এ কথার প্রেক্ষাপটেই অবতীর্ণ হয়— ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾

٤٠٦٩. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن

أبيه أنه سمع رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾

إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَأِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

৪০৬৯. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ফাজ্রের সলাতের শেষ রাকআতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে الْحَمْدُ وَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলার পর বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! আপনি অমুক, অমুক এবং অমুকের উপর লানাত বর্ষণ করুন। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম। [৪০৭০, ৪৫৫৯, ৭৩৪৬] (আ.প্র. ৩৭৬৫, ই.ফা. ৩৭৬৮)

^{২৭} উহূদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সৈনিকদের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়াটা ছিল এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। আবু তালহা (رضي الله عنه) ও তাদের মধ্য হতে একজন ছিলেন যিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

৴০৩০. وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَتَرَلْتُ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾.

৪০৩০. সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ, সুহায়ল ইবনু আমর এবং হারিস ইবনু হিশামের জন্য বদদু'আ করতেন । এ ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে- "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই করার নেই । কারণ তারা যালিম ।" [৪০৬৯] (আ.প্র. ৩৭৬৫, ই.ফা. ৩৭৬৮)

৴৩/৬৫. بَابُ ذِكْرِ أُمِّ سَلَيْطٍ.

৬৪/২৩. অধ্যায়: উম্মু সালীত্বের মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা ।

৴০৩১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ تَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ إِنَّ عَمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ مَرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَدِيدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلثُومَ بِنْتِ عَلِيٍّ فَقَالَ عَمْرٌ أُمَّ سَلَيْطٍ أَحَقُّ بِهِ وَأُمَّ سَلَيْطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَاعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَمْرٌ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُزْفِرُ لَنَا الْقَرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

৪০৩১. সা'লাবাহ্ ইবনু আবু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) কতকগুলো চাদর মাদীনাহ্বাসী মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করলেন । পরে একটি সুন্দর চাদর বাকী থেকে গেল । তার নিকট উপস্থিত লোকদের একজন বলে উঠলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ চাদরখানা আপনার স্ত্রী রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাতনি 'আলী (رضي الله عنه)-এর কন্যা উম্মু কুলসুম (رضي الله عنها) কে দিয়ে দিন । 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, উম্মু সালীত্ব (رضي الله عنها) তার চেয়েও অধিক হাকদার । উম্মু সালীত্ব (رضي الله عنها) আনসারী মহিলা । তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন । 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, উহূদের দিন এ মহিলা আমাদের জন্য মশক ভরে পানি এনেছিলেন । [২৮৮১] (আ.প্র. ৩৭৬৬, ই.ফা. ৩৭৬৯)

৴৫/৬৫. بَابُ قَتْلِ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

৬৪/২৪. অধ্যায়: হামযাহ্ (رضي الله عنه) এর শাহাদাত ।

২৮ সালীত্বের পিতা হিজরাতের পূর্বে মারা গেলে সালীত্বের মা অর্থাৎ উম্মু সালীত্ব মালিক ইবনু সিনানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁর গর্ভেই বিখ্যাত সহাবী আবু সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) জন্মলাভ করেন ।

৪০৭২. حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الحيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة قلت نعم وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه ف قيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميث قال فحينما حتى وقفنا عليه يبسير فسلمنا فرد السلام قال وعبيد الله معتجراً بعمامة ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أنني أعلم أن عدي بن الحيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص فولدت له غلاماً بمكة فكنيت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلما أتت نظرته إلى قدميك قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة قال نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الحيار بئذ فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعيني فأنت حر قال فلما أن خرج الناس عام عينتين وعينين جبل بحيال أحد بيته ويئته وإد خرجت مع الناس إلى القتال فلما أن اضطقوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البظور أتحاد الله ورسوله ﷺ قال ثم شد عليه فكان كأمس الدهب قال وكننت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحزبي فأضعها في ثنبي حتى خرجت من بين وركيه قال فكان ذلك العهد به فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فسا فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ رسولا ف قيل لي إنه لا يهيج الرسل قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله ﷺ فلما رأيته قال أنت وحشي قلت نعم قال أنت قتلت حمزة قلت قد كان من الأمر ما بلغك قال فهل تستطيع أن تُعيب وجهك عني قال فخرجت فلما قبض رسول الله ﷺ فخرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلني أقتله فأكفني به حمزة قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أوزق نائر الرأس قال فرميته بحزبي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كفيته قال ورتب إليه رجل من الأنصار فصره بالسيف على هامته.

২৯ আমীর হামযাহ (رض) ছিলেন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রাণপ্রিয় চাচা যিনি ছায়ার মত আশ্রাহর রসূলকে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আবু সুফইয়ান (رض)-এর স্ত্রী হিন্দা (رض) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ওয়াহশী নামক গোশামকে দিয়ে তীরবিদ্ধ করে হামযাহ (رض)-কে শহীদ করেন।

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ وَآمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ.

৪০৭২. জা'ফার ইবনু 'আমর ইবনু 'উমাইয়াহ যামরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আদী ইবনু খিয়ার (রহ.)-এর সঙ্গে ভ্রমণে বের হলাম। আমরা যখন হিম্স-এ পৌছলাম তখন 'উবাইদুল্লাহ (রহ.) আমাকে বললেন, ওয়াহশীর কাছে হামযাহ (ﷺ)-এর শাহাদাত অর্জনের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাও কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। ওয়াহশী তখন হিমসে বসবাস করছিলেন। আমরা তার সম্পর্কে (লোকেদেরকে) জিজ্ঞেস করলাম। আমাদেরকে বলা হল, ঐ তো তিনি তার প্রাসাদের ছায়ায় (বসে আছেন) যেন পশমহীন মশক। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গিয়ে তার থেকে সামান্য কিছু দূরে থাকলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন। জা'ফার (রহ.) বর্ণনা করেন, তখন 'উবাইদুল্লাহ (রহ.) এমনভাবে পাগড়ি পরিহিত ছিলেন সে, ওয়াহশী তার দু' চোখ এবং দু' পা ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় 'উবাইদুল্লাহ (রহ.) ওয়াহশীকে বললেন, হে ওয়াহশী! আপনি আমাকে চিনেন কি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তখন তাঁর দিকে তাকালেন, অতঃপর বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে চিনি না। তবে এটুকু জানি যে, আদী ইবনু খিয়ার উম্মু কিতাল বিনতু আবুল ঈস নামী এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মাক্কাহয় তার একটি সন্তান জন্মিলে আমি তার ধাত্রী খোঁজ করছিলাম, তখন ঐ বাচ্চাকে নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে গিয়ে ধাত্রীমাতার কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। সে বাচ্চার পা দু'টির মতো আপনার পা দু'টি দেখতে পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন 'উবাইদুল্লাহ (রহ.) তার মুখের আবরণ সরিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হামযাহ (ﷺ)-এর শাহাদাত সম্পর্কে আমাদেরকে বলবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বাদ্র যুদ্ধে হামযাহ (ﷺ) তুআইমা ইবনু 'আদী ইবনু খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। তাই আমার মনিব জুবায়র ইবনু মুতঈম আমাকে বললেন, তুমি যদি আমার চাচার বদলা হিসেবে হামযাকে হত্যা করতে পার তাহলে তুমি মুক্ত। রাবী বলেন, যে বছর উহুদ পর্বত সংলগ্ন আইনাইন পর্বতের উপত্যকায় যুদ্ধ হয়েছিল সে যুদ্ধে আমি সবার সঙ্গে বেরিয়ে যাই। এরপর লড়াইয়ের জন্য সকলে সারিবদ্ধ হলে সিবা নামক এক ব্যক্তি ময়দানে এসে বলল, হন্দু যুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত আছ কি? ওয়াহশী বলেন, তখন হামযাহ ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (ﷺ) তার সামনে গিয়ে বললেন, ওহে মেয়েদের খতনাকারিণী উম্মু আনমারের পোলা সিবা! তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে দুশমনী করছ? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তার উপর প্রচণ্ড আঘাত করলেন, যার ফলে সে বিগত দিনের মতো গত হয়ে গেল। ওয়াহশী বলেন, আমি হামযাহ (ﷺ)-কে কতল করার উদ্দেশ্যে একটি পাথরের নিচে আত্মগোপন করে ওত পেতে বসেছিলাম। যখন তিনি আমার নিকটবর্তী হলেন আমি আমার বর্শা এমন জোরে নিক্ষেপ করলাম যে, তার মূত্রথলি ভেদ করে নিতম্বের মাঝখান দিয়ে তা বেরিয়ে গেল। ওয়াহশী বলেন, এটাই হল তাঁর শাহাদাতের মূল ঘটনা। এরপর সবাই ফিরে এলে আমিও তাদের সঙ্গে ফিরে এসে মাক্কাহয় অবস্থান করতে লাগলাম। এরপর মাক্কাহয় ইসলাম প্রসারিত হলে আমি তায়েফ চলে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যে তায়েফবাসীগণ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হল যে, তিনি দূতদের প্রতি উত্তেজিত হন না। তাই আমি তাদের সঙ্গে রওয়ানা হলাম এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে গিয়ে হাযির হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমিই কি ওয়াহশী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমিই কি হামযাকে কতল করেছিলে? আমি বললাম, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌছেছে ব্যাপার তাই। তিনি বললেন, আমার সামনে থেকে তোমার চেহারা কি সরিয়ে রাখতে

পার? ওয়াহশী বলেন, তখন আমি চলে আসলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইত্তিকালের পর মুসাইলামাতুল কাযযাব^{৩০} আবির্ভূত হলে আমি বললাম, আমি অবশ্যই মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব এবং তাকে হত্যা করে হামযাহ (ﷺ)-কে হত্যা করার ক্ষতিপূরণ করব। ওয়াহশী বলেন, এক সময় আমি দেখলাম যে, হালকা কালো বর্ণের উটের মত উচ্চখুঁচু চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি একটি ভগ্ন দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার বর্শা দ্বারা তার উপর আঘাত করলাম এবং তার বুকের উপর এমনভাবে বসিয়ে দিলাম যে, তা তার দু' কাঁধের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এরপর আনসারী এক সহাবী এসে তার উপর কাঁপিয়ে পড়লেন এবং তলোয়ার দিয়ে তার মাথার খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত করলেন।

'আবদুল্লাহ ইবনু ফায়ল (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, সুলাইমান ইবনু ইয়াসির (রহ.) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, ঘরের ছাদে একটি বালিকা বলছিল, হায়, হায়, আমীরুল মু'মিনীন (মুসাইলামাহ)-কে এক কৃষ্ণকায় গোলাম হত্যা করল। (আ.প্র. ৩৭৬৭, ই.ফা. ৩৭৭০)

২৫/৬৫. بَابُ مَا أَصَابَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ

৬৪/২৫. অধ্যায়: উহুদের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা।

৬৪/২৫. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ بُشَيْرٌ إِلَى رَبَاعِيَّتِهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

৪০৭৩. আবু হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দস্তুর প্রতি ইশারা করে বলছেন, যে সম্প্রদায় তাদের নাবীর সঙ্গে এরূপ আচরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহর গযব অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যে ব্যক্তিকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আল্লাহর পথে হত্যা করেছে তার প্রতিও আল্লাহর গযব অত্যন্ত ভয়ানক। (আ.প্র. ৩৭৬৮, ই.ফা. ৩৭৭১)

৬৪/২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيَّ ﷺ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.

^{৩০} রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইত্তিকালের পর কতিপয় লোক নুবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছিল যাদের মধ্যে মুসাইলামাহ কাযযাব ছিল অন্যতম। আবু বাকর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এই যুদ্ধেই ওয়াহশী মুসাইলামাহকে হত্যা করেন এবং হামযাহ (ﷺ)-কে হত্যার কাফফারা আদায় করেন।

^{৩১} উহুদের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তরবারির দ্বারা সত্তরটিরও বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু মহান আল্লাহর খাস রহমতে তিনি বেঁচে যান। এটি শক্তিশালী মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। (ফতহুল বারী ৪০৭৩ নং হাদীসের টীকা দ্রষ্টব্য)

৪০৭৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তিকে নাবী (ﷺ) আল্লাহর পথে হত্যা করেছে, তার জন্য আল্লাহর গযব ভয়াবহ। আর যে সম্প্রদায় আল্লাহর নাবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে তাদের প্রতিও আল্লাহর গযব ভয়াবহ। [৪০৭৬; মুসলিম ৩২/৩৮, হাঃ ১৭৯৩, আহমাদ ৮২২১] (আ.প্র. ৩৭৬৯, ই.ফা. ৩৭৭২)

: بَابُ ٠٠/٦٤

৬৪/০০. অধ্যায়:

৪০৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَيَمَّا ذُرْوِي قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَغْسِلُهُ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حُصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ وَكَبُرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ يَوْمَئِذٍ وَجُرْحُ وَجْهِهِ وَكَبُرَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ.

৪০৭৫. সাহল ইবনু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি ভালভাবেই জানি কে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জখম ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং কে পানি ঢালছিলেন আর কী দিয়ে তার চিকিৎসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কন্যা ফাতিমাহ (رضي الله عنها) তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং 'আলী (رضي الله عنه) ঢালে করে পানি এনে ঢালছিলেন। ফাতিমাহ (رضي الله عنها) যখন দেখলেন যে, পানি রক্ত পড়া বন্ধ না করে কেবল তা বৃদ্ধি করছে, তখন তিনি এক টুকরা চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে লাগিয়ে দিলেন। তখন রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। সেদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ডান দিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, চেহারা জখম হয়েছিল এবং লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে মস্তকে বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। [২৪৩] (আ.প্র. ৩৭৭০, ই.ফা. ৩৭৭৩)

৪০৭৬. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَى وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৪০৭৬. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর গযব অত্যন্ত ভয়াবহ ঐ ব্যক্তির জন্য, যাকে নাবী (ﷺ) হত্যা করেছেন^{৩২} এবং আল্লাহর গযব অত্যন্ত ভয়াবহ ঐ ব্যক্তির জন্যও যে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে। [৪০৭৪] (আ.প্র. ৩৭৭১, ই.ফা. ৩৭৭৪)

^{৩২} যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আঘাত করে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিল তার নাম হচ্ছে উতবা ইবনু আবু ওয়াক্কাস। সে নাবী (ﷺ)-এর নীচের ঠোঁটও রক্তাক্ত করেছিল।

^{৩৩} উবাই ইবনু খালফ জাহমীকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) উহুদ যুদ্ধে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন।

৬৬/২৬. بَابُ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴿﴾

৬৪/২৬. অধ্যায়: “যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।”

১.০৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ج ﴿(১৭২)﴾
قَالَتْ لِعُرْوَةَ يَا ابْنَ أَخِي كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمْ الرَّبِيزُ وَأَبُو بَكْرٍ لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ
وَانصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا قَالَ مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا قَالَ كَانَ
فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالرَّبِيزُ.

৪০৭৭. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত যে, তিনি উরওয়াহ رضي الله عنه কে বললেন, হে ভাগ্নে জান? “জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা সংকাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আছে বিরাট পুরস্কার।” (এ আয়াতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে) তাদের মধ্যে তোমার পিতা যুবায়র رضي الله عنه এবং আবু বাকর رضي الله عنه ও ছিলেন। উহূদের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ বহু দুঃখ-কষ্টে আপতিত হয়েছিলেন। মুশরিকগণ চলে গেলে তিনি আশঙ্কা করলেন যে, তারা আবারও ফিরে আসতে পারে। তিনি বললেন, কে এদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রস্তুত আছে। এতে সত্তরজন সহাবী সাড়া দিয়ে প্রস্তুত হলেন। ‘উরওয়াহ رضي الله عنه বলেন, তাদের মধ্যে আবু বাকর ও যুবায়র رضي الله عنه ও ছিলেন।^{৩৪} (আ.প্র. ৩৭৭২, ই.ফা. ৩৭৭৫)

৬৬/২৭. بَابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ

৬৪/২৭. অধ্যায়: যে সব মুসলিম উহূদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন

مِنْهُمْ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْيَمَانُ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَمُضْعَبُ بْنُ عَمْرِئٍ

হামযাহ ইবনু ‘আবদুল মুত্তালিব, (হুযাইফাহর পিতা) ইয়ামান, আনাস ইবনু নাসর এবং মুস‘আব ইবনু ‘উমায়র رضي الله عنه।

১.০৭৮. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَعَلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ.

^{৩৪} উহূদ যুদ্ধে মুসলিমদের আনুগত্যহীনতা ও শৃংখলা ভঙ্গের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। এমন এক পর্যায়ে এসেছিল যে, মুশরিকরা মুসলিমদেরকে সমূলে ধ্বংস করার সুযোগ পেয়েছিল যা মুশরিকরা কয়েক মনযিল দূরে গিয়ে বুঝতে পারল। পরে তারা এক স্থানে একত্রিত হয়ে পুনরায় মাদীনাহ আক্রমণের পরিকল্পনা করে যদিও তারা পরে তা বাস্তবায়িত করেনি। রসূলুল্লাহ ﷺ এমন আক্রমণের আশংকা করলে উহূদ যুদ্ধের পরদিন সকাল বেলায়ই মুসলিমদেরকে ডেকে কাফিরদের পিছু ধাওয়া করার আহ্বান জানান। অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও সংকটাপন্ন তথাপিও সত্যিকারের মুসলিমগণ আল্লাহর রসূলের এ ডাকে সাড়া দিলেন এবং মাদীনাহ থেকে দশ কিলোমিটার দূরে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌছেন। অত্র হাদীসে সে ঘটনারই বর্ণনা এসেছে।

قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بَيْرُ مَعُونَةَ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ قَالَ وَكَانَ بَيْرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ.

৪০৭৮. ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামাতের দিন আরবের কোন মানবগোষ্ঠীই আনসারদের তুলনায় অধিক সংখ্যায় শাহীদ এবং অধিক মর্যাদার অধিকারী হবে বলে আমরা জানি না।

ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) আমাকে বলেছেন, উহূদের দিন তাদের সত্তর জন শহীদ হয়েছেন, বিরে মাউনার দিন সত্তর জন শহীদ হয়েছেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধের দিন সত্তর জন শহীদ হয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, বিরে মাউনা ঘটেছিল রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় এবং ইয়ামামার যুদ্ধ হয়েছিল মুসাইলামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর খিলাফতকালে। (আ.প্র. ৩৭৭৩, ই.ফা. ৩৭৭৬)

٤٠٧٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمُ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا.

৪০৭৯. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) উহূদ যুদ্ধের শাহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে দাফন করেছিলেন। জড়ানোর পর জিজ্ঞেস করতেন, এদের মধ্যে কে অধিক কুরআন জানে? যখন কোন একজনের প্রতি ইশারা করা হত তখন তিনি তাকেই কবরে আগে নামাতেন এবং বলতেন, কিয়ামাতের দিন আমি তাদের জন্য সাক্ষী হব। সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের রক্তসহ দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের জানাযাও পড়ানো হয়নি এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হয়নি। [১৩৪৩] (আ.প্র. ৩৭৭৪, ই.ফা. ৩৭৭৭)

٤٠٨٠. وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْثِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَنْهَ وَنَبِيُّ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَبْكِيهِ أَوْ مَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَظَلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ.

৪০৮০. জাবির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমার পিতা শাহীদ হলে আমি কাঁদতে লাগলাম এবং তার চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে দিচ্ছিলাম। তখন নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণ আমাকে নিষেধ করছিলেন। তবে নাবী (ﷺ) নিষেধ করেননি। নাবী (ﷺ) ('আবদুল্লাহর ফুফুকে বললেন) তোমরা তার জন্য কাঁদছ! অথচ জানাযা না উঠানো পর্যন্ত মালায়িকাহ তাদের ডানা দিয়ে তাঁর উপর ছায়া করে রেখেছিল। [১২৪৪] (আ.প্র. ৩৭৭৪, ই.ফা. ৩৭৭৭)

٤٠٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَبِي هَرَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَرَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللَّهُ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ.

৪০৮১. আবু মূসা (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি তরবারি আন্দোলিত করলাম, অমনি এর মধ্যস্থলে ভেঙ্গে গেল। (বুখলাম) এটা হল উহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের উপর আপতিত বিপদেরই স্বপ্ন রূপ। এরপর ওটিকে আবার আন্দোলিত করলাম। এতে ওটা আগের চেয়েও সুন্দর হয়ে গেল। এটা হল যে বিজয় আল্লাহ এনে দিয়েছিলেন এবং মু'মিনদের একতাবদ্ধ হওয়া এবং স্বপ্নে আমি একটি গরুও দেখেছিলাম। উহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের শাহাদাত লাভ হচ্ছে এর ব্যাখ্যা। আল্লাহর সকল কাজ কল্যাণময়। [৩৬২২] (আ.প্র. ৩৭৭৫, ই.ফা. ৩৭৭৮)

৪০৮২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَبْتَعِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُضَعَبٌ بِنُ عَمِيرٍ فُقِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ أَوْ قَالَ أَلْفُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ نَمْرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا.

৪০৮২. খাব্বাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে হিজরাত করেছিলাম। এতে আমরা চেয়েছি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহর কাছে আমাদের প্রতিদান নির্ধারিত হয়ে গেছে। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ গত হয়েছেন বা চলে গেছেন। অথচ প্রতিদান তিনি কিছুই ভোগ করতে পারেননি। মুস'আব ইবনু 'উমায়র (رضي الله عنه) ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। উহুদের দিন তিনি শাহীদ হন। একখানা মোটা চাদর ব্যতীত তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। এ দ্বারা আমরা তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'খানা বেরিয়ে যেত এবং পা দু'খানা আবৃত করলে মাথা বেরিয়ে যেত। তখন নাবী (ﷺ) আমাদেরকে বললেন, ওটা দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং উভয় পা ইযখির দ্বারা আবৃত করে দাও। অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), তাঁর উভয় পায়ের উপর ইযখির দিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে কেউ এমনও আছেন, যার ফল ভালভাবে পেকেছে, আর তা তিনি ভোগ করছেন। [১২৭৬] (আ.প্র. ৩৭৭৬, ই.ফা. ৩৭৭৯)

۶۴/۲۸. بَابُ أَحَدٍ يُجِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

৬৪/২৮. অধ্যায়: উহুদ (পাহাড়) আমাদেরকে ভালবাসে।

قَالَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

'আব্বাস ইবনু সাহল (রহ.) আবু হুমায়দ (رضي الله عنه) এর বাচনিক নাবী (ﷺ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪০৮৩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ فُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فَتَادَةَ سَمِعَتْ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُجِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

৪০৮৩. ক্বাতাদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (رضي الله عنه)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, এ (উহূদ) পর্বত আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও একে ভালবাসি। [৩৭১] (আ.প্র. ৩৭৭৭, ই.ফা. ৩৭৮০)

٤٠٨٤. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها.

৪০৮৪. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, উহূদ পর্বত রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন, এ পর্বত আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইবরাহীম (عليه السلام) মাক্কাহকে হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন এবং আমি দু'টি ককরময় স্থানের মধ্যবর্তী জায়গাকে (মাদীনাহকে) হারাম হিসেবে ঘোষণা করছি। [৩৭১] (আ.প্র. ৩৭৭৮, ই.ফা. ৩৭৮১)

٤٠٨٥. حدثني عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عتبة أن النبي ﷺ خرج يوماً فصل على أهل أحد صلواته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوها بعدي ولكي أتخاف عليكم أن تنافسوا فيها.

৪০৮৫. 'উকবাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, একদা নাবী (ﷺ) বের হলেন এবং উহূদের শাহীদগণের জন্য জানাযার সলাতের মতো সলাত আদায় করলেন। এরপর মিশরের দিকে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রগামী ব্যক্তি এবং আমি তোমাদের সাক্ষ্যদাতা। আমি এ মুহূর্তে আমার হাউয (কাউসার) দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি দেয়া হয়েছে অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), আমাকে পৃথিবীর চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার ইতিকালের পর তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে- তোমাদের ব্যাপারে আমার এ ধরনের কোন আশঙ্কা নেই। তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি যে, তোমরা পৃথিবীতে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবে। [১৩৪৪] (আ.প্র. ৩৭৭৯, ই.ফা. ৩৭৮২)

٢٩/٦٤. باب غزوة الرجيع ورغل ودكوان وبئر معونة وحديث عصل والقارة وعاصم

بن ثابت وخبيب وأصحابه.

৬৪/২৯. অধ্যায়: রাজী, রিল, যাকওয়ান, বিরে মাউনার যুদ্ধ এবং আযাল, কারাহ, আসিম ইবনু সাবিত, খুবায়ইব (رضي الله عنه) ও তার সঙ্গীদের ঘটনা।

قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمर أنها بعد أحد.

ইবনু ইসহাক (রহ.) বলেন, আসিম ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন যে, রাজীর যুদ্ধ হয়েছিল উহূদের পর।

٤٠٨٦. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر بن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي ﷺ سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمرو بن الخطاب فأنطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا يحيى من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقرب من مائة رام فافتصوا آثارهم حتى أتوا منزلاً نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجئوا إلى قدف وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقبل منكم رجلاً فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فقالتوهم حتى قتلوا عاصمًا في سبعة نفر بالبئيل وبقي حبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكثوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول القدر فأتى أن يصحبهم فجزروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وأنطلقوا بحبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى حبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل وكان حبيب هو قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرًا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستجد بها فأعازته

قالت ففعلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فرغت فرعة عرفت ذلك مني وفي يده موسى فقال اتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله وكانت تقول ما رأيته أسيرًا قط خيرًا من حبيب لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ نمره وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم أحصهم عددًا ثم قال

ما أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شيء كان لله مضرعي

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممرع

ثم قام إليه عقبه بن الحارث فقتله وبعث قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلّة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء.

৪০৮৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আসিম ইবনু 'উমার ইবনু খাতাব (رضي الله عنه)-এর নানা আসিম ইবনু সাবিত আনসারী (رضي الله عنه)-এর নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল প্রেরণ করলেন। যেতে যেতে তারা 'উসফান ও মাঝাহয় মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলে হুযায়ল গোত্রের একটি শাখা বানী লিহুইয়ানের নিকট তাঁদের আগমনের কথা জানিয়ে দেয়া হল। এ সংবাদ পাওয়ার পর বানী লিহুইয়ানের প্রায় একশ' তীরন্দাজ তাদের ধাওয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন অনুসরণ করে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছল, যে স্থানে অবতরণ করে সহাবীগণ খেজুর খেয়েছিলেন। তারা সেখানে খেজুরের আঁটি দেখতে পেল যা সহাবীগণ মাদীনাহ থেকে পাথেয়রূপে এনেছিলেন। তখন তারা বলল, এগুলো তো ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি)। এরপর তারা পদচিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে ধরে ফেলল। আসিম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে ফাদফাদ নামক টিলায় উঠে আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল এসে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, আমরা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি তোমরা নেমে আস তাহলে আমরা তোমাদের একজনকেও হত্যা করব না। আসিম (رضي الله عنه) বললেন, আমি কোন কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্রুত হয়ে এখান থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ আপনার রসূলের নিকট পৌঁছিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলিম গোয়েন্দা দলের প্রতি আক্রমণ করল এবং তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। এভাবে তারা আসিম (رضي الله عنه)-সহ সাতজনকে তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করে দিল। এখন শুধু বাকী থাকলেন খুবায়ব (رضي الله عنه), যায়দ (رضي الله عنه) এবং অপর একজন ('আবদুল্লাহ ইবনু তারিক) সহাবী (رضي الله عنه)। পুনরায় তারা তাদেরকে ওয়াদা দিল। এই ওয়াদায় আশ্রুত হয়ে তাঁরা তাদের কাছে নেমে এলেন। এবার তারা তাঁদেরকে কাবু করে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে এর দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাঁদের সাথী তৃতীয় সহাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু তারিক) (رضي الله عنه) বললেন, এটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। তাই তিনি সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। তারা তাঁকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু টানা-হেঁচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাতে রাযী হলেন না। অবশেষে কাফিররা তাঁকে শহীদ করে দিল এবং খুবায়ব ও যায়দ (رضي الله عنه)-কে মাঝাহুর বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিল। বানী হারিস ইবনু আমির ইবনু নাওফল গোত্রের লোকেরা খুবায়ব (رضي الله عنه)-কে কিনে নিল। কেননা বাদুর যুদ্ধের দিন খুবায়ব (رضي الله عنه) হারিসকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছু দিন বন্দী অবস্থায় কাটান। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করলে তিনি নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করার জন্য হারিসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে একখানা স্কুর চাইলেন। সে তাঁকে তা দিল। (পরবর্তীকালে মুসলিম হওয়ার পর) হারিসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করছেন যে, আমি আমার একটি শিশু বাচ্চা সম্পর্কে অসাধারণ থাকায় সে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে চলে যায় এবং তিনি তাকে স্বীয় উরুর উপর বসিয়ে রাখেন। এ সময় তাঁর হাতে ছিল সেই স্কুর। এ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। খুবায়ব (رضي الله عنه) তা বুঝতে পেরে বললেন, তাকে মেরে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ইনশাআল্লাহ আমি তা করার নই। সে (হারিসের কন্যা) বলত, আমি খুবায়ব (رضي الله عنه) থেকে উত্তম বন্দী আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মাঝাহয় কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তার জন্য আল্লাহুর তরফ থেকে প্রদত্ত রিযিক ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য হারামের বাইরে নিয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাক'আত সলাত আদায় করার সুযোগ দাও। (সলাত আদায় করে) তিনি তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে তাহলে আমি (সলাতকে) আরো দীর্ঘায়িত করতাম। হত্যার

পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায়ের সুন্নাত প্রবর্তন করেছেন সর্বপ্রথম তিনিই। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখুন। এরপর তিনি দু'টি পংক্তি আবৃত্তি করলেন-

“যেহেতু আমি মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার শঙ্কা নেই,
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কোন পার্শ্বে আমি চলে পড়ি।
আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি তাই ইচ্ছা করলে,
আল্লাহ ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বারাকাত দান করতে পারেন।”

এরপর 'উকবাহ ইবনু হারিস তাঁর দিকে এগিয়ে গেল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। কুরায়শ গোত্রের লোকেরা আসিম (رضي الله عنه)-এ শাহাদাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে কিছু অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কারণ 'আসিম (رضي الله عنه) বাদুর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ মেঘের মতো এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন, যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসিম (رضي الله عنه)-কে রক্ষা করল। ফলে তাঁরা তাঁর দেহ থেকে থেকে কোন অংশ নিতে সক্ষম হল না। [৩০৪৫] (আ.প্র. ৩৭৮০, ই.ফা. ৩৭৮৩)

৪০৮৭. حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِيعٍ جَابِرًا يَقُولُ الَّذِي قَتَلَ حُبَيْبًا هُوَ أَبُو سِرْوَعَةَ.

৪০৮৭. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুবায়ব (رضي الله عنه)-এর হত্যাকারী হল আবু সিরওয়া (উকবাহ ইবনু হারিস)। (আ.প্র. ৩৭৮১, ই.ফা. ৩৭৮৪)

৪০৮৮. حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ

النَّبِيُّ ﷺ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةِ يُقَالُ لَهُمُ الْفُرَاءُ فَعَرَّضَ لَهُمْ حَيَانَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ رِغْلٌ وَذَكَرَانٌ عِنْدَ بَيْتٍ يُقَالُ لَهَا بَيْتُ مَعُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَفَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْبَغَاةِ وَذَلِكَ بَدْءُ الْفُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْفُنُوتِ أَبْعَدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لَا بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ.

৪০৮৮. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কোন এক প্রয়োজনে সত্তরজন সহাবীকে পাঠালেন, যাদের ক্বারী বলা হত। বানী সুলায়ম গোত্রের দু'টি শাখা- রিল ও যাকওয়ান বি'রে মাউনা নামক একটি কূপের নিকট তাদেরকে আক্রমণ করলে তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি। আমরা তো কেবল নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশিত একটি কাজের জন্য এ পথ দিয়ে যাচ্ছি। তখন তারা তাদেরকে হত্যা করে ফেলল। তাই নাবী (ﷺ) এক মাস পর্যন্ত ফাজ্রের সলাতে তাদের জন্য বদদু'আ করলেন। এভাবেই কুনূত পড়া শুরু হয়। এর পূর্বে আমরা কুনূত পড়িনি। 'আবদুল 'আযীয (রহ.) বলেন, এক ব্যক্তি আনাস (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কুনূত কি রুকূর পর পড়তে হবে, না কিরাআত শেষ করে পড়তে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না বরং কিরাআত শেষ করে পড়তে হবে। [১০০১] (আ.প্র. ৩৭৮২, ই.ফা. ৩৭৮৫)

৪০৮৯. حدثنا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ

يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ.

৪০৮৯. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক মাস ব্যাপী আরবের কতিপয় গোত্রের প্রতি বদদু'আ করার জন্য সলাতে রুকু'র পর কুনূত পাঠ করেছেন। ৩৫ [১০০১] (আ.প্র. ৩৭৮৩, ই.ফা. ৩৭৮৬)

১.০৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِغْلًا وَذَكْوَانَ وَعَصِيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَدْوٍ فَأَمَدَهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَيِّمُهُمُ الْقُرَاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَخْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا يَبِئْثِرُ مَعُونَةَ فَتَلَوْهُمْ وَعَدَّرُوا بِهِمْ قَبْلَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَفَقَنْتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِغْلِ وَذَكْوَانَ وَعَصِيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ قَالَ أَنَسُ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قَرَأْنَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَفَقَنْتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِغْلِ وَذَكْوَانَ وَعَصِيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ زَادَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ أَوْلِيكَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قُتِلُوا بِيَثْرٍ مَعُونَةَ قُرَأْنَا كِتَابًا نَحْوَهُ.

৪০৯০. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা ও বনু লিহুইয়ানের লোকেরা শত্রুর মুকাবালা করার জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে সাহায্য চাইলে সত্তরজন আনসার সহাবী পাঠিয়ে তিনি তাদেরকে সাহায্য করলেন। সেকালে আমরা তাদেরকে ক্বারী নামে অভিহিত করতাম। তারা দিনে লাকড়ি জুটাতেন এবং রাতে সলাতে কাটাতেন। যেতে যেতে তাঁরা বি'রে মাউনার নিকট পৌঁছলে তারা (ঐ গোত্রগুলির লোকেরা) তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাঁদেরকে শহীদ করে দেয়। এ সংবাদ নাবী (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এক মাস পর্যন্ত ফাজ্রের সলাতে আরবের কতিপয় গোত্র যথা রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা এবং বনু লিহুইয়ানের প্রতি বদদু'আ করে কুনূত পাঠ করেন। আনাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সম্পর্কিত কিছু আয়াত আমরা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে যায়। (একটি আয়াত ছিল) অর্থাৎ আমাদের কাওমের লোকদেরকে জানিয়ে দাও। আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।

ক্বাতাদাহ (রহ.) আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁকে বলেছেন, আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এক মাস পর্যন্ত ফাজ্রের সলাতে আরবের কতিপয় গোত্র- তথা রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা এবং বনু লিহুইয়ানের প্রতি বদদু'আ করে কুনূত পাঠ করেছেন।

৩৫ কুনূতে নাখিলার ক্ষেত্রে রুকু'র পরেই কুনূত করতে হবে তবে বিতরের ক্ষেত্রে রুকু'র পূর্বে ও পরে কুনূত করা উভয়ই দলীল সিদ্ধ। তবে রসূল (সঃ) থেকে বিতরের ক্ষেত্রে রুকু'র পূর্বে কুনূত করার বেশি প্রমাণ পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত কনূতের ক্ষেত্রে রুকু'র পূর্বে আর দীর্ঘ দু'আর ক্ষেত্রে রুকু'র পরে কুনূত করতে হবে।

[ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ] খলীফা (রহ.) এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু যুরায় (রহ.) ও সাঈদ ও ক্বাতাদাহ (রহ.)-এর মাধ্যমে আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা সত্তরজন সকলেই ছিলেন আনসার। তাঁদেরকে বি'রে মাউনা নামক স্থানে শাহীদ করা হয়েছিল। [ইমাম বুখারী (রহ.)] বলেন, এখানে فُرَاْنَا শব্দটি কিতাব বা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [১০০১] (আ.খ. ৩৭৮৪, ই.ফা. ৩৭৮৭)

১০১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالَهَ أَخَ الْأُمِّ سَلِيمِ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيسَ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ خَيْرَ بَيْنِ ثَلَاثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الْمَدَرِ أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْرُوكَ بِأَهْلِ عَطْفَانَ بِالْفِ وَأَلْفِ فَطَعِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فُلَانٍ فَقَالَ غَدَةٌ كَغَدَّةِ الْبَكْرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ اثْتَوْنِي بِمَرْسِي فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ قَرْسِهِ فَاذْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سَلِيمٍ وَهُوَ رَجُلٌ أُعْرَجٌ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ قَالَ كُونَا قَرِيبًا حَتَّى آتِيَهُمْ فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ فَقَالَ أَتُوْمُنُونِي أَبْلِغْ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأَوْمَأُوا إِلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَدَهُ بِالرَّمْحِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فُقَيْلُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْأَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الْمَنْسُوحِ إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا عَلَى رِغْلِ وَذَكَوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ.

৪০৯১. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) তাঁর মামা উম্মু সুলায়ম-এর ভাই [হারাম ইবনু মিলহান (رضي الله عنه)]-কে সত্তরজন অশ্বারোহীসহ (আমির ইবনু তুফাইলের নিকট) পাঠালেন। মুশরিকদের দলপতি আমির ইবনু তুফায়ল (পূর্বে) নাবী (ﷺ)-কে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। সে বলেছিল, পত্নী এলাকায় আপনার কর্তৃত্ব থাকবে এবং শহর এলাকায় আমার কর্তৃত্ব থাকবে। অথবা আমি আপনার খালীফাহ হব বা গাতফান গোত্রের দুই হাজার সৈন্য নিয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এরপর আমির উম্মু ফুলানোর গৃহে মহামারিতে আক্রান্ত হল। সে বলল, অমুক গোত্রের মহিলার বাড়িতে উটের যেমন ফোঁড়া হয় আমারও তেমন ফোঁড়া হয়েছে। তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে আস। তারপর ঘোড়ার পিঠেই সে মারা যায়। উম্মু সুলায়ম (رضي الله عنه)-এর ভাই হারাম ইবনু মিলহান (رضي الله عنه) এক খোঁড়া ব্যক্তি ও কোন এক গোত্রের অপর ব্যক্তি সহ সে এলাকার দিকে রওয়ানা করলেন। [হারাম ইবনু মিলহান (رضي الله عنه)] তার দুই সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা নিকটেই অবস্থান কর। আমিই তাদের নিকট যাচ্ছি। তারা যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে তোমরা এখানেই থাকবে। আর যদি তারা আমাকে শাহীদ করে দেয় তাহলে তোমরা তোমাদের সঙ্গীদের কাছে চলে যাবে। এরপর তিনি (তাদের নিকট গিয়ে) বললেন, তোমরা (আমাকে) নিরাপত্তা দিবে কি? দিলে আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতাম। তিনি তাদের সঙ্গে এ ধরনের আলাপ-আলোচনা করছিলেন। এমন সময় তারা এক ব্যক্তিকে ইশারা করলে সে পেছন থেকে এসে তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় আমার শায়খ [ইসহাক (রহ.)] বলেছিলেন যে, বর্শা দ্বারা

আঘাত করে এপার ওপার করে দিয়েছিল। (আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে) হারাম ইবনু মিলহান (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহ আকবার, কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি। এরপর উক্ত (হারামের সঙ্গী) লোকটি ব্যতীত সকলেই নিহত হলেন। খোঁড়া লোকটি ছিলেন পর্বতের চূড়ায়। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি (একখানা) আয়াত অবতীর্ণ করলেন যা পরে মানসূখ হয়ে যায়। আয়াতটি ছিল এই : “আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।” তাই নাবী (ﷺ) ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফাজ্রের সলাতে রি'ল, যাকওয়ান, বনু লিহ'ইয়ান এবং উসায়্যা গোত্রের জন্য বদদু'আ করেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হয়েছিল। (১০০১)

(আ.প্র. ৩৭৮৫, ই.ফা. ৩৭৮৮)

৬০৭২. حدثني جِبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا طَعِنَ حَرَامٌ بْنُ مِلْحَانَ وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بَيْتْرِ مَعُونَةَ قَالَ بِاللَّهِ هَكَذَا فَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

৪০৯২. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মামা হারাম ইবনু মিলহান (رضي الله عنه)-কে বি'রে মাউনার দিন বর্শা বিদ্ধ করা হলে তিনি এভাবে দু'হাতে রক্ত নিয়ে নিজের চেহারা ও মাথায় মেখে বললেন, কা'বার প্রভুর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি। (১০০১) (আ.প্র. ৩৭৮৬, ই.ফা. ৩৭৮৯)

৬০৭৩. حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخُرُوجِ حِينَ اسْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَدَى فَقَالَ لَهُ أَوْمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤَدَّنَ لَكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنِّي لَأَرْجُو ذَلِكَ قَالَتْ فَانْتَظِرْهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ظَهْرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ فَقَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصُّحْبَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الصُّحْبَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَغْدِدُهُمَا لِلْخُرُوجِ فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَاهُمَا وَهِيَ الْجُدْعَاءُ فَرَكِبْنَا فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْتَا الْعَارَ وَهُوَ بَسْوِيرٌ فَتَوَارَيْتَا فِيهِ فَكَانَ عَامِرُ بْنُ قُهَيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطَّفِيلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخُو عَائِشَةَ لِأُمِّهَا وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرٍ مِئْخَةٌ فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَعْدُو عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ فَيَدْلِجُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرُحُ فَلَا يَفْطَنُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ فَلَمَّا خَرَجَ خَرَجَ مَعَهُمَا يُعْقِبَانِيهِ حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ فَقَتِلَ عَامِرُ بْنُ قُهَيْرَةَ يَوْمَ بَيْتْرِ مَعُونَةَ

৪০৭৩. وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ لَمَّا قَتِلَ الدِّينَ بَيْتْرِ مَعُونَةَ وَأَسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطَّفِيلِ مَنْ هَذَا فَأَشَارَ إِلَى قَتِيلٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ هَذَا عَامِرُ بْنُ قُهَيْرَةَ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قَتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ خَبَرَهُمْ فَتَعَاهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا أَخْبِرْنَا

إِحْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضَيْتَ عَنَّا فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ وَأَصِيبٌ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةٌ بَيْنَ أَسْمَاءَ بِنِ الصَّلْتِ
فَسُمِّيَ عُرْوَةٌ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو سُمِّيَ بِهِ مُنْذِرًا.

৪০৯৩. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মাক্কাহর কাফিরদের) অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলে আবু বাকর رضي الله عنه (মাক্কাহ ছেড়ে) বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নাবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে বললেন, অবস্থান কর। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি কামনা করেন যে, আপনাকে অনুমতি দেয়া হোক? তিনি বললেন, আমি তো তাই আশা করি। 'আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, আবু বাকর رضي الله عنه নাবী ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করলেন। একদিন যুহরের সময় রসূলুল্লাহ ﷺ এসে তাঁকে ডেকে বললেন, তোমার কাছে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। তখন আবু বাকর رضي الله عنه বললেন, এরা তো আমার দু' মেয়ে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি জান আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে? আবু বাকর رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারব? নাবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ আমার সঙ্গে যেতে পারবে। আবু বাকর رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে দু'টি উটনী আছে। এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্যই এ দু'টিকে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি। এরপর তিনি নাবী ﷺ-কে দু'টি উটের একটি উট প্রদান করলেন। এ উটটি ছিল কান-নাক কাটা। তাঁরা উভয়ে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন এবং সওয়ার পর্বতের গুহায় পৌঁছে তাতে লুকিয়ে থাকলেন। 'আয়িশাহ رضي الله عنها এর বৈমাত্রের ভাই 'আমির ইবনু ফুহাইরাহ ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু তুফাইল ইবনু সাখ্বারার গোলাম। আবু বাকর رضي الله عنه-এর একটি দুধের গাভী ছিল। তিনি (আমির ইবনু ফুহাইরাহ) সেটিকে সন্ধ্যাবেলা চরাতে নিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে তাদের দু'জনের কাছে নিয়ে যেতেন এবং ভোরবেলা তাঁদের (কাফিরের) কাছে নিয়ে যেতেন। কোন রাখালই এ বিষয়টি বুঝতে পারত না। তাঁরা দু'জন গারে সাওর থেকে বের হলে তিনিও তাদের সঙ্গে রওয়ানা হলেন। তাঁরা মাদীনাহ পৌঁছে যান। 'আমির ইবনু ফুহাইরাহ পরবর্তীকালে বি'রে মাউনার দুর্ঘটনায় শাহাদাত লাভ করেন।

(অন্য সানাদে) আবু উসামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, বি'রে মাউনা গমনকারীরা শাহীদ হলে 'আমর ইবনু উমাইয়াহ যামরী বন্দী হলেন। তাঁকে আমির ইবনু তুফায়ল এক নিহত ব্যক্তির লাশ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এ ব্যক্তি কে? 'আমর ইবনু উমাইয়াহ বললেন, ইনি হচ্ছেন 'আমির ইবনু ফুহাইরাহ। তখন সে (আমির ইবনু তুফায়ল) বলল, আমি দেখলাম, নিহত হওয়ার পর তার লাশ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এমনকি আমি তার লাশ আসমান যমীনের মাঝে দেখেছি। এরপর তা (যমীনের উপর) রেখে দেয়া হল। এ সংবাদ নাবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি সহাবীগণকে তাদের শাহাদাতের সংবাদ জানিয়ে বললেন, তোমাদের সাথীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট- এ সংবাদ আমাদের ভাইদের কাছে পৌঁছে দিন। তাই মহান আল্লাহ তাঁদের এ সংবাদ মুসলিমদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। ঐ দিনের নিহতদের মধ্যে 'উরওয়াহ ইবনু আসমা ইবনু সাল্লাত رضي الله عنه ও ছিলেন। তাই এ নামেই 'উরওয়াহ (ইবনু যুবায়রের)-এর নামকরণ করা হয়েছে। আর মুনযির ইবনু 'আমর رضي الله عنه ও এ দিন শাহাদাত লাভ করেছিলেন। তাই এ নামেই মুনযির-এর নামকরণ করা হয়েছে। [৪৭৬] (আ.প্র. ৩৭৮৭, ই.ফা. ৩৭৯০)

৬০৯৬. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلِ وَذَكَوَانَ وَيَقُولُ غُصِيَّةَ عَصْتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.**

৪০৯৪. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এক মাস ব্যাপী সলাতে রুকু'র পরে কুনূত পাঠ পড়েছেন। এতে তিনি রি'ল, যাকওয়ান গোত্রের জন্য বদদু'আ করেছেন। তিনি বলেন, উসায়্যা গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করেছে। [১০০১] (আ.প্র. ৩৭৮৮, ই.ফা. ৩৭৯১)

৬০৯৫. **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَعْنِي أَصْحَابَهُ بِبَيْتِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا حِينَ يَدْعُو عَلَى رِغْلِ وَحَيَّانَ وَعُصَيَّةَ عَصْتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ قَالَ أَنَسٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَتَّبِعِهِ ﷺ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بَيْتِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدَ بَلْعُوَا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ.**

৪০৯৫. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা বি'রে মাউনার নিকট নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণকে শহীদ করেছিল সে হত্যাকারী রি'ল, যাকওয়ান, বানী লিহইয়ান এবং উসায়্যা গোত্রের প্রতি নাবী (ﷺ) ত্রিশদিন ব্যাপী ফাজ্বের সলাতে বদদু'আ করেছেন। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করেছে। আনাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন যে, বি'রে মাউনা নামক স্থানে যারা শাহাদাত লাভ করেছেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর নাবীর প্রতি আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন। আমরা তা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে। (আয়াতটি হল) অর্থাৎ আমাদের কাওমের কাছে এ খবর পৌছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌছে গেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। [১০০১] (আ.প্র. ৩৭৮৯, ই.ফা. ৩৭৯২)

৬০৯৬. **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قُلْتُ فَإِنَّ فَلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ قَالَ كَذَبٌ إِنَّمَا قَتَتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْفُرَاءُ وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ قَبْلَهُمْ فَظَهَرَ هَوْلَاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ فَقَتَتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.**

৪০৯৬. 'আসিমুল আহুওয়াল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه)-কে সলাতে (দু'আ) কুনূত পড়তে হবে কি না-এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, হ্যাঁ পড়তে হবে। আমি বললাম, রুকু'র আগে পড়তে হবে, না পরে? তিনি বললেন, রুকু'র আগে। আমি বললাম, অমুক ব্যক্তি আপনার সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি রুকু'র পর কুনূত পাঠ করার কথা বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যে বলেছে। কেননা রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাত্র একমাস ব্যাপী রুকু'র পর কুনূত পাঠ করেছেন। এর কারণ ছিল এই যে, নাবী (ﷺ) সত্তরজন কারীর একটি দলকে মুশরিকদের নিকট কোন এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাদের মধ্যে চুক্তি ছিল।

আক্রমণকারীরা বিজয়ী হল। তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের প্রতি বদদু'আ করে সলাতে রুকূর পর এক মাস ব্যাপী কুনূত পাঠ করেছেন। [১০০১] (আ.প্র. ৩৭৯০, ই.ফা. ৩৭৯৩)

۳۰/۶۴. بَابُ غَزْوَةِ الْحَنْدَقِ وَهِيَ الْأَحْزَابُ

৬৪/৩০. অধ্যায়: খন্দকের যুদ্ধ^{৩৩}। এ যুদ্ধকে আহুযাবের যুদ্ধও বলা হয়।

৩৬ মুসলিমদের সামরিক তৎপরতা চালানোর ফলে জাজিরাতুল আরাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। চারিদিকে মুসলিমদের প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটে। এ সময় ইয়াহুদীরা তাদের ঘৃণ্য আচরণ, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার নানা ধরনের অবমাননা ও অসম্মানের সম্মুখীন হয়। কিন্তু তবু তাদের 'আকল হয়নি। খায়বারে নির্বাসনের পর ইয়াহুদীরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, কিন্তু উত্তরোত্তর দূর দূরান্তে ইসলামের জয়জয়কার ছড়িয়ে পড়ার ফলে ইয়াহুদীরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে ছারখার হতে লাগল। হিজরী পঞ্চম সনের ঘটনা। যেহেতু বনু নাযীর খায়বারে নির্বাসিত হয়েও নিরুপে বসে ছিল না সেহেতু তারা মুসলিমদের মলোৎপাটনের জন্য এক সম্মিলিত চেষ্টা চালাবার দৃঢ় সংকল্প করেছিল, যার মধ্যে আরবের সমস্ত গোত্র-উপগোত্রের বীর যোদ্ধা शामिल থাকে।

তারা বিশ জন নেতার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করে যে, তারা সমস্ত গোত্রকে আক্রমণের জন্যে উত্তেজিত করবে। এই চেষ্টার ফল এই দাঁড়াল যে, হিজরী পঞ্চম সনের যুলকা'দাহ মাসে (যাদুল মাআ'দ, ১ম খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠ) দশ হাজার রক্ত পিপাসু সৈন্য, যাদের মধ্যে মূর্তিপূজক, ইয়াহুদী প্রভৃতি সবাই शामिल ছিল, মাদীনাহর উপর আক্রমণ করে। কুরআন মাজীদে এই যুদ্ধের নাম হচ্ছে আহুযাবের যুদ্ধ। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গোত্রগুলি হল :

১। কুরাইশ, বানু কিনানাহ, আহলে তিহামাহ- সেনাপতি সুফইয়ান ইবনু হারব।

২। বানু ফাযারাহ- সেনাপতি উকবা' ইবনু হুসায়ন।

৩। বানু মুররাহ- সেনাপতি হারিস ইবনু 'আওফ।

৪। বানু আশ'জা' ও আহলি নাজদ- সেনাপতি মাস'উদ ইবনু দাঈলা।

মুসলিমরা যখন দেখলেন যে, এই সেনাবাহিনীর সাথে মুকাবালা করার শক্তি তাদের নেই তখন তারা শহরের চতুর্দিকে খন্দক খনন করলেন। দশ দশজন লোক চত্বিশ গজ করে খন্দক খনন করেছিলেন। (তবারী, ২য় খণ্ড)

মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। ইসলামী সেনাবাহিনী মাদীনাহর ভিতরেই এভাবে অবস্থান করলেন যে, সামনে ছিল খন্দক এবং পিছনে ছিল সালা (যাদুল মাআ'দ, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) পর্বত। আর ইয়াহুদী, বানু কুরাইযাহ- যারা মাদীনাহয় বসবাস করতো এবং যাদের চুক্তি অনুযায়ী মুসলিমদের সাথে যোগ দেয়া একান্ত যরুরী ছিল- তাদের সাথে রাত্রির অন্ধকারে বানু নাযীর ইয়াহুদীদের নেতা হুইয়াই ইবনু আখতাব মিলিত হলো এবং চুক্তি ভঙ্গ করার জন্যে উত্তেজিত করে নিজের দিকে ডেকে নিলো। রসূল (ﷺ) তাদেরকে বুঝাবার জন্যে নিজের কয়েকজন দলপতিকে তাদের নিকট বার বার প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিলো : "মুহাম্মাদ (ﷺ) কে যে, আমরা তাঁর কথা মেনে চলবো? তাঁর সাথে আমাদের কোনই চুক্তি ও অঙ্গীকার নেই। (ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

এরপর বানু কুরাইযাহ শহরের নিরাপত্তায় বাধা সৃষ্টি করল এবং মুসলিম মহিলা ও শিশুদেরকে বিপদে ফেলে দিল। সুতরাং বাধা হয়ে তিন হাজার মুসলিম সৈন্যের মধ্য হতেও একটি অংশকে শহরের সাধারণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে পৃথক করতে হলো। বানু কুরাইযাহ মনে করেছিল যে, যখন বাহির হতে শত্রু পক্ষের দশ হাজার বীর যোদ্ধার আক্রমণ সংঘটিত হবে এবং তারা শহরের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ছড়িয়ে দিয়ে মুসলিমদের নিরাপত্তা নষ্ট করে দিবে তখন দুনিয়ায় মুসলিমদের নাম নিশানাও বাকী থাকবে না।

নারী (ﷺ) যেহেতু স্বাভাবিক যুদ্ধকে ঘৃণার চোখে দেখতেন, সেহেতু তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের শর্তে আক্রমণমুখী গাভফান নেতৃবর্গের সাথে সন্ধি করে নেয়া হোক। কিন্তু আনসার দল যুদ্ধকেই প্রাধান্য দিলেন। সা'দ ইবনু মু'আয (ﷺ) এবং সা'দ ইবনু উবাইদাহ (ﷺ) এই প্রস্ততি সম্পর্কে ভাষণ দিতে দিয়ে বলেন : "যে সময় এই আক্রমণমুখী গোত্রগুলো শিরকের পংকিলে ও মূর্তি পূজার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল ঐ সময়েও আমরা তাদেরকে একটা ছড়া পর্যন্ত প্রদান করিনি। আর আজ যখন মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দান করেছেন তখন কী করে আমরা তাদেরকে আমাদের উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করতে পারি? তাদের জন্যে আমাদের কাছে তরবারি ছাড়া কিছুই নেই।" আক্রমণকারী সৈন্যদের অবরোধ এক মাস বা এক মাসের কাছাকাছি পর্যন্ত ছিল। মাঝে মাঝে দু'একটি ঝগড়ো সংঘটিত হয়। 'আমর ইবনু আবদে ওদ, যে নিজেকে এক হাজার বীর পুরুষের সমান মনে করতো, আল্লাহর সিংহ, আলীর (ﷺ) হাতে নিহত হয়।

قَالَ مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ.

মূসা ইবনু 'উকবাহ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হয়েছিল।

৪০৭৭. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ.

৪০৯৭. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, উহূদ যুদ্ধের দিন তিনি (যুদ্ধের জন্য) নিজেকে পেশ করার পর নাবী (ﷺ) তাকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তবে খন্দক যুদ্ধের দিন তিনি নিজেকে পেশ করলে নাবী (ﷺ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন তাঁর বয়স পনের বছর। [২৬৬৪] (আ.প্র. ৩৭৯১, ই.ফা. ৩৭৯৪)

৪০৭৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخُنْدَقِ وَهُمْ يَخْفِرُونَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ عَلَىٰ أَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ فَاعْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ.

৪০৯৮. সাহল ইবনু সাদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরিখা খননের কাজে আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে অংশ নিয়েছিলাম। তাঁরা পরিখা খুঁড়ছিলেন আর আমরা কাঁধে মাটি বহন করছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের শান্তি ব্যতীত প্রকৃত কোন শান্তি নেই। আপনি মুহাজির এবং আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিন। [৩৭৯৭] (আ.প্র. ৩৭৯২, ই.ফা. ৩৭৯৫)

৪০৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ سَمْعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ الْآخِرَةَ فَاعْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرَةَ فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا.

নওফিল ইবনু আবুদিলাহ ইবনু মুগীরাও মুকাবালায় মারা যায়। মাক্কাহবাসীরা নওফিলের মৃতদেহ নেয়ার জন্যে দশ হাজার দিরহাম মুসলিমদের সামনে পেশ করে। রসূল (ﷺ) সহাবীদেরকে বলেন : "মৃতদেহ দিয়ে দাও, মুশোর প্রয়োজন নেই।" (ইবনু হিশাম ১)

যখন তারা অবরুদ্ধ মুসলিমদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারলো না তখন তাদের সাহস হারিয়ে গেল। পৌত্তলিকদের জোটে ভাঙ্গন ধরার পর এবং তাদের মধ্যে হতাশা ও পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টির পর আল্লাহ তাদের উপর ঝড়ো বাতাস পাঠিয়ে দিলেন। বাতাস কাফিরদের সব কিছু তছনছ করে দিল। অবশেষে তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল।

৪০৯৯. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (ﷺ) বের হয়ে পরিখা খননের স্থানে উপস্থিত হন। আনসার ও মুহাজিরগণ একদিন ভোরে তীব্র শীতের মধ্যে পরিখা খনন করছিলেন। তাদের কোন গোলাম বা ক্রীতদাস ছিল না যে, তারা তাদেরকে এ কাজে নিয়োগ করবেন। ঠিক এমনি সময়ে নাবী (ﷺ) তাদের মাঝে উপস্থিত হলেন। তাদের অনাহার ক্লিষ্টতা ও কষ্ট দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের সুখ শান্তিই প্রকৃত সুখ শান্তি। তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও। সহাবীগণ এর উত্তরে বললেন—

“আমরা সে সব লোক, যারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর হাতে বাই‘আত গ্রহণ করেছি,
যতদিন আমরা জীবিত থাকি জিহাদের জন্য।” [২৮৩৪] (আ.প্র. ৩৭৯৩, ই.ফা. ৩৭৯৬)

৪১০০. حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخُنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:
نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا.

قَالَ يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُجِيبُهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرٌ الْآخِرَةِ فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ قَالَ يُؤْتُونَ بِيَلَاءٍ كَفَيْتُ مِنَ الشَّعِيرِ فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سِنْخَةٌ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ وَهِيَ بَشِيعَةٌ فِي الْخَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ.

৪১০০. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মাদীনাহর চারপাশে খাল খনন করছিলেন আর পিঠে মাটি বহন করছিলেন। আর (খুশিতে) আবৃত্তি করছিলেন—

“আমরা সে সব লোক, যারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর হাতে বাই‘আত গ্রহণ করেছি,
যতদিন আমরা জীবিত থাকি জিহাদের জন্য।”

বর্ণনাকারী বলেন, নাবী (ﷺ) তাদের এ কথার উত্তরে বলতেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত আর কোন কল্যাণ নেই, তাই আনসার ও মুহাজিরদের কাজে বারাকাত দান করুন।

বর্ণনাকারী [আনাস (رضي الله عنه)] বর্ণনা করছেন যে, তাদেরকে এক মুষ্টি ভরে যব দেয়া হত। তা বাসি, স্বাদবিকৃত চর্বিতে মিশিয়ে খাবার রান্না করে ক্ষুধার্ত লোকগুলোর সামনে পরিবেশন করা হত। যদিও এ খাদ্য ছিল একেবারে স্বাদহীন ও ভীষণ দুর্গন্ধময়। [২৮৩৪] (আ.প্র. ৩৭৯৪, ই.ফা. ৩৭৯৭)

৪১০১. حدثنا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ أَبِي عَمْرٍاءُ قَالَ قَالَ أَنَسُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا يَوْمَ الْخُنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَّضْتُ كُدْيَةَ شَدِيدَةً فَجَاءُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَّضْتَ فِي الْخُنْدَقِ فَقَالَ أَنَا نَارٌ لَمْ تَمُتْ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجْرٍ وَلَبِنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَدُوقُ دَوَاقًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضْرَبَ فَعَادَ كَثِيرًا أَهْيَلٌ أَوْ أَهَمِمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي إِلَى النَّبِيِّ فَقُلْتُ لِمَرَّاتٍ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَتْ عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقُ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْعَجِينُ قَدْ انكسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَثَابِي قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْصَحَ فَقُلْتُ

طَعِيمٍ لِي فَقُمْ أَنْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ كَمْ هُوَ فَذَكَرْتُ لَهُ قَالَ كَثِيرٌ طَيِّبٌ قَالَ قُلْ لَهَا لَا تَنزِعُ الْبُرْمَةَ وَلَا الْحَبْرَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِي فَقَالَ فُؤَمُوا فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ وَيْحَكَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ هَلْ سَأَلَكِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ ادْخُلُوا وَلَا تَصَاعَطُوا فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْحَبْرَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَيُحْمِرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْحَبْرَ وَيَعْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُنِّي هَذَا وَأَهْدِي فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمُ مَجَاعَةٌ.

৪১০১. আইমান (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (رضি)-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, খন্দকের দিন আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এ সময় একখণ্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে আসলে তারা নাবী (رضি)-এর কাছে এসে বললেন, খন্দকের ভিতর একটি শক্ত পাথর বেরিয়েছে। তখন তিনি বললেন, আমি নিজে খন্দকে নামব। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। আর তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন ধরে অনাহারী ছিলাম। কোন কিছু স্বাদই চাখিনি। তখন নাবী (رضি) একখানা কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটিতে আঘাত করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি দিন। (বাড়ি পৌঁছে) আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, নাবী (رضি)-এর মধ্যে আমি এমন কিছু দেখলাম যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি? সে বলল, আমার কাছে কিছু যব ও একটি বাকরীর বাচ্চা আছে। তখন বাকরীর বাচ্চাটি আমি যবহ করলাম এবং সে যব পিষে দিল। এরপর গোশত ডেকচিতে দিয়ে আমি নাবী (رضি)-এর কাছে আসলাম। এ সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকচি চুলার উপর ছিল ও গোশত প্রায় রান্না হয়ে আসছিল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার (বাড়ীতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি একজন বা দু'জন সঙ্গে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, কী পরিমাণ খাবার আছে? আমি তাঁর কাছে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন, এ-তো অনেক বেশ ভাল। তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, আমি না আসা পর্যন্ত উনান থেকে ডেকচি ও রুটি যেন না নামায়। এরপর তিনি বললেন, উঠ! মুহাজির ও আনসারগণ উঠলেন। জাবির (رضি) তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! নাবী (رضি) তো মুহাজির, আনসার আর তাঁদের সাথীদের নিয়ে চলে এসেছেন। তিনি (জাবিরের স্ত্রী) বললেন, তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর নাবী (رضি) (উপস্থিত হয়ে) বললেন, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর কিন্তু ভিড় করো না। এ ব'লে তিনি রুটি টুকরো করে এর উপর গোশত দিয়ে সহাবীগণের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করলেন। তিনি ডেকচি এবং উনান ঢেকে রেখেছিলেন। এমনি করে তিনি রুটি টুকরো করে হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন। এতে সকলে পেট পুরে খাওয়ার পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তিনি (জাবিরের স্ত্রীকে) বললেন, এ তুমি খাও এবং অন্যকে হাদিয়া দাও। কেননা লোকদেরও ক্ষুধা পেয়েছে। [৩০৭০] (আ.প্র. ৩৭৯৫, ই.ফা. ৩৭৯৮)

৪১০২. حدثني عمرو بن علي حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حَفِرَ الْحُنْدُقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ حَمَصًا شَدِيدًا

فَانكِفَاتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَدَبَّجْتَهَا وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ فَمَرَعَتْ إِلَى فَرَاغِي وَقَطَعْتَهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَأَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا تَفْضُخْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَبَّجْنَا بُهَيْمَةَ لَنَا وَطَحْنَا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ هَلَّا يَهْلِكُكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْزِلَنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تُخْبِرَنَّ عَجِيْنَتَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيْنًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ اذْءُ خَابِرَةٌ فَلْتُخْبِرْ مَعِي وَافْدِجِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوَهَا وَهَمْ أَلْفٌ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكَوْهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِظُ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِيْنَتَنَا لَيُخْبِرُ كَمَا هُوَ.

৪১০২. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নাবী (ﷺ)-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দারুন ক্ষুধার্ত দেখেছি। তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা' পরিমাণ যব বের করে দিলেন। আমার বাড়ীতে একটা বাকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবহ করলাম। আর সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সেও তার কাজ শেষ করল এবং গোশত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম। এরপর আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন সে (স্ত্রী) বলল, আমাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না। এরপর আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের একটি বাকরীর বাচ্চা যবহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা যব ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। তখন নাবী (ﷺ) উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে বললেন, হে পরিখা খননকারীরা! জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চল। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরি করবে না। আমি (বাড়ীতে) আসলাম এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবা-ই-কিরামসহ আসলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। এরপর সে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি ডেকচির কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লালা মিশিয়ে এর জন্য বারাকাতের দু'আ করলেন। তারপর বললেন, রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক। সে আমার কাছে বসে রুটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশত বেড়ে দিক। তবে (উনুন হতে) ডেকচি নামাবে না। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বাকী খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি আগের মতই টগবগ করছিল আর আমাদের আটার খামির থেকেও আগের মতই রুটি তৈরি হচ্ছিল। [৩০৭০] (আ.প্র. ৩৭৯৬, ই.ফা. ৩৭৯৯)

৪১০৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ جَاءُواكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَتْ كَأَن كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْحُنْدَقِ.

৪১০৩. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উঁচু অঞ্চল ও নীচু অঞ্চল হতে এবং তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল” - (সূরাহ আল-আহযাব ৩৩/১০)। তিনি বলেন, এ আয়াতখানা খন্দকের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। (আ.প্র. ৩৭৯৭, ই.ফা. ৩৮০০)

৪১০৪. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْفُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْحُنْدَقِ حَتَّىٰ أَعْمَرَ بَطْنَهُ أَوْ اغْبَرَّ بَطْنَهُ يَقُولُ:
وَاللَّهِ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَأَنْزَلَنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَتَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَأَقَيْنَا
إِنَّ الْأَلَىٰ قَدْ بَعَّوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةَ آبِينَا
وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ أَبِينَا أَبِينَا.

৪১০৪. বারাআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) খন্দক যুদ্ধের দিন মাটি বহন করেছিলেন। এমনকি মাটি তাঁর পেট ঢেকে ফেলেছিল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাঁর পেট ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি বলছিলেন :

আল্লাহর কসম! আল্লাহ হিদায়াত না করলে আমরা হিদায়াত পেতাম না,
দান সদাকাহ করতাম না এবং সলাতও আদায় করতাম না।
সুতরাং (হে আল্লাহ!) আমাদের প্রতি রাহমাত অবতীর্ণ করুন
এবং আমাদেরকে শত্রুর সঙ্গে মুকাবালা করার সময় দৃঢ়পদ রাখুন।
নিশ্চয়ই মাক্কাহুবাশীরা আমাদের প্রতি বিদ্রোহ করেছে।
যখনই তারা ফিতনার প্রয়াস পেয়েছে তখনই আমরা এড়িয়ে গেছি।

শেষের কথাগুলো বলার সময় নাবী (ﷺ) উচ্চৈঃস্বরে “এড়িয়ে গেছি”, “এড়িয়ে গেছি” বলে উঠেছেন। [২৮৩৬] (আ.প্র. ৩৭৯৮, ই.ফা. ৩৮০১)

৪১০৫. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكَتُ عَادُ بِاللَّبُورِ.

৪১০৫. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنهما) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে পূর্বের বাতাস দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, আর আদ জাতিকে পশ্চিমা বাতাস দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। [১০৩৫] (আ.প্র. ৩৭৯৯, ই.ফা. ৩৮০২)

৩৭ কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী যখন মাদীনাহকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল এই আশায় যে, তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখলে তাদের যখন রসদ ফুরিয়ে যাবে তখন তারা এমনিতেই আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমাতে একদিন রাতের বেলা

১১০৬. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَخَنَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى عَيْنِي الْعُبَارُ جِلْدَةً بَطْنِهِ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَسَمِعْتُهُ يَرْجُرُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَهُوَ يَنْقُلُ مِنَ التُّرَابِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَأَنْزَلْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَتَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقَيْنَا
إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَعَّغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِثْنَةَ آبَائِنَا
قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا.

৪১০৬. বারাআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) পরিখা খনন করেছেন। আমি তাঁকে খন্দকের মাটি বহন করতে দেখেছি। এমনকি ধূলাবালি পড়ার কারণে তার পেটের চামড়া ঢেকে গিয়েছিল। তিনি অধিকতর পশম বিশিষ্ট ছিলেন। সে সময় আমি নাবী (ﷺ)-কে মাটি বহন রত অবস্থায় ইবনু রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করে শুনেছি। তিনি বলছিলেন :

হে আল্লাহ! আপনি যদি হিদায়াত না করতেন তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না,
আমরা সদাকাহ করতাম না এবং আমরা সলাতও আদায় করতাম না।

সুতরাং আমাদের প্রতি আপনার শাস্তি অবতীর্ণ করুন,
এবং দুশমনের সম্মুখীন হওয়ার সময় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন।
অবশ্য মাক্কাহ্বাসীরাই আমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছে,
তারা ফিতনা বিস্তার করতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি।

বর্ণনাকারী (বারাআ) বলেন, শেষের কথাগুলি তিনি টেনে আবৃত্তি করছিলেন। (২৮৩৬) (আ.প্র. ৩৮০০,

ই.ফা. ৩৮০৩)

১১০৭. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

৪১০৭. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে যে যুদ্ধে আমি অংশ নিয়েছিলাম সেটা খন্দকের যুদ্ধ ছিল। (আ.প্র. ৩৮০১, ই.ফা. ৩৮০৪)

১১০৮. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ.

পশ্চিম দিক থেকে আসা প্রবল মরু ঝড় কাফিরদের তাঁবুর খুঁটি উপড়ে ফেলে এবং সবকিছু লুণ্ঠন করে দেয়। ফলে তারা অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ ظَاوَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسَوْتُهَا تَنْظُفُ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَقَالَتِ الْحَقُّ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ وَأَخَشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ فَلَمْ تَدْعُهُ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلْيُظَلِّعْ لَنَا قَرْنَهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَهَلَّا أَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَلَلْتُ حُبُونِي وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْجَنَانِ قَالَ حَبِيبُ حُفِظَتْ وَعَصِمْتُ قَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَنَسَوْتُهَا.

৪১০৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হাফসাহ (رضي الله عنها)-এর কাছে গেলাম। সে সময় তাঁর চুলের বেগি থেকে ফোঁটা পানি বারছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি দেখছেন, (নেতৃত্বের ব্যাপারে) লোকজন কী সব করছে। নেতৃত্বের কোন অংশই আমার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নি। তখন তিনি বললেন, আপনি তাদের সঙ্গে যোগ দিন। কেননা তাঁরা আপনার অপেক্ষা করছে। আপনি তাদের থেকে পৃথক থাকলে বিচ্ছিন্নতা ঘটতে পারে বলে আমি আশঙ্কা করছি। হাফসাহ (رضي الله عنها) তাঁকে বলতেই থাকলেন। শেষে তিনি গেলেন। এরপর লোকজন ওখান থেকে চলে গেলে মু'আবিয়াহ (رضي الله عنه) বক্তৃতা করে বললেন, ইমারতের ব্যাপারে কারো কিছু বলার ইচ্ছা হলে সে আমাদের সামনে মাথা তুলুক। এ ব্যাপারে আমরাই তাঁর ও তাঁর পিতার চেয়ে অধিক হাকদার। তখন হাবীব ইবনু মাসলামাহ (রহ.) তাঁকে বললেন, আপনি এ কথার জবাব দেননি কেন? তখন আবদুল্লাহ (ইবনু 'উমার) বললেন, আমি তখন আমার গায়ের চাদর ঠিক করলাম এবং এ কথা বলার ইচ্ছা করলাম যে, এ বিষয়ে ঐ ব্যক্তিই অধিক হাকদার যে ইসলামের জন্য আপনার ও আপনার পিতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তবে আমার এ কথায় ঐক্যে ফাটল ধরবে, রক্তপাত ঘটবে এবং আমার এ কথার অন্য রকম অর্থ করা হবে এ আশঙ্কা করলাম এবং আল্লাহ জান্নাতে যে নি'আমাত তৈরি করে রেখেছেন তা স্মরণ করলাম বলে কথা বলা থেকে বিরত থাকলাম। তখন হাবীব (রহ.) বললেন, আপনি (ফিতনা থেকে) রক্ষা পেয়েছেন এবং বেঁচে গেছেন। (আ.প্র. ৩৮০২, ই.ফা. ৩৮০৫)

٤١٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ نَغْرُوهُمْ وَلَا يَغْرُونَا.

৪১০৯. সুলাইমান ইবনু সুরাদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন নাবী (ﷺ) বলেছেন যে, এখন আমরাই তাদেরকে আক্রমণ করব, তারা আমাদের প্রতি আক্রমণ করতে পারবে না। (৪১১০) (আ.প্র. ৩৮০৩, ই.ফা. ৩৮০৬)

٤١١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ حِينَ أُجِلِّي الْأَحْزَابَ عَنْهُ الْآنَ نَغْرُوهُمْ وَلَا يَغْرُونَنَا حُنَّ نَسِيرًا إِلَيْهِمْ.

৪১১০. সুলাইমান ইবনু সুরাদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী মাদীনাহ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলে নাবী (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এখন থেকে আমরাই তাদেরকে আক্রমণ করব। তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। আর আমরা তাদের এলাকায় গিয়ে আক্রমণ চালাব। [৪১০৯] (আ.প্র. ৩৮০৪, ই.ফা. ৩৮০৭)

৪১১১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عِبْنِ رِضِيِّ أَنَّ اللَّهَ عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ مَلَآ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ وَقُبُورُهُمْ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوَسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

৪১১১. ‘আলী (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন বদদু‘আ করে বলেছিলেন, আল্লাহ তাদের ঘরবাড়ি ও কবর আগুন দ্বারা ভরে দিন। কারণ তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সলাতের সময় ব্যস্ত করে রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। [২৯৩১] (আ.প্র. ৩৮০৫, ই.ফা. ৩৮০৮)

৪১১২. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَيْدُكَ أَنْ أَصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَتَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بُظْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

৪১১২. জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, খন্দকের দিন সূর্যাস্তের পর ‘উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) এসে কুরায়শ কাফিরদের গালি দিতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সূর্যাস্তের পূর্বে আমি সলাত আদায় করতে পারিনি। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমিও আজ এ সলাত আদায় করতে পারিনি। [বর্ণনাকারী বলেন] অতঃপর আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বুতহান উপত্যকায় গেলাম। তিনি সলাতের জন্য ‘উযু করলেন। আমরাও সলাতের ‘উযু করলাম। তিনি সূর্যাস্তের পর আসরের সলাত আদায় করলেন তারপরে মাগরিবের সলাত আদায় করলেন। [৫৯৬] (আ.প্র. ৩৮০৬, ই.ফা. ৩৮০৯)

৪১১৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَأْتِينَا بِخَيْرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الرُّبَيْزِيُّ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِخَيْرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الرُّبَيْزِيُّ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِخَيْرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الرُّبَيْزِيُّ أَنَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الرُّبَيْزِيِّ.

৪১১৩. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, কুরায়শ কাফিরদের খবর আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? যুবায়র (رضي الله عنه) বললেন, আমি। তিনি (ﷺ) আবার বললেন, কুরায়শদের খবর আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? তখনও যুবায়র (رضي الله عنه) বললেন, আমি। তিনি পুনরায় বললেন, কুরায়শদের সংবাদ আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? এবারও যুবায়র (رضي الله عنه) বললেন, আমি। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, প্রত্যেক নাবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) ছিল। আমার হাওয়ারী হল যুবায়র। [২৮৪৬] (আ.প্র. ৩৮০৭, ই.ফা. ৩৮১০)

৬৪/৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَعَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحَدَّهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ.

৬৪/৩১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) (খন্দকের যুদ্ধের সময়) বলতেন, এক আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার অর্থে কোন ইলাহ নেই। তিনিই তাঁর বাহিনীকে মর্যাদাবান করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন। এরপর শত্রু ভয় বলতে আর কিছুই থাকল না। [মুসলিম ৪৮/১৮, হাঃ ২৭২৪, আহমাদ ১০৪১১] (আ.প্র. ৩৮০৮, ই.ফা. ৩৮১১)

৬৪/৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَعَبْدُهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنِزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعِ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلِّزْلَهُمْ.

৬৪/৩২. 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে দু'আ করে বলেছেন, হে কিতাব অবতীর্ণকারী ও তৎপর হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! আপনি সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করুন। [২৯৩৩] (আ.প্র. ৩৮০৯, ই.ফা. ৩৮১২)

৬৪/৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْعَزْوِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّسُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدَّهُ.

৬৪/৩৩. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) যুদ্ধ, হাজ্জ বা 'উমরাহ্ থেকে ফিরে আসতেন তখন প্রথমে তিনবার তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন, সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। সব বিষয়ে তিনিই সর্বশক্তিমান। আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাহকারী, তাঁরই 'ইবাদাতকারী। আমরা আমাদের প্রভুর কাছে সাজদাহকারী, তাঁরই প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন। [১৭৯৭] (আ.প্র. ৩৮১০, ই.ফা. ৩৮১৩)

৩১/৬৬. بَاب مَرْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَحْزَابِ وَخُرُوجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ.

৬৪/৩১. অধ্যায়: আহযাব যুদ্ধ থেকে নাবী (ﷺ)-এর প্রত্যাবর্তন এবং

তাঁর বনু কুরাইযাহ অভিযান ও তাদেরকে অবরোধ।

৪১১৭. حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْحَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاعْتَسَلَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتَاهُ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِمْ قَالَ فَإِلَى أَيْنَ قَالَ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ.

৪১১৭. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অস্ত্র রেখে গোসল করেছেন। এমনি মুহূর্তে তাঁর কাছে জিবরীল (عليه السلام) এসে বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমরা তা খুলিনি। তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে চলুন। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বনু কুরাইযাহর প্রতি ইশারা করে বললেন, ঐ দিকে। তখন নাবী (ﷺ) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। [৪৬৩] (আ.প্র. ৩৮১১, ই.ফা. ৩৮১৪)

৪১১৮. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْعَبَارِ سَاطِعًا فِي رُقَاقِ بَنِي عَنَمٍ مَوْكِبَ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ.

৪১১৮. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু গান্ম গোত্রের গলিতে জিবরীল বাহিনীর গমনে উদ্ভিত ধূলারাশি এখনো দেখতে পাচ্ছি, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন বানু কুরাইযার দিকে যাচ্ছিলেন। [৩২১৪] (আ.প্র. ৩৮১২, ই.ফা. ৩৮১৫)

৪১১৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَهْمَةَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَهْمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَيِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

৪১১৯. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আহযাব যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ শেষে) বললেন, বনু কুরাইযায় না পৌঁছে কেউ 'আসরের সলাত আদায় করবে না। ৩৮ তাদের একাংশের

৩৮ বনু কুরাইযাহর বিশ্বাসঘাতকার কারণে আহযাব যুদ্ধের দিন যুদ্ধ শেষে নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশ মতে মুসলিম বাহিনী বনু কুরাইযা রওয়ানা হন। নাবী (ﷺ) বনু কুরাইযাহকে তাদের কৃতকর্মের কারণ দর্শানোর জন্য ডেকে পাঠান। কিন্তু বনু কুরাইযাহ তখন দুর্গদ্বার বন্ধ করে দেয় এবং যুদ্ধের পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ সময় মুসলিমগণ জানতে পারেন যে, বনু নাবীরের নেতা হুইয়াই ইবনু আখতায যে বনু কুরাইযাহকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে এসেছিল সেও দুর্গের মধ্যে বিদ্যমান। বনু কুরাইযাহর বিশ্বাসঘাতকার এটাই প্রথম ঘটনা ছিল না। বাদুর যুদ্ধেও এরা কুরায়শদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলেও রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তারা দুর্গ বন্ধ করে দেয় বাধ্য হয়েই মুসলিমদেরকে যুদ্ধ করতে হয়েছি। যিলহাজ্জ মাসে তাদের দুর্গ অবরোধ করা হয়েছিল যা পঁচিশ দিন স্থায়ী ছিল। এ অবরোধের ফলে তারা কঠিন সংকটে পতিত হয়। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সম্মত করে নিল যে, তাউস গোত্রের সা'আদ ইবনু মু'আযকে বিচারক বানিয়ে দেয়া হোক। এবং তিনি যে মীমাংসা দিবেন সেটাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও মেনে নিবেন। হয়ত তারা এটা ভেবেছিল যে, যেহেতু তাউস গোত্রের মুসলিমদের সাথে তাদের পূর্বে বন্ধুত্ব ছিল তাই তারা মনে করলো যে, নিচুই তারা তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অপেক্ষা হালকা শাস্তি দিবে। আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি যে ফায়সালা দিলেন তা হলো ৪ (১) বনু কুরাইযাহর পুরুষ যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে। (২) মহিলা ও শিশুদেরকে দাস-দাসী বানিয়ে নেয়া হবে। (৩) ধন-সম্পদ বন্টন করে নেয়া হবে। কিন্তু আবু সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) যে বর্ণনা করেছেন তাতে তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে দাস দাসী বানিয়ে নেয়ার কথা উল্লেখ নেই।

পশ্চিমধ্যে আসরের সলাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌছার আগে সলাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই সলাত আদায় করব, সময় হলেও রাস্তায় সলাত আদায় করা যাবে না উদ্দেশ্য তা নয়। বিষয়টি নাবী (ﷺ)-এর কাছে বলা হলে তিনি তাদের কোন দলের প্রতিই অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেননি। [৯৪৬] (আ.প্র. ৩৮১৩, ই.ফা. ৩৮১৬)

৬১২০. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَن أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ التَّخْلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ فُرْنِظَةً وَالتَّضْيِرَ وَإِنَّ أَهْلِي أَمْرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أُعْطَوهُ أَوْ بَعْضَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أَمْ أَيْمَنَ فَجَاءَتْ أَمْ أَيْمَنَ فَجَعَلْتُ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي تَقُولُ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لَكَ كَذَا وَتَقُولُ كَلَّا وَاللَّهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ كَمَا قَالَ.

৪১২০. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নাবী (ﷺ)-কে খেজুর গাছ হাদিয়া দিতেন। অতঃপর যখন তিনি বানু নাযীর এবং বানু কুরাইযাহর উপর জয়লাভ করলেন তখন আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে নির্দেশ দিল, যেন আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে তাদের দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ অথবা কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ তাঁর নিকট থেকে ফেরত গ্রহণের ব্যাপারে নিবেদন করি। আর নাবী (ﷺ) ঐ গাছগুলো উম্মু আইমান (رضي الله عنها)-কে দান করেছিলেন। উম্মু আইমান (رضي الله عنها) আসলেন এবং আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে বললেন, এটা কক্ষণো হতে পারে না। সেই আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি ঐ গাছগুলো তোমাকে আর দেবেন না। তিনি এগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) যেমন তিনি বলেছেন। এদিকে নাবী (ﷺ) বলছিলেন, তুমি ঐ গাছগুলোর বদলে আমার নিকট থেকে এত এত পাবে। কিন্তু উম্মু আইমান (رضي الله عنها) বলছিলেন, আল্লাহর কসম! এটা কক্ষণো হতে পারে না। অবশেষে নাবী (ﷺ) তাকে দিলেন। বর্ণনাকারী আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আমার মনে হয় নাবী (ﷺ) বললেন, এর দশগুণ অথবা যেমন তিনি বলেছেন। [২৬৩০; মুসলিম ৩২/২৪, হাঃ ১৭৭১] (আ.প্র. ৩৮১৪, ই.ফা. ৩৮১৭)

৬১২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَ أَهْلُ فُرْنِظَةَ عَلَى حُصَمِ سَعِيدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سَعِيدٍ فَأَتَى عَلَى جِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذُرَارِيَهُمْ قَالَ فَصَيَّتْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَبَّمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ.

তাদের নিজেদের মনোনীত ও নির্বাচিত বিচারক ঠিক ঐ ফায়সালাই দিলেন যা ইয়াহূদীরা তাদের শত্রুদেরকে দিয়ে থাকতো, যা তাদের শরী'আতে আছে। (উর্দু তরজমা কাদীম হিন্দুস্তান কী তাহযীব)

এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে যে, যদি বনু কুরাইযা তাদের ব্যাপারটা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর অর্পণ করতো তাহলে তাদেরকে তিনি বড়জোর এ শাস্তি দিতেন যে, তাদেরকে বলতেন : “যাও তোমরা খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন কর।” যেমনটি করেছিলেন বনু কাইনুক ও বনু নাযীরের ব্যাপারে। কেননা এরূপ ফায়সালার পরও রসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু কুরাইযার কয়েকজনের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ভিন্ন ফায়সালা কার্যকর করেছিলেন। যেমন ইয়াহূদী যুবায়েরের জন্য নির্দেশ ছিল যে, তার স্ত্রী-পুত্র, পরিবার ও ধনমাল সহ মুক্ত করে দেয়া হোক। অনুরূপ রিফা'আহজ ইবনু শামুঈল নামক ইয়াহূদীকেও তিনি রেহাই দিয়েছিলেন। (তারীখে তাবারী ৫৭ ও ৫৮ পৃষ্ঠা)

৪১২১. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু মু'আয (رضي الله عنه)-এর বিচার মতে বানী কুরাইযাহ গোত্রের লোকেরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসল। নাবী (ﷺ) সা'দকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি গাধায় চড়ে আসলেন। তিনি মাসজিদে নাবাবীর নিকটবর্তী হলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আনসার সহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতা বা সর্বোত্তম লোককে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। (অতঃপর) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এরা তোমার ফায়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের সম্ভাদেবকে বন্দী করা হবে। নাবী (ﷺ) বললেন, হে সা'দ! তুমি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ফায়সালা দিয়েছ। কোন কোন সময় তিনি বলেছেন, তুমি সকল রাজার রাজা আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক ফায়সালা করেছ। [৩০৪৩] (আ.প্র. ৩৮১৫, ই.শা. ৩৮১৮)

১২২. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يُحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ جَبَّانُ بْنُ الْعَرِيقَةِ وَهُوَ جَبَّانُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ بَنِي مَعِيصٍ بِنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيَّ ﷺ حَيْمَةَ فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُوذَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاعْتَسَلَ فَأَتَاهُ جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْعُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَزَلُّوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقَاتِلَ الْمُقَاتِلَةَ وَأَنْ تُسَبِيَ النِّسَاءَ وَالذَّرِيَّةَ وَأَنْ تُقَسَمَ أَمْوَالُهُمْ قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبٍ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَقْبِنِي لَهُ حَتَّى أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَأَفْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا فَانْفَجَرْتُ مِنْ لَبْتِيهِ فَلَمْ يَرْعُهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ حَيْمَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْحَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ بَيْلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْدُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

৪১২২. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (رضي الله عنه) আহত হয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্রের হিব্বান ইবনু আরেকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর উভয় বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীর বিদ্ধ করেছিল। নিকট থেকে তার সেবা করার জন্য নাবী (ﷺ) মাসজিদে নাবাবীতে একটি তাঁবু তৈরি করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যখন হাতিয়ার রেখে গোসল শেষ করলেন তখন জিব্রীল (ﷺ) নিজ মাথার ধূলাবালি ঝাড়তে ঝাড়তে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে হাজির হলেন এবং বললেন, আপনি হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি এখনো তা রেখে দেইনি। চলুন তাদের দিকে। নাবী (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন কোথায়? তিনি বানী কুরাইযাহ গোত্রের প্রতি ইশারা করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু কুরাইযার মহল্লায় এলেন। অবশেষে তারা রসূলুল্লাহ

(ع) -এর ফায়সালা মান্য করে দূর্গ থেকে নিচে নেমে এল। কিন্তু তিনি ফয়সালার ভার সা'দ (ع) -এর উপর ন্যস্ত করলেন। তখন সা'দ (ع) বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এই ফায়সালা দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ বন্টন করা হবে। বর্ণনাকারী হিশাম (রহ.) বলেন, আমার পিতা 'আয়িশাহ (ع) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ (ع) আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে কোন কিছুই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। যে সম্প্রদায় আপনার রসূলকে মিথ্যাচারী বলেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে হে আল্লাহ! আমি মনে করি (খন্দক যুদ্ধের পর) আপনি তো আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। যদি এখনো কুরায়শদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ বাকী থেকে থাকে তাহলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন, যাতে আমি আপনার রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। আর যদি যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়ে থাকেন তাহলে ক্ষত হতে রক্ত প্রবাহিত করুন আর তাতেই আমার মৃত্যু দিন। এরপর তাঁর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে তা প্রবাহিত হতে লাগল। মাসজিদে বানী গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে তারা বললেন, হে তাঁবুবাসীগণ! আপনাদের দিক থেকে এসব কী আমাদের দিকে আসছে? পরে তাঁরা জানলেন যে, সা'দ (ع) -এর ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এ জখমের কারণেই তিনি মারা যান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্টি থাকুন। [৪৬৩; মুসলিম ৩২/২২, হাঃ ১৭৬৯, আহমাদ ২৪৩৪৯] (আ.প্র. ৩৮১৬, ই.ফা. ৩৮২০)

৬১২৩. حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجَبْرِئِلَ مَعَكَ

৪১২৩. 'আদী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বারাআ (ع) -কে বলতে শুনেছেন যে, নাবী (ﷺ) হাস্‌সান (ع) -কে বলেছেন, কবিতার দ্বারা তাদের (কাফিরদের) দোষত্রুটি বর্ণনা কর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করার জবাব দাও। জিবরীল (ع) তোমার সঙ্গে থাকবেন। [৩২১৩] (আ.প্র. ৩৮১৭, ই.ফা. ৩৮২০)

৬১২৪. وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ أَهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جَبْرِئِلَ مَعَكَ.

৪১২৪. (অন্য এক সানাদে) ইবরাহীম ইবনু তাহ্মান (রহ.) বারাআ ইবনু 'আযিব (ع) থেকে অধিক বর্ণনা করে বলেছেন, নাবী (ﷺ) বানু কুরাইযাহ'র সঙ্গে যুদ্ধের দিন হাস্‌সান ইবনু সাবিত (ع) -কে বলেছিলেন (কবিতা আবৃত্তি করে) মুশরিকদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধর। এ ব্যাপারে জিবরীল (ع) তোমার সঙ্গী। [৩২১৩] (আ.প্র. ৩৮১৭, ই.ফা. ৩৮২০)

৩৯ হাস্‌সান ইবনু সাবিত (ع) -কে রসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর কবি বা ইসলামের কবি বলা হতো। কারণ, কাফির কবিরা যেমন আল্লাহর রসূল ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা ও বদনাম করতো তেমনি তিনিও কাফিরদেরকে কবিতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে তার জবাব দিতেন।

৩২/৬৬. بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

৬৪/৩২. অধ্যায়: যাতুর রিকা-র যুদ্ধ।

وَهِيَ غَزْوَةُ مُحَارِبٍ حَصَفَةَ مِنْ بَنِي نَعْلَبَةَ مِنْ عَطْفَانَ فَتَزَلَّ تَحْلًا وَهِيَ بَعْدَ حَيْبَرَ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى جَاءَ بَعْدَ حَيْبَرَ.

গাতফানের শাখা গোত্র বনু সালাবার অন্তর্ভুক্ত খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের সঙ্গে এ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ) নাখলা নামক স্থানে অবতরণ করেছিলেন। খায়বার যুদ্ধের পর এ যুদ্ধ হয়েছিল। কেননা আবু মুসা (رضي الله عنه) খায়বার যুদ্ধের পর (হাবশা থেকে) এসেছিলেন।

٤١٢٥. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْحَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْحَوْفَ بِذِي قَرْدٍ

৪১২৫. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) সপ্তম যুদ্ধ তথা যাতুর রিকার যুদ্ধে তাঁর সহাবীগণকে নিয়ে সলাতুল খাওফ আদায় করেছেন। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, নাবী (ﷺ) যুকারাদ-এর যুদ্ধে সলাতুল খাওফ আদায় করেছেন। [৪১২৬, ৪১২৭, ৪১৩০, ৪১৩৭] (আ.প্র. অনুচ্ছেদ. ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

٤١٢٦. وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ

بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَنَعْلَبَةَ

৪১২৬. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, মুহারিব ও সালাবা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় নাবী (ﷺ) সহাবীবর্গকে সঙ্গে নিয়ে সলাতুল খাওফ আদায় করেছেন। [৪১২৫] (আ.প্র. অনুচ্ছেদ. ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

٤١٢٧. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهَبَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعْتُ جَابِرًا حَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ تَحْلِ فَلَقِيَّ جَمْعًا مِنْ عَطْفَانَ فَلَمْ يَكُنْ يَتَأَلَّ وَأَخَافُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ رُكْعَتَيْ الْحَوْفِ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْقَرْدِ.

৪১২৭. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) নাখলা নামক স্থান থেকে যাতুর রিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গাতফান গোত্রের একটি দলের সম্মুখীন হন। কিন্তু সেখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। উভয় পক্ষ পরস্পর ভীতি প্রদর্শন করেছিল মাত্র। তখন নাবী (ﷺ) দু'রাক'আত সলাতুল খাওফ আদায় করেন। ইয়াযীদ (রহ.) সালামাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে যুকারাদ-এর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। [৪১২৫; মুসলিম ৬/৫৭, হাঃ ৮৪৩] (আ.প্র. অনুচ্ছেদ. ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

৪০ মাদীনাহ'র অনতিদূরে গাতফান এলাকার নিকটস্থ একটি স্থানের নাম।

৬১২৮. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ وَخُنَّ سَيْتُهُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَمِبُهُ فَتَقَبَّثْنَا وَقَبَّثَتْ قَدَمَائِي وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي وَكُنَّا نَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْحِرْقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْحِرْقِ عَلَى أَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أُذْكَرَهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاءً.

৪১২৮. আবু মুসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন যুদ্ধে আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা ছিলাম ছয়জন। আমাদের কাছে ছিল মাত্র একটি উট। পালাক্রমে আমরা এর পিঠে চড়তাম। (হেঁটে হেঁটে) আমাদের পা ফেটে যায়। আমার পা দু'খানাও ফেটে গেল, নখগুলো খসে পড়ল। এ কারণে আমরা পায়ে নেকড়া জড়িয়ে নিলাম। এ জন্য একে যাতুর রিকা' যুদ্ধ বলা হয়। কেননা এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দিয়ে পট্রি বেঁধেছিলাম। আবু মুসা (رضي الله عنه) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভাল মনে করি না। সম্ভবত তিনি তার কোন 'আমাল প্রকাশ করাকে অপছন্দ করতেন। [মুসলিম ৩২/৫০, হাঃ ১৮১৬] (আ.প্র. ৩৮১৮, ই.ফা. ৩৮২১)

৬১২৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهُ الْعُدُوَّ فَصَلَّى بِالنَّبِيِّ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ تَبَّتْ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَّاهُ الْعُدُوَّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ تَبَّتْ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ

৪১২৯. সালিহ ইবনু খাওয়াত (رضي الله عنه) এমন একজন সহাবী থেকে বর্ণনা করেন যিনি যাতুর রিকা'র যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সলাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে কাতারে দাঁড়ালেন এবং অপর দলটি থাকলেন শত্রুর সম্মুখীন। এরপর তিনি তার সঙ্গে দাঁড়ানো দলটি নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মুজাদীগণ তাদের সলাত পূর্ণ করে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর দ্বিতীয় দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাক'আত আদায় করে স্থির হয়ে বসে থাকলেন। এরপর মুজাদীগণ তাদের নিজেদের সলাত সম্পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। [মুসলিম ৬/৫৭, হাঃ ৮৪২] (আ.প্র. ৩৮১৯, ই.ফা. ৩৮২২)

৬১৩. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَنْخُلُ فَدَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ.

تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي ﷺ في غزوة بني أنمار

৪১৩০. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমরা নাখলা নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এরপর জাবির (رضي الله عنه) সলাতুল খাওফের কথা উল্লেখ করেন। এ হাদীসের ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, সলাতুল খাওফ সম্পর্কে আমি যত হাদীস শুনেছি এর মধ্যে এ হাদীসটিই সবচেয়ে উত্তম। [৪১২৫]

লায়স (রহ.) কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (رضي الله عنه) থেকে নাবী (ﷺ) গাযওয়ায়ে বনু আনমারে সলাতুল খাওফ আদায় করেছেন।

এই বর্ণনায় মু'আয (رضي الله عنه)-এর অনুসরণ করেছেন। (আ.প্র. ৩৮১৯, ই.ফা. ৩৮২২)

٤١٣١. حدثنا مسددٌ حدثنا يحيى بن سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةً مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وَجُوهَهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أَوْلِيكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رُكْعَةً فَلَهُ ثِنْتَانِ ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ

حدثنا مسددٌ حدثنا يحيى عن شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى سمع القاسم أخبرتني صالح بن خوات عن سهل حديثه قوله تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي ﷺ في غزوة بني أنمار

৪১৩১. সাহল ইবনু আবু হাসমাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সলাতুল খাওফে) ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। একদল থাকবেন তাঁর সঙ্গে এবং অন্যদল শত্রুদের মুখোমুখী হয়ে তাদের মুকাবালায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। তখন ইমাম তাঁর পেছনের একদল নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করবেন। এরপর সলাতরত দলটি নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রুকু ও দু' সাজদাহসহ আরো এক রাক'আত সলাত আদায় করে ঐ দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন। এরপর তারা এলে ইমাম তাদের নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করবেন। এভাবে ইমামের দু'রাক'আত সলাত পূর্ণ হয়ে যাবে। আর পিছনের লোকেরা রুকু সাজদাহসহ আরো এক রাক'আত সলাত আদায় করবেন। (আ.প্র. ৩৮২০, ই.ফা. ৩৮২৩)

সাহল ইবনু আবু হাসমাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) একইভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ৩৮২১, ই.ফা. ৩৮২৪)

সাহল (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসটির ন্যায় বর্ণনা করেছেন। [মুসলিম ৬/৫৭, হাঃ ৮৪১]
(আ.প্র. ৩৮২২, ই.ফা. ৩৮২৫)

১১৩২. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال عروث مع رسول الله ﷺ قیل نجد فوازيتنا العدو فصاففتنا لهم.

৪১৩২. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে নাজদ এলাকায় যুদ্ধ করেছি। এ যুদ্ধে আমরা শত্রুদের মুকাবালা করেছিলাম এবং তাদের সম্মুখে কাতারে দাঁড়িয়েছিলাম। [৯৪২] (আ.প্র. ৩৮২৩, ই.ফা. ৩৮২৬)

১১৩৩. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله ﷺ صلى يأخذي الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم أوليك فجاء أوليك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقصوا ركعتهم وقام هؤلاء فقصوا ركعتهم.

৪১৩৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) একদল সঙ্গে নিয়ে সলাত আদায় করেছেন। অন্যদরকে রেখেছেন শত্রুর মুকাবালায়। তারপর সলাতরত দলটি এক রাক'আত আদায় করে তাঁরা শত্রুর মুকাবালায় নিজ সাথীদের স্থানে চলে গেলেন। অতঃপর অন্য দলটি আসলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তাঁরা তাদের বাকী আরেক রাক'আত আদায় করলেন এবং শত্রুর মুকাবালায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার আগের দলটি এসে তাদের বাকী রাক'আতটি পূর্ণ করলেন। [৯৪২] (আ.প্র. ৩৮২৪, ই.ফা. ৩৮২৭)

১১৩৪. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبر أنه غزا مع رسول الله ﷺ قیل نجد.

৪১৩৪. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি নাজদ এলাকায় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। [২৯১০] (আ.প্র. ৩৮২৫, ই.ফা. ৩৮২৮)

১১৩৫. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله ﷺ قیل نجد فلما قفل رسول الله ﷺ قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء فنزل رسول الله ﷺ وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر ونزل رسول الله ﷺ تحت سمرق فعلق بها سيفه قال جابر فبينما نومة ثم إذا رسول الله ﷺ يدعوننا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله ﷺ إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتنا فقال لي من يمنعك مني قلت الله فما هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله ﷺ.

৪১৩৫. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি নাজ্দ এলাকায় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে রসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করলেন। পথিমধ্যে কাঁটা গাছ ভরা এক উপত্যকায় মধ্যাহ্নের সময় তাঁদের ভীষণ গরম অনুভূত হল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এখানেই অবতরণ করলেন। লোকজন ছায়াদার বৃক্ষের খোঁজে কাঁটাবনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি বাবলা গাছের নিচে অবস্থান করে তরবারিখানা গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। জাবির (رضي الله عنه) বলেন, সবেমাত্র আমরা নিদ্রা গিয়েছি। এমন সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ডাকতে লাগলেন। আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে এক বেদুঈন বসা ছিল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার তরবারিখানা হস্তগত করে কোষমুক্ত অবস্থায় তা আমার উপর উঁচিয়ে ধরলে আমি জেগে যাই। তখন সে আমাকে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? আমি বললাম, আল্লাহ। দেখ না, এ-ই তো সে বসা আছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে কোন প্রকার শাস্তি দিলেন না। [২৯১০; মুসলিম ৬/৫৭, হাঃ ৮৪৩] (আ.প্র. ৩৮২৫, ই.ফা. ৩৮২৮)

৪১৩৬. وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا بَحْيُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرَّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَأَخْرَطَهُ فَقَالَ نَحْفَانِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رُكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رُكْعَتَانِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ اسْمُ الرَّجُلِ عَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبٌ خَصَفَةَ

৪১৩৬. (অপর এক সানাদে) আবান (রহ.) জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যাতুর রিকার' যুদ্ধে আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি ছায়াদার বৃক্ষের কাছে গিয়ে পৌঁছলে নাবী (ﷺ)-এর জন্য আমরা তা ছেড়ে দিলাম। এমন সময় এক মুশরিক ব্যক্তি এসে গাছের সঙ্গে লটকানো নাবী (ﷺ)-এর তরবারিখানা হাতে নিয়ে তা তাঁর উপর উঁচিয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও কি? তিনি বললেন, না। এরপর সে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ। এরপর নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণ তাকে ধমক দিলেন। এরপর সলাত আরম্ভ হলে তিনি সহাবীদের একটি দলকে নিয়ে দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। তারা এখান থেকে সরে গেলে অপর দলটি নিয়ে তিনি আরো দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। এভাবে নাবী (ﷺ)-এর হ'ল চার রাক'আত এবং সহাবীদের হ'ল দু'রাক'আত সলাত। (অন্য এক সূত্রে) মুসাদ্দাদ (রহ.) আবু বিশর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ)-এর প্রতি যে লোকটি তলোয়ার উঁচু করেছিল তার নাম হল গাওরাস ইবনু হারিস। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ অভিযানে খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। [২৯১০] (আ.প্র. ৩৮২৫, ই.ফা. ৩৮২৮)

৪১৩৭. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَخْلٍ فَصَلَّى الْحَوْفَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدِ صَلَاةِ الْحَوْفِ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَيَّامَ حَيْبَرِ.

৪১৩৭. জাবির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নাখল নামক স্থানে আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এ সময় সলাতুল খাওফ আদায় করেছেন। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সলাতুল খাওফ আদায় করেছি। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) খায়বার যুদ্ধের সময় নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসেছিলেন। ১৪১২৫; মুসলিম ৬/৫৭, হাঃ ৮৪৩। (আ.প্র. ৩৮২৫, ই.ফা. ৩৮২৮)

৩৩/৬৬. بَابُ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ حُزَاعَةَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ

৬৪/৩৩. অধ্যায়: বানু মুসতালিকের যুদ্ধ। বানু মুসতালিক খুযা'আর একটি শাখা গোত্র। এ যুদ্ধকে মুরায়সীর যুদ্ধও বলা হয়।

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَذَلِكَ سَنَةَ سِتِّ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَقَالَ الثُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ
ইবনু ইসহাক (রহ.) বলেছেন, এ যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। মুসা ইবনু 'উকবাহ (রহ.) বলেছেন, ৪র্থ হিজরী সনে। নুমান ইবনু রাশিদ (রহ.) যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুরাইসীর যুদ্ধে ইফকের ঘটনা ঘটেছিল।

১১৩৮. حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبِيِّ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعَزَلَ وَقُلْنَا نَعَزَلَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَانَتْهُ.

৪১৩৮. ইবনু মুহাইরীয (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মাসজিদে প্রবেশ করে আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه)-কে দেখতে পেয়ে তার কাছে গিয়ে বসলাম এবং আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বানু মুসতালিকের যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। এ যুদ্ধে আরবের বহু বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। মহিলাদের প্রতি আমাদের মনে আসক্তি জাগে এবং বিবাহ-শাদী ব্যতীত এবং স্ত্রীহীন অবস্থা আমাদের জন্য কষ্টকর অনুভূত হয়। তাই আমরা আযল করা পছন্দ করলাম এবং তা করতে মনস্থ করলাম। তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মাঝে আছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই আমরা আযল করতে যাচ্ছি। আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওটা না করলে তোমাদের কী ক্ষতি? কিয়ামাত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, ততগুলোর আগমন ঘটবেই। ১২২৯; মুসলিম ৬/২১, হাঃ ১৪৩৮, আহমাদ ১১৮৩৯। (আ.প্র. ৩৮২৬, ই.ফা. ৩৮২৯)

১১৩৯. حدثنا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةٌ نَجِدُ فَلَمَّا أَدْرَكْتَهُ الْقَائِلَةَ وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاءِ فَتَزَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ

وَاسْتَنْظَلَ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَنْظِلُونَ وَيَبْتَئِنَّا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْنَا
فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَأَخْتَرْتُ سَيْفِي فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ
صَلُّنَا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هَذَا قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

৪১৩৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে যোগদান করেছি। কাঁটা গাছে ভরা উপত্যকায় প্রচণ্ড গরম লাগলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি গাছের নিচে অবতরণ করে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর তরবারিখানা লটকিয়ে রাখেন। সহাবীগণ সকলেই গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য ছড়িয়ে পড়লেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে দেখলাম, এক গ্রাম্য আরব তাঁর সামনে বসে আছে। তিনি বললেন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারিখানা নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। এতে আমি জেগে গিয়ে দেখলাম, সে খোলা তরবারি হাতে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, এখন তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এতে সে তরবারিখানা খাপে ঢুকিয়ে বসে পড়ে। এ-ই সেই লোক। বর্ণনাকারী জাবির (رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে কোন শাস্তি দিলেন না। [২৯১০] (আ.প্র. ৩৮২৭, ই.ফা. ৩৮৩০)

۳۴/۶۶. بَابُ غَزْوَةِ أَنْصَارٍ

৬৪/৩৪. অধ্যায়: আনমার-এর যুদ্ধ

৬১৬. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ أَنْصَارٍ يُصَلِّيَ عَلَى رِجْلَيْهِ مَتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا.

৪১৪০. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আনসারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে আনমার যুদ্ধে সাওয়রীতে আরোহণ করে মাশরিকের দিকে মুখ করে নাফল সলাত আদায় করতে দেখেছি। [৪০০] (আ.প্র. ৩৮২৮, ই.ফা. ৩৮৩১)

۳۵/۶۶. بَابُ حَدِيثِ الْإِفْكِ

৬৪/৩৫. অধ্যায়: ইফক-এর ঘটনা।

وَالْأَفْكَ بِمَنْزِلَةِ التَّجْسِيسِ وَالتَّجْسِيسُ يُقَالُ إِفْكُهُمْ وَأَفْكُهُمْ وَأَفْكُهُمْ فَمَنْ قَالَ أَفْكُهُمْ يَقُولُ صَرَفَهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ وَكَذَّبَهُمْ كَمَا قَالَ ﴿يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ﴾ يُصْرِفُ عَنْهُ مَنْ صَرَفَ

[ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন] إِفْكُ ও إِفْكُ এর মতো أُفِكَ و أُفِكَ শব্দটি تجسس ও تجسس এর মতো أُفِكَ ও أُفِكَ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। তাই আরবীয় লোকেরা বলেন, أَفْكُهُمْ و إِفْكُهُمْ -أَفْكُهُمْ, যিনি أَفْكُهُمْ পড়েছেন, তিনি বলেন যে, এর অর্থ তাদেরকে তিনি ঈমান হতে ফিরিয়ে রেখেছিলেন এবং তাদেরকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করেছিলেন।

६१६. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعيد عن صالح عن ابن شهاب قال
 حدثني عمرو بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن
 مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من
 حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث
 الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضها وإن كان بعضهم أوعى له من بعض قالوا قالت
 عائشة كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرا أفرغ بين أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ﷺ معه
 قالت عائشة فأفرغ بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله ﷺ بعد ما أنزل
 الحجاب فكنت أحمل في هودجتي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ﷺ من غزوته تلك وقفل دوتونا
 من المدينة فإلين آذن ليلة بالرجيل فقمنا حين آذنا بالرجيل فمسيت حتى جاوزت الجيش فلما
 قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمسك صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتسك
 عقدي فحبسني ابتعاؤه قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرجلوني فاحتملوا هودجتي فرحلوه على بعيري
 الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أنني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغسهن اللحم إنما
 يأكلن العلقمة من الطعام فلم يستنكر القوم حفة اليهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن
 فبعنوا الحمل فساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داج ولا
 حبيب فتيمنت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة في منزلي
 غلبتني عيني فبنت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي
 فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رأيي وكان رأيي قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني
 فحزرت وجهي بجلباني ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ
 راحلته فوطى على يدها فقمنا إليها فركبتها فانطلق يفود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في تحر
 الظهيرة وهم نزل قالت فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول
 قال عمرو أخطر أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه وقال عمرو أيضا لم
 يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثانة وحنمة بنت جحش في ناس آخرين لا
 علم لي بهم غير أنهم غضبه كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي ابن سلول قال
 عمرو كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال :

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ
الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجْعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ
أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَسْلِمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تَبِئَكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَلِكَ
يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَفَهْتُ فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَاحٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ وَكَانَ مُتَبَرِّزَنَا وَكُنَّا
لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُفْ قَرِيبًا مِنْ بِيُوتِنَا قَالَتْ وَأَمَرْنَا أَمْرَ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ فِي
الْبَرِيَّةِ قَبْلَ الْغَائِطِ وَكُنَّا نَتَأَدَّى بِالْكَفِّ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بِيُوتِنَا قَالَتْ فَاذْطَلَعْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَاحٍ وَهِيَ ابْنَةُ
أَبِي رَهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَهُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنُهَا مِسْطَاحُ بْنُ
أُثَالَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَاحٍ قَبْلَ بَيْتِي حِينَ فَرَعْنَا مِنْ شَأِينَا فَعَثَرْتُ أُمُّ مِسْطَاحٍ فِي
مِرْطَاحِهَا فَقَالَتْ تَعَسَّ مِسْطَاحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتَ أَنْسَبِينَ رَجُلًا شَهْدَ بَدْرًا فَقَالَتْ أَيُّ هِنْتَاةٍ وَلَمْ تَسْمَعِي
مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ فَأَخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ قَالَتْ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى
بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَبِئَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ أَتَأْذُنُ لِي أَنْ آتِي أَبَوَيَّ قَالَتْ وَأَرِيدُ أَنْ
أَسْتَقِينَ الْخَبَرَ مِنْ قَبْلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأَبِي يَا أُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا
بُنَيَّةُ هَوْنِي عَلَيْكَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا صَرَائِرُ إِلَّا كَثُرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ
فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرِقُّ لِي دَمْعٌ وَلَا
أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ
اسْتَلَبْتَ الرَّحِيَّ يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ

قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَسَارَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ
فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُصَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا
كَثِيرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَضْفُكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ أَيُّ بَرِيرَةَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكَ
قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً قَطُّ أَغْصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ
عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ

قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْدَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ صَرَبْتُ عَنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ قَالَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتُ عَمِيهِ مِنْ فَخِيدِهِ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ قَالَتْ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ احْتَمَلْتَهُ الْحَمِيَّةَ فَقَالَ لِسَعْدِ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَفْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرْ عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ يُقْتَلَ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَتَقْتُلْتَهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ

قَالَتْ فَتَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتِيلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتْ فَلَمَّ يَزِلُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْفِضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا وَسَكَتْ قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمَئِذٍ ذَلِكَ كُلُّهُ لَا يَرِقًا لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا يَرِقًا لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى إِنِّي لَأُظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ قَالِقُ كَيْدِي فَبَيَّنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنْتُ عَنِّي امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِيَ قَالَتْ فَبَيَّنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قَبِلَ مَا قَبِلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيِّبِرْتِكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهُ وَتُؤْنِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

قَالَتْ فَلَمَّا فَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ فَلَصَّ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِّي فِيمَا قَالَ فَقَالَ أَبِي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأَبِي أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا قَالَ قَالَتْ أَبِي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّينِ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَفَرَّرْتُ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ بِهِ فَلَمَّا قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَمَّا اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِي فَوَاللَّهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ ﴿فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذٍ بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بَرَاءَتِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ

اللَّهِ مُنْزِلٌ فِي سَأْنِي وَحَيًّا يُتَلَّى لِسَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحَقَّرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بَأْمِرٍ وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوَمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا فَوَاللَّهِ مَا رَأَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلَ الْجَمَانِ وَهُوَ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَسَرَّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَمَا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأكَ

قَالَتْ فَقَالَتْ لِي أَيُّ فُؤُوبٍ إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِنِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ الْعَشْرَ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَنَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقَرَهُ وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْقِصْلِ مِنْكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَفْوٌ رَجِيمٌ﴾ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ التَّفَقُّةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ لَزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمْتَ أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصْرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيئِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَظَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَوْلَاءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ إِنِّي الرَّجُلَ الَّذِي قَبِلَ لَهُ مَا قَبِلَ لَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَيْفِ أَنْتَى قَطُّ قَالَتْ ثُمَّ قَبِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

৪১৪১. 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র, সাঈদ ইবনু মুসায়্যিব, 'আলকামাহ ইবনু ওয়াক্বাস ও 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উত্বাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারীগণ তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। রাবী যুহরী (রহ.) বলেন, তারা প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিকভাবে বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) সম্পর্কে তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের কথাই ঠিকঠাকভাবে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশ অপরের বর্ণিত হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও তাদের একজন অন্যের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বর্ণনাকারীগণ বলেন, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সফরে যেতে ইচ্ছে করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নির্বাচনের জন্য) কোরা ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে সফরে যেতেন। 'আয়িশাহ

বলেন, এমনি এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম উঠে আসে। তাই আমিই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সফরে গেলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিলের পর ঘটেছিল। তখন আমাকে হাওদাসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এমনিভাবে আমরা চলতে থাকলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন এ যুদ্ধ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি (গৃহাভিমুখে) প্রত্যাবর্তন করলেন। ফেরার পথে আমরা মাদীনাহর নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলে আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী পেরিয়ে (সামনে) গেলাম। অতঃপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বৃকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি খোঁজ করতে লাগলাম। হার খুঁজতে খুঁজতে আমার আসতে দেবী হয়ে যায়। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদা উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম। তারা ভেবেছিলেন, আমি ওর মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যাভাবে মহিলারা তখন খুবই হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ মাংসল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদা উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তারা হালকা হাওদাটিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজ জায়গায় ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোন আহ্বানকারী এবং কোন জওয়াব দাতা সেখানে নেই। তখন আমি আগে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেয়ে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে ধরলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বানু সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল (রাঃ) [যাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য পশ্চাতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন] সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি সকালে আমার অবস্থানস্থলের কাছে এসে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাযিউন’ পড়লে আমি তা শুনে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ..... পাঠ ব্যতীত অন্য কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। পরে তিনি আমাকে সহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চললেন, অতঃপর ঠিক দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার উপর অপবাদ দিয়ে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সে হচ্ছে ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূ।

বর্ণনাকারী ‘উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তার (‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূ) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হত এবং আলোচনা করা হত আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত, খুব ভাল করে শুনত আর শোনা কথার ভিত্তিতেই ব্যাপারটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। ‘উরওয়াহ (রাঃ) আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্‌সান ইবনু সাবিত,

মিসতাহ ইবনু উসাসা এবং হামনা বিনত জাহাশ (رضي الله عنها) ব্যতীত আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা কয়েকজন লোকের একটি দল ছিল, এটুকু ব্যতীত তাদের ব্যাপারে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল-কুরআনে) মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সুলুল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ (رضي الله عنها) বলেন, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) এ ব্যাপারে হাসসান ইবনু সাবিত (رضي الله عنه)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাসসান ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) তো সেই লোক যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন,

আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত।

'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, অতঃপর আমরা মাদীনায় আসলাম। মাদীনাহয় এসে এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকেদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে থাকল। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমি জানি না। তবে আমি সন্দেহ করছিলাম এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর আগে আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে যে রকম স্নেহ-ভালবাসা পেতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল "তুমি কেমন আছ" জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে ভীষণ সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার আগে পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। উম্মু মিসতাহ (رضي الله عنها) (মিসতাহর মা) একদা আমার সঙ্গে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এটা ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার আগের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবের লোকদের অবস্থার মতো ছিল। তাদের মতো আমরাও পায়খানা করার জন্য ঝোপঝাড় চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, একদা আমি এবং উম্মু মিসতাহ "যিনি ছিলেন আবু রুহম ইবনু মুত্তালিব ইবনু 'আবদে মুনাফির কন্যা, যার মা সাখার ইবনু 'আমির-এর কন্যা ও আবু বাকর সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইবনু উসাসা ইবনু আব্বাদ ইবনু মুত্তালিব যার পুত্র" একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে উম্মু মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হাঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বাদুর যুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্বন্ধে কী কথা বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কী বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কী আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটা এ ব্যাপারটিকে হালকা করে ফেল। আল্লাহর কসম! সতীন আছে এমন স্বামীর সোহাগ লাভে ধন্যা সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে

বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বর্ণনা করেন, সারারাত আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার চোখের পানিও বন্ধ হল না এবং আমি ঘুমতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওয়াহী নাযিল হতে দেরি হওয়ায় রসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে ‘আলী ইবনু আবু তুলিব এবং উসামাহ ইবনু যায়দ رضي الله عنه-কে ডেকে পাঠালেন।

তিনি [‘আয়িশাহ رضي الله عنها] বলেন, উসামাহ رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি [নাবী ﷺ]-এর ভালবাসার কারণে বললেন, তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আর ‘আলী رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ব্যতীত আরো বহু মহিলা আছে। অবশ্য আপনি এ ব্যাপারে দাসী [বারীরাহ رضي الله عنها]-কে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বারীরাহ رضي الله عنها-কে ডেকে বললেন, হে বারীরাহ! তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহপূর্ণ আচরণ দেখেছ কি? বারীরাহ رضي الله عنها তাঁকে বললেন, সে আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাঁকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর সম্পর্কে কেবল এটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা কিশোরী, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বাকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে।

তিনি [‘আয়িশাহ رضي الله عنها] বলেন, সেদিন রসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে মিশরে বসে ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনু মু‘আত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার ব্যাপারেও আমি ভাল ব্যতীত কিছু জানি না। সে তো আমার সঙ্গেই আমার ঘরে যায়। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, বানী ‘আবদুল আশহাল গোত্রের সা‘দ (ইবনু মুআয) رضي الله عنه উঠে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খায়রাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই করব। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, এ সময় হাস্‌সান ইবনু সাবিত رضي الله عنه-এর মায়ের চাচাতো ভাই খায়রাজ গোত্রের নেতা সা‘ঈদ ইবনু উবাদা رضي الله عنه দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন : এ ঘটনার আগে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। গোত্রীয় অহঙ্কারে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা‘দ ইবনু মুআয رضي الله عنه-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা‘দ ইবনু মুআয رضي الله عنه-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনু হুযাইর رضي الله عنه সা‘দ ইবনু ‘উবাইদাহ رضي الله عنه-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলছ।

তিনি [‘আয়িশাহ رضي الله عنها] বলেন, এ সময় আউস ও খায়রাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে যায়। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প করে বসে। এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ মিশরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের শান্ত করলেন এবং নিজেও চূপ হয়ে গেলেন। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها

বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটলাম। চোখের ধারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও হয়নি। তিনি বলেন, আমি কান্না করছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। এমনি করে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমার একটুও ঘুম হয়নি। বরং অনবরত আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার কারণে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আক্বা-আম্মা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা কান্না করছিলাম এই মুহূর্তে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার পার্শ্বে এসে এভাবে তিনি আর বসেননি। এদিকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) একমাস অপেক্ষা করার পরও আমার ব্যাপারে তাঁর নিকট কোন ওয়াহী আসেনি। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, বসার পর রসূলুল্লাহ (ﷺ) কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, ‘আয়িশাহ তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা‘আলা তওবা কবুল করেন।

তিনি [‘আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে যায়। এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর টের করতে পারলাম না। তখন আমি আমার আক্বাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলছেন আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আক্বা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কী জবাব দিব তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কী উত্তর দিব তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশী পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনারদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমি ও আপনারা যে বিপাকে পড়েছি এর জন্য ইউসুফ (রাঃ)-এর পিতার কথা ব্যতীত আমি কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন : “কাজেই পূর্ণ ধৈর্য্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।” অতঃপর আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা‘আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন তবে আল্লাহর কসম, আমি কক্ষণো ভাবিনি যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াহী অবতীর্ণ করবেন যা পাঠ করা হবে। আমার সম্পর্কে আল্লাহ কোন কথা বলবেন আমি নিজেকে এতটা উত্তম মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অনেক অধম বলে ভাবতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হবে যার ফলে আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছেড়ে যাননি এবং ঘরের লোকজনও কেউ ঘর হতে বেরিয়ে যাননি। এমন সময় তাঁর উপর ওয়াহী অবতরণ শুরু হল। ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ ধরনের কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা হল। এমনকি ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মোতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ল ঐ বাণীর গুরুভারে,

যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। 'আয়িশাহ (رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি হাসিমুখে পহেলা যে কথা উচ্চারণ করলেন সেটা হল, হে 'আয়িশাহ! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

তিনি ['আয়িশাহ (رضي الله عنه) বলেন, এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে গিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি সম্মান কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ ব্যতীত কারো প্রশংসা করব না। 'আয়িশাহ (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) যে দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা হ'ল, "যারা এ অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সং ধারণা করেনি এবং বলেনি যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাচারী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং একে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপারে বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর ব্যাপার। এবং এ কথা শোনামাত্র তোমরা কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের জন্য উচিত নয়। আল্লাহ পবিত্র মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না; আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মভুদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেত না। আল্লাহ দয়র্দ্র ও পরম দয়ালু—(সূরাহ আন-নূর ২৪/১১-২০)। আমার পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন। আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবু বাক্র সিদ্দীক (رضي الله عنه) মিসতাহ ইবনু উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু 'আয়িশাহ (رضي الله عنه) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবু বাক্র সিদ্দীক (رضي الله عنه) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন—তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু—(সূরাহ আন-নূর ২৪/২২)। আবু বাক্র সিদ্দীক (رضي الله عنه) বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ (رضي الله عنه)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনঃ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে এ অর্থ দেয়া আর কখনো বন্ধ করব না। 'আয়িশাহ (رضي الله عنه) বললেন, আমার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়নাব বিনত জাহাশ (رضي الله عنها)-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যায়নাব (رضي الله عنها)-কে বলেছিলেন, তুমি 'আয়িশাহ (رضي الله عنه) সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হিফাযত করেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। 'আয়িশাহ (رضي الله عنه)

বলেন, নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর তাকওয়ার কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (رضي الله عنها) তাঁর পক্ষ নিয়ে অপবাদ রটনাকারীদের মতো অপবাদ ছড়াচ্ছিল। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেলেন।

বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা আমার কাছে যা পৌছেছে তা হলো এই : 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ মহান, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন রমণীর বস্ত্র অনাবৃত করে কোনদিন দেখিনি। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হন। [২৫৯৩] (আ.প্র. ৩৮২৯, ই.ফা. ৩৮৩২)

৪১৬২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَمَلَى عَلِيَّ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبْلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ قُلْتُ لَا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهْمَا كَانَ عَلِيٌّ مُسْلِمًا فِي شَأْنِهَا فَرَجَعُوهُ فَلَمْ يَرْجِعْ وَقَالَ مُسْلِمًا بِلَا شَكِّ فِيهِ وَعَلَيْهِ كَانَ فِي أَصْلِ الْعَتِيقِ كَذَلِكَ.

৪১৪২. যুহরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ওয়ালীদ ইবনু 'আবদুল মালিক (রহ.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নিকট কি এ খবর পৌছেছে যে, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর প্রতি অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে 'আলী (رضي الله عنه)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? আমি বললাম, না, তবে আবু সালামাহ ইবনু আবদুর রহমান ও আবু বাকর ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু হারিস নামক তোমার গোত্রের দু' ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে যে, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) তাদের দু'জনকে বলেছেন যে, 'আলী (رضي الله عنه) তার ব্যাপারে পুরোপুরি নির্দোষ ছিলেন। (আ.প্র. ৩৮৩০, ই.ফা. ৩৮৩৩)

৪১৬৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ رُوْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَةُ إِذْ وَلِحَتْ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ فَقَالَتْ أُمُّ رُوْمَانَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ ابْنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَتْ نَعَمْ فَخَرَّتْ مَعْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَقَاتَ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَى بِنَافِضٍ فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا نِيَابَهَا فَعَطَّيْتُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتَهَا الْحُمَى بِنَافِضٍ قَالَ فَلَعَلَّ فِي حَدِيثِ تَحَدَّثَ بِهِ قَالَتْ نَعَمْ فَمَعَدَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَئِن حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِن قُلْتُ لَا تَعْذِرُونِي مِثْلِي وَمِثْلَكُمْ كَيْغْفُوبَ وَبَنِيهِ ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ قَالَتْ وَانصَرَفَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَذْرَهَا قَالَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلَا بِحَمْدِكَ.

৪১৪৩. 'আয়িশাহ رضي الله عنها-এর মা উম্মু রুমান رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও 'আয়িশাহ رضي الله عنها উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক আনসারী মহিলা এসে বলতে লাগল আল্লাহ অমুক অমুককে ধ্বংস করুন। এ কথা শুনে উম্মু রুমান رضي الله عنها বললেন, তুমি কী বলছ? সে বলল, যারা অপবাদ রটিয়েছে তাদের মধ্যে আমার ছেলেও আছে। উম্মু রুমান رضي الله عنها জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কী? সে বলল, এই এই রটিয়েছে। 'আয়িশাহ رضي الله عنها বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। 'আয়িশাহ رضي الله عنها বললেন, আবু বাকরও কি শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। এ কথা শুনে 'আয়িশাহ رضي الله عنها বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে আসলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসল। তখন আমি একটা চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলাম। এরপর নাবী ﷺ এসে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর কি অবস্থা? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাঁর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হয়তো সে অপবাদের কারণে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ সময় 'আয়িশাহ رضي الله عنها উঠে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি কসম করি, তাহলেও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না, আর যদি ওয়র পেশ করি তবুও আমার ওয়র আপনারা গ্রহণ করবেন না, আমার এবং আপনাদের দৃষ্টান্ত নাবী ইয়াকুব عليه السلام এবং তাঁর ছেলেদের উদাহরণের মতো। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।" উম্মু রুমান رضي الله عنها বলেন, তখন নাবী ﷺ কিছু না বলেই চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত অবতীর্ণ করলেন। 'আয়িশাহ رضي الله عنها বললেন, একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করি অন্য কারো না, আপনারও না। [৩৩৮৮] (আ.প্র. ৩৮৩১, ই.ফা. ৩৮৩৪)

১১৪৪. حدثني يحيى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقْرَأُ ﴿إِذْ تَلَقُّوهُ بِالْسَنَتِكُمْ﴾ وَتَقُولُ الْوَلُوقُ الْكَذِبُ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا.

৪১৪৪. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত যে, তিনি আয়াতাত্বশ ﴿إِذْ تَلَقُّوهُ بِالْسَنَتِكُمْ﴾ পড়তেন এবং বলতেন الْوَلُوقُ অর্থ الْكَذِبُ - (সূরাহ আন-নূর ২৪/১৫)। ইবনু আবু মুলাইকাহ (রহ.) বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা 'আয়িশাহ رضي الله عنها অন্যান্যদের চেয়ে অধিক জানতেন। কারণ এ আয়াত তারই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। [৪৭৫২] (আ.প্র. ৩৮৩২, ই.ফা. ৩৮৩৫)

১১৪৫. حدثنا عثمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسْبُ حَسَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسِبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ يَنْسِي قَالَ لِأَسَلْتَنِكَ مِنْهُمْ كَمَا تَسَلُّ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَبَبْتُ حَسَانَ وَكَانَ مِمَّنْ كَثُرَ عَلَيْهَا

৪১৪৫. হিশামের পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ رضي الله عنها-এর সামনে হাসান ইবনু সাবিত رضي الله عنه-কে গালি দিতে লাগলে তিনি বললেন, তাঁকে গালি দিও না। কারণ তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। 'আয়িশাহ رضي الله عنها বলেছেন, হাসান ইবনু সাবিত رضي الله عنه কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের নিন্দাবাদ করার জন্য নাবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলে

তিনি বললেন, তুমি কুরাইশদের নিন্দায় কবিতা রচনা করলে আমার বংশকে কি পৃথক করবে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে তাদের থেকে এমনভাবে পৃথক করে রাখব যেমনিভাবে আটার খামির থেকে চুলকে পৃথক করা হয় ॥৩৫৩১

মুহাম্মাদ (রহ.) বলেছেন, ‘উসমান ইবনু ফারকাদ (রহ.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হিশাম (রহ.)-কে তার পিতা ‘উরওয়াহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি হাস্‌সান ইবনু সাবিত (رضي الله عنه)-কে গালি দিয়েছি। কেননা তিনি ছিলেন ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর প্রতি অপবাদ রটনাকারীদের একজন। (আ.প্র. ৩৮৩৩, ই.ফা. ৩৮৩৬)

٤١٤٦. عَدْنِي بِشَرِّ بْنِ خَالِدٍ أَحْبَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ :

حَصَّانٌ رَزَّانٌ مَا تَزُنُّ بِرَبِيبَةٍ وَتُضْبِحُ عَزْرَتِي مِنْ لُحُومِ الْعَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لِكَيْفِكَ لَسْتَ كَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذِينِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ فَقَالَتْ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يَهَابِي عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৪১৪৬. মাসরুক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর নিকট গেলাম। তখন তাঁর কাছে হাস্‌সান ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) তাঁকে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তিনি ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর প্রশংসায় বলছেন, “তিনি সতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও জ্ঞানবতী, তাঁর প্রতি কোন সন্দেহই আরোপ করা যায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন, তবুও অনুপস্থিত লোকদের গোশত খান না (অর্থাৎ গীবত করেন না)। এ কথা শুনে ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, কিছু আপনি তো এরূপ নন। মাসরুক (রহ.) বলেছেন যে, আমি ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)-কে বললাম, আপনি কেন তাকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দেন? অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলছেন, “তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, অক্ষত্ব থেকে কঠিনতর শাস্তি আর কী হতে পারে? তিনি তাঁকে আরো বলেন যে, হাস্‌সান ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষাবলম্বন করে কাফিরদের সঙ্গে মুকাবলা করতেন অথবা কাফিরদের বিপক্ষে নিন্দাপূর্ণ কবিতা রচনা করতেন। [৪৭৫৫, ৪৭৫৬; মুসলিম ৪৪/৩৪, হাঃ ২৪৮৮] (আ.প্র. ৩৮৩৪, ই.ফা. ৩৮৩৭)

بَابُ عَزْوَةِ الْحَدَيْبِيَّةِ

৬৪/৩৬. অধ্যায়: হুদাইবিয়াহর যুদ্ধ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

মহান আল্লাহর বাণী : মু‘মিনগণ যখন গাছের তলে আপনার নিকট বাই‘আত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। (সূরাহ ফাত্‌হ ৪৮/১৮)

৬১৪৭. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطْرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَبِفَضْلِ اللَّهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطْرْنَا بِنَجْمٍ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِبِ كَافِرٌ بِي.

৪১৪৭. যায়দ ইবনু খালিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়াহর বছর আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বের হলাম। এক রাতে খুব বৃষ্টি হল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিয়ে ফাজরের সলাত আদায় করলেন। এরপরে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা জান কি তোমাদের রব কী বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন (বৃষ্টির কারণে) আমার কতিপয় বান্দা আমার প্রতি ঈমান এনেছে, আর কেউ কেউ আমাকে অমান্য করেছে। যারা বলেছে, আল্লাহর রহমত, আল্লাহর দয়া এবং আল্লাহর ফয়লে আমাদের প্রতি বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন এবং তারা নক্ষত্রের প্রভাব অস্বীকারকারী। আর যারা বলেছে যে অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা তারকার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমাকে অস্বীকারকারী কাফির। [৮৪৬] (আ.প্র. ৩৮৩৫, ই.ফা. ৩৮৩৮)

৬১৪৮. حَدَّثَنَا هُدَيْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمَرَةً مِنَ الْحَدِيثِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ عَنَائِمَ حُسَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

৪১৪৮. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) চারটি 'উমরাহ পালন করেছেন। তিনি হাজ্জের সঙ্গে যে 'উমরাহটি পালন করেন সেটি ব্যতীত সবকটিই যুলকাদাহ মাসে। হুদাইবিয়াহর 'উমরাহটি ছিল যুলকাদাহ মাসে। হুদাইবিয়াহর পরের বছরের 'উমরাহটি ছিল যুলকাদাহ মাসে এবং হুদাইবিনের প্রাণ্ড গানীমাত যে জিঙ্গরানা নামক স্থানে বণ্টন করেছিলেন, সেখানের 'উমরাহটিও ছিল যুলকাদাহ মাসে, আর তিনি হাজ্জের সঙ্গে একটি 'উমরাহ পালন করেন। [১৭৭৮, ১৭৭৯] (আ.প্র. ৩৮৩৬, ই.ফা. ৩৮৩৯)

৬১৪৯. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أَحْرَمِ.

৪১ কেউ যদি এ বিশ্বাস বা আকীদা পোষণ করে তারকা বা নক্ষত্রের কোন ক্ষমতা প্রভাব আছে, তারকার প্রভাবকে যারা বৃষ্টিপাত হওয়া বা না হওয়ার কারণ মনে করে তারা স্পষ্টত কুফুরীর মধ্যে পতিত। কারণ এর দ্বারা আল্লাহর এখতিয়ার বা সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং তারকার শক্তির প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ কুফুরী ও জাহিলী যুগের বিশ্বাস। ইমাম নাবাবী, ইমাম শাফি'ঈ ও জমহুর 'আলিমদের মত এটাই।

৪১৪৯. আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়াহর যুদ্ধের বছর আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে রওয়ানা করেছিলাম। তখন তাঁর সহাবীগণ ইহরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধিনি। [১৮২১] (আ.প্র. ৩৮৩৭, ই.ফা. ৩৮৪০)

৪১৫০. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي ﷺ أربع عشرة مائة والحديبية بئر فترخناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي ﷺ فأتاها فجلس على سفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبها فيها فترخناها غير بعيد ثم إننا أضدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.

৪১৫০. বারাআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়কে তোমরা বিজয় মনে করছ। মাক্কাহ বিজয়ও একটি বিজয়। কিন্তু হুদাইবিয়াহর দিনের বাইআতে রিদওয়ানকে আমরা প্রকৃত বিজয় মনে করি। সে সময় আমরা চৌদ্দ শ সহাবী নাবী (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে ছিলাম। হুদাইবিয়াহ একটি কূপ। আমরা তা' থেকে পানি উঠাতে উঠাতে তাতে এক বিন্দুও বাকী রাখিনি। এ সংবাদ নাবী (رضي الله عنه)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এসে সে কূপের পাড়ে বসলেন। তারপর এক পাত্র পানি আনিয়ে অয়ু করলেন এবং কুল্লি করলেন। শেষে দু'আ করে অবশিষ্ট পানি কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। আমরা অল্প সময় কূপের পানি উঠানো বন্ধ রাখলাম। এরপর আমরা আমাদের নিজেদের ও আরোহী পশুর জন্য ইচ্ছে মত পানি কূপ থেকে উঠালাম। [৩৫৭৭] (আ.প্র. ৩৮৩৮, ই.ফা. ৩৮৪১)

৪১৫১. حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ يوم الحديبية ألفاً وأربع مائة أو أكثر فنزلوا على بئر فترخوها فأتوا رسول الله ﷺ فأتى البئر وقعد على سفيرها ثم قال ائتوني بدلو من مائها فأتني به فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة فأرروا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا.

৪১৫১. আবু ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে বারাআ ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) সংবাদ দিয়েছেন যে, হুদাইবিয়াহর যুদ্ধের দিন তাঁরা চৌদ্দ শ কিংবা তার চেয়েও অধিক লোক রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন। তারা একটি কূপের পার্শ্বে অবতরণ করেন এবং তা থেকে পানি উত্তোলন করতে থাকেন। (পানি নিঃশেষ হয়ে গেলে) তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে তা জানালেন। তখন তিনি কূপটির নিকট এসে ওটার পাড়ে বসলেন। এরপর বললেন, আমার কাছে ওটা থেকে এক বালতি পানি নিয়ে আস। তখন তা নিয়ে আসা হলো। তিনি এতে থুথু ফেললেন এবং দু'আ করলেন। এরপর তিনি বললেন, কিছুক্ষণের জন্য তোমরা এ থেকে পানি উঠানো বন্ধ রাখ। এরপর সকলেই নিজেদের ও আরোহী জন্তুগুলোর তৃষ্ণা নিবারণ করে যাত্রা করলেন। [৩৫৭৭] (আ.প্র. ৩৮৩৯, ই.ফা. ৩৮৪২)

৪১৫২. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابن فضال حدثنا حصين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله ﷺ بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوها فقال

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكْوَتِكَ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا فَقُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَّأْنَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

৪১৫২. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়াহর দিন লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট একটি চামড়ার পাত্র ভর্তি পানি ছিল। তিনি তা দিয়ে ওয়ু করলেন। তখন লোকেরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, কী হয়েছে তোমাদের? তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার চর্মপাত্রের পানি বাদে আমাদের কাছে এমন কোন পানি নেই যা দিয়ে আমরা ওয়ু করতে এবং পান করতে পারি। বর্ণনাকারী জাবির (رضي الله عنه) বলেন, এরপর নাবী (ﷺ) তাঁর হাত ঐ চর্মপাত্রে রাখলেন। অমনি তার আঙ্গুলগুলো থেকে ঝরণার মতো পানি উথলে উঠতে লাগল। জাবির (رضي الله عنه) বলেন, আমরা সে পানি পান করলাম এবং ওয়ু করলাম। [সালিম (রহ.) বলেন] আমি জাবির (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সেদিন কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা যদি একলাখও হতাম তবু এ পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। আমরা ছিলাম পনের'শ। [৩৫৭৬] (আ.প্র. ৩৮৪০, ই.ফা. ৩৮৪৩)

٤١٥٣. حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بَلَّغْنِي أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَقَالَ لِي سَعِيدٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةَ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ تَابَعَهُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

৪১৫৩. ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনু মুসায়্যিব (رضي الله عنه)-কে বললাম, আমি শুনেছি পেয়েছি যে, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলতেন, তাঁরা (হুদাইবিয়াহয়) চৌদ্দশ' ছিলেন। সাঈদ (رضي الله عنه) আমাকে বললেন, জাবির (رضي الله عنه) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদাইবিয়াহর দিন যারা নাবী (ﷺ)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল পনের শত। আবু দাউদ কুররা (رضي الله عنه)-এর মাধ্যমে ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) থেকে একই রকম বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার (রহ.)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (রহ.) (অন্য সানাতে) শু'বাহ (রহ.) থেকেও একই রকম বর্ণনা করেছেন। [৩৫৭৬] (আ.প্র. ৩৮৪১, ই.ফা. ৩৮৪৪)

٤١٥٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعِ مِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ تَابَعَهُ الْأَعْمَشُ سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جَابِرًا أَلْفًا وَأَرْبَعِ مِائَةٍ.

৪১৫৪. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) হুদাইবিয়াহর যুদ্ধের দিন আমাদেরকে বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তোমরাই সর্বোত্তম। সেদিন আমরা ছিলাম চৌদ্দশ। আজ আমি যদি দেখতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে গাছের জায়গাটি দেখিয়ে দিতাম। [৩৫৭৬; মুসলিম ৩৩/১৮, হাঃ ১৮৫৬; আহমাদ ১৪৩১৭]

‘আমাশ (রহ.) হাদীসটি সালিম (রহ.)-এর মাধ্যমে জাবির (رضي الله عنه)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন চৌদ্দশ। (আ.প্র. ৩৮৪২, ই.ফা. ৩৮৪৫)

১১০৫. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمَ ثَمَنُ الْمُهَاجِرِينَ 8155. ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবু আউফা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, গাছের নীচে বাই‘আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল তেরশ। আসলাম গোত্রীয়রা ছিলেন মুহাজিরগণের মোট সংখ্যার এক-অষ্টমাংশ। [মুসলিম ৩৩/১৮, হাঃ ১৮৫৭] (আ.প্র. ৩৮৪২, ই.ফা. ৩৮৪৫)

মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার (রহ.) তাঁর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (রহ.) ও শু‘বাহ (রহ.) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১০৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يُقْبِضُ الصَّاحِلُونَ الْأَوَّلَ فَلِأَوَّلٍ وَتَبَقَى حُقَالَةَ كَحُقَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا.

৪১৫৬. কায়েস (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি হুদাইবিয়াহর সন্ধির দিন বৃক্ষতলের সহাবী মিরদাস আসলামীকে বলতে শুনেছেন যে, নেককার লোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেয়া হবে। এরপর বাকী থাকবে খেজুর ও যবের খোসার মতো খোসাগুলো আল্লাহ যাদের কোন তোয়াক্কা করবেন না। [৬৪৩৪] (আ.প্র. ৩৮৪৩, ই.ফা. ৩৮৪৬)

১১০৮-১১০৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِبَيْدِ الْحَلِيفَةِ قَلَدَ الْهَدْيِ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا لَا أَحْصِي كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا أَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ فَلَا أُدْرِي يَعْني مَوْضِعَ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ أَوْ الْحَدِيثِ كُلَّهُ.

৪১৫৭-৪১৫৮. মারওয়ান এবং মিসওয়াল ইবনু মাখরামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ই বলেছেন যে, হুদাইবিয়াহর বছর নাবী (ﷺ) এক সহস্রাধিক সহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মাদীনাহ থেকে বের হলেন। যুল-হুলাইফাহ্ ২২তে পৌছে তিনি কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাঁধলেন, পশুর কুজ কাটলেন এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধলেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, এ হাদীস সুফইয়ান থেকে কয় দফা শুনেছি তার সংখ্যা আমি গণনা করতে পারছি না। পরিশেষে তাঁকে বলতে শুনেছি, যুহরী থেকে কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাঁধা এবং ইশআর করার কথা আমার স্মরণ নেই। রাবী ‘আলী ইবনু ‘আবদুল্লাহ বলেন, সুফইয়ান এ কথা বলে কী বোঝাতে চেয়েছেন তা আমি জানি না। তিনি কি এ কথা বলতে চেয়েছেন যে,

৪২ মাদীনাহ বা এদিক হতে আগত ব্যক্তিগণের হাঙ্ক ও ‘উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধার মীকাত।

যুহরী থেকে ইশআর ও কিলাদা করার কথা তাঁর স্মরণ নেই, নাকি সম্পূর্ণ হাদীসটি স্মরণ না থাকার কথা বলতে চেয়েছেন? [১৬৯৪, ১৬৯৫] (আ.প্র. ৩৮৪৪, ই.ফা. ৩৮৪৭)

১১০৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَشْرِ بْنِ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَاهُ وَقَمَلَهُ يَسْفُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أُبُوذَيْبُكَ هَوَامُكَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحَدَيْبِيَّةِ لَمْ يَبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفُذْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ قَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ يُهْدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

৪১৫৯. কা'ব ইবনু উজরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে এমন অবস্থায় দেখলেন যে, উকুন তার মুখমণ্ডলে ঝরে পড়ছে। তখন তিনি বললেন, কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দেন যখন তিনি হুদাইবিয়াহতে অবস্থান করছিলেন। তখন সহাবীগণ মাক্কাহ প্রবেশ করার জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। হুদাইবিয়াহতেই তাদেরকে হালাল হতে হবে এ কথা রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তাই আল্লাহ ফিদইয়ার বিধান অবতীর্ণ করলেন। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক (প্রায় বারো সের) খাদ্য খাওয়ানোর অথবা একটি বাকরী কুরবানী করার অথবা তিন দিন সওম পালনের নির্দেশ দিলেন। [১৮১৪] (আ.প্র. ৩৮৪৫, ই.ফা. ৩৮৪৮)

১১১০-১১১১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَةٌ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صَبِيئَهُ صِغَارًا وَاللَّهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا صَرْعٌ وَحَشِيئْتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الصَّبُعُ وَأَنَا بِنْتُ خُفَّافِ بْنِ إِيمَاءِ الْعُقَارِيِّ وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحَدَيْبِيَّةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَّفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمُضْ ثُمَّ قَالَ مَرَحَبًا يَنْسَبُ قَرِيبٌ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَأَهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَبَيْابًا ثُمَّ نَاوَلَهَا بِحِطَامِهِ ثُمَّ قَالَ افْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْتِيَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرْتَ لَهَا قَالَ عُمَرُ تَكَلِّتْكَ أُمَّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهُمَانَهُمَا فِيهِ.

৪১৬০-৪১৬১. আসলাম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে বাজারে বের হলাম। সেখানে একজন যুবতী মহিলা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার স্বামী ছোট ছোট বাচ্চা রেখে মারা গেছেন। আল্লাহর কসম! তাদের খাওয়ার জন্য পাকানোর মতো কোন বাকরীর খুরও নেই এবং নেই কোন ফসলের ব্যবস্থা ও দুধেল উট, বাকরী। আমার আশঙ্কা হচ্ছে পোকা তাদেরকে খেয়ে ফেলবে অথচ আমি হলাম খুফাফ ইবনু আইমা গিফারীর কন্যা। আমার পিতা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে হুদাইবিয়াহয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ কথা শুনে 'উমার

ﷺ তাকে অতিক্রম না করে পার্শ্ব দাঁড়ালেন। এরপর বললেন, তোমার গোত্রকে মোবারাকবাদ। তাঁরা তো আমার খুব নিকটের মানুষ। এরপর তিনি ফিরে এসে আস্তাবলে বাঁধা উটের থেকে একটি মোটা তাজা উট এনে দুই বস্তা খাদ্য এবং এর মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও বস্ত্র রেখে এগুলো উটের পিঠে তুলে দিয়ে মহিলার হাতে এর লাগাম দিয়ে বললেন, তুমি এটি টেনে নিয়ে যাও। এগুলো শেষ হওয়ার আগেই হয়তো আল্লাহ তোমাদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তাকে খুব অধিক দিলেন। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! ১২ আল্লাহর কসম! আমি দেখেছি এ মহিলার আকা ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি দূর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন এবং পরে তা জয় করেছিলেন। এরপর ঐ দূর্গ থেকে প্রাপ্ত তাদের অংশ থেকে আমরাও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দাবী করি। (আ.প্র. ৩৮৪৬, ই.ফা. ৩৮৪৯)

٤١٦٢. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو عَمْرِو الْفَرَارِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجْرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: ثُمَّ أَنْسَيْتَهَا بَعْدَ ٨١٦٢. মুসাইয়্যাব (ইবনু হুযন) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (যেটির নীচে বাই'আত করা হয়েছিল) আমি সে গাছটি দেখেছিলাম। কিন্তু পরে যখন ওখানে আসলাম তখন আর সেটা চিনতে পারলাম না। মাহমুদ (রহ.) বলেন, (মুসাইয়্যাব ইবনু হুযন বলেছেন) পরে ওটা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। [৪১৬৩, ৪১৬৪, ৪১৬৫; মুসলিম ৩৩/১৮, হাঃ ১৮৫৯] (আ.প্র. ৩৮৪৭, ই.ফা. ৩৮৫০)

٤١٦٣. حدثنا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا هَذَا الْمَسْجِدِ قَالُوا هَذِهِ الشَّجْرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجْرَةِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ.

৪১৬৩. তারিক ইবনু আবদুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জ রওয়ানা হয়েছিলাম। পথে সলাতরত এক কাওমের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তাদেরকে বললাম, এটা কেমন সলাতের স্থান? তাঁরা বললেন, এটা হল সেই গাছ যেখানে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বাই'আতে রিদওয়ান গ্রহণ করেছিলেন। তখন আমি সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহ.)-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জানালাম। তখন সা'ঈদ (ইবনু মুসাইয়্যাব) (রহ.) বললেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, গাছটির নীচে যাঁরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। মুসাইয়্যাব (رضي الله عنه) বলেছেন, পরের বছর আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন আমাদেরকে ওটা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা নির্দিষ্ট করতে পারলাম না। সা'ঈদ (রহ.) বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সহাবীগণ ওটা চিনতে পারলেন না আর তোমরা তা চিনে ফেললে? তাহলে তোমরাই দেখছি অধিক জান! [৪১৬২] (আ.প্র. ৩৮৪৮, ই.ফা. ৩৮৫১)

১। এটি একটি আরাবী বাকরীতি।

১১৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا طَارِقُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ

بَاعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا.

৪১৬৪. মুসাইয়্যাব (رض) হতে বর্ণিত। গাছের তলে যাঁরা বাই'আত নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। (তিনি বলেন) পরের বছর আমরা আবার সে গাছের কাছে গেলে আমরা গাছটিকে চিনতে পারলাম না। এ ব্যাপারে আমাদেরকে ভ্রান্তিতে নিপতিত করা হয়েছে। [৪১৬২] (আ.প্র. ৩৮৪৯, ই.ফা. ৩৮৫২)

১১৬৭. حَدَّثَنَا قَيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَصَحِكَ

فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ شَهِدَهَا.

৪১৬৫. তারিক (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (رض)-এর কাছে সে গাছটির কথা উল্লেখ করা হলে তিনি হেসে বললেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি সেখানের বায়আতে উপস্থিত ছিলেন। [৪১৬২] (আ.প্র. ৩৮৫০, ই.ফা. ৩৮৫৩)

১১৬৮. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَنَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

৪১৬৬. 'আমর ইবনু মুররা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বৃক্ষতলে বাই'আতকারী সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু আউফাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, কোন কাওম নাবী (ﷺ)-এর কাছে সদাকাহর অর্থ নিয়ে আসলে তিনি তাদের জন্যে বলতেন, "হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর রহম করুন"। এ সময় আমার পিতা তাঁর কাছে সদাকাহর অর্থ নিয়ে আসলে তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! আপনি আবু আউফার পরিবারবর্গের উপর রহম করুন"। [১৪৯৭] (আ.প্র. ৩৮৫১, ই.ফা. ৩৮৫৪)

১১৬৯. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ

يَوْمَ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ عَلَى مَا يُبَايِعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ قِيلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحَدِيثِيَّةَ.

৪১৬৭. আব্বাদ ইবনু তামীম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাররার দিন যখন লোকজন 'আবদুল্লাহ ইবনু হানযালা (رض)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন, তখন ইবনু যায়দ (رض) জিজ্ঞেস করলেন, ইবনু হানযালা (رض) কিসের উপর লোকেদের বাই'আত গ্রহণ করছেন? তখন তাঁকে বলা হল, মৃত্যুর উপর। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে এর উপর আমি আর কারো কাছে বাই'আত গ্রহণ করব না। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে হুদাইবিয়াহয় উপস্থিত ছিলেন। [২৯৫৯] (আ.প্র. ৩৮৫২, ই.ফা. ৩৮৫৫)

১১৭০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمَحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحَيْطَانِ ظِلٌّ نَسْتُظِلُّ فِيهِ.

৪১৬৮. ইয়াস ইবনু সালামাহ ইবনু আকওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা-যিনি ছিলেন বৃক্ষ-তলের বাই'আতকারীদের একজন বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে জুমু'আহর সলাত আদায় করে যখন বাড়ি ফিরতাম তখনও প্রাচীরের ছায়া পড়ত না, যে ছায়ায় আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। (মুসলিম ৭/৯, হাঃ ৮৬০; আহমাদ ১৬৫৪৬) (আ.প্র. ৩৮৫৩, ই.ফা. ৩৮৫৬)

৪১৬৯. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَبِي شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

৪১৬৯. ইয়াযীদ ইবনু আবু 'উবায়দ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামাহ ইবনু আকওয়া' (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হুদাইবিয়াহর দিন আপনারা কোন্ জিনিসের উপর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বাই'আত করেছিলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর। [২৯৬০] (আ.প্র. ৩৮৫৪, ই.ফা. ৩৮৫৭)

৪১৭০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ الْبِرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ طُوبَى لَكَ صَحِبْتَ النَّبِيَّ ﷺ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْنَا بَعْدَهُ.

৪১৭০. মুসাইয়্যাব (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি বারাআ ইবনু 'আযিব (ﷺ)-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বললাম, আপনার খোশ খবর, আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গ পেয়েছেন এবং বৃক্ষ তলে তাঁর নিকট বাই'আত করেছেন। তখন তিনি বললেন, ভাতিজা! তুমি তো জান না, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইত্তিকালের পর আমরা কী কী নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছি (যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফিতনাহ ইত্যাদি)। (আ.প্র. ৩৮৫৫, ই.ফা. ৩৮৫৮)

৪১৭১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

৪১৭১. আবু ক্বিলাবাহ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, সাবিত ইবনু দাহ্‌হাক (ﷺ) তাকে খবর দিয়েছেন, তিনি গাছের তলায় নাবী (ﷺ)-এর নিকট বাই'আত করেছেন। [১৩৬৩; মুসলিম ১/৪৭, হাঃ ১১০] (আ.প্র. ৩৮৫৬, ই.ফা. ৩৮৫৯)

৪১৭২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ قَالَ الْحَدِيثِيَّةُ قَالَ أَصْحَابُهُ هَيْبًا مَرِيئًا فَمَا لَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا كَلِمَةً عَنْ قَتَادَةَ ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ أَمَا ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾ فَعَنْ أَنَسِ وَأَمَّا هَيْبًا مَرِيئًا فَعَنْ عِكْرِمَةَ.

৪১৭২. আনাস ইবনু মালিক (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : এ আয়াতে فَتْحًا مُبِينًا (সুস্পষ্ট আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি" - (সূরাহ ফাঃহ ৪৮/১)।

বিজয়) দ্বারা হুদাইবিয়াহুর সন্ধিকেই বোঝানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবীগণ বললেন, এটা খুশী ও আনন্দের কথা। কিন্তু আমাদের জন্য কী আছে? তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ "যাতে তিনি মু'মিন ও মু'মিনাগণকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন যার নীচ দিয়ে বহু নদী-নালা প্রবাহিত হচ্ছে"। শু'বাহ (رضي الله عنه) বলেন, "এরপর আমি কুফায় গেলাম এবং ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণনাকৃত হাদীসটির সবটুকু বর্ণনা করলাম, অতঃপর কুফা থেকে প্রত্যাবর্তন করে ক্বাতাদাহকে জানালাম। তিনি বললেন, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ إِتَابًا مَّكَرًا مَّكَرًا" সম্পর্কিত কথা আনাস হতে বর্ণিত। আর هَنِيئًا مَرِيئًا সম্পর্কিত কথা ইকরামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। [৪৮৩৪] (আ.প্র. ৩৮৫৭, ই.ফা. ৩৮৬০)

৪১৭৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَجْرَاءَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مَعَهُ شَهَدُ الشَّجَرَةِ قَالَ إِنِّي لَأَوْفِدُ تَحْتَ الْقَدْرِ بِلُحُومِ الْحُمْرِ إِذْ تَأْدَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَأَكُمُ عَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ.

৪১৭৩. মাজযা ইবনু যাহির আসলামী (রহ.)-এর পিতা (যিনি বৃক্ষ তলের বাইআতে অংশ নিয়েছিলেন) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ডেকচিতে গাধার গোশত রান্না করছিলাম, এমন সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘোষক ঘোষণা দিলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (আ.প্র. ৩৮৫৮, ই.ফা. ৩৮৬১)

৪১৭৪. وَعَنْ مَجْرَاءَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أُوسٍ وَكَانَ اسْتَكْبَرَ رُكْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وَسَادَةً.

৪১৭৪. (অন্য এক সানাদে) মাজযাহ (রহ.) উহবান ইবনু আওস নামক বৃক্ষতলের বাইআতে অংশগ্রহণকারী এক সহাবী থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাঁটুতে আঘাত লেগেছিল। তাই তিনি সলাত আদায় কালে হাঁটুর নীচে বালিশ রাখতেন। (আ.প্র. ৩৮৫৮, ই.ফা. ৩৮৬১)

৪১৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ تَعْمَانَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَتَوْا بِسَوِيْقٍ فَلَا كُوَّةَ تَابَعَهُ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ.

৪১৭৫. বৃক্ষতলের বাইআতে অংশগ্রহণকারী সহাবী সুওয়াইদ ইবনু নু'মান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সহাবীদের জন্য ছাতু আনা হত। তাঁরা তা খেয়ে নিতেন। মুআয (রহ.) শুবা (রহ.) থেকে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। [২০৯] (আ.প্র. ৩৮৫৯, ই.ফা. ৩৮৬২)

৪১৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَرِيْعٍ حَدَّثَنَا شَادَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِدَ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِثْرُ قَالَ إِذَا أُوتِرَتْ مِنْ أَوْلِيهِ فَلَا تُؤْتِرُ مِنْ آخِرِهِ.

৪১৭৬. আবু জামরাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বৃক্ষতলের বাইআতে অংশগ্রহণকারী নাবী (ﷺ)-এর সহাবী 'আয়িয ইবনু 'আমর (رضي الله عنه)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিতর কি ভাঙ্গা যাবে? তিনি বললেন, রাতের প্রথম অংশে বিতর আদায় করলে রাতের শেষে আর আদায় করবে না।^{৪৩} (আ.প্র. ৩৮৬০, ই.ফা. ৩৮৬৩)

٤١٧٧. حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تَكَلَّمْتَ أُمًّا يَا عُمَرُ نَزَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكَتُ بَعْضَ بَعْضِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزَلَ فِي قُرْآنٍ فَمَا نَشِئْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَضْرُحُ بِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٍ وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾

৪১৭৭. আসলামা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কোন এক সফরে রাত্রিকালে চলছিলেন। এ সফরে 'উমার ইবনুল খাতাব (رضي الله عنه)-ও তাঁর সঙ্গে চলছিলেন। 'উমার ইবনু খাতাব (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন উত্তর করলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তিনি এবারও জবাব দিলেন না। এরপর আবার তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এবারও উত্তর দিলেন না। তখন 'উমার ইবনু খাতাব (رضي الله عنه) মনে মনে বললেন, হে 'উমার! তোমাকে তোমার মা হারিয়ে ফেলুক! তুমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনবার বিরক্ত করলে। কিন্তু কোনবারই তিনি তোমাকে জবাব দেননি। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, এরপর আমি আমার উটকে তাড়িয়ে মুসলিমদের সম্মুখে চলে যাই। কারণ আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, হয়তো আমার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে কোন আয়াত অবতীর্ণ হতে পারে। অধিক দেরি হয়নি এমন সময় শুনতে পেলাম এক লোক চীৎকার করে আমাকে ডাকছে। 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, আমি বললাম, আমার ব্যাপারে হয়তো কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ ভেবে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলাম। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে আমার প্রতি এমন একটি সূরাহ অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে যার উপর সূর্য উদ্ভিত হয় তার থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন। (৪৮৩৩, ৫০১২) (আ.প্র. ৩৮৬১, ই.ফা. ৩৮৬৪)

৪৩ যেহেতু রসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন বিতরকে রাতের শেষ সলাত হিসেবে আদায় করে। সুতরাং যারা 'ইশা সলাতের পরপরই বিতর সলাত আদায় করে নিয়ে থাকেন তারা যদি পুনরায় রাতে সলাতুল লাইল আদায় করেন তাহলে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ মতে তাদেরকে পুনরায় বিতর আদায় করা উচিত ছিল। কিন্তু অত্র হাদীসে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, তাদেরকে আর পুনরায় বিতর আদায় করতে হবে না। এবং বিতর আদায় করার পরও কেউ ইচ্ছা করলে সলাতুল লাইল আদায় করতে পারেন।

১১৭৮-১১৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ جِئِنَ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَتَبَتَّنِي مَعْمَرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ فِي بَيْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةَ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُرَاعَةَ وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ إِنَّ فُرْنَسًا جَمَعُوا لَكَ جَمُوعًا وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيْشَ وَهُمْ مَقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ أَتَرُونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذُرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْأَتْرَكِيَّةَ مَحْرُوبِينَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهَ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاكَ قَالَ امْضُوا عَلَيَّ اسْمِ اللَّهِ.

৪১৭৮-৪১৭৯. মিসওয়াল ইবনু মাখরামাহ ও মারওয়ান ইবনু হাকাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তারা একে অন্যের চেয়ে অধিক বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে বলেন, হুদাইবিয়াহর বছর নাবী (ﷺ) এক সহস্রাধিক সহাবী সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। যখন তাঁরা যুল হুলাইফাহ পৌছলেন কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাঁধলেন, ইশ'আর করলেন। সেখান থেকে 'উমরাহর ইহরাম বাঁধলেন এবং খুযাআ গোত্রের এক লোককে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠালেন। নাবী (ﷺ) নিজেও রওয়ানা হলেন। গাদীরুল আশ'তাত নামক স্থানে পৌছলে গোয়েন্দা এসে তাঁকে বলল, কুরাইশরা বিরাট দল নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং বাইতুল্লাহয় যেতে বাধা দিবে ও বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তখন তিনি বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, যারা আমাদেরকে বাইতুল্লাহয় যেতে বাধা দেয়ার ইচ্ছা করছে, আমি কি তাদের পরিবারবর্গ এবং সন্তান-সন্ততিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প করে থাকলে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন, যিনি মুশরিকদের থেকে একজন গোয়েন্দাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। আর যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে তাহলে আমরা তাদের পরিবার এবং অর্থ-সম্পদ থেকে বিরত থাকব এবং তাদেরকে তাদের পরিবার ও অর্থ সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব।" তখন আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আপনি তো বাইতুল্লাহর উদ্দেশে বেরিয়েছেন, কাউকে হত্যা করা এবং কারো সঙ্গে লড়াই করার উদ্দেশে তো আসেননি। তাই বাইতুল্লাহর দিকে চলুন। যে আমাদেরকে তা থেকে বাধা দিবে আমরা তার সঙ্গে লড়াই করব। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তবে চল আল্লাহর নামে। [১৬৯৪, ১৬৯৫] (আ.প্র. ৩৮৬২, ই.ফা. ৩৮৬৫)

১১৮০-১১৮১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَةَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبْرًا مِنْ خَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عُمْرَةِ الْحَدِيثِيَّةِ فَكَانَ فِيهَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحَدِيثِيَّةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيهَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ

إِلَيْنَا وَخَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَأَبَى سَهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ فَكَرَهُ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا فَتَكَلَّمُوا فِيهِ فَلَمَّا أَبَى سَهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا جَنْدَلِ بْنِ سَهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَبِيهِ سَهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَتْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَكَانَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ.

৪১৮০-৪১৮১. 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি মারওয়ান ইবনু হাকাম এবং মিসওয়াল ইবনু মাখরামাহ (رضي الله عنه) উভয়কে হুদাইবিয়াহর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর 'উমরাহ আদায় করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন। তাঁদের থেকে 'উরওয়াহ (রহ.) আমার (মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু শিহাব) নিকট যা বর্ণনা করছেন তা হচ্ছে এই যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সুহায়ল ইবনু 'আমরকে হুদাইবিয়াহর দিন সন্ধিনামায় যা লিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সুহায়ল ইবনু 'আমরের শর্তগুলোর একটি শর্ত ছিল এই : আমাদের থেকে যদি কেউ আপনার কাছে চলে যায় তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিতে হবে যদিও সে আপনার ধর্মের উপর থাকে এবং তার ও আমাদের মধ্যে আপনি কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না। এ শর্ত পূর্ণ করা ছাড়া সুহায়ল রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সন্ধি করতেই অস্বীকৃতি জানায়। এ শর্তটিকে মু'মিনগণ অপছন্দ করলেন এবং এতে তারা ক্ষুব্ধ হলেন ও এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেন। কিন্তু যখন সুহায়ল এ শর্ত ব্যতীত রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে চুক্তি করতে অস্বীকার করল তখন এ শর্তের উপরই রসূলুল্লাহ (ﷺ) সন্ধিপত্র লেখালেন এবং আবু জানদাল ইবনু সুহায়ল (رضي الله عنه)-কে ঐ মুহূর্তেই তার পিতা সুহায়ল ইবনু 'আমরের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সন্ধির মেয়াদকালে পুরুষদের মধ্যে যারাই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে চলে আসতেন, মুসলিম হলেও তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দিতেন। এ সময় কিছু সংখ্যক মুসলিম মহিলা হিজরাত করে চলে আসেন। উম্মু কুলসুম বিনত 'উকবাহ ইবনু আবু মু'আইত (رضي الله عنه) ছিলেন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট হিজরাতকারিণী একজন যুবতী মহিলা। তিনি হিজরাত করে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে পৌঁছলে তার পরিবারের লোকেরা নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে তাঁকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। এ সময় আল্লাহ তা'আলা মু'মিন মহিলাদের সম্পর্কে যা অবতীর্ণ করার তা অবতীর্ণ করলেন। (১৬৯৪, ১৬৯৫) (আ.প্র. ৩৮৬৩, ই.ফা. ৩৮৬৬)

৪১৮২. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ﴾ وَعَنْ عَمِّهِ قَالَ بَلَّغْنَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَبَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكَرَهُ بِطَوْلِهِ.

৪১৮২. বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, আমাকে 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহ.) বলেছেন যে, নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিম্নোক্ত আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক হিজরাতকারিণী মু'মিন মহিলাদেরকে পরীক্ষা করতেন। আয়াতটি হল এই : হে নাবী! মু'মিন মহিলাগণ যখন আপনার কাছে বাই'আত করেশেষ পর্যন্ত- (সূরাহ আল-মুমতাহিনাহ ৬০/১২)। (অন্য

সানাদে) ইবনু শিহাব (রহ.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এ বিবরণও পৌছেছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মুশরিক স্বামীর তরফ থেকে হিজরাতকারিণী মুমিনা স্ত্রীকে দেয়া মুহারানা মুশরিক স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আবু বাসীর (رضي الله عنه)-এর ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসও আমাদের কাছে পৌছেছে। অতঃপর তিনি তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। [২৭১৩] (আ.প্র. ৩৮৬৩, ই.ফা. ৩৮৬৬)

১১৮৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفَيْتَنَةِ فَقَالَ إِنَّ صُدِّدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحَدَيْبِيَّةِ.

১১৮৩. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ফিতনার সময় (হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের মাক্কাহ আক্রমণের সময়) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) 'উমরাহর ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হয়ে বললেন, যদি আমাকে বাইতুল্লাহয় যেতে বাধা দেয়া হয় তাহলে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে আমরা যা করেছিলাম তাই করব। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যেহেতু হুদাইবিয়াহর বছর 'উমরাহর ইহরাম বেঁধে রওয়ানা করেছিলেন তাই তিনিও 'উমরাহর ইহরাম বেঁধে রওয়ানা করলেন। [১৬৩৯] (আ.প্র. ৩৮৬৪, ই.ফা. ৩৮৬৭)

১১৮৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهْلَ وَقَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ حَالَتْ كَفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَتَلَا ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

১১৮৪. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, (ফিতনার বছর) তিনি 'উমরাহর ইহরাম বেঁধে বললেন, যদি আমার আর তার (বাইতুল্লাহর) মধ্যে কোন বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে কুরাইশ কাফিররা বাইতুল্লাহয় যেতে বাধা সৃষ্টি করলে নাবী (ﷺ) যা করেছিলেন আমিও তাই করব, আর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাঝে আছে উত্তম আদর্শ"- (সূরাহ আহযাব ৩৩/২১)। [১৬৩৯] (আ.প্র. ৩৮৬৫, ই.ফা. ৩৮৬৮)

১১৮৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَهْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَرَى شَأْنَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ حَجَّةَ مَعَ عُمْرَتِي فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى وَاحِدًا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

৪১৮৫. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ (ﷺ)-এর কোন ছেলে তাঁকে ['আবদুল্লাহ (ﷺ)-কে] বললেন, এ বছর আপনি মাক্কাহয় যাওয়া স্থগিত রাখলে ভাল হত। কারণ আমি আশঙ্কা করছি যে, আপনি বাইতুল্লাহয় যেতে পারবেন না। তখন 'আবদুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলাম। পথে কুরাইশ কাফিররা বাইতুল্লাহয় যেতে বাধা দিলে নাবী (ﷺ) তাঁর কুরবানীর পশুগুলো যবহ করে মাথা কামিয়ে ফেলেন। সহাবীগণ চুল ছাঁটেন। এরপর তিনি বললেন আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার জন্য 'উমরাহ করা আমি ওয়াজিব করে নিয়েছি। যদি আমার ও বাইতুল্লাহর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করা না হয় তাহলে আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করব। আর যদি আমার ও বাইতুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) যা করেছেন আমি তাই করব। এরপর তিনি কিছুক্ষণ পথ চলে বললেন, আমি হাজ্জ এবং 'উমরাহ একই মনে করি। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার হাজ্জকেও 'উমরাহর সঙ্গে আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। এরপর তিনি উভয়ের জন্য একই তাওয়াফ এবং একই সা'যী করলেন এবং হাজ্জ ও 'উমরাহর ইহরাম খুলে ফেললেন। ১ [১৬৩৯] (আ.প্র. ৩৮৬৬, ই.ফা. ৩৮৬৯)

৪১৮৬. ৬১৮৬. حِثْنِي شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ إِلَى قَرَيْشٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْقَرَيْشِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ وَعُمَرُ يَسْتَلْتِمُ لِلْقِتَالِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ النَّبِيُّ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ

৪১৮৬. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলাবলি করে যে, ইবনু 'উমার (ﷺ) 'উমার (ﷺ)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ব্যাপার এমন নয়। তবে (মূল ঘটনা ছিল যে,) হুদাইবিয়াহর দিন 'উমার (ﷺ) (তাঁর পুত্র) 'আবদুল্লাহ (ﷺ)-কে এক আনসারী সহাবার কাছে রাখা তাঁর ঘোড়াটি আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি এতে চড়ে লড়াই করতে পারেন। এদিকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) গাছের নিকট বাই'আত গ্রহণ করছিলেন। তা 'উমার (ﷺ) জানতেন না। 'আবদুল্লাহ (ﷺ) তখন বাই'আত গ্রহণ করে ঘোড়াটি আনার জন্য গেলেন এবং ঘোড়াটি নিয়ে 'উমার (ﷺ)-এর কাছে আসলেন। এ সময় 'উমার (ﷺ) যুদ্ধের পোশাক পরিধান করছিলেন। তখন 'আবদুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে জানালেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বৃক্ষতলে বাই'আত গ্রহণ করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন 'উমার (ﷺ) তাঁর ['আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (ﷺ)] সঙ্গে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করলেন। এ হল ব্যাপার যার জন্য লোকেরা এ কথা বলাবলি করছে যে, ইবনু 'উমার (ﷺ) 'উমার (ﷺ)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ৪৪ [৩৯১৬] (আ.প্র. ৩৮৬৭, ই.ফা. ৩৮৭০)

৪৪ আসলে হুদাইবিয়াতে যে বাই'আত গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানে উমার (ﷺ)-এর পূর্বে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। এ ঘটনাটি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, অনেকে মনে করতে থাকে যে, পিতার পূর্বে পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কথাটি আদৌ সত্য নয়।

১১৮৭. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْحَدِيثِ تَفَرَّقُوا فِي ظِلَالِ الشَّجَرِ فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ انظُرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِعُونَ فَبَايَعْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعُ.

৪১৮৭. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, হুদাইবিয়াহুর দিন নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে লোকজন বিভিন্ন গাছের ছায়ায় ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। এক সময় তাঁরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে ভিড় করেছিলেন। তখন 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, ওহে 'আবদুল্লাহ! দেখতো মানুষের কী হয়েছে? তাঁরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ভিড় করেছে কেন? ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) দেখলেন যে, তাঁরা বাই'আত গ্রহণ করছেন। তাই তিনিও বাই'আত গ্রহণ করলেন। এরপর 'উমার (رضي الله عنه)-এর কাছে ফিরে আসলেন। তখন 'উমার (رضي الله عنه) রওয়ানা করলেন এবং বাই'আত নিলেন। [৩৯১৬] (আ.প্র. ৩৮৬৭, ই.ফা. ৩৮৭০)

১১৮৮. حَدَّثَنَا ابْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ فَطَفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِسَيْئَةٍ.

৪১৮৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন 'উমরাহ আদায় করেন তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তওয়াফ করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে তওয়াফ করলাম। তিনি সলাত আদায় করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করলাম। তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'যী করলেন। আমরা তাঁকে আড়াল করে রাখতাম মাক্কাহবাসীদের কেউ যাতে কোন কিছুর দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে না পারে। [১৬০০] (আ.প্র. ৩৮৬৮, ই.ফা. ৩৮৭১)

১১৮৯. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَصِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِقْيَيْنَ أَتَيْتَاهُ نَسْتَحِيرُهُ فَقَالَ اتَّهَمُوا الرَّأْيِيَّ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْطِعُنَا إِلَّا أَسهَلَنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ مَا نَسَدْنَا مِنْهَا خُصْمًا إِلَّا أَنْفَجَرْنَا عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ.

৪১৮৯. আবু হাসীন (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু ওয়াইল (রহ.) বলেছেন যে, সাহল ইবনু হনায়ফ (رضي الله عنه) যখন সিয়ফীন যুদ্ধ থেকে ফিরলেন তখন যুদ্ধের খবরাখবর জানার জন্য আমরা তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন, নিজেদের মতামতকে সন্দেহযুক্ত মনে করবে। আবু জানদাল (رضي الله عنه)-এর

ঘটনার ৪৫ দিন আমি আমাকে (আল্লাহর পথে) দেখতে পেয়েছিলাম। সেদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদেশ আমি উপেক্ষা করতে পারলে উপেক্ষা করতাম। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। আর কোন দুঃসাধ্য কাজের জন্য আমরা যখন তরবারি হাতে নিয়েছি তখন তা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়ে গেছে। এ যুদ্ধের পূর্বে আমরা যত যুদ্ধ করেছি তার সবগুলোকে আমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেছি। কিন্তু এ যুদ্ধের অবস্থা এই যে, আমরা একটি সমস্যা সামাল দিতে না দিতেই আরেকটি নতুন সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু কোন সমাধানের পথ আমাদের জানা নেই। [৩১৮১] (আ.প্র. ৩৮৬৯, ই.ফা. ৩৮৭২)

১১৯০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي ثَوْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أُنَى عَلِيَّ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحَدِيثِيَّةِ وَالْقَمَلُ يَتَنَازَرُ عَلَيَّ وَجِهِي فَقَالَ أَيُّؤْذِنُكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ فُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقِ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمِ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ أَوْ انْشُكْ نَسِيكَةً قَالَ أَيُّؤْبُ لَا أَذْرِي بِأَيِّ هَذَا بَدَأَ.

৪১৯০. কা'ব ইবনু 'উজরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার সময় নাবী (ﷺ) আমার কাছে আসলেন। সে সময় আমার মুখমণ্ডলে উকুন ঝরে পড়ছিল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমার মাথার উকুন তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তুমি মাথা নাড়া করে ফেল। আর এ জন্য তিনদিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াও অথবা একটি পশু কুরবানী কর। আইয়ুব (রহ.) বলেন, এগুলোর কোনটি প্রথমে বলেছিলেন তা আমি জানি না। [১৮১৪] (আ.প্র. ৩৮৭০, ই.ফা. ৩৮৭৩)

৪৫ হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে উভয় পক্ষ হতে তাতে স্বাক্ষর করল। ঠিক এ সময়ে এক কাণ্ড ঘটলো। মাক্কাহ হতে সুহায়লের পুত্র আবু জানদাল শিকল পরা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। ইসলাম গ্রহণ করায় দীর্ঘদিন যাবত তার উপর অত্যাচার চলছিল। আবু জানদালকে দেখে সুহাইল বলে উঠলো মুহাম্মাদ! এইবার আপনার আন্তরিকতার পরীক্ষা উপস্থিত। সন্ধির শর্তানুসারে আপনি এখন আবু জানদালকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিতে বাধ্য।"

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, "নিশ্চয়ই আমি আমার কর্তব্য পালন করবো।" এই বলে তিনি আবু জানদালকে বুঝিয়ে মাক্কাহয় ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। সে কী করুণ দৃশ্য। আবু জানদাল নিজের শরীরের ক্ষতগুলো দেখিয়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ) ও মুসলিমদেরকে বললেন, "আজ আমাকে কুরায়শদের হাতে সমর্পণ করা হচ্ছে। সেখানে ধর্মচ্যুত করার জন্য আমার উপর আবার এহেন অত্যাচার করা হবে।"

রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবু জানদালকে গভীর বেনদায়ুক্ত গম্বীর স্বরে বললেন, "আবু জানদাল, তোমার পরীক্ষা খুবই কঠিন, ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহর নামে শক্তি সঞ্চয় কর। সব কিছু সহ্য করে যাও। তোমার ও তোমার ন্যায় উৎপীড়িত মুসলিমদের জন্য আল্লাহ শীঘ্রই উপায় করে দিবেন— (বুখারী বাবুশ শরুত ফিল জিহাদ, হাদীস নং ২৭৩৪)। আমরা এইমাত্র সন্ধি করেছি, তার অমর্যাদা করা অসম্ভব।" অতঃপর আবু জানদালকে কুরায়শদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হলো।

আবু জানদালের অত্যাচার দেখে মুসলিমদের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কিন্তু নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশে ধৈর্য ধারণ করেন। আবু জানদাল কারাগারে পৌঁছে স্বীন প্রচারের কাজ শুরু করেন। যে কেউই তাকে পাহারা দেয়ার কাজে আদিষ্ট হতো তাকে তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতেন এবং আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে ঈমানের পথ প্রদর্শন করতেন। আল্লাহর কী অপার মহিমা সে পাহারাদার লোকটিও মুসলিম হয়ে যেতো এবং তাকেও বন্দী করা হতো। এভাবে ফল দাঁড়ালো এই যে, তাঁর দাওয়াতে আল্লাহর অশেষ রাহমতে প্রায় তিনশত লোক ঈমান আনলেন। (রহমাতুল লিল 'আলামীন-আল্লামা কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমনা মানসূর পুরী)

১১৯১. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ نَحْرُمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ قَالَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ فَجَعَلْتُ الْهَوَامَّ تَسَاقُطُ عَلَيَّ وَجِئِي فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَيُّذُنِكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنْزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذىٌ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

৪১৯১. কা'ব ইবনু উজরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়াহয় মুহরিম অবস্থায় আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে আটকে রেখেছিল। কা'ব ইবনু উজরাহ (رضي الله عنه) বলেন, আমার কান পর্যন্ত মাথায় বাবরী চুল ছিল। (মাথার) উকুনগুলো আমার মুখমণ্ডলের উপর ঝরে ঝরে পড়েছিল। এ সময় নাবী (ﷺ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার মাথার উকুনগুলো তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। কা'ব ইবনু উজরাহ (رضي الله عنه) বলেন, এরপর আয়াত অবতীর্ণ হল, “তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা তার মাথায় ক্রেশ থাকলে সওম কিংবা সদাকাহ অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদইয়া আদায় করবে”- (সূরাহ আল-বাকারা ১৯৬)। [১৮১৪] (আ.প্র. ৩৮৭১, ই.ফা. ৩৮৭৪)

৩৭/৬৬. بَابُ قِصَّةِ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ.

৬৪/৩৭. অধ্যায়: উকল ও 'উরাইনাহ গোত্রের ঘটনা

১১৯২. حدثني عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ وَاسْتَوْحَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذُودٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنَ الْبَانِيهَا وَأَبْوَالِهَا فَاَنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَأْفُوا الذُّودَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتَرَكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى خَالِهِمْ قَالَ قَتَادَةُ بَلَعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحْتُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثَلَّةِ

[قال أبو عبد الله] وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ

أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ.

৪১৯২. ক্বাতাদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, আনাস (رضي الله عنه) তাদেরকে বলেছেন, উকল এবং 'উরাইনাহ গোত্রের কতিপয় লোক মাদীনাহতে নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তারা নাবী (ﷺ)-কে বলল, হে আল্লাহর নাবী! আমরা দুঃখপানে বেঁচে থাকি, আমরা কৃষক নই। তারা মাদীনাহর আবহাওয়া নিজেদের জন্য অনুকূল বলে মনে করল না। তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ)

তাদেরকে একজন রাখালসহ কতগুলো উট নিয়ে মাদীনাহর বাইরে যেতে এবং ঐগুলোর দুধ ও প্রস্রাব পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা যাত্রা করে হাররা-এর নিকট পৌঁছে ইসলাম ত্যাগ করে আবার কাফির হয়ে গেল এবং নাবী (ﷺ)-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। নাবী (ﷺ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি তাদের খোঁজে তাদের পিছে লোক পাঠিয়ে দিলেন। (তাদের আনা হলে) তিনি তাদের প্রতি কঠিন দণ্ডদেশ প্রদান করলেন। সহাবীগণ লৌহ শলাকা দিয়ে তাদের চোখ তুলে দিলেন এবং তাদের হাত কেটে দিলেন। এরপর হাররার এক প্রান্তে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। শেষ পর্যন্ত তাদের এ অবস্থায়ই মৃত্যু হল। ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, এ ঘটনার পর নাবী (ﷺ) প্রায়ই লোকজনকে সদাকাহ প্রদান করার জন্য উৎসাহ দিতেন এবং মুসলা থেকে বিরত রাখতেন।

গু'বাহু, আবান এবং হাম্মাদ (রহ.) ক্বাতাদাহ (রহ.) থেকে 'উরাইনাহ গোত্রের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইয়াহুইয়া ইবনু আবু কাসীর ও আইযুব (রহ.) আবু কিলাবা (রহ.)-এর মাধ্যমে আনাস (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ল গোত্রের কতিপয় লোক নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসেছিল। [২৩৩] (আ.প্র. ৩৮৭২, ই.ফা. ৩৮৭৫)

৬১৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عَمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالْحُجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ أَنَّ عَمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقَسَامَةِ فَقَالُوا حَقٌّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ قَالَ وَأَبُو قِلَابَةَ خَلَفَ سَرِيرَهُ فَقَالَ عُنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَيْبِيِّنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ إِنِّي حَدَّثْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عَرِينَةَ وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُكْلٍ ذَكَرَ الْقِصَّةَ.

৪১৯৩. 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহ.) হতে বর্ণিত যে, একদিন তিনি লোকদের কাছে কাসামাত সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে বললেন, তোমরা এ কাসামা সম্পর্কে কী বল? তাঁরা বললেন, এটা হাক। আপনার পূর্বে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং খলীফাগণ সকলেই কাসামাতের আদেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আবু কিলাবা (রহ.) 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহ.)-এর পেছনে ছিলেন। তখন আনাস ইবনু সা'ঈদ (রহ.) বললেন, 'উরাইনাহ গোত্র সম্পর্কিত আনাস (রহ.)-এর হাদীসটি কোথায়? তখন আবু কিলাবাহ (রহ.) বললেন, আনাস ইবনু মালিক (রহ.) আমার কাছেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল 'আযীয ইবনু সুহাইব (রহ.) আনাস ইবনু মালিক (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনু মালিক (রহ.) 'উরাইনাহ গোত্রের কিছু লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। আর আবু কিলাবা (রহ.) আনাস ইবনু মালিক (রহ.) থেকে উক্ল গোত্রের উল্লেখ করে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। [২৩৩] (আ.প্র. ৩৮৭৩, ই.ফা. ৩৮৭৬)

৪৬ কাসামাত হচ্ছে কোন এলাকায় মৃতদেহ ও হত্যার আলামত পাওয়া গেলে এবং তার হত্যাকারীকে বের করা না গেলে ঐ এলাকার লোকদের মধ্য হতে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের নিকট হতে কসম নেয়া।

۳۸/۶۴. بَابُ عَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ

৬৪/৩৮. অধ্যায়: যাতুল কারাদের যুদ্ধ।

وَهِيَ الْعَزْوَةُ الَّتِي أَعَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ خَيْبَرَ بِنَالٍ

খাইবার যুদ্ধের তিনদিন আগে মুশরিকরা নাবী (ﷺ)-এর দুধেল উটগুলো লুট করে নেয়ার সময়ে এ যুদ্ধ হয়েছিল।

٤١٩٤. حَرْنَا فُتَيْبَةَ بِنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ حَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُودَّنَ بِالْأُولَى وَكَانَتْ لِقَاحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرَعَى بِذِي قَرَدٍ قَالَ فَلَقَيْتَنِي عُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أَخَذْتُ لِقَاحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ عَطْفَانُ قَالَ فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَاسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَفُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِسَبِيلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَقُولُ:

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْعِ

وَأَرْجُزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَأَبَعْتُ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكَتْ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

81৯৪. সালামাহ ইবনু আকওয়া' (رضي الله عنه) থেকে বণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমি ফাজরের সলাতের আযানের আগে বাইরে বের হলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুধেল উটগুলোকে যি-কারাদ জায়গায় চরানো হতো। সালামাহ (رضي الله عنه) বলেন, তখন আমার সঙ্গে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (رضي الله عنه)-এর গোলামের দেখা হলো। সে বলল, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুধেল উটগুলো লুট করা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কে ওগুলো লুট করেছে? সে বলল, গাতফানের লোকেরা। তিনি বলেন, তখন আমি ইয়া সাবাহা বলে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করলাম। আর মাদীনাহর দুই পর্বতের মাঝে অবস্থিত মানুষদের কানে আমার আওয়াজ শুনিতে দিলাম। তারপর দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাদেরকে পেয়ে গেলাম। এ সময়ে তারা উটগুলোকে পানি পান করাতে শুরু করেছিল। তখন তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করলাম, আমি ছিলাম একজন দক্ষ তীরন্দাজ আর বললাম, আমি হলাম আকওয়া'-এর পুত্র, আজকের দিনটি তোমাদের সবচেয়ে খারাপ দিন। এভাবে আমি তাদের নিকট হতে উটগুলোকে কেড়ে নিলাম এবং তাদের ত্রিশখানা চাদরও কেড়ে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর নাবী (ﷺ) ও অন্যান্য লোক সেখানে আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী! লোক কটি পিপাসার্ত ছিল, আমি তাদেরকে পানি পান করতেও দেইনি। আপনি এখনই এদের পিছু ধাওয়া করার জন্য সৈন্য পাঠিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

হে ইবনুল আকওয়া'!

তুমি (হারানো উট দখল করতে) সক্ষম হয়েছে, এখন একটু বিশ্রাম নাও।

সালামাহ (رضي الله عنه) বলেন, এরপর আমরা ফিরে আসলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তাঁর উটনীর পেছনে বসিয়ে নিলেন, এভাবে মাদীনাহয় প্রবেশ করলাম। [৩০৪১] (আ.প্র. ৩৮৭৪, ই.ফা. ৩৮৭৭)

باب عَزْوَةِ حَيْبَرَ. ৩৭/৬৬

৬৪/৩৯. অধ্যায়: খাইবার^{৩৭}-এর যুদ্ধ।

৪৭ সপ্তম হিজরী, মুহাররম মাস। খাইবার ছিল সিরিয়া প্রান্তরে এক বিশাল শ্যামল ডুধের নাম। এটা মাদীনাহ হতে তিন মঞ্জিলের (প্রায় এক শ' মাইল) পথ। ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু দুর্গ দ্বারা এই স্থানটি সুরক্ষিত ছিল। মাদীনার বানু কাইনুকা ও বানু নাযীর গোত্রের ইয়াহুদীরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুদাইবিয়ার সফর হতে ফিরে আসা অল্প দিন মাত্র (এক মাসেরও কম) গত হয়েছে। এমন সময় শোনা গেল যে, খাইবারের ইয়াহুদীরা মাদীনার উপর আক্রমণ চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে— (তবকাতে কাবীর, ইবনু সাদ, ৭ পৃষ্ঠা)। তারা আহযাবের যুদ্ধে অকৃতকার্যতার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং নিজেদের হারানো সামরিক মর্যাদা ও শক্তিকে গোটা রাজ্যে পুনর্বহাল করার জন্য এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

তারা বানু গাতফান গোত্রের চার হাজার জঙ্গী বীর পুরুষকেও নিজেদের সাথে যুক্ত করে নিয়েছে। তারা এ চুক্তি করেছে যে, যদি মাদীনাহ বিজিত হয় তাহলে খাইবারের উৎপাদিত শস্যের অর্ধাংশ তারা বানু গাতফানকে চিরস্থায়ীভাবে দিতে থাকবে।

ইতোপূর্বে আহযাবের যুদ্ধে মুসলিমদেরকে খাইবারের দুর্গ অবরোধ করতে যে কঠিন বেগ পেতে হয়েছিল তা তারা ভুলেনি। সুতরাং সবাই এ ব্যাপারে এক মত হলেন যে, এই আক্রমণেচ্ছুক শত্রুদেরকে সামনে অগ্রসর হয়ে প্রতিরোধ করতে হবে।

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মাত্র ঐ সাহাবীদেরকে এই যুদ্ধে গমনের অনুমতি দান করেছিলেন যাদেরকে শুভ সংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন ۞ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ

(سورة الفتح: ١٨)
“আল্লাহ অবশ্যই মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে তোমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছে, তাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন।” (সূরা ফাতহ ৪৮/১৮)

وَعَدَّكُمْ اللَّهُ كَبِيرَةً أَخَذَ بِهَا (سورة الفتح: ٢٠)

“আল্লাহ তোমাদের সাথে বড় বড় বিজয়ের ও গানীমাতের ওয়াদা করেছেন যা তোমরা লাভ করবে।” (সূরা ফাতহ ৪৮/২০)

তারা সংখ্যায় চৌদ্দ শ' জন ছিলেন। তাদের মধ্যে দু'শ'জন ছিলেন আখারোহী।

সেনাবাহিনীর সম্মুখ ভাগের নেতা বা সেনাপতি ছিলেন উকাশাহ্ ইবনু মুহসিন আসাদী (رضي الله عنه) উকাশাহ্ ইবনু মুহসিন (رضي الله عنه) মর্যাদা সম্পন্ন সহাবীদের অন্যতম ছিলেন। তার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূসংবাদ দান করেছিলেন যে, তিনি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবেন। বাদুর, উহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য যুদ্ধে তিনি হাযির হন। সিদ্দীকে আকবার (رضي الله عنه)-এর খিলাফাত কালে ৪৫ বছর বয়সে তিনি শহীদ হন। ডান দিকের সেনাবাহিনীর সরদার ছিলেন 'উমার ইবনুল খাতাব (رضي الله عنه) (মাদারিজুন নুবুওয়াহ, ২৯০ পৃষ্ঠা)। বাম দিকের সেনাবাহিনীর নেতা অন্য একজন সাহাবী (رضي الله عنه) ছিলেন। বিশ'জন মহিলাও (রাযিয়াল্লাহু আনহুনা) সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিলেন যারা রুগ্ন ও আহতদের দেখাশুনা ও সেবা শশ্রুসা করার জন্য সাথে এসেছিলেন।

ইসলামের সেনাবাহিনী রাত্রিকালে খাইবারের বসতি সংলগ্ন জায়গায় পৌঁছে গেল। কিন্তু নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কল্যাণময় অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি রাতে যুদ্ধ শুরু করতেন না— [বুখারী, আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত]। এজন্যে ইসলামের সেনাবাহিনী ময়দানে শিবির স্থাপন করে। যুদ্ধের জন্য এ স্থানটি যুদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তি হাক্বাব ইবনুল মুনযির (رضي الله عنه) নির্বাচন করেছিলেন। এ জায়গাটি খাইবারবাসী ও বানু গাতফান গোত্রের মধ্যস্থলে ছিল। এই কৌশল অবলম্বনের উপকার এই ছিল যে, বানু গাতফান গোত্র যখন খাইবারের ইয়াহুদীদের সাহায্যের জন্য বের হয় তখন তারা ইসলামের সেনাবাহিনীকে প্রতিবন্ধকরূপে পায়। এ কারণে তারা চূপচাপ নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যায়।

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দেন যে, সেনাবাহিনীর বড় ক্যাম্প এখানেই থাকবে এবং আক্রমণমুখী সৈন্যদের দল এই ক্যাম্প থেকে যেতে থাকবে। সৈন্যদের মাঝে তৎক্ষণাৎ মাসজিদ নির্মাণ করে নেয়া হয়। আর যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে ইসলামের তাবলীগের ধারাও জারী রাখা হয়।

‘উসমান (رضي الله عنه) এই ক্যাম্পের প্রধান দায়িত্বশীল নির্বাচিত হন।

খাইবারের জন বসতির ডানে-বামে যে দুর্গ অবস্থিত ছিল ঐগুলি সংখ্যায় ছিল দশটি। ঐ দুর্গগুলোর মধ্যে দশ হাজার করে বীর যোদ্ধা অবস্থান করতো।

খায়বারের জনবসতি ডানে ও বামে দু’টি ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগে ছিল নিতাত দুর্গ নামে পরিচিত চারটি দুর্গ- (১) নায়িম (২) নিতাত (৩) সা’আব ইবনু মু’আয (৪) কিল’আতুয যুবায়র এবং শান্না দুর্গ নামে পরিচিত তিনটি দুর্গ- (১) শান্না (২) বার (৩) উবাই। অপর পাশে ছিল আরও তিনটি দুর্গ যা কুতাইবাহ দুর্গ নামে পরিচিত ছিল। তা হচ্ছে- (১) কামুস তাবারী (২) অতীহ (৩) সালিম বা নাবউইন হাকীক।

মাহমুদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) পাঁচ দিন পর্যন্ত ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে থাকেন। কিন্তু দুর্গ বিজিত হলো না। পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনের বর্ণনা এই যে, মাহমুদ (رضي الله عنه) যুদ্ধ ক্ষেত্রের গরমের প্রখরতায় ক্লান্ত হয়ে দুর্গ প্রাচীরের ছায়ায় কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণের জন্য শুয়ে পড়েন। ইত্যবসরে কিনানাহ ইবনু হাকীক নামক এক ইয়াহুদী তাকে গাফেল দেখে তার মাথায় এক পাথর মেরে দেয়। এতেই তিনি শহীদ হয়ে যান। সেনাবাহিনীর পতাকা মাহমুদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه)-এর ভাই মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) ধারণ করেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) এই মত প্রদান করেন যে, ইয়াহুদীদের খেজুর বাগানের খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা হোক। কেননা, তাদের নিকট এক একটি খেজুর গাছ এক একটি ছেলের মতই প্রিয়। এই কৌশল অবলম্বন করলে দুর্গবাসীর উপর প্রভাব ফেলা যাবে। এই কৌশলের উপর কাজ শুরু হয়েই গিয়েছিল। এমন সময় আবু বাক্বর (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ “এ এলাকা নিশ্চিতরূপে মুসলিমদের হাতে বিজিত হতে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা এটাকে নিজেদের হাত নষ্ট করবো কেন? রসূল (ﷺ) আবু বাক্বরের (رضي الله عنه) এই মতকে পছন্দ করলেন এবং ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه)-এর নিকট খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পাঠিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার সময় মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (رضي الله عنه) যীয তাতার নিষ্ঠুরভাবে শহীদ হওয়ার ঘটনাটি নাবী (ﷺ)-এর খিদমাতে এসে বর্ণনা করেন।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বলেনঃ لا عطين (اولياتين) الراية غدا رجلا بمهالله ورسوله يفتح الله عليه

“আগামী দিন পতাকা ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে (অথবা ঐ ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে) যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) ভালবাসেন এবং তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।”

এটা এমন এক প্রশংসা ছিল, যা শুনে বড় বড় বীর পুরুষ আগামী দিনের পতাকা লাভের আশায় আশাবিত হয়ে থাকলেন।

ঐ রাতে সেনাবাহিনীর পাহারা দেয়ার দায়িত্ব ‘উমার ইবনুল খাতাবের (رضي الله عنه) উপর অর্পিত হয়েছিল। তিনি চক্কর দিতে দিতে একজন ইয়াহুদীকে ধ্রুফতার করেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে নাবী (ﷺ)-এর খিদমাতে আনয়ন করেন। ঐ সময় রসূল (ﷺ) তাহাজ্জদের সলাতে ছিলেন। সলাত শেষে তিনি ইয়াহুদীর সাথে কথোপকথন করেন। ইয়াহুদী বললঃ “যদি আমাকে এবং দুর্গে অবস্থানরত আমার স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে নিরাপত্তা দান করা হয় তাহলে আমি সামরিক গোপন বিষয়ের বহু কিছু প্রকাশ করে দিতে পারি।” ঐ ইয়াহুদীর সাথে নিরাপত্তার ওয়াদা করা হলে সে বলতে শুরু করেঃ “নিতাত দুর্গের ইয়াহুদীরা আজ রাতে তাদের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদেরকে শান দুর্গে পাঠাচ্ছে এবং তাদের মালধন ও টাকা পয়সা নিতাত দুর্গের মধ্যে প্রোথিত করছে। ঐ জায়গা আমার জানা আছে। যখন মুসলিমরা নিতাত দুর্গদখল করে নিবেন তখন আমি ঐ জায়গাটি দেখিয়ে দিবো। শান্না দুর্গের নীচে ভূগর্ভে নির্মিত কুঠরিতে বহু মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। যখন মুসলমানরা শান্না দুর্গ জয় করে নিবেন তখন আমি তাদের কে ভূগর্ভে নির্মিত ঐ কুঠরিটিও দেখিয়ে দিবো।”

‘আলী (رضي الله عنه) নায়েম দুর্গের উপর আক্রমণের সূত্রপাত করলেন। মুকাবালার জন্যে দুর্গের বিখ্যাত সরদার মুরাহ্‌হাব ময়দানে বেরিয়ে এলো। সে নিজেকে হাজার বীরের সমান মনে করতো।

মুরাহ্‌হাব তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করে। আ’মির (رضي الله عنه) ওটাকে ঢাল দ্বারা প্রতিহত করেন এবং মুরাহ্‌হাবের দেহের নিম্নভাগে আঘাত করেন। কিন্তু তার তরবারিটি যা দৈর্ঘ্যে ছোট ছিল, তার নিজেই হাঁটুতে লেগে যায়, যার ফলে অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে যান। অতঃপর ‘আলী (رضي الله عنه) বেরিয়ে আসেন।

আলী মুরতযা (رضي الله عنه) এক হাতেই এমন জোরে তরবারীর আঘাত করেন যে, মুরাহ্‌হাবের শিরস্ত্রাণ কেটে পাগড়ী কর্তন করতঃ মাথাকে দু’টুকরো করে গর্দান পর্যন্ত পৌছে যায়। মুরাহ্‌হাবের ভাই বেরিয়ে আসলে যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (رضي الله عنه) তাকে মাটিতে শুইয়ে দেন। এরপর ‘আলী (رضي الله عنه)-এর সাধারণ আক্রমণের মাধ্যমে নায়েম দুর্গটি বিজিত হয়।

ঐ দিনই সাআব দুর্গটি হাব্বাব ইবনুল মুনযির (رضي الله عنه) অবরোধ করে তৃতীয় দিনে জয় করে নেন। সাআব দুর্গটি জয় করার ফলে মুসলিমরা প্রচুর পরিমাণে যব, খেজুর, মাখন, রওগণ, যায়তুন এবং চর্বি লাভ করেন। এর ফলে মুসলিমদের ঐ কষ্ট দূরীভূত হয় যে কষ্ট তারা রসদের স্বল্পতার কারণে ভোগ করছিলেন। এই দুর্গ হতেই তারা বড় বড় গুপ্ত অস্ত্র লাভ করেন যার খবর ইয়াহুদী গুপ্তচর

৬১৯০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ التُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَاجِ فَلَمْ يُؤْتِ إِلَّا بِالسَّوْبِقِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُزِّيَ فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضَمَضَ وَمَضَمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৪১৯৫. সুওয়াইদ ইবনু নু'মান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি (সুওয়াইদ ইবনু নু'মান) খাইবার অভিযানের বছর নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। [তিনি বলেন] যখন আমরা খাইবারের নীচ এলাকায় 'সাহ্বা' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন নাবী (ﷺ) 'আসরের সলাত আদায় করলেন। তারপর তিনি পাথের পরিবেশন করতে হুকুম দিলেন। কিন্তু ছাতু ব্যতীত আর কিছুই দেয়া গেল না। তিনি ছাতু গুলতে বললেন। ছাতু গুলা হলো। তখন তিনিও খেলেন, আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের সলাতের জন্য উঠে পড়লেন এবং কুল্লি করলেন। আমরাও কুল্লি করলাম। তারপর তিনি সলাত আদায় করলেন আর সেজন্য নতুনভাবে 'উযু করলেন না। [২০৯] (আ.প্র. ৩৮৭৫, ই.ফা. ৩৮৭৮)

৬১৯৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَجِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَبَدَأَ لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ عَامِرٍ أَلَا نُسَمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَتَزَلَّ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ :

তাদের কে প্রদান করেছিল। এর পূর্বদিন নিতাত দুর্গ বিজিত হয়েছিল। এখন যুবায়ের দুর্গ, যা একটি পাহাড়ী টিলার উপর অবস্থিত ছিল এবং যুবায়েরের নামে যার নামকরণ করা হয়েছিল, ওর উপর আক্রমণ করা হয়। দুদিন পর একজন ইয়াহুদী ইসলামের সৈন্যদের মধ্যে আসে। সে বলে : "এ দুর্গটি তো এক মাস পর্যন্ত চেষ্টা চালালেও জয় করতে পারবেন না। আমি একটি গোপন কথা বলে দিচ্ছি। "এ দুর্গের মাটির নিচের নালা পথে পানি এসে থাকে। যদি পানির পথ বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে বিজয় সম্ভব।" তার এ কথা শুনে মুসলিমরা পানির উপর অধিকার লাভ করে নেন। তখন দুর্গবাসী দুর্গ হতে বের হয়ে খোলা ময়দানে এসে যুদ্ধ করে এবং মুসলিমরা তাদেরকে পরাজিত করেন।

তারপর উবাই দুর্গের উপর আক্রমণ করা শুরু হয়। এই দুর্গবাসীরা কঠিন ভাবে প্রতিরোধ করে। তাদের মধ্যে গায়ওয়ান নামক একটি লোক ছিল। সে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে আসে। হাক্বাব (رضي الله عنه) তার সাথে মুকাবালার জন্য এগিয়ে যান। গায়ওয়ানের বাহু কেটে যায়। সে দুর্গের দিকে পালাতে থাকে। হাক্বাব (رضي الله عنه) তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। সে পড়ে যায় এবং তাকে হত্যা করা হয়।

দুর্গ হতে আর একজন যোদ্ধা বেরিয়ে আসে। একজন মুসলিম তার মুকাবালা করেন। কিন্তু মুসলিমটি তার হাতে শহীদ হয়ে যান। অতঃপর আবু দাজনা (رضي الله عنه) বেরিয়ে আসেন। তিনি এসেই তার পা কেটে দেন এবং পরে তাকে হত্যা করে ফেলেন।

ইয়াহুদীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বাইরে বের হওয়া হতে বিরত থাকে। আবু দাজনা (رضي الله عنه) সামনে অগ্রসর হন। মুসলিমরা তার সঙ্গী হন। তারা তাকবীর পাঠ করতে করতে দুর্গের প্রাচীরের উপর চড়ে যান এবং দুর্গ জয় করে নেন। দুর্গবাসীরা পালিয়ে যায়। এই দুর্গ হতে প্রচুর বকরী, কাপড় এবং আসবাবপত্র পাওয়া যায়।

এবার মুসলিমরা বার দুর্গ আক্রমণ করেন। এখানে দুর্গরক্ষীরা মুসলিমদের উপর এতো তীব্র ও পাথর বর্ষণ করে যে, তাদের মুকাবালা করার জন্য মুসলিমদেরকেও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় যে অস্ত্র তারা সাআব দুর্গ হতে গানীমাত স্বরূপ লাভ করেছিলেন। এই ভারী অস্ত্র ঘারা এ দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে তা জয় করা হয়। (রহমাতুল লিল 'আলামীন-আব্বামা কাযী মুহাম্মাদ সলাইমনা মানসূর পুরী)

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاعْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مَا أَبْقَيْنَا وَأَلْفَيْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا
وَوَيْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقَيْنَا إِنَّا إِذَا صِخَّ بِنَا أَبَيْنَا
وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ
وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهُ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ فَأَتَيْنَا خَيْرَ فَحَاصِرَتَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
فَتَحَّهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا
هَذِهِ النَّيْرَانُ عَلَى أَبِي شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ عَلَى أَبِي لَحْمٍ قَالُوا لَحْمِ حُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
أَهْرَيْقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نَهْرَيْقُوهَا وَتَغْسِلُوهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ
سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيرًا فَتَنَازَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ دُبَابَ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ
قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي قَالَ مَا لَكَ لَهْ فُلْتُ لَهُ فَذَكَ الْأَبِي وَأَبِي زَعَمُوا أَنَّ
عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَبَ مَنْ قَالَ إِنَّ لَهُ لِأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِضْبَعَيْهِ إِنَّهُ لِحَاجِدٌ مُجَاهِدٌ قُلْ عَرَبِيٌّ
مَشَى بِهَا مِثْلَهُ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ نَشَأَ بِهَا.

৪১৯৬. সালামাহ ইবনু আকওয়া (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে
খাইবার অভিযানে বেরোলাম। আমরা রাতের বেলা চলছিলাম, তখন দলের এক ব্যক্তি ‘আমির (رضي الله عنه)-কে
বলল, হে ‘আমির! তোমার সমর সঙ্গীত থেকে আমাদেরকে কিছু শোনাতে না কি? ‘আমির (رضي الله عنه) ছিলেন
একজন কবি। তখন তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সঙ্গীতের তালে তালে কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে
চললেন। তিনি গাইলেন :

হে আল্লাহ! তুমি না হলে আমরা হিদায়াত লাভ করতাম না,

সদাকাহ দিতাম না আর সলাত আদায় করতাম না।

তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, যতদিন আপনার প্রতি সমর্পিত হয়ে থাকব।

আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন এবং শত্রুর মুকাবালায় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন।

আমাদেরকে যখন (কুফরের দিকে) ডাকা হয় আমরা তখন তা প্রত্যাখ্যান করি।

আর এ কারণে তারা চীৎকার করে আমাদের বিরুদ্ধে লোক-লস্কর জমা করে।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এ সঙ্গীতের গায়ক কে? তাঁরা বললেন, ‘আমির ইবনুল আকওয়া’।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। কাফেলার একজন বলল : হে আল্লাহর নাবী! তার
(শাহাদাত) নিশ্চিত হয়ে গেল। (হায়) আমাদেরকে যদি তার নিকট হতে আরো উপকার লাভের সুযোগ

দিতেন! অতঃপর আমরা খাইবারে পৌছলাম এবং তাদেরকে অবরোধ করলাম। এক সময় আমরা ভীষণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হলাম। কিন্তু পরেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলিমগণ (রান্নার জন্য) অনেক আগুন জ্বালালেন। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন : এ সব কিসের আগুন? তোমরা কী রান্না করছ? তারা জানালেন, গোশত। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন : কিসের গোশত? লোকেরা বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। নাবী (ﷺ) বললেন, এগুলি ঢেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। একজন বললেন, হে আল্লাহর রসূল! গোশতগুলো ঢেলে দিয়ে যদি পাত্রগুলো ধুয়ে নেই? তিনি বললেন, তাও করতে পার। এরপর যখন সবাই যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িলে গেলেন, আর 'আমির ইবনুল আকওয়া' (رضي الله عنه)-এর তলোয়ারটা ছিল ছোট, তা দিয়ে তিনি জনৈক ইয়াহুদীর পায়ের গোছায় আঘাত করলে তরবারির তীক্ষ্ণ ভাগ ঘুরে এসে তাঁর নিজের হাঁটুতে লেগে যায়। এতে তিনি মারা যান। সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (رضي الله عنه) বলেন : তারপর লোকেরা খাইবার থেকে ফিরতে শুরু করলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বললেন, কী খবর? আমি বললাম : আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। লোকজন ধারণা করছে, (নিজ আঘাতে মারা যাওয়ায়) 'আমির (رضي الله عنه)-এর 'আমাল নষ্ট হয়ে গেছে। নাবী (ﷺ) বললেন, এ কথা যে বলেছে সে মিথ্যা বলেছে। বরং 'আমিরের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব, নাবী (ﷺ) তাঁর দু'টি আসুল একত্রিত করে দেখালেন। অবশ্যই সে একজন সচেষ্ট ব্যক্তি ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। তাঁর মত গুণের অধিকারী আরাব খুব কমই আছে। আমাদের নিকট হাতিম কুতাইবাহর মাধ্যমে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ৩৮৭৬, ই.ফা. ৩৮৭৯)

১১৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى خَيْبَرَ لَيْلًا وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا لَيْلًا لَمْ يَغْرِبْ بِهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِيِّينَ.

৪১৯৭. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রাত্রিকালে খাইবারে পৌছলেন। আর তিনি (কোন অভিযানে) কোন গোত্রের এলাকায় রাত্রিকালে গিয়ে পৌছলে, সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ চালাতেন না। সকাল হলে ইয়াহুদীরা তাদের কৃষি সরঞ্জাম ও টুকরি নিয়ে বাইরে আসল, আর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখতে পেল, তখন তারা (ভয়ে) বলতে লাগল, মুহাম্মাদ, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ তার দলবল নিয়ে এসে পড়েছে। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, খাইবার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই তখন সেই সতর্ক করা গোত্রের সকাল হয় মন্দভাবে। [৩৭১] (আ.প্র. ৩৮৭৭, ই.ফা. ৩৮৮০)

১১৭৮. أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَبَحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِي فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِيِّينَ فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ.

৪১৯৮. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খুব সকালে খাইবারে গিয়ে পৌছলাম। তখন সেখানকার লোকেরা কৃষির সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন নাবী (ﷺ)-কে দেখতে পেল তখন বলল, মুহাম্মাদ, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ তার দলবল নিয়ে এসে পড়েছে। নাবী (ﷺ) আল্লাহ আকবার) ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খাইবার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই, তখন সেই সতর্ক করা গোত্রের সকাল হয় মন্দভাবে। [আনাস (رضي الله عنه) বলেন] এ যুদ্ধে আমরা গাধার গোশত লাভ করেছিলাম (আর তা পাক করা হচ্ছিল)। তখন নাবী (ﷺ)-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ তা নাপাক। [৩৭১] (আ.প্র. ৩৮৭৮, ই.ফ. ৩৮৮১)

৪১৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءَ فَقَالَ أَكَلْتُ الْحُمْرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أَكَلْتُ الْحُمْرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ أَفْنَيْتُ الْحُمْرُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحْمِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأَكْفَيْتُ الْقُدُورَ وَإِنَّهَا لَتَقُورُ بِاللَّحْمِ.

৪১৯৯. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে একজন আগন্তুক এসে বলল, (গানীমাতের) গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) চুপ রইলেন। এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসে বলল, গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখনো চুপ থাকলেন। লোকটি তৃতীয়বার এসে বলল, গাধাগুলো খতম করে দেয়া হচ্ছে। তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে হুকুম দিলেন। সে লোকজনের সামনে গিয়ে ঘোষণা দিল : আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (ﷺ) তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তখন ডেকচিগুলো উল্টে দেয়া হল। অথচ ডেকচিগুলোতে গোশত তখন টগবগ করে ফুটছিল। [৩৭১০] (আ.প্র. ৩৮৭৯, ই.ফ. ৩৮৮২)

৪২০০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بَغْلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ حَرَبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِيِّنَ فَحَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكِّكِ فَقَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُقَاتِلَةَ وَسَيِّ الدَّرِيَّةَ وَكَانَ فِي السَّيِّ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دَحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ عَثْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ قُلْتَ لِأَنَسٍ مَا أَضَدَّهَا فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَضَدِّيقًا لَهُ.

৪২০০. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) খাইবারের নিকটে সকালে কিছু অন্ধকার থাকতেই ফাজ্রের সলাত আদায় করলেন। তারপর আল্লাহ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খাইবার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই তখনই সতর্ক করা গোত্রের সকালটি হয় মন্দরূপে। এ সময়ে খাইবারের অধিবাসীরা অলি-গলিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল। নাবী (ﷺ) তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদেরকে হত্যা করলেন। আর শিশু ও নারীদেরকে বন্দী করলেন। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সফিয়্যাহ। প্রথমে তিনি দাহুইয়াতুল কালবীর অংশে এবং পরে নাবী (ﷺ)-এর অংশে বন্দি হন। নাবী (ﷺ) তাঁর মুক্তিদানকে (বিবাহের) মাহর হিসেবে গণ্য করেন।

‘আবদুল ‘আযীয ইবনু সুহাইব (রহ.) সাবিত (রহ.)-কে বললেন, হে আবু মুহাম্মাদ! আপনি কি আনাস (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, নাবী (ﷺ) তাঁর [সফিয়্যাহ (رضي الله عنها)-এর] মোহর কী ধার্য করেছিলেন? তখন সাবিত (রহ.) ‘হ্যাঁ’ বুঝানোর জন্য মাথা নাড়লেন। [৩৭১] (আ.প্র. ৩৮৮০, ই.ফা. ৩৮৮৩)

৬২০১. حدثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَبَى النَّبِيُّ ﷺ صَفِيَّةَ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسِ مَا أَصَدَقَهَا قَالَ أَصَدَقَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا.

৪২০১. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সাফিয়্যা (رضي الله عنها)-কে বন্দী করেছিলেন। পরে তিনি তাঁকে আযাদ করে বিয়ে করেছিলেন। সাবিত (রহ.) আনাস (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নাবী (ﷺ) তাঁর মোহর কত নির্দিষ্ট করেছিলেন? আনাস (رضي الله عنه) বললেনঃ স্বয়ং সাফিয়্যা (رضي الله عنها)-কেই মোহর ধার্য করেছিলেন এবং তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। [৩৭১] (আ.প্র. ৩৮৮১, ই.ফা. ৩৮৮৪)

৬২০২. حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْرَفَ النَّاسَ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْكَبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْفٌ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

৪২০২. আবু মূসা আশ‘আরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন খাইবার যুদ্ধের জন্য বের হলেন কিংবা রাবী বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন খাইবারের দিকে যাত্রা করলেন, তখন সাথী লোকজন একটি উপত্যকায় পৌঁছে এই বলে উচ্চঃস্বরে তাকবীর দিতে শুরু করল-আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই)। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা নিজেদের প্রতি দয়া কর। কারণ তোমরা এমন কোন সত্তাকে ডাকছ না যিনি বর্ধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা তো ডাকছ সেই সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটে অবস্থানকারী, যিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। [আবু মূসা আশ‘আরী (رضي الله عنه) বলেন] আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাওয়ারীর পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলতে শুনে বললেন, হে ‘আবদুল্লাহ ইবনু কায়স! আমি বললাম, আমি উপস্থিত হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেব কি যা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তা হল ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। [২৯৯২] (আ.প্র. ৩৮৮৪, ই.ফা. ৩৮৮৭)

৬২০৩. حدثنا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ التَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْأَخْرُونَ إِلَى

عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقِيلَ مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأُ فَلَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كَلْمًا وَقَفَّ وَقَفَّ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجَرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعَجَلَ الْمَوْتُ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ أَيْفَأُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي ظَلْبِهِ ثُمَّ جَرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعَجَلَ الْمَوْتُ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَيَمِينًا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَمِينًا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ.

৪২০৩. সাহুল ইবনু সা'দ সা'ঈদী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। (খাইবারের যুদ্ধে) রসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুশরিকরা মুখোমুখি হলেন। পরস্পরের মধ্যে তুমুল লড়াই হল। (দিনের শেষে) রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সেনা ছাউনিতে ফিরে আসলেন আর অন্যপক্ষও তাদের ছাউনিতে ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবীগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তার তরবারি থেকে একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রু সৈন্যকেই রেহাই দেননি। বরং পিছু ধাওয়া করে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেছেন। তাদের কেউ বললেন, অমুক ব্যক্তি আজ যা করেছে আমাদের মধ্যে আর অন্য কেউ তা করতে সক্ষম হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, কিন্তু সে তো জাহান্নামী। সহাবীগণের একজন বললেন, (ব্যাপারটা দেখার জন্য) আমি তার সঙ্গী হব। সাহুল ইবনু সা'দ সা'ঈদী (رضي الله عنه) বলেন, পরে তিনি ঐ লোকটির সঙ্গে বের হলেন, লোকটি থামলে তিনিও থামতেন, লোকটি দ্রুত চললে তিনিও দ্রুত চলতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময়ে লোকটি ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল এবং (যন্ত্রণার চোটে) শীঘ্র মৃত্যু কামনা করল। তাই সে তার তরবারির গোড়ার অংশ মাটিতে রেখে এর ধারালো দিক বুকের মাঝে রাখল। এরপর সে তরবারির উপর নিজেকে জোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করল। তখন লোকটি (অনুসরণকারী সহাবী) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, একটু আগে আপনি যে লোকটির কথা বলেছিলেন যে, লোকটি জাহান্নামী, তাতে লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আমি লোকটির পিছু নিয়ে দেখব। কাজেই আমি ব্যাপারটির খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। এক সময় লোকটি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল এবং শীঘ্র মৃত্যু কামনা করল, তাই সে তার তরবারির হাতলের দিক মাটিতে বসিয়ে এর তীক্ষ্ণ ভাগ নিজের বুকের মাঝে রাখল। এরপর নিজেকে তার উপর জোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করল। এ সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, অনেক সময় মানুষ জান্নাতীদের মত 'আমাল করতে থাকে, যা দেখে অন্যরা তাকে জান্নাতীই মনে করে। অথচ সে জাহান্নামী। আবার অনেক সময় মানুষ জাহান্নামীদের মতো 'আমাল করতে থাকে যা দেখে লোকজনও সেরূপই মনে করে থাকে, অথচ সে জান্নাতী। (২৯০২) (আ.প্র. ৩৮৮২, ই.ফা. ৩৮৮৫)

৬২০৬. حُرْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا حَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدْعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ أَلَمَ الْجِرَاحَةَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَشْهُمَا فَتَنَحَّرَ بِهَا نَفْسَهُ فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ انْتَحَرَ فَلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فَلَانُ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الْيَتِيمَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ تَابِعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

৪২০৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাইবার যুদ্ধে গিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে মুসলিম হওয়ার দাবীদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, লোকটি জাহান্নামী। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হলে লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, এমন কি তার দেহ বিক্ষত হয়ে গেল। এতে কারো কারো [রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর] সন্দেহ সৃষ্টি হল। অতঃপর লোকটি আঘাতের যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে তুণীরের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেখান থেকে তীর বের করে আনল। আর তীরটি নিজের বক্ষদেশে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করল। তা দেখে কতিপয় মুসলিম দ্রুত ছুটে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনার কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। ঐ লোকটি নিজেই নিজের বক্ষে আঘাত করে আত্মহত্যা করেছে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! দাঁড়াও এবং ঘোষণা দাও যে, মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য আল্লাহ ফাসিক ব্যক্তি দ্বারাও দীনের সাহায্য করে থাকেন। মা'মার (রহ.) যুহরী (রহ.) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় শু'আয়ব (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। [২৮৯৮, ৩০৬২] (আ.প্র. ৩৮৮৩, ই.ফা. ৩৮৮৬)

৬২০৭. وَقَالَ شَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حُنَيْنًا وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَابِعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَيْبَرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৪২০৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। ('আবদুল্লাহ) ইবনু মুবারাক হাদীসটি ইউনুস-যুহরী-সাদ্দ (ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.)) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। সালিহ (রহ.) যুহরী (রহ.) থেকে ইবনু মুবারাক (رضي الله عنه)-এর মতোই বর্ণনা করেছেন। আর যুবাইদী (রহ.) হাদীসটি যুহরী, 'আবদুর রহমান ইবনু কা'ব, 'উবাইদুল্লাহ ইবনু কা'ব (রহ.) নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে খাইবারে অংশগ্রহণকারী জনৈক সহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। (যুবাইদী আরো বলেন) যুহরী (রহ.) এ হাদীসটিকে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ এবং সা'ঈদ (ইবনুল মুসাইয়্যাব) (রহ.) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। [৩০৬২] (আ.প্র. ৩৮৮৩, ই.ফা. ৩৮৮৬)

৬২০৬. حَرْنَا الْمَكِّيَّ بْنَ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثْرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلْمَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ فَقَالَ هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلْمَةُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَتَفَقَّتْ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ.

৪২০৬. ইয়াযীদ ইবনু আবু 'উবায়দ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামাহ (ইবনু আকওয়া) (ﷺ)-এর পায়ের নলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মুসলিম! এ আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এ আঘাত আমি খাইবার যুদ্ধে পেয়েছিলাম। লোকজন বলাবলি করল, সালামাহ মারা যাবে। আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসলাম। তিনি ক্ষতটিতে তিনবার ফুঁ দিলেন। ফলে আজ পর্যন্ত এসে কোন ব্যথা অনুভব করিনি। (আ.প্র. ৩৮৮৫, ই.ফা. ৩৮৮৮)

৬২০৭. حَرْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ التَّقَى النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَعَارِيهِ فَاقْتَتَلُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ لَا يَدْعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا فَضْرَبَهَا بِسَيْفِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجْرُ أَحَدٍ مَا أَجْرُ فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالُوا أَيْتَانَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَا تَتَّبِعْنَهُ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعَجَلَ الْمَوْتُ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَدُبَابَهُ بَيْنَ تَدْيِيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمَّا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لِمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَمَّا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

৪২০৭. সাহল (ইবনু সা'দ) (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুশরিকরা মুখোমুখি হলেন। তাদের মধ্যে তুমুল লড়াই হল। (শেষে) সকলেই আপন আপন সেনা ছাউনীতে ফিরে গেল। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে মুশরিকদের কোন একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রুকেই রেহাই দেয়নি বরং তাড়িয়ে নিয়ে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছে। তখন বলা হল! হে আল্লাহর রসূল! অমুক লোক আজ যতটা 'আমাল করেছে অন্য কেউ ততটা করতে পারেনি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সে ব্যক্তি জাহান্নামী। তারা বলল, তা হলে আমাদের মধ্যে আর কে জান্নাতী হবে যদি এ ব্যক্তিই জাহান্নামী হয়? তখন কাফেলার মধ্য থেকে একজন বলল, অবশ্যই আমি তাকে অনুসরণ করে দেখব (তিনি বলেন) লোকটির দ্রুত গতিতে বা ধীর গতিতে আমি তার সঙ্গে থাকতাম। শেষে, লোকটি আঘাতপ্রাপ্ত হলে যন্ত্রণার চোটে সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করে তার তরবারির বাঁট মাটিতে রাখলো এবং ধারালো দিক নিজের বুকের মাঝে রেখে এর উপর সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করল। তখন (অনুসরণকারী) সহাবী নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি নাবী (ﷺ)। জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? তিনি তখন নাবী (ﷺ)-কে সব ঘটনা জানালেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, কেউ কেউ জান্নাতবাসীদের মতো 'আমাল করতে থাকে আর লোকজন তাকে তেমনই মনে করে

থাকে অথচ সে জাহান্নামী। আবার কেউ কেউ জাহান্নামীর মতো 'আমাল করে থাকে আর লোকজনও তাকে তাই মনে করে অথচ সে জান্নাতী। [২৮৯৮] (আ.প্র. ৩৮৮৬, ই.ফা. ৩৮৮৯)

৪২০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَزَائِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسُ إِلَى النَّاسِ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى ظَالِمَةً فَقَالَ كَأَنَّهُمْ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ

৪২০৮. আবু 'ইমরান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক জুম্মা'আহর দিনে আনাস (رضي الله عنه) লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাদের (মাথায়) তায়ালিসাহ^{৪৮} চাদর। তখন তিনি বললেন, এ মুহূর্তে এদেরকে খাইবারের ইয়াহূদীদের মতো দেখাচ্ছে। (আ.প্র. ৩৮৮৭, ই.ফা. ৩৮৯০)

৪২০৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

كَانَ عَيْيُ بْنُ أَبِي ظَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَحِقَ بِهِ فَلَمَّا بَيْنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ قَالَ لِأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ عَدَا أَوْ لِيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ عَدَا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ عَلَيْهِ فَتَحُنْ تَرْجُوهَا فَقِيلَ هَذَا عَيْيُ فَأَعْطَاهُ فَفُتِحَ عَلَيْهِ.

৪২০৯. সালামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চক্ষু রোগ হওয়ায় 'আলী (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর থেকে খাইবার অভিযানে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। [নাবী (ﷺ) মাদীনাহ থেকে রওয়ানা হয়ে এসে পড়লে] 'আলী (رضي الله عنه) বলেন, আমি পেছনে বসে থাকব। সুতরাং তিনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। [সালামাহ (رضي الله عنه) বলেন] খাইবার বিজিত হওয়ার আগের রাতে তিনি [নাবী (ﷺ)] বললেন, আগামীকাল সকালে আমি এমন ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দেব অথবা তিনি বলেছেন, আগামীকাল সকালে এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ভালবাসেন। আর তার হাতেই খাইবার বিজিত হবে। কাজেই আমরা সবাই সেটি কামনা করছিলাম। তখন বলা হল, এই তো 'আলী। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে পতাকা প্রদান করলেন এবং তাঁর হাতেই খাইবার বিজিত হল। [২৯৭৫] (আ.প্র. ৩৮৮৮, ই.ফা. ৩৮৯১)

৪২১০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعِيدٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِأَعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ عَدَا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ آيْنُ عَيْيُ بْنُ أَبِي ظَالِبٍ فَقِيلَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَيْيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلْهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ

^{৪৮} এক প্রকারের চাদরকে তায়ালিসাহ বলা হয়। খাইবারে ইয়াহূদ সম্প্রদায় এগুলো অধিক ব্যবহার করতো। তাই আনাস (رضي الله عنه) বসরায় আগমনের পর ঋতবায় দাঁড়িয়ে মুসল্লীগণকে তায়ালিসাহ চাদর পরা অবস্থায় দেখতে পেয়ে খীয অনুভূতি ব্যক্ত করলেন।

إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَحِبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ .

৪২১০. সাহল ইবনু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। খাইবারের যুদ্ধে একদা রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আগামীকাল সকালে আমি এমন এক লোকের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব যার হাতে আল্লাহ খাইবারে বিজয় দান করবেন যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ভালবাসেন। সাহল (رضي الله عنه) বলেন, মুসলিমগণ এ জল্পনায় রাত কাটালো যে, তাদের মধ্যে কাকে দেয়া হবে এ ঝাণ্ডা। সকালে সবাই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আসলেন, আর প্রত্যেকেই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'আলী ইবনু আবু তুলিব (رضي الله عنه) কোথায়? সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি তো চক্ষুরোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, তার কাছে লোক পাঠাও। সে মতে তাঁকে আনা হল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে তার জন্য দু'আ করলেন। ফলে চোখ এমন ভাল হয়ে গেল যেন কখনো চোখে কোন রোগই ছিল না। এরপর তিনি তার হাতে ঝাণ্ডা প্রদান করলেন। তখন 'আলী (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা আমাদের মতো (মুসলিম) না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি বর্তমান অবস্থায়ই তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে হাজির হও, এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করো, আল্লাহর অধিকার প্রদানে তাদের প্রতি যে দায়িত্ব বর্তায় সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। কারণ আল্লাহর কসম! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হিদায়াত দেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল রঙের (মূল্যবান) উটের^{৪৯} মালিক হওয়ার চেয়ে উত্তম। [২৯৪২] (আ.প্র. ৩৮৮৯, ই.ফা. ৩৮৯২)

٤٢١١. حدثنا عَبْدُ الْعَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ دُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ بِنِ بْنِ أَخْطَبٍ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُّ ﷺ لِتَنْفِسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي إِذْ بِنِ مِنْ حَوْلِكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَوَلِيْمَتُهُ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَةً ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ .

৪২১১. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাইবারে এসে পৌছলাম। এরপর যখন আল্লাহ তাঁকে খাইবার দুর্গের বিজয় দান করলেন তখন তাঁর কাছে (ইয়াহূদী দলপতি) হুয়াই ইবনু আখতাবের কন্যা সফিয়্যাহ (رضي الله عنها)-এর সৌন্দর্যের ব্যাপারে আলোচনা করা হল। তার স্বামী (এ যুদ্ধে) নিহত হয়। সে ছিল নববধূ। নাবী (ﷺ) তাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তাকে সঙ্গে করে

^{৪৯} আরবীয় উটের যত প্রকার আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, অভিজাত, আকর্ষণীয় ও মূল্যবান উট হচ্ছে লাল রঙের উট।

(খাইবার থেকে) যাত্রা করেন। এরপর আমরা যখন সাদ্দুস সাহবা নামক স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌছলাম তখন সফিয়্যাহ رضي الله عنها তাঁর মাসিক ঋতুস্রাব থেকে মুক্ত হলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সঙ্গে বাসর করলেন। তারপর একটি ছোট দস্তুরখানে (খেজুর-ঘি ও ছাতু মিশ্রিত) হায়স নামক খানা সাজিয়ে আমাদের বললেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে ডাক। আর এটিই ছিল সফিয়্যাহ رضي الله عنها-এর সঙ্গে বিয়ের ওয়ালীমা। তারপর আমরা মাদীনাহর দিকে রওয়ানা হলাম, আমি নাবী (ﷺ)-কে তাঁর সাওয়ারীর পেছনে সফিয়্যাহ رضي الله عنها-এর জন্য একটি চাদর বিছাতে দেখেছি। এরপর তিনি তাঁর সাওয়ারীর ওপর হাঁটুদ্বয় মেলে বসতেন এবং সফিয়্যাহ নাবী (ﷺ)-এর হাঁটুর উপর পা রেখে সাওয়ারীতে উঠতেন। [৩৭১] (আ.প্র. ৩৮৯০, ই.ফা. ৩৮৯৩)

৪২১২. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ.

৪২১২. আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) খাইবার থেকে ফেরার পথে সফিয়্যাহ رضي الله عنها বিনতে হুয়াঈ-এর কাছে তিনদিন অবস্থান করে তার সঙ্গে বাসর যাপন করেছেন। আর (ﷺ) ছিলেন তাদের একজন যাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। [৩৭১] (আ.প্র. ৩৮৯১, ই.ফা. ৩৮৯৪)

৪২১৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبَسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ.

৪২১৩. আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) খাইবার ও মাদীনাহর মাঝে একস্থানে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন যাতে তিনি সফিয়্যাহ رضي الله عنها-এর সঙ্গে বাসর করেছেন। আমি মুসলিমদেরকে ওয়ালীমার জন্য দাওয়াত দিলাম। অবশ্য এ ওয়ালীমাতে গোশতও ছিল না, রুটিও ছিল না। কেবল এতটুকু ছিল যে, তিনি বিলাল رضي الله عنه-কে দস্তুরখান বিছাতে বললেন। তা বিছানো হল। এরপর তাতে কিছু খেজুর, পনির ও ঘি রাখা হল। এ অবস্থা দেখে মুসলিমগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, তিনি [সফিয়্যাহ رضي الله عنها] কি উম্মাহাতুল মু'মিনীনের একজন, না ক্রীতদাসীদের একজন? তাঁরা (আরো) বললেন, যদি রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহলে তিনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনেরই একজন বোঝা যাবে। আর পর্দার ব্যবস্থা না করলে তিনি দাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর যখন তিনি [নাবী

৫০ ইসলামী শরী'আহতে ক্রীতদাসীর জন্য পর্দার হুকুম পালন করতে হতো না। কিন্তু স্বাধীন নারীদের জন্য পর্দা করতে হতো। নাবী (ﷺ) সফিয়্যাহ رضي الله عنها-এর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করায় বুঝা গেল তিনি তাকে ক্রীতদাসী নয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

(ﷺ)। রওয়ানা হলেন তখন তিনি নিজের পেছনে সফিয়্যাহ رضي الله عنها-এর জন্য বসার জায়গা করে দিয়ে পর্দা খাটিয়ে দিলেন। [৩৭১] (আ.প্র. ৩৮৯২, ই.ফা. ৩৮৯৫)

৪২১৪. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِي خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَزَوْتُ لِأَخِيهِ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ.

৪২১৪. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাইবারের দুর্গ অবরোধ করে রাখলাম, এমন সময় এক লোক একটি থলে ছুঁড়ে ফেলল। তাতে ছিল চর্বি। আমি সেটি নেয়ার জন্য দ্রুত এগিয়ে গেলাম, হঠাৎ পেছনে ফিরে চেয়ে দেখি নাবী (ﷺ)। এতে আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম। (আ.প্র. ৩৮৯৩, ই.ফা. ৩৮৯৬)

৪২১৫. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحَدَّثَهُ وَلُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ.

৪২১৫. ইবনু ‘উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। খাইবার যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) রসুন ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। রসুন খেতে নিষেধ করেছেন কথাটি এক্ষেত্রে নাবী‘ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন কথাটি সালিম ইবনু ‘আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত হয়েছে। [৪৫৩] (আ.প্র. ৩৮৯৪, ই.ফা. ৩৮৯৭)

৪২১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ عَنِّي عَنْ أَبِيهَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

৪২১৬. ‘আলী ইবনু আবু ত্বলিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) খাইবার যুদ্ধের দিন মহিলাদের মুত‘আহ করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। [৫১১৫, ৫৫২৩, ৬৯৬১; মুসলিম ১৬/২, হাঃ ১৪০৭] (আ.প্র. ৩৮৯৫, ই.ফা. ৩৮৯৮)

৪২১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ.

৫১ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে মুত‘আহ বিবাহ বলা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ক্ষেত্র বিশেষে যেমন যুদ্ধ চলাকালীন সময় ও সফরে বৈধ ছিল। কিন্তু তখনও সাধারণতঃ এভাবে বিবাহ বৈধ ছিল না। পরে খায়বারের যুদ্ধে এ ধরনের বিবাহকে হারাম ঘোষণা করা হয়। অতঃপর অষ্টম হিজরীতে মাক্কাহ বিজয়ের সময় মাত্র তিন দিনের জন্য তা বৈধ করা হয়েছিল। এরপর তা চিরতরে হারাম করা হয়। কিন্তু শিয়া মতাবলম্বীদের মতে মুত‘আহ বিবাহ অদ্যাবধি বৈধ এবং পুণ্যের কাজ। এবং মুত‘আহকারী ব্যক্তি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। (না‘উয়ুবিল্লাহ)

৪২১৭. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) খাইবার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। [৮৫৩] (আ.প্র. ৩৮৯৬, ই.ফা. ৩৮৯৯)

৪২১৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। [৮৫৩] (আ.প্র. ৩৮৯৭, ই.ফা. ৩৯০০)

৪২১৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) খাইবারের যুদ্ধের দিন (গৃহপালিত) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন। [৫৫২০-৫৫২৪; মুসলিম ৩৪/৬, হাঃ ১৯৪১, আহমাদ ১৪৮৯৬] (আ.প্র. ৩৮৯৮, ই.ফা. ৩৯০১)

৪২২০. ইবনু আবী আওফা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন) খাইবারের দিন আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম, আর তখন আমাদের পাতিলগুলোতে (গাধার গোশত) টগবগ করে ফুটছিল। রাবী বলেন, কোন কোন পাতিলের গোশত পাকানো হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়ে নাবী (ﷺ)-এর ঘোষণাকারী এসে ঘোষণা দিলেন, তোমরা (গৃহপালিত) গাধার গোশত থেকে একটুও খাবে না এবং তা ঢেলে দেবে। ইবনু আবী আওফা (رضي الله عنه) বলেন, ঘোষণা শুনে আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম যে, যেহেতু গাধাগুলো থেকে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) বের করা হয়নি এ কারণেই তিনি সেগুলো খেতে নিষেধ করেছেন। কেউ কেউ বললেন, তিনি চিরদিনের জন্যই গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা গাধা অপবিত্র জিনিস খেয়ে থাকে। [৩১৫৫] (আ.প্র. ৩৮৯৯, ই.ফা. ৩৯০২)

৪২২১-৪২২২. বারাআ এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, (খাইবার যুদ্ধে) তাঁরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা গাধার গোশত পেলেন। তাঁরা তা রান্না করলেন। এমন সময়ে

৪২২৩-৪২২৪. হানা সৌদী বিন সলিমান হাদীছ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) খাইবারের দিন গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন। [৫৫২০-৫৫২৪; মুসলিম ৩৪/৬, হাঃ ১৯৪১, আহমাদ ১৪৮৯৬] (আ.প্র. ৩৮৯৮, ই.ফা. ৩৯০১)

৪২২৫-৪২২৬. হানা সৌদী বিন সলিমান হাদীছ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) খাইবারের দিন গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন। [৫৫২০-৫৫২৪; মুসলিম ৩৪/৬, হাঃ ১৯৪১, আহমাদ ১৪৮৯৬] (আ.প্র. ৩৮৯৮, ই.ফা. ৩৯০১)

নাবী (ﷺ)-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, ডেকচিগুলো উল্টে ফেল। [৩১৫৫, ৪২২৩, ৪২২৫, ৪২২৬, ৫৫২৫; মুসলিম ৩৪/৫, হাঃ ১৯৩৮, আহমাদ ১৮৬৪৬] (আ.প্র. ৩৯০০, ই.ফা. ৩৯০৩)

৪২২৩-৪২২৪. **হতে বর্ণিত** যে, (তিনি বলেন) আমি বারাআ এবং ইবনু আবু আওফা (رضي الله عنهما) কে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, খাইবারের দিন তাঁরা গাধার গোশত রান্না করার জন্য ডেকচি বসিয়েছিলেন, তখন নাবী (ﷺ) বললেন, ডেকচিগুলো উল্টে ফেল। [৩১৫৩, ৩৩৫৫] (আ.প্র. ৩৯০১, ই.ফা. ৩৯০৪)

৪২২৫. **হতে বর্ণিত** যে, (তিনি বলেন) আমি বারাআ (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত যে, (তিনি বলেন) আমি বারাআ এবং ইবনু আবু আওফা (رضي الله عنهما) কে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, খাইবারের দিন তাঁরা গাধার গোশত রান্না করার জন্য ডেকচি বসিয়েছিলেন, তখন নাবী (ﷺ) বললেন, ডেকচিগুলো উল্টে ফেল। [৩১৫৩, ৩৩৫৫] (আ.প্র. ৩৯০১, ই.ফা. ৩৯০৪)

৪২২৫. বারাআ (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে খাইবারে অভিযানে গিয়েছিলাম। তিনি উপরোল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। [৪২২১] (আ.প্র. ৩৯০২, ই.ফা. ৩৯০৫)

৪২২৬. **হতে বর্ণিত** যে, (তিনি বলেন) আমি বারাআ (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত যে, (তিনি বলেন) আমি বারাআ এবং ইবনু আবু আওফা (رضي الله عنهما) কে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, খাইবারের দিন তাঁরা গাধার গোশত রান্না করার জন্য ডেকচি বসিয়েছিলেন, তখন নাবী (ﷺ) বললেন, ডেকচিগুলো উল্টে ফেল। [৩১৫৩, ৩৩৫৫] (আ.প্র. ৩৯০১, ই.ফা. ৩৯০৪)

৪২২৬. বারাআ ইবনু 'আযিব (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবার যুদ্ধের দিন নাবী (ﷺ) আমাদেরকে কাঁচা ও রান্না করা গৃহপালিত গাধার গোশত ফেলে দিতে হুকুম করেছেন। এরপরে আর কখনো তা খাওয়ার অনুমতি দেননি। [৪২২১] (আ.প্র. নাই, ই.ফা. ৩৯০৬)

৪২২৭. **হতে বর্ণিত** যে, (তিনি বলেন) আমি জানি না, গৃহপালিত গাধাগুলো মানুষের মালপত্র বহন করে, কাজেই তার গোশত খেলে মানুষের বোঝা বহনকারী পশু নিঃশেষ হয়ে যাবে, এজন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) তা খেতে নিষেধ করেছিলেন, না খাইবারের দিনে এর গোশত স্থায়ীভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। [মুসলিম ৩৪/৫, হাঃ ১৯৩৯] (আ.প্র. ৩৯০৩, ই.ফা. ৩৯০৭)

৪২২৭. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানি না, গৃহপালিত গাধাগুলো মানুষের মালপত্র বহন করে, কাজেই তার গোশত খেলে মানুষের বোঝা বহনকারী পশু নিঃশেষ হয়ে যাবে, এজন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) তা খেতে নিষেধ করেছিলেন, না খাইবারের দিনে এর গোশত স্থায়ীভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। [মুসলিম ৩৪/৫, হাঃ ১৯৩৯] (আ.প্র. ৩৯০৩, ই.ফা. ৩৯০৭)

৪২২৮. **হতে বর্ণিত** যে, (তিনি বলেন) আমি জানি না, গৃহপালিত গাধাগুলো মানুষের মালপত্র বহন করে, কাজেই তার গোশত খেলে মানুষের বোঝা বহনকারী পশু নিঃশেষ হয়ে যাবে, এজন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) তা খেতে নিষেধ করেছিলেন, না খাইবারের দিনে এর গোশত স্থায়ীভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। [মুসলিম ৩৪/৫, হাঃ ১৯৩৯] (আ.প্র. ৩৯০৩, ই.ফা. ৩৯০৭)

৪২২৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবার যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক সৈন্যের জন্য এক অংশ হিসেবে (গানীমাতের) মাল বণ্টন

করেছেন। বর্ণনাকারী [‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রহ.)] বলেন, নাফি‘ হাদীসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, (যুদ্ধে) যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে সে পাবে তিন অংশ এবং যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে না, সে পাবে এক অংশ। [২৮৬৩] (আ.প্র. ৩৯০৪, ই.ফা. ৩৯০৮)

৬২২৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَمَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُظْلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلِهِ وَاحِدَةٌ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُظْلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَفْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي تَوْفَلٍ شَيْئًا.

৪২২৯. যুবায়র ইবনু মুত‘ঈম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ‘উসমান ইবনু আফ্ফান (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি খাইবারের প্রাপ্ত খুমুস থেকে বানু মুত্তালিবকে অংশ দিয়েছেন, আমাদেরকে দেননি। অথচ আমরা ও তারা সম্পর্কের দিক থেকে আপনার কাছে একই পর্যায়ের। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, নিঃসন্দেহে বানী হাশিম এবং বানু মুত্তালিব সম-মর্যাদার অধিকারী। যুবায়র (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) বানু ‘আবদে শাম্‌স ও বানু নাওফিলকে (খাইবার যুদ্ধের খুমুস থেকে) কিছুই বণ্টন করেননি। [৩১৪০] (আ.প্র. ৩৯০৫, ই.ফা. ৩৯০৯)

৬২৩০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَّغْنَا مَخْرَجَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخْوَانِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَجْدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُحَيْمٍ إِمَامًا قَالَ بَضْعٌ وَإِمَامًا قَالَ فِي ثَلَاثَةِ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَيْنَا سَفِينَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَاقَفْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَاقَفْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَنَسُ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْينِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عَمْرٌ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عَمْرٌ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَ عَمْرٌ الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ قَالَ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ فَتَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلَّا وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُظْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعْطُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارٍ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعْدَاءِ الْبُعْضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ وَإِنَّ اللَّهَ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكَرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ وَسَأَذْكَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ وَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَرِنُغُ وَلَا أَرِيدُ عَلَيْهِ

৪২৩০. আবু মুসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকা অবস্থায় আমাদের কাছে নাবী (ﷺ)-এর হিজরতের খবর পৌঁছল। তাই আমি ও আমার দু’ভাই আবু বুরদা ও আবু রুহম এবং

আমাদের কাওমের আরো মোট বায়ান্ন কি তিগ্নান্ন কিংবা আরো কিছু লোকজনসহ আমরা হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমি ছিলাম আমার অপর দু'ভাইয়ের চেয়ে বয়সে ছোট। আমরা একটি জাহাজে উঠলাম। জাহাজটি আমাদেরকে আবিসিনিয়া দেশের (বাদশাহ) নাজ্জাশীর নিকট নিয়ে গেল। সেখানে আমরা জা'ফর ইবনু আবু তালিবের সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাঁর সঙ্গেই আমরা থেকে গেলাম। অবশেষে নাবী (ﷺ)-এর খাইবার বিজয়ের সময় সকলে এক যোগে (মাদীনাহয়) এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। এ সময়ে মুসলিমদের কেউ কেউ আমাদেরকে অর্থাৎ জাহাজে আগমনকারীদেরকে বলল, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী। আমাদের সঙ্গে আগমনকারী আসমা বিনত উমাইস একবার নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী হাফসাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনিও (তাঁর স্বামী জা'ফরসহ) নাজ্জাশীর দেশে হিজরাতকারীদের সঙ্গে হিজরাত করেছিলেন। আসমা (রাঃ) হাফসাহর কাছেই ছিলেন। এ সময়ে 'উমার (রাঃ) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। 'উমার (রাঃ) আসমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? হাফসাহ (রাঃ) বললেন, তিনি আসমা বিনত উমাইস (রাঃ)। 'উমার (রাঃ) বললেন, ইনি হাবশায় হিজরাতকারিণী আসমা? ইনিই কি সমুদ্রগামিনী? আসমা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ! তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, হিজরাতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে আগে আছি। সুতরাং তোমাদের তুলনায় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি আমাদের হক অধিক। এতে আসমা (রাঃ) রেগে গেলেন এবং বললেন, কখনো হতে পারে না। আল্লাহর কসম! আপনারা তো রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন, আপনাদের অবরুদ্ধ লোকদেরকে নাসীহাত করতেন। আর আমরা ছিলাম এমন এক এলাকায় অথবা তিনি বলেছেন এমন এক দেশে যা রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বহুদূরে এবং সর্বদা শত্রু বোধিত হাবশা দেশে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যেই ছিল আমাদের এ হিজরাত আল্লাহর কসম! আমি কোন খাবার খাবো না, পানিও পান করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা বলেছেন তা আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে না জানাব। সেখানে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হত, ভয় দেখানো হত। শীঘ্রই আমি নাবী (ﷺ)-কে এসব কথা বলব এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তবে আল্লাহর কসম! আমি মিথ্যা বলব না, পেচিয়ে বলব না, বাড়িয়েও কিছু বলব না। (৩১৩৬) (আ.প্র. ৩৯০৬, ই.ফা. ৩৯১০)

১৫২১. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذًا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذًا وَكَذَا قَالَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي

৪২৩১. এরপর যখন নাবী (ﷺ) আসলেন, তখন আসমা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নাবী! 'উমার (রাঃ) এই কথা বলেছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী উত্তর দিয়েছ? আসমা (রাঃ) বললেন : আমি তাঁকে এই এই বলেছি। নাবী (ﷺ) বললেন, (এ ব্যাপারে) তোমাদের চেয়ে 'উমার (রাঃ) আমার প্রতি অধিক হক রাখে না। কারণ 'উমার (রাঃ) এবং তাঁর সাথীরা একটি হিজরাত লাভ করেছে, আর তোমরা যারা জাহাজে হিজরাতকারী ছিলে তারা দু'টি হিজরাত লাভ করেছ। আসমা (রাঃ) বলেন, এ ঘটনার পর আমি আবু মূসা (রাঃ) এবং জাহাজযোগে হিজরাতকারী অন্যদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা

সদলবলে এসে আমার নিকট থেকে এ হাদীসখানা শুনতেন। আর নাবী (ﷺ) তাঁদের সম্পর্কে যে কথাটি বলেছিলেন সে কথাটির চেয়ে তাঁদের কাছে দুনিয়ার অন্য কোন জিনিস অধিকতর প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আবু বুরদাহ (رضي الله عنه) বলেন যে, আসমা (رضي الله عنها) বলেছেন, আমি আবু মূসা [আশ'আরী (رضي الله عنه)]-কে দেখেছি, তিনি বারবার আমার নিকট হতে এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন। [মুসলিম ৪৪/৪১, হাঃ ২৫০২, ২৫০৩] (আ.প্র. ৩৯০৬, ই.ফা. ৩৯১০)

৫২৩২. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفَقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرْ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالتَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْحَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُواهُمْ.

৪২৩২. আবু বুরদা (رضي الله عنه) আবু মূসা (رضي الله عنه) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আশ'আরী গোত্রের লোকেরা রাতের বেলায় এলেও আমি তাদেরকে তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ দিয়েই চিনতে পারি এবং রাতের বেলায় তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনেই আমি তাদের বাড়িঘর চিনতে পারি। যদিও আমি দিবাভাগে তাদেরকে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করতে দেখিনি। হাকীম ছিলেন আশ'আরীদের একজন। যখন তিনি কোন দল কিংবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কোন দুষমনের মুখোমুখি হতেন তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, আমার সাথীরা তোমাদের বলেছেন, যেন তোমরা তাঁদের জন্য অপেক্ষা কর। [মুসলিম ৪৪/৩৯, হাঃ ২৪৯৯] (আ.প্র. ৩৯০৬, ই.ফা. ৩৯১০)

৫২৩৩. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ أَنْ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدْ الْفَتْحَ غَيْرَنَا.

৪২৩৩. আবু মূসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবার বিজয়ের পরে আমরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে পৌছলাম। তিনি আমাদের জন্য গানীমাতের মাল বণ্টন করেছেন। আমাদের ব্যতীত বিজয়ে অংশ নেয়নি এমন কারোর জন্য তিনি (খাইবারের গানীমাত) বণ্টন করেননি। [৩১৩৬] (আ.প্র. ৩৯০৭, ই.ফা. ৩৯১১)।

৫২৩৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَغْنَمْ دَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِظَ ثُمَّ انصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى وادي القُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الصَّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحْطُ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ

৪২৩৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবার যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি কিন্তু গানীমাত হিসেবে আমরা সোনা, রুপা কিছুই পাইনি। আমরা গানীমাত হিসেবে পেয়েছিলাম গরু, উট, বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী এবং ফলের বাগান। (যুদ্ধ শেষে) আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা পর্যন্ত ফিরে এলাম। তাঁর [নাবী (ﷺ)] সঙ্গে ছিল মিদআম নামে তাঁর একটি গোলাম। বানী যিবাব (رضي الله عنه)-এর এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এটি হাদিয়া দিয়েছিল। এক সময়ে সে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাওদা নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে অজ্ঞাত একটি তীর ছুটে এসে তার গায়ে পড়ল। তাতে গোলামটি মারা গেল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, কী আনন্দদায়ক তার এ শাহাদাত! তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আচ্ছা? সেই মহান সত্তার কসম! তাঁর হাতে আমার প্রাণ, বণ্টনের আগে খাইবারের গানীমাত থেকে যে চাদরখানা তুলে নিয়েছিল সেটি আশুন হয়ে অবশ্যই তাকে দক্ষ করবে। নাবী (ﷺ)-এর এ কথা শুনে আরেক লোক একটি অথবা দু'টি জুতার ফিতা নিয়ে এসে বলল, এ জিনিসটি আমি বণ্টনের আগেই নিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এ একটি অথবা দু'টি ফিতাও হয়ে যেত আশুনের (ফিতা)। ৫২ [৬৭০৭; মুসলিম ১/৪৯, হাঃ ১১৫] (আ.প্র. ৩৯০৮, ই.ফা. ৩৯১২)

৪২৩৫. ৫২৩৫. ۴۲۳۵. حُرْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرَكَ آخِرَ النَّاسِ بَيِّنَاتًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَّا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرٌ وَلَكِنِّي أَتْرَكُهَا خِرَانَةً لَهُمْ يَفْتَسِمُونَهَا.

৪২৩৫. উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মনে রেখ! সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি পরবর্তী বংশধরদের নিঃস্ব ও রিক্ত-হস্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত তা হলে আমি আমার সকল বিজিত এলাকা ঐভাবে বণ্টন করে দিতাম যেভাবে নাবী (ﷺ) খাইবার বণ্টন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা তাদের জন্য গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি যেন পরবর্তী বংশধরগণ তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে পারে। [২৩৩৪] (আ.প্র. ৩৯০৯, ই.ফা. ৩৯১৩)

৪২৩৬. ۴۲۳۶. حُرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرٌ.

৪২৩৬. উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরবর্তী মুসলিমদের উপর আমার আশঙ্কা না থাকলে আমি তাদের (মুজাহিদগণের) বিজিত এলাকাগুলো তাঁদের মধ্যে সেভাবে বণ্টন করে দিতাম যেভাবে নাবী (ﷺ) খাইবার বণ্টন করে দিয়েছিলেন। [২৩৩৪] (আ.প্র. ৩৯১০, ই.ফা. ৩৯১৪)

৪২৩৭. ۴۲۳۷. حُرْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ قَالَ لَهُ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لَا تُعْطِهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقِلٍ فَقَالَ وَآعْجَبَا لَوْ بَرِ تَدَلَّى مِنْ قُدُومِ الضَّانِ

৫২ গানীমাতের মাল সব একত্র করা হবে এবং সেখান থেকে বণ্টন করা হবে। বণ্টিত ব্যতীত গানীমাতের কোন মাল হস্তগত করা বা চুরি করা মারাত্মক রকমের খিয়ানা। কুরআন মাজীদেদে সূরা আলু ইমরানের ১৬১ আয়াতে এ ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে যা বলা হয়েছে অত্র হাদীসটি তারই ব্যাখ্যা স্বরূপ।

৪২৩৭. আমবাসা ইবনু সা'ঈদ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে (খাইবার যুদ্ধের গানীমাতের) অংশ চাইলেন। তখন বনু সা'ঈদ ইবনু আস গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, না, তাকে (অংশ) দিবেন না। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বললেন, এ লোক তো ইবনু কাওকালের হত্যাকারী। কথাটি শুনে সে ব্যক্তি বলল, পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়া (উড়ে এসে জুড়ে বসা) বুনো বিড়ালের কথায় আশ্চর্যবোধ করছি। [২৮২৭] (আ.প্র. ৩৯১১, ই.ফা. ৩৯১৫ প্রথমাংশ)

٤٢٣٨. وَيُذَكِّرُ عَنِ الرَّيْدِيِّ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنبَسَةُ بِنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدَ بِنَ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ نَجْدٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَخْبِرُ بَعْدَ مَا افْتَتَحَهَا وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِمْ لَكَلِيفٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَقْسِمَ لَهُمْ قَالَ أَبَانُ وَأَنْتَ بِهِدَا يَا وَبْرٌ تَحْدَرُ مِنْ رَأْسِ صَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَانُ اجْلِسْ فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الضَّالُّ: السِّدْرُ.

৪২৩৮. যুবাইদী-যুহরী-‘আমবাসাহ ইবনু সা'ঈদ (রহ.)-আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আস (رضي الله عنه)-কে সংবাদ দিচ্ছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবান ইবনু সা'ঈদ (رضي الله عنه)-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল মাদীনাহ থেকে নাজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) খাইবার বিজয়ের পর সেখানে অবস্থানকালে আবান (رضي الله عنه) ও তাঁর সঙ্গীগণ সেখানে এসে তাঁর নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাদের ঘোড়াগুলোর লাগাম ছিল খেজুরের ছালের তৈরি। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাদেরকে কোন অংশ দিবেন না। তখন আবান (رضي الله عنه) বললেন, পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়া বুনো বিড়াল, তোমাকেই দেয়া হবে না। নাবী (ﷺ) বললেন, হে আবান! বস। নাবী (ﷺ) তাদেরকে (আবান ও তার সঙ্গীদেরকে) অংশ দিলেন না। [২৮২৭] (আ.প্র. ৩৯১১, ই.ফা. ৩৯১৫)

٤٢٣٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْسِلٍ وَقَالَ أَبَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَاعْجَبًا لَكَ وَبْرٌ تَدَأْدَأُ مِنْ قَدُومِ صَانٍ يَنْعَى عَلَيَّ أُمًّا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِيَدَيْهِ وَمَنْعَهُ أَنْ يُهَيِّنَنِي بِيَدِهِ.

৪২৩৯. ‘আমর ইবনু ইয়াহুইয়া ইবনু সা'ঈদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দাদা [সা'ঈদ ইবনু আমর ইবনু সা'ঈদ ইবনুল আস (رضي الله عنه)] আমাকে জানিয়েছেন যে, আবান ইবনু সা'ঈদ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর কাছে সালাম দিলেন। তখন আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ তো ইবনু কাওকাল (رضي الله عنه)-এর হত্যাকারী! তখন আবান (رضي الله عنه) আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-কে বললেন, দান পর্বতের চূড়া থেকে হঠাৎ নেমে আসা বুনো বিড়ালের কথায় আশ্চর্য হচ্ছি! সে এমন এক লোকের ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করছে যাকে আল্লাহ আমার হাত দিয়ে সম্মানিত করেছেন (শাহাদাত দান করেছেন)। আর তাঁর হাত দিয়ে লালিত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। [২৮২৭] (আ.প্র. ৩৯১২, ই.ফা. ৩৯১৬)

৫৩ কারণ উহূদের যুদ্ধের সময় তিনি কাফির হয়ে মারা গেলে চিরকাল তাকে জাহান্নামে লালিত হয়ে থাকতে হত।

১৫৬০-১৫৬১. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي ﷺ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه بالمدينة وقدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله ﷺ قال لا نُورث ما تركنا صدقةً إنما يأكل آل محمد ﷺ في هذا المال وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله ﷺ عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ﷺ ولا عملن فيها بما عمل به رسول الله ﷺ فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ﷺ ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي لئلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن اثنتا ولا يأتينا أحد معك كراهية لمحضر عمر فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحذك فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لا يتنهم فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم تنفس عليك خيراً ساقه الله إليك ولكيئك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله ﷺ نصيباً حتى فاضت عيننا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ﷺ أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمراً رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيها إلا صنعته فقال علي لأبي بكر موعذك العشيّة للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتحلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحذت أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً فاستبدد علينا فوجدنا في أنفسنا فسّر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر المعروف.

৪২৪০-৪২৪১. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-এর কন্যা ফাতেমাহ (رضي الله عنها) আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর নিকট রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি মাদীনাহ ও ফাদাক-এ অবস্থিত ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খাইবারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্ট থেকে মিরাসী স্বত্ব চেয়ে পাঠালেন। তখন আবু বাকর (رضي الله عنه) উত্তরে বললেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলে গেছেন, আমাদের (নাবীদের) কোন ওয়ারিশ হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাব তা সদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বংশধরগণ এ সম্পত্তি থেকে ভরণ-পোষণ চালাতে পারবেন। আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সদাকাহ তাঁর

জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল আমি সে অবস্থা থেকে এতটুকুও পরিবর্তন করব না। এ ব্যাপারে তিনি যেভাবে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করব। এ কথা বলে আবু বাক্‌র (رضي الله عنه) ফাতেমাহ (رضي الله عنها)-কে এ সম্পদ থেকে কিছু দিতে অস্বীকার করলেন। এতে ফাতেমাহ (رضي الله عنها) (মানবোচিত কারণে) আবু বাক্‌র (رضي الله عنه)-এর উপর নাখোশ হলেন এবং তাঁর থেকে সম্পর্কহীন থাকলেন। তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি আবু বাক্‌র (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে কথা বলেননি। নাবী (ﷺ)-এর পর তিনি ছয় মাস জীবিত ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁর স্বামী 'আলী (رضي الله عنه) রাতের বেলা তাঁকে দাফন করেন। আবু বাক্‌র (رضي الله عنه)-কেও এ খবর দিলেন না এবং তিনি তার জানাযার সলাত আদায় করে নেন। ৫৪ ফাতেমাহ (رضي الله عنها)-এর জীবিত অবস্থায় লোকজনের মনে 'আলী (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা ছিল। ফাতেমাহ (رضي الله عنها) ইন্তিকাল করলে 'আলী (رضي الله عنه) লোকজনের চেহায়ায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই তিনি আবু বাক্‌র (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে সমঝোতা ও তাঁর কাছে বাই'আতের ইচ্ছা করলেন। এ ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বাই'আত গ্রহণের সুযোগ হয়নি। তাই তিনি আবু বাক্‌র (رضي الله عنه)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। (এটা জানতে পেরে) 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি একা একা তাঁর কাছে যাবেন না। আবু বাক্‌র (رضي الله عنه) বললেন, তাঁরা আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করবে বলে তোমরা আশঙ্কা করছ? আল্লাহর কসম! আমি তাঁদের কাছে যাব। তারপর আবু বাক্‌র (رضي الله عنه) তাঁদের কাছে গেলেন। 'আলী (رضي الله عنه) তাশাহুদ পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ আপনাকে যা কিছু দান করেছেন সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আর যে কল্যাণ (অর্থাৎ খিলাফাত) আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে ব্যাপারেও আমরা আপনার উপর হিংসা পোষণ করি না। তবে খিলাফাতের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর নিজস্ব মতামতের প্রাধান্য দিচ্ছেন অথচ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খিলাফাতের কাজে আমাদেরও কিছু পরামর্শ দেয়ার অধিকার আছে। এ কথায় আবু বাক্‌র (رضي الله عنه)-এর চোখ থেকে অশ্রু উপচে পড়ল। এরপর তিনি যখন আলোচনা আরম্ভ করলেন তখন বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে আমার নিকটাত্মীয় চেয়েও রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আত্মীয়বর্গ অধিক প্রিয়। আর এ সম্পদগুলোতে আমার এবং আপনাদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছে সে ব্যাপারেও আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে পিছপা হইনি। বরং এ ক্ষেত্রেও আমি কোন কাজ পরিত্যাগ করিনি যা আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে করতে দেখেছি। তারপর 'আলী (رضي الله عنه) আবু বাক্‌র (رضي الله عنه)-কে বললেন : যুহরের পর আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণের ওয়াদা রইল। যুহরের সলাত আদায়ের পর আবু বাক্‌র (رضي الله عنه) মিম্বারে বসে তাশাহুদ পাঠ করলেন, তারপর 'আলী (رضي الله عنه)-এর বর্তমান অবস্থা এবং বাই'আত গ্রহণে তার দেরি করার কারণ ও তাঁর পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর 'আলী (رضي الله عنه) দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাশাহুদ পাঠ করলেন এবং আবু বাক্‌র (رضي الله عنه)-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি যা কিছু করেছেন তা আবু বাক্‌র (رضي الله عنه)-এর প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর মর্যাদাকে অস্বীকার করার জন্য

৫৪ ফাতেমাহ (رضي الله عنها) মৃত্যুর পূর্বে ওয়াসিয়াত করেন যে, তার মৃত্যু হলে যেন অনতিবিলম্বে দাফন করা হয়। লোকজন ডাকাডাকি করলে তাতে পর্দার ব্যাঘাত ঘটবে, সেজন্য 'আলী (رضي الله عنه) রাতের ভিতরেই সব কাজ সমাধা করেছেন।

করেননি। (তিনি বলেন) তবে আমরা ভেবেছিলাম যে, এ ব্যাপারে আমাদেরও পরামর্শ দেয়ার অধিকার থাকবে। অথচ তিনি [আবু বাকর (رضي الله عنه)] আমাদের পরামর্শ ত্যাগ করে স্বাধীন মতের উপর রয়ে গেছেন। তাই আমরা মানসিক কষ্ট পেয়েছিলাম। মুসলিমগণ আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এরপর 'আলী (رضي الله عنه) আমর বিল মা'রুফ-এর পানে ফিরে আসার কারণে মুসলিমগণ আবার তাঁর নিকটবর্তী হতে শুরু করলেন। [৩০৯২, ৩০৯৩] (আ.প্র. ৩৯১৩, ই.ফা. ৩৯১৭)

৪২৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَرَبِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الْآنَ نَشْبِعُ مِنَ الثَّمْرِ.

৪২৪২. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবার বিজয়ের পর আমরা বলাবলি করলাম, এখন আমরা পরিভূক্তির সঙ্গে খেজুর খেতে পারব। (আ.প্র. ৩৯১৪, ই.ফা. ৩৯১৮)

৪২৪৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ.

৪২৪৩. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবার বিজয় করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তৃপ্ত হয়ে খেতে পাইনি। ৭৫ (আ.প্র. ৩৯১৫; ই.ফা. ৩৯১৯)

৬৪/৬৫. بَابِ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ.

৬৪/৪০. অধ্যায়: খাইবারবাসীদের জন্য নাবী (ﷺ) কর্তৃক প্রশাসক নিযুক্তি।

৪২৪৪-৪২৪৫. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِثَمْرِ جَنَيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلْ ثَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَتَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنَيْبًا

৪২৪৪-৪২৪৫. আবু সা'ঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) খাইবারের অধিবাসীদের জন্য এক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিয়োগ করলেন। এক সময়ে তিনি উন্নত জাতের কিছু খেজুর নিয়ে আসলেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, খাইবারের সব খেজুরই কি এ রকম? প্রশাসক জবাব দিলেন, জ্বী না, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রসূল! তবে আমরা এ রকম খেজুরের এক সা' সাধারণ খেজুরের দু' সা'র বদলে কিংবা এ রকম খেজুরের দু' সা' সাধারণ খেজুরের তিন সা'র বদলে

৭৫ খাইবার বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত নাবী (ﷺ) নিজ পরিবারকে নিয়ে অত্যন্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। এমনকি পেট পুরে খাবার মত খেজুরও তাদের ভাগ্যে জোটেনি। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সহাবীগণও অনুরূপ কষ্ট সহ্য করেছিলেন।

গ্রহণ করে থাকি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এমন করো না। দিরহামের বদলে সব খেজুর বিক্রি করে দিবে। তারপর দিরহাম দিয়ে উত্তম খেজুর কিনে নিবে। ৫৬ [২২০১, ২২০২] (আ.প্র. ৩৯১৬, ই.ফা. ৩৯২০ প্রথমংশ)

৪২৪৬-৪২৪৭. وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَحَا بْنَ عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ فَأَمَرَهُ عَلَيْهَا

وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ.

৪২৪৬-৪২৪৭. সা'ঈদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু সা'ঈদ ও আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) তাঁকে বললেন, নাবী (ﷺ) আনসারদের বানী আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে খাইবার পাঠিছিলেন এবং তাঁকে সেখানকার অধিবাসীদের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। অন্য সনদে আবদুল মাজীদ-আবু সালিহ সাম্মান (রহ.)-আবু হুরাইরাহ ও আবু সা'ঈদ (رضي الله عنه) থেকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। [২২০১, ২২০২] (আ.প্র. ৩৯১৬, ই.ফা. ৩৯২০)

৬১/৬৬. بَابُ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ.

৬৪/৪১. অধ্যায়: নাবী (ﷺ) কর্তৃক খাইবার অধিবাসীদের কৃষি ভূমির বন্দোবস্ত প্রদান।

৪২৪৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى

النَّبِيَّ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

৪২৪৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) খাইবারের ভূমি সেখানকার ইয়াহুদীদেরকে এ চুক্তিতে প্রদান করেছিলেন যে, তারা চাষাবাদ করবে আর উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক লাভ করবে। ৫৭ [২২৮৫] (আ.প্র. ৩৯১৭, ই.ফা. ৩৯২১)

৬২/৬৬. بَابُ الشَّأِءِ الَّتِي سُمِّتَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ

৬৪/৪২. অধ্যায়: খাইবারে নাবী (ﷺ)-এর জন্য বিষ মিশ্রিত বাকরীর (হাদিয়া পাঠানোর) বর্ণনা।

رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

'উরওয়াহ (رضي الله عنه) 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর মাধ্যমে নাবী (ﷺ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪২৪৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا

فُتِحَتْ خَيْبَرَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاءٌ فِيهَا سُمٌّ.

৫৬ খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বেচাকেনা সম পরিমাণে না হলে সুদে পরিণত হয়ে যাবে। যে কোন শস্যের ক্ষেত্রে একই বিধান। তবে অর্ধের মাধ্যমে কেনাবেচা করলে হারামে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে না।

৫৭ জিহাদে পরাজিত শত্রুর সমস্ত সম্পদই গানীমাত নয়। শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদই গানীমাত। আর ভূসম্পত্তি ও ঘর-বাড়ী 'ফাই' এর অন্তর্ভুক্ত।

الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ السَّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلَ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْرَةَ تُنَادِي يَا عَمَّ يَا عَمَّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ دُونَكَ ابْنَةُ عَمِّكَ حَمَلَتْهَا فَأَخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَرَزِيدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَئُهَا تَحْتِي وَقَالَ رَزِيدٌ ابْنَةُ أُخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِحَالَتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِثِّي وَأَنَا مِثْكَ وَقَالَ لِيَجْعَلَ أَشْبَهَتْ خَلْفِي وَخَلْفِي أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا وَقَالَ عَلِيٌّ أَلَا تَنْزَوِجُ بِنْتُ حَمْرَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.

৪২৫১. বারান্না (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যিলকাদা মাসে 'উমরাহ্ আদায়ের উদ্দেশে রওয়ানা করেন। মাক্কাহ্বাসীরা তাঁকে মাক্কাহয় প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। অবশেষে তাদের সঙ্গে চুক্তি হল যে, (আগামী বছর 'উমরাহ্ পালন হেতু) তিনি তিনদিন মাক্কাহয় অবস্থান করবেন। মুসলিমগণ সন্ধিপত্র লেখার সময় এভাবে লিখেছিলেন, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ আমাদের সঙ্গে এ চুক্তি সম্পাদন করেছেন। ফলে তারা (মাক্কাহর কুরাইশরা) বলল, আমরা তো এ কথা স্বীকার করিনি। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল বলেই জানতাম তা হলে মাক্কাহ প্রবেশে মোটেই বাধা দিতাম না। বরং আপনি তো মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রসূল এবং মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ। তারপর তিনি 'আলী (ﷺ)-কে বললেন, রসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেল। 'আলী (ﷺ) উত্তর করলেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো এ কথা মুছতে পারব না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন। তিনি লিখতে জানতেন না, তবুও তিনি লিখে দিলেন^{৫৯} যে, মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন যে, তিনি কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র নিয়ে মাক্কাহয় প্রবেশ করবেন না। মাক্কাহ্বাসীদের কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেও তিনি তাকে বের করে নিয়ে যাবেন না। তাঁর সাথীদের কেউ মাক্কাহয় থেকে যেতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দিবেন না। (পরবর্তী বছর) যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কাহয় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হল তখন মুশরিকরা 'আলীর কাছে এসে বলল, আপনার সাথী [রসূলুল্লাহ (ﷺ)]-কে বলুন যে, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেছে। তাই তিনি যেন আমাদের

^{৫৯} হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে যখন লেখা হলো "আল্লাহর রসূল (ﷺ) এবং কুরায়শদের মধ্যে এই সন্ধি" তত্কনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন সুহায়ল বলে উঠলো : থামো, থামো, মুহাম্মাদ যে আল্লাহর রসূল, এ কথা যদি আমরা মেনেই নিবো তাহলে আর যুদ্ধ কিংহ কিসের জন্য। ও কথা লিখতে পারবে না। 'আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ' কথাটি কেটে দিয়ে শুধু লিখো : "আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ" মুহাম্মাদ (ﷺ) তখন হেসে বললেন, "বেশ তাই হবে। আমি যে আবদুল্লাহর পুত্র এ কথাও তো মিথ্যা নয়। আলী (ﷺ) 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি কাটতে অস্বীকার করলে মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজেই তা মিটিয়ে দিলেন।

এই সুহায়লই যিনি এই পবিত্র নামের সাথে 'রসূলুল্লাহ' লিখার বিরোধিতা করেছিলেন, কয়েক বছর পরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুসলিম হয়ে যান। নাবী (ﷺ)-এর ইনতিকালের পর মাক্কাহ মু'আযযামাহয় তিনি ইসলামের সত্যতার উপর এমন এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন যা হাজার হাজার মুসলিমের জন্য ঈমানের দৃঢ়তা ও নবায়নের কারণ হয়েছিল।

নিকট থেকে চলে যান। নাবী (ﷺ) সে মতে বেরিয়ে আসলেন। এ সময়ে হামযাহ (رضي الله عنه) এর কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর পেছনে ছুটল। 'আলী (رضي الله عنه) তার হাত ধরে তুলে নিয়ে ফাতেমাহ (رضي الله عنها) কে দিয়ে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতেমাহ (رضي الله عنها) বাচ্চাটিকে উঠিয়ে নিলেন। (মাদীনাহয় পৌছলে) বাচ্চাটি নিয়ে 'আলী, য়য়দ (ইবনু হারিসাহ) ও জা'ফর [ইবনু আবু তুলিব (رضي الله عنه)]-এর মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। 'আলী (رضي الله عنه) বললেন, আমি তাকে তুলে নিয়েছি আর সে আমার চাচার মেয়ে! জা'ফর বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে আর তার খালা হল আমার স্ত্রী। য়য়দ [ইবনু হারিসাহ (رضي الله عنه)] বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তখন নাবী (ﷺ) মেয়েটিকে তার খালার জন্য ফায়সালা দিয়ে বললেন খালা তো মায়ের মর্যাদার। এরপর তিনি 'আলীকে বললেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার। জা'ফর (رضي الله عنه) কে বললেন, তুমি আকৃতি-প্রকৃতিতে আমার মতো। আর য়য়দ (رضي الله عنه) কে বললেন, তুমি আমাদের ভাই ও আযাদকৃত গোলাম। 'আলী (رضي الله عنه) [নাবী (ﷺ)-কো] বললেন, আপনি হামযাহ'র মেয়েটিকে বিয়ে করছেন না কেন? তিনি [নাবী (ﷺ)] বললেন, সে আমার দুধ ভাই-এর মেয়ে। ১৩ [১৭৮১] (আ.প্র. ৩৯২০, ই.ফা. ৩৯২৪)

৪২০২. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ هُوَارِيفٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كَفَّارٌ فَرْدَيْسٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَتَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحَدْيِيَّةِ وَقَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يَغْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سِيُوقًا وَلَا يُعِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحْبَبُوا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَلَاحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمْرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ.

৪২০২. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। 'উমরাহ্ পালনের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ (ﷺ) রওয়ানা করলে কুরাইশী কাফিররা তাঁর এবং বাইতুল্লাহর মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। কাজেই তিনি হুদাইবিয়াহ নামক স্থানেই কুরবানীর জন্তু যবহ করলেন এবং মাথা মুগুন করলেন আর তিনি তাদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করলেন যে, আগামী বছর তিনি 'উমরাহ্ পালনের জন্য আসবেন কিন্তু তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে আনবেন না এবং মাক্কাহ্বাসীরা যে ক'দিন ইচ্ছা করবে তার অধিক তিনি সেখানে অবস্থান করবেন না। সে মতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) পরবর্তী বছর 'উমরাহ্ পালন করলেন এবং সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুসারে মাক্কাহয় প্রবেশ করলেন। তারপর তিনদিন অবস্থান করলে মাক্কাহ্বাসীরা তাঁকে চলে যেতে বলল। তাই তিনি চলে গেলেন। [২৭০১] (আ.প্র. ৩৯২১, ই.ফা. ৩৯২৫)

৪২০৩. حدثني عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ قَالَ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ.

৬০ রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও হামযাহ (رضي الله عنه) একই সাথে এক মহিলার দুধ পান করেছিলেন। সেই বিচারে তারা পরস্পরে দুধ-ভাই। ইসলামে যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম তার মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে বুকের দুধ পানের কারণও অন্তর্ভুক্ত।

৪২৫৩. মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ করেই দেখলাম 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর হুজরার পাশেই বসে আছেন। 'উরওয়াহ (رضي الله عنها) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, নাবী (ﷺ) ক'টি 'উমরাহ্ আদায় করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, চারটি। এ সময় আমরা (ঘরের ভিতরে) 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর মিসওয়াক করার আওয়াজ শুনতে পেলাম। [১৭৭৫] (আ.প্র. ৩৯২২, ই.ফা. ৩৯২৬)

٤٢٥٤. ثُمَّ سَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ قَالَتْ عُرْوَةُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَهُنَّ فِي رَحْبٍ فَقَالَتْ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَحْبٍ قَطُّ.

৪২৫৪. 'উরওয়াহ (رضي الله عنها) বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আবু আবদুর রহমান ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) কী বলছেন, তা আপনি শুনেছেন কি যে, নাবী (ﷺ) চারটি 'উমরাহ্ করেছেন? 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) উত্তর দিলেন যে, নাবী (ﷺ) এমন কোন 'উমরাহ্ করেননি যাতে তিনি (ইবনু 'উমার) তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। তবে তিনি রাজাব মাসে কখনো 'উমরাহ্ আদায় করেননি। [১৭৭৬] (আ.প্র. ৩৯২২, ই.ফা. ৩৯২৬)

٤٢٥٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أُوْفَى يَقُولُ لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتْرَنَاهُ مِنْ عِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

৪২৫৫. ইবনু আবু আওফা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন 'উমরাহ্ তুল কাযা আদায় করছিলেন তখন আমরা তাঁকে মুশরিক ও তাদের যুবকদের থেকে আড়াল করে রেখেছিলাম যাতে তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কোন প্রকার কষ্ট দিতে না পারে। [১৬০০] (আ.প্র. ৩৯২৩, ই.ফা. ৩৯২৭)

٤٢٥٦. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَفْقَدُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حَتَّى يَثْرِبَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الْقَلَائَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَرَأَى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ أَرْمَلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ فَوْتَهُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قَبْلِ فُعَيْقَعَانَ.

৪২৫৬. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর সহাবীগণ ('উমরাহ্ তুল কাযা আদায়ের জন্য) আগমন করলে মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, তোমাদের সামনে একদল লোক আসছে, ইয়াসরিবের জুরু'যাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। এজন্য নাবী (ﷺ) সহাবীগণকে প্রথম চক্রের হেলে দুলে চলার জন্য এবং দু' রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিক গতিতে

৬১ মাদীনাহকেই ইয়াসরিব বলা হতো। মুশরিকরা মনে করেছিল মাদীনার জুরে মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই মুসলিমদের দুর্বল বা হীনবল হয়ে না পড়াটা প্রকাশের জন্য নাবী (ﷺ) তাদের শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে বীরত্ব সহকারে তাওয়াক্ফ করার নির্দেশ দেন। একেই রামল বলা হয়।

চলতে নির্দেশ দেন। অবশ্য তিনি তাঁদেরকে সবকটি চক্রেই হেলে দুলে চলার আদেশ করতেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি তাঁর অনুভূতিই কেবল তাঁকে এ হুকুম দেয়া থেকে বিরত রেখেছিল। [১৬০২]

অন্য এক সানাদে ইবনু সালামাহ (রহ.) আইয়ুব ও সাঈদ ইবনু যুযায়র (রহ.)-এর মাধ্যমে ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (সন্ধি সম্পাদনের মাধ্যমে) নিরাপত্তা প্রাপ্ত বছরে যখন নাবী (ﷺ) (মাক্কাহয়) আগমন করলেন তখন বললেন, তোমরা মুশরিকদেরকে তোমাদের শক্তিমত্তা দেখানোর জন্য হেলে দুলে তাওয়াফ করো। এ সময় মুশরিকরা কুআয়কিআন পর্বতের দিক থেকে মুসলিমদেরকে দেখছিল। (আ.প্র. ৩৯২৪, ই.ফা. ৩৯২৮)

৬২০৭. حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.

৪২৫৭. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বাইতুল্লাহ এবং সাফা ও মারওয়া-এর মধ্যখানে এ জন্যই সা'যী করেছিলেন, যেন মুশরিকদেরকে তাঁর শৌর্য-বীর্য দেখাতে পারেন। [১৬৪৯] (আ.প্র. ৩৯২৫, ই.ফা. ৩৯২৯)

৬২০৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ

৪২৫৮. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইহরাম অবস্থায় মাইমূনাহ (رضي الله عنها) কে বিয়ে করেছেন এবং (ইহরাম খোলার পরে) হালাল অবস্থায় তিনি তাঁর সঙ্গে বাসর যাপন করেছেন। মাইমূনাহ (رضي الله عنها) (মাক্কাহর নিকটেই) সারিফ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেছেন। [১৮৩৭] (আ.প্র. ৩৯২৬, ই.ফা. ৩৯৩০)

৬২০৯. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَرَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَنَجَّاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.

৪২৫৯. [ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন] অপর একটি সানাদে ইবনু ইসহাক-ইবনু আবু নাজীহ ও আবান ইবনু সালিহ-'আত্বা ও মুজাহিদ (রহ.)-ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) 'উমরাহুতুল কাযা আদায়ের সফরে মায়মূনাহ (رضي الله عنها) কে বিয়ে করেছিলেন। [১৮৩৭] (আ.প্র. ৩৯২৬, ই.ফা. ৩৯৩০)

৬৪/৬৫. بَابُ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ.

৬৪/৪৫. অধ্যায়: সিরিয়া ভূমিতে সংঘটিত মূতার যুদ্ধের ঘটনা।

৬২১০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي هِلَالٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي تَائِعٌ أَنَّ ابْنَ عَمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرِ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيلٌ فَعَدَّدَتْ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ يَغْنِي فِي ظَهْرِهِ.

৪২৬০. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, সেদিন (মৃত্যুর যুদ্ধের দিন) তিনি শাহাদাত প্রাপ্ত জা‘ফার ইবনু আবু ত্বলিব (رضي الله عنه)-এর লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। (তিনি বলেন) আমি জা‘ফর (رضي الله عنه)-এর দেহে তখন বর্শা ও তরবারীর পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন গুণেছি। তার মধ্যে কোনটাই তাঁর পশ্চাদিকে ছিল না। [৪২৬১] (আ.প্র. ৩৯২৭, ই.ফা. ৩৯৩১)

٤٢٦١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي ظَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلِ وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بَضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ.

৪২৬১. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়দ ইবনু হারিসাহ (رضي الله عنه)-কে (সেনাপতি নিযুক্ত করে) বলেছিলেন, যদি যায়দ (رضي الله عنه) শহীদ হয়ে যায় তাহলে জা‘ফার ইবনু আবু ত্বলিব (رضي الله عنه) (সেনাপতি হবে)। যদি জা‘ফার (رضي الله عنه)-ও শহীদ হয়ে যায় তাহলে ‘আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه) (সেনাপতি হবে)। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) বলেন, ঐ যুদ্ধে তাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। (যুদ্ধ শেষে) আমরা জা‘ফার ইবনু আবু ত্বলিব (رضي الله عنه)-কে তালাশ করলে তাকে শহীদগণের মধ্যে পেলাম। তখন আমরা তার দেহে বর্শা ও তীরের নব্বইটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। ৬২ [৪২৬০] (আ.প্র. ৩৯২৮, ই.ফা. ৩৯৩২)

٤٢٦٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرَ وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبْرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

৪২৬২. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, মুসলিমদের নিকট খবর এসে পৌঁছার পূর্বেই নাবী (ﷺ) তাদেরকে যায়দ, জা‘ফার ও ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه)-এর (শাহাদাতের) কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যায়দ (رضي الله عنه) পতাকা হাতে এগিয়ে গেলে তাঁকে শহীদ করা হয়। অতঃপর জা‘ফার (رضي الله عنه) পতাকা হাতে এগিয়ে গেলে তাকেও শহীদ করা হয়। অতঃপর ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه) পতাকা হাতে নিলে তাকেও শহীদ করা হল। এ সময়ে তাঁর দু’চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। (তিনি বললেন) শেষে আল্লাহর তলোয়ারদের মধ্য হতে আল্লাহর এক তলোয়ার (খালিদ বিন ওয়ালীদ) পতাকা ধারণ করল। ফলে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন। [১২৪৬] (আ.প্র. ৩৯২৯, ই.ফা. ৩৯৩৩)

৬২ পূর্বোক্ত হাদীসে পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্নের কথা বলা হয়েছিল যা কেবল বর্শা ও তরবারির আঘাত গণনা করা হয়েছে। অত্র হাদীসে তীর, বর্শা ও তরবারী সকল আঘাত চিহ্নের গণনা হয়েছে। পূর্বের হাদীসে তীর বাদ দিয়ে গণনা করার কারণে তারতম্য হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নেই। (ফতহুল বারী)

৬২৬৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَنَا أَطْلُعُ مِنْ صَائِرِ الْأَبَابِ تَعْنِي مِنْ شَقِي الْأَبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ قَالَ وَذَكَرُ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِئْتَهُ قَالَ فَأَمَرَ أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلَبْنَا فَرَعَمَتْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرَعَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

৪২৬৩. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইবনু হারিসাহ, জা'ফর ইবনু আবু ভুলিব ও 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه)-এর শাহাদাতের সংবাদ পৌছলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বসে পড়লেন। তাঁর চেহারায় শোক-চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, আমি তখন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! জা'ফর (رضي الله عنه)-এর পরিবারের মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। তখন তিনি [রসূলুল্লাহ (ﷺ)] মহিলাদেরকে বারণ করার জন্য লোকটিকে আদেশ করলেন। লোকটি ফিরে গেল। তারপর আবার এসে বলল, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা তা শোনেনি। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, এবারও রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে পুনঃ হুকুম করলেন। লোকটি গেল কিন্তু আবার ফিরে আসল এবং বলল, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি কিন্তু তারা আমার কথা মানছে না। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, তিনি লোকটিকে আবার যেতে বললেন, কাজেই সে গেল, অতঃপর ফিরে আসল এবং বলল, আল্লাহর শপথ! আমি তাদের কাছে পরাস্ত হয়ে গেলাম। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, (তারপর) সম্ভবত রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন, তা হলে তাদের মুখের উপর মাটি ছুঁড়ে মার। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, আমি লোকটিকে বললাম, আল্লাহ তোমার নাককে ধূলি ধূসরিত করুন। আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমাকে যে কাজ করতে বলেছেন তা তুমি করতেও পারছ না অথচ তাঁকে কষ্ট দিতেও ছাড়ছ না। [১২৯৯] (আ.প্র. ৩৯৩০, ই.ফা. ৩৯৩৪)

৬২৬৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ غَامِرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّا ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ.

৪২৬৪. 'আমির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) যখনই জা'ফর ইবনু আবু ভুলিব (رضي الله عنه)-এর পুত্র ('আবদুল্লাহ)-কে সালাম দিতেন তখনই তিনি বলতেন, তোমার প্রতি সালাম, হে দু'ডানাওয়ালার পুত্র। [৩৭০৯] (আ.প্র. ৩৯৩১, ই.ফা. ৩৯৩৫)

৬৩ মৃত্যুর মুহূর্তে কাফিরদের তীরের আঘাতে জা'ফর ইবনু আবু ভুলিবের হাত দুটো দেহ হতে পৃথক হয়ে যায় এবং তিনি শহীদ হয়ে যান। পরে আল্লাহ তা'আলা তার ঐ দু'বাহুর বদলে জান্নাতে দু'টি ডানা প্রদান করেন। যা দ্বারা তিনি জান্নাতে মালায়িকার সঙ্গে বিচরণ করেন। যা তিনি স্বপ্নযোগে বা ওয়াহীর মাধ্যমে জানতে পারেন। (ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৯৬ পৃষ্ঠা)

৪২৬৫. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ.

৪২৬৫. কায়স ইবনু আবু হাযিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছি, মৃত্যুর যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙ্গে গিয়েছিল। শেষে আমার হাতে একটি প্রশস্ত ইয়ামানী তলোয়ার ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। [৪২৬৬] (আ.প্র. ৩৯৩২, ই.ফা. ৩৯৩৬)

৪২৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدْ دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَرَّتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَّةٌ.

৪২৬৬. ক্বায়স (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (رضي الله عنه) থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, মৃত্যুর যুদ্ধে আমার হাতে নয়খানা তরবারি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল। (পরিশেষে) আমার হাতে আমার একটি প্রশস্ত ইয়ামানী তারবারিই টিকেছিল। [৪২৬৫] (আ.প্র. ৩৯৩৩, ই.ফা. ৩৯৩৭)

৪২৬৭. حَدَّثَنَا عُمَرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ غَامِرٍ عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْيَبِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةَ تَسْبِيحِي وَاجْبَلَاءَ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا تُعَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ.

৪২৬৭. নু'মান ইবনু বাশীর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه) বেহুঁশ হয়ে পড়লে তাঁর বোন 'আমরা [বিনত রাওয়াহা (رضي الله عنه)] হায়, হায় পর্বতের মতো আমার ভাই, হায়রে অমুকের মতো, তমুকের মতো ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে কান্নাকাটি শুরু করল। এরপর জ্ঞান ফিরলে তিনি তাঁর বোনকে বললেন, তুমি যেসব কথা বলে কান্নাকাটি করেছিলে সেসব কথা উল্লেখ করে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তুমি কি সত্যই এরূপ? (আ.প্র. ৩৯৩৪, ই.ফা. ৩৯৩৮)

৪২৬৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّازُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ غَامِرٍ عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَعْيَبِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ بِهَذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِي عَلَيْهِ.

৪২৬৮. নু'মান ইবনু বাশীর (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه) বেহুঁশ হয়ে পড়লেন বলে তা বর্ণনা করলেন যেভাবে উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। (তারপর তিনি বলেছেন) অতঃপর তিনি ['আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه) শহীদ হলে তাঁর বোন মোটেই কান্নাকাটি করেনি। ৬৪ [৪২৬৭] (আ.প্র. ৩৯৩৫, ই.ফা. ৩৯৩৯)

৬৪ 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه) যিনি যুদ্ধের পূর্বের কোন এক সময়কার ঘটনায় বেহুঁশ হয়ে পড়লে তার বোন আসমা বিনতু রাওয়াহা তার বহুবিধ গুণ বর্ণনা করে কান্নাকাটি করলে তিনি তাঁর বোনকে নিষেধ করেছিলেন। তিনি যখন মৃত্যু-এর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন তখন সে খবর পেয়ে মোটেও কাঁদেননি। এ হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৬৪/৬৬. ۴۶/۶۶. بَابُ بَعَثِ النَّبِيِّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ.

৬৪/৬৬. অধ্যায়: জুহাইনাহ গোত্রের শাখা 'হুরকাত' উপগোত্রের বিরুদ্ধে নাবী (ﷺ) কর্তৃক ইবনু যায়িদ (رضي الله عنه) কে প্রেরণের বর্ণনা।

৬৬/৬৬. ۴۶/۶۶. حِثِّي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ أَخْبَرَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ وَلِحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا عَشِيئَتَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنَتْهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أُسَامَةَ أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّدًا فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

৪২৬৯. উসামাহ ইবনু যায়িদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে হুরকা গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আমরা প্রত্যুষে গোত্রটির উপর আক্রমণ করি এবং তাদেরকে পরাজিত করি। এ সময়ে আনসারদের এক ব্যক্তি ও আমি তাদের (হুরকাদের) একজনের পিছু ধাওয়া করলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে বলে উঠল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এ বাক্য শুনে আনসারী তার অস্ত্র সামলে নিলেন। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। আমরা মাদীনাহুয় ফিরার পর এ সংবাদ নাবী (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেলে তিনি বললেন, হে উসামাহ! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, সে তো জান বাঁচানোর জন্য কলেমা পড়েছিল। এর পরেও তিনি এ কথাটি 'হে উসামাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ' বারবার বলতে থাকলেন। এতে আমার মন চাচ্ছিল যে, হায়, যদি সেই দিনটির পূর্বে আমি ইসলামই গ্রহণ না করতাম! ৬৬/৬৬: মুসলিম ১/৪১, হাঃ ৯৬, আহমাদ ২১৮০৪। (আ.প্র. ৩৯৩৬, ই.ফা. ৩৯৪০)

৬৬/৬৬. ۴۶/۶۶. حِثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَةَ بْنَ الْأَكْوَجِ يَقُولُ عَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ عَزَّوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ سَبْعَ عَزَّوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ.

৪২৭০. সালামাহ ইবনু আকওয়া' (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আর তিনি (ﷺ) যেসব অভিযান প্রেরণ করেছেন তন্মধ্যে নয়টি

৬৫ আরবীতে হুরকাতুন শব্দের অর্থ আঙুনে পোড়ানো। তারা একটি গোত্রকে নৃশংশভাবে আঙুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলো। তাই এই উপগোত্রটি হুরকাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

৬৬ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারী ব্যক্তিকেও হত্যা করার ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাই উসামা (رضي الله عنه) চরম অনুভূত হয়ে এ কথা বলেছিলেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ঐদিনের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে এত বড় কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো না আর রসূল (ﷺ)ও এত কষ্ট পেতেন না।

অভিযানে আমি অংশ নিয়েছি। এসব অভিযানে একবার আবু বাক্‌র (رضي الله عنه) আমাদের অধিনায়ক থাকতেন, আরেকবার উসামাহ (رضي الله عنه) আমাদের অধিনায়ক থাকতেন। [৪২৭১-৪২৭৩] (আ.প্র. ৩৯৩৭, ই.ফা. ৩৯৪১)

٤٢٧١. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَةَ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبَعْتُ مِنَ الْبُعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً أُسَامَةُ.

৪২৭১. 'উমার ইবনু হাফস ইবনু গিয়াস (রহ.) তাঁর পিতা হাফস হতে, ইয়াযীদ ইবনু আবী 'উবাইদাহ (رضي الله عنه)-এর মাধ্যমে সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আর তিনি যেসব সেনাভিযান পাঠিয়েছিলেন এর নয়টি সেনাভিযানে অংশ নিয়েছি। এ সব সেনাভিযানে একবার আবু বাক্‌র (رضي الله عنه) আমাদের অধিনায়ক থাকতেন। আরেকবার উসামাহ (رضي الله عنه) আমাদের অধিনায়ক থাকতেন। [৪২৭০; মুসলিম ৩২/৪৯, হাঃ ১৮১৫] (আ.প্র. ৩৯৩৭, ই.ফা. ৩৯৪১)

٤٢٧٢. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا.

৪২৭২. সালামাহ ইবনু আকওয়া' (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং যায়দ ইবনু হারিসাহ (رضي الله عنه)-এর সঙ্গেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। নাবী (ﷺ) তাঁকে (যায়দকে) আমাদের সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন। [৪২৭০] (আ.প্র. ৩৯৩৮, ই.ফা. ৩৯৪২)

٤٢٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَالْحُدَيْبِيَّةَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْقَرْدِ قَالَ زَيْدٌ وَنَسِيتُ بَقِيَّتَهُمْ.

৪২৭৩. সালামাহ ইবনু আকওয়া' (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। এতে তিনি খাইবার, হুদাইবিয়াহ, হুনায়ন ও যি-কারাদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ (রহ.) বলেন, অবশিষ্ট যুদ্ধগুলোর নাম আমি ভুলে গেছি। [৪২৭০] (আ.প্র. ৩৯৩৯, ই.ফা. ৩৯৪৩)

٤٧/٦٤. بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ.

৬৪/৪৭. অধ্যায়: মাক্কাহয় বিজয়াভিযান।

وَمَا بَعَثَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ ﷺ.

এবং নাবী (ﷺ)-এর অভিযানের ব্যাপারে খবর জানিয়ে মাক্কাহ্বাসীদের নিকট হাতিব ইবনু আবু বালতা'আর লোক প্রেরণের ঘটনা।

٤٢٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالرُّزَيْنِرِ

وَالْيَهُودَ فَقَالَ انْظِرْفُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجٍ فَإِنَّ بِهَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا قَالَ فَاَنْظِرْفَنَا تَعَادَى
بِنَا حَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالطَّعِينَةِ قُلْنَا لَهَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِيَ كِتَابٌ فَقُلْنَا
لِخُرْجِي الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الْيَتَابَ قَالَ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ
بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَاطِبُ
مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعَجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي فَرْثِيسٍ يَقُولُ كُنْتُ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ
أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ قَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ
النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أُتَّخَذَ عِنْدَهُمْ بَدَا يَحْمُونَ قَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلْهُ أَرْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكَفْرِ بَعْدَ
الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ
فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ عَلَيَّ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ ااعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ عَفَرْتُ
لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ السُّورَةَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾.

৪২৭৪. 'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এবং যুযায়র ও মিকদাদ (رضي الله عنه)-কে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ কথা বলে পাঠালেন যে, তোমরা রওয়ানা হয়ে রাওয়ানে খাখ পর্যন্ত চলে যাও, সেখানে সাওয়ারীর পৃষ্ঠে হাওয়াদয় উপবিষ্টা জনৈকা মহিলার নিকট একখানা পত্র আছে। তোমরা ঐ পত্রটি তার থেকে নিয়ে আসবে। 'আলী (رضي الله عنه) বলেন, আমরা রওয়ানা দিলাম। আর আমাদের অশ্বগুলো আমাদের নিয়ে খুব দ্রুত ছুটে চলল। শেষ পর্যন্ত আমরা রাওয়ানে খাখ-এ পৌঁছে গেলাম। গিয়েই আমরা হাওয়াদয় আরোহিণী মহিলাটিকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, পত্রটি বের কর। সে বলল : আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, তুমি অবশ্যই পত্রটি বের করবে, অন্যথায় আমরা তোমার কাপড়-চোপড় খুলে তালাশ করব। রাবী বলেন, মহিলাটি তখন তার চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করল। আমরা পত্রটি নিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আসলাম। দেখা গেল এটি হাতিব ইবনু আবু বালতা'আ (رضي الله عنه)-এর পক্ষ থেকে মাক্কাহর কতিপয় মুশরিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি এতে মাক্কাহর কাফিরদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কিছু তৎপরতার সংবাদ দিয়েছেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে হাতিব! এ কী কাজ করেছে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! (দয়া করে) আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি কুরাইশদের সঙ্গে স্বগোত্রীয় কেউ ছিলাম না বরং তাদের বন্ধু অর্থাৎ তাদের মিত্র গোত্রের একজন ছিলাম। আপনার সঙ্গে যেসব মুহাজির আছেন কুরায়শ গোত্রে তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। যারা এদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদের হিফাযাত করছে। আর কুরাইশ গোত্রে যেহেতু আমার বংশগত কোন সম্পর্ক নেই, তাই আমি ভাবলাম, যদি আমি তাদের কোন উপকার করে দেই তাহলে তারা আমার পরিবার-পরিজনের হিফাযাতে এগিয়ে আসবে। কখনো আমি আমার দীন পরিত্যাগ করা কিংবা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরকে গ্রহণ করার জন্য এ কাজ করিনি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেন, সে (হাতিব) তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। 'উমার (رضي الله عنه)

বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেব। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, দেখ সে বাদর যুদ্ধে যোগদান করেছে। তুমি তো জান না, হয়তো আল্লাহ তা'আলা বাদরে যোগদানকারীদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলে দিয়েছেন, তোমরা যা খুশী করতে থাক, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরাহ অবতীর্ণ করেনঃ “ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকে মাক্কাহ থেকে নির্বাসিত করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। যদি তোমরা বের হয়ে থাক আমার পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, তবে কেন গোপনে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও? আর তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি ভাল জানি। তোমাদের যে কেউ এরূপ করে, সে তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়”- (সূরাহ আল-মুমতাহিনাহ ৬০/১)। [৩০০৭] (আ.প্র. ৩৯৪০, ই.ফা. ৩৯৪৪)

৬৪/৮৫. بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ

৬৪/৮৫. অধ্যায়: রমায়ান মাসে সংঘটিত মাক্কাহ বিজয়ের যুদ্ধ।

৬৪/৮৫. حَدَّثَنَا اللَّهُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقْبَةُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ قَالَ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكُدَيْدَ الْمَاءِ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْقَانَ أَفْطَرَ فَلَمَّ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ.

৪২৭৫. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রমায়ান মাসে মাক্কাহ বিজয়ের যুদ্ধ করেছেন। বর্ণনাকারী যুহরী (رضي الله عنه) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রহ.)-কেও একই রকম বর্ণনা করতে শুনেছি। আরেকটি সূত্র দিয়ে তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহ.)-এর মাধ্যমে ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস বলেছেন, (মাক্কাহ অভিযুখে রওয়ানা হয়ে) রসূলুল্লাহ (ﷺ) সওম পালন করছিলেন। অবশেষে তিনি যখন কুদাইদ এবং উস্ফান নামক স্থানদ্বয়ের মাঝে কাদীদ নামক জায়গার বরণার কাছে পৌছেন তখন তিনি ইফতার করেন। এরপর রমায়ান মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি আর সওম পালন করেননি। [১৯৪৪] (আ.প্র. ৩৯৪১, ই.ফা. ৩৯৪৫)

৬৪/৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشْرَةُ آلَافٍ وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنُضِيفَ مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُونَ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكُدَيْدَ وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْقَانَ وَقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْآخِرُ فَلِأَجْرٍ.

৪২৭৬. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) রমাযান মাসে মাদীনাহ থেকে (মাক্কাহ অভিযানে) রওয়ানা হন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার সহাবী। তখন হিজরাত করে চলে আসার সাড়ে আট বছর পার হয়ে গিয়েছিল। তিনি ও তাঁর সঙ্গী মুসলিমগণ সওম অবস্থায়ই মাক্কাহ অভিমুখে রওয়ানা হন। অবশেষে তিনি যখন উস্ফান ও কুদাইদ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝরণার নিকট পৌছলেন তখন তিনি ও সঙ্গী মুসলিমগণ ইফতার করলেন। যুহরী (রহ.) বলেছেন : উম্মাতের জীবনযাত্রায় গ্রহণ করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাজকর্মের শেষোক্ত 'আমালটিকেই চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গণ্য করা হয়। ৬৭ [১৯৪৪] (আ.প্র. ৩৯৪২, ই.ফা. ৩৯৪৬)

৪২৭৭. حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصَّوْمِ أَفْطَرُوا.

৪২৭৭. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) রমাযান মাসে হনাইনের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। সঙ্গী মুসলিমদের অবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ছিলেন সওমরত। কেউ ছিলেন সওমহীন। তাই তিনি যখন সওয়ারীর উপর বসলেন তখন তিনি একপাত্র দুধ কিংবা পানি আনতে বললেন। তাঁরপর তিনি পাত্রটি হাতের উপর কিংবা সওয়ারীর উপর রেখে লোকজনের দিকে তাকালেন। এ অবস্থা দেখে সওমবিহীন লোকেরা সওমরত লোকদেরকে ডেকে বললেন : তোমরা সওম ভেঙ্গে ফেল। [১৯৪৪] (আ.প্র. ৩৯৪৩, ই.ফা. ৩৯৪৭)

৪২৭৮. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

৪২৭৮. 'আবদুর রায্বাক, মা'মার, আইয়ুব, 'ইকরিমা (রহ.) সূত্রে ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, মাক্কাহ বিজয়ের বছর নাবী (ﷺ) এ অভিযানে বের হয়েছিলেন। এভাবে হাম্মাদ ইবনু যায়িদ আইয়ুব, 'ইকরিমাহ (রহ.) ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকেও বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। [১৯৪৪] (আ.প্র. ৩৯৪৩, ই.ফা. ৩৯৪৭)

৪২৭৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِئُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

৬৭ রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন সময় একটি কাজ করে থাকলেও পরে যদি তার ব্যতিক্রম কোন কাজ করে থাকেন, তাহলে পরবর্তীটিই দলীল হিসেবে গণ্য হবে। এবং পূর্বের কাজটি মানসূখ (রহিত) হিসেবে পরিগণিত হবে।

৪২৭৯. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) রমায়ান মাসে সওমরত অবস্থায় (মাক্কাহ অভিমুখে) সফর করেছেন। অবশেষে তিনি উস্ফান নামক স্থানে পৌঁছলে একপাত্র পানি দিতে বললেন। তারপর দিনের বেলাতেই তিনি সে পানি পান করলেন যেন তিনি লোকজনকে তাঁর সওমবিহীন অবস্থা দেখাতে পারেন। এরপর মাক্কাহ পৌছা পর্যন্ত তিনি আর সওম পালন করেননি। বর্ণনাকারী বলেছেন, পরবর্তীকালে ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলতেন সফরে কোন সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) সওম পালন করতেন আবার কোন সময় তিনি সওমবিহীন অবস্থায়ও ছিলেন। তাই সফরে যার ইচ্ছা সওম পালন করবে যার ইচ্ছা সওমবিহীন অবস্থায় থাকবে। (সফর শেষে বাসস্থানে তা আদায় করে নিতে হবে)। [১৯৪৪] (আ.প্র. ৩৯৪৪, ই.ফা. ৩৯৪৮)

৬৭/৬৬. ৬৪/৪৯. ৬৪/৪৯. অধ্যায়: মাক্কাহ বিজয়ের দিনে নাবী (ﷺ) কোথায় ঝাঙা স্থাপন করেছিলেন।

৬৪/৪৯. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِرَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظُّهْرَانَ فَإِذَا هُمْ بَيْنَرَانِ كَأَنَّهَا نَيْرَانٌ عَرَفَهُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ مَا هَذِهِ لَكَأَنَّهَا نَيْرَانٌ عَرَفَهُ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ نَيْرَانُ بَنِي عَمْرِو فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَمَرُو أَقْلٌ مِنْ ذَلِكَ فَرَأَاهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَيْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذَرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ أَحِبْسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَظْمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتْ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَمُرُّ كَتَيْبَةً كَتَيْبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ فَمَرَّتْ كَتَيْبَةٌ قَالَ يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ قَالَ هَذِهِ غِفَارُ قَالَ مَا لِي وَلِغِفَارٍ ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُدَيْمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَمَرَّتْ سُلَيْمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى أَفْبَلْتُ كَتَيْبَةً لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ الرَّايَةِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا عَبَّاسُ حَبَدًا يَوْمَ الدِّمَارِ ثُمَّ جَاءَتْ كَتَيْبَةٌ وَهِيَ أَقْلُ الْكُتَابِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الرَّبِيرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ مَا قَالَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كَذَبَ سَعْدُ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعْظَمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةُ وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُرَكِّزَ رَايَتُهُ بِالْحُجُونِ قَالَ عُرْوَةُ وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلرَّبِيرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا أَبَا عَبِيدِ اللَّهِ هَا هُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُرَكِّزَ الرَّايَةَ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كَدَاءٍ فَقَتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ رَجُلَانِ حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ وَكُرْزُ بْنُ جَابِرِ الْفِهْرِيِّ.

৪২৮০. হিশামের পিতা [‘উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه)] হতে বর্ণিত যে, মাক্কাহ বিজয়ের বছর নাবী (ﷺ) (মাক্কাহ অভিযুখে) রওয়ানা করেছেন। এ সংবাদ কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে আবু সুফইয়ান ইবনু হারব, হাকীম ইবনু হিয়াম এবং বুদাইল ইবনু ওয়ারকা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সংবাদ জানার জন্য। রাতের বেলা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে (মাক্কাহর অদূরে) মারক্বয জাহরান নামক স্থান পর্যন্ত এসে পৌঁছলে তারা আরাফার ময়দানে প্রজ্জ্বলিত আলোর মতো অসংখ্য আগুন দেখতে পেল। আবু সুফইয়ান বলে উঠল, ঠিক আরাফাহর ময়দানে প্রজ্জ্বলিত আলোর মতো এ সব কিসের আলো? বুদাইল ইবনু ওয়ারকা উত্তর করল, এগুলো ‘আম্র গোত্রের (চুলার) আলো। আবু সুফইয়ান বলল, ‘আম্র গোত্রের লোক সংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কয়েকজন প্রহরী তাদেরকে দেখে ফেলল এবং কাছে গিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে নিয়ে এল। এ সময় আবু সুফইয়ান ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তিনি [রসূলুল্লাহ (ﷺ)] যখন (সেনাবাহিনী সহ) রওয়ানা হলেন তখন ‘আব্বাস (رضي الله عنه)-কে বললেন, আবু সুফইয়ানকে পথের একটি সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড় করাবে, যেন সে মুসলিমদের পুরো সেনাদলটি দেখতে পায়। তাই ‘আব্বাস (رضي الله عنه) তাকে যথাস্থানে থামিয়ে রাখলেন। আর নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রের লোকজন আলাদা আলাদাভাবে খণ্ড দলে আবু সুফইয়ানের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে লাগল। (প্রথমে) একটি দল অতিক্রম করে গেল। আবু সুফইয়ান বললেন, হে ‘আব্বাস (رضي الله عنه), এরা কারা? ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, এরা গিফার গোত্রের লোক। আবু সুফইয়ান বললেন, আমার এবং গিফার গোত্রের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না। এরপর জুহাইনা গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করে গেলেন, আবু সুফইয়ান অনুরূপ বললেন। তারপর সা’দ ইবনু হুযাইম গোত্র অতিক্রম করল, তখনো আবু সুফইয়ান অনুরূপ বললেন। তারপর সুলাইম গোত্র অতিক্রম করলেও আবু সুফইয়ান অনুরূপ বললেন। অবশেষে একটি বিরাট বাহিনী তার সামনে এল যে, এত বিরাট বাহিনী এ সময় তিনি আর দেখেননি। তাই জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? ‘আব্বাস (رضي الله عنه) উত্তর দিলেন, এরাই আনসারবৃন্দ। সা’দ ইবনু ‘উবাদাহ (رضي الله عنه) তাঁদের দলপতি। তাঁর হাতেই রয়েছে তাঁদের পতাকা। সা’দ ইবনু ‘উবাদাহ (رضي الله عنه) বললেন, হে আবু সুফইয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন, আজকের দিন কা’বার অভ্যন্তরে রক্তপাত হালাল হওয়ার দিন। আবু সুফইয়ান বললেন, হে ‘আব্বাস! আজ হারাম ও তার অধিবাসীদের প্রতি তোমাদের করুণা প্রদর্শনেরও কত উত্তম দিন। তারপর আরেকটি দল আসল। এটি ছিল সবচেয়ে ছোট দল। আর এদের মধ্যেই ছিলেন রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সহাবীগণ। যুবায়র ইবনুল আওয়াম (رضي الله عنه)-এর হাতে ছিল নাবী (ﷺ)-এর পতাকা। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আবু সুফইয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আবু সুফইয়ান বললেন, সা’দ ইবনু ‘উবাদাহ কী বলছে আপনি তা কি জানেন? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সে কী বলেছে? আবু সুফইয়ান বললেন, সে এ রকম এ রকম বলেছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সা’দ ঠিক বলেনি বরং আজ এমন একটি দিন যে দিন আল্লাহ কা’বাকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আজকের দিনে কা’বাকে গিলাফে আচ্ছাদিত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, (মাক্কাহয়) রসূলুল্লাহ (ﷺ) হাজুন নামক স্থানে তাঁর পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী উরওয়া নাফি’ ইবনু যুবায়র ইবনু মুত্ঈম ‘আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যুবায়র ইবনু আওয়াম (رضي الله عنه)-কে (মাক্কাহ বিজয়ের পর একদা) বললেন, হে আবু ‘আবদুল্লাহ! রসূলুল্লাহ (ﷺ) আপনাকে এ জায়গায়ই পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ‘উরওয়াহ (رضي الله عنه) আরো বলেন, সে দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) খালিদ ইবনু ওয়ালীদকে মাক্কাহর উঁচু এলাকা কাদার দিক থেকে প্রবেশ করতে নির্দেশ

দিয়েছিলেন। আর নাবী (ﷺ) কুদার দিক দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন খালিদ ইবনু ওয়ালীদের অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্য থেকে হুবাযশ ইবনুল আশআর এবং কুরয ইবনু জাবির ফিহরী (رضي الله عنه)-এ দু'জন শহীদ হয়েছিলেন। [২৯৭৬] (আ.প্র. ৩৯৪৫, ই.ফা. ৩৯৪৯)

৪২৮১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يُرْجِعُ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَعْتُ.

৪২৮১. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর উটনীর উপর দেখেছি, তিনি 'তারজী' অর্থাৎ পূর্ণ তাজভীদ সহকারে সূরাহ আল-ফাত্হ তিলাওয়াত করছেন। বর্ণনাকারী মু'আবিয়াহ ইবনু কুররাহ (রহ.) বলেন, যদি আমার চারপাশে লোকজন জমায়েত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তা হলে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তিলাওয়াত বর্ণনা করতে যেভাবে তারজী করেছিলেন আমিও ঠিক সে রকমে তারজী করে তিলাওয়াত করতাম। [৪৮৩৫, ৫০৩৪, ৫০৪৭, ৭৫৪০] (আ.প্র. ৩৯৪৬, ই.ফা. ৩৯৫০)

৪২৮২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَمَنَ الْفَتْحِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ عَدَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنَزِلٍ؟

৪২৮২. উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি মাক্কাহ বিজয়ের কালে বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আগামীকাল আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? নাবী (ﷺ) বললেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়ি অবশিষ্ট রেখে গেছে? [১৫৮৮] (আ.প্র. ৩৯৪৭, ই.ফা. ৩৯৫১)

৪২৮৩. ثُمَّ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ وَمَنْ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ قَالَ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَيْنَ تَنْزِلُ عَدَا فِي حَجَّتِهِ وَلَمْ يَقُلْ يُؤْنَسُ حَجَّتِهِ وَلَا زَمَنَ الْفَتْحِ.

৪২৮৩. এরপর তিনি বললেন, মুমিন ব্যক্তি কাফিরের ওয়ারিশ হয় না, আর কাফিরও মু'মিন ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না। ৯ (পরবর্তীকালে) যুহরী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আবু তালিবের ওয়ারিশ কে হয়েছিল? তিনি বলেছেন, আকীল এবং তুলিব তার ওয়ারিশ হয়েছিল। মা'মার (রহ.) যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি আগামীকাল কোথায় অবস্থান করবেন কথাটি (উসামাহ ইবনু যায়দ)

৬৮ রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর চাচা আবু তালিব যখন কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তার পুত্র আকীল তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। এ জন্য আকীল উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু চাচা আবু তালিবের অন্য পুত্র 'আলী ও জা'ফর ইসলাম গ্রহণের ফলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। পরবর্তীতে আকীল তার সহায় সম্পদ বিক্রয় করে ফেলে এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। এ জন্যই রসূল (ﷺ) এর উপরোক্ত উক্তি।

রসূল (ﷺ)-কে তার হাজ্জের সফরে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু ইউনুস (রহ.) তাঁর হাদীসে মাক্কাহ বিজয়ের সময় বা হাজ্জের সফর কোনটিরই উল্লেখ করেননি। (আ.প্র. ৩৯৪৭, ই.ফা. ৩৯৫১)

১২৮৬. حَدَّثَنَا أَبُو أَيْمَانَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَزَلْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْحَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.

৪২৮৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মাক্কাহ বিজয়ের পূর্বে) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করলে ইনশাআল্লাহ 'খাইফ' হবে আমাদের অবস্থানস্থল, যেখানে কাফিররা কুফরীর উপর পরস্পরে শপথ গ্রহণ করেছিল। ৩৯ [১৫৮৯] (আ.প্র. ৩৯৪৮, ই.ফা. ৩৯৫২)

১২৮৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ حَتِينًا مَنَزَلْنَا عَدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.

৪২৮৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) হনাইনের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে বললেন, বানী কিনানার খায়ফ নামক স্থানই হবে আমাদের আগামীকালের অবস্থানস্থল, যেখানে কাফিররা কুফরের উপর পরস্পর শপথ গ্রহণ করেছিল। [১৫৮৯] (আ.প্র. ৩৯৪৯, ই.ফা. ৩৯৫৩)

১২৮৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا تَرَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ حَظَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ افْتُلَّهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا تَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ حَجْرًا.

৪২৮৬. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, মাক্কাহ বিজয়ের দিন নাবী (ﷺ) মাথায় লোহার টুপি পরিহিত অবস্থায় মাক্কাহয় প্রবেশ করেছেন। তিনি সবোমাত্র টুপি খুলেছেন এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনু খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নাবী (ﷺ) বললেন, তাকে হত্যা কর। ৭০ ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, আমাদের ধারণামতে সেদিন নাবী (ﷺ) ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন না। তবে আল্লাহ আমাদের চেয়ে ভাল জানেন। [১৮৪৬] (আ.প্র. ৩৯৫০, ই.ফা. ৩৯৫৪)

৬৯ হিজ্রাতের পূর্বে কাফিররা সম্মিলিতভাবে নাবী (ﷺ), বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিবকে মাক্কাহ হতে বহিষ্কার করে খাইফ এলাকায় নির্বাসন দেয়ার ফয়সালা করেছিল। পরিশেষে তারা পরস্পর শপথ করে একটি চুক্তিনামাও স্বাক্ষর করেছিলেন। নাবী (ﷺ) এদিকেই ইশারা করেছিলেন।

৭০ খাতাল কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পুনরায় মুরতাদ হয়ে যায় এবং অন্যায়ভাবে কয়েকজন মুসলিমকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। এ জন্যই নাবী (ﷺ) যখন মাক্কাহ বিজয় করেন তখন তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তাকে যমযম কূপ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করা হয়।

৪২৮৭. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُونَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ نُصِبَ فَجَعَلَ يَطْعُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

৪২৮৭. আবদুল্লাহ [ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন নাবী (ﷺ) মাক্কাহয় প্রবেশ করলেন, তখন বাইতুল্লাহর চারপাশ ঘিরে তিনশত ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে প্রতিমাগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর বলতে থাকলেন, হাক এসেছে, বাতিল অপসৃত হয়েছে। হাক এসেছে, বাতিলের উদ্ভব বা পুনরুত্থান আর ঘটবে না। [২৪৭৮] (আ.প্র. ৩৯৫১, ই.ফা. ৩৯৫৫)

৪২৮৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْأَلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ فَأَخْرَجَ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَفْسَمَا بِهَا فَظَنَّمْ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاجِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ وَلَمْ يَصَلِّ فِيهِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৪২৮৮. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কাহয় আগমন করার পর তৎক্ষণাৎ বাইতুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রইলেন, কেননা সে সময় বাইতুল্লাহর ভিতরে অনেক প্রতিমা স্থাপিত ছিল। প্রতিমাগুলো বের করে ফেলা হল। তখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (عليهما السلام)-এর মূর্তিও বেরিয়ে আসল। তাদের উভয়ের হাতে ছিল মুশরিকদের ভাগ্য নির্ণয়ের কয়েকটি তীর। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা অবশ্যই জানত যে, ইব্রাহীম (عليه السلام) ও ইসমাঈল (عليهما السلام) কক্ষণো তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করেননি। এরপর তিনি বাইতুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করলেন। আর প্রত্যেক কোণায় কোণায় গিয়ে আল্লাহ আকবার ধ্বনি দিলেন এবং বেরিয়ে আসলেন। আর সেখানে সলাত আদায় করেননি। মা'মার (রহ.) আইয়ুব (রহ.) সূত্রে এবং ওয়াহায়ব (রহ.) আইয়ুব (রহ.)-এর মাধ্যমে ইকরামাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। [৩৯৮] (আ.প্র. ৩৯৫২, ই.ফা. ৩৯৫৬)

৫০/৬৫. بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ.

৬৪/৫০. অধ্যায়: মাক্কাহ নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে নাবী (ﷺ)-এর প্রবেশের বর্ণনা।

৪২৮৯. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرَدِّفًا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ

مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّىٰ أَتَاخَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَمَكَتْ فِيهِ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَسَيَّتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَيْفَ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ.

৪২৮৯. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, মাক্কাহ বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে উসামাহ ইবনু যায়িদকে নিজের পেছনে বসিয়ে মাক্কাহ নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে মাক্কাহয় প্রবেশ করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল এবং বাইতুল্লাহর চাবি রক্ষক ‘উসমান ইবনু ত্বলহা। অবশেষে তিনি [নাবী (ﷺ)] মাসজিদে হারামের সামনে সওয়ারী থামালেন এবং ‘উসমান ইবনু ত্বলহাকে চাবি এনে (দরজা খোলার) আদেশ করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) (কা’বায়) প্রবেশ করলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামাহ ইবনু যায়দ, বিলাল এবং ‘উসমান ইবনু ত্বলহা (رضي الله عنه)। সেখানে তিনি দিনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করে (সলাত আদায়, তাকবীর ও অন্যান্য দু’আ করার পর) বের হয়ে এলেন। তখন অন্যান্য লোক দ্রুত ছুটে এল। তন্মধ্যে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) প্রথমেই প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (رضي الله عنه)-কে দরজার পাশে দাঁড়ানো পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন- রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন জায়গায় সলাত আদায় করেছেন? তখন বিলাল তাকে তাঁর সলাতের জায়গাটি ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কত রাক’আত আদায় করেছিলেন বিলাল (رضي الله عنه)-কে আমি এ কথাটি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। [৩৯৭] (আ.প্র. ৩৯৫৩, ই.ফা. ৩৯৫৬)

৪২৯০. حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ الْبَيْتِ بِأَعْلَى مَكَّةَ تَابِعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَوَهَيْبٌ فِي كَدَاءِ.

৪২৯০. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে, মাক্কাহ বিজয়ের বছর নাবী (ﷺ) মাক্কাহর উঁচু এলাকা ‘কাদা’-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন। আবু উসামাহ এবং ওহাইব (রহ.) ‘কাদা’-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করার বর্ণনায় হাফস ইবনু মাইসারাহ (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। [১৫৭৭] (আ.প্র. ৩৯৫৩, ই.ফা. ৩৯৫৬)

৪২৯১. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءِ.

৪২৯১. হিশামের পিতা হতে বর্ণিত যে, মাক্কাহ জয়ের বছর নাবী (ﷺ) মাক্কাহর উঁচু এলাকা অর্থাৎ ‘কাদা’ নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। [১৫৭৭] (আ.প্র. ৩৯৫৪, ই.ফা. ৩৯৫৭)

৫১/৬৫. بَابُ مَنَزْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ.

৬৪/৫১. অধ্যায়: মাক্কাহ বিজয়ের দিন নাবী (ﷺ)-এর অবস্থানস্থল।

৬২৭২. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي لَيْلَى مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الصُّحَى غَيْرَ أُمَّ هَانِيٍّ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ قَالَتْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَحَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

৪২৯২. ইবনু আবী লাইলা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে চাশতের সলাত আদায় করতে দেখেছে-এ কথাটি একমাত্র উম্মু হানী (رضي الله عنها) ব্যতীত অন্য কেউ আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তিনি বলেছেন যে, মাক্কাহ বিজয়ের দিন নাবী (ﷺ) তাঁর বাড়িতে গোসল করেছিলেন, এরপর তিনি আট রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। উম্মু হানী (رضي الله عنها) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে এ সলাত অপেক্ষা হালকাভাবে অন্য কোন সলাত আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি রুকূ', সাজদাহ পুরোপুরিই আদায় করেছিলেন। [১১০৩] (আ.প্র. ৩৯৫৫, ই.ফা. ৩৯৫৮)

: بَابُ ٥٢/٦٤

৬৪/৫২. অধ্যায়:

৬২৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الصُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

৪২৯৩. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) তাঁর সলাতের রুকূ ও সাজদাহয় পড়তেন, সুবহানাকা আল্লাহুমা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা ল্লাহুমা গফির লী অর্থাৎ অতি পবিত্র। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। [৭৯৪] (আ.প্র. নাই, ই.ফা. ৩৯৬০)

৬২৭৪. حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عَمْرُ بْنُ دَخْلَنِ مَعَ أَشْيَاحِ بَدْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْقَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ وَمَا رُبَيْتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِثِّي فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمْرًا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَدْرِي أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا فَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكْذَابُ تَقُولُ فُلْتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ فُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَغْلَمَهُ اللَّهُ لَهُ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فَتَنَحَّ مَكَّةَ فَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ قَالَ عَمْرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعَلَّمُ.

৪২৯৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (رضي الله عنه) তাঁর (পরামর্শ মজলিসে) বাদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বর্ষীয়ান সহাবাদের সঙ্গে আমাকেও শামিল করতেন। তাই তাঁদের কেউ

কেউ বললেন, আপনি এ তরুণকে কেন আমাদের সঙ্গে মজলিসে শামিল করেন। তার মতো সন্তান তো আমাদেরও আছে। তখন 'উমার (رضي الله عنه)' বললেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)' ঐ সব মানুষের একজন যাদের (মর্যাদা) সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন। ইবনু 'আব্বাস বলেন, একদিন তিনি ('উমার) তাদেরকে পরামর্শ মজলিসে আহ্বান করলেন এবং তাঁদের সঙ্গে তিনি আমাকেও ডাকলেন। তিনি (ইবনু 'আব্বাস) বলেন, আমার মনে হয় সেদিন তিনি তাঁদেরকে আমার ইলুম দেখানোর জন্যই ডেকেছিলেন। 'উমার বলেন, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا এভাবে সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ সূরাহ সম্পর্কে আপনাদের কী বক্তব্য? তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, এখানে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন আমাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং বিজয় দান করা হবে তখন যেন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর কেউ কেউ বললেন, আমরা অবগত নই। আবার কেউ কেউ কোন কথাই বলেননি। এ সময় 'উমার (رضي الله عنه)' আমাকে বললেন, ওহে ইবনু 'আব্বাস! তুমি কি এ রকমই মনে কর? আমি বললাম, জ্বী, না। তিনি বললেন, তা হলে তুমি কী বলতে চাও? আমি বললাম, এটি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের সংবাদ। আল্লাহ তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। "যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে" অর্থাৎ মাক্কাহ বিজয়। সেটাই হবে আপনার ওফাতের নিদর্শন। সুতরাং এ সময়ে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী। এ কথা শুনে 'উমার (رضي الله عنه)' বললেন, এ সূরাহ থেকে তুমি যা বুঝেছ আমি তা ব্যতীত আর অন্য কিছুই বুঝিনি। [৩৬২৭] (আ.প্র. ৩৯৫৬, ই.ফা. ৩৯৬১)

৬২৭০. حَدَّثَنَا بَنُو سُرْحَيْبِلَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْبٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو
 بَنِي سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَتَدْنُ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَدَاءَ يَوْمَ
 الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أُدْنَائِي وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَيَّ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ
 حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ لَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا
 شَجْرًا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَحَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أذَّنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أذِنَ لِي فِيهَا
 سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ فَيَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْبٍ مَاذَا قَالَ
 لَكَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْبٍ إِنَّ الْحَرَّمَ لَا يُعِيدُ عَاصِبًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِحَرْبَةٍ.
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَبَةُ الْبَلِيَّةُ.

৪২৯৫. আবু শুরাইহিল আদাবী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, (মাদীনাহর শাসনকর্তা) আমর ইবনু সাঈদ যে সময় মাক্কাহ অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন তখন আবু শুরাইহিল আদাবী (رضي الله عنه) তাকে বলেছিলেন, হে আমাদের আমীর! আপনি আমাকে একটু অনুমতি দিন, আমি আপনাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি বাণী শোনাবো, যেটি তিনি মাক্কাহ বিজয়ের পরের দিন বলেছিলেন। সেই বাণীটি আমার দু'কান শুনেছে। আমার হৃদয় তা হিফায়াত করে রেখেছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সে কথাটি

বলছিলেন তখন আমার দু'চোখ তাঁকে অবলোকন করেছে। প্রথমে তিনি [নাবী (ﷺ)] আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং সানা পাঠ করেন। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ নিজে মাক্কাহকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কোন মানুষ এ ঘোষণা দেয়নি। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং ক্বিয়ামাত দিবসের উপর ঈমান এনেছে তার পক্ষে সেখানে রক্তপাত করা কিংবা এখানকার গাছপালা কর্তন করা কিছুতেই হালাল নয়। আর আল্লাহর রসূলের সে স্থানে লড়াইয়ের কথা বলে যদি কেউ নিজের জন্যও সুযোগ করে নিতে চায় তবে তোমরা তাকে বলে দিও, আল্লাহ তাঁর রসূলের ক্ষেত্রে (বিশেষভাবে) অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদের জন্য কোন অনুমতি দেননি। আর আমার ক্ষেত্রেও তা একদিনের কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই কেবল অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এরপর সেদিনই তা পুনরায় সেরূপ হারাম হয়ে গেছে যেরূপে তা একদিন পূর্বে হারাম ছিল। উপস্থিত লোকজন (এ কথাটি) অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। (বর্ণনাকারী বলেন) পরবর্তী সময়ে আবু গুরায়হ (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'আমর ইবনু সাঈদ আপনাকে কী উত্তর করেছিলেন? তিনি বললেন, 'আমর আমাকে বললেন, হে আবু গুরায়হ! হাদীসটির বিষয় আমি তোমার চেয়ে অধিক অবগত আছি। হারামে মাক্কাহ কোন অপরাধী বা খুনী পলাতককে কিংবা কোন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ফেরারীকে প্রশয় দেয় না। আর 'আবদুল্লাহ বলেন, 'আল খারবাহ' অর্থ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। [১০৪] (আ.প্র. ৩৯৫৭, ই.ফা. ৩৯৬২)

১২৭৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاجٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ.

৪২৯৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। মাক্কাহ বিজয়ের বছর তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মাক্কাহয় এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মদের ক্রয়-বিক্রয় হারাম করে দিয়েছেন।^{৭১} [২২৩৬] (আ.প্র. ৩৯৫৮, ই.ফা. ৩৯৬৩)

০৫৩/৬৫. بَابُ مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ.

৬৪/৫৩. অধ্যায়: মাক্কাহ বিজয়ের সময় নাবী (ﷺ)-এর সেখানে অবস্থানকালের পরিমাণ।

১২৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح حَدَّثَنَا قَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرًا نَقَصُرُ الصَّلَاةَ.

৪২৯৭. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে (মাক্কাহয়) দশদিন অবস্থান করেছিলাম। সে সময় আমরা সলাত কসর করতাম।^{৭২} [১০৮১] (আ.প্র. ৩৯৫৯, ই.ফা. ৩৯৬৪)

৭১ মদ পান যেমন হারাম তেমনি তার ক্রয় বিক্রয়ও হারাম।

৭২ আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন-

(وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) (১০১) سورة النساء
"যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ করবে তখন সলাত কসর করলে তাতে কোন সমস্যা নেই।" (সূরা আন-নিসা ৪: ১০১)

৬২৭৯. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ.

৪২৯৮. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মাক্কাহ বিজয়ের সময়ে) নাবী (ﷺ) উনিশ দিন মাক্কাহয় অবস্থান করেছিলেন, তিনি সে সময় দু'রাক'আত সলাত আদায় করতেন। [১০৮০] (আ.প্র. ৩৯৬০, ই.ফা. ৩৯৬৫)

৬২৭৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ

النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَةَ نَقَصُ الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقَصُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا زِدْنَا أَتَمَّنَّا.

৪২৯৯. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে উনিশ দিন (মাক্কাহ বিজয়কালে) অবস্থান করেছিলাম। এ সময়ে আমরা সলাতে কসর করতাম। ৭৩ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, আমরা সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত কসর করতাম। এর চেয়ে অধিক দিন থাকলে আমরা পূর্ণ সলাত আদায় করতাম। [১০৮০] (আ.প্র. ৩৯৬১, ই.ফা. ৩৯৬৬)

উক্ত আয়াতে এক্রপ প্রমাণ মিলে না যে, কি পরিমাণ সফর করলে কসর করা যাবে। এ কারণেই সহাবীগণের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইবনু 'উমার ও ইবনু 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, 'তারা চার বুরুদ (১৬ ফারসাখ সমান ৪৮ মাইল) পরিমাণ সফর করলে সলাত কসর করতেন এবং সওম ডেঙ্গে দিতেন। পক্ষান্তরে ইবনু 'উমার হতে সহীহ বর্ণনায় সাব্যস্ত হয়েছে তিনি বলেন, "তিন মাইল সফর করলে সলাত কসর করা যাবে"। সহীহ সানায়ে তার থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, 'তিনি মাক্কাহ'য় অবস্থানকালীন যখন মিনায় যেতেন তখন কসর করতেন'। এমনকি সহীহ সূত্রে ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'আমি যদি এক মাইল পথের জন্য বের হতাম তাহলেও সলাত কসর করতাম'। তিনি আরো বলেন, আমি দিনের কিছু সময় সফর করতাম এবং কসর করতাম। এসব আসারের সূত্রগুলো সহীহ। কিন্তু বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "ফাতহুল বারী" ও শাইখ আলবানীর "ইরওয়াউল গালীল (৩/১৪-২০) এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সহাবীগণ এ বিষয়ে একমত ছিলেন না। বরং তাদের মধ্যে মতভেদ সংঘটিত হয়েছিল। অতএব আমাদেরকে দেখা দরকার এ ব্যাপারে রসূল (স) এর 'আমল কি ছিল? আমরা নাবী (স) এর 'আমলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখছি ইবনু 'উমার (রা) এর 'আমল তাঁর 'আমলের সাথে অনেকাংশেই মিলে যাচ্ছে। যদিও তাঁর থেকে এ ব্যাপারে কোন মৌখিক হাদীছ বর্ণিত হয়নি। কারণ আনাস (রা) নাবী (স)-এর আমল বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াযিদ আল হনাই বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা)-কে কসর করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, রসূল (স) তিন মাইল বা তিন ফারসাখ পরিমাণ পথ সফর করলেই দু'রাক'আত সলাত আদায় করতেন। (নিম্নের বর্ণনাকারী শু'বাহ সন্দেহ বশতঃ তিন মাইল বা তিন ফারসাখ বলেছেন)।

হাদীছটি ইমাম মুসলিম (২/১৪৫), আবু আওয়ানাহ (২/৩৪৬), আবু দাউদ, ইবনু আবী শাইবাহ (২/১০৮/১-২), বাইহাকী (৩/১৪৬) ও আহমাদ(৩/১২৯) বর্ণনা বলেছেন।

উল্লেখ্য এক ফারসাফ সমান তিন মাইল। অতএব তিন ফারসাখ সমান ৯ মাইল। যেহেতু মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছগ্রন্থে বর্ণিত এ হাদীছটিতে তিন মাইল মাইল বা ৯ মাইলের কথা বলা হয়েছে। যা নাবী (স)-এর 'আমাল হিসেবে প্রমাণিত। অতএব আমরা সতর্কতার স্বার্থে তিন মাইলকে গ্রহণ না করে ৯ মাইলকে গ্রহণ করবো এবং ৯ মাইল পরিমাণ পথ সফর করলেই নির্ধারিত সলাত কসর করব।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ফিকহুস সুন্নাহ ইরওয়াউল গালীল ৩য় খণ্ড ফতহুল বারী প্রমুখ গ্রন্থসমূহের সলাত অধ্যায়। (দেখুন মুসলিম হাঃ নং ৬৯১, সহীহ আবু দাউদ ১২০১, আহমাদ ১১৯০৪, শিখসিলা সহীহা হাঃ নং ১৬৩)

৭৩ হাদীসের পণ্ডিতগণের মতে আনাস (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীসে বিদায় হাজ্জের সফরে এবং ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীসে মাক্কাহ বিজয়কালে মাক্কাহ অবস্থানের মেয়াদ উল্লেখ করা হয়েছে।

: بَابُ ٥٤/٦٤

٥٨/٥٨. অধ্যায়:

٤٣٠٠. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صَعْبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ.

৪৩০০. লায়স [ইবনু সা'দ (রহ.)] বলেছেন, ইউনুস আমার কাছে ইবনু শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাবাহ ইবনু সু'আয়র (رضي الله عنه) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আর মাক্কাহ বিজয়ের বছর নাবী (ﷺ) তাঁর মুখমণ্ডল মাসহ করেছিলেন। (৬৩৫৬) (আ.প্র. অনুচ্ছেদ, ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

٤٣٠١. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سُنَيْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ وَرَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ.

৪৩০১. যুহরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি সুনায়ন আবু জামীলাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী (রহ.) বলেন, আমরা (সা'ঈদ) ইবনু মুসায়্যাব (রহ.)-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় আবু জামীলাহ (رضي الله عنه) দাবী করেন যে, তিনি নাবী (ﷺ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তিনি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে মাক্কাহ বিজয়ের বছর (যুদ্ধের জন্য) বেরিয়েছিলেন। (আ.প্র. ৩৯৬২, ই.ফা. ৩৯৬৭)

٤٣٠٢. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو قَلَابَةَ أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلُهُ قَالَ فَلَقَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَاءِ مَمَرِ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانَ فَتَسَأَلْتُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ ائْتِرْكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقَعَةُ أَهْلُ الْفَتْحِ بَادَرُ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا فَتَنْظُرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَّقِي مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصْتُ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيِّ أَلَا تَعْظُونَ عَنَّا اسْتِ قَارِئِكُمْ فَاسْتَرُوا فَتَقَطُّوا لِي فَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِئِنَّي فَرَجِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ.

৪৩০২. 'আমর ইবনু সালামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। আইয়ুব (রহ.) বলেছেন, আবু কিলাবাহ আমাকে বললেন, তুমি 'আমর ইবনু সালামাহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে (তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস কর না কেন? আবু কিলাবাহ (রহ.) বলেন, অতঃপর আমি 'আমর ইবনু সালামাহ'র সঙ্গে দেখা

করে তাঁকে (তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমরা লোকজনের চলার পথের পাশে একটি ঝরণার কাছে বাস করতাম। আমাদের পাশ দিয়ে অনেক কাফেলা চলাচল করত। তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, (মাক্কাহর) লোকজনের অবস্থা কী? মাক্কাহর লোকজনের অবস্থা কী? আর ঐ লোকটির কী অবস্থা? তারা বলত, ঐ ব্যক্তি দাবী করে যে, আল্লাহ তাঁকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ করেছেন। (কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে বলত) তাঁর কাছে আল্লাহ এ রকম ওয়াহী অবতীর্ণ করেছেন। ('আমর ইবনু সালামা'হ বলেন) তখন আমি সে বাণীগুলো মুখস্থ করে নিতাম যেন তা আমার হৃদয়ে গেঁথে থাকত। সমগ্র আরব ইসলাম গ্রহণের জন্য নাবী (ﷺ)-এর বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। তারা বলত, তাঁকে তার নিজ গোত্রের লোকদের সঙ্গে (আগে) বোঝাপড়া করতে দাও। অতঃপর তিনি যদি তাদের উপর বিজয়ী হন তবে তিনি সত্য নাবী। এরপর মাক্কাহ বিজয়ের ঘটনা ঘটল। এবার সব গোত্রই তাড়াহুড়া করে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। আমাদের কাওমের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমার পিতা বেশ তাড়াহুড়া করলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি সত্য নাবীর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে তোমরা অমুক সলাত এবং অমুক সময় অমুক সলাত আদায় করবে। এভাবে সলাতের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে কুরআন অধিক জানে সে সলাতের ইমামাত করবে। সবাই এ রকম একজন লোক খুঁজলেন। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন জানা একজনকেও পাওয়া গেল না। কেননা আমি কাফেলার লোকদের থেকে কুরআন শিখেছিলাম। কাজেই সকলে আমাকেই তাদের সামনে এগিয়ে দিল। অথচ তখনো আমি ছয় কিংবা সাত বছরের বালক। আমার একটি চাদর ছিল, যখন আমি সাজদাহুয় যেতাম তখন চাদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যেত। তখন গোত্রের জনৈকা মহিলা বলল, তোমরা আমাদের দৃষ্টি থেকে তোমাদের ক্বারীর নিতম্ব আবৃত করে দাও না কেন? তারা কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরি করে দিল। এ জামা পেয়ে আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে এত খুশি হইনি। (আ.প্র. ৩৯৬৩, ই.ফা. ৩৯৬৮)

১৩:৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عْتَبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَوَلِيدَةَ زَمْعَةَ وَقَالَ عْتَبَةُ إِنَّهُ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَوَلِيدَةَ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقْبَلَ مَعَهُ عْتَبَةُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ هَذَا ابْنُ أُخِي عَهْدَ إِلَيَّ إِنَّهُ ابْنُ عْتَبَةَ قَالَ عْتَبَةُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أُخِي هَذَا ابْنُ زَمْعَةَ وَوَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ابْنِ وَوَلِيدَةَ زَمْعَةَ فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ هُوَ أَحْوَكُ يَا عْتَبَةُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَوَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَجِجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ لِمَا رَأَى مِنْ سَبِّهِ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصْنَعُ بِذَلِكَ.

৪৩০৩. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উত্বাহ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) তার ভাই সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (رضي الله عنه)-কে ওয়াসিয়াত করে গিয়েছিল যে, সে যেন যাম'আহর বাঁদীর সন্তানটি তাঁর নিজের কাছে নিয়ে নেয়। 'উত্বাহ বলেছিল, পুত্রটি আমার ঔরসজাত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মাক্কাহ বিজয়কালে সেখানে আগমন করলেন তখন সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস যাম'আহর বাঁদীর সন্তানটি রসূল (ﷺ)-এর কাছে উপস্থিত করলেন। তাঁর সঙ্গে আবদু ইবনু যাম'আহ (যামআর পুত্র)-ও আসলেন। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস বললেন, সন্তানটি তো আমার ভাতিজা। আমার ভাই আমাকে বলে গিয়েছেন যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত কিন্তু আবদু ইবনু যাম'আহ তার দাবী পেশ করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই, এ যাম'আহর সন্তান, তাঁর বিছানায় এর জন্ম হয়েছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন যাম'আহর ক্রীতদাসীর সন্তানের প্রতি নয়র দিয়ে দেখলেন যে, সন্তানটি আকৃতিতে 'উত্বাহ ইবনু আবু ওয়াক্কাসের সঙ্গেই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে আবদু ইবনু যাম'আহ! একে নিয়ে যাও। সে তোমার ভাই। কেননা সে তার (তোমার পিতা যাম'আহর) বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ সন্তানটির আকৃতি 'উত্বাহ ইবনু আবী ওয়াক্কাসের আকৃতির মত হওয়ার কারণে (তাঁর স্ত্রী) সাওদা বিনতে যাম'আহ (رضي الله عنها)-কে বললেন, হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা করবে। ইবনু শিহাব যুহরী (রহ.) বলেন, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন যে, এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, শয়্যা যার, ছেলে তার। আর ব্যভিচারীর জন্য আছে পাথর। ইবনু শিহাব যুহরী (রহ.) বলেছেন, আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) এ কথাটি উচ্চৈঃস্বরে বলতেন। [২০৫৩] (আ.প্র. ৩৯৬৪, ই.ফা. ৩৯৬৯)

৪৩০৪. 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানায় মাক্কাহ বিজয় অভিযানের সময়ে এক স্ত্রীলোক চুরি করেছিল। তাই তার গোত্রের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه)-এর কাছে এসে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ জানালো। 'উরওয়াহ (رضي الله عنها) বলেন, উসামাহ (رضي الله عنه) এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে কথা বলা মাত্র তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি উসামাহ (رضي الله عنه)-কে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিগুলোর একটি শাস্তির ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ? উসামাহ (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এরপর সন্ধ্যা হলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। যথাযথভাবে আল্লাহর হামদ-সানা করে বললেন, "আম্মা বা'দ" তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা

৪৩০৪. 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানায় মাক্কাহ বিজয় অভিযানের সময়ে এক স্ত্রীলোক চুরি করেছিল। তাই তার গোত্রের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه)-এর কাছে এসে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ জানালো। 'উরওয়াহ (رضي الله عنها) বলেন, উসামাহ (رضي الله عنه) এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে কথা বলা মাত্র তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি উসামাহ (رضي الله عنه)-কে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিগুলোর একটি শাস্তির ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ? উসামাহ (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এরপর সন্ধ্যা হলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। যথাযথভাবে আল্লাহর হামদ-সানা করে বললেন, "আম্মা বা'দ" তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা

এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, তারা তাদের মধ্যকার উচ্চ শ্রেণীর কোন লোক চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করত। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তা হলে আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই মহিলাটির ব্যাপারে আদেশ দিলেন। ফলে তার হাত কেটে দেয়া হল। পরবর্তীকালে সে উত্তম তাওবার অধিকারিণী হয়েছিল এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। 'আয়িশাহ (রা.) বলেন, এর পর সে আমার কাছে প্রায়ই আসত। আমি তার প্রয়োজনাদি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে তুলে ধরতাম। [২৬৪৮] (আ.প্র. ৩৯৬৫, ই.ফা. ৩৯৭০)

১৩০৬-১৩০৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبْرِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايَعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايَعُهُ قَالَ أَبَايَعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ فَلَقَيْتُ مَعْبَدًا بَعْدَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُحَمَّدُ بْنُ جَبْرِ.

৪৩০৫-৪৩০৬. মুজাশি' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের পর আমি আমার ভাই (মুজালিদ)-কে নিয়ে নাবী (রা.)-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার ভাইকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি যেন আপনি তার নিকট হতে হিজরাত করার ব্যাপারে বাই'আত গ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (মাক্কাহ বিজয়ের পূর্বে মাক্কাহ থেকে মাদীনাহয়) হিজরাতকারীরা হিজরতের সমুদয় বারাকাত নিয়ে গেছে। আমি বললাম, তা হলে কোন্ বিষয়ের উপর আপনি তার নিকট হতে বাই'আত গ্রহণ করবেন? তিনি বললেন, আমি তাঁর নিকট হতে বাই'আত গ্রহণ করব ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের উপর। [বর্ণনাকারী আবু 'উসমান (রা.) বলেছেন] পরে আমি আবু মা'বাদ (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি ছিলেন তাঁদের দু'ভাইয়ের মধ্যে বড়। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' (রা.) সত্যই বলেছেন। [২৯৬২, ২৯৬৩] (আ.প্র. ৩৯৬৬, ই.ফা. ৩৯৭১)

১৩০৭-১৩০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مَسْعُودٍ انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبِدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِتُبَايَعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ مَضَتْ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا أَبَايَعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ فَلَقَيْتُ أَبَا مَعْبِدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُحَمَّدُ بْنُ جَبْرِ وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ.

৪৩০৭-৪৩০৮. মুজাশি' ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মা'বাদ (রা.) (মুজালিদ)-কে নিয়ে নাবী (রা.)-এর কাছে গেলাম, যেন তিনি তাঁর নিকট হতে হিজরাতের জন্য বাই'আত গ্রহণ করেন। তখন তিনি [নাবী (রা.)] বললেন, হিজরাতকারীদের জন্য হিজরাত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমি তার নিকট হতে ইসলাম ও জিহাদের জন্য বাই'আত গ্রহণ করব। [বর্ণনাকারী আবু 'উসমান নাহদী (রহ.) বলেন] এরপরে আমি আবু মা'বাদ (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' (রা.) সত্যই বলেছেন। অন্য সনদে খালিদ (রহ.) আবু 'উসমান (রহ.)-এর মাধ্যমে মুজাশি' (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি তার ভাই মুজালিদ (রা.)-কে নিয়ে এসেছিলেন। [২৯৬২, ২৯৬৩] (আ.প্র. ৩৯৬৭, ই.ফা. ৩৯৭২)

৪৩০৭. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَهَاجِرَ إِلَى الشَّامِ قَالَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ فَاذْطَلِقْ فَاغْرِضْ نَفْسَكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَإِلَّا رَجَعْتَ.**

৪৩০৯. মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما)-কে বললাম, আমি সিরিয়া দেশে হিজরাত করার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, এখন হিজরাত নয়, এখন জিহাদ। সুতরাং যাও, নিজ অন্তরের সঙ্গে বুঝে দেখ, জিহাদের সাহস খুঁজে পাও কিনা, তা না হলে হিজরাতের ইচ্ছা থেকে ফিরে আস। [৩৮৯৯] (আ.প্র. ৩৯৬৮, ই.ফা. ৩৯৭৩)

৪৩১০. **وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ.**

৪৩১০. অন্য সানাতে নাযর [ইবনু শুমায়ল (রহ.)] মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) আমি ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما)-কে বললে তিনি উত্তরে বললেন, বর্তমানে হিজরাতের কোন প্রয়োজন নেই, অথবা তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পর কোন হিজরাত নেই। অতঃপর তিনি উপরোল্লিখিত হাদীসের মত বর্ণনা করেন। [৩৮৯৯] (আ.প্র. ৩৯৬৮, ই.ফা. ৩৯৭৩)

৪৩১১. **حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ بَنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.**

৪৩১১. মুজাহিদ ইবনু জাবর আল-মাক্কী (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما) বলতেন : মাক্কাহ বিজয়ের পর আর কোন হিজরাত নেই। [৩৮৯৯] (আ.প্র. ৩৯৬৯, ই.ফা. ৩৯৭৪)

৪৩১২. **حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَسَأَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ أَحَدَهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فَالْمُؤْمِنُ يَغْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ.**

৪৩১২. 'আত্বা ইবনু আবু রাবাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উবায়দ ইবনু 'উমায়র (রহ.) সহ 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। সে সময় 'উবায়দ (রহ.) তাঁকে হিজরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, বর্তমানে কোন হিজরাত নেই। আগে মু'মিন ব্যক্তি তার দ্বীনকে ফিতনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে (মাদীনাহয়) পালিয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহ ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। তাই এখন মু'মিন যেখানে চায় আল্লাহর 'ইবাদাত করতে পারে। তবে বর্তমানে জিহাদ এবং নিয়্যাত করা যাবে। [৩০৮০] (আ.প্র. ৩৯৭০, ই.ফা. ৩৯৭৫)

৪৩১৩. **حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى**

يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَلَمْ تَحِلَّ لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ لَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُعْصَدُ شَوْكُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا تَحِلُّ لِقَطْعَتِهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الْإِذْخَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا بَدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْيَبُوتِ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِلَّا الْإِذْخَرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৪৩১৩. মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, মাক্কাহ বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) খুতবার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন, যেদিন আল্লাহ সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেই দিন থেকেই তিনি মাক্কাহ নগরীকে সম্মান দান করেছেন। তাই আল্লাহ কর্তৃক এ সম্মান প্রদানের কারণে এটি ক্বিয়ামাত দিবস পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বে কারো জন্য তা হালাল করা হয়নি, আমার পরে কারো জন্যও তা হালাল করা হবে না। আর আমার জন্যও মাত্র একদিনের সামান্য অংশের জন্যই তা হালাল করা হয়েছিল। তার শিকারযোগ্য প্রাণীকে বিতাড়িত করা যাবে না। ঘাস সংগৃহীত হবে না। বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য ব্যতীত রাস্তায় পতিত বস্তু উত্তোলিত হবে না। তখন 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ইযখির ঘাস ব্যতীত। কেননা ইযখির ঘাস আমাদের কর্মকার ও বাড়ির (ছাউনির) কাজে লাগে। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) চুপ থাকলেন। এর কিছুক্ষণ পরে বললেন, ইযখির ব্যতীত। ইযখির ঘাস কাটা অনুমোদিত। অন্য সানাদে ইবনু জুরায়জ (রহ.) ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ হাদীস আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) ও নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। [১৩৪৯] (আ.প্র. ৩৯৭১, ই.ফা. ৩৯৭৬)

: ৫০/৬৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :

৬৪/৫৫. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَابَتْ مَذْيَبِينَ ج (٢٥)﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ إِلَيْ قَوْلِهِ عَفْوَ رَحِيمٌ (٢٧) ﴿

এবং হুনায়নের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করে তুলেছিল; কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল তোমাদের প্রতি এ পৃথিবী এত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও, পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ নিজেই তরফ থেকে প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন তাঁর রসূলের প্রতি এবং মু'মিনদের প্রতি, আর তিনি অবতীর্ণ করলেন এমন এক সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। তিনি কাফিরদের শাস্তি দিলেন এবং তা ছিল কাফিরদের কর্মফল। আর আল্লাহ এরপরও তাওবার তাওফীক দেন যাদের ইচ্ছা করেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরাহ আত-তওবাহ ৯/২৫-২৭)

৪৩১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ رَأَيْتُ بِيَدِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى صُرْبَةً قَالَ صُرْبَتُهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلْتُ شَهِدْتُ حُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ.

৪৩১৪. ইসমাঈল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু আউফা (رضي الله عنه)-এর হাতে একটি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। তিনি বলেছেন, হুনায়নের দিন নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে

থাকা অবস্থায় আমাকে এ আঘাত করা হয়েছিল। আমি বললাম, আপনি কি হুনাইন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন? তিনি বললেন, এর পূর্বেও (সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে) অংশ নিয়েছি। (আ.প্র. ৩৯৭২, ই.ফা. ৩৯৭৭)

৪৩১৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُؤَلَّ وَلَكِنْ عَجَلَ سَرَعَانُ الْقَوْمَ فَرَسَقْتَهُمْ هَوَازِنُ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخَذَ بِرَأْسِ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

৪৩১৫. আবু ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বারাআ ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু 'উমারাহ! হুনাইনের দিন কি আপনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন? তখন তিনি বলেন যে, আমি তো নিজেই নাবী (ﷺ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। তবে মুজাহিদদের অধবর্তী যোদ্ধাগণ (গানীমাত সংগ্রহের জন্য) তাড়াহুড়া করলে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তাঁদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ সময় আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিস (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাদা খচ্চরটির মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বলছিলেন-

আমি আল্লাহর নাবী, এটা মিথ্যা নয়।

আমি 'আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। [২৮৬৪] (আ.প্র. ৩৯৭৩, ই.ফা. ৩৯৭৮)

৪৩১৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قِيلَ لِلْبَرَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوْلَيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَا النَّبِيُّ ﷺ فَلَا كَأَنَّا رُمَاءٌ فَقَالَ : أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

৪৩১৬. আবু ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। আমি শুনলাম যে, বারাআ ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করা হল, হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন? তিনি বললেন, কিন্তু নাবী (ﷺ) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। তবে তারা (হাওয়াযিনের লোকেরা) ছিল দক্ষ তীরন্দাজ, তাদের তীর বর্ষণে মুসলিমরা পিছনে হটলেও নাবী (ﷺ) (অটলভাবে দাঁড়িয়ে) বলছিলেন-

আমি আল্লাহর নাবী, এটা মিথ্যা নয়।

আমি 'আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। [২৮৬৪] (আ.প্র. ৩৯৭৪, ই.ফা. ৩৯৭৯)

৪৩১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ أَقْرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ كَأَنَّ هَوَازِنَ رُمَاءٌ وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْعَنَائِمِ فَأَسْتَفَيْلْنَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ أَخَذَ بِرِمَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ

قَالَ إِسْرَائِيلُ وَرُهِيرٌ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَعْلَتِهِ.

৪৩১৭. আবু ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বারআ (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছেন যে, তাঁকে কায়স গোত্রের এক লোক জিজ্ঞেস করেছিল যে, হনাইনের দিন আপনারা কি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট হতে পালিয়েছিলেন? তখন তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কিন্তু পালিয়ে যাননি। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ চাললাম তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমরা গানীমাত তুলতে শুরু করলাম তখন আমরা তাদের তীরন্দাজ বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। তখন আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর সাদা রংয়ের খচ্চরটির পিঠে আরোহিত অবস্থায় দেখলাম। আর আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه) তাঁর খচ্চরটির লাগাম ধরেছিলেন। তিনি বলছিলেন-

আমি আল্লাহর নাবী, এটা মিথ্যা নয়।

বর্ণনাকারী ইসরাঈল এবং যুহায়র (রহ.) বলেছেন যে, তখন নাবী (ﷺ) তাঁর খচ্চর থেকে অবতরণ করেছিলেন। [২৮৬৪; মুসলিম ৩২/২৮, হাঃ ১৭৭৬, আহমাদ ১৮৪৯৫] (আ.প্র. ৩৯৭৫, ই.ফা. ৩৯৮০)

٤٣١٨-٤٣١٩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شِهَابٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ وَرَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّازَنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبِيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعِيَ مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْجَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيِ وَإِمَّا الْمَالِ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ رَادٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُوا نَا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُرَدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيُهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى تُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أِذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤَكُمْ فَأَمَرَكُمْ فَارْجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَبْيِ هَوَّازِنَ.

৪৩১৮-৪৩১৯. মারওয়ান এবং মিসওয়াল ইবনু মাখরামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিগণ যখন মুসলিম হয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে এলো এবং তাদের (যুদ্ধে ফেলে যাওয়া) সম্পদ ও বন্দীদেরকে ফেরত দেয়ার প্রার্থনা জানালো তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাদের বললেন, আমার সঙ্গে যারা আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সত্য কথাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। কাজেই তোমরা যুদ্ধবন্দী অথবা সম্পদ- এ দু'টির যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে পার। আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা

করছিলাম। বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ) তায়েফ থেকে ফিরে আসার পথে দশ রাতেরও অধিক সময় তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদের কাছে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে এ দু'টির মধ্যে একটির অধিক ফেরত দিতে সম্মত নন, তখন তারা বললেন, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে গ্রহণ করতে চাই। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথাযোগ্য হাম্দ ও সানা পাঠ করে বললেন, আম্মা বা'দু, তোমাদের (মুসলিম) ভাইয়েরা তওবা করে আমাদের কাছে এসেছে, আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের নিকট ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত করেছি। অতএব তোমাদের মধ্যে যে আমার এ সিদ্ধান্তকে খুশি মনে গ্রহণ করবে সে (বন্দী) ফেরত দিক। আর তোমাদের মধ্যে যে তার অংশের অধিকারকে অবশিষ্ট রেখে তা এভাবে ফেরত দিতে চাইবে যে, ফাইয়ের সম্পদ থেকে (আগামীতে) আল্লাহ আমাকে সর্বপ্রথম যা দান করবেন তা দিয়ে আমি তার এ বন্দীর মূল্য পরিশোধ করব, তবে সে তাই করুক। তখন সকল লোক উত্তর করল : হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার প্রথম সিদ্ধান্ত খুশিমনে গ্রহণ করলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কে খুশিমনে অনুমতি দিয়েছে আর কে খুশিমনে অনুমতি দেয়নি আমি তা বুঝতে পারিনি। তাই তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের মধ্যকার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ কর। তাঁরা আমার কাছে বিষয়টি পেশ করবে। সবাই ফিরে গেল। পরে তাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদের সঙ্গে আলাপ করে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এসে জানাল যে, সবাই তাঁর (প্রথম) সিদ্ধান্তকেই খুশি মনে মেনে নিয়েছে এবং (যুদ্ধবন্দী ফেরত দেয়ার) অনুমতি দিয়েছে। [ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (রহ.) বলেন] হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের বিষয়ে এ হাদীসটিই আমার কাছে পৌঁছেছে। [২৩০৭, ২৩০৮] (আ.প্র. ৩৯৭৬, ই.ফা. ৩৯৮১)

৪৩২০. حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ نَذْرِ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوَفَائِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৪৩২০. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হাদীসটি অন্য সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু মুকাতিল (রহ.) ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুনায়নের যুদ্ধ থেকে ফেরার কালে 'উমার (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-কে জাহিলিয়াতের যুগে মানৎ করা তাঁর একটি ই'তিকাফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। নাবী (ﷺ) তাঁকে সেটি পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসটি হাম্মাদ-আইয়ুব-নাফি' (রহ.) ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া জারীর ইবনু হাযিম এবং হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (রহ.)ও এ হাদীসটি আইয়ুব, নাফি' (রহ.) ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। [২০৩২] (আ.প্র. ৩৯৭৭, ই.ফা. ৩৯৮২)

৪৩২১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا التَّقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ

فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَصَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَفَقَطَعْتُ
 الذَّرْعَ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَصَمَّيْنِي صَمَةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِثْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ
 سَلْبُهُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ ثُمَّ
 قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلْبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنِّي فَقَالَ
 أَبُو بَكْرٍ لَهَا اللَّهُ إِذَا لَا يَعِيدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
 صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأْتَلُّهُ فِي الْإِسْلَامِ.

৪৩২১. আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের বছর আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হলাম তখন মুসলিমদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এ সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে মুসলিমদের এক ব্যক্তিকে পরাভূত করে ফেলেছে। তাই আমি কাফির লোকটির পশ্চাৎ দিকে গিয়ে তরবারি দিয়ে তার কাঁধ ও ঘাড়ের মাঝে শক্ত শিরার উপর আঘাত হানলাম এবং লোকটির গায়ের লৌহ বর্মটি কেটে ফেললাম। এ সময় সে আমার উপর আক্রমণ করে বসল এবং আমাকে এত জোরে চাপ দিয়ে জড়িয়ে ধরল যে, আমি আমার মৃত্যুর বাতাস অনুভব করলাম। এরপর মৃত্যু লোকটিকে পেয়ে বসল আর আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি 'উমার হিবনুল খাতাব (رضي الله عنه)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মুসলিমদের হলটা কী? তিনি বললেন, মহান শক্তিদর আল্লাহর ইচ্ছা। এরপর সবাই (আবার) ফিরে এল (এবং মুশরিকদের উপর হামলা চালিয়ে যুদ্ধে জয়ী হল)। যুদ্ধের পর নাবী (ﷺ) বসলেন এবং ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি কোন মুশরিক যোদ্ধাকে হত্যা করেছে এবং তার কাছে এর প্রমাণ রয়েছে তাঁকে তার (নিহত ব্যক্তির) পরিত্যক্ত সকল সম্পদ দেয়া হবে। এ ঘোষণা শুনে আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমার পক্ষে কেউ সাক্ষ্য দিবে কি? আমি বসে পড়লাম। নাবী (ﷺ)-ও অনুরূপ ঘোষণা দিলে আমি দাঁড়ালাম। তিনি (ﷺ) বললেন, আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) তোমার কী হয়েছে? আমি তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। এ সময়ে এক ব্যক্তি বলল, আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) ঠিকই বলেছেন, নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তুগুলো আমার কাছে আছে। সুতরাং সেগুলো আমার প্রাপ্তির ব্যাপারে আপনি তাঁকে সম্মত করুন। তখন আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন, না, আল্লাহ শপথ! তা হতে পারে না। আল্লাহর সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তার যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি তোমাকে দিয়ে দেয়ার ইচ্ছা রসূলুল্লাহ (ﷺ) করতে পারেন না। নাবী (ﷺ) বললেন, আবু বাকর ঠিকই বলেছে। সুতরাং এসব দ্রব্য তুমি তাঁকে (আবু ক্বাতাদাহ) দিয়ে দাও। [আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) বলেন] তখন সে আমাকে দ্রব্যগুলো দিয়ে দিল। এ দ্রব্যগুলোর বিনিময়ে আমি বানী সালামাহর এলাকায় একটি বাগান কিনলাম। আর ইসলাম গ্রহণের পর এটিই হল প্রথম সম্পদ যেটা ছিল আমার আর্থিক বুনিয়াদ। (২১০০) (আ.প্র. ৩৯৭৮/৩৯৭৯, ই.ফা. ৩৯৮৩)

১৩২২. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ
 أَبَا قَتَادَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَآخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 يَجْتَنِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ فَأَسْبَرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَجْتَنِلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي وَأَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتَهَا ثُمَّ أَخَذَنِي فَصَمَّيْتَنِي
 صَمًّا شَدِيدًا حَتَّى تَحَوُّفْتُ ثُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ
 الْحَطَّابِ فِي الثَّالِثِ فَقُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الثَّالِثِ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 مَنْ أَقَامَ بَيْنَهُ عَلَى قَيْبِلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلْبُهُ فُقُمْتُ لِأَتَمِيسَ بَيْنَهُ عَلَى قَيْبِلٍ فَلَمْ أَرِ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ ثُمَّ بَدَأَ لِي
 فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلَاحُ هَذَا الْقَيْبِلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ
 أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أَصْبِيغٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدْعُ أَسَدًا مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ فَأَذَاهُ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأْتَلُّهُ فِي الْإِسْلَامِ.

৪৩২২. আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন আমি দেখলাম যে, এক মুসলিম এক মুশরিকের সঙ্গে লড়াই করছে। আরেক মুশরিক মুসলিম ব্যক্তিটির পেছন থেকে তাকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করছে। তখন আমি তার হাতের উপর আঘাত ক'রে তা কেটে ফেললাম। সে আমাকে ধরে ভীষণ চাপে চাপ দিল। এমনকি আমি শক্তিত হয়ে পড়লাম। এরপর সে আমাকে ছেড়ে দিল ও দুর্বল হয়ে পড়ল। আমি তাকে আক্রমণ করে হত্যা করলাম। মুসলিমগণ পালাতে লাগলে আমিও তাঁদের সঙ্গে পালালাম। হঠাৎ লোকের মাঝে 'উমার ইবনুল খাতাব (رضي الله عنه)-কে দেখতে পেলাম। তাকে বললাম, লোকজনের অবস্থা কী? তিনি বললেন, আল্লাহর যা ইচ্ছা। এরপর লোকেরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এলেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, “যে (মুসলিম) ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ পেশ করতে পারবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ সে-ই পাবে। আমি যাকে হত্যা করেছি তার সম্পর্কে সাক্ষী খোঁজার জন্য আমি দাঁড়িলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে এমন কাউকে পেলাম না। তখন বসে পড়লাম। এরপর আমার সুযোগমত ঘটনাটি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জানালাম। তখন তাঁর পাশে উপবিষ্ট একজন বললেন— উল্লিখিত নিহত ব্যক্তির হাতিয়ার আমার কাছে আছে, সেগুলো আমাকে দিয়ে দেয়ার জন্য আপনি তাকে সম্মত করুন। তখন আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন, না, তা হতে পারে না। আল্লাহর সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তাকে না দিয়ে এ কুরাইশী দুর্বল ব্যক্তিকে তিনি [নাবী (ﷺ)] দিতে পারেন না। রাবী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁড়ালেন এবং আমাকে তা দিয়ে দিলেন। আমি এর দ্বারা একটি বাগান কিনলাম। আর ইসলাম গ্রহণের পর এটিই ছিল প্রথম সম্পদ, যদ্বারা আমি আমার আর্থিক বুনিয়াদ করেছি। [২১০০] (আ.প্র. ৩৯৭৮/৩৯৭৯, ই.ফা. ৩৯৮৩)

০৬/৬৬. بَابُ غَزْوَةِ أُوطَايسَ

৬৪/৫৬. অধ্যায়: আওতাসের যুদ্ধ।

৪৩২৩. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَائِسَ فَلَقِي دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَةِ فَقَتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِي أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رِمَاهُ جُسْمِي بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَاثْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمَّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو مُوسَى فَقَالَ ذَلِكَ قَانِي الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَجِحْفُهُ فَلَمَّا رَأَى وَلِيَّ فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَحْيِي أَلَا تَتَّبِعُ فَكَفَّفَ فَاخْتَلَفْنَا صَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانْرَعْ هَذَا السَّهْمَ فَزَرَعْتُهُ فَتَرَا مِنْهُ الْمَاءُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَقْرَأُ النَّبِيَّ ﷺ السَّلَامَ وَقُلْتُ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي وَاسْتَخْلَفْنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكَتُ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ فَزَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبْرِنَا وَخَبَرَ أَبِي عَامِرٍ وَقَالَ قُلْتُ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي قَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِيَّ فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْجِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا قَالَ أَبُو بُرْدَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْأُخْرَى لِأَبِي مُوسَى.

৪৩২৩. আবু মূসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়েন যুদ্ধ অতিক্রান্ত হওয়ার পর নাবী (رضي الله عنه) আবু আমির (رضي الله عنه)-কে একটি সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে আওতাস গোত্রের ৭৪ বিরুদ্ধে পাঠালেন। যুদ্ধে তিনি দুরাইদ ইবনু সিম্মার সঙ্গে মুকাবালা করলে দুরাইদ নিহত হয় এবং আল্লাহ তার সঙ্গীদেরকেও পরাস্ত করেন। আবু মূসা (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (رضي الله عنه) আবু আমির (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে আবু আমির (رضي الله عنه)-এর হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। জুশাম গোত্রের এক লোক তীরটি নিক্ষেপ করে তাঁর হাঁটুর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, চাচাজান! কে আপনার উপর তীর ছুঁড়েছে? তখন তিনি আবু মূসা (رضي الله عنه)-কে ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ যে, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরেছে। আমাকে হত্যা করেছে। আমি লোকটিকে লক্ষ্য করে তার কাছে গিয়ে পৌছলাম আর সে আমাকে দেখামাত্র ভাগতে শুরু করল। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পিছু নিলাম- তোমার লজ্জা করে না, তুমি দাঁড়াও। লোকটি থেমে গেল। এবার আমরা দু'জনে তরবারি দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলাম এবং আমি ওকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর আমি আবু আমির (رضي الله عنه)-কে বললাম, আল্লাহ আপনার আঘাতকারীকে হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, এখন এ তীরটি বের করে দাও। আমি তীরটি বের করে দিলাম। তখন ক্ষতস্থান থেকে কিছু পানি বের হল। তিনি আমাকে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি নাবী (رضي الله عنه)-কে আমার সালাম জানাবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বলবে। আবু আমির (رضي الله عنه) তাঁর স্থলে আমাকে সেনাদলের অধিনায়ক নিয়োগ করলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ বেঁচেছিলেন, তারপর ইন্তিকাল করলেন। (যুদ্ধ শেষে) আমি ফিরে এসে নাবী (رضي الله عنه)-এর গৃহে

৭৪ তায়িফের অদূরে একটি উপত্যকার অধিবাসীদের কওমে আওতাস বলা হতো। অষ্টম হিজরী সনে হুনায়েন যুদ্ধের পর পরই তাদেরকে দমন করার জন্য আবু মূসা আশ'আরীর ভাতিজা আবু আমির (رضي الله عنه)-কে পাঠানো হয়েছিল।

প্রবেশ করলাম। তিনি তখন পাকানো দড়ির তৈরি একটি খাটিয়ায় শায়িত ছিলেন। খাটিয়ার উপর (যৎসামান্য) একটি বিছানা ছিল। কাজেই তাঁর পৃষ্ঠে এবং দুইপার্শ্বে পাকানো দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের এবং আবু আমির (رضي الله عنه)-এর সংবাদ জানালাম। তাঁকে এ কথাও বললাম যে, (মৃত্যুর পূর্বে বলে গিয়েছেন) তাঁকে [নাবী (ﷺ)-কে] আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বলবে। এ কথা শুনে নাবী (ﷺ) পানি আনতে বললেন এবং 'উষু করলেন। তারপর তাঁর দু'হাত উপরে তুলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবু আমিরকে ক্ষমা করো। (হস্তদ্বয় উত্তোলনের কারণে) আমি তাঁর বগলদ্বয়ের গুত্রাংশ দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! কিয়ামাত দিবসে তুমি তাঁকে তোমার অনেক মাখলুকের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান কর। আমি বললাম : আমার জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি দু'আ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়সের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং কিয়ামাত দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও। বর্ণনাকারী আবু বুরদা (رضي الله عنه) বলেন, দু'টি দু'আর একটি ছিল আবু আমির (رضي الله عنه)-এর জন্য আর অপরটি ছিল আবু মূসা (আশআরী) (رضي الله عنه)-এর জন্য। [২৮৮৪; মুসলিম ৪৪/৩৮, হাঃ ২৪৯৮, আহমাদ ১৯৭১৩। (আ.প্র. ৩৯৮০, ই.ফা. ৩৯৮৪)

بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ ٥٧/٦٤

৬৪/৫৭. অধ্যায়: তায়িফের যুদ্ধ।

فِي سُؤَالِ سَنَةِ ثَمَانَ قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

মূসা ইবনু 'উকবাহ (رضي الله عنه) বলেছেন এ যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে।

٤٣٢٤. حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي مَخَنَّتٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ عَدَا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ عَمَلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُذْبِرُ بِثَمَانَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ الْمُخَنَّتُ هَيْتُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا وَرَأَدَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ.

৪৩২৪. উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে, আমার কাছে এক হিজড়া ব্যক্তি বসা ছিল, এমন সময়ে নাবী (ﷺ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি শুনলাম যে, সে (হিজড়া ব্যক্তি) 'আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়া (رضي الله عنه)-কে বলছে, হে 'আবদুল্লাহ! কী বল, আগামীকাল যদি আল্লাহ তোমাদেরকে তায়েফের উপর বিজয় দান করেন তা হলে গাইলানের কন্যাকে নিয়ে নিও। কেননা সে (এতই কোমলদেহী), সামনের দিকে আসার সময়ে তার পিঠে চারটি ভাঁজ পড়ে আবার পিঠ ফিরালে সেখানে আটটি ভাঁজ পড়ে। [উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) বলেন] তখন নাবী (ﷺ) বললেন : এদেরকে তোমাদের কাছে ঢুকতে দিও না। ৭৫ ইবনু

উয়াইনাহ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, ইবনু জুরাইজ (رضي الله عنه) বলেছেন, হিজড়ার নাম ছিল হীত। (আ.প্র. ৩৯৮১, ই.ফা. ৩৯৮৫)

হিশাম (রহ.) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এ হাদীসে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, সেদিন তিনি [নাবী (ﷺ)] তায়িফ অবরোধ করা অবস্থায় ছিলেন। [৫২৩৫, ৫৮৮৭; মুসলিম ৩৯/১৩, হাঃ ২১৮০, আহমাদ ২৬৫৫২] (আ.প্র. ৩৯৮২, ই.ফা. ৩৯৮৬)

৪৩২০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّائِفَ فَلَمْ يَمَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَاتِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَتَقَفْنَا عَلَيْهِمْ وَقَالُوا تَذْهَبُ وَلَا تَفْتَحُهُ وَقَالَ مَرَّةً نَقُفُ فَقَالَ اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدُوا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَاتِلُونَ عَدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَتَبَسَّمَ قَالَ قَالَ الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْخَبَرَ كُلَّهُ.

৪৩২৫. আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তায়িফ অবরোধ করলেন। কিন্তু তাদের নিকট হতে কিছুই হাসিল করতে পারেননি। তাই তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরা (অবরোধ উঠিয়ে মাদীনাহর দিকে) ফিরে যাব। কথাটি সহাবীদের মনে ভারী লাগল। তাঁরা বললেন, আমরা চলে যাব, তায়িফ বিজয় করব না? বর্ণনাকারী একবার কাফিলুন শব্দের স্থলে নাকফুলো (অর্থাৎ আমরা 'যুদ্ধবিহীন ফিরে যাব') বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাহলে সকালে গিয়ে লড়াই কর। তাঁরা (পরদিন) সকালে লড়াই করতে গেলেন, এতে তাঁদের অনেকেই আহত হলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল ফিরে চলে যাব। তখন সহাবাদের কাছে কথাটি মনঃপূত হল। এতে নাবী (ﷺ) হাসলেন। বর্ণনাকারী সুফইয়ান (রহ.) একবার বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুচকি হাসি হেসেছেন। হুমাইদী (রহ.) বলেন, সুফইয়ান আমাদেরকে এ হাদীসের পূর্ণ সূত্রটিতে 'খবর' শব্দটি ব্যবহার করে বর্ণনা করেছেন। [৬০৮৬, ৭৪৮০; মুসলিম ৩২/২৯, হাঃ ১৭৭৮, আহমাদ ৪৫৮৮] (আ.প্র. ৩৯৮৩, ই.ফা. ৩৯৮৭)

৪৩২৭-৪৩২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُندَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبَا بَكْرَةَ وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أَنْبَاسٍ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَمِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْحِنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. وَقَالَ هِشَامٌ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَوْ أَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَاصِمٌ فُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبَكَ بِهِمَا قَالَ أَجَلٌ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَزَلَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَالِثَ ثَلَاثَةِ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ.

৪৩২৬-৪৩২৭. আবু 'উসমান [নাবী (ﷺ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাদীসটি শুনেছি সা'দ থেকে, যিনি আল্লাহর পথে গিয়ে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং আবু বাকর (رضي الله عنه) থেকেও

শুনেছি যিনি (তায়িফ অবরোধকালে) সেখানকার স্থানীয় কয়েকজনসহ তায়িফের পাঁচিলের উপর চড়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসেছিলেন। তাঁরা দু'জনই বলেছেন, আমরা নাবী (ﷺ) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করে, তার জন্য জান্নাত হারাম।

হিশাম (রহ.) বলেন, মা'মার (রহ.) আমাদের কাছে 'আসিম-আবুল 'আলিয়া (রহ.) অথবা আবু 'উসমান নাহদী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি সা'দ এবং আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর মাধ্যমে নাবী (ﷺ) থেকে হাদীসটি শুনেছি। আসিম (রহ.) বলেন, আমি (আবুল 'আলিয়া অথবা আবু 'উসমান) (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নিশ্চয় আপনাকে হাদীসটি এমন দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন যাদেরকে আপনি আপনার নিশ্চয়তার জন্য যথেষ্ট মনে করেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই, কেননা তাদের একজন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর অপরজন হলেন তায়েফ থেকে (প্রাচীর টপকে) এসে নাবী (ﷺ)-এর সাক্ষাৎকারী তেইশ জনের একজন। [৬৭৬৬, ৬৭৬৭] (আ.প্র. ৩৯৮৪, ই.ফা. ৩৯৮৮)

৪৩২৮. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَا تُنَجِّرُنِي مَا وَعَدْتَنِي فَقَالَ لَهُ أَتَبِئْرُ فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَتَبِئْرُ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْعُضْبَانِ فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرَى فَأَقْبَلَا أَتْنَمَا فَلَا قَلْبِنَا ثُمَّ دَعَا بِدَجٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اشْرَبَا مِنْهُ وَأَقْرِعَا عَلَيَّ وَجُوهِكُمَا وَخُورِكُمَا وَأَبْشِرَا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا فَتَنَادَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلَا لِأُمَّكُمَا فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

৪৩২৮. আবু মুসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট মাক্কাহ ও মাদীনাহর মধ্যবর্তী জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। তখন বিলাল (رضي الله عنه) তাঁর কাছে ছিলেন। এমন সময়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পূরণ করবেন না? তিনি তাঁকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বলল, সুসংবাদ গ্রহণ কর কথটি তো আপনি আমাকে অনেকবারই বলেছেন। তখন তিনি ক্রোধ ভরে আবু মুসা ও বিলাল (رضي الله عنه)-এর দিকে ফিরে বললেন, লোকটি সুসংবাদ ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা দু'জন তা গ্রহণ কর। তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি পানির একটি পাত্র আনতে বললেন। তিনি এর মধ্যে নিজের উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে কুল্লি করলেন। তারপর বললেন, তোমরা উভয়ে এ থেকে পান করো এবং নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে ছিটিয়ে দাও। আর সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাঁরা উভয়ে পাত্রটি তুলে নিয়ে নির্দেশ মত কাজ করলেন। এমন সময় উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও অতিরিক্ত কিছু রাখ। কাজেই তাঁরা এ থেকে অতিরিক্ত কিছু তাঁর [উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها)-এর] জন্য রাখলেন। [১৮৮] (আ.প্র. ৩৯৮৫, ই.ফা. ৩৯৮৯)

৪৩২৯. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ

بِالْحِجْرَاتِ وَعَلَيْهِ تَوْبٌ قَدْ أَظْلَلَّ بِهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّعٌ بِطَيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّعَ بِالطَّيْبِ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَدَيْهِ أَنْ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُحَمَّرُ الْوَجْهِ يَعْطُ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَيُّهَا فَالْتَمِسَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ أَمَا الطَّيْبُ الَّذِي بِكَ فَاعْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ.

৪৩২৯. সাফওয়ান ইবনু ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ইয়া'লা (رضي الله عنه) বলতেন যে, আহা! রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তে যদি তাঁকে দেখতে পেতাম। ইয়া'লা (رضي الله عنه) বলেন, ইতোমধ্যে নাবী (ﷺ) জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর উপর একটি কাপড় টানিয়ে ছায়া করে দেয়া হয়েছিল। আর সেখানে তাঁর সঙ্গে তাঁর কতিপয় সহাবীও ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে এক বেদুঈন আসল। তার গায়ে ছিল একটি খুশবু মাখানো জোব্বা। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী যে গায়ে খুশবু মাখানো জোব্বা পরিধান করে 'উমরাহ্ আদায়ের জন্য ইহ্রাম বেঁধেছে? (এমন সময়) 'উমার (رضي الله عنه) হাত দিয়ে ইশারা করে ইয়া'লা (رضي الله عنه)-কে আসতে বললেন। ইয়া'লা (رضي الله عنه) এলে 'উমার (رضي الله عنه) তাঁর মাথাটি (কাপড়ের ছায়ায়) ঢুকিয়ে দিলেন। [তখন তিনি ইয়া'লা (رضي الله عنه) দেখতে পেলেন যে] নাবী (ﷺ)-এর চেহারা লাল বর্ণ হয়ে রয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাস জোরে চলছে। এ অবস্থা কিছুক্ষণ পর্যন্ত ছিল, তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। তখন তিনি (নাবী (ﷺ)) বললেন, সে লোকটি কোথায়, কিছুক্ষণ আগে যে আমাকে 'উমরাহুর বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। লোকটিকে খুঁজে আনা হলে তিনি বললেন : তোমার গায়ে যে খুশবু রয়েছে তা তুমি তিনবার ধুয়ে ফেল এবং জোব্বাটি খুলে ফেল। তারপর হাজ্জ পালনে যা কর, 'উমরাহতেও সেগুলোই কর। [১৫৩৬] (আ.প্র. ৩৯৮৬, ই.ফা. ৩৯৯০)

٤٣٣٠. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمَوْلَفَةِ قُلُوبَهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أُجِدْكُمْ ضَلَالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَه فَأَعَانَكُمْ اللَّهُ بِي كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمِنْ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمِنْ قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا أَنْتَرَضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشَعْبًا لَسَلَكَتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَشَعْبَهَا الْأَنْصَارُ شِعَارًا وَالنَّاسُ دِتَارًا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

৪৩৩০. 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ ইবনু 'আসিম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হনাইনের দিবসে আল্লাহ যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে গানীমাতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি ঐগুলো সেসব মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন যাদের হৃদয়কে ঈমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন।

আর আনসারগণকে কিছুই দিলেন না। ফলে তাঁরা যেন নাখোশ হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তাঁরা তা পাননি। অথবা তিনি বলেছেন : তাঁরা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তারা তা পাননি। কাজেই নাবী (ﷺ) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি, অতঃপর আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে পরস্পরকে জুড়ে দিয়েছেন। তোমরা ছিলে দরিদ্র, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এভাবে যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন তখন আনসারগণ জবাবে বলেছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই আমাদের উপর অধিক ইহুসানকারী। তিনি বললেন : আল্লাহর রসূলের জবাব দিতে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা কিছু বলছেন তার উত্তরে বলে যাচ্ছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই আমাদের উপর অধিক ইহুসানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পার যে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসেছিলেন কিন্তু তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক ব্করী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহর নাবীকে সঙ্গে নিয়ে। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে হিজরাত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকত তা হলে আমি আনসারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোন উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসারগণ হল (নাবী) ভিতরের পোশাক আর অন্যান্য লোক হল উপরের পোশাক। আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের অগ্রাধিকার। তখন ধৈর্য ধারণ করবে (দ্বীনের উপর টিকে থাকবে) যে পর্যন্ত না তোমরা হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। [৭২৪৫; মুসলিম ১২/৪৬, হাঃ ১০৬১, আহমাদ ১৬৪৭০] (আ.প্র. ৩৯৮৭, ই.ফা. ৩৯৯১)

৪৩৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حِينَ أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَا أَقَاءَ مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي رَجَالًا مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَثْرُكُنَا وَسَيُؤْفِنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ فَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا حَدِيثُ بَلْعَيْنِي عَنْكُمْ فَقَالَ فَقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَا رُؤْسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَا نَاسٌ مِمَّنْ حَدِيثُهُ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَثْرُكُنَا وَسَيُؤْفِنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنِّي أُعْطِي رَجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَن يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ سَتَجِدُونَ أُمَّةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ يَصْبِرُوا.



৪৩৩১. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তাঁর রসূল (ﷺ)-কে হাওয়াযিন গোত্রের সম্পদ থেকে গানীমাত হিসেবে যতটুকু দান করতে চেয়েছেন দান করলেন, তখন নাবী (ﷺ) কতিপয় লোককে একশ' করে উট দান করলেন। (এ অবস্থা দেখে) আনসারদের

কিছুসংখ্যক লোক বলে ফেললেন, আল্লাহ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ক্ষমা করুন, তিনি কুরায়শদেরকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে বাদ দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে এখনো তাদের রক্ত টপটপ করে পড়ছে। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, তাঁদের একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে জমায়েত করলেন এবং তাঁরা ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে থাকতে অনুমতি দিলেন না। এরপর তাঁরা সবাই জমায়েত হলে নাবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের নিকট হতে কী কথা আমার নিকট পৌঁছল? আনসারদের জ্ঞানীশুণী লোকেরা বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমাদের নেতৃস্থানীয় কেউ তো কিছু বলেনি, তবে আমাদের কতিপয় কমবয়সী লোকেরা বলেছে য, আল্লাহ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গানীমাতের মাল) দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারিগুলো থেকে এখনো তাদের রক্ত টপটপ করে পড়ছে। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আমি অবশ্য এমন কিছু লোককে দিচ্ছি যারা সবোমাত্র কুফর ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করেছে। আর তা এ জন্যে যেন তাদের মনকে আমি ঈমানের উপর সুদৃঢ় করতে পারি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক ফিরে যাবে ধন-সম্পদ নিয়ে আর তোমরা বাড়ি ফিরে যাবে (আল্লাহর) নাবীকে সঙ্গে নিয়ে? আল্লাহর কসম! তোমরা যে জিনিস নিয়ে ফিরে যাবে তা অনেক উত্তম ঐ ধন-সম্পদ অপেক্ষা, যা নিয়ে তারা ফিরে যাবে। আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। নাবী (ﷺ) তাদের বললেন, অচিরেই তোমরা (নিজেদের উপর) অন্যদের প্রবল অগ্রাধিকার দেখতে পাবে। অতএব, (আমার মৃত্যুর পর) আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে। আমি হাউজে কাউসারের নিকট থাকব। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, কিন্তু তাঁরা (আনসাররা) ধৈর্যধারণ করেননি। [৩১৪৬] (আ.প্র. ৩৯৮৮, ই.ফা. ৩৯৯২)

১৩৩২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتِ الْأَنْصَارُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالذُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكَتْ وَادِيِ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ.






৪৩৩২. আনাস (ইবনু মালিক) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরাইশদের মধ্যে গানীমাতের মাল বন্টন করে দিলেন। এতে আনসারগণ নাখোশ হয়ে গেলেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকজন পার্শ্বব সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে ফিরবে? তাঁরা উত্তর দিলেন, অবশ্যই (আমার সন্তুষ্ট)। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যদি লোকজন কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলব। [৩১৪৬] (আ.প্র. ৩৯৮৯, ই.ফা. ৩৯৯৩)

১৩৩৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ بَنَاتًا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنِ التَّقَى هَوَازِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَةُ آفَافٍ وَالطَّلَقَاءُ فَأَذْبَرُوا قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَيْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ لَبَيْكَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَتَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزِمِ الْمُشْرِكُونَ فَأَعْطَى الطَّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالسَّاءِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخْتَرْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ.

৪৩৩৩. আনাস (ইবনু মালিক)  হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়েন^{৭৬}-এর দিন নাবী 


৭৬ মাক্কাহ বিজয়ের পর হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রগুলো চিন্তা করলো তারা যদি মুসলিমদেরকে পরাজিত করতে পারে তাহলে মাক্কাহবাসীর যে সব বাগান ও জায়গীর তায়্যিফে রয়েছে সেগুলো বিনা বাধ্যতায় তাদেরই হয়ে যাবে। আর মুসলিমদের উপর মূর্তি ভাঙার অপরাধের প্রতিশোধও নেয়া যাবে।


তারা বানু মুযার ও বানু হেলাল গোত্রকেও তাদের সাথে নিয়ে নিলো এবং চার হাজার বীর যোদ্ধা নিয়ে মাক্কাহর পথে রওয়ানা হলো। তারা হুনায়েনের উপত্যকায় এসে অবতরণ করলো। তাদের নেতা মালিক ইবনু 'আউফের পরামর্শক্রমে তাদের স্ত্রী, শিশু, মাল ও গবাদি পশুকেও সঙ্গে নিয়ে ছিল, তার মুক্তি ছিল এর ফলে কেউ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছেড়ে পালিয়ে যাবে না।

এ সংবাদ শুনে নাবী  মাক্কাহ হতে সামনে অগ্রসর হলেন এবং তাঁর সঙ্গে মাক্কাহর আরও দু'হাজার লোক যোগ দিয়েছিল। এদের মধ্যে অমুসলিমরাও ছিল এবং চুক্তিবদ্ধ মূর্তী পূজকরাও ছিল। সৈন্যদের মোট সংখ্যা বারো হাজারে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে সৈন্যদের মনে অহংকারও এসে গিয়েছিল এবং এজন্যে তারা যেখানে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এরূপ স্থলেও সতর্কতা অবলম্বন করেনি। শত্রুপক্ষ পূর্ব হতেই সেখানে প্রস্তুত হয়েছিল। পাহাড়ের আবশ্যিকীয় ঘাটগুলি অধিকার করে এবং নিকটবর্তী উপত্যকায় বহু সংখ্যক অব্যর্থ লক্ষ্য তীরন্দাজ সৈন্য বসিয়ে দিয়ে নিজেদের অবস্থা বেশ মন্ববৃত্ত করে নিয়েছিল। প্রাতঃকালে মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হবার আয়োজন করেছে, এমন সময় হাওয়ায়েনের বিরাট বাহিনী প্রচণ্ড বেগে তাদের উপর আপতিত হলো। নব দীক্ষিত মুসলিম এবং অমুসলিম সৈন্যরা আশ্রয়হীন হয়ে বহু সংখ্যক বাহিনীর অগ্রে অগ্রে যাওয়া করছিল। তাদের অনেকের নিকট আবশ্যিকীয় অস্ত্রশস্ত্র ও ছিল না। তারা অসতর্ক অবস্থায় শত্রুদের ঘাটের নিকট পৌঁছল। এমতাবস্থায় শত্রুরা তাদের উপর এতো তীব্র বর্ষণ করলো যে, অগ্রবর্তী সেনাদল মুখ ফিরিয়ে পালাতে শুরু করলো। মুসলিমরা এটা সামলে নিয়ে শত্রু পক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু অগ্রবর্তী সৈন্যদলের ঐ স্থিত পলায়নের জন্যে তখন এমনই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের সে চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হলো না। এই ভীষণ দুর্ভাগ্যের মধ্যে পতিত হয়েও রসূল  এক মুহূর্তের জন্যেও বিচলিত হননি। এই সময় তিনি নিজের শ্বেত বচ্চরের উপর আরোহণ করে মুসলিমদেরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু ঐ বিশৃঙ্খলা ও কোলাহলের মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর কারো কর্ণে প্রবেশ করলো না। দু'একজন ব্যতীত সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। ঐ সময় আব্বাস  রসূল  এর খচ্চরের লাগাম এবং আবু সুফইয়ান  তাঁর পালানের রেকাব ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। মাত্র আর দু-তিন জন মুসলিম তাঁর পাশে টিকে ছিলেন।

দ্বাদশ সহস্র আত্মোৎসর্গী সৈন্য চক্রের পলকে উধাও হয়ে গেছে। অগণিত শত্রু সেনা নান্দা তরবারী হস্তে আক্রমণ করতে আসছে, সেদিকে তাঁর একটুও লক্ষ নেই। ঐ সময় তিনি খচ্চর হতে অবতরণ করলেন এবং নতজানু হয়ে নিজের পরম জ্ঞানের নিকট সাহায্য ও শক্তি প্রার্থনা করতে লাগলেন। তারপর পুনরায় খচ্চরে আরোহণ করে অগণিত শত্রুদলের উপর আক্রমণ করার জন্যে তিনি দ্রুতবেগে অগ্রসর হলেন। ঐ সময় তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ও গুরুগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন : *انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب*




“আমি নাবী, এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই, আমি ‘আবদুল মুস্তালিবের সন্তান।’ ভাবার্থ ছিল : আমার সত্যবাদিতার মাপকাটি কোন সেনাবাহিনীর জয় বা পরাজয় নয়, বরং আমার সত্যবাদিতা স্বয়ং আমার সন্তার দ্বারা হয়ে থাকে।”

ঐ সময় ‘আব্বাস  একটি উচ্চ স্থানে আরোহণ পূর্বক তার স্বভাব সিদ্ধ উচ্চ কণ্ঠে মুসলিমদেরকে আহ্বান করতে লাগলেন : হে আনসার বীরগণ! হে শাজারার বায়'আতকারীগণ! হে মুসলিম বীরবৃন্দ! হে মুহাজিরগণ! কোথায় তোমরা? এই দিকে ছুটে এসো।”

সদ্য প্রসূত গাজী যেমন স্বীয় বৎসের বিপদ দর্শনে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসে, ‘আব্বাসের  আহ্বান শ্রবণ করে মুসলিম সৈনিকগণ এরূপ ছুটে আসতে লাগলেন। অতঃপর নতুনভাবে সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করা হলো। আনসার ও মুহাজিরকে আগে বাড়িয়ে দেয়া হলো। এরপর তারা শত্রু পক্ষকে সমবেতভাবে আক্রমণ করলেন। শত্রুরা মুসলিমদের তরবারির সামনে বৈশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলো না। তারা স্ত্রী পুত্র রণ সজ্জার ও সমস্ত ধন দৌলত যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলেই ইতস্ততঃ পালিয়ে গেল।

পলায়নের পর শত্রু পক্ষের কতক সৈন্য তাদের নেতা মালিক ইবনু আওফের সাথে তায়্যিফের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

দ্বিতীয় দল, যাদের সাথে তাদের পরিবার বর্গ ছিল এবং ধন-সম্পদ ছিল, আওতাসের ঘাঁটিতে গিয়ে আত্মগোপন করলো।

রসূল  তায়্যিফের দুর্গ অবরোধের নির্দেশ দিলেন এবং আওতাসের দিকে আবু আমির আশ'আরী  পৌঁছে শত্রুদের স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদের উপর অধিকার লাভ করলেন। নাবী  যখন আওতাসের ফলাফল অবগত হলেন তখন তিনি দুর্গের অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। কেননা, ঐ লোকগুলি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কঠিন বিপদে পড়েছিল।

আওতাসের ২৪ হাজার উট, চল্লিশ হাজার বকরী, চার হাজার উকিয়া চাঁদি এবং ছয় হাজার নারী ও শিশু মুসলিমদের হস্তগত হয়েছিল।

হাওয়াযিন গোত্রের মুখোমুখী হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার সৈনিক) এবং (মাক্কাহর) নও-মুসলিম। যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। এ মুহূর্তে তিনি [নবী (ﷺ)] বললেন, ওহে আনসার সকল! তাঁরা জওয়াব দিলেন, আমরা হাযির, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত এবং আপনার সামনেই আমরা উপস্থিত। নাবী (ﷺ) তাঁর সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল। মুশরিকরা পরাজিত হল। তিনি নও-মুসলিম এবং মুহাজিরদেরকে (গানীমাতে) বন্টন করে দিলেন। আর আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। (এতে তারা নিজেদের মধ্যে সে কথা বলাবলি করছিল।) তখন তিনি তাদেরকে ডেকে এনে একটি তাঁবুর ভিতর জমায়েত করলেন এবং বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন বাকরী ও উট নিয়ে যাবে আর তোমরা যাবে আল্লাহর রসূলকে নিয়ে। এরপর নাবী (ﷺ) আরো বললেন, যদি লোকজন উপত্যকা

রসূল (ﷺ) তখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রেই ছিলেন। এমন সময় হাওয়াযেন গোত্রের ছয় জন সর্দার আসলো এবং করুণার আবেদন পেশ করলো।

তাদের মধ্যে ঐ লোকগুলি ছিল যারা তায়েফে নাবী (ﷺ)-এর উপর পাথর বর্ষণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত যায়দ (رضي الله عنه) সেখান হতে রসূল (ﷺ) কে অজ্ঞান অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে আসেন।

নাবী (ﷺ) বললেন : “হাঁ আমি স্বয়ং তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম (এবং এই অপেক্ষার মধ্যে প্রায় দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে যায় এবং গানীমাতে মালও বন্টিত হয়নি)। আমি আমার অংশের এবং আমার বংশের ভাগের বন্দীদেরকে সহজেই ছেড়ে দিতে পারি। আর আমার সাথে যদি শুধু আনসার ও মুহাজিরই থাকতো তাহলে সবাইকে ছেড়ে দেয়াও কঠিন ছিল না। কিন্তু তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ যে, এই সেনাবাহিনীতে আমার সাথে ঐ লোকেরা রয়েছে যারা এখনও মুসলিম হয়নি। এ জন্যে একটা কৌশলের প্রয়োজন আছে। তোমরা আগামীকাল ফজরের হালাতের সময়ে এসো এবং সাধারণ সমাবেশে তোমাদের আবেদন পেশ করো। ঐ সময় কোন এক উপায় বের হয়ে আসবে।” তিনি আরো বললেন : “তোমরা হয় ধনমাশ নেয়া পছন্দ করো অথবা স্ত্রী-পুত্র। কেননা, আক্রমণকারী সৈন্যদের সব কিছুই ছেড়ে দেয়া কঠিন।”

পরের দিন ঐ নেতৃ বর্গই আসলো এবং তারা সাধারণ সমাবেশে নিজেদের বন্দীদের মুক্তির আবেদন নাবী কারীমের (ﷺ) বিদমতে পেশ করলো।

তুলনাবিহীন দয়া দাক্ষিণ্য ও করুণা প্রদর্শন : রাহমাতের নাবী (ﷺ) বললেন : “আমি আমার ও বানু আবদিল মুস্তালিবের বন্দীদেরকে কোন বিনিময় গ্রহণ ছাড়াই মুক্ত করে দিচ্ছি।” আনসার ও মুহাজিররা তাঁর এ ঘোষণা শুনে বললেন : “আমরাও নিজ নিজ বন্দীদেরকে কোন মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিলাম।”

এখন বাকী থাকল বানু সালিম ও বানু ফাযরাহ। তাদের কাছে এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল যে, আক্রমণকারী সৈন্যদের প্রতি (যারা ভাগ্যক্রমে পরাজিত হয়েছে) এরূপ দয়া প্রদর্শন করা হবে। এ জন্যে তারা নিজ নিজ অংশের বন্দীদেরকে মুক্ত করল না। রসূল (ﷺ) তাদেরকে ডাকলেন। প্রত্যেক বন্দীর মূল্য ছয়টি উট নির্ধারণ করা হলো। এই মূল্য নাবী কারীম (ﷺ) নিজেই প্রদান করলেন। এভাবে বাকী বন্দীদেরকে তিনি মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর রসূল (ﷺ) বন্দীদের প্রত্যেককে নতুন বস্ত্র পরিয়ে বিদায় করলেন।

দুধ-বোনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন : এই বন্দীদের মধ্যে দাঁই হালীমার কন্যা শায়মা বিনতুল হারিসও ছিল। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর ঐ দুধ-বোনকে চিনতে পারলেন এবং তার সম্মানে নিজের চাদরখানা মাটিতে বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর তাকে বললেন : “যদি তুমি আমার কাছে থাকো তাহলে ভালো কথা। আর যদি তুমি নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে যেতে চাও তাহলে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।” সে ফিরে যেতে চাওয়ায় রসূল (ﷺ) তাকে সম্মানে তার কণ্ঠের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন।

অকৃত্রিম সহচরদের আন্তরিকতার নমুনা : গানীমাতে মাল রসূল (ﷺ) ঐ জায়গাতেই বন্টন করে দিলেন। বড় বড় অংশ তিনি ঐ লোকদেরকে প্রদান করলেন যারা অল্পদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আনসারদেরকে, যারা অত্যন্ত অকৃত্রিম ছিলেন, কিছুই দিলেন না। তিনি বললেন : “আনসারদের সাথে আমি নিজেই আছি। মানুষ ধন-দৌলত নিয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে যাবে, আর আনসারগণ আল্লাহর রসূলকে (ﷺ) নিয়ে নিজেদের বাড়ীতে প্রবেশ করবে।”

আনসারগণ এতে এতো সন্তুষ্ট হন যে সম্পদ প্রাপকরা এমন সন্তুষ্ট লাভ করতে পারেননি। (রহমাতুল লিল 'আলামীন)

দিয়ে চলে আর আনসাররা গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের গিরিপথকেই বেছে নেব।
[৩১৪৬] (আ.প্র. ৩৯৯০, ই.ফা. ৩৯৯৪)

৪৩৩৮. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْزَهُمْ وَأَنَا لَفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالذُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكَتِ وَادِيِ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبِ الْأَنْصَارِ.

৪৩৩৮. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আনসারদের লোকজনকে জমায়েত করে বললেন, কুরাইশরা সবোমাত্র জাহিলীয়াত ছেড়েছে আর তারা দুর্দশাগ্রস্ত। তাই আমি তাদেরকে অনুদান দিয়ে তাদের মন জয় করার ইচ্ছা করেছি। তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে আল্লাহর রসূলকে নিয়ে। তারা বললেন, অবশ্যই আমরা সন্তুষ্ট। তিনি আরো বললেন, যদি লোকজন উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসাররা গিরিপথ দিয়ে চলে, তা হলে আনসারদের গিরিপথ অথবা তিনি বলেছেন, আনসারদের উপত্যকা দিয়েই চলবে। [৩১৪৬] (আ.প্র. ৩৯৯১, ই.ফা. ৩৯৯৫)

৪৩৩৯. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قِسْمَةَ حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُؤْذِي بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

৪৩৩৯. আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী (ﷺ) হুনাইনের গানীমাত বন্টন করলেন, তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে ফেলল যে, এই বন্টনের ব্যাপারে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেননি। কথাটি শুনে আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে কথাটি জানিয়ে দিলাম; তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, আব্লাহ, মূসা (عليه السلام)-এর উপর রাহমাত বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তাতে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। [৩১৫০] (আ.প্র. ৩৯৯২, ই.ফা. ৩৯৯৬)

৪৩৪০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَتَرَ النَّبِيَّ ﷺ نَاسًا أُعْطِيَ الْأَقْرَعُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأُعْطِيَ عَيْبَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأُعْطِيَ نَاسًا فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُرِيدُ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهَ اللَّهِ فَقُلْتُ لِأَخِيرِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُؤْذِي بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

৪৩৪০. আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের দিন নাবী (ﷺ) কোন কোন লোককে (গানীমাতের মাল) প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেন। যেমন আকরা'কে একশ' উট দিয়েছিলেন। 'উয়াইনাকে ততই দিয়েছিলেন। অন্যদেরও দিয়েছিলেন। এতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, এ

বণ্টনে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। (রাবী বলেন) তখন আমি বললাম, অবশ্যই আমি নাবী (ﷺ)-কে এ কথা জানিয়ে দিব। [এ কথা জানানো হলে নাবী (ﷺ)] বললেন, আল্লাহ মুসা (ﷺ)-এর উপর রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তাতে তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। (৩১৫০) (আ.প্র. ৩৯৯৩, ই.ফা. ৩৯৯৭)

৪৩৩৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَقْبَلْتُ هَوَازِنَ وَعَظْفَانَ وَعَيْرُهُمْ بِتَعْمِيمِهِمْ وَدَرَارِيهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَةَ آلاَفٍ وَمِنَ الطَّلَقَاءِ فَأَذْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءً بَيْنَ لَمٍ يَخْلُطُ بَيْنَهُمَا التَّفَتُّ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَشِرُ نَحْنُ مَعَكَ ثُمَّ التَّفَتُّ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَشِرُ نَحْنُ مَعَكَ وَهُوَ عَلَى بَعْلَةِ بَيْضَاءَ فَزَلَّ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْتَهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ عَنَائِمٌ كَثِيرَةٌ فَفَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطَّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةً فَتَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا فَلَبَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالذَّنْبِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ تَحُورُونَ إِلَى بِيوتِكُمْ قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ هِشَامُ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْرَةَ وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَلِكَ قَالَ وَأَيْنَ أُغَيَّبُ عَنْهُ.

৪৩৩৭. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের দিন হাওয়াযিন, গাতফান ও অন্যান্য গোত্রগুলো নিজেদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে এল। আর নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিল দশ হাজার (৩ কিছু সংখ্যক) তুলাকা^{৭৭} সৈনিক। যুদ্ধে তারা সবাই তাঁর পাশ থেকে পিছনে সরে গেল। ফলে তিনি একাকী রয়ে গেলেন। সেই সময়ে তিনি আলাদা আলাদাভাবে দু'টি ডাক দিয়েছিলেন, তিনি ডান দিক ফিরে বলেছিলেন, ওহে আনসারগণ! তাঁরা সবাই উত্তর করলেন, আমরা উপস্থিত হে আল্লাহর রসূল! আপনি সুসংবাদ নিন, আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। এরপর তিনি বাম দিকে ফিরে বলেছিলেন, ওহে আনসারগণ! তাঁরা সবাই উত্তরে বললেন, আমরা উপস্থিত হে আল্লাহর রসূল! আপনি সুসংবাদ নিন। আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। নাবী (ﷺ) তাঁর সাদা রঙের খচরটির পিঠে ছিলেন। তিনি নিচে নেমে পড়লেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল। (শেষে) মুশরিকরাই পরাজিত হল। সে যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গানীমাত হস্তগত হল। তিনি সেসব সম্পদ মুহাজির এবং নও-মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। আর আনসারদেরকে কিছুই দেননি। তখন আনসারদের

^{৭৭} ইবনু হাজার আসকালানী ও কিরমানী প্রভৃতি হাদীসবেত্তাগণের মতে তুলাকা শব্দের পূর্বে একটি ওয়াও উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ দশ হাজার মুহাজির ও আনসার এবং মুক্তিপ্রাপ্ত লোকজন।

(কেউ কেউ) বললেন, কঠিন মুহূর্ত আসলে ডাকা হয় আমাদেরকে আর গানীমাত দেয়া হয় অন্যদেরকে। কথাটি নাবী (ﷺ) পর্যন্ত পৌছে গেল। তাই তিনি তাদেরকে একটি তাঁবুতে জমায়েত করে বললেন, ওহে আনসারগণ! একী কথা আমার কাছে পৌছল? তাঁরা চূপ করে থাকলেন। তিনি বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি খুশি থাকবে না যে, লোকজন দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা (বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহর রসূলকে সঙ্গে নিয়ে? তাঁরা বললেনঃ অবশ্যই। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে চলে তাহলে আমি আনসারদের গিরিপথকেই গ্রহণ করে নেব। বর্ণনাকারী হিশাম (রহ.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু হামযাহ (আনাস ইবনু মালিক) আপনি কি এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁর নিকট হতে কখন বা অনুপস্থিত থাকতাম? [৩১৪৬] (আ.প্র. ৩৯৯৪, ই.ফা. ৩৯৯৮)

৫৮/৬৬. بَابُ السَّرِيَّةِ الَّتِي قَبَلَ نَجْدٍ.

৬৪/৫৮. অধ্যায়: নাজদের দিকে প্রেরিত অভিযান

৪৩৩৮. حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً قَبَلَ نَجْدٍ فَكَانَتْ فِيهَا فَبَلَعَتْ سِهَامُنَا اثْنِي عَشَرَ بَعِيرًا وَنُقِلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ بَعِيرًا.

৪৩৩৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদের দিকে একটি সৈন্যদল প্রেরিত হয়েছিল, তাতে আমিও ছিলাম। আমাদের সবার ভাগে (গানীমাতের) বারোটি করে উট পৌছল। আর একটি একটি করে উট অধিকও দেয়া হল। নাবী (ﷺ) আমাদেরকে পাঠিয়েছিলেন আর আমরা তেরোটি করে উট নিয়ে ফিরে আসলাম। [৩১৩৪] (আ.প্র. ৩৯৯৫, ই.ফা. ৩৯৯৯)

৫৯/৬৬. بَابُ بَعَثِ النَّبِيِّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَدِيْمَةَ.

৬৪/৫৯. অধ্যায়: নাবী (ﷺ) কর্তৃক খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (رضي الله عنه) কে জায়িমাহর দিকে প্রেরণ।

৪৩৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنِي نَعِيمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَدِيْمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَانًا صَبَانًا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ أَمْرٍ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَاهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ.

৪৩৩৯. সালিমের পিতা [আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এক অভিযানে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (رضي الله عنه) কে বানী জায়িমার বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। (সেখানে পৌছে)

খালিদ (رضي الله عنه) তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন। কিন্তু 'আমরা ইসলাম কবুল করলাম', এ কথাটি তারা ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারছিল না। তাই তারা বলতে লাগল, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম। খালিদ তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে থাকলেন এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দীদেরকে সোপর্দ করতে থাকলেন। অবশেষে একদিন তিনি আদেশ দিলেন আমাদের সবাই যেন নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করে ফেলি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না। আর আমার সঙ্গীদের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না। অবশেষে আমরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে ফিরে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে এ ব্যাপারটি উল্লেখ করলাম। নাবী (ﷺ) তখন দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তার দায় থেকে মুক্ত হওয়ার কথা তোমার নিকট জ্ঞাপন করছি। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন। [৭১৮৯] (আ.প্র. ৩৯৯৬, ই.ফা. ৪০০০)

৬০/৬১. بَابُ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ السَّهْمِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزِ الْمُدَلِجِيِّ وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الْأَنْصَارِ.

৬৪/৬০. অধ্যায়: 'আবদুল্লাহ ইবনু হযাফা সাহমী এবং আলকামাহ ইবনু মুজাজযিল মুদাল্লিজীর সৈন্যাভিযান, যাকে আনসারদের সৈন্যাভিযানও বলা হয়।

৪৩১০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَعَضِبَ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمْرَكُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطْبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقِدُوهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ.

৪৩৪০. 'আলী (ইবনু আবু ত্বলিব) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং আনসারদের এক ব্যক্তিকে তার সেনাপতি নিযুক্ত করে তিনি তাদেরকে তাঁর (সেনাপতির) আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। (কোন কারণে) আমীর রাগান্বিত হয়ে যান। তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা কিছু কাঠ সংগ্রহ করে আনো। তাঁরা কাঠ সংগ্রহ করলেন। তিনি বললেন, এগুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও। তাঁরা ওতে আগুন লাগালেন। তখন তিনি বললেন, এবার তোমরা সকলে এ আগুনে প্রবেশ কর। তারা আগুনে প্রবেশ করতে সংকল্প করে ফেললেন। কিন্তু তাদের কয়েকজন অন্যদের বাধা দিয়ে বলতে লাগলেন, আগুন থেকেই তো আমরা পালিয়ে গিয়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এভাবে ইতস্তত করতে করতে আগুন নিভে গেল এবং তার ক্রোধও ঠাণ্ডা হল। এরপর এ সংবাদ নাবী (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি তারা আগুনে ঝাঁপ দিত তা হলে

কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত আর এ আশুন থেকে বের হতে পারত না। আনুগত্য (করতে হবে) কেবল সৎ কাজের। [৭১৪৫, ৭২৫৭] (আ.প্র. ৩৯৯৭, ই.ফা. ৪০০১)

৬১/৬৫. بَابُ بَعَثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

৬৪/৬১. অধ্যায়: বিদায় হাজ্জের পূর্বে আবু মুসা আশ'আরী (رضي الله عنه) এবং মু'আয ইবনু জাবল (رضي الله عنه)-কে ইয়ামানে প্রেরণ।

৪৩৫১-৪৩৫২. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ قَالَ وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ ثُمَّ قَالَ يَمِينًا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرَا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحَدٌ بِهِ عَهْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى فَجَاءَهُ يَسِيرٌ عَلَى بَغْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاؤُهُ إِلَى عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَيْمٌ هَذَا قَالَ هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ لَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ فَانزِلْ قَالَ مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ فَأَمَرَ بِهِ فُقْتِلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ أَنْصُوفُهُ تَقْرُؤًا قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَ أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ التَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَحْتَسِبُ نَوْمِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمِي.

৪৩৪১-৪৩৪২. আবু বুরদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) আবু মুসা এবং মু'আয ইবনু জাবল (رضي الله عنه)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তৎকালে ইয়ামানে দু'টি প্রদেশ ছিল। তিনি তাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে বলে দিলেন, তোমরা কোমল হবে, কঠোর হবে না। অনীহা সৃষ্টি হতে দেবে না। এরপর তাঁরা দু'জনে নিজ নিজ কর্ম এলাকায় চলে গেলেন। আবু বুরদা (رضي الله عنه) বললেন, তাঁদের প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ এলাকায় সফর করতেন এবং অন্যজনের কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম বিনিময় করতেন। এভাবে মু'আয (رضي الله عنه) একবার তাঁর এলাকায় এমন স্থানে সফর করছিলেন, যে স্থানটি তাঁর সাথী আবু মুসা (رضي الله عنه)-এর এলাকার নিকটবর্তী ছিল। সুযোগ পেয়ে তিনি খচ্চরের পিঠে চড়ে (আবু মুসার এলাকায়) পৌঁছে গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে, আবু মুসা (رضي الله عنه) বসে আছেন আর তাঁর চারপাশে অনেক লোক জমায়েত হয়ে আছে। আরো দেখলেন, পাশে এক লোককে তার গলার সঙ্গে উভয় হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। মু'আয (رضي الله عنه) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স (আবু মুসা)। এ লোকটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, এ লোকটি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয (رضي الله عنه) বললেন, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি সাওয়ারী থেকে নামব না। আবু মুসা (رضي الله عنه) বললেন, এ উদ্দেশ্যেই তাকে আনা হয়েছে, কাজেই আপনি নামুন। তিনি বললেন, না তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নামব না। ফলে আবু মুসা (رضي الله عنه) হুকুম করলেন এবং লোকটিকে হত্যা করা হল। এরপর মু'আয (رضي الله عنه) নামলেন। মু'আয (رضي الله عنه) বললেন, ওহে

‘আবদুল্লাহ! আপনি কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, আমি (দিবা-রাত্রি) কিছুক্ষণ পরপর কিছু অংশ করে তিলাওয়াত করে থাকি। তিনি বললেন, আর আপনি কীভাবে তিলাওয়াত করেন, হে মু‘আয? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাতের প্রথমমাংশে শুয়ে পড়ি এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে আমি উঠে পড়ি। এরপর আল্লাহ আমাকে যতটুকু তাওফীক দান করেন তিলাওয়াত করতে থাকি। এতে আমি আমার নিদ্রার অংশকেও (সওয়াবের বিষয় বলে) মনে করি, আমি আমার দাঁড়িয়ে তিলাওয়াতকে যেমনি (সওয়াবের বিষয় বলে) মনে করি। [৪৩৪৫; মুসলিম ৩২/৩, হাঃ ১৭৩৩, আহমাদ ১৯৭৬৩] (আ.প্র. ৩৯৯৮, ই.ফা. ৪০০২)

৪৩৪৩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرَبَةِ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ وَمَا هِيَ قَالَ الْبَيْتُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبَيْتُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ.

৪৩৪৩. আবু মুসা আশ‘আরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) তাঁকে (আবু মুসাকে গভর্নর নিযুক্ত করে) ইয়ামানে পাঠিয়েছেন। তখন তিনি ইয়ামানে তৈরি করা হয় এমন কতিপয় শরাব সম্পর্কে নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি (ﷺ) বললেন, ঐগুলো কী কী? আবু মুসা (رضي الله عنه) বললেন, তা হল বিতুউ ও মিয়র শরাব। বর্ণনাকারী সাঈদ (রহ.) বলেন, আমি আবু বুরদাহকে জিজ্ঞেস করলাম বিতুউ কী? তিনি বললেন, বিতুউ হল মধু থেকে গ্যাজানো রস আর মিয়র হল যবের গ্যাজানো রস। (সাঈদ বলেন) তখন নাবী (ﷺ) বললেন, সকল নেশা উৎপাদক বস্তুই হারাম। হাদীসটি জারীর এবং ‘আবদুল ওয়াহিদ শাইবানী (রহ.)-এর মাধ্যমে আবু বুরদা (رضي الله عنه) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। [২২৬১] (আ.প্র. ৩৯৯৯, ই.ফা. ৪০০৩)

৪৩৪৪-৪৩৪৫. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَبْرًا وَلَا تُعْسِرًا وَيَبْرًا وَلَا تُنْفِرًا وَتَطَوَّعًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبَيْتُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَانْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذُ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِي وَأَتَقَوُّهُ تَقَوُّنَا قَالَ أَمَا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي وَصَرَبٌ فَسَطَاظًا فَجَعَلَا يَتَرَاوِرَانِ فَرَارَ مُعَاذُ أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ مُوْتِقٌ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ مُعَاذُ لِأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ تَابِعَهُ الْعَقْدِيُّ وَوَهَبٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ وَكَيْعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ جَرِيرٌ مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ.

৪৩৪৪-৪৩৪৫. আবু বুরদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার দাদা আবু মুসা ও মু‘আয (رضي الله عنه) কে নাবী (ﷺ) (শাসক হিসেবে) ইয়ামানে পাঠালেন। এ সময় তিনি বললেন, তোমরা লোকজনের সঙ্গে

সহজ আচরণ করবে। কখনো কঠিন আচরণ করবে না। মানুষের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। কখনো তাদের মনে অনীহা সৃষ্টি করবে না এবং একে অপরকে মেনে চলবে। আবু মূসা (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আমাদের এলাকায় মিয়র নামের এক প্রকার শরাব যব থেকে তৈরি করা হয় আর বিত্‌উ নামের এক প্রকার শরাব মধু থেকে তৈরি করা হয় (এগুলো সম্পর্কে হুকুম দিন)। নাবী (ﷺ) বললেন, নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তুই হারাম। এরপর দু'জনেই চলে গেলেন। মু'আয আবু মূসাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি উত্তর দিলেন, দাঁড়িয়ে, বসে, সাওয়ারীর পিঠে সাওয়ার অবস্থায় এবং কিছুক্ষণ পরপরই তিলাওয়াত করি। তিনি বললেন, আর আমি রাতের প্রথমদিকে ঘুমিয়ে পড়ি তারপর (শেষ ভাগে তিলাওয়াতের জন্য সলাতে) দাঁড়িয়ে যাই। এভাবে আমি আমার নিদ্রার সময়কেও আমার সলাতে দাঁড়ানোর মতই সওয়াবের বিষয় মনে করে থাকি। এরপর (উভয়েই নিজ শাসন এলাকায়) তাঁরু খাটালেন এবং পরস্পরের সাক্ষাৎ বজায় রেখে চললেন। (এক সময়) মু'আয (رضي الله عنه) আবু মূসা (رضي الله عنه)-এর সাক্ষাতে এসে দেখলেন, সেখানে এক ব্যক্তি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে? আবু মূসা (رضي الله عنه) বললেন, লোকটি ইয়াহুদী ছিল, ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয (رضي الله عنه) বললেন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেবো। শু'বাহ থেকে আকাদী এবং ওয়াহ্ব এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আর ওকী (রহ.) নযর ও আবু দাউদ (রহ.) এ হাদীসের সানাদে শু'বাহ (রহ.) সা'ঈদ-সা'ঈদের পিতা-সা'ঈদের দাদা নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জারীর ইবনু 'আবদুল হামীদ (রহ.) শাইবানী (রহ.)-এর মাধ্যমে আবু বুরদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। [২২৬১, ৪৩৪২] (আ.প্র. ৪০০০, ই.ফা. ৪০০৪)

৪৩৬৬. حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ هُوَ التَّرْبِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شَهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَرْضِ قَوْوِيٍّ فَجِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنْبِغٌ بِالْأَبْطَحِ فَقَالَ أَحْجَجْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ لَبَيْكَ إِهْلَالًا كَاهِلَالِكَ قَالَ فَهَلْ سَقَتْ مَعَكَ هَدْيًا قُلْتُ لَمْ أَسُقْ قَالَ فَطَفَّ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ جَلَّ فَفَعَلْتُ حَتَّى مَسَّطْتُ لِي امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ وَمَكَّنْتَنَا بِذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِيفَ عُمَرُ

৪৩৬৬. আবু মূসা আশ'আরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে আমার গোত্রের এলাকায় (শাসক করে) পাঠালেন। (বিদায় হাজ্জের বছর) রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবতাহ নামক স্থানে অবস্থান করার সময় আমি তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স! তুমি ইহরাম বেঁধেছ কি? আমি বললাম, জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, (তালবিয়া) কীভাবে বলেছিলে? আমি উত্তর দিলাম, আমি এরূপ বলেছি যে, হে আল্লাহ! আমি হাযির হয়েছি এবং আপনার [নাবী (ﷺ)-এর] ইহরামের মতো ইহরাম বাঁধলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাইতুল্লাহ তাওয়াফ কর এবং সাফা ও মারওয়ার সায়ী আদায় কর, তারপর হালাল হয়ে যাও। আমি সে রকমই করলাম। এমনকি বানী কাইসের জনৈক মহিলা আমার চুল পর্যন্ত আঁচড়িয়ে দিয়েছিল। আর আমরা 'উমার (رضي الله عنه)-এর খিলাফত কাল পর্যন্ত এভাবেই 'আমাল করতে থাকলাম। [১৫৫৯] (আ.প্র. ৪০০১, ই.ফা. ৪০০৫)

১৩৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو عَدُوٍّ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ طَوَّعَتْ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ لَعَةُ طِعْتُ وَطَعْتُ وَأَطَعْتُ.

৪৩৪৭. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মু'আয ইবনু জাবালকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাঁকে বললেন, অচিরেই তুমি আহলে কিতাবদের এক গোত্রের কাছে যাচ্ছে। যখন তুমি তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ দা'ওয়াত দেবে তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল', এরপর তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচবার সলাত ফরয করে দিয়েছেন। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের বিত্তশালীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তা হলে (যাকাত গ্রহণ কালে) তাদের মালের উৎকৃষ্টতম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। মাযলুমদের বদদু'আকে ভয় করবে, কেননা মাযলুমের বদদু'আ এবং আল্লাহর মাঝখানে কোন আড়াল থাকে না। [১৩৯৫] (আ.প্র. ৪০০২, ই.স্ম. ৪০০৬)

আবু 'আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, طَوَّعَتْ, طَاعَتْ এবং أَطَاعَتْ সমার্থবোধক শব্দ, طِعْتُ, طَعْتُ এবং أَطَعْتُ -এগুলোর একই অর্থ।

১৩৪৮. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَقَرَأَ ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ.

زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَرَأَ مُعَاذٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُورَةَ النِّسَاءِ فَلَمَّا قَالَ ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ.

৪৩৪৮. 'আমর ইবনু মাইমুন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, মু'আয (ইবনু জাবাল) (رضي الله عنه) ইয়ামানে পৌঁছার পর লোকজনকে নিয়ে ফাজরের সলাত আদায় করলেন। তাতে তিনি ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ অর্থাৎ আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধু বানিয়ে নিলেন- (সূরাহ আন-নিসা ৪/১২৫) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তখন কাওমের এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

মু'আয (رضي الله عنه) আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন 'আমর (رضي الله عنه) থেকে। নিশ্চয়ই নাবী (ﷺ) মু'আয (ইবনু জাবাল) (رضي الله عنه)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। সেখানে মু'আয (رضي الله عنه) ফাজ্জের সলাতে সূরাহ নিসা তিলাওয়াত করলেন। যখন তিনি পড়লেন وَاللَّهُ بِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا তখন তাঁর পেছনে এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। (আ.প্র. ৪০০৩, ই.ফা. ৪০০৭)

৬২/৬৬. بَابُ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

৬৪/৬২. অধ্যায়: বিদায় হাজ্জের পূর্বে 'আলী ইবনু আবু তালিব এবং খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (رضي الله عنه)-কে ইয়ামানে প্রেরণ।

৪৩৬৭. حدثني أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق حدثني أبي عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه بعثنا رسول الله ﷺ مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال ثم بعث عليًا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فكنت فيمن معه قال فبعثنا أواق ذوات عدي.

৪৩৪৯. আহমাদ ইবনু 'উসমান (রহ.) বারাআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে ইয়ামানে পাঠালেন। বারাআ (رضي الله عنه) বলেন, তিনি খালিদ (رضي الله عنه)-এর স্থলে 'আলী (رضي الله عنه)-কে পাঠিয়ে বলে দিলেন যে, খালিদ (رضي الله عنه)-এর সাথীদেরকে বলবে, তাদের মধ্যে যে তোমার সঙ্গে (ইয়ামানের দিকে) যেতে ইচ্ছা করে সে যেন তোমার সাথে চলে যায়, আর যে (মাদীনাহুয়) ফিরে যেতে চায় সে যেন ফিরে যায়। (রাবী বলেন) তখন আমি 'আলী (رضي الله عنه)-এর অনুগামীদের মধ্যে থাকলাম। ফলে আমি গানীমাত হিসেবে অনেক পরিমাণ উকিয়া^{৭৮} লাভ করলাম। (আ.প্র. ৪০০৪, ই.ফা. ৪০০৮)

৪৩৫০. حدثني محمد بن بشر حدثنا روح بن عبادة حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي ﷺ عليًا إلى خالد ليقبض الحميس وكنت أبعض عليًا وقد اغتسل فلما لآ ترى إلى هذا فلما قدمنا على النبي ﷺ ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أبعض عليًا فقلت نعم قال لا تبعضه فإن له في الحميس أكثر من ذلك.

৪৩৫০. বুরাইদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) 'আলী (رضي الله عنه)-কে খুমুস (গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ) নিয়ে আসার জন্য খালিদ (رضي الله عنه)-এর কাছে পাঠালেন। (রাবী বুরাইদাহ বলেন,) আমি 'আলী (رضي الله عنه)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট, আর তিনি গোসলও করেছেন। (রাবী বলেন) তাই আমি

খালিদ (رضي الله عنه) কে বললাম, আপনি কি তার দিকে দেখছেন না? এরপর আমরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে ফিরে আসলে আমি তাঁর কাছে বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি বললেন, হে বুরাইদাহ! তুমি কি 'আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট? আমি বললাম, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার উপর অসন্তুষ্ট থেক না। কারণ খুমুসে তার প্রাপ্য এর চেয়েও অধিক আছে। (আ.প্র. ৪০০৫, ই.ফা. ৪০০৯)

৪৩০১. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبِيَّةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرَيْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ وَأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَزَيْدَ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلَقْمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطَّقِيلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبْرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْهَتَيْنِ نَاشِزُ الْجُبْهَةِ كَثَّ اللَّحْيَةِ مَخْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ وَتِلْكَ أَحَقُّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّبِعِي اللَّهُ قَالَ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونُ يُصَلِّيَ فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أَوْمَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشَقَّ بَطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضَيْضِي هَذَا قَوْمٌ يَتَلَوْنَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ وَأَطْنَتْهُ قَالَ لَيْنٌ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ.

৪৩৫১. আবু সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী ইবনু আবু ত্বলিব (رضي الله عنه) ইয়ামান থেকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার খলে করে সামান্য কিছু স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত মাটি পরিষ্কার করা হয়নি। আবু সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) বলেন, রসূল (ﷺ) চার জনের মাঝে স্বর্ণখণ্ডটি বন্টন করে দিলেন। তারা হলেন, 'উয়াইনাহ ইবনু বাদর, আকরা ইবনু হাবিস, যায়দ আল-খায়ল এবং চতুর্থ জন 'আলকামাহ কিংবা 'আমির ইবনু তুফায়ল (رضي الله عنه)। তখন সহাবীগণের মধ্য থেকে একজন বললেন, এটা পাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হাকদার ছিলাম। (রাবী) বলেন, কথাটি নাবী (ﷺ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তাই নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না অথচ আমি আসমানের অধিবাসীদের আস্থাভাজন, সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে। রাবী বলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। লোকটির চোখ দু'টি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপাল বিশিষ্ট, দাড়ি অতি ঘন, মাথাটি ন্যাড়া, পরনের লুঙ্গী উপরে উত্থিত। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহকে ভয় করুন। নাবী (ﷺ) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি অধিক হাকদার নই? রাবী আবু সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) বলেন, লোকটি চলে গেলে খালিদ বিন ওয়ালাদ (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেব না? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : না, হতে পারে সে সলাত আদায় করে। খালিদ (رضي الله عنه) বললেন, অনেক সলাত আদায়কারী এমন আছে যারা মুখে এমন

এমন কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট ফেড়ে দেখার জন্য বলা হয়নি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহর বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে লক্ষ্যবস্তুর দেহ ভেদ করে তীর বেরিয়ে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে পাই তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে সামুদ্র জাতির মতো হত্যা করে দেব। [৩৩৪৪; মুসলিম ১২/৪৭, হাঃ ১০৬৪, আহমাদ ১১৬৯৫] (আ.প্র. ৪০০৬, ই.ফা. ৪০১০)

৪৩০২. حَدَّثَنَا الْمُكَلَّبِيُّ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيَّ إِحْرَامِيهِ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلَيَّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَعَاتِيهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمِ أَهْلَلْتُ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا أَهَّلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَذَا.

৪৩০২. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) 'আলী (رضي الله عنه)-কে তাঁর কৃত ইহরামের উপর স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু বাকর ইবনু জুরায়জ-আত্বা (রহ.)-জাবির (رضي الله عنه) সূত্রে আরও বর্ণনা করেন যে, জাবির (رضي الله عنه) বলেছেন : 'আলী ইবনু আবু ত্বলিব তাঁর আদায়কৃত কর খুমুস নিয়ে (মাক্কাহুয়) আসলেন। তখন নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, হে 'আলী! তুমি किसের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) যেটির ইহরাম বেঁধেছেন। নাবী (ﷺ) বললেন, তা হলে তুমি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দাও এবং ইহরাম বাঁধা এ অবস্থায় অবস্থান করতে থাক। বর্ণনাকারী [জাবির (رضي الله عنه)] বলেন, সে সময় 'আলী (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর জন্য কুরবানীর পশু পাঠিয়েছিলেন। [১২৫৭; মুসলিম ১৫/১৭, হাঃ ১২১৬] (আ.প্র. ৪০০৭, ই.ফা. ৪০১১)

৪৩০২-৪৩০৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّوِيلِ حَدَّثَنَا بِكْرٌ أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَ بِعُمْرَةَ وَحَجَّهَ فَقَالَ أَهَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ هَدْيٌ هَدَيْتَنَا عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِ أَهْلَلْتُ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ قَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَأَمْسِكْ فَإِنَّ مَعَنَا هَذَا.

৪৩০২-৪৩০৩. বাকর (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ইবনু 'উমার (رضي الله عنه)-এর কাছে এ কথা উল্লেখ করা হল, 'আনাস (رضي الله عنه) লোকেদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) হাজ্জ ও 'উমরাহর জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। তখন ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, নাবী (ﷺ) হাজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধি। যখন আমরা মাক্কাহুয় পৌছলাম তিনি বললেন, তোমাদের যার সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই সে যেন তার হাজ্জের ইহরাম 'উমরাহর ইহরামে পরিণত করে। অবশ্য নাবী (ﷺ)-

এর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। অতঃপর 'আলী ইবনু আবু তুলিব (رضي الله عنه) হাজ্জের উদ্দেশে ইয়ামান থেকে আসলেন। নাবী (ﷺ) (তাকে) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছ? কারণ আমাদের সঙ্গে তোমার স্ত্রী পরিবার আছে। তিনি উত্তর দিলেন, নাবী (ﷺ) যেটির ইহ্রাম বেঁধেছেন আমি সেটিরই ইহ্রাম বেঁধেছি। নাবী (ﷺ) বললেন, তাহলে (এ অবস্থায়ই) থাক, কেননা আমাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু আছে। [মুসলিম ১৫/২৭, হাঃ ১২৩১, ১২৩২] (আ.প্র. ৪০০৮, ই.ফা. ৪০১২)

৬৩/৬৪. بَابُ غَزْوَةِ ذِي الْحَلِصَةِ

৬৪/৬৩. অধ্যায়: যুল খালাসার যুদ্ধ।

৪৩০০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا بِيَّانٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْحَلِصَةِ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْحَلِصَةِ فَتَفَرْتُ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا لَنَا وَلَا خَمْسَ.

৪৩৫৫. জারীর (ইবনু 'আবদুল্লাহ্ বাজালী) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে একটি ঘর ছিল যাকে 'যুল খালাসা', ইয়ামানী কা'বা এবং সিরীয় কা'বা^{৯৬} বলা হত। নাবী (ﷺ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি যুল-খালাসা থেকে আমাকে স্বস্তি দেবে না? এ কথা শুনে আমি একশ' পঞ্চাশ জন অশ্বরোহী নিয়ে ছুটে চললাম। আর এ ঘরটি ভেঙ্গে টুকরা করে দিলাম এবং সেখানে যাদেরকে পেলাম তাদের হত্যা করে ফেললাম। তারপর নাবী (ﷺ)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ সংবাদ জানালাম। তিনি আমাদের জন্য এবং (আমাদের গোত্র) আহমাসের জন্য দু'আ করলেন। [৩০২০] (আ.প্র. ৪০০৯, ই.ফা. ৪০১৩)

৪৩০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْحَلِصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَتْمِ يَسَى الْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَّةِ فَاَنْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَتُبْتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا فَاَنْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أُجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

৪৩৫৬. ক্বায়স (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (رضي الله عنه) থেকে আমাকে বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) তাঁকে বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে স্বস্তি দেবে না? যুল খালাসা ছিল খাসআম

^{৯৬} এটি একটি মাসজিদের মতো। সম্ভবত মাক্কাহর বাইতুল্লাহর ঘরটি তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে আক্কাহর মুকাবালায় দেববেদীর পূজা হতো। ইয়ামানী কা'বা বলার অর্থ হচ্ছে এটির অবস্থান ছিল ইয়ামানে আর সিরীয় কা'বা বলার অর্থ ছিল এর দরজা খুলতো সিরিয়ার দিকে। কাযী ইয়ায বলেন, কোন বর্ণনায় কা'বা ইয়ামানী ও কা'বা সিরীয় এর মাঝখানে ওয়াও হরফটি নেই। এর অর্থ হচ্ছে একে কখনো ইয়ামানী কা'বা আবার কখনও সিরীয় কা'বা বলা হতো।

গোত্রের একটি ঘর, যার নাম দেয়া হয়েছিল ইয়ামানী কা'বা। এ কথা শুনে আমি আহমাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চললাম। তাঁদের সকলেই অশ্ব পরিচালনায় পারদর্শী ছিল। আর আমি তখন ঘোড়ার পিঠে স্থিরভাবে বসতে পারছিলাম না। কাজেই নাবী (ﷺ) আমার বুকের উপর হাত দিয়ে আঘাত করলেন। এমন কি আমি আমার বুকের উপর তার আঙ্গুলগুলোর ছাপ পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! একে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াত দানকারী ও হিদায়াত লাভকারী বানিয়ে দিন। এরপর জারীর (ﷺ) সেখানে গেলেন এবং ঘরটি ভেঙ্গে দিলেন আর তা জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর তিনি [জারীর (ﷺ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে দূত পাঠালেন। তখন জারীরের দূত [রসূল (ﷺ)-কে] বলল, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি ঘরটিকে চর্মরোগে আক্রান্ত কাশ উটের মতো রেখে আপনার কাছে এসেছি। রাবী বলেন, তখন নাবী (ﷺ) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর জন্য পাঁচবার বারাকাতের দু'আ করলেন। [৩০২০] (আ.প্র. ৪০১০, ই.ফা. ৪০১৪)

৪৩০৭. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْحَلِصَةِ فَقُلْتُ بَلَى فَاَنْطَلَقْتُ فِي حَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَمْحَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ حَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَتُبْتُ عَلَى الْحَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بِنْتَهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ قَرَيْبٍ بَعْدُ قَالَ وَكَانَ دُو الْحَلِصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِحُثَعَمٍ وَبِحَيْلَةٍ فِيهِ نُصَبٌ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ قَالَ فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرُ الْيَمَنِ كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَا هُنَا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ فَقَالَ لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَنَّ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ لَا ضَرْبَنَ عُنُقَكَ قَالَ فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلًا مِنْ أَمْحَسَ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَيِّنُ لَهُ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ قَالَ فَتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَيْلٍ أَمْحَسَ وَرِجَالِهَا حَمْسَ مَرَّاتٍ.

৪৩০৭. জারীর (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে স্বস্তি দেবে না? আমি বললাম : অবশ্যই। এরপর আমি (আমাদের) আহমাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে চললাম। তাদের সবাই ছিল অভিজ্ঞ অশ্বচালক। কিন্তু আমি ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসতে পারতাম না। এ সম্পর্কে নাবী (ﷺ)-কে জানালাম। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকের উপর আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর হাতের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তিনি দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! একে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতদানকারী ও হিদায়াত লাভকারী বানিয়ে দিন। জারীর (ﷺ) বলেন : এরপরে আর কখনো আমি আমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি। তিনি আরো বলেছেন যে, যুল খালাসা ছিল ইয়ামানের অন্তর্গত খাসআম ও বাজীলা গোত্রের একটি ঘর। সেখানে কতগুলো মূর্তি ছিল যেগুলোর পূজা করা হত এবং এ ঘরটিকে বলা হত কা'বা। রাবী (কায়স) বলেন, এরপর তিনি সেখানে গেলেন এবং ঘরটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন আর একে ভেঙ্গে

চুরে ফেললেন। রাবী আরো বলেন, আর যখন জারীর (رضي الله عنه) ইয়ামানে গিয়ে উঠলেন তখন সেখানে এক লোক থাকত, সে তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ণয় করত। লোকটিকে বলা হল, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতিনিধি এখানে আছেন, তিনি যদি তোমাকে পাকড়াও করেন তাহলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন। রাবী বলেন, এরপর যখন সে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজে লিপ্ত ছিল, সেই অবস্থায় জারীর (رضي الله عنه) সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি বললেন, তীরগুলো ভেঙ্গে ফেল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই—এ কথা সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। লোকটি তখন তীরগুলো ভেঙ্গে ফেলল এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করল। এরপর জারীর (رضي الله عنه) আবু আরতাত ডাক নাম বিশিষ্ট আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে নাবী (ﷺ)-এর নিকট পাঠালেন এ সংবাদ শোনানোর জন্য। লোকটি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সে সত্তার কসম করে বলেছি, যিনি আপনাকে সত্য বাণী সহকারে পাঠিয়েছেন, ঘরটিকে চর্মরোগে আক্রান্ত উটের মতো কালো করে রেখে আমি এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন নাবী (ﷺ) আহমাস গোত্রের অশারোহী এবং পদাতিক সৈনিকদের বারকাতের জন্য পাঁচবার দু'আ করলেন। [৩০২০] (আ.প্র. ৪০১১, ই.ফা. ৪০১৫)

٦٤/٦٤. بَابُ عَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ

৬৪/৬৪. অধ্যায়: যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধ।

وَهِيَ عَزْوَةٌ لِحِمِّ وَجَدَّامَ قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَزْوَةٍ هِيَ بِلَادُ بَيْلٍ وَعُدْرَةٌ وَبَنِي الْقَيْنِ.

ইসমাঈল ইবনু আবু খালিদ (রহ.)-এর মতে, এটি লাখম ও জুযাম গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ।

ইবনু ইসহাক (রহ.) ইয়াযীদ (রহ.)-এর মাধ্যমে 'উরওয়াহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাতুস্ সালাসিল হল বালী, উয়রা এবং বনিল কাইন গোত্রসমূহের নির্মিত নগর।

٤٣٥٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عَمْرُ فَعَدَّ رَجُلًا فَسَكَّتْ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ.

৪৩৫৮. আবু 'উসমান (রহ.) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ইবনুল আস (رضي الله عنه)-কে (সেনাপতি হিসেবে) যাতুস্ সালাসিল^{৩০} বাহিনীর বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আমার ইবনুল আস বলেন : (যুদ্ধ শেষে) আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কাছে কোন্ লোকটি অধিকতর প্রিয়? তিনি উত্তর দিলেন, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার ('আয়িশাহর) পিতা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, 'উমার (رضي الله عنه)। এভাবে তিনি পর

^{৩০} অর্থাৎ শিকল যুদ্ধ। শিকল যুদ্ধ বলার কারণ হিসেবে জালালুদ্দীন সুহুতী কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। অষ্টম হিজরীর জুমাদাল আবির মাসে সংঘটিত এ যুদ্ধে বিপক্ষ দলের সৈনরা জীবনপণ যুদ্ধ করার জন্য এবং যাতে কেউ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে না পারে সে জন্য পরস্পরকে শিকল দিয়ে সংযুক্ত করে রেখেছিল।

পর আরো কয়েকজনের নাম বললেন। আমি চূপ হয়ে গেলাম এ ভয়ে যে, আমাকে না তিনি সকলের শেষে গণ্য করে বসেন। [৩৬৬২] (আ.প্র. ৪০১২, ই.ফা. ৪০১৬)

৬৫/৬৬. بَابُ ذَهَابِ جَرِيرٍ إِلَى الْيَمَنِ.

৬৪/৬৫. অধ্যায়: জারীর (ﷺ)-এর ইয়ামান গমন।

৪৩০৭. حَرِثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعُبَيْيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقَيْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَّاجٍ وَذَا عَمْرٍو فَجَعَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرٍو لَيْتَ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ لَقَدْ مَرَّ عَلَيَّ مِنْذُ ثَلَاثٍ وَأَقْبَلَا مَعِيَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ فَقَالُوا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتُخْلِيفَ أَبُو بَكْرٍ وَالتَّاسُ صَالِحُونَ فَقَالَا أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ قَالَ أَفَلَا جِئْتُمْ بِهِمْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو عَمْرٍو يَا جَرِيرُ إِنْ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةٌ وَإِنِّي مَخْبِرُكَ خَبْرًا إِنَّكُمْ مَعْتَرَّ الْعَرَبَ لَنْ تَرَالُوا مَخِيرَ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ فِي آخِرٍ فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مَلُوكًا يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ.

৪৩৫৯. জারীর (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে ছিলাম। এ সময়ে একদা যুকালা ও যু'আমর নামে ইয়ামানের দু'ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাদেরকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস শোনাতে লাগলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) এমন সময়ে যু'আমর জারীর (ﷺ)-কে বললেন, তুমি যা বর্ণনা করছ তা যদি তোমার সাথীরই [নাবী (ﷺ)-এর] কথা হয়ে থাকে তা হলে জেনে নাও যে, তিনদিন আগে তিনি ইন্তিকাল করে গেছেন।^{৮১} (জারীর বলেন, এ কথা শুনে আমি মাদীনাহর দিকে ছুটলাম) তারা দু'জনেও আমার সঙ্গে সম্মুখের দিকে চললেন। অতঃপর আমরা একটি রাস্তার ধারে পৌঁছলে মাদীনাহর দিক থেকে আসা একদল সওয়ারীর সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাত হয়ে গেছে। মুসলিমদের পরামর্শক্রমে আবু বাক্র (رضي الله عنه) খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর তারা দু'জন (আমাকে) বলল, (মাদীনাহয়) তোমার সাথী [আবু বাক্র (رضي الله عنه)]-কে বলবে যে, আমরা কিছুদূর পর্যন্ত এসেছিলাম। সম্ভবত আবার আসব ইনশাআল্লাহ, এ কথা বলে তারা দু'জনে ইয়ামানের দিকে ফিরে গেল। এরপর আমি আবু বাক্র (رضي الله عنه)-কে তাদের কথা জানালাম। তিনি বললেন, তাদেরকে তুমি নিয়ে আসলে না কেন? পরে আরেক সময় যু'আমর আমাকে বললেন, হে জারীর! তুমি আমার চেয়ে অধিক সম্মানী। তবুও আমি তোমাকে একটি কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা আরব জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একজন আমীর মারা গেলে অপরজনকে (পরামর্শের ভিত্তিতে) আমীর বানিয়ে নেবে। আর তা যদি তরবারির জোরে ফায়সালা হয় তা

^{৮১} যু'আমর সম্ভবত কারো মুখে পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন অথবা এও হতে পারে যে, তিনি জাহিলী যুগে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে এ কথা বলেছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

হলে তোমাদের আমীরগণ রাজা বাদশাহর মতোই হয়ে যাবে। তারা রাজাদের রাগ করার মতই রাগ করবে। রাজাদের খুশি হওয়ার মতই খুশি হবে। (আ.প্র. ৪০১৩, ই.ফা. ৪০১৭)

۶۶/۶۶. بَابُ غَزْوَةِ سَيْفِ الْبَحْرِ.

وَهُمْ يَتَلَقُّونَ عَيْرًا لِقُرَيْشٍ وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

৬৪/৬৬. অধ্যায়: সীফুল বাহরের যুদ্ধ।

এ যুদ্ধে মুসলিমগণ কুরাইশের একটি কাফেলার প্রতীক্ষায় ছিল এবং তাঁদের সেনাপতি ছিলেন আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه)।

৪৩৬০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثًا قَبَلَ السَّاحِلِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ فَخَرَجْنَا وَكُنَّا بِنَعِضِ الطَّرِيقِ فِي الرِّادِ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مَزْودِي تَمْرٍ فَكَانَ يَقُولُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فِي يَوْمٍ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنَيْتُ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلَ الطَّرِبِ فَأَكَلْنَا مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضَلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرِاحِلَةٍ فُرِحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا.

৪৩৬০. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সমুদ্র তীরের দিকে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (رضي الله عنه) কে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন তিনশ'। (রাবী বলেন) আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমরা এক রাস্তায় ছিলাম, তখন আমাদের রসদপত্র শেষ হয়ে গেল, তাই আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه) আদেশ দিলেন সমগ্র সেনাদলের অবশিষ্ট পাথেয় একত্রিত করতে। অতএব সব একত্রিত করা হল। মাত্র দু'খলে খেজুর হল। এরপর তিনি প্রত্যহ অল্প অল্প করে আমাদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করতে লাগলেন। যখন তাও শেষ হয়ে গেল। তখন কেবল একটি একটি করে খেজুর আমরা পেতাম। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি জাবির (رضي الله عنه) কে বললাম, একটি করে খেজুর খেয়ে আপনাদের কতটুকু ক্ষুধা মিটত? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! একটি খেজুর পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেলে আমরা একটির কদরও বুঝতে পারলাম। এরপর আমরা সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তখন আমরা পর্বতের মতো বড় একটি মাছ পেয়ে গেলাম। বাহিনীর সকলে আঠানো দিন পর্যন্ত তা খেল। তারপর আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه) মাছটির পাঁজরের দু'টি হাড় আনতে হুকুম দিলেন। (দু'টি হাড় আনা হলে) সেগুলো দাঁড় করানো হল। এরপর তিনি একটি সওয়ারী প্রস্তুত করতে বললেন। সওয়ারী প্রস্তুত হল এবং হাড় দু'টির নিচ দিয়ে সওয়ারীটি অতিক্রম করল। কিন্তু হাড় দু'টিতে কোনই স্পর্শ লাগল না। (২৪৮৩) (আ.প্র. ৪০১৪, ই.ফা. ৪০১৮)

৪৩৬১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِي حَفِظْتَاهُ مِنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مِائَةٍ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ تَرَضُّدُ عَيْرٍ

قُرَيْشٌ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابْنَا جُرْعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْحَبِطَ فَسَيَّيَ ذَلِكَ الْحَبِطُ جَيْشُ الْحَبِطِ فَأَلْفَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةٌ يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَأَدَهْنَا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتَ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَضَبَهُ فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَضَبَهُ وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ وَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ أَنَّ قَيْسَ بَنَ سَعْدٍ قَالَ لِأَبِيهِ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ انْحَرْ قَالَ نُهَيْتُ.

৪৩৬১. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের তিনশ' সাওয়ারীর একটি সৈন্যবাহিনীকে কুরাইশদের একটি কাফেলার উপর সুযোগ মতো আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (رضي الله عنه) ছিলেন আমাদের সেনাপতি। আমরা অর্ধমাস সমুদ্র তীরে অবস্থান করলাম। ভয়ানক ক্ষুধা আমাদেরকে পেয়ে বসল। ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতা খেতে থাকলাম। এ জন্যই এ সৈন্যবাহিনীর নাম রাখা হয়েছে জায়গুল খাবাত অর্থাৎ পাতাওয়ালা সেনাদল। এরপর সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামক একটি প্রাণী নিক্ষেপ করল। আমরা অর্ধমাস ধরে তা থেকে খেলাম। এর চর্বি শরীরে লাগলাম। ফলে আমাদের শরীর পূর্বের মত হুটপুট হয়ে গেল। এরপর আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه) আম্বরটির শরীর থেকে একটি পঁজর ধরে খাড়া করালেন। এরপর তাঁর সাথীদের মধ্যকার সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে আসতে বললেন। সুফইয়ান (رضي الله عنه) আরেক বর্ণনায় বলেছেন, আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه) আম্বরটির পঁজরের হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় ধরে খাড়া করালেন এবং (ঐ) লোকটিকে উটের পিঠে বসিয়ে এর নিচে দিয়ে অতিক্রম করালেন। জাবির (رضي الله عنه) বলেন, সেনাদলের এক ব্যক্তি (খাদ্যের অভাব দেখে) প্রথমে তিনটি উট যবহ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবহ করেছিলেন। এরপর আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه) তাকে (উট যবহ করতে) নিষেধ করলেন। আমর ইবনু দীনার (رضي الله عنه) বলতেন, আবু সালিহ (রহ.) আমাদের জানিয়েছেন যে, কায়স ইবনু সা'দ (رضي الله عنه) (অভিযান থেকে ফিরে এসে) তাঁর পিতার কাছে বর্ণনা করেছিলেন যে, সেনাদলে আমিও ছিলাম, সেনাদল ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, (কথাটা শোনামাত্র কায়সের পিতা) সা'দ বললেন, এমতাবস্থায় তুমি উট যবহ করে দিতে। কায়স বললেন, (হ্যাঁ) আমি উট যবেহ করেছি। তিনি বললেন, তারপর আবার সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে গেল। এবারো তার পিতা বললেন, তুমি যবহ করতে। তিনি বললেন, (হ্যাঁ) যবহ করেছি। তিনি বললেন, তারপর আবার সবাই ক্ষুধার্ত হল। সা'দ বললেন, এবারো উট যবহ করতে। তিনি বললেন, (হ্যাঁ) যবহ করেছি। তিনি বললেন, এরপরও আবার সবাই ক্ষুধার্ত হল। সা'দ (رضي الله عنه) বললেন, উট যবহ করতে। যখন কায়স ইবনু সা'দ (رضي الله عنه) বললেন, তখন আমাকে (যবহ করতে) নিষেধ করা হল ১২ [২৪৮৩; মুসলিম ৩৪/৪, হাঃ ১৯৩৫, আহমাদ ১৪৩১৯] (আ.প্র. ৪০১৫, ই.ফা. ৪০১৯)

১২ নিষেধ করার কারণ ছিল এই যে, উটগুলো কায়স ইবনু সা'দ এর ছিল না বরং তার পিতা সা'দ (رضي الله عنه) এর ছিল। পিতার অনুমতি ব্যতীত পুত্র পিতার সম্পদ হতে খরচ করতে পারে না।

৬৩৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْحَبِطِ وَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَجَعَلْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْفَى الْبَحْرُ حُوتًا مِثْلًا لَمْ تَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاِكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ كُلُّوْا فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُلُّوْا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ أَطْعَمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ.

৪৩৬২. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাইতুল খাবাত-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আর আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه)-কে আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। পথে আমরা ভীষণ ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। তখন সমুদ্র আমাদের জন্য একটি মরা মাছ তীরে নিক্ষেপ করে দিল। এত বড় মাছ আমরা আর কখনো দেখিনি, একে আমবার বলা হয়। এরপর মাছটি থেকে আমরা অর্ধমাস আহার করলাম। একবার আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه) মাছটির হাড়গুলোর একটি হাড় তুলে ধরলেন আর সওয়ারীর পিঠে চড়ে একজন হাড়টির নিচ দিয়ে অতিক্রম করল। (ইবনু জুরায়জ বলেন) আবু যুবায়র (রহ.) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি জাবির (رضي الله عنه) থেকে শুনেছেন, জাবির (رضي الله عنه) বলেন : ঐ সময় আবু 'উবাইদাহ (رضي الله عنه) বললেন : তোমরা মাছটি আহার কর। এরপর আমরা মাদীনাহ ফিরে আসলে নাবী (ﷺ)-কে বিষয়টি অবগত করলাম। তিনি বললেন, খাও। এটি তোমাদের জন্য রিয়ক, আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরকেও খাওয়াও। মাছটিরও কিছু অংশ নাবী (ﷺ)-কে এনে দেয়া হল। তিনি তা খেলেন। [২৪৮৩] (আ.প্র. ৪০১৬, ই.ফা. ৪০২০)

৬৭/৬৬. بَابُ حَجِّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ.

৬৪/৬৭. অধ্যায়: হিজরাতে নবম বছর লোকজনসহ আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর হাজ্জ পালন।

৬৩৬৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَدِّنُ فِي النَّاسِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ غُرَبَاءُ.

৪৩৬৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, বিদায় হাজ্জের পূর্ববর্তী হাজ্জে নাবী (ﷺ) আবু বাকর সিদ্দীক (رضي الله عنه)-কে আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত করেছিলেন। সে সময় দশ তারিখে আবু বাকর (رضي الله عنه) তাঁকে [আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-কে] একটি ছোট দলসহ লোকজনের মধ্যে এ ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, আগামী বছর কোন মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না। আর উলঙ্গ অবস্থায়ও কেউ বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে পারবে না। [৬০] (আ.প্র. ৪০১৭, ই.ফা. ৪০২১)

৬০ পূর্বে নাবী পুরুষ নির্বিশেষে উলঙ্গ হয়ে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতো। তাই এহেন জঘন্য কাজ না করার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন।

৪৩৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْرَجَ سُورَةَ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةً وَأَخْرَجُ سُورَةَ نَزَلَتْ خَاتِمَةً سُورَةَ ﴿التَّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.

৪৩৬৪. বারাতা (ইবনু আযিব) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষে যে সূরাটি পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল সূরাহ বারাতাত। আর সর্বশেষ যে সূরার আয়াতটি সমাপ্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি ছিল সূরাহ আন-নিসার এ আয়াত : ﴿التَّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ অর্থাৎ লোকেরা আপনার কাছে সমাধান জানতে চায়, বলুন পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ সমাধান জানাচ্ছেন- (সূরাহ আন-নিসা ৪/১৭৬)। [৪৬০৫, ৪৬৫৪, ৬৭৪৪] (আ.প্র. ৪০১৮, ই.ফা. ৪০২২)

৬৮/৬৬. بَابُ وَقْدُ بَنِي تَمِيمٍ.

৬৪/৬৮. অধ্যায়: বানী তামীমের প্রতিনিধি দল।

৪৩৬৫. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنِّي نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَرُبِّي ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

৪৩৬৫. ইমরান ইবনু হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানু তামীমের একটি প্রতিনিধি দল নাবী (ﷺ)-এর দরবারে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন : হে বানু তামীম! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা বলল : হে আল্লাহর রসূল! আপনি সুসংবাদ দিয়ে থাকেন, এবার আমাদেরকে কিছু (অর্থ-সম্পদ) দিন। কথাটি শুনে তাঁর চেহারা অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পেল। এরপর ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দল আসলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, বানু তামীম যখন সুসংবাদ গ্রহণ করলোই না তখন তোমরা সেটি গ্রহণ কর। তারা বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম হে আল্লাহর রসূল! [৩১৯০] (আ.প্র. ৪০১৯, ই.ফা. ৪০২০)

৬৯/৬৬. بَابُ :

৬৪/৬৯. অধ্যায়:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَزَّوَهُ عَيْيَنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُدَيْفَةَ بْنِ بَدْرِ بْنِ الْعَتَرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَأَغَارَ وَأَصَابَ مِنْهُمْ نَاسًا وَسَبَى مِنْهُمْ نِسَاءً.

বানু তামীমের উপগোত্র বানু আমবার-এর বিরুদ্ধে 'উইয়াইনাহ ইবনু হিস্ন ইবনু হুয়াইফাহ ইবনু বাদরের যুদ্ধ। ইবনু ইসহাক (রহ.) বলেন, নাবী (ﷺ) 'উইয়াইনাহ (رضي الله عنه) কে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছেন। তারপর তিনি রাতের শেষ ভাগে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করেন এবং তাদের মহিলাদেরকে বন্দী করেন।

৪৩৬৬. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَرَأَى أَجِبْتُ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهَا فِيهِمْ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ وَكَانَتْ فِيهِمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتَقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ أَوْ قَوْمِي.

৪৩৬৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট থেকে তিনটি কথা শুনার পর থেকে আমি বানী তামীমকে ভালবাসতে থাকি। (তিনি বলেছেন) তারা আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের বিরোধিতায় সবচেয়ে অধিক কঠোর হবে। তাদের গোত্রের একটি বাঁদী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর কাছে ছিল। রসূল (ﷺ) বললেন, একে আযাদ করে দাও, কারণ সে ইসমাঈল (رضي الله عنه)-এর বংশধর। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে তাদের সদাকাহর অর্থ-সম্পদ আসলে তিনি বললেন, এটি একটি কাওমের সদাকাহ বা তিনি বললেন, এটি আমার কাওমের সদাকাহ। [২৫৪৩] (আ.প্র. ৪০২০, ই.ফা. ৪০২৪)

৪৩৬৭. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَرَ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبُدِ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ عُمَرُ بَلْ أَمَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتُ إِلَّا خِلَافِي قَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَتَمَارَيْتَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَتَرَلَّ فِي ﴿ذَلِكَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا﴾ حَتَّى انْقَضَتْ.

৪৩৬৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, বানী তামীম গোত্র থেকে একটি অশ্বারোহী দল নাবী (ﷺ)-এর দরবারে আসল। আবু বাকর (رضي الله عنه) প্রস্তাব দিলেন, কা'কা ইবনু মা'বাদ ইবনু যারারাহ (رضي الله عنه)-কে এদের আমীর নিযুক্ত করে দিন। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, বরং আকরা ইবনু হাবিস (رضي الله عنه)-কে আমীর বানিয়ে দিন। আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন, আমার বিরোধিতা করাই তোমার উদ্দেশ্য। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমি কখনো করি না। এর উপর দু'জনের বাক-বিতণ্ডা চলতে চলতে শেষ পর্যায়ে উভয়ের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। ফলে এ সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "হে মু'মিনগণ! আল্লাহ এবং তার রসূলের সামনে তোমরা কোন ব্যাপারে অগ্রবর্তী হয়ো না। বরং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশোতা, সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ! তোমরা নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তাঁর সঙ্গে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের 'আমাল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে"- (সূরাহ আল-হুজুরাত ৪৯/১-২)। [৪৮৪৫, ৪৮৪৭, ৭৩০২] (আ.প্র. ৪০২১, ই.ফা. ৪০২৫)

৭০/৬৬. بَابُ : وَفِي عَبْدِ الْقَيْسِ.

৬৪/৭০. অধ্যায়: 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল।

৪৩৬৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ لِي جَرَّةً يَنْتَبِذُ لِي نَبِيذٌ فَأَشْرَبُهُ حُلُوقًا فِي جَرِّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ

حَثِيثُ أَنْ أَفْضَحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا التَّدَايِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُصْرَ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرْمِ حَدَّثَنَا بِجُمْلٍ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَتَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمْسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْأَرْبَعِ مَا أَنْتُمْ فِي الدُّبَاءِ وَالتَّقْيِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَتِ.

৪৩৬৮. আবু জামরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন) আমি ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-কে বললাম : আমার একটি কলসী আছে। তাতে আমার জন্য (খেজুর ভিজিয়ে) নাবীয তৈরী করা হয় এবং পানি মিঠা হলে আমি তা আরেকটি পাত্রে ঢেলে পানি করি। কিন্তু কখনো যদি ঐ পানি অধিক পরিমাণ পান করে লোকজনের সঙ্গে বসে যাই এবং দীর্ঘ সময় মাসজিদে বসে থাকি তখন আমার ভয় হয় যে, (নেশার কারণে) আমি অপমানিত হব। তখন ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, 'আবদুল কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে আসলে তিনি বললেন, কাওমের জন্য খোশ-আমদেদ যাদের আগমন না ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হয়েছে, না অপমানিত অবস্থায়। তারা আরম্ভ করল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ও আপনার মধ্যে মুদার গোত্রের মুশরিকরা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এ জন্য আমরা আপনার কাছে নিষিদ্ধ মাসসমূহ ব্যতীত অন্য সময়ে আসতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা বলে দিন, যেগুলোর উপর 'আমাল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। আর যারা আমাদের পেছনে (বাড়িতে) রয়ে গেছে তাদেরকে এর দা'ওয়াত দেব। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিস পালন করার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলছি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে? তা হল : 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই'- এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, আর সলাত আদায় করা, যাকাত দেয়া, রমাযানের সওম পালন করা এবং গানীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ জমা দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস-লাউয়ের পাত্র, কাঠের তৈরী নাকীর নামক পাত্র, সবুজ কলসী এবং মুযাফফাত নামক তৈল মাখানো পাত্রে নাবীয^{৮৪} তৈরী করা থেকে নিষেধ করছি। [৫৩] (আ.প্র. ৪০২২, ই.ফা. ৪০২৬)

٤٣٦٩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَحْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيِّ مِنْ رِبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُصْرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَتَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدُ وَاحِدَةٍ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالتَّقْيِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَتِ.

^{৮৪} খেজুরের পানি থেকে তৈরী খুবই নেশা সৃষ্টিকারী এক জাতীয় মদকে নাবীয বলা হয় এবং উপরোক্ত পাত্রগুলো ব্যবহারই হতো মদ প্রস্তুতের জন্য। এ কারণে এগুলোর ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে।

৪৩৬৯. আবু জামরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন-আবদুল কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নাবী (ﷺ)-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা অর্থাৎ এই ছোট্ট দল রাবী'আহ'র গোত্র। আমাদের এবং আপনার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে মুদার গোত্রের মুশরিকরা। কাজেই আমরা নিষিদ্ধ মাসগুলো ব্যতীত অন্য সময়ে আপনার কাছে আসতে পারি না। এ জন্য আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে দিন যেগুলোর উপর আমরা 'আমাল করতে থাকব এবং যারা আমাদের পেছনে রয়েছে তাদেরকেও সেই দিকে আহ্বান জানাব। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। (বিষয়গুলো হল) আল্লাহর উপর ঈমান আনা অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এ কথা সাক্ষ্য দেয়া। (কথাটি বলে) তিনি আঙ্গুলের সাহায্যে এক গুণলেন। আর সলাত আদায় করা, যাকাত দেয়া এবং তোমরা যে গানীমাত লাভ করবে তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য জমা দেয়া। আর আমি তোমাদেরকে লাউয়ের পাত, নাকীর নামক খোদাইকৃত কাঠের পাত, সবুজ কলসী এবং মুযাফফাত নামক তৈল মাখানো পাত ব্যবহার থেকে নিষেধ করছি। [৫৩] (আ.প্র. ৪০২৩, ই.ফ. ৪০২৭)

৪৩৭০. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريباً مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أذهر والمِسْوَر بن نخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركتين بعد العصر وإنا أخبرنا أنك نصلينها وقد بلغنا أن النبي ﷺ نهى عنها قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما قال كريب قد دخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت النبي ﷺ ينهى عنهما وإنه صلى العصر ثم دخل عليّ وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الخادم فقلت قومي إلى جنبه فقولني تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركتين فأراك نصلينهما فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الحارثية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركتين بعد العصر إنّه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.

৪৩৭০. বুকাযর (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরাইব (রহ.) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনু আযহার এবং মিসওয়াল ইবনু মাখরামা (رضي الله عنه) (এ তিনজনে) আমাকে 'আযিশাহ (رضي الله عنه)-এর কাছে পাঠিয়ে বললেন, তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে এবং তাঁকে আসরের পরের দু'রাক'আত সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। কারণ আমরা অবহিত হয়েছি যে, আপনি নাকি এই দু'রাক'আত সলাত আদায় করেন অথচ নাবী (ﷺ) এ দু'রাক'আত সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন-এ হাদীসও আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি 'উমার (رضي الله عنه)-এর উপস্থিতিতে এ দু'রাক'আত সলাত আদায়কারী লোকদেরকে প্রহার করতাম। কুরায়ব (রহ.) বলেন, আমি তাঁর 'আযিশাহ (رضي الله عنه) কাছে গেলাম এবং তারা আমাকে যে ব্যাপারে পাঠিয়েছেন তা জানালাম। তিনি বললেন, বিষয়টি উম্মু সালামাহ (رضي الله عنه)-এর কাছে জিজ্ঞেস কর। এরপর

আমি তাঁদেরকে জানালে তাঁরা আবার আমাকে উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) এর কাছে পাঠালেন যেভাবে তারা আমাকে 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখন উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) বললেন, আমি নাবী (ﷺ) থেকে শুনেছি, তিনি দু'রাক'আত সলাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু একদিন তিনি 'আসরের সলাত আদায় করে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। এ সময় আমার কাছে ছিল আনসারদের বানী হারাম গোত্রের কতিপয় মহিলা। তখন নাবী (ﷺ) দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। আমি তখন পরিচারিকাকে পাঠিয়ে বললাম, তুমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে, " উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) আপনাকে এ কথা বলছেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনাকে এ দু'রাক'আত আদায় করা থেকে নিষেধ করতে শুনি নি অথচ দেখতে পাচ্ছি আপনি সে দু'রাক'আত আদায় করছেন?" এরপর যদি তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন তাহলে পিছনে সরে যাবে। পরিচারিকা গিয়ে সেভাবেই বলল। তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। পরিচারিকা পেছনের দিকে সরে গেল। সলাত সম্পাদন করে তিনি বললেন, হে আবু উমাইয়্যাহর কন্যা! (উম্মু সালামাহ) তুমি আমাকে আসরের পরের দু'রাক'আত সলাতের কথা জিজ্ঞেস করছ। আসলে আজ 'আবদুল কায়স গোত্র থেকে তাদের কতিপয় লোক আমার কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল। তাঁরা আমাকে ব্যস্ত রাখার কারণে যুহরের পরের দু'রাক'আত সলাত আদায় করতে পারিনি। সেই দু'রাক'আত হল এ দু'রাক'আত সলাত। [১২৩৩] (আ.প্র. ৪০২৪, ই.ফা. ৪০২৮)

৪৩৭১. حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ ظَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةِ جُمِعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَانِي يَعْنِي قَرْيَةً مِنَ الْبَحْرَيْنِ.

৪৩৭১. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাসজিদে জুমু'আহর সলাত জারী করার পরে সর্বপ্রথম যে মাসজিদে জুমু'আহর সলাত জারী করা হয়েছিল তা হল বাহরাইনের জুয়াসা এলাকায় অবস্থিত 'আবদুল কায়স গোত্রের মাসজিদ। [৮৯২] (আ.প্র. ৪০২৫, ই.ফা. ৪০২৯)

৭১/৬৬. بَابُ وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ وَحَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَالٍ.

৬৪/৭১. অধ্যায়: বানু হানীফার প্রতিনিধি দল এবং সুমামাহ ইবনু উসাল (رضي الله عنه) এর ঘটনা।

৪৩৭২. حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْلًا قِبَلَ تَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَنَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ دَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتُ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكْتُ حَتَّى كَانَ الْعَدُوُّ قَدْ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٍ فَتَرَكْتُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْعَدِي فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةَ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ أَظْلَقُوا ثُمَامَةَ فَأَنْطَلَقَ إِلَى تَجْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ

عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَنْبَعَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ ذَيْنِ أَنْبَعَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَنْبَعَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلِكَ أَحَدَّتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوْتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ.

৪৩৭২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একদল অশ্বারোহী সৈন্য নজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। তারা সুমামাহ ইবনু উসাল নামক বনু হানীফার এক লোককে ধরে আনলেন এবং মাসজিদে নাববীর একটি খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখলেন। তখন নাবী (ﷺ) তার কাছে গিয়ে বললেন, ওহে সুমামাহ! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি অর্থ সম্পদ পেতে চান তাহলে যতটা ইচ্ছা দাবী করুন। নাবী (ﷺ) তাকে সেই অবস্থার উপর রেখে দিলেন। এভাবে পরের দিন আসল। নাবী (ﷺ) আবার তাকে বললেন, ওহে সুমামাহ! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে সেটিই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করবেন। তিনি তাকে সেই অবস্থায় রেখে দিলেন। এভাবে এর পরের দিনও আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে সুমামাহ! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে তা-ই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই বলেছি। নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা সুমামাহর বন্ধন ছেড়ে দাও। এবার সুমামাহ মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল। (তিনি বললেন) হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম! ইতোপূর্বে আমার কাছে যমীনের উপর আপনার চেহারার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় আর কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম! আমার কাছে আপনার দীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত অন্য কোন দীন ছিল না। এখন আপনার দীনই আমার কাছে সকল দীনের চেয়ে প্রিয়তম। আল্লাহর কসম! আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে অধিক খারাপ শহর অন্য কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সকল শহর চেয়ে অধিক প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী সৈনিকগণ আমাকে ধরে এনেছে, সে সময় আমি 'উমরাহর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ছিলাম। এখন আপনি আমাকে কী হুকুম করেন? তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে সু-সংবাদ প্রদান করলেন এবং 'উমরাহ আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যখন মাঝাহয় আসলেন তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, বেদ্বীন হয়ে গেছ? তিনি উত্তর করলেন, না, বরং আমি মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহর কসম! নাবী (ﷺ)-এর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের কাছে ইয়ামামাহ থেকে গমের একটি দানাও আসবে না। [৪৬২; মুসলিম ৩২/১৯, হাঃ ১৭৬৪] (আ.প্র. ৪০২৬, ই.ফা. ৪০৩০)

৪৩৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ نَابِئُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِطْعَةٌ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيْتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ وَهَذَا نَابِئٌ يُحِبُّكَ عَنِّي ثُمَّ انصَرَفَ عَنْهُ.

৪৩৭৩. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর যুগে একবার মিথ্যুক মুসাইলামাহ (মাদীনাহয়) এসেছিল। সে বলত লাগল, মুহাম্মাদ (ﷺ) যদি আমাকে তাঁর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যায় তাহলে আমি তাঁর অনুগত হয়ে যাব। সে তার গোত্রের বহু লোকজনসহ এসেছিল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) সাবিত ইবনু কায়স ইবনু সাম্মাসকে সঙ্গে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। মুসাইলামাহ তার সঙ্গী-সাথীদের মাঝে ছিল, এই অবস্থায় তিনি তার কাছে পৌছলেন। তিনি বললেন, যদি তুমি আমার কাছে এ ডালটিও চাও তবে তাও আমি তোমাকে দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কক্ষণো লঙ্ঘিত হবে না। যদি তুমি আমার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমনটি আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দেবে। এরপর তিনি তার নিকট হতে চলে আসলেন। [৩৬২০] (আ.প্র. ৪০২৭, ই.ফা. ৪০৩১)

৪৩৭৪. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيْتُ فِيهِ مَا أُرِيْتُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيْ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهْمَنِي سَأَلْتُهُمَا فَأَوْجِحِي إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْتُهُمَا فَتَفَخَّخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوْلَتْهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي أَحَدُهُمَا الْعَنَسِيُّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

৪৩৭৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উক্তি “আমি তোমাকে তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমন আমাকে দেখানো হয়েছিল” সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) আমাকে জানালেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, একদিন আমি ঘুমাছিলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমার দু'হাতে স্বর্ণের দু'টি কঙ্কন। কঙ্কন দু'টি আমাকে চিন্তিত করল। তখন ঘুমের মধ্যেই আমার প্রতি ওয়াহী করা হল, কাঁকন দু'টিতে ফুঁ দাও। আমি সে দু'টিতে ফুঁ দিলে তা উড়ে গেল। আমি এর ব্যাখ্যা করেছি দু'জন মিথ্যাচারী (নাবী) যারা আমার পরে বের হবে। তাদের একজন 'আনসী, অন্যজন মুসাইলামাহ। [৩৬২১] (আ.প্র. ৪০২৭, ই.ফা. ৪০৩১)

৪৩৭৫. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَنَا أَنَا نَائِمٌ أُبَيْتُ بِحِزَّائِنِ الْأَرْضِ فَوَضَعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَّرًا عَلَيَّ فَأَوْجِحِي اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ انْفُخْتُهُمَا فَتَفَخَّخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوْلَتْهُمَا الْكَذَّابِينَ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبٌ صَنْعَاءٌ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ.

৪৩৭৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় (স্বপ্নে) আমাকে পৃথিবীর সকল দেয়া হল এবং আমার হাতে দু'টি স্বর্ণ কঙ্কন রাখা হল। এ দু'টি আমার কাছে গুরুতর মনে হল। তখন ওয়াহী যোগে আমাকে জানানো হল যে, ও দু'টিতে ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দিলাম, তখনও দু'টি উধাও হয়ে গেল। আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, এরা সেই দু' মিথ্যাচারী (নাবী) যাদের মাঝখানে আমি অবস্থান করছি। অর্থাৎ সান'আর অধিবাসী (আসওয়াদ আনসী) এবং ইয়ামামার অধিবাসী (মুসাইলামাতুল কায্যাব)। [৩৬২১: মুসলিম ৪২/৪, হাঃ ২২৭৪, আহমাদ ১১৮১৪] (আ.প্র. ৪০২৮, ই.ফা. ৪০৩২)

৪৩৭৬. আবু রাজা উতারিদী (রহ.) বলেন যে, (ইসলাম পূর্ব যুগে) আমরা একটি পাথরের পূজা করতাম। যখন এ অপেক্ষা উত্তম কোন পাথর পেতাম তখন এটিকে নিক্ষেপ করে দিয়ে অপরটির পূজা আরম্ভ করতাম। কোন পাথর না পেলে কিছু মাটি একত্রিত করে স্তূপ বানিয়ে নিতাম। তারপর একটি বাকরী এনে সেই স্তূপের উপর দোহন করতাম তারপর এর চারপাশে তাওয়াফ করতাম। আর রজব মাস এলে আমরা বলতাম, এটা তীর থেকে ফলা বিচ্ছিন্ন করার মাস। কাজেই আমরা রজব মাসে সব ক'টি তীর ও বর্শা থেকে এর তীক্ষ্ণাংশ খুলে রেখে দিতাম। রজব মাসব্যাপী আমরা এগুলো খুলে নিক্ষেপ করতাম। (আ.প্র. ৪০২৯, ই.ফা. ৪০৩৩)

৪৩৭৭. রাবী মাহদী (রহ.) বলেন, আমি আবু রাজা (রহ.)-কে বলতে শুনেছি যে, নাবী (ﷺ)-এর নবুয়ত লাভের সময় আমি ছিলাম অল্প বয়স্ক বালক। আমি আমাদের উট চরাতাম। যখন আমরা তাঁর অভিযানের কথা শুনলাম তখন আমরা পালিয়ে এলাম জাহান্নামের দিকে অর্থাৎ মিথ্যাচারী (নাবী) মুসাইলামাহর দিকে। (আ.প্র. ৪০২৯, ই.ফা. ৪০৩৩)

৪৩৭৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় (স্বপ্নে) আমাকে পৃথিবীর সকল দেয়া হল এবং আমার হাতে দু'টি স্বর্ণ কঙ্কন রাখা হল। এ দু'টি আমার কাছে গুরুতর মনে হল। তখন ওয়াহী যোগে আমাকে জানানো হল যে, ও দু'টিতে ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দিলাম, তখনও দু'টি উধাও হয়ে গেল। আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, এরা সেই দু' মিথ্যাচারী (নাবী) যাদের মাঝখানে আমি অবস্থান করছি। অর্থাৎ সান'আর অধিবাসী (আসওয়াদ আনসী) এবং ইয়ামামার অধিবাসী (মুসাইলামাতুল কায্যাব)। [৩৬২১: মুসলিম ৪২/৪, হাঃ ২২৭৪, আহমাদ ১১৮১৪] (আ.প্র. ৪০২৮, ই.ফা. ৪০৩২)

৪৩৭৯. আবু রাজা উতারিদী (রহ.) বলেন যে, (ইসলাম পূর্ব যুগে) আমরা একটি পাথরের পূজা করতাম। যখন এ অপেক্ষা উত্তম কোন পাথর পেতাম তখন এটিকে নিক্ষেপ করে দিয়ে অপরটির পূজা আরম্ভ করতাম। কোন পাথর না পেলে কিছু মাটি একত্রিত করে স্তূপ বানিয়ে নিতাম। তারপর একটি বাকরী এনে সেই স্তূপের উপর দোহন করতাম তারপর এর চারপাশে তাওয়াফ করতাম। আর রজব মাস এলে আমরা বলতাম, এটা তীর থেকে ফলা বিচ্ছিন্ন করার মাস। কাজেই আমরা রজব মাসে সব ক'টি তীর ও বর্শা থেকে এর তীক্ষ্ণাংশ খুলে রেখে দিতাম। রজব মাসব্যাপী আমরা এগুলো খুলে নিক্ষেপ করতাম। (আ.প্র. ৪০২৯, ই.ফা. ৪০৩৩)

৪৩৮০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় (স্বপ্নে) আমাকে পৃথিবীর সকল দেয়া হল এবং আমার হাতে দু'টি স্বর্ণ কঙ্কন রাখা হল। এ দু'টি আমার কাছে গুরুতর মনে হল। তখন ওয়াহী যোগে আমাকে জানানো হল যে, ও দু'টিতে ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দিলাম, তখনও দু'টি উধাও হয়ে গেল। আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, এরা সেই দু' মিথ্যাচারী (নাবী) যাদের মাঝখানে আমি অবস্থান করছি। অর্থাৎ সান'আর অধিবাসী (আসওয়াদ আনসী) এবং ইয়ামামার অধিবাসী (মুসাইলামাতুল কায্যাব)। [৩৬২১: মুসলিম ৪২/৪, হাঃ ২২৭৪, আহমাদ ১১৮১৪] (আ.প্র. ৪০২৮, ই.ফা. ৪০৩২)

৪৩৮১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় (স্বপ্নে) আমাকে পৃথিবীর সকল দেয়া হল এবং আমার হাতে দু'টি স্বর্ণ কঙ্কন রাখা হল। এ দু'টি আমার কাছে গুরুতর মনে হল। তখন ওয়াহী যোগে আমাকে জানানো হল যে, ও দু'টিতে ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দিলাম, তখনও দু'টি উধাও হয়ে গেল। আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, এরা সেই দু' মিথ্যাচারী (নাবী) যাদের মাঝখানে আমি অবস্থান করছি। অর্থাৎ সান'আর অধিবাসী (আসওয়াদ আনসী) এবং ইয়ামামার অধিবাসী (মুসাইলামাতুল কায্যাব)। [৩৬২১: মুসলিম ৪২/৪, হাঃ ২২৭৪, আহমাদ ১১৮১৪] (আ.প্র. ৪০২৮, ই.ফা. ৪০৩২)

بْنِ عَامِرٍ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ حَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَضِيبٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ إِنَّ شِئْتَ خَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَمْرِ ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذَا الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَه وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أُرِيتُ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيَجِيبُكَ عَنِّي فَأَنْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ.

৪৩৭৮. 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উত্বাহ (রহ.) বলেন, আমাদের কাছে এ খবর পৌঁছে যে, [রসূল (ﷺ)-এর যামানায়] মিথ্যাচারী মুসাইলামাহ একবার মাদীনাহয় এসে হারিসের কন্যার ঘরে অবস্থান করেছিল। হারিস ইবনু কুরাইযের কন্যা তথা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের মা ছিল তার (মুসাইলামাহর) স্ত্রী। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার কাছে আসলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাবিত ইবনু কায়স ইবনু শাম্মাস (رضي الله عنه) আর তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খতীব হল হত। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। তিনি তার কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। মুসাইলামাহ তাঁকে [রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে] বলল, আপনি ইচ্ছা করলে আমার এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাঝে বাধা এভাবে তুলে দিতে পারেন যে, আপনার পরে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দিবেন। নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি যদি এ ডালটিও আমার কাছে চাও, তাও আমি তোমাকে দেব না। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখছি যেমনটি আমাকে (স্বপ্নযোগে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত ইবনু কায়স আমার পক্ষ থেকে তোমার জবাব দেবে। এ কথা বলে নাবী (ﷺ) চলে গেলেন। [৩৬২০] (আ.প্র. ৪০৩০, ই.ফা. ৪০৩৪)

٤٣٧٩. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رُوَيْبَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّيِّءُ ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفُطِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَأُذِنَ لِي فَتَفَخَّحْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوْلَتْهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدَهُمَا الْعَنَسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَبِرُؤُوسٍ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ.

৪৩৭৯. 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) কে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উল্লেখিত স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, [আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) কর্তৃক] আমাকে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় আমাকে দেখানো হল যে, আমার দু'হাতে দু'টি সোনার কাঁকন রাখা হয়েছে। ও দু'টি আমার কাছে বীভৎস ঠেকল এবং তা অপছন্দ করলাম। আমাকে (ফুঁ দিতে) বলা হলে আমি ও দু'টিতে ফুঁ দিলাম। সে দু'টি উড়ে গেল। আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, দু'টি মিথ্যাচারী (নাবী) আবির্ভূত হবে। 'উবাইদুল্লাহ (রহ.) বলেন, এ দু'জনের একজন হল আসওয়াদ আল'আনসী, যাকে ফাইরুয নামক এক ব্যক্তি ইয়ামানে হত্যা করে আর অপরজন হল মুসাইলামাহ। [৩৬২১] (আ.প্র. ৪০৩০, ই.ফা. ৪০৩৪)

٧٣/٦٤. بَابُ قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ.

৬৪/৭৩. অধ্যায়: নাজরান অধিবাসীদের ঘটনা।

১৩৮০. حدثني عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُرَّارٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبًا تَجْرَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُرِيدَانِ أَنْ يَلَاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَا عَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبْنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالَا إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا فَقَالَ لِأَبِئِنَّمَا مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقٌّ أَمِينٌ فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ.

৪৩৮০. হুযাইফাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজরান এলাকার দু'জন সরদার আকিব এবং সাইয়িদ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে মুবাহালা করতে চেয়েছিল। বর্ণনাকারী হুযাইফাহ (رضي الله عنه) বলেন, তখন তাদের একজন তাঁর সঙ্গীকে বলল, এরূপ করো না। কারণ আল্লাহর কসম! তিনি যদি নাবী হয়ে থাকেন আর আমরা তাঁর সঙ্গে মুবাহালা^{৭৯} করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী সন্তান-সন্ততি (কেউ) রক্ষা পাবে না। তারা উভয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলল, আপনি আমাদের নিকট হতে যা চাবেন আপনাকে আমরা তা-ই দেব। তবে এর জন্য আপনি আমাদের সঙ্গে একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিন। আমানতদার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে আমাদের সঙ্গে পাঠাবেন না। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই এমন একজন আমানতদার পাঠাবো যে প্রকৃতই আমানতদার এবং পাক্কা আমানতদার। এ পদে ভূষিত হওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবীগণ আগ্রহান্বিত হলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ! তুমি উঠে দাঁড়াও। তিনি যখন দাঁড়ালেন, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : এ হচ্ছে এই উম্মতের সত্যিকার আমানতদার। [৩৭৪৫] (আ.প্র. ৪০৩১, ই.ফা. ৪০৩৫)

১৩৮১. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُرَّارٍ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَهْلُ تَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ابْعَثْ لَنَا رَجُلًا أَمِينًا فَقَالَ لِأَبِئِنَّمَا إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقٌّ أَمِينٌ فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ فَبِعَثَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ.

৪৩৮১. হুযাইফাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজরান অধিবাসীরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, আমাদের জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তি পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন : তোমাদের কাছে আমি একজন আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাব যিনি সত্যিই আমানতদার। লোকের এ সম্মান অর্জনের জন্য আগ্রহান্বিত হল। নাবী (ﷺ) তখন আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (رضي الله عنه)-কে পাঠালেন। [৩৭৪৫] (আ.প্র. ৪০৩২, ই.ফা. ৪০৩৬)

^{৭৯} পরস্পর পরস্পরকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অভিসম্পাত করাকে মুবাহালা বলা হয়ে থাকে। পদ্ধতিটি হলো : উভয় পক্ষ স্বীয় পরিবার পরিজনসহ লোকালয় ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যাবে এবং সেখানে এ বলে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তার প্রতি ধ্বংস নেমে আসুক।

৪৩৮২. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيرٌ وَأَمِيرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ.

৪৩৮২. আনাস (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন আমানতদার রয়েছে। আর এ উম্মতের আমানতদার হল আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ। [৩৭৪৪] (আ.প্র. ৪০৩৩, ই.ফা. ৪০৩৭)

৭৪/৬৬. بَابُ قِصَّةِ عَمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ.

৬৪/৭৪. অধ্যায়: ওমান ও বাহরাইনের ঘটনা।

৪৩৮৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ ابْنَ الْمُثَنِّكِيرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أُعْطَيْتَكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى فُيْضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيَّ أَبِي بَكْرٍ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنِي قَالَ جَابِرٌ فَجِئْتُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أُعْطَيْتَكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا قَالَ فَأَعْطَانِي قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّلَاثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتَكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتَكَ فَلَمْ تُعْطِنِي فِيمَا أَنْ تُعْطِنِي وَإِنَّمَا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي فَقَالَ أَقُلْتَ تَبْخَلَ عَنِّي وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مَنَعْتَكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكَ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جِئْتُهُ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ عَدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَ مِائَةٍ فَقَالَ خُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ.

৪৩৮৩. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, বাহরাইনের অর্থ-সম্পদ (জিয়িয়া) আসলে তোমাকে এত দেব, এত দেব এত দেব। তিনবার বললেন। এরপর বাহরাইন থেকে আর কোন অর্থ-সম্পদ আসেনি। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাত হয়ে গেল। এরপর আবু বাকরের যুগে যখন সেই অর্থ সম্পদ আসল তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন। সে ঘোষণা করল : নাবী (ﷺ)-এর কাছে যার প্রাপ্য ঋণ আছে কিংবা কোন ওয়াদা অপূর্ণ আছে সে যেন আমার কাছে আসে। জাবির (رضي الله عنه) বলেন : আমি আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর কাছে এসে তাঁকে জানালাম যে, নাবী (ﷺ) আমাকে বলেছিলেন, যদি বাহরাইন থেকে অর্থ-সম্পদ আসে তা হলে তোমাকে আমি এত দেব, এত দেব, এত দেব। তিনবার বললেন। জাবির (رضي الله عنه) বলেন : তখন আবু বাকর (رضي الله عنه) আমাকে অর্থ-সম্পদ দিলেন। জাবির (رضي الله عنه) বলেন, এরপর (আবার) আমি আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তার কাছে মাল চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার আসি, তিনি আমাকে কিছুই দেননি। এরপর আমি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এলাম। তখনো তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। কাজেই আমি তাঁকে বললাম : আমি আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনি আমাকে দেননি। তারপর (আবার) এসেছিলাম তখনো দেননি। এরপরেও এসেছিলাম তখনো আমাকে আপনি দেননি। কাজেই এখন হয় আপনি আমাকে সম্পদ দিবেন

নয়তো আমি মনে করব : আপনি আমার ব্যাপারে কৃপণতা করছেন। তখন তিনি বললেন : এ কী বলছ 'আমার ব্যাপারে কৃপণতা করছেন।' কৃপণতা থেকে মারাত্মক ব্যাধি আর কী হতে পারে। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। (এরপর তিনি বললেন) যতবারই আমি তোমাকে সম্পদ দেয়া থেকে বিরত রয়েছি ততবারই আমার ইচ্ছা ছিল যে, তোমাকে দেব। 'আমর ইবনু দীনার (রহ.)] মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী (رضي الله عنه)-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, এ (আশরাফী)গুলো গুণো, আমি এগুলো গুণে দেখলাম এখানে পাঁচশ' (আশরাফী) রয়েছে। তিনি বললেন, এ পরিমাণ আরো দু'বার উঠিয়ে নাও। [২২৯৬] (আ.প্র. ৪০৩৪, ই.ফা. ৪০৩৮)

৭০/৬৬. بَابُ قُدُومِ الْأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ.

৬৪/৭৫. অধ্যায়: আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের আগমন।

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.

নাবী (ﷺ) থেকে আবু মূসা আশ'আরী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন যে, আশ'আরীগণ আমার অন্তর্ভুক্ত আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।

৪৩৮৬. حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَّنَنَا حِينَئِذَا مَا نَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ.

৪৩৮৮. আবু মূসা আশ'আরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে এসে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছি। এ সময়ে ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) ও তাঁর মায়ের অধিক আসা-যাওয়া ও নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে আমরা তাঁদেরকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছিলাম। [৩৭৬৩] (আ.প্র. ৪০৩৫, ই.ফা. ৪০৩৯)

৪৩৮০. حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ أُيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زُهَيْدٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَزْمٍ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ وَهُوَ يَتَعَدَّى دَجَاجًا فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ فَدَعَاهُ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدِرْتُهُ فَقَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُهُ فَقَالَ إِنِّي حَلَفْتُ لَا أَكُلُهُ فَقَالَ هَلُمَّ أَخْبِرْكَ عَنْ يَمِينِكَ إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَفَرًا مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَبَى أَنْ يَحْمِلَنَا فَاسْتَحْمَلْتَنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَتَى بِنَهَبِ إِبِلٍ فَأَمَرَنَا بِحَمْسِ دَوْدَ فَمَلَّمَا قَبَضْنَاها قُلْنَا تَعَمَّلْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَمِينَهُ لَا نَفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا وَقَدْ حَمَلْتَنَا قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنْ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.

৪৩৮৫. যাহদাম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা (رضي الله عنه) এ এলাকায় এসে জারম গোত্রের লোকদেরকে সম্মানিত করেছেন। একদা আমরা তাঁর কাছে বসা ছিলাম। এ সময়ে তিনি মুরগীর গোশত দিয়ে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বসা ছিল। তিনি তাকে খানা খেতে

ডাকলেন। সে বলল, আমি মুরগীটিকে এমন জিনিস খেতে দেখেছি যার জন্য খেতে আমার অরুচি লাগছে। তিনি বললেন, এসো। কেননা আমি নাবী (ﷺ)-কে মুরগী খেতে দেখেছি। সে বলল, আমি শপথ করে ফেলছি যে, এটি খাব না। তিনি বললেন, এসে পড়। তোমার শপথ সম্বন্ধে আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, আমরা আশ'আরীদের একটি দল নাবী (ﷺ)-এর দরবারে এসে তাঁর কাছে সাওয়ারী চেয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে সওয়ারী দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর আমরা (আবার) তাঁর কাছে সাওয়ারী চাইলাম। তিনি তখন শপথ করে বললেন যে, আমাদেরকে তিনি সওয়ারী দেবেন না। কিছুক্ষণ পরেই নাবী (ﷺ)-এর কাছে গানীমাতের কিছু উট আনা হল। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি করে উট দেয়ার আদেশ দিলেন। উটগুলো হাতে নেয়ার পর আমরা পরস্পর বললাম, আমরা নাবী (ﷺ)-কে তাঁর শপথ থেকে অমনোযোগী করে ফেলছি এমন অবস্থায় আর কখনো আমরা কামিয়াব হতে পারব না। কাজেই আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি শপথ করেছিলেন যে, আমাদের সাওয়ারী দেবেন না। এখন তো আপনি আমাদের সাওয়ারী দিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তবে আমার নিয়ম হল, আমি যদি কোন ব্যাপারে শপথ করি আর এর বিপরীত কোনটিকে এ অপেক্ষা উত্তম মনে করি তাহলে উত্তমটিকেই গ্রহণ করে নেই। [৩১৩৩] (আ.প্র. ৪০৩৬, ই.ফা. ৪০৪০)

৪৩৮৬. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَتْ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيْشُرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا أَمَا إِذْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبِلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

৪৩৮৬. 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানী তামীমের লোকজন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, হে বানী তামীম! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা বলল, আপনি সুসংবাদ তো দিলেন, কিন্তু আমাদেরকে (কিছু অর্থ-সম্পদ) দান করুন। কথাটি শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এমন সময়ে ইয়ামানী কিছু লোক আসল। নাবী (ﷺ) বললেন, বানী তামীম যখন সুসংবাদ গ্রহণ করল না, তাহলে তোমরাই তা গ্রহণ কর। তাঁরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম। [৩১৯০] (আ.প্র. ৪০৩৭, ই.ফা. ৪০৪১)

৪৩৮৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَنِ وَالْجَفَاءِ وَغَلِظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَائِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ مِنْ حَيْثُ يَظْلَعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رِبْعَةً وَمُضْرًا.

৪৩৮৭. আবু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) ইয়ামানের দিকে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বলেছেন, ঈমান হল ওখানে। ৮০ আর কঠোরতা ও হৃদয়হীনতা হল রাবী'আহ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের

৮০ ইয়ামানের দিকে ইংগিত করার কোন গভীর অর্থও থাকতে পারে। তবে আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হয়, এখানে ইয়ামানবাসীদের দ্রুত ও সুন্দরভাবে ঈমান আনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে ইয়ামানবাসীদের ঈমানের প্রতি কোন নেতিবাচক ইঙ্গিত নেই।

সেসব মানুষের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছে দাঁড়িয়ে চীৎকার দেয়, যেখান থেকে শয়তানের দু' শিং উদিত হয়। ১৮১ [৩৩০২] (আ.প্র. ৪০৩৮, ই.ফা. ৪০৪২)

৪৩৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكَوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّا كُنْمُ أَهْلِ الْيَمَنِ هُمْ أَرْقَى أَفِيدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا الْإِيمَانَ يَمَانَ وَالْحِكْمَةَ يَمَانِيَّةً وَالْفَخْرَ وَالْحَيْلَاءَ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةَ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ.

وَقَالَ عُندَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكَوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৪৩৮৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও দরদী। ঈমান হল ইয়ামানীদের, হিকমাত হল ইয়ামানীদের, গরিমা ও অহঙ্কার রয়েছে উট-ওয়ালাদের মধ্যে, বাকরী পালকদের মধ্যে আছে প্রশান্তি ও গাভীর্ষ।

শুনদার (রহ.) এ হাদীসটি শু'বাহ-সুলাইমান-যাকওয়ান (রহ.) আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। [৩৩০১] (আ.প্র. ৪০৩৯, ই.ফা. ৪০৪৩)

৪৩৮৯. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِتْنَةُ هَا هُنَا هَا هُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

৪৩৮৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন : ঈমান হল ইয়ামানীদের। আর ফিতনা হল ওখানে, যেখানে উদিত হল শয়তানের শিং। [৩৩০১] (আ.প্র. ৪০৪০, ই.ফা. ৪০৪৪)

৪৩৯০. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَّا كُنْمُ أَهْلِ الْيَمَنِ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرْقَى أَفِيدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةً.

৪৩৯০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল। আর মনের দিক থেকে অত্যন্ত দয়র্দ। ফিকহ হল ইয়ামানীদের আর হিকমাত হল ইয়ামানীদের। [৩৩০১] (আ.প্র. ৪০৪১, ই.ফা. ৪০৪৫)

৪৩৯১. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْسْتَطِيعُ هَوْلَاءَ الشَّبَابِ أَنْ يَقْرَأُوا كَمَا تَقْرَأُ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِئْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ قَالَ أَجَلٌ قَالَ أَقْرَأُ يَا عَلْقَمَةُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ أَخُو زَيْدِ بْنِ حُدَيْرٍ أَنَّا كُنْمُ أَهْلِ الْيَمَنِ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرْقَى أَفِيدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةً.

৮১ বিভিন্ন হাদীসে ইয়ামান থেকে ফিতনার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে।

يَقْرُؤُهُ ثُمَّ التَّمَّتْ إِلَى حَبَابٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِهَذَا الْحَاتِمِ أَنْ يُلْقَى قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَلْقَاهُ.

رَوَاهُ عُثْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ.

৪৩৯১. 'আলকামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন সেখানে 'আব্বাস (رضي الله عنه) এসে বললেন, হে আবু 'আবদুর রহমান ('আবদুর রহমানের পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ৮২)! এসব তরুণ কি আপনার তিলাওয়াতের মতো তিলাওয়াত করতে পারে? তিনি বললেন : আপনি যদি চান তাহলে একজনকে হুকুম দেই যে, সে আপনাকে তিলাওয়াত করে শুনাবে। তিনি বললেন, অবশ্যই। ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) বললেন, ওহে 'আলকামাহ, পড়। তখন যিয়াদ ইবনু হুদাইরের ভাই যিয়াদ ইবনু হুদাইর বলল, আপনি আলকামাহকে পড়তে হুকুম করেছেন, অথচ সে তো আমাদের মধ্যে ভাল তিলাওয়াতকারী নয়। ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার গোত্র ও তার গোত্র সম্পর্কে নাবী (ﷺ) কী বলেছেন তা জানিয়ে দিতে পারি। (আলকামাহ বলেন) এরপর আমি সূরায়ে মারইয়াম থেকে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করলাম। 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বললেন, আপনার কেমন মনে হয়? তিনি বললেন, বেশ ভালই পড়েছে। 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বললেন, আমি যা কিছু পড়ি তার সবই সে পড়ে। এরপর তিনি খাব্বাবের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তার হাতে একটি সোনার আংটি। তিনি বললেন, এখনো কি এ আংটি খুলে ফেলার সময় হয়নি? খাব্বাব (رضي الله عنه) বললেন, আজকের পর আর এটি আমার হাতে দেখতে পাবেন না। অতঃপর তিনি আংটিটি ফেলে দিলেন।

হাদীসটি গুনদার (রহ.) শু'বাহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ৪০৪২, ই.ফা. ৪০৪৬)

۷۶/۶۴. بَابُ قِصَّةِ دَوْسٍ وَالطَّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ.

৬৪/৭৬. অধ্যায়: দাউস গোত্র এবং তুফায়ল ইবনু 'আমর দাউসীর ঘটনা।

۴۳۹۲. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ.

৪৩৯২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুফায়ল ইবনু 'আমর (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, দাওস গোত্র হালাক হয়ে গেছে। তারা নাফরমানী করেছে এবং (দীনের দাওয়াত) গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং আপনি তাদের প্রতি বদদু'আ করুন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন এবং দীনের পথে নিয়ে আসুন। [২৯৩৭] (আ.প্র. ৪০৪৩, ই.ফা. ৪০৪৭)

৮২ তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সকল সহাবী থেকে কুরআন শিখার জন্য বলেছিলেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।

৪৩৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ:

يَا لَيْلَةً مِنْ طَوْلِهَا وَعَنَّائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتْ

وَأَبَقَ غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَبَيَّنَّا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ فَقُلْتُ هُوَ لَوْجِهِ اللَّهُ فَأَعْتَقْتُهُ.

৪৩৯৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসার জন্য রওয়ানা হয়ে রাস্তার মধ্যে বলেছিলাম—

হে সুদীর্ঘ ও চরম পরিশ্রমের রাত!

এ রাত আমাকে দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে।

আমার একটি গোলাম ছিল। পথে সে পালিয়ে গেল। এরপর আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বাই'আত করলাম। অতঃপর একদিন আমি তাঁর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় গোলামটি এসে হাযির। নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, হে আবু হুরাইরাহ! এই যে তোমার গোলাম। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে সে আযাদ—এ কথা বলে আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। [২৫৩০] (আ.প্র. ৪০৪৪, ই.ফা. ৪০৪৮)

৬৪/৭৭. ৭৭/৬৬. بَابُ قِصَّةِ وَفِدِ طَيْبِ وَحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

৬৪/৭৭. অধ্যায়: তায়ী গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং 'আদী ইবনু হাতিম—এর কাহিনী।

৪৩৭৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْتَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِدِ فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَتَسْبِيهِمْ فَقُلْتُ أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ بَلَى أَسَلَّمْتَ إِذْ كَفَرُوا وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا وَوَقَيْتَ إِذْ غَدَرُوا وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا فَقَالَ عَدِيُّ فَلَا أَبَالِي إِذَا.

৪৩৯৪. 'আদী ইবনু হাতিম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দলসহ 'উমার (رضي الله عنه)-এর দরবারে আসলাম। তিনি প্রত্যেকের নাম নিয়ে একজন একজন করে ডাকতে শুরু করলেন। তাই আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাকে চিনেন? তিনি বললেন, হাঁ চিনি। লোকজন যখন ইসলামকে অস্বীকার করেছিল তখন তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ। লোকজন যখন পিঠ

৮৩ দাতা হাতেম তাঈ নামে বিখ্যাত তাঈ গোত্রের শাসক এর পুত্র হচ্ছে 'আদী ইবনু হাতিম। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশক্রমে সেই এলাকায় অভিযান চালালে তিনি স্বীয় পরিবার পরিজন নিয়ে পলায়ন করেন। পরে তিনি স্বয়ং মাদীনাহুয় এসে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন।

ফিরিয়ে নিয়েছে তখন তুমি সম্মুখে অগ্রসর হয়েছ। লোকেরা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তুমি তখন ইসলাম পালনের ওয়াদা পূরণ করেছ। লোকেরা যখন দীনকে অস্বীকার করেছে তুমি তখন দীনকে চিনে নিয়ে গ্রহণ করেছ। এ সব কথা শুনে আদী (رضي الله عنه) বললেন, তাহলে আমার আর কোন চিন্তা নেই। (আ.প্র. ৪০৪৫, ই.ফা. ৪০৪৯)

۷۸/۶۴. بَاب حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

৬৪/৭৮. অধ্যায়: বিদায় হাজ্জ

৪৩৭০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفِئِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ انْفُضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكَ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

৪৩৯৫. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বিদায় হাজ্জে রওযানা হই। তখন আমরা 'উমরাহর (নিয়তে) ইহরাম বাঁধি। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘোষণা দিলেন, যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু রয়েছে, তারা যেন হাজ্জ ও 'উমরাহ উভয়ের একসঙ্গে ইহরামের নিয়ত করে এবং হাজ্জ ও 'উমরাহর উভয়টি সমাধা করার পূর্বে হালাল না হয়। এভাবে তাঁর সঙ্গে আমি মাঝাহয় পৌছি এবং ঋতুবতী হয়ে পড়ি। এ কারণে আমি বাইতুল্লাহর তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ান সায়ী করতে পারলাম না। এ দুঃখ আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার মাথার চুল ছেড়ে দাও এবং মাথা (চিরুনী দ্বারা) আঁচড়াও আর কেবল হাজ্জের ইহরাম বাঁধ ও 'উমরাহ ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম। এরপর আমরা যখন হাজ্জের কাজসমূহ সম্পন্ন করলাম, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে আবু বাক্র সিদ্দীক (رضي الله عنه)-এর পুত্র 'আবদুর রহমান (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে তানঈম-এ পাঠিয়ে দিলেন। (সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে) 'উমরাহ আদায় করলাম। তখন তিনি [রসূলুল্লাহ (ﷺ)] বললেন, এই 'উমরাহ তোমার পূর্বের কাযা 'উমরাহ পূর্ণ করল। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, যারা 'উমরাহর ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা বাইতুল্লাহ তওয়াফ করে এবং সাফা ও মারওয়া সায়ী করার পর হালাল হয়ে যান এবং পরে মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর আর এক তওয়াফ আদায় করেন। আর যারা হাজ্জ ও 'উমরাহর ইহরাম এক সঙ্গে বাঁধেন, তাঁরা কেবল এক তওয়াফ আদায় করেন। [২৯৪] (আ.প্র. ৪০৪৬, ই.ফা. ৪০৫০)

৪৩৭৬. حدثني عمرو بن علي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْلُؤُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قُلْتُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَعْرِفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلَ وَبَعْدُ.

৪৩৯৬. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। মুহর্রিম ব্যক্তি যখন বাইতুল্লাহ তওয়াফ করল তখন সে তাঁর ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে গেল। আমি (ইবনু জুরায়জ) জিজ্ঞেস করলাম যে, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) এ কথা কী করে বলতে পারেন? রাবী 'আত্বা (রহ.) উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলার এই কালামের দলীল থেকে যে, এরপর তার হালাল হওয়ার স্থল হচ্ছে বাইতুল্লাহ এবং নাবী (ﷺ) কর্তৃক তাঁর সহাবীদের বিদায় হাজ্জের (এ কাজের পরে) হালাল হয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়ার ঘটনা থেকে। আমি বললাম : এ হুকুম তো 'আরাফাহ-এ উকূফ করার পর প্রযোজ্য। তখন 'আত্বা (রহ.) বললেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর মতে উকূফে 'আরাফাহর পূর্বাপর উভয় অবস্থার জন্য এ হুকুম। [মুসলিম ১৫/৩২, হাঃ ১২৪৫] (আ.প্র. ৪০৪৭, ই.ফা. ৪০৫১)

৪৩৭৭. حدثني بيان حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَهَلَّكَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا هَلَالًا كَاهَلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ طُفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ جَلَّ فَطُفَّتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَقُلْتُ رَأْسِي.

৪৩৯৭. আবু মুসা আশ'আরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (বিদায় হাজ্জে) মাক্কাহর বাত্বাহ নামক স্থানে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি হাজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছ? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি আমাকে (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন। কোন্ প্রকারে হাজ্জের ইহ্রামের নিয়ত করেছ? আমি বললাম, 'আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইহ্রামের মতো ইহ্রামের নিয়ত করে তালবিয়াহ পড়েছি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, বাইতুল্লাহ তওয়াফ কর এবং সফা ও মারওয়াহ সায়ী কর। এরপর (ইহ্রাম খুলে) হালাল হয়ে যাও। তখন আমি বাইতুল্লাহ তওয়াফ করলাম ও সফা এবং মারওয়াহ সায়ী করলাম। এরপর আমি ক্বায়স গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম, সে আমার চুল আঁচড়ে দিল (তাতে আমি ইহ্রাম থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম)। [১৫৫৯] (আ.প্র. ৪০৪৮, ই.ফা. ৪০৫২)

৪৩৭৮. حدثني إبراهيم بن المنذر أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَجْلُؤْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ فَمَا يَمْنَعُكَ فَقَالَ لَبِذْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَذِي فَلَسْتُ أَجِلُّ حَتَّى أَنْخِرَ هَذِي.

৪৩৯৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহধর্মিণী হাফসাহ (رضي الله عنها) ইবনু 'উমার (رضي الله عنه)-কে জানিয়েছেন যে, বিদায় হাজ্জের বছর নাবী (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দেন। তখন হাফসাহ (رضي الله عنها) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী কারণে হালাল হচ্ছেন না? তদুত্তরে তিনি

বললেন, আমি আঠা জাতীয় বস্তু দ্বারা আমার মাথার চুল জমাট করে ফেলেছি এবং কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদাহ^{৮৪} বেঁধে দিয়েছি। কাজেই, আমি আমার কুরবানীর পশু যবহ করার পূর্বে হালাল হতে পারব না। (১৫৬৬) (আ.প্র. ৪০৪৯, ই.ফা. ৪০৫৩)

৪৩৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتَ أَبِي شَيْخًا كَثِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أُحْجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

৪৩৯৯. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আশ'আম গোত্রের এ মহিলা বিদায় হাজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে। এ সময় ফদল ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) (সওয়ারীতে) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। মহিলাটি আবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি হাজ্জ ফারয করেছেন। আমার পিতার উপর তা এমন অবস্থায় ফরয হল যে, তিনি অতীব বয়োবৃদ্ধ, যে কারণে সওয়ারীর উপর ঠিক হয়ে বসতেও সমর্থ নন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করলে তা আদায় হবে কি? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। (১৫১৩) (আ.প্র. ৪০৫০, ই.ফা. ৪০৫৪)

৪৪০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُرَيْجٍ بْنُ التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ عَلَى الْقُصْوَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّىٰ أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ اثْنَتَا بِالْمِفْتَاحِ فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَتْ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ فَسَبَقْتُهُمْ فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ دَيْرِكِ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ الْبَيْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِدَارِ قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حُمْرَاءُ.

৪৪০০. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফতেহ মাক্কাহর বছর রসূলুল্লাহ (ﷺ) এগিয়ে চললেন। তিনি (তাঁর) কসওয়া নামক উটনীর উপর উসামাহ (رضي الله عنه)-কে পিছনে বসালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল ও 'উসমান ইবনু ডুলহা (رضي الله عنه)। অবশেষে রসূলুল্লাহ (ﷺ) (তাঁর বাহনকে) বাইতুল্লাহর নিকট বসালেন। তারপর 'উসমান (ইবনু ডুলহা) (رضي الله عنه)-কে বললেন, আমার কাছে চাবি নিয়ে এসো। তিনি তাঁকে চাবি এনে দিলেন। এরপর কা'বা শরীফের দরজা তাঁর জন্য খোলা হল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ), উসামাহ, বিলাল এবং 'উসমান (رضي الله عنه) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর দরজা বন্ধ

^{৮৪} বিশেষ এক ধরনের মালা যা দেখে বুঝা যেতো যে, এটিকে হাজ্জ কুরবানী করা হবে।

করে দেয়া হল। এরপর তিনি দিবা ভাগের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং পরে বের হয়ে আসেন। তখন লোকেরা কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য তাড়াহুড়া করতে থাকে। আর আমি তাদের অগ্রণী হই এবং বিলাল (رضي الله عنه) কে কা'বার দরজার পিছনে দাঁড়ানো অবস্থায় পাই। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন্ স্থানে সলাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, ঐ সামনের দু' স্তম্ভের মাঝখানে। এ সময় বাইতুল্লাহর দুই সারিতে ছয়টি স্তম্ভ ছিল। নাবী (ﷺ) সামনের সারির দু' খামের মাঝখানে সলাত আদায় করেছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বাইতুল্লাহর দরজা তার পিছনে রেখেছিলেন এবং তাঁর চেহারা ছিল বাইতুল্লাহয় প্রবেশকালে সামনে যে দেয়াল পড়ে সেদিকে। ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কয় রাক'আত সলাত আদায় করেছেন তা জিজ্ঞেস করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আর যে স্থানে রসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাত আদায় করেছিলেন সেখানে লাল বর্ণের মর্মর পাথর ছিল। [৩৯৭] (আ.প্র. ৪০৫১, ই.ফা. ৪০৫৫)

٤٤٠١. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عمرو بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرتهما أن صفية بنت حبي زوج النبي ﷺ حاصت في حجة الوداع فقال النبي ﷺ أحابستنا هي فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت فقال النبي ﷺ فلتنفر.

৪৪০১. নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী হুয়াই-এর কন্যা সাফিয়া (رضي الله عنها) বিদায় হাজ্জের সময় ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, সে কি আমাদের (মাদীনাহ প্রত্যাবর্তনে) বাধা হয়ে দাঁড়াল? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তিনি তো তওয়াফে যিয়ারাহ করে নিয়েছেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তাহলে সেও রওয়ানা করুক। [২৯৪] (আ.প্র. ৪০৫২, ই.ফা. ৪০৫৬)

٤٤٠٢. حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي ﷺ بين أظهرنا ولا ندرى ما حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأظنبت في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذرته نوح والتبوت من بعده وإنا نخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم فلا إنا إن ربكم ليس بأعور وإنا أعور عين اليمنى كأن عينه

৪৪০২. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকাবস্থায় আমরা বিদায় হাজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আর আমরা বিদায় হাজ্জ কাকে বলে তা জানতাম না। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বলেন, আল্লাহ এমন কোন নাবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর উম্মতকে (দাজ্জাল সম্পর্কে) সতর্ক করেননি। নূহ (ﷺ) এবং তাঁর পরবর্তী নাবীগণও তাঁদের উম্মতগণকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে। তার অবস্থা তোমাদের

নিকট অপ্রকাশিত থাকবে না। তোমাদের কাছে এও অস্পষ্ট নয় যে, তোমাদের রব কানা নন। আর দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। যেন তার চোখ একটি ফোলা আসুর। [৩০৫৭] (আ.প্র. ৪০৫৩, ই.ফা. ৪০৫৮)

৪৪০৩. ۴۴۰۳. أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ انظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪৪০৩. তোমরা সতর্ক থাক। আজকের এ দিনের মত, এ শহরের মত এবং এ মাসের মতো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রক্তকে ও তোমাদের সম্পদকে তোমাদের উপর হারাম করেছেন। বল তো, আমি কি আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিয়েছি। সমবেত সকলে বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। এ কথা তিনবার বললেন, (তারপর বললেন), তোমাদের জন্য পরিতাপ অথবা তিনি বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস, সতর্ক থেকে, আমার পরে তোমরা কুফরের দিকে ফিরে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারবে। [১৭৪২] (আ.প্র. ৪০৫৩, ই.ফা. ৪০৫৮)

৪৪০৪. ۴۴۰৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ عَزْوَةً وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحْجَّ بَعْدَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَيَمَكَّةَ أُخْرَى.

৪৪০৪. যায়দ ইবনু আরকাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) উনিশটি যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। আর হিজরাতের পর তিনি হাজ্জ আদায় করেন মাত্র একটি হাজ্জে। এরপর তিনি আর কোন হাজ্জ আদায় করেননি এবং তা হল বিদায় হাজ্জ। আবু ইসহাক (রহ.) বলেন, মাক্কাহয় অবস্থানকালে তিনি আরেকটি হাজ্জ করেছিলেন। [৩৯৪৯] (আ.প্র. ৪০৫৪, ই.ফা. ৪০৫৮)

৪৪০৫. ۴۴۰৫. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَجَرِيرٍ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪৪০৫. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) জারীর (رضي الله عنه) কে বিদায় হাজ্জে বললেন, লোকজনকে চুপ থাকতে বল। তারপর বললেন, আমার ইন্তিকালের পর তোমরা কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান উড়াবে। [১২১] (আ.প্র. ৪০৫৫, ই.ফা. ৪০৫৯)

৪৪০৬. ۴۴۰۶. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمٍ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ وَرَجَبُ مَضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ قُلْنَا

بَلَىٰ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا فُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَيِّبُهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدَةُ
 فُلْنَا بَلَىٰ قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا فُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَيِّبُهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمُ
 النَّحْرِ فُلْنَا بَلَىٰ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ
 يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا
 بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضٌ مَّنْ يُبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى
 لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَّنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ.

৪৪০৬. আবু বাকরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সময় ও কাল আবর্তিত হয় নিজ চক্রে। যেদিন থেকে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এক বছর হয় বার মাসে। এর মধ্যে চার মাস সম্মানিত। তিনমাস ক্রমান্বয়ে আসে-যেমন যিলকদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম এবং রজব মুদার বা জমাদিউল আখির ও শাবান মাসের মাঝে হয়ে থাকে। (এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন) এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-ই অধিক জানেন। এরপর তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, হয়তো তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। (তারপর) তিনি বললেন, এ কি যিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম : হ্যাঁ। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-ই অধিক জানেন। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ধারণা করলাম যে, হয়তো তিনি এ শহরের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি (মাক্কাহ) শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল-ই ভাল জানেন। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। এতে আমরা মনে করলাম যে, তিনি এ দিনটির অন্য কোন নামকরণ করবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি আরও বলেছিলেন, তোমাদের মান-ইজ্জত- তোমাদের উপর পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস। তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। খবরদার! তোমরা আমার ইস্তিকালের পরে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ো না যে, একে অন্যের গর্দান উড়াবে। শোন, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার পয়গাম পৌঁছে দেবে। অনেক সময় যে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছে তার থেকেও তার মাধ্যমে খবর-পাওয়া ব্যক্তি অধিকতর সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। রাবী মুহাম্মাদ [ইবনু সীরীন (রহ.)] যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি বলতেন-মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্যই বলেছেন। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা শোন, আমি কি (আল্লাহর পায়গাম) পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এভাবে দু'বার বললেন। [মুসলিম ২৮/৯, হাঃ ১৬৭৯, আহমাদ ২০৪০৮। (আ.প্র. ৪০৫৬, ই.ফা. ৪০৬০)]

٤٤٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ
 أَنَسًا مِنَ الْيَهُودِ قَالُوا لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا لَأَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ أَيْهَ آيَةٍ فَقَالُوا الْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۖ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لِأَعْلَمَ أَيَّ مَكَانٍ أَنْزَلْتَ أَنْزَلْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ.

৪৪০৭. তুরিক ইবনু শিহাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, একদল ইয়াহুদী বলল, যদি এ আয়াত আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত, তাহলে আমরা উক্ত অবতরণের দিনকে ‘ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করতাম। তখন ‘উমার (رضي الله عنه) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ আয়াত? তারা বলল, এই আয়াত : فَقَالُوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (জীবন-বিধান)-কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাত পরিপূর্ণ করলাম”- (সূরাহ আল-মাদিয়াহ ৫/৩)। তখন ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, কোন্ স্থানে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তা আমি জানি। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) আরাফাহুয় দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। [৪৫, ৬৭] (আ.প্র. ৪০৫৭, ই.ফা. ৪০৬১)

٤٤٠٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةَ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةَ وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى يَوْمَ النَّحْرِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ.

৪৪০৮. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (মাদীনাহ মুনাওয়ারা থেকে) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ‘উমরাহুর ইহরাম বেঁধেছিলেন আর কেউ কেউ হাজ্জের ইহরাম, আবার কেউ কেউ হজ্জ ও ‘উমরাহু উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিলেন। আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। যারা শুধু হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন অথবা হাজ্জ ও ‘উমরাহুর ইহরাম একসঙ্গে বেঁধেছিলেন, তারা কুরবানীর দিনের পূর্বে হালাল হতে পারেননি। (আ.প্র. ৪০৫৮, ই.ফা. ৪০৬২)

মালিক (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি উপরোক্ত হাদীসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বিদায় হাজ্জকালীন সময়ে। [২৯৪] (আ.প্র. ৪০৫৯, ই.ফা. ৪০৬৩)

ইসমাঈল (রহ.) সূত্রেও মালিক (রহ.) থেকে এভাবে বর্ণিত আছে। (আ.প্র. ৪০৬০, ই.ফা. ৪০৬৩)

٤٤٠٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِي النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِيئِي إِلَّا ابْنَتِي لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِمُلَّتِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِسَطْرِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْمُلَّتِ قَالَ وَالْمُلَّتِ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَّ وَرَثَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ

৬৬১২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ بِسَيْرٍ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ بِيَمِينِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّيَنَّ بِالنَّاسِ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

৪৪১২. ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি গাধায় চড়ে রওয়ানা হন এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হাজ্জকালে মিনায় দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। তখন গাধাটি সলাতের একটি কাতারের সামনে এসে পড়ে। এরপর তিনি গাধার পিঠ থেকে নেমে পড়েন এবং তিনি লোকদের সঙ্গে সলাতের কাতারে সামিল হন। [৭৬] (আ.প্র. ৪০৬৪, ই.ফা. ৪০৬৭)

৬৬১৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سُنِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ الْعَنْقُ فَإِذَا وَجَدَ فَجَوْزَةً نَصَّ.

৪৪১৩. হিশামের পিতা [‘উরওয়াহ (রহ.)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উপস্থিতিতে উসামাহ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর বিদায় হাজ্জের সওয়ারী চালনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, মধ্যম গতিতে চলেছেন আবার প্রশস্ত পথ পেলে দ্রুতগতিতে চলেছেন। [১৬৬৬] (আ.প্র. ৪০৬৫, ই.ফা. ৪০৬৮)

৬৬১৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ أَنَّ أَبَا أُيُوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا.

৪৪১৪. আবু আইয়ুব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বিদায় হাজ্জে (মুয়দালিফায়) মাগরিব ও ঈশার সলাত এক সঙ্গে আদায় করেছেন। [১৬৭৪] (আ.প্র. ৪০৬৬, ই.ফা. ৪০৬৯)

৭৯/৬৬. بَابُ عَزْوَةِ تَبُوكَ وَهِيَ عَزْوَةُ الْعُسْرَةِ.

৬৪/৭৯. অধ্যায়: তাবুক-এর যুদ্ধ-আর তা হল কষ্টকর যুদ্ধ।

৮৫ সফরের অবস্থায় দু' ওয়াজের সলাত আদায় করলে কসর সহ করতে হবে। মুকীম অবস্থায় বৃষ্টি বাদল, যে কোন শংকা, কিংবা অসুবিধা সৃষ্টিকারী কারণে দু' ওয়াজের সলাতকে জমা করে আদায় করলে সলাতের রাক'আত সংখ্যা পূর্ণ আদায় করতে হবে। প্রমাণ : **ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانًا حَيْمًا وَسِتْمَا حَيْمًا :**

ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আদ্বাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে আট রাক'আত একত্রে (যুহর ও আসরের) এবং সাত রাক'আত একত্রে (মাগরিব-ইশার) সলাত আদায় করেছি। (বুখারী পর্ব ১৯ : ৩০ হাঃ ১১৭৪, মুসলিম হাঃ , লুলু ওয়াল মারজান হাদীস নং ৪১১)

৮৬ একটি যাত্রীদল সিরিয়া হতে এসে জানালো যে, রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস মাদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আরবের নহম, জুযাম, আমিলাহ, গাসসান প্রভৃতি খৃস্টান গোত্রগুলি তাদের সাথে মিলিত হয়েছে। মুতা যুদ্ধে হিরাক্লিয়াসের অধীনস্থ শাসনকর্তার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণই যেন এই অভিযানে উদ্দেশ্য ছিল।

৬৪১০. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ الْخُلَانَ لَهُمْ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَأَقْفُهُ وَهُوَ غَضَبَانُ وَلَا أَشْعُرُ وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنَعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ مَخَافَةٍ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي أَيُّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعَرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوْلَاءٍ فَارْكَبُوهُنَّ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوْلَاءٍ وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيَ بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالََةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْظُنُوا أَيُّ حَدَثُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدِّقٌ وَلْتَفَعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ فَانْطَلِقْ أَبُو مُوسَى يَنْفِرُ مِنْهُمْ حَتَّى أَتُوا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدَ فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثْتَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى.

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন যে, এই আক্রমণমুখী শত্রু বাহিনী আরবের নিজস্ব যমীনে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে যাতে দেশে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় বাধা সৃষ্টি না হয়। এই মুকাবলা এমন সম্রাটের বিরুদ্ধে ছিল, যে সে সময় অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তা ছিল এবং যে বাহিনী তখনই ইরান সাম্রাজ্যকে পদানত করে ফেলেছিল।

মুসলিমদের অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন ও রসদাদির অত্যন্ত অভাব ছিল। তার উপর রৌদ্র ও গ্রীষ্মের ছিল ভীষণ প্রকোপ। মাদীনায় ফল পেতে গিয়েছিল। সুতরাং তখন ছিল ফল খাওয়া ও ছায়ায় বসে থাকার দিন।

রসূল (ﷺ) রসদ সংগ্রহের জন্য যে সাধারণ চাঁদার তহবিল খুললেন, তাতে 'উসমান (رضي الله عنه) ৯০০ উট, ১০০ ঘোড়া, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন, তাকে মুজহেযু জায়শিল উসরাহ অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত ও ক্ষুধার্ত সেনাবাহিনীর রসদ প্রস্তুতকারী উপাধি দেয়া হলো। 'আবদুর রহমান বিন 'আওফ দিলেন চল্লিশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা। 'উমার ফারুক (رضي الله عنه) দিলেন সমস্ত গৃহের অর্ধেক যা কয়েক হাজার মুদ্রা ছিল। আবু বাক্বর (رضي الله عنه) যা কিছু আনলেন তা মূল্যের দিক দিয়ে নিত্য কম হলেও জানা গেল তিনি বাড়িতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মহব্বত ছাড়া আর কিছুই রেখে আসেননি। আবু উফায়েল আনসারী (رضي الله عنه) সারা রাত ধরে একটি জমিতে পানি দিয়ে চার সের খেজুর পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়েছিলেন তা থেকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জন্য দুই সের রেখে বাকী দই সের দিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, খেজুরগুলোকে সমস্ত মাল ও রসদের উপর ছিটিয়ে দাও। প্রায় ৮২জন লোক যারা টালবাহানা করে বাড়িতে রয়ে গিয়েছিল, প্রসিদ্ধ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনু 'উবাই ইবনু সালুল ঐ লোকগুলোকে এ কথা বলে শান্ত করেছিল যে, মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তার সঙ্গী সাথীরা আর মাদীনাহতে ফিরে আসতে পারবে না। রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাদেরকে বন্দী করে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিলে।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) ত্রিশ হাজারের একটি বাহিনী নিয়ে আবু বক্বর অভিযুখে যাত্রা করলেন। সেনাবাহিনীতে যানবাহনের স্বল্পতা ছিল, ১৮ জন লোকের জন্য একটি উট নির্ধারিত ছিল। রসদপত্র না থাকার কারণে অধিকাংশ জায়গায় গাছের পাতা খেতে হয়। ফলে ঠোঁটে ক্ষত হয়ে যায়। কোন কোন জায়গায় পানি পাওয়াই যাইনি। এক্ষেত্রে উট যবহ করে তার পাকস্থলির পানি পান করা হয়। অসীম সহনশীলতা ও ধৈর্যের সাথে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে তাবুক পৌঁছে যান। তথায় নাবী (ﷺ) এক মাস অবস্থান করেন। সিরিয়াবাসীর উপর এটার এমন প্রভাব পড়ে যে, তারা ঐ সমস্ত আরবের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে এবং আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগ নাবী (ﷺ)-এর ইনতিকালের পরবর্তী সময়ে ঠিক করে। (রহমাতুল লিল 'আলামীন)

৪৪১৫. আবু মূসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথীরা আমাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে পাঠালেন তাদের জন্য পশুবাহন চাওয়ার জন্য। কারণ তাঁরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে কষ্টের যুদ্ধ অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। অনন্তর আমি এসে বললাম, হে আল্লাহর নাবী! আমার সাথীরা আমাকে আপনার কাছে এজন্য পাঠিয়েছেন যে, আপনি যেন তাদের জন্য পশুবাহনের ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য কোন সওয়ারীর ব্যবস্থা করতে পারব না। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি রাগান্বিত। (কিন্তু কী কারণে তিনি রাগান্বিত) তা বুঝলাম না। আর আমি নাবী (ﷺ)-এর পশুবাহন না দেয়ার কারণে দুঃখিত মনে ফিরে আসি। আবার এ ভয়ও ছিল যে, নাবী (ﷺ) না আমার উপরই অসন্তুষ্ট হন। তাই আমি সাথীদের কাছে ফিরে যাই এবং নাবী (ﷺ) যা বলেছেন তা আমি তাদের জানাই। অল্পক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম যে, বিলাল (رضي الله عنه) ডাকছেন : 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স কোথায়? তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আপনাকে ডাকছেন, আপনি হাজির হোন। আমি যখন তাঁর কাছে হাজির হলাম তখন তিনি বললেন, এই জোড়া এবং ঐ জোড়া এমনি ছয়টি উটনী যা সা'দ থেকে ক্রয় করা হয়েছে, তা গ্রহণ কর এবং সেগুলো তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে যাও এবং বল যে, আল্লাহ তা'আলা (রাবীর সন্দেহ) অথবা বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এগুলো তোমাদের যানবাহনের জন্য ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা এগুলোর উপর আরোহণ কর। যাতে তোমরা এমন ধারণা না কর যে, নাবী (ﷺ) যা বলেননি আমি তা তোমাদের বর্ণনা করেছি। তখন তারা আমাকে বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি আমাদের কাছে সত্যবাদী বলে পরিচিত। তবুও আপনি যা চান, আমরা অবশ্য করব। অনন্তর আবু মূসা (رضي الله عنه) তাদের মধ্যকার একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন এবং যারা রসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক অপারগতা প্রকাশ এবং পরে তাদেরকে দেয়ার কথা শুনেছিলেন, তাদের কাছে আসেন। তখন তারা সেরূপ কথাই বর্ণনা করলেন যেমন আবু মূসা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছিলেন। [৩১৩৩] (আ.প্র. ৪০৬৭, ই.ফা. ৪০৭০)

٤٤١٦. حدثنا مسددٌ حدثنا يحيى عن شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ مِصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ أُتَخَلَّفُنِي فِي الصَّبِيَّانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ مِصْعَبًا.

৪৪১৬. মুস'আব ইবনু সা'দ তাঁর পিতা (আবু ওয়াক্কাস) (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবুক যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হন। আর 'আলী (رضي الله عنه) কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন। 'আলী (رضي الله عنه) বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও মহিলাদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন। নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি কি এ কথায় রাযী নও যে, তুমি আমার কাছে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হারুন যে মর্যাদায় মূসার কাছে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, [হারুন (رضي الله عنه) নাবী ছিলেন আর] আমার পরে কোন নাবী নেই। [৩৭০৬; মুসলিম ৪৪/৪, হাঃ ২৪০৪]

আবু দাউদ (রহ.) বলেন, শু'বাহ (রহ.) আমাকে হাকাম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন; আমি মুসআব (রহ.) থেকে শুনেছি। (আ.প্র. ৪০৬৮, ই.ফা. ৪০৭১)

٤٤١٧. حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَزْرُوتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعُسْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْلى يَقُولُ تِلْكَ

الْعَزْوَةُ أَوْتَىٰ أَعْمَالِي عِنْدِي قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلىٰ فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَصَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرَ قَالَ عَطَاءٌ فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَنَّهُمَا عَصَّ الْآخَرَ فَتَسَيَّبَتْهُ قَالَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاصِ فَانْتَزَعَ إِحْدَىٰ ثِيْبَيْهِ فَآتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثِيْبَيْتَهُ قَالَ عَطَاءٌ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَيْدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضُمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحَلَّ بِقَضْمِهَا.

৪৪১৭. সফওয়ান-এর পিতা ইয়ালা ইবনু 'উমাইয়াহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে কষ্টের (তাবূকের) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ইয়া'লা বলতেন যে, উক্ত যুদ্ধ আমার কাছে নির্ভরযোগ্য 'আমালের অন্যতম বলে বিবেচিত হত। 'আত্বা (রহ.) বলেন যে, সাফওয়ান বলেছেন, ইয়া'লা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, আমার একজন দিনমজুর চাকর ছিল, সে একবার এক ব্যক্তির সঙ্গে বগড়ায় লিগু হল এবং এক পর্যায়ে একজন অন্যজনের হাত দাঁত দ্বারা কেটে ফেলল। 'আত্বা (رضي الله عنه) বলেন, আমাকে সাফওয়ান (রহ.) জানান যে, উভয়ের মধ্যে কে কার হাত দাঁত দ্বারা কেটে ছিল তার নাম আমি ভুলে গেছি। রাবী বলেন, আহত ব্যক্তি আহতকারীর মুখ থেকে নিজ হাত বের করার পর দেখা গেল, তার সম্মুখের একটি দাঁত উপড়ে গেছে। তারপর দু'জন নাবী (رضي الله عنه)-এর সমীপে আসল। তখন নাবী (رضي الله عنه) তার দাঁতের ক্ষতিপূরণের দাবি নাকোচ করে দিলেন। 'আত্বা বলেন যে, আমার ধারণা যে, বর্ণনাকারী এ কথাও বলেছেন যে, নাবী (رضي الله عنه) বলেন, তবে কি সে তার হাত তোমার মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দিবে? যেমন উটের মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়? [১৮৪৭] (আ.প্র. ৪০৬৯, ই.ফা. ৪০৭২)

৮০/৬৬. بَابُ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :

৬৪/৮০. অধ্যায়: কা'ব ইবনু মালিকের ঘটনা এবং মহামহিম আল্লাহর বাণী :

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾

এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও যাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। (সূরাহ আততওবাহ ৯/১১৮)

৬৬/৮০. حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ أَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَزْوَةِ عَزَاهَا إِلَّا فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي عَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عَيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّىٰ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَىٰ غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاقَفْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدٌ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرُ فِي السَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبْرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَىٰ وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْعَزَاةِ وَاللَّهُ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّىٰ جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْعَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عَزْوَةَ إِلَّا وَرَىٰ بِغَيْرِهَا حَتَّىٰ كَانَتْ

تلك الغزوة غزاها رسول الله ﷺ في حَرِّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَقَارًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الدِّيَوَانَ

قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحَيَّ اللَّهُ وَعَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتْ الَّتِي مَارُ وَالظَّلَالُ وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِئَتْ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعْ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَارِي شَيْئًا فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَحْلِفُهُمْ فَعَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ عَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْجُلَ فَأَذْرَكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ فَلَمْ يَقْدِرْ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَتْنِي أَيْ لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ التَّفَاقُ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَدَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعْبٌ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عَظْفِهِ فَقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَبْيِي وَطَفِئْتُ أَنْذَكُرُ الْكُذِبَ وَأَقُولُ بِمَاذَا أَخْرَجُ مِنْ سَخِطِهِ عَدَاً وَاسْتَعْنَتْ عَلَيَّ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاخَ عَيْتِي الْبَاطِلَ وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرُكُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخْلَفُونَ فَطَفِئُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَخْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضِعَّةٍ وَتَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَعْفَرَ لَهُمْ وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فَجِئْتُ أُمِّي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَقَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ بَلَى إِنَّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ عَمْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخِطِهِ بَعْدِي وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلِكَيْتِي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَيْتِي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسَخِطَكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَحْدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنَّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عَذْرِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرُ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْتُ حَتَّى يَقْضِي اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَنَارَ رِجَالٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ

فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَدَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَدَرَ إِلَيْهِ الْمُتَحَلِّفُونَ قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبِكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤْتُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيْتُ هَذَا مَعِيَ أَحَدٌ قَالُوا نَعَمْ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ فَقُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوا مَرَارَةُ بِنْتُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيَّةُ وَهَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسُوءَ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنِ كَلَامِنَا أَنِّيهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبْنَا النَّاسَ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَتَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ

فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكْنَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجَلَّهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلِمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بَرَدَ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا ثُمَّ أَصِلِّي قَرِيبًا مِنْهُ فَأَسَارِفُهُ النَّظْرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ وَإِذَا التَّفْتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعَلَّمْتَنِي أَحَبُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَتَشَدُّهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَتَشَدُّهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أُمَشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبْطِي مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِيمٌ بِالطَّعَامِ بَيْنَعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ عَسَانَ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضِيعَةٍ فَالْحَقُّ بِنَا نُؤَاسِكَ

فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّوَرَّ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ أَمْرَاتِكَ فَقُلْتُ أَطْلِقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلْ اغْتَرِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلْ إِلَى صَاحِبِي مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكَ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَالَ كَعْبُ فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدَمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُكَ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا آذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدَمَهُ فَقُلْتُ

وَاللّٰهُ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْنِيْ مَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتّٰى كَمَلْتُ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَاَنَا عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عَلٰى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللّٰهُ قَدْ ضَاعَتْ عَلَيَّ نَفْسِيْ وَضَاعَتْ عَلَيَّ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِيْخٍ اَوْفَى عَلٰى جَبَلٍ سَلَجَ بِاَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بَنَ مَالِكِ ابْنِ اُبَيْشَرَ

قَالَ فَخَرَزْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ اَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَاَدَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبِيْ مُبَشِّرُوْنَ وَرَكَضَ اِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاجٍ مِنْ اَسْلَمَ فَاَوْفَى عَلٰى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ اَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي تَرَعْتُ لَهُ تَوْبِي فَكَسَوْتُهُ اِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ وَاللّٰهُ مَا اَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمِيْدٍ وَاسْتَعْرْتُ تَوْبِيْنَ فَلَبِسْتُهُمَا وَاَنْطَلَقْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يَهْتَوِيْنَ بِالتَّوْبَةِ يَقُوْلُوْنَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ قَالَ كَعْبُ حَتّٰى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ اِلَيَّ طَلْحَةَ بَنُ عَبِيْدِ اللّٰهِ يَهْرُوْلُ حَتّٰى صَافَحَنِي وَهَاتَانِي وَاللّٰهُ مَا قَامَ اِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرَهُ وَلَا اَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ اُبَيْشَرَ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَّرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدْتِكَ اُمُّكَ قَالَ قُلْتُ اَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ قَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَانَتْ قِطْعَةٌ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبِي اَنْ اَتَخَلَّجَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَاِنِّيْ اُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّمَا نَحْنُ بِالصِّدْقِ وَاِنَّ مِنْ تَوْبِي اَنْ لَا اُحَدِّثَ اِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ فَوَاللّٰهِ مَا اَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَبْلَاةُ اللّٰهِ فِي صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ مِمَّا اَبْلَانِيْ مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى يَوْمِيْ هَذَا كَذِبًا وَاِنِّيْ لَارْجُوْ اَنْ يَحْفَظَنِي اللّٰهُ فَيَمَّا بَقِيْتُ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلٰى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ اِلَى قَوْلِهِ ﴿وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ فَوَاللّٰهُ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ اَنْ هَدَانِيْ لِاِسْلَامِ اَعْظَمَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِيْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَا اَكُوْنَ كَذْبَتُهُ فَاَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِلَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ اَنْزَلَ الْوَحْيِ سَمًّا مَا قَالَ لِاَحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ﴿سَيَخْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا اِنْقَلَبْتُمْ﴾ اِلَى قَوْلِهِ ﴿فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ﴾ قَالَ كَعْبُ وَكُنَّا نَحْلِفُنَا اَيُّهَا التَّلَاثَةُ عَنْ اَمْرِ اَزْلِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَلَفُوْا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَعْفَرَ لَهُمْ وَاَرْجَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْرَنَا حَتّٰى قَضٰى اللّٰهُ فِيْهِ فَبَدَلِكَ قَالَ اللّٰهُ

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا﴾ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِفْنَا عَنِ الْعَزْوِ إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ إِنَّا نَا وَإِرْجَاؤُهُ
أَمْرًا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ.

৪৪১৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। কা'ব (رضي الله عنه) অন্ধ হয়ে গেলে তাঁর সন্তানের মধ্য থেকে যিনি তাঁর সাহায্যকারী ও পথপ্রদর্শনকারী ছিলেন, তিনি ('আবদুল্লাহ) বলেন, আমি কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি, যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে তিনি পশ্চাতে থেকে যান তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে তাবুক যুদ্ধ ব্যতীত আমি আর কোন যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকিনি। তবে আমি বাদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ থেকে যারা পেছনে পড়ে গেছেন, তাদের কাউকে ভৎসনা করা হয়নি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) কেবল কুরাইশ দলের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এবং তাঁদের শত্রু বাহিনীর মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত করেন। আর আকাবার রাতে যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের থেকে ইসলামের উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ফলে বাদর প্রান্তরে উপস্থিত হওয়াকে আমি প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করিনি। যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা লোকেদের মধ্যে বাদরের ঘটনা বেশী মশহুর ছিল। আর আমার অবস্থার বিবরণ এই-তাবুক যুদ্ধ থেকে আমি যখন পেছনে থাকি তখন আমি এত অধিক সুস্থ, শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম যে আল্লাহর কসম! আমার কাছে কখনো ইতোপূর্বে কোন যুদ্ধে একই সঙ্গে দু'টো যানবাহন জোগাড় করা সম্ভব হয়নি, যা আমি এ যুদ্ধের সময় জোগাড় করেছিলাম। আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, বাহ্যত তার বিপরীত দেখাতেন। এ যুদ্ধ ছিল ভীষণ উত্তাপের সময়, অতি দূরের যাত্রা, বিশাল মরুভূমি এবং বহু শত্রুসেনার মোকাবালা করার। কাজেই রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ অভিযানের অবস্থা এবং কোন এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করতে যাবেন তাও মুসলিমদের কাছে প্রকাশ করে দেন যাতে তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামান জোগাড় করতে পারে। এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে মুসলিমের সংখ্যা অনেক ছিল এবং তাদের সংখ্যা কোন নথিপত্রেও হিসেব করে রাখা হতো না।

কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, যার ফলে যে কোন লোক যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা করলে তা সহজেই করতে পারত এবং ওয়াহী মারফত এ খবর না জানানো পর্যন্ত তা সংগোপন থাকবে বলে সে ধারণা করত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময় যখন ফল-মূল পাকার ও গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার সময় ছিল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিম বাহিনী অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেন। আমিও প্রতি সকালে তাঁদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। মনে মনে ধারণা করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছা পারব। এই দোটানায় আমার সময় কেটে যেতে লাগল। এদিকে অন্য লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। ইতোমধ্যে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর সাথী মুসলিমগণ রওয়ানা করলেন অথচ আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, এক দু'দিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে পরে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মিলব। এভাবে আমি প্রতিদিন বাঁড়ি হতে প্রস্তুতি নেয়ার উদ্দেশ্যে বের হই, কিন্তু কিছু না করেই ফিরে আসি। আবার বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। ইত্যবসরে বাহিনী অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল। আর আমি রওয়ানা করে তাদের সঙ্গে রাস্তায় মিলিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলাম। আফসোস যদি আমি তাই করতাম! কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) রওয়ানা হওয়ার পর আমি লোকেদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে বিচরণ করতাম। এ কথা আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মাদীনাহয়) মুনার্ফিক এবং দুর্বল ও অক্ষম লোক ব্যতীত অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। এদিকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবুক পৌঁছার আগে পর্যন্ত আমার

ব্যাপারে আলোচনা করেননি। অন্তর তাবুকে এ কথা তিনি লোকেদের মাঝে বসে জিজ্ঞেস করে বসলেন, কা'ব কী করল?

বানু সালামাহ গোত্রের এক লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! তার ধন-সম্পদ ও অহঙ্কার তাকে আসতে দেয়নি। এ কথা শুনে মু'আয ইবনু জাবাল (رضي الله عنه) বললেন, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আল্লাহর কসম, আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি বলে জানি। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) নীরব রইলেন। কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) বলেন, আমি যখন জানতে পারলাম যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনাহ মুনাওয়রায় ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তিত হয়ে গেলাম এবং মিথ্যা ওজুহাত খুঁজতে থাকলাম। মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব যাতে করে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ক্রোধকে ঠাণ্ডা করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারস্থ জ্ঞানীগুণীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হল যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনাহয় এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা দূর হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, এমন কোন উপায়ে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার লেশ থাকে। অতএব আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, আমি সত্য কথাই বলব। রসূলুল্লাহ (ﷺ) সকাল বেলায় মাদীনাহয় প্রবেশ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মাসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত সলাত আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। যখন নাবী (ﷺ) এরূপ করলেন, তখন যারা পশ্চাদপদ ছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে এসে শপথ করে করে অপারগতা ও আপত্তি পেশ করতে লাগল। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বাহ্যত তাদের ওয়র-আপত্তি গ্রহণ করলেন, তাদের বাই'আত করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহর হাওয়ালার করে দিলেন। [কা'ব (رضي الله عنه) বলেন] আমিও এরপর নাবী (ﷺ)-এর সামনে হাজির হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, এসো। আমি সে মতো এগিয়ে গিয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহর কসম! এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ব্যতীত দুনিয়ার অন্য কোন ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অসন্তুষ্টিকে ওয়র-আপত্তি পেশের মাধ্যমে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতাম। আর আমি তর্কে পটু। কিন্তু আল্লাহর কসম আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার অবশ্যই আশা করি। না, আল্লাহর কসম, আমার কোন ওয়র ছিল না। আল্লাহর কসম! সেই যুদ্ধে আপনার সঙ্গে না যাওয়ার সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিনে না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা করে দেন। তাই আমি উঠে চলে গেলাম। তখন বানী সালিমার কতিপয় লোক আমার অনুসরণ করল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহর কসম! তুমি ইতোপূর্বে কোন পাপ করেছ বলে আমাদের জানা নেই; তুমি (তাবুক যুদ্ধে) অংশগ্রহণ হতে বিরত অন্যান্যদের মতো রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে একটি ওয়র পেশ করে দিতে পারতে না? আর তোমার এ অপরাধের কারণে তোমার জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট ছিল। আল্লাহর কসম! তারা আমাকে বারবার কঠিনভাবে ভৎসনা করতে থাকে। ফলে আমি পূর্ব স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে গিয়ে মিথ্যা বলার বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করতে থাকি। এরপর আমি তাদের বললাম, আমার মতো এ কাজ আর কেউ করেছে কি? তারা জওয়াব দিল, হ্যাঁ, আরও দু'জন তোমার মতো বলেছে এবং তাদের ব্যাপারেও তোমার মতো একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কে কে? তারা বলল, একজন মুরারা ইবনু রবী আমরী এবং অপরজন হলেন, হিলাল ইবনু 'উমাইয়াহ ওয়াকিফী। এরপর তারা আমাকে জানালো যে, তারা উভয়ে উত্তম মানুষ এবং তারা বাদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেজন্য দু'জনেই আদর্শস্থানীয়। যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি পূর্ব মতের উপর অটল রইলাম এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মধ্যকার যে তিনজন তাবুকে অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলতে মুসলিমদের নিষেধ করে দিলেন। তদনুসারে মুসলিমরা আমাদের এড়িয়ে চলল। আমাদের প্রতি তাদের আচরণ বদলে ফেলল। এমনকি এ দেশ যেন আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল।

এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম। আমার অপর দু'জন সাথী তো সংকটে ও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হলেন। তারা নিজেদের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকেন। আর আমি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম তাই বাইরে বের হতাম, মুসলিমদের জামা'আতে সলাত আদায় করতাম, বাজারে চলাফেরা করতাম কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। যখন তিনি সলাত শেষে মজলিসে বসতেন তখন আমি মনে মনে বলতাম ও লক্ষ্য করতাম, তিনি আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁটদ্বয় নেড়েছেন কি না। তারপর আমি তাঁর কাছাকাছি জায়গায় সলাত আদায় করতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দেখতাম যে, আমি যখন সলাতে মগ্ন হতাম তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে আমার প্রতি মানুষদের কঠোরতা ও এড়িয়ে চলা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। একদা আমি আমার চাচাত ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবু ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه)-এর বাগানের প্রাচীর টপকে ঢুকে পড়ে তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর কসম তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। আমি তখন বললাম, হে আবু ক্বাতাদাহ! আপনাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-কে ভালবাসি? তখন তিনি নীরবতা পালন করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি এবারও কোন জবাব দিলেন না। আমি আবাবো তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-ই ভাল জানেন। তখন আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। আমি আবাব প্রাচীর টপকে ফিরে এলাম। কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, একদা আমি মাদীনাহর বাজারে হাঁটছিলাম। তখন সিরিয়ার এক বণিক যে মাদীনাহর বাজারে খাদদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল, সে বলছে, আমাকে কা'ব ইবনু মালিককে কেউ পরিচয় করে দিতে পারে কি? তখন লোকেরা তাকে আমার প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দিল। তখন সে এসে গাস্‌সানি বাদশার একটি পত্র আমার কাছে হস্তান্তর করল। তাতে লেখা ছিল, পর সমাচার এই, আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সাথী আপনার প্রতি যুল্ম করেছে। আর আল্লাহ আপনাকে মর্যাদাহীন ও নিরাশ্রয় সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের দেশে চলে আসুন, আমরা আপনার সাহায্য-সহানুভূতি করব।

আমি যখন এ পত্র পড়লাম তখন আমি বললাম, এটাও আর একটি পরীক্ষা। তখন আমি চুলা খুঁজে তার মধ্যে পত্রটি নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম। এ সময় পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে এক সংবাদবাহক^{৮৭} আমার কাছে এসে বলল, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে পৃথক থাকবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু করব? তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না বরং

^{৮৭} খুযাইমাহ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه)।

তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। আমার অপর দু'জন সঙ্গীর প্রতি একই আদেশ পৌঁছালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালায়ে চলে যাও। আমার সম্পর্কে আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি সেখানে থাক। কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল ইবনু উমাইয়্যার স্ত্রী রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয় করল, হে আল্লাহর রসূল! হিলাল ইবনু উমাইয়্যা অতি বুদ্ধ, এমন বুদ্ধ যে, তাঁর কোন খাদিম নেই। আমি তাঁর খেদমত করি, এটা কি আপনি অপছন্দ করেন? নাবী (ﷺ) বললেন, না, তবে সে তোমার বিছানায় আসতে পারবে না। সে বলল, আল্লাহর কসম! এ সম্পর্কে তার কোন অনুভূতিই নেই। আল্লাহর কসম! তিনি এ নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে সর্বদা কান্নাকাটি করছেন। [কা'ব (رضي الله عنه) বলেন] আমার পরিবারের কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে অনুমতি চাইতেন যেমন রসূলুল্লাহ (ﷺ) হিলাল ইবনু উমাইয়্যার স্ত্রীকে তার (স্বামীর) খিদমাত করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি কখনো তার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে অনুমতি চাইব না। আমি যদি তার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুমতি চাই তবে তিনি কী বলেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো নিজেই আমার খিদমতে সক্ষম। এরপর আরও দশরাত কাটলাম। এভাবে নাবী (ﷺ) যখন থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করেন তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হল। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত শেষে ফাজরের সলাত আদায় করলাম এবং আমাদের এক ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যে অবস্থার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন। আমার জান-প্রাণ দুর্বিষহ এবং গোটা জগৎটা যেন আমার জন্য প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় শুনে পেলাম এক চীৎকারকারীর^{৮৮} চীৎকার। সে সালা পর্বতের উপর চড়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে, হে কা'ব ইবনু মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, এ শব্দ আমার কানে পৌঁছামাত্র আমি সাজদাহয় পড়ে গেলাম। আর আমি বুঝলাম যে, আমার সুদিন ও খুশীর খবর এসেছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) ফাজরের সলাত আদায়ের পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদ্বয়ের কাছে সুসংবাদ দিতে থাকে এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্বারোহী^{৮৯} আমার কাছে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি^{৯০} দ্রুত আগমন করে পর্বতের উপর আরোহণ করতঃ চীৎকার দিতে থাকে। তার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষাও দ্রুত পৌঁছল। যার শব্দ আমি শুনেছিলাম সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, তখন আমাকে সুসংবাদ প্রদান করার গুরুত্বপূর্ণ স্বরূপ আমার নিজের পরনের কাপড় দু'টো খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর শপথ সে সময় ঐ দু'টো কাপড় ব্যতীত আমার কাছে আর কোন কাপড় ছিল না। ফলে আমি দু'টো কাপড় ধার করে পরিধান করলাম এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসলে লাগল। তারা তওবা কবুলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমাকে মুবারকবাদ যে আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, অবশেষে আমি মাসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুর্পার্শ্বে জনতার

^{৮৮} ওয়াকিদীর মতে তিনি ছিলেন আবু বাকর (رضي الله عنه)।

^{৮৯} এ অশ্বারোহী ছিলেন যুবায়র ইবনুল আওয়াস (رضي الله عنه)।

^{৯০} হামযাহ ইবনু 'আমর আল আসলামী (رضي الله عنه)।

সমাবেশ ছিল। তুলহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ (رضي الله عنه) দ্রুত উঠে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম! তিনি ব্যতীত আর কোন মুহাজির আমার জন্য দাঁড়াননি। আমি তুলহার ব্যবহার ভুলতে পারব না। কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, এরপর আমি যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে ঝকঝক করছিল। তিনি আমাকে বললেন, তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যতদিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। কা'ব বলেন, আমি আরয় করলাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা এত উজ্জ্বল ও ঝলমলে হত যেন পূর্ণিমার চাঁদের ফালি। এতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি বুঝতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম তখন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর পথে দান করতে চাই। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমার কিছু মাল তোমার কাছে রেখে দাও। তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, খাইবারে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখলাম। আমি আরয় করলাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আল্লাহ তা'আলা সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তওবা কবুলের নিদর্শন ঠিক রাখতে আমার বাকী জীবনে সত্যই বলব। আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানা মতে কোন মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে এরূপ নিয়ামত আল্লাহ দান করেননি যে নিয়ামত আমাকে দান করেছেন। [কা'ব (رضي الله عنه) বলেন] যেদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্মুখে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকী জীবনও আল্লাহ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ করেন لَقَدْ نَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ অর্থাৎ আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নাবী (ﷺ)-এর প্রতি এবং মুহাজিরদের প্রতি এবং তোমরা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও- (সূরাহ আততওবাহ ৯/১১৭-১১৭)। [কা'ব (رضي الله عنه) বলেন] আল্লাহর শপথ! ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার উপর এত উৎকৃষ্ট নিয়ামত আল্লাহ প্রদান করেননি যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হল রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আমার সত্য বলা ও তাঁর সঙ্গে মিথ্যা না বলা, যদি মিথ্যা বলতাম তবে মিথ্যাচারীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেই মিথ্যাচারীদের সম্পর্কে যখন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে তখন জঘন্য অন্তরের সেই লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহর শপথ করবে আল্লাহ সত্যবাদি সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না- (সূরাহ আততওবাহ ৯/৯৫-৯৬)। কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, আমাদের তিনজনের তওবা কবুল করতে বিলম্ব করা হয়েছে-যাদের তওবা রসূলুল্লাহ (ﷺ) কবুল করেছেন যখন তাঁরা তার কাছে শপথ করেছে, তিনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করেছেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্থগিত রেখেছেন। এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ বলেন- সেই তিনজনের প্রতিও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল- (সূরাহ আততওবাহ

৯/১১৮)। কুরআনের এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি যারা তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছনে ছিল ও মিথ্যা কসম করে ওয়র-আপত্তি জানিয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও তা গ্রহণ করেছিলেন। বরং এই আয়াতে তাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে আমরা যারা পেছনে ছিলাম এবং যাদের প্রতি সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। [২৭৫৭; মুসলিম ৪৯/৯, হাঃ ২৭৬৯, আহমাদ ১৫৭৭০। (আ.প্র. ৪০৭০, ই.ফা. ৪০৭৩)

৪১/৬৬. بَابُ نُزُولِ النَّبِيِّ ﷺ الْحِجْرَ.

৬৪/৮১. অধ্যায়: হিজর^{৯১} বস্তিতে নাবী (ﷺ)-এর অবতরণ।

৪১১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَارَ الْوَادِي.

৪৪১৯. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী (ﷺ) (সামুদ গোত্রের) হিজর বস্তি অতিক্রম করেন, তখন তিনি বললেন, যারা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করেছিল তাদের আবাসস্থলে কান্নাকাটি ব্যতীত প্রবেশ কর না যাতে তোমাদের প্রতি শাস্তি নিপতিত না হয় যা তাদের প্রতি নিপতিত হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করলেন এবং অতি দ্রুতবেগে চলে উক্ত উপত্যকা অতিক্রম করলেন। [৪৩৩,] (আ.প্র. ৪০৭১, ই.ফা. ৪০৭৪)

৪১২০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.

৪৪২০. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) হিজর নামক স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁর সঙ্গীদের বললেন, তোমরা ঐ শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে কান্নাকাটি ছাড়া প্রবেশ কর না-যাতে তোমাদের উপরও সেরূপ বিপদ আপতিত না হয় যা তাদের উপর আপতিত হয়েছিল। [৪৩৩] (আ.প্র. ৪০৭২, ই.ফা. ৪০৭৫)

৪২/৬৬. بَابُ :

৬৪/৮২. অধ্যায়:

৪১২১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنِ أَبِيهِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقُمْتُ

৯১ সামুদ ও সালিহ ('আ.)-এর জাতির আবাসস্থল। মাদীনাহ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী ওয়াডিউল কুরার নিকটবর্তী একটি স্থান। সহীহুল বুখারী ৪৩৩, ৩৩৭৯, ৩৩৮০, ৩৩৮১, ৪৪২০ ও ৪৭০২ নং হাদীসে এতদসংক্রান্ত বর্ণনাগুলো পাওয়া যায়।

أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُ الْحَبَّةِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى حُقْفَتَيْهِ.

৪৪২১. মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) কোন প্রয়োজনে বাহিরে গেলেন। (ফিরে এলে) আমি দাঁড়িয়ে তাঁর পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। স্থানটি আমার স্মরণ নেই। তবে তা ছিল তাবুক যুদ্ধের সময়কার। এরপর তিনি তাঁর চেহারা ধৌত করলেন এবং তাঁর বাহুদ্বয় ধৌত করতে গেলে দেখা গেল যে, তাঁর জামার আন্তিন আঁটসাঁট। তখন তিনি দুই বাহুকে জামার ভিতর থেকে বের করে আনলেন এবং তা ধৌত করলেন। তারপর তিনি তাঁর দুই মোজার উপর মাসাহ করলেন। [১৮২] (আ.প্র. ৪০৭৩, ই.ফা. ৪০৭৬)

৪৪২২. আবু হুমায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মাদীনাহর নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন, এই ত্বাবাহু২ (পবিত্র) এবং এই উহুদ পর্বত আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি। [১৪৮১] (আ.প্র. ৪০৭৪, ই.ফা. ৪০৭৭)

৪৪২৩. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে মাদীনাহর নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বললেন, মাদীনাহতে এমন সম্প্রদায় রয়েছে যে তোমরা এমন কোন দূরপথ ভ্রমণ করনি এবং এমন কোন উপত্যকা অতিক্রম করনি যেখানে তারা তোমাদের সঙ্গে ছিল না। সহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা তো মাদীনাহতে ছিল। তখন তিনি বললেন, তারা মাদীনাহতেই ছিল তবে যথার্থ ওয়র তাদের আটকে রেখেছিল। [২৮৩৮] (আ.প্র. ৪০৭৫, ই.ফা. ৪০৭৮)

৪৪২৩. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে মাদীনাহর নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বললেন, মাদীনাহতে এমন সম্প্রদায় রয়েছে যে তোমরা এমন কোন দূরপথ ভ্রমণ করনি এবং এমন কোন উপত্যকা অতিক্রম করনি যেখানে তারা তোমাদের সঙ্গে ছিল না। সহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা তো মাদীনাহতে ছিল। তখন তিনি বললেন, তারা মাদীনাহতেই ছিল তবে যথার্থ ওয়র তাদের আটকে রেখেছিল। [২৮৩৮] (আ.প্র. ৪০৭৫, ই.ফা. ৪০৭৮)

১৩/৬৫. بَابِ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ.

৬৪/৮৩. অধ্যায়: পারস্যের কিসরা ও রোমের অধিপতি কায়সারের কাছে নাবী (ﷺ)-এর পত্র প্রেরণ।

৪৪২৪. حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح بن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله ﷺ بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن

৯২ মাদীনাহর অপর নাম।

حُدَاةَ السَّهْمِيِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِشْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَرَّقُوا كُلُّ مُمَرَّقٍ.

88২৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ সাহমী (رضي الله عنه)-কে তাঁর পত্রসহ কিসরার নিকট পাঠান। নাবী (ﷺ) তাকে এ নির্দেশ দেন যে, সে যেন পত্রখানা প্রথমে বাহরাইনের শাসকের কাছে দেয় এবং পরে বাহরাইনের শাসক যেন কিসরার হাতে পত্রটি পৌঁছিয়ে দেয়। কিসরা যখন পত্রখানা পড়ল, তখন তা ছিঁড়ে টুকরা করে ফেলল। (রাবী বলেন) আমার যতদূর মনে পড়ে ইবনুল মুসাইয়াব (রহ.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের প্রতি এ বলে বদদু'আ করেন, আল্লাহ তাদেরকেও সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে দিন। [৬৪] (আ.প্র. ৪০৭৬, ই.ফা. ৪০৭৯)

٤٤٢٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحُقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِشْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

88২৫. আবু বাকরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শ্রুত একটি বাণীর দ্বারা আল্লাহ জঙ্গ জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) দিন আমার মহা উপকার করেছেন, যে সময় আমি সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে মিলিত হয়ে জামাল যুদ্ধে শারীক হতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবু বাকরাহ (رضي الله عنه) বলেন, সে বাণীটি হল, যখন নাবী (ﷺ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসী কিসরা কন্যাকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কক্ষণে সফল হবে না স্ত্রীলোক যাদের প্রশাসক হয়। [৭০৯৯] (আ.প্র. ৪০৭৭, ই.ফা. ৪০৮০)

٤٤٢٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ أَذْكَرُ أَيَّنِي خَرَجْتُ مَعَ الْعِلْمَانِ إِلَى تَيْبَةَ الْوَدَاعِ نَتَلَّقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصَّبِيَّانِ.

88২৬. সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এখনও মনে পড়ছে আমি মাদীনাহর ছেলেদের সঙ্গে সানিয়াতুল বিদায়ে নাবী (ﷺ)-কে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলাম। সুফইয়ান (رضي الله عنه)-এর রিওয়ায়াতে غِلْمَانِ স্থলে صِبْيَانِ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। [৩০৮৩] (আ.প্র. ৪০৭৮, ই.ফা. ৪০৮১)

٤٤٢٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيَّ عَنِ السَّائِبِ أَذْكَرُ أَيَّنِي خَرَجْتُ مَعَ الصَّبِيَّانِ نَتَلَّقَى النَّبِيَّ ﷺ إِلَى تَيْبَةَ الْوَدَاعِ مَقْدَمَهُ مِنْ عَزْوَةِ تَبُوكَ.

88২৭. সায়েব (ইবনু ইয়াযীদ) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমার মনে পড়ে যে, সানিয়াতুল বিদায়ে নাবী (ﷺ)-কে স্বাগত জানাতে মাদীনাহর ছেলেদের সঙ্গে গিয়েছিলাম, যখন নাবী (ﷺ) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। [৩০৮৩] (আ.প্র. ৪০৭৯, ই.ফা. ৪০৮২)

৮৬/৮৫. بَاب مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَفَاتِهِ

৬৪/৮৪. অধ্যায়: নাবী (ﷺ)-এর রোগ ও তাঁর ওফাত।

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾

মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আপনিও মরণশীল আর তারাও মরণশীল। অতঃপর কিয়ামাতের দিনে তোমরা উভয় দলই নিজ নিজ মোকাদ্দমা স্বীয় রবের সামনে পেশ করবে। (সূরাহ আয-যুমার ৩৯/৩০-৩১)

৪৬২৮. وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ غُرُوهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ

الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَائِشَةُ مَا أَرَأَى أَجْدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِحَيْثَرٍ فَهَذَا أُرَأَى وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ.

৪৪২৮. ইউনুস (রহ.) যুহরী ও 'উরওয়াহ (রহ.) সূত্রে বলেন, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন, নাবী (ﷺ) যে রোগে ইত্তিকাল করেন সে সময় তিনি বলতেন, হে 'আয়িশাহ! আখি খাইবারে (বিষযুক্ত) যে খাবার খেয়েছিলাম আমি সর্বদা তার যন্ত্রণা অনুভব করছি। আর এখন মনে হচ্ছে সে বিষক্রিয়ার ফলে আমার শিরাগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে। (আ.প্র. অনুচ্ছেদ, ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

৪৬২৯. حَرْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ غُرْفًا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ.

৪৪২৯. উম্মুল ফযল বিনতে হারিস^{৯৩} হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে মাগরিবের সলাতে সূরাহ وَالْمُرْسَلَاتِ غُرْفًا পাঠ করতে শুনেছি। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রুহ কবজ করা পর্যন্ত তিনি আমাদের নিয়ে আর কোন সলাত আদায় করেননি। [৭৬৩] (আ.প্র. ৪০৮০, ই.ফা. ৪০৮৩)

৪৬৩০. حَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءَ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فَقَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَغْلَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا أَغْلَمَ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعَلَّمَ.

৪৪৩০. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-কে তাঁর কাছে বসাতেন।^{৯৪} এতে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (رضي الله عنه) তাঁকে বললেন, আমাদেরও তো ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর বয়সী ছেলেপুলে আছে! তখন 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, সে কেমন মর্যাদার

^{৯৩} 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর স্ত্রী।

^{৯৪} অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও 'আবদুর্রাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাই 'উমার (رضي الله عنه) তাকে তার পাশে বসাতেন।

লোক তা তো আপনারাও জানেন। এরপর 'উমার (رضي الله عنه)' ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)'-কে إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (সূরা মুম্বিন) এই আয়াতের মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, এটা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইস্তি কালের খবর। তখন 'উমার (رضي الله عنه)' বললেন, এ থেকে তুমি যা (অর্থ) বুঝেছ আমিও তাই বুঝেছি। [৩৬২৭] (আ.প্র. ৪০৮১, ই.ফা. ৪০৮৪)

৪৪৩১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْحَمَيْسِ وَمَا يَوْمَ الْحَمَيْسِ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ اثْنَتَيْنِ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَارَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَارُعٍ فَقَالُوا مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَإِنِّي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَسَكَتَ عَنِ الْقَالَةِ أَوْ قَالَ فَتَسَيَّئُهَا.

৪৪৩১. সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)' বললেন, বৃহস্পতিবার! বৃহস্পতিবারের ঘটনা কী? নাবী (ﷺ)-এর রোগ-জ্বালা শ্রবল হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিয়ে যাই যাতে তোমরা এরপর কখনও বিভ্রান্ত না হও। তখন তারা পরস্পর মতভেদ করতে থাকে। অথচ নাবী (ﷺ)-এর সান্নিধ্যে মতভেদ করা শোভনীয় নয়। এরপর কিছু সংখ্যক লোক বললেন, নাবী (ﷺ)-এর অবস্থা কেমন? তিনি কি বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন? তোমরা তাঁর কাছে থেকে বিষয়টি জেনে নাও। এতে তারা নাবী (ﷺ)-এর কাছে ব্যাপারটি আবার উত্থাপন করল। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও, তোমরা যে কাজের দিকে আমাকে ডাকছ তার চেয়ে আমি ভাল অবস্থায় অবস্থান আছি। আর নাবী (ﷺ) তাঁদের তিনটি ওয়াসীয়াত করলেন- (১) আরব উপদ্বীপ^{৯৫} থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করে দিবে, (২) দূতদের সেরূপ সমাদর করবে যেমন আমি করতাম এবং তৃতীয়টি বলা থেকে তিনি চূপ থাকলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তৃতীয়টি আমি ভুলে গেছি। [১১৪] (আ.প্র. ৪০৮২, ই.ফা. ৪০৮৫)

৪৪৩২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رَجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمُّوا أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُومُوا قَالَ عُيَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَاعْطَاهُمْ.

^{৯৫} একদিকে এডেন হতে ইরাক পর্যন্ত অন্যদিকে জেদ্দা হতে সিরিয়া পর্যন্ত আরব উপদ্বীপ বিস্তৃত ছিল।

৪৪৩২. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে এলো এবং ঘরে ছিল লোকের সমাবেশ, তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেই, যেন তোমরা পরবর্তীতে পথভ্রষ্ট না হয়ে যাও। তখন তাদের মধ্যকার কিছুলোক বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রোগ-যন্ত্রণা কঠিন হয়ে গেছে, আর তোমাদের কাছে তো কুরআন মওজুদ আছে। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ ব্যাপারে নাবী (ﷺ)-এর পরিবারের লোকজনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং তারা পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করতে থাকেন। তাদের কেউ বললেন, তোমরা তার নিকট যাও, তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিবেন। যাতে তোমরা তাঁর পরে কোন বিভ্রান্তিতে না পড়। আবার কেউ বললেন অন্য কথা। বাক-বিতণ্ডা ও মতভেদ যখন চরমে পৌছিল, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা উঠে চলে যাও। 'উবাইদুল্লাহ (রহ.) বলেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলতেন, এ ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবীগণের (رضي الله عنهم) জন্য কিছু লিখে দেয়ার ব্যাপারে তাদের মতবিরোধ ও চেষ্টামেচিই মূলত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। [১১৪; মুসলিম ২৫/৫, হাঃ ১৬৩৭, আহমাদ ৪৪৩২] (আ.প্র. ৪০৮৩, ই.ফা. ৪০৮৬)

٤٤٣٢-٤٤٣٤. حدثنا يسر بن صفوان بن جميل اللخمي حدثنا إبراهيم بن سعيد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي ﷺ فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسلنا عن ذلك فقالت سارني النبي ﷺ أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه فبكت ثم سارني فأخبرني أنني أول أهله يتبعه فضحكت.

৪৪৩৩-৪৪৩৪. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মৃত্যু-রোগকালে ফাতিমাহ (رضي الله عنها)-কে ডেকে আনলেন এবং চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন ফাতেমাহ (رضي الله عنها) কেঁদে ফেললেন; এরপর নাবী (ﷺ) পুনরায় তাঁকে ডেকে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন হাসলেন। আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, নাবী (ﷺ) যে রোগে আক্রান্ত আছেন এ রোগেই তাঁর ইস্তিকাল হবে এ কথাই তিনি গোপনে আমাকে বলেছেন। তখন আমি কাঁদলাম। আবার তিনি আমাকে চুপে চুপে বললেন, তাঁর পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, তখন আমি হাসলাম। [৩৬২৩, ৩৬২৪] (আ.প্র. ৪০৮৪, ই.ফা. ৪০৮৭)

٤٤٣٥. حدثنا محمد بن بشر حدثنا عندنا شعبة عن سعيد عن عروة عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخبر بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحمة يقول مع الذين أنعم الله عليهم ﴿الآية فظننت أنه خير.

৪৪৩৫. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ কথা শুনেছিলাম যে, কোন নাবী মারা যান না যতক্ষণ না তাঁকে বলা হয় দুনিয়া বা আখিরাতের একটি বেছে নিতে। যে রোগে নাবী (ﷺ) ইস্তিকাল করেন সে রোগে আমি নাবী (ﷺ)-কে যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় বলতে শুনেছি, তাঁদের সঙ্গে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নি'য়ামাত প্রদান করেছেন- [তাঁরা হলেন- নাবী (ﷺ)-গণ, সিদ্দীকগণ এবং শাহীদগণ] (সূরাহ আন-নিসা ৪/৬৯)। তখন আমি ধারণা করলাম যে, তাঁকেও একটি বেছে নিতে বলা

হয়েছে। [৪৪৩৬, ৪৪৩৭, ৪৪৬৩, ৪৫৮৬, ৬৩৪৮, ৬৫০৯; মুসলিম ৪৪/১৩, হাঃ ২৪৪৪, আহমাদ ২৬৪৭৯] (আ.প্র. ৪০৮৫, ই.ফা. ৪০৮৮)

৪৪৩৬. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى

৪৪৩৬. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী (ﷺ) মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হন, তখন তিনি বলছিলেন, فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى অর্থাৎ উচ্চে সমাসীন বন্ধুর সঙ্গে (মিলিত হতে চাই)। [৪৪৩৫] (আ.প্র. ৪০৮৬, ই.ফা. ৪০৮৯)

৪৪৩৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَاحِبٌ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّا أَوْ يُخَيَّرَ فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَّرَهُ الْقَبْضَ وَرَأْسُهُ عَلَى فَحْدِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَّصَ بَصْرَهُ تَحَوُّ سَقْفِ الثَّيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فُلْتُ إِذَا لَا يُجَاوِرُنَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَاحِبٌ.

৪৪৩৭. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সুস্থাবস্থায় বলতেন, জান্নাতে তাঁর স্থান দেখানো ব্যতীত কোন নাবী (ﷺ)-এর প্রাণ কখনো কবজ করা হয়নি। তারপর তাঁকে জীবন বা মৃত্যু একটি গ্রহণ করতে বলা হয়। এরপর যখন নাবী (ﷺ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মাথা 'আয়িশাহ رضي الله عنها-এর উরুতে রাখাবস্থায় তাঁর জান কবজের সময় উপস্থিত হল তখন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। এরপর যখন তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেলেন তখন তিনি ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! উচ্চে সমাসীন বন্ধুর সঙ্গে (মিলিত হতে চাই)। অন্তর আমি বললাম, তিনি আর আমাদের মাঝে থাকতে চাচ্ছেন না। এরপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, এটা হচ্ছে ঐ কথা যা তিনি আমাদের কাছে সুস্থাবস্থায় বর্ণনা করতেন। [৪৪৩৫] (আ.প্র. ৪০৮৭, ই.ফা. ৪০৯০)

৪৪৩৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُسْنِدُهُ إِلَى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكَ رَطْبٌ يَسْتَنْ بِهِ فَأَبَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَصْرَهُ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَبَيْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنْ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنْ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنْ فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِضْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَضَى وَكَانَتْ تَقُولُ مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَائِقَتِي.

৪৪৩৮. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত যে, 'আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকর (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর কাছে এলেন। তখন আমি নাবী (ﷺ)-কে আমার বুকে হেলান দেয়া অবস্থায় রেখেছিলাম এবং 'আবদুর রহমানের হাতে তাজা মিসওয়াকের ডাল ছিল যা দিয়ে সে দাঁত পরিষ্কার করছিল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। আমি মিসওয়াকটি নিলাম এবং তা চিবিয়ে নরম করলাম।

তারপর তা নাবী (ﷺ)-কে দিলাম। তখন নাবী (ﷺ) তা দিয়ে দাঁত মর্দন করলেন। আমি তাঁকে এর পূর্বে এত সুন্দরভাবে মিসওয়াক করতে আর কখনও দেখিনি। এ থেকে অবসর হয়েই রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উভয় হাত অথবা আঙ্গুল উপরে উঠিয়ে তিনবার বললেন, উচ্ছে সমাসীন বন্ধুর সঙ্গে (মিলিত হতে চাই) তারপর তিনি ইস্তিকাল করলেন। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলতেন, নাবী (ﷺ) আমার বুক ও খুতনির মাঝে ইস্তিকাল করেন। [৮৯০] (আ.প্র. ৪০৮৮, ই.ফা. ৪০৯১)

৪৪৩৭. حدثني جَبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ يَدَيْهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ طِفْهُتُ أَنْفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ وَأَمْسَحَ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ.

৪৪৩৯. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনার দুই সূরাহ (ফালাক ও নাস) পাঠ করে নিজ দেহে ফুক দিতেন এবং স্বীয় হাত দ্বারা শরীর মাসাহ করতেন। এরপর যখন মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আমি আশ্রয় প্রার্থনার সূরাহ দু'টি দিয়ে তাঁর শরীরে ফুক দিতাম, যা দিয়ে তিনি ফুক দিতেন। আর আমি তাঁর হাত দ্বারা তাঁর শরীর মাসাহ করিয়ে দিতাম। [৫০১৬, ৫৭৩৫, ৫৭৫১; মুসলিম ৩৯/২, হাঃ ২১৯২, আহমাদ ২৬২৪৯] (আ.প্র. ৪০৮৯, ই.ফা. ৪০৯২)

৪৪৪০. حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصَعَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ.

৪৪৪০. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর ইস্তিকালের পূর্বে যখন তাঁর পিঠ আমার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিল, তখন আমি কান ঝুকিয়ে দিয়ে নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন এবং মহান বন্ধুর সঙ্গে আমাকে মিলিত করুন। [৫৬৭৪] (আ.প্র. ৪০৯০, ই.ফা. ৪০৯৩)

৪৪৪১. حدثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هَلَالِ الْوَرَّانِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزَ قَبْرُ خَيْبِي أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا.

৪৪৪১. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) তাঁর সেই রোগাবস্থায় যাথেকে তিনি আর সেরে উঠেননি- বলেন, ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন। তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে সাজদাহর জায়গা করে নিয়েছে। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) মন্তব্য করেন, তা না হলে তবে তাঁর কবরকেও সাজদাহর জায়গা বানানোর আশঙ্কা ছিল। [৪৩৫] (আ.প্র. ৪০৯১, ই.ফা. ৪০৯৪)

৪৪৪২. حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نُقِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ

اسْتَأْذَنَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يُعْرَضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَحْتَطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ بَيْتِي وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرَيْقُوا عَلِيَّ مِنْ سَبْعِ قَرَبٍ لَمْ تُحَلَّلْ أَوْ كَيْتُهُنَّ لِعَلِيٍّ أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحِفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقَرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ وَحَطَبَهُمْ.

৪৪৪২. নাবী সহধর্মিণী 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রোগ প্রবল হল ও ব্যথা বেড়ে গেল, তখন তিনি আমার ঘরে সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীগণের নিকট অনুমতি চাইলেন। তাঁরা অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি (ﷺ) ঘর থেকে বের হয়ে ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) ও অপর একজন সহাবীর মাঝে যমীনের উপর পা হিঁচড়ে চলতে লাগলেন। 'উবাইদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-কে 'আয়িশাহ কথিত ব্যক্তি সম্পর্কে জানালাম, তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) আমাকে বললেন, তুমি কি সেই অন্য ব্যক্তিকে জান যার নাম 'আয়িশাহ رضي الله عنها উল্লেখ করেননি? আমি বললাম, না। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, তিনি হলেন 'আলী (رضي الله عنه)। নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ رضي الله عنها বর্ণনা করতেন যে, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর ব্যথা বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন সাত মশক যার মুখ এখনও খোলা হয়নি, তা থেকে আমার শরীরে পানি ঢেলে দাও। যেন আমি (সুস্থ হয়ে) লোকদের নাসীহাত দিতে পারি। এরপর আমরা তাঁকে নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী হাফসাহ رضي الله عنها-এর একটি বড় গামলায় বসালাম। তারপর আমরা উক্ত মশক হতে তাঁর উপর ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ঢালতে লাগলাম যতক্ষণ না তিনি তাঁর হাত দ্বারা আমাদের ইশারা করে জানালেন যে, তোমরা তোমাদের কাজ পুরা করেছ। 'আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, তারপর নাবী (ﷺ) লোকদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে জামা'আতে সলাত আদায় করলেন এবং তাদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। [১৯৮] (আ.প্র. ৪০৯২, ই.ফা. ৪০৯৫)

٤٤٤٤-٤٤٤٣. وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ حَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ يَقُولُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحْدِرُونَ مَا صَنَعُوا.

৪৪৪৩-৪৪৪৪. 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহ (رضي الله عنه) আমাকে জানালেন যে, 'আয়িশাহ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) উভয়ে বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) রোগ-যাতনায় অস্থির হতেন তখন তিনি তাঁর কালো চাদর দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন। আবার যখন জ্বরের উষ্ণতা কমত তখন মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে ফেলতেন। রাবী বলেন, এরূপ অবস্থায়ও তিনি বলতেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত, তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কৃতকর্ম থেকে সতর্ক করা হয়েছে। [৪৩৫, ৪৩৬] (আ.প্র. ৪০৯২, ই.ফা. ৪০৯৫)

৴৴৴৴. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسَ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَلَا كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

888৫. 'উবাইদুল্লাহ (রহ.) বলেন যে, 'আযিশাহ (رضي الله عنه) বলেন, আমি আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর ইমামতের ব্যাপারে নাবী (ﷺ)-এর নিকট বারবার আপত্তি করেছি। আর আমার তাঁর কাছে বারবার আপত্তি করার কারণ ছিল এই, আমার অন্তরে এ কথা আসেনি যে, নাবী (ﷺ)-এর পরে তাঁর স্থলে কেউ দাঁড়ালে লোকেরা তাকে পছন্দ করবে। বরং আমি মনে করতাম যে, কেউ তাঁর স্থলে দাঁড়ালে লোকেরা তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে, তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, নাবী (ﷺ) এ দায়িত্ব আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রদান করুন। আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন, এ হাদীস ইবনু 'উমার, আবু মুসা ও ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। [১৯৮] (আ.প্র. 8০৯২, ই.ফা. 8০৯৫)

৴৴৴৴. حَدَّثَنَا اللَّهُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ لَيَبِينُ حَاقِنِي وَذَاقِنِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

888৬. 'আযিশাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইত্তিকাল করার সময় আমার বুক ও খুতনির মাঝে ছিলেন। আর নাবী (ﷺ)-এর (মৃত্যু-যন্ত্রণার) পর আমি আর কারো জন্য মৃত্যু-যন্ত্রণাকে খারাপ মনে করি না। [৮৯০] (আ.প্র. 8০৯৩, ই.ফা. 8০৯৬)

৴৴৴৴. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ نَيْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَيَبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِيَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِتًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عَشْرَ نَجْوَ وَابْنِي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا إِنِّي لَأَعْرِفُ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَذْهَبَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْتَسْأَلَهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ إِنْ كَانَ فِينَا عِلْمُنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عِلْمُنَاهُ فَأَوْصِي بِنَا فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّا وَاللَّهِ لَيَنْ سَأَلْتَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَنْعَتَاهَا لَا يُعْطِيَتَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

888৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, 'আলী ইবনু আবু তুলিব (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছ হতে বের হয়ে আসেন যখন তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন সহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুল হাসান! রসূলুল্লাহ (ﷺ) আজ কেমন আছেন? তিনি বললেন, আল-হাম্দুলিল্লাহ, তিনি কিছুটা সুস্থ। তখন 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (رضي الله عنه) তাঁর হাত ধরে তাঁকে

বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি তিন দিন পরে হবে লাঠির দাস। ৯৬ আল্লাহর শপথ! আমি মনে করি যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এই রোগে অচিরেই ইনতিকাল করবেন। কারণ, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশের অনেকের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছি। চল যাই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করি যে, তিনি (নেতৃত্বের) দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করে যাচ্ছেন। যদি আমাদের মধ্যে থাকে তো তা আমরা জানব। আর যদি আমাদের ব্যতীত অন্যদের উপর ন্যস্ত করে যান, তাহলে তাও আমরা জানতে পারব এবং তিনি অসীয়াত করে যাবেন। তখন 'আলী (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর কসম! যদি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমরা জিজ্ঞেস করি আর তিনি আমাদের নিষেধ করে দেন, তবে তারপরে লোকেরা আর আমাদের তা প্রদান করবে না। আল্লাহর কসম! আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করব না। [৬২৬৬] (আ.প্র. ৪০৯৪, ই.ফা. ৪০৯৭)

٤٤٤٨. حَلْنَا سَعِيدُ بْنُ عَقْبَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَنَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَكَصَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقْبِيهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَسُ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَقْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَيُّمُوا صَلَاتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرَحَى السِّتْرَ.

৪৪৪৮. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। সোমবারে সহাবীগণ ফাজ্জের সলাতে ছিলেন। আর আবু বাকর (رضي الله عنه) তাদের সলাতের ইমামত করছিলেন। হঠাৎ রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর হুজরার পর্দা উঠিয়ে তাদের দিকে দেখলেন। সহাবীগণ কাতারবন্দী অবস্থায় সলাতে ছিলেন। তখন নাবী (ﷺ) মুচকি হাসি দিলেন। আবু বাকর (رضي الله عنه) মুক্তাদীর সারিতে পিছিয়ে আসতে মনস্থ করলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে সলাত আদায়ের জন্য বের হওয়ার ইচ্ছা করছেন। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর (আগমনের) আনন্দে সহাবীগণের সলাত ভঙ্গের উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ) হাতের ইশারায় তাদের সলাত পূর্ণ করতে বললেন। তারপর তিনি হুজরায় প্রবেশ করলেন ও পর্দা টেনে দিলেন। [৬৮০] (আ.প্র. ৪০৯৫, ই.ফা. ৪০৯৮)

٤٤٤٩. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو ذَكَرَ أَنَّ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَفَّى فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَتَحْرِي وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رَيْفِي وَرَيْفِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ آخُذْهُ لَكَ فَأَشَارَ

৯৬ অর্থাৎ তুমি অন্যের (আল্লাহর) অধীনস্থ হবে। অর্থাৎ তিনি তিনদিন পর মৃত্যুবরণ করলে তার কোন কর্তৃত্ব চলবে না বরং তারই উপর কর্তৃত্ব করা হবে। এ উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত কথাটি বলা হয়েছে। ইবনু হাজার আসকালানী তার ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন যে, এই উক্তি থেকে 'আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (رضي الله عنه) এর তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

بِرَأْسِهِ أَنْ نَعْمَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَلَيْتُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعْمَ فَلَيْتَنَّهُ فَأَمَرَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رُكُوءٌ أَوْ
عُلْبَةٌ يَشْكُ عَمْرُ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ
سَكْرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى فُيَضَ وَمَالَتْ يَدُهُ.

৪৪৪৯. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার প্রতি আল্লাহর এটা নি'য়ামাত যে, আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার গণ্ড ও সিনার মাঝে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইত্তিকাল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইত্তিকালের সময় আমার থুথু তাঁর থুথুর সঙ্গে মিশ্রিত করে দেন। এ সময় 'আবদুর রহমান^{৯৭} (رضي الله عنه) আমার নিকট প্রবেশ করে এবং তার হাতে মিসওয়াক ছিল। আর আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে (আমার বৃকে) হেলান অবস্থায় রেখেছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি 'আবদুর রহমানের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বুঝলাম যে, নাবী (ﷺ) মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াক নিব? তিনি মাথা নাড়িয়ে জানালেন যে, হ্যাঁ। তখন আমি মিসওয়াকটি নিলাম। কিন্তু মিসওয়াক ছিল তার জন্য শক্ত, তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দিব? তখন তিনি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বললেন। তখন আমি তা চিবিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি ভালভাবে মিসওয়াক করলেন। তাঁর সম্মুখে পাত্র অথবা পেয়ালা ছিল (রাবী 'উমারের সন্দেহ) তাতে পানি ছিল। নাবী (ﷺ) স্বীয় হস্তদ্বয় পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তার দ্বারা তাঁর চেহারা মুছতে লাগলেন। তিনি বলছিলেন -আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, সত্যিই মৃত্যু-যন্ত্রণা কঠিন। তারপর দু' হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বলছিলেন, আমি উচ্ছে সমাসীন। বন্ধুর সঙ্গে (মিলিত হতে চাই)। এ অবস্থায় তাঁর ইত্তিকাল হল আর হাত শিথিল হয়ে গেল। [৮৯০] (আ.প্র. ৪০৯৬, ই.ফা. ৪০৯৯)

٤٤٥٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا عَدَا أَيْنَ أَنَا عَدَا يَرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَيَبِينُ نَحْرِي وَسَحْرِي وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي ثُمَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنْ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ أُعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَضَيْتُهُ ثُمَّ مَضَعْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَبِدٌّ إِلَى صَدْرِي.

৪৪৫০. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। মৃত্যু রোগকালীন অবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করতেন, আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকব। আগামীকাল কার ঘরে? এর দ্বারা তিনি 'আয়িশাহ رضي الله عنها-এর ঘরের পালার ইচ্ছা পোষণ করতেন। সহধর্মিণীগণ নাবী (ﷺ)-কে যার ঘরে ইচ্ছা অবস্থান করার অনুমতি দিলেন। তখন নাবী (ﷺ)'আয়িশাহ رضي الله عنها-এর ঘরে ছিলেন। এমনকি তাঁর ঘরেই তিনি ইত্তিকাল করেন। 'আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, নাবী (ﷺ) আমার জন্য নির্ধারিত পালার দিন আমার ঘরে ইত্তিকাল

৯৭ 'আয়িশাহ رضي الله عنها-এর ডাই।

কাল করেন এবং আল্লাহ তাঁর রূহ কবজ করেন এ অবস্থায় যে, তাঁর মাথা আমার গণ্ড ও সীনার মধ্যে ছিল এবং আমার খুথু (তাঁর খুথুর সঙ্গে) মিশ্রিত হয়ে যায়। তারপর তিনি বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকর (رضي الله عنه) তাঁর ঘরে প্রবেশ করল আর তার হাতে একটি মিসওয়াক ছিল যা দিয়ে সে তার দাঁত মাজছিল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার দিকে তাকালেন। আমি তখন তাকে বললাম, হে 'আবদুর রহমান! এই মিসওয়াকটি আমাকে দাও; তখন সে আমাকে তা দিয়ে দিল। আমি সেটি চিবিয়ে নরম করে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দিলাম। তিনি (ﷺ) তা দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করলেন, তিনি তখন আমার বুকে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। [৮৯০; মুসলিম ৪৪/১৩, হাঃ ২৪৪৩] (আ.প্র. ৪০৯৭, ই.ফা. ৪১০০)

৪৪৫০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوِّفِي النَّبِيَّ ﷺ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَتَحْرِي وَكَانَتْ إِحْدَانَا تُعَوِّدُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرَضَ فَذَهَبَتْ أُعُوذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذْتُهَا فَمَضَعْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنًّا ثُمَّ نَاوَلْتِيهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رَيْفِي وَرَيْفِيهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ.

৪৪৫১. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমার ঘরে আমার পালার দিনে এবং আমার গণ্ড ও সীনার মধ্যস্থলে থাকা অবস্থায় ইস্তিকাল করেন। নাবী (ﷺ) অসুস্থ হলে আমাদের মধ্যকার কেউ দু'আ পড়ে তাঁকে ঝাড়ফুক করতেন। আমি নাবী (ﷺ)-কে ঝাড়ফুক করার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর মাথা আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেন, উচ্ছে সমাসীন বন্ধুর সঙ্গে (মিলিত হতে চাই), উচ্ছে সমাসীন মহান বন্ধুর সঙ্গে (মিলিত হতে চাই)। এ সময় আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকর (رضي الله عنه) আগমন করলেন। তাঁর হাতে মিসওয়াকের একটি তাজা ডাল ছিল। নাবী (ﷺ) তখন সেদিকে তাকালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর [নাবী (ﷺ)]-এর মিসওয়াকের প্রয়োজন। তখন আমি সেটি নিয়ে চিবালাম, ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করলাম এবং নাবী (ﷺ)-কে তা দিলাম। তখন তিনি এর দ্বারা এত সুন্দরভাবে দাঁত পরিষ্কার করলেন যে, এর আগে কখনও এরূপ করেননি। তারপর তা আমাকে দিলেন। এরপর তাঁর হাত চলে পড়ল অথবা রাবী বলেন, তাঁর হাত থেকে চলে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা আমার খুথুকে নাবী (ﷺ)-এর খুথুর সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। তার এ দুনিয়ার শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে। [৮৯০] (আ.প্র. ৪০৯৮, ই.ফা. ৪১০১)

৪৪৫২-৪৪৫৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكِيهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَتَيَمَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُعْتَمَى بِتَوْبِ حَبْرَةَ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُنَيْتَ عَلَيْكَ فَقَدْ مَاتَهَا.

৪৪৫২-৪৪৫৩. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (رضي الله عنه) ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে তার সুনহের বাড়ি থেকে আগমন করেন। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে তিনি মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ করেন কিন্তু কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর কাছে উপস্থিত হন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। তখন তিনি চেহারা হতে কাপড় হটিয়ে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং তাঁকে চুমু দিলেন ও কঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আল্লাহর কসম! আল্লাহ তো আপনাকে দু'বার মৃত্যু দিবেন না, যে মৃত্যু ছিল আপনার জন্য নির্ধারিত সে মৃত্যু আপনি গ্রহণ করে নিলেন। [১২৪১, ১২৪২] (আ.প্র. ৪০৯৯, ই.ফা. ৪১০২)

٤٤٥٤. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ يَا عُمَرُ فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى قَوْلِهِ الشَّاكِرِينَ وَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشْرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعَقَرْتُ حَتَّى مَا نُقِلْنِي رِجْلَايَ وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ مَاتَ.

৪৪৫৪. ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, আমাকে আবু সালামাহ (رضي الله عنه) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু বাকর (رضي الله عنه) বের হয়ে আসেন তখন 'উমার (رضي الله عنه) লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আবু বাকর (رضي الله عنه) তাঁকে বললেন, হে 'উমার (رضي الله عنه) বসে পড়। 'উমার (رضي الله عنه) বসতে অস্বীকার করলেন। তখন সহাবীগণ 'উমার (رضي الله عنه)-কে ছেড়ে আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর দিকে গেলেন। তখন আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন- "অতঃপর আপনাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ইবাদাত করতেন, তিনি তো ইত্তি কাল করেছেন। আর যারা আপনাদের মধ্যে আল্লাহর 'ইবাদাত করতেন (জেনে রাখুন) আল্লাহর চিরঞ্জীব, কখনো মরবেন না। আল্লাহ বলেন, -মুহাম্মাদ (ﷺ) একজন রসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছেন। কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন- (সূরাহ আলু 'ইমরান ৩/১৪৪)।

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর কসম! আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর পাঠ করার পূর্বে লোকেরা যেন জানত না যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এরপর সমস্ত সহাবী তাঁর থেকে উক্ত আয়াত শিখে নিলেন। তখন সবাইকে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমাকে সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহ.) জানিয়েছেন, 'উমার (رضي الله عنه) বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি যখন আবু বাকর (رضي الله عنه)-কে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলাম, তখন ভীত হয়ে পড়লাম এবং আমার পা দু'টি যেন আমার ভার নিত পারছিল না, এমনকি আমি মাটিতে পড়ে গেলাম যখন শুনতে পেলাম যে, তিনি তিলাওয়াত করছেন যে নাবী (ﷺ) ইত্তিকাল করেছেন। [১২৪২] (আ.প্র. ৪০৯৯, ই.ফা. ৪১০২)

১১০৬-১১০৭-১১০৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ.

৪৪৫৫-৪৪৫৬-৪৪৫৭. 'আয়িশাহ ও ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আবু বাকর (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর ইত্তিকালের পর তাঁকে চুমু দেন। [১২৪১, ১২৪২, ৫৭০৯] (আ.প্র. ৪১০০, ই.ফা. ৪১০৩)

১১০৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ وَزَائِدَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَزَادَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلْدُونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمُ أَنْ تَلْدُونِي فَلَمَّا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي النَّبِيِّ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৪৪৫৮. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে তাঁর মুখে ঔষধ ঢালতে নিষেধ করলেন। আমরা বললাম, এটা ঔষধের প্রতি রোগীদের স্বাভাবিক বিরক্তিবোধ। যখন তিনি সুস্থবোধ করলেন তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের ঔষধ সেবন করাতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিবোধ। তখন তিনি বললেন, 'আব্বাস ব্যতীত বাড়ির প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢাল তা আমি দেখি। ৯৮ কেননা সে তোমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। এ হাদীস ইবনু আবু যিনাদ

'আয়িশাহ (رضي الله عنها) থেকে এবং তিনি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। [৫৭১২, ৬৮৮৬, ৬৮৯৭; মুসলিম ৩৯/২৭, হাঃ ২২১৩, আহমাদ ২৪৩১৭] (আ.প্র. ৪১০১, ই.ফা. ৪১০৪)

১১০৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو زُهَيْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ دُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ مَنْ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِنِّي لَمُسْنِدُهُ إِلَى صَدْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَأَخْتَنَتْ فَمَاتَ فَمَا شَعَرْتُ فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ.

৪৪৫৯. আসওয়াদ (ইবনু ইয়াযীদ) (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর কাছে উল্লেখ করা হল যে, নাবী (ﷺ) 'আলী (رضي الله عنه)-কে ওসীয়াত করে গেছেন। তখন তিনি বললেন, এ কথা কে বলেছে? আমার বুকের সঙ্গে হেলান দেয়া অবস্থায় আমি নাবী (ﷺ)-কে দেখেছি। তিনি একটি চিলিমচি চাইলেন, তাতে খুথু ফেললেন এবং ইত্তিকাল করলেন। অতএব আমার বোধগম্য নয় তিনি কীভাবে 'আলী (رضي الله عنه)-কে ওসীয়াত করলেন। [২৭৪১] (আ.প্র. ৪১০২, ই.ফা. ৪১০৫)

৯৮ প্রথমতঃ এখানে অতি সামান্য ব্যাপারেও কিসাসের বৈধতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ নাবী (ﷺ)-এর সুস্থ ও অসুস্থ সর্বাবস্থাতেই তার নির্দেশ পালনের অপরিহার্যতা সমভাবে প্রযোজ্য।

১১৬০. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِعْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أَمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.

৪৪৬০. তুলহা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করলাম নাবী (ﷺ) কি ওসীয়াত করে গেছেন? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, তাহলে কেমন করে মানুষের জন্য ওসীয়াত লিপিবদ্ধ করা হল অথবা কীভাবে এর নির্দেশ দেয়া হল? তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) কুরআন সম্পর্কে ওসীয়াত করে গেছেন। [২৭৪০] (আ.প্র. ৪১০৩, ই.ফা. ৪১০৬)

১১৬১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً إِلَّا بَغَلْتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسَلَّاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً.

৪৪৬১. ‘আমর ইবনু হারিস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন দীনার, দিরহাম, গোলাম ও বাঁদি রেখে যাননি। কেবলমাত্র একটি সাদা খচ্চর যার উপর তিনি আরোহণ করতেন এবং তাঁর যুদ্ধাস্ত্র আর একখণ্ড যমীন যা মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্ফ করে গেছেন। [২৭৩৯] (আ.প্র. ৪১০৪, ই.ফা. ৪১০৭)

১১৬২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَكَرَبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى أَيْدِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَاوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جَبْرِئِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْتُمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التُّرَابَ.

৪৪৬২. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী (ﷺ)-এর রোগ প্রকটরূপ ধারণ করে তখন তিনি বেঁছ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ফাতেমাহ (رضي الله عنها) বললেন, উহ! আমার পিতার উপর কত কষ্ট! তখন নাবী (ﷺ) তাঁকে বললেন, আজকের পরে তোমার পিতার উপর আর কোন কষ্ট নেই। যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন ফাতেমাহ (رضي الله عنها) বললেন, হায়! আমার পিতা! রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর বাসস্থান। হায় পিতা! জিবরীল (جبرئيل)-কে তাঁর ইনতিকালের খবর শুনাই। যখন নাবী (ﷺ)-কে সমাহিত করা হল, তখন ফাতেমাহ (رضي الله عنها) বললেন, হে আনাস! রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মাটি চাপা দিয়ে আসা তোমরা কীভাবে বরদাশত করলে! (আ.প্র. ৪১০৫, ই.ফা. ৪১০৮)

৮০/৬১. بَابِ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ.

৬৪/৮৫. অধ্যায়: নাবী (ﷺ)-এর সর্বশেষ কথা।

১১৬৩. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يُؤْنَسُ قَالَ الرَّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ فِي رَجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَاحِبٌ إِنَّهُ لَمْ يُفْبَضْ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُثِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ

قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ قَالَتْ فَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى.

৪৪৬৩. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সুস্থ থাকাকালীন বলতেন, কোন নাবীর ওফাত হয়নি যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয়। তারপর তাঁকে দুনিয়া বা আখিরাত একটি বেছে নিতে বলা হয়। যখন নাবী (ﷺ)-এর রোগ বৃদ্ধি পেল তখন তাঁর মাথা আমার উরুর উপর ছিল এ সময় তিনি মূর্ছা যান। তারপর তাঁর হৃশ ফিরে এলে, ছাদের দিকে তিনি দৃষ্টি তোলেন। তারপর বলেন, হে আল্লাহ! আমাকে উচ্ছে সমাসীন বন্ধুর (সঙ্গে মিলিত করুন)। তখন আমি বললাম, তিনি আর আমাদের মাঝে থাকতে চাচ্ছেন না। আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা হল ঐ কথা যা তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। 'আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, নাবী (ﷺ)-এর শেষ কথা যা তিনি বলেছিলেন তা হল -হে আল্লাহ! উচ্ছে সমাসীন বন্ধুর (সঙ্গে মিলিত করুন)। [৪৪৩৫] (আ.প্র. ৪১০৬, ই.ফা. ৪১০৯)

٨٦/٦٤. بَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.

৬৪/৮৬. অধ্যায়: নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু।

٤٤٦٥-٤٤٦٦. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي ﷺ لبت بمكة عشر سنين يُنزل عليه القرآن وبالمدينة عشرًا.

৪৪৬৪-৪৪৬৫. 'আয়িশাহ ও ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهم হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) নুযুলে কুরআনের দশ বছর^{৯৯} মাক্কাহয় কাটান আর মাদীনাহতেও দশ বছর কাটান। [৩৮৫১, ৪৯৭৮] (আ.প্র. ৪১০৭, ই.ফা. ৪১১০)

٤٤٦٦. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ توفي وهو ابن ثلاث وستين قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله.

৪৪৬৬. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। ওফাতকালে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বয়স ছিল তেষত্রি বছর। ইবনু শিহাব যুহরী (রহ.) বলেন, আমাকে সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব এ রকমই জানিয়েছেন। [৩৫৩৬] (আ.প্র. ৪১০৮, ই.ফা. ৪১১১)

: ٨٧/٦٤. بَاب :

৬৪/৮৭. অধ্যায়:

^{৯৯} বলা হয়েছে নুবুওয়্যাতের পর হতে মাক্কাহয় নাবী (ﷺ) ১৩ বছর অবস্থান করলেও যে তিন বছর ওয়াহী অবতরণ বন্ধ থাকে সে তিন বছরকে নুযুলে কুরআনের বছর হিসেবে ধরা হয়নি। তাই দশ বছর বলা হয়েছে। (ফতহুল বারী)

১১৬৭. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوِّفِي النَّبِيَّ ﷺ وَدَرَعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ.

৪৪৬৭. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইত্তিকাল করেন এমন অবস্থায় যে, তাঁর বর্ম ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল। [২০৬৮] (আ.প্র. ৪১০৯, ই.ফা. ৪১১২)

৪৪/৬৮. بَابُ بَعَثِ النَّبِيِّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوِّفِي فِيهِ.

৬৪/৮৮. অধ্যায়: নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যু-রোগের অবস্থায় উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) কে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ।

১১৬৮. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ فَقَالُوا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.

৪৪৬৮. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) কে (একটি অভিযানে 'আমীর) নিযুক্ত করেন। ১০০ এটা নিয়ে সহাবীগণ বলাবলি করেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, আমি খবর পেয়েছি, তোমরা উসামাহর আমীর নিযুক্তি নিয়ে বলাবলি করছ, অথচ সে হচ্ছে আমার নিকট সবার চেয়ে প্রিয়। [৩৭৩০] (আ.প্র. ৪১১০, ই.ফা. ৪১১৩)

১১৬৯. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعَثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ تَطَعَنْتُمْ فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطَعُونَنِي فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَإِسْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لِحَلِيقِنَا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ.

৪৪৬৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি সেনাদল প্রেরণ করেন এবং উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) কে তাদের আমীর নিয়োগ করেন। তখন সহাবীগণ তাঁর নেতৃত্বের সমালোচনা করতে থাকেন। এতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা আজ তার নেতৃত্বের সমালোচনা করছ, এভাবে তোমরা তাঁর পিতা (যায়দ)-এর নেতৃত্বেরও সমালোচনা করতে। আল্লাহর কসম! সে (যায়দ) ছিল নেতৃত্বের জন্য যোগ্য ব্যক্তি এবং আর সে আমার কাছে লোকেদের মধ্যে প্রিয়তম ব্যক্তি। তার এ (উসামাহ) লোকেদের মধ্যে আমার কাছে প্রিয়তম ব্যক্তি। [৩৭৩০] (আ.প্র. ৪১১১, ই.ফা. ৪১১৪)

১০০ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পালক পুত্র যায়দ-এর পুত্র উসামাহকে তিনি সিরিয়ার দিকে এক জিহাদে আমীর নিযুক্ত করেন। যে সেনাদলে আবু বাকর ও 'উমার (رضي الله عنه) এর মত বড় বড় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সহাবীগণ ছিলেন।

: ৮৯/৮৯. ৮৯/৮৯

: ৮৯/৮৯. ৮৯/৮৯

৪৪৭০. حَدَّثَنَا أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي
الْخَثِيرِ عَنِ الصُّنَابِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَتَى هَاجَرْتَ قَالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِمْنَا الْجُحْفَةَ فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ
فَقُلْتُ لَهُ الْخَبْرَ فَقَالَ دَفَنَّا النَّبِيَّ ﷺ مُنْذُ خَمْسِ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي بِلَالٌ
مُؤَدَّنُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فِي السَّبْعِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

৪৪৭০. সূনাবিহী (৮৯/৮৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করেন, আপনি কখন হিজরাত করেছিলেন? তিনি বলেন, আমরা ইয়ামান থেকে হিজরাতের নিয়্যাতে বের হয়ে জুহফাতে পৌছি। তখন একজন অশ্বারোহী পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, খবর কী খবর কী? তিনি বললেন, পাঁচদিন পূর্বে আমরা নাবী (ﷺ)-কে সমাহিত করেছি। তখন আমি তাঁকে বললাম, তুমি কি কাদারের রাত সম্পর্কে কিছু শুনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নাবী (ﷺ)-এর মুয়াযযিন বিলাল (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে, তা হল রমায়ানের শেষ দশকের সপ্তম দিনে। (আ.প্র. ৪১১২, ই.ফা. ৪১১৫)

: ৮৯/৯০. ৯০/৬৬

: ৯০/৯০. ৯০/৯০

৪৪৭১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ كَمْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ.

৪৪৭১. আবু ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বলেন, সতেরটি। আমি বললাম, নাবী (ﷺ) কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি। (৩৯৪৯) (আ.প্র. ৪১১৩, ই.ফা. ৪১১৬)

৪৪৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ.

৪৪৭২. বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে পনেরটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। (আ.প্র. ৪১১৪, ই.ফা. ৪১১৭)

৪৪৭৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هِلَالٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
عَنْ كَهْمَيْسٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً.

৪৪৭৩. বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ষোলটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। (মুসলিম ৩২/৪৯, হাঃ ১৮১৪) (আ.প্র. ৪১১৫, ই.ফা. ৪১১৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহর নামে

(৬৫) كِتَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

পর্ব (৬৫) : কুরআন মাজীদের তাফসীর

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ وَالرَّاحِمِ بِمَعْنَى وَاجِدٍ كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ

“রহমান ও রহীম” শব্দদ্বয় ‘রহমাত’ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন এবং রহীম ও র-হিম দু’টো শব্দই একই অর্ধবোধক যেমন ‘আলীম ও আ-লিম।

(১) سورة الفاتحة

সূরাহ (১) : ফাতিহা^{১০১}

^{১০১} সূরা তুল ফাতিহা জ্ঞান লাভের, হিদায়াত গ্রহণের জন্য প্রতিটি মানুষের নিজের পরিবারের, দেশ, জাতি তথা সারা বিশ্ববাসীর জন্য অতীব কল্যাণকর এক মহাসাগর। উক্ত কল্যাণের এই অর্থে পারাবার হতে স্বীয় অর্থে তাড়িত হয়ে এক সার্বিক পথ নির্দেশনা গ্রহণ করার অব্যাহত ও উনুজ সুযোগ মানব জাতির জন্য উজ্জ্বল ও ভাষার হয়ে আছে। যে কারণে উক্ত সূরাখানি মহাপবিত্র কুরআনের ভূমিকা হিসেবে কুরআনের শুরুতেই সন্নিবেশ করা হয়েছে। সুতরাং এর গভীর ও তাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে তাফসীরকারগণ বলেছেনঃ মানবজাতির হিদায়াতের জন্য কেবল এই একটি মাত্র সূরাই যথেষ্ট, যদি সে নিরপেক্ষ অনাবিল মন মানসিকতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। সুতরাং ‘আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) সহ অন্যান্য সহাবায়ি কিরাম (رضي الله عنهم) আলোচ্য সূরাটিকে আত্মাহ তা’আলার শ্রেষ্ঠ দান ও অপূর্ব নি‘মাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা ফাতিহা দু’বার নাযিলকৃত সূরা বটে। প্রথমবার মাক্কায় ওয়াহী নাযিলের প্রাথমিক অবস্থায় এবং দ্বিতীয়বার রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাদীনাহয় হিজরাতের পরবর্তী সময়ে নাযিল হয়। যথা সহীহ হাদীসভিত্তিক তাফসীরের গ্রন্থসমূহে সনদ সহকারে উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন তাফসীরে ‘ফাতহুল কাদীর’ ১ম খণ্ড, ১৩-১৪ পৃষ্ঠায় আছেঃ

وكان ذلك قبل الهجرة واخرج ابو بكر بن الانباري في المصاحف عن عبادة قال : فاتحة الكتاب نزلت مكة فهذا جملة ما استدل به من قال انها نزلت بمكة : واستدل من قال انها نزلت بالمدينة بما اخرج ابن ابي شيبة في المصنف وأبو سعيد ابن الأعرابي في معجمه والطبراني في الأوسط من طرق مجاهد عن أبي هريرة رن ابليس حين انزلت فاتحة الكتاب وانزلت بالمدينة واخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من طرق عن مجاهد قال : نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة وقيل إنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة جمعًا بين هذه الروايات.

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর বিখ্যাত তাফসীর ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড, ৮ম পৃষ্ঠায়ও সূরা ফাতিহা দু’বার নাযিল হওয়ার কথা সমর্থন করে ভিন্ন আসামাউর রিজাল সম্বলিত এক শক্তিশালী তথ্য উপস্থাপন করেছেনঃ

وهي مكية : قال ابن عباس (رض) وقتادة وأبو العالية وقيل مدنية قاله أبو هريرة (رض) ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري ويقال

نزلت مرتين : مرة بمكة ومرة بالمدينة والأول أشبه لقوله تعالى : وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مِنْهَا

উল্লেখ্য, সূরায় ফাতিহা দু’বার নাযিল হওয়ার কারণে সূরাখানির গুরুত্ব, মহত্ব, আবশ্যিকতা ও প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য সূরা হতে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে, যা খুব সহজেই অনুমেয় বটে। এতদ্ব্যতীত উক্ত সূরার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং নাযী সূরা-মা অনزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلهاঃ বলেছেনঃ

অর্থাৎ এটা এমন একটি সূরা যা তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকানেও নাযিল করা হয়নি। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কেই বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন উক্ত সূরাখানি প্রদান করা হয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদীর ১ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উক্ত সূরাখানির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিক এই যে, আলোচ্য সূরাখানির গুরুত্ব মানব জীবনের সব দিকে এতই বেশী পরিব্যপ্ত যে, স্থান বিশেষ ব্যাখ্যায় সম্মানিত তাফসীরকারগণ আলোচ্য সূরাখানির প্রায় ৪২টি নাম দিয়েছেন। যে নামগুলো তাফসীর ইবনু কাসীর, ইবনু জারীর, রুহুল মায়ানী, তাফসীর কবীর, তাফসীর খাযিন, তাফসীরে ফাতহুল ক্বাদীর, তাফসীরে কুরতুবী সহ নির্ভরযোগ্য তাফসীরাতের কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতদ সমৃদয় হতে মাত্র কয়েকটি নাম চয়ন করা হলো। যথাক্রমে : (১) سورة مفتاح القرآن কুরআনের কুঞ্জিকা, (২) سورة أم القرآن কুরআনের মা বা আসল, (৩) سورة الدعاء দু'আর সূরা, (৪) سورة الشفاء রোগ মুক্তির সূরা, (৫) سورة الحمد প্রশংসার সূরা, (৬) أساس القرآن কুরআনের ভিত্তি, (৭) سورة الرحمة রাহমাতের সূরা, (৮) سورة البركة বারকাতের সূরা, (৯) سورة النعمة নি'আমাতের সূরা, (১০) سورة الإبتعانة সাহায্য প্রার্থনার সূরা, (১১) سورة الهداية হিদায়াত প্রতিষ্ঠার সূরা, (১২) سورة الإستقامة দৃঢ়তার সূরা, (১৩) سورة الإبتعانة সাহায্য প্রার্থনার সূরা, (১৪) سورة الكافية অভ্যধিক ও বিপুলতা দানকারী সূরা, (১৫) سورة الوافية পূর্ণত্ব প্রাপ্ত সূরা, (১৬) سورة الكنز খণির সূরা (জ্ঞানের খনি, রাহমাত, বারাকাত, নি'আমাত ও যাবতীয় সাফল্যের খণি বলে এ সূরাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে), (১৭) سورة الشكر শুকর করার সূরা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সূরা (১৮) سورة الصبر সবরের উৎসাহ দানকারী সূরা, (১৯) سورة التكرار বার বার পঠিতব্য সূরা, (২০) سورة التعلق مع الله আত্মাহর সাথে বান্দার গভীর সম্পর্ক স্থাপনের সূরা, (২১) سورة الصراط সঠিক সরল পথ লাভের সূরা, (২২) سورة الربوبية প্রভুত্ব সনাক্ত করণের সূরা, (২৩) سورة الوجدانية আত্মাহর তা'আলার একত্ববাদের প্রতি স্বীকৃতি প্রকাশের সূরা, (২৪) سورة الاجتناب الغضب والضلالة আত্মাহর গযব ও গোমরাহী হতে আত্মরক্ষা করার সূরা, (২৫) سورة الصلاة সলাতে একান্তই পঠিতব্য সূরা।

উল্লেখ্য, সর্বশেষ নামকরণ সলাত আদায়ে একান্তই পঠিতব্য সূরা নামকরণ থেকেও মনে হয়, উক্ত সূরা পাঠ ব্যতীত সলাত পূর্ণ হয় না। ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্যই উক্ত সূরা পাঠ করা ওয়াজিব বটে। এ বিষয়ে চার মাসহাবের নিকট গ্রহণযোগ্য তাফসীরের কিতাব ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ১১ পৃষ্ঠার যা বিবৃত হয়েছে তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য।

هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة-

প্রকাশ থাকে যে, উলামায়ে কিরামদের ৩টি قول এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী (أرجح) সিদ্ধান্ত যা তা-ই প্রথম সিদ্ধান্ত বলে ইবনু কাসীর (রহ.) স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে,

والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها ولا في صلاة الجمعة ولا في صلاة السرية لسا رواه الإمام أحمد بن حنبل (رح) في سننه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقرأه الإمام له قراءة ولكن في أسناده ضعيف ورواه مالك (رح) عن وهب ابن كسان عن جابر من كلامه وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ দ্বিতীয় এই যে, সূরায় ফাতিহার পাঠ মুক্তাদীর উপর ওয়াজিব হবে না বা অন্য কিছু পাঠ করাও ওয়াজিব হবে না, তা জাহরী (প্রকাশ্য) কিরাতাতেই হোক, বা গোপন (سري) কিরাতাতেই হোক, যা আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) স্বীয় কিতাব মুসনাদে আহমাদে রিওয়য়াতে করেছেন জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে, আর তিনি রসূল (ﷺ) হতে। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের ইজ্জিদায় আছে, ইমামের কিরাতাতেই তার কিরাতাত বলে গণ্য হবে। এখানে ইমাম ইবনু কাসীর (রহ.) বলেছেন, উক্ত রিওয়য়াতের সনদ যঈফ। ইমাম মালিক (রহ.) উক্ত হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, জাবির (রাযি.) উক্ত বাক্য দ্বারা নিজের মত পোষণ করেছেন, এ বাক্যটি রসূল (ﷺ)-এর বাণী বা নির্দেশ এ কথা মোটেই সহীহ নয়।

والثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم ولا يجب ذلك في الجمعة-

তৃতীয় মত এই যে, সিররী (চুপি চুপি) সলাতে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হবে, প্রকাশ্য সলাতে ওয়াজিব হবে না। সূরায় ফাতিহার বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসটি আমাদের যাবতীয় তর্কের সীমাংসা করে দিয়েছে যা আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযীর কিরাতাত অধ্যায়ে নির্ভরযোগ্য রিওয়য়াতে দেখা যায় যে, রসূল (ﷺ) একদিন ফাজরের সলাতের কিরাতাত আদায় করছেন, পেছনে সহাবায়ে কিরামদের অনেকেই রসূল (ﷺ)-এর সহিত সমস্ত কিরাতাত পাঠ করছিলেন। অতঃপর সলাত শেষে রসূল (ﷺ) বললেন :

৬৫/১/১. (১/১). بَاب مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

৬৫/১/১. অধ্যায়: সূরাতুল ফাতিহা (ফাতিহাতুল কিতাব) প্রসঙ্গে।

وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُبَدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَيُبَدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ.

وَالدِّينِ ﴿الْحِزَاءُ فِي الْحَيْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿بِالدِّينِ﴾ بِالْحِسَابِ ﴿مَدِينَيْنِ﴾ مُحَاسِبَيْنِ.

সূরাহ ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, সূরাহ ফাতিহা লেখা ঘরাই কুরআন গ্রন্থাকারে লেখা শুরু হয়েছে।

আর সূরাহ ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে সলাতও আরম্ভ করা হয়। “দীন” অর্থ -ভাল ও মন্দের প্রতিফল। যেমন বলা হয়ে থাকে كَمَا تَدِينُ تُدَانُ “যেমন কর্ম তেমন ফল”। আর মুজাহিদ (রহ.) বলেন, الدِّينِ হিসাব-নিকাশ। مَدِينَيْنِ যার হিসাব নেয়া হবে।

٤٤٧٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمَعْلَى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَا نِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي كُنْتُ أَصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ثُمَّ قَالَ

لا تفعلوا إلا بأمر القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها-

তোমরা সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত আর কোন সূরা পড়বে না। কেননা যে তা পড়ে না তার সলাত হয় না। এখানে ফাজ্জের কিরাআত উচ্চ আওয়াজে পড়া হয়েছিল, এখানে নাবী (ﷺ) থেকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল। নাবী (ﷺ) সহাবয়ে কিরাম, অতঃপর ইমাম হাসান বাসরী, ইমাম জুহরী, ইমাম আওজা'ঈ, ইমাম ইবরাহীম নাখ'ঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আবদুল্লাহ বিন আল মুবারক, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, হাফিয আস সাখাবী, ইমাম শাফি'ঈ (রহ.), ইমাম নাবাবী, ইমাম শওকানী, হাফিয ইবনু কাসীর, ইমাম গাযযালী, বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (বহিমাছমুল্লাহ আজমা'ঈন) প্রমুখাত মনীযী সহ হিজাজ, নজদ, 'আসির, ইয়ামান, সিরিয়া, মিশর, মরক্কো, আরব আমিরাত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মাক্কাহ ও মাদীনাহর লক্ষ লক্ষ উলামায়ে কিরাম শতাব্দীর পর শতাব্দী এমন কি আজ পর্যন্ত ইমামের পিছনে সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করে এসেছেন এবং বর্তমানেও পাঠ করে থাকেন, উপরে যেসব মনীযীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের বদৌলতেই রসূল (ﷺ)-এর হাদীসশাস্ত্র, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে অদ্যাবধি টিকে আছে। তাঁদের প্রত্যেকেই ইমাম মুজাদী উডয়ের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ অত্যাৱশ্যক বলে মনে করেন, তাই আয়রাও অবশ্য পঠিতব্য বলে মনে করছি। ইমামের পিছনে ফাতিহা পাঠকারীদেরকে যদি গোমরাহ মনে করা হয়, তবে নাউযবিদ্লাহ, উল্লেখিত ইসলামের মহামনীযীদেরকেও তো এই দৃষ্টিতে তারা প্রকারান্তরে গোমরাহ বলেই মনে করছে। তাঁদের রিওয়ামাতকে অমান্য করে, উক্ত রিওয়ামাত পালনকারীদের বিভ্রান্ত ও গোমরাহ বলেই মনে করে কেবল উক্ত মনীযীদের নামের শেষে (রহ.) বলে ভক্তি জাহির করা কি স্ববিরোধিতা নয়? অন্য কারো ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা, ইজ্তিহাদ মানতে গিয়ে যেন রসূল (ﷺ)-কে এবং তাঁর রেখে যাওয়া সহীহ হাদীসকে অগ্রাহ্য করা না হয়, সে দিকে আমাদের সকলের যত্নবান হওয়া আবশ্যিক।

لِي لَأَعْلَمَنَّكَ سُورَةٌ هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ لَأَعْلَمَنَّكَ سُورَةٌ هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ.

৪৪৭৪. আবু সাঈদ ইবনু মু'আল্লা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মাসজিদে নাববীতে সলাত আদায় করছিলাম, এমন সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে ডাকেন। কিন্তু ডাকে আমি সাড়া দেইনি। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি সলাত আদায় করছিলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ ও রসূলের ডাকে, যখন তিনি তোমাদেরকে ডাক দেন- (সূরাহ আনফাল ৮/২৪)। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই তোমাকে আমি কুরআনের এক অতি মহান সূরাহ শিক্ষা দিব। তারপর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর যখন তিনি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি বলেননি যে আমাকে কুরআনের অতি মহান সূরাহ শিক্ষা দিবেন? তিনি বললেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা কেবল আমাকেই দেয়া হয়েছে। [৪৬৪৭, ৪৭০৩, ৫০০৬] (আ.প্র. ৪১১৬, ই.ফা. ৪১১৯)

٦٥/(٢/١). بَابُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

৬৫/১/২. অধ্যায়: যারা ক্রোধে পতিত নয়।

٤٤٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُوَيْبِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ فَمَنْ وَاقَفَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৪৪৭৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যখন ইমাম বলবে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ তখন তোমরা বলবে آمِينَ -আল্লাহ আপনি কবুল করুন। যার পড়া মালায়িকাদের পড়ার সময় হবে, তার আগের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। [৭৮২] (আ.প্র. ৪১১৭, ই.ফা. ৪১২০)

১০২ সলাতের ভেতরে, সলাতের বাইরে যে কোন অবস্থায় সূরা ফাতিহা শেষ করে آمِينَ বলতে হবে। নাবী (ﷺ) ও তদীয় সহাবয়ে কিরাম (রাযি.) বলার পরে آمِينَ বলতেন। ফাতিহা চুপে চুপে পড়লে আ-মীনও চুপে চুপে বলতেন। আর উক্ত সূরাটি যখন তাঁরা জোরে জোরে ও সশব্দে পাঠ করতেন, তখন আ-মীনও সশব্দে পাঠ করতেন, তা সলাত আদায়কালীন সময় হোক, কি সলাতের বাইরে। উক্ত পদ্ধতি নাবী (ﷺ) হতে পরবর্তী কালের তাবিঈনদের যুগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে ইসলামের ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার কারণে তাদের একদল সলাত আদায়কালে সশব্দে আ-মীন বলাকে অপছন্দ করতেন এবং অপর জামা'আত উচ্চ আওয়াজে আ-মীন বলাকেই সহীহ হাদীসের সঠিক অনুশীলন বলে মনে করে থাকেন। এখন পর্যালোচনা করে দেখা দরকার যে, উপরোক্ত দু'টি নিয়মের কোনটি সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে বেশী গ্রহণযোগ্য। যেহেতু 'কিতাবুত তাফসীর' অধ্যায় আলোচনা করা যাচ্ছে বিধায় চার মাযহাবের নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য তাফসীরের কিতাব ইবনু কাসীরের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। তাফসীরে ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠায় আছে-

(২) سُورَةُ الْبَقَرَةِ

সূরাহ (২) : আল-বাকারাহ

٦٥/١/٢. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾.

৬৫/২/১ অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী : “আর তিনি শিখালেন আদমকে সব কিছুর নাম। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/৩১)

٤٤٧٦. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح
 وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْجٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
 يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ
 اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسَجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَعَلَّمَكَ كُلَّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا
 فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذَكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَجِي إِثْمًا نُوْحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَهُ
 فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذَكُرُ سُؤَالَ رَبِّهِ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَجِي فَيَقُولُ ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَهُ
 فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذَكُرُ
 قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَجِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ

والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير
 المغضوب عليهم ولا الضالين" فقال "أمين" مد بها صوته ولأبي داود رفع بها صوته وقال الترمذي هذا حديث حسن وزوي عن علي وابن مسعود
 وغيرهم. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" قال "أمين" حتى يسمع من يليه من
 الصف الأول رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه: فيرتج بها المسجد. والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن.

অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহার শেষে উচ্চ আওয়াজে আ-মীন বলা মুস্তাহাব-এ কথার দলীল এই যে, এ বিষয়ে মহামতি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, আবু দাউদ, তিরমিযী (রহ.) ওয়ায়িল বিন হুজর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি রসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট শুনেছি, যখন তিনি **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** এর নিকট শুনেছি, তখন বললেন, আ-মীন ও শীয় আওয়াজকে বাড়িয়ে দিলেন (সশব্দে) এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, রসূল (ﷺ) শীয় আওয়াজকে উচ্চ করেই আ-মীন বলেছিলেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসটি হাসান বটে। অতঃপর একই বিষয়ে একই রকম বর্ণনা করেছেন ইবনু মাস'উদ ও 'আলী (রাযি.) এবং আবু হুরাইরাহ (রাযি.) বলেন যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** বলতেন, তখন আ-মীন বলতেন, যা এক কাতার পেছন থেকে শোনা যেত। আবু দাউদ, ইবনু মাজ্জাহ একটু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) ও তদীয় সহাবয়ে কিরামদের আ-মীন বলার কারণে মাসজিদ কেঁপে উঠত। দারাকুতনী বলেন, এ হাদীসের সনদও হাসান পর্যায়ে উক্ত বটে। উল্লেখ্য, উক্ত সহীহুল বুখারীর ১ম খণ্ডে 'কিতাবুস সলাত'-এর মধ্যে ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ সনদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন: **إذا أسن الإمام فأمنوا** :

ইমাম যখন আ-মীন বলবে, তোমরা তখন আ-মীন বল। ইমাম যদি চূপে চূপে আ-মীন বলে তাহলে মুক্তাদীরা কীভাবে আ-মীন বলবে? সুতরাং **فأمنوا** শব্দটিকে ব্যাখ্যা করলেই দেখা যাচ্ছে যে, আ-মীন সশব্দেই বলতে হবে। অন্যথায় ইমাম যখন বলবে তখন মুক্তাদীদের আ-মীন বলা সম্ভব হবে না। বিস্তারিত জানার জন্য বুখারীর ১ম খণ্ডের সলাত অধ্যায়ের টীকাটি পড়ে দেখুন। সহীহ হাদীস অনুযায়ী সলাত আদায় করলে মানুষ যদি গোমরাহ-বিভ্রান্ত হয়, তাহলে নাবী (ﷺ) ছাড়া অন্য লোকদের মনগড়া ব্যাখ্যা মত 'আমাল করলে হিদায়াত পাওয়া কী করে সম্ভব?

لَسْتُ هُنَاكُمْ اِنَّوَا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤَذِّنُ لِي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوذُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوذُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾

৪৪৭৬. আনাস (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামাতের দিন মু'মিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম (رضি)-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে, আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মালায়িকাহ দ্বারা আপনাকে সাজদাহ্ করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তিনি নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করবেন। (তিনি বলবেন) তোমরা নূহ (رضি)-এর কাছে যাও। তিনিই প্রথম রসূল (رضি) যাকে আল্লাহ জগৎবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয়ে যা তাঁর জানা ছিল না। সে কথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহর খলীল (ইব্রাহীম) (رضি)-এর কাছে যাও। তারা তখন তাঁর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। তোমরা মূসা (رضি)-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে, তাঁর সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না এবং তিনি এক কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা স্মরণ করে তাঁর রবের নিকট লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (رضি)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং আল্লাহর বাণী ও রূহ। (তারা সেখানে যাবে) তিনি বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। তোমরা মুহাম্মাদ (رضি)-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্ব ও পরের ভুলত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে যাব এবং অনুমতি চাব, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখব, তখন আমি সাজদাহ্য় লুটিয়ে পড়ব। আল্লাহ যতক্ষণ চান এ অবস্থায় আমাকে রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান দেয়া হবে, বলুন শোনা হবে, সুপারিশ করুন কবুল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর সুপারিশ করব। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব। আমি পুনরায় রবের সমীপে ফিরে আসব। যখন আমি আমার রবকে দেখব তখন আগের মত সবকিছু করব। তারপর আমি

সুপারিশ করব। আর আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তদনুসারে আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাব। (তারপর তৃতীয়বার) আমি আবার রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ করব। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং আরয় করব এখন তারাই কেবল জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী অনেক আছে যাদের উপর জাহান্নামে চিরবাস অবধারিত হয়ে গেছে।

আবু আবদুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন, কুরআনের যে ঘোষণায় তারা জাহান্নামে আবদ্ধ রয়েছে তা হল মহান আল্লাহর বাণী : “তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।” [৪৪; মুসলিম ১/৮৪, হাঃ ১৯৩, আহমাদ ১২১৫৩ (আ.প্র. ৪১১৮, ই.ফা. ৪১২১)]

باب : (২/২)/৬০

৬৫/২/২. অধ্যায়:

قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ﴾ أَصْحَابِهِمْ مِنَ الْمُتَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ﴿مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ اللَّهُ جَامِعُهُمْ ﴿صِبْغَةً﴾ : دَيْنٌ ﴿عَلَىٰ الْحَاشِعِينَ﴾ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿بِقُرَّةٍ﴾ يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ﴿مَرَضٌ﴾ شَكٌّ ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾ عَيْرَةٌ لِمَنْ بَقِيَ ﴿لَا شِيَةَ﴾ لَا بِيَاضَ وَقَالَ عَيْرُهُ ﴿يَسُومُونَكُمْ﴾ يُؤَلُّونَكُمْ ﴿الْوَلَايَةَ﴾ مَفْتُوحَةٌ مَضْرُورَةٌ وَالْوَلَاءُ وَهِيَ الرُّبُوبِيَّةُ إِذَا كَسِرَتْ الْوَاوُ فِيهِ الْإِمَارَةُ وَقَالَ بَعْضُهُم الْحُبُوبُ الَّتِي تُوَكَّلُ كُلُّهَا ﴿فَوْمٌ﴾ وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿فَبَاءُوا﴾ فَانْقَلَبُوا وَقَالَ عَيْرُهُ ﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾ يَسْتَنْصِرُونَ ﴿شَرَّوْا﴾ بَاعُوا ﴿رَاعِنًا﴾ مِنَ الرُّعُونَةِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْمِفُوا إِنْسَانًا قَالُوا رَاعِنًا ﴿لَا يَجْزِي﴾ لَا يُغْنِي ﴿حُطَّوَاتٍ﴾ مِنَ الْحُطْرِ وَالْمَعْنَى آثَارُهُ ﴿ابْتَلَى﴾ اخْتَبَرَ

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ-তাদের সঙ্গী-সাথী মুনাফিক ও মুশরিক। مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ-আল্লাহ কাফিরদের পরিবেষ্টন করে আছেন- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৯)। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের একত্রকারী। صِبْغَةً অর্থাৎ দ্বীন। عَلَىٰ الْحَاشِعِينَ-প্রকৃত মু'মিনদের নিকট। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, وَمَا خَلَفَهَا-তাতে যা আছে তা 'আমাল করে। আবুল আলিয়া (রহ.) বলেন, مَرَضٌ-সন্দেহ। عَيْرَةٌ-পরবর্তীদের জন্য নাসীহাত। لَا شِيَةَ-দাগ বিহীন। অন্যরা বলেন, يَسُومُونَكُمْ-তারা তোমাদের কষ্ট দিত- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/৪৯)। الْوَلَايَةَ-আল ওয়াও মাফতুহ অবস্থায় الْوَلَاءُ-আল-ওয়ালা এর ধাতু। অর্থাৎ প্রভুত্ব, আর যখন 'ওয়াও'-কে যের দেয়া হবে, তখন অর্থ দাঁড়াবে নেতৃত্ব। কেউ কেউ বলেন, যে সমস্ত বীজ খাওয়া হয় তাকে ফুম বলে। ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, فَبَاءُوا তারা (আল্লাহর গণ্যের দিকে) ফিরে গেল। يَسْتَفْتِحُونَ তারা সাহায্য চাইতো। شَرَّوْا-তারা বিক্রি করল। رَاعِنًا নির্গত হয়েছে رَاعِنًا لَا يَجْزِي লোককে বোকা বানাতে চাইত তখন বলত, রাযিনা لَا يَجْزِي নির্গত হয়েছে حُطَّوَاتٍ মাসদার হতে যার অর্থ পদচিহ্ন। ابْتَلَى-পরীক্ষা করলেন।

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (৩/২)/৬০. **বَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى :**

৬৫/২/৩. **অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :** অতএব, তোমরা জেনে-বুঝে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করো না। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২২)

১১৭৭. **حدثني عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.**
 ৪৪৭৭. 'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন্ গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন্ গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে। আমি আরয় করলাম, এরপর কোন্টি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা। [৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২; মুসলিম ১/৩৭, হাঃ ৮৬০] (আ.প্র. ৪১১৯, ই.ফা. ৪১২২)

﴿بَابُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى :

৬৫/২/৪. **অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :**

﴿وَوَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْعِمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الْمَنَّ صَنْعَةٌ﴾ وَالسَّلْوَى الطَّيْرُ

“আর আমি মেঘমালা দিয়ে তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি মান্না ও সালওয়া। তোমরা খাও সেসব পবিত্র বস্তু যা আমি তোমাদের দান করেছি। তারা আমার প্রতি কোন যুল্ম করেনি, বরং তারা নিজেদের উপরই যুল্ম করেছিল।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/৫৭)

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, মান্না শিশির জাতীয় সুস্বাদু খাদ্য (যা পাথর ও গাছের উপর অবতীর্ণ হত পরে জমে গিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো হত) আর সালওয়া-পাখি।

১১৭৮. **حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ**

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنَّ وَمَاوَاهَا شِقَاءٌ لِلْعَيْنِ.

৪৪৭৮. সাঈদ ইবনু যায়দ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:
 -আল কামাআত (ব্যাঙের ছাতা) মান্না জাতীয়। আর তার পানি চোখের রোগের প্রতিষেধক। [৪৬৩৯, ৫৭০৮; মুসলিম ৩৬/২৮, হাঃ ২০৪৯, আহমাদ ১৬২৫] (আ.প্র. ৪১২০, ই.ফা. ৪১২৩)

: بَابُ (٥/٢)/٦٥

٦٥/٢/٥. अध्याय:

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَفَعْنَا لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ رَغَدًا وَايَسَّ كَثِيرٌ.

“স্মরণ করুন, যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, যেখানে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে খাও, অবনত মস্তকে প্রবেশ কর দ্বার দিয়ে এবং বল হিট্টা-ক্ষমা চাই। আমি তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করব এবং সংকর্মশীলদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব”- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/৫৮)। رَغَدًا প্রভৃত স্বাচ্ছন্দ্য।

٤٤٧٩. حدثني مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا حِطَّةٌ حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ.

8899. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, বানী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল যে, তোমরা সাজদাহ অবস্থায় নগর দ্বারে প্রবেশ কর এবং বল হিট্টা (ক্ষমা চাই) কিন্তু তারা প্রবেশ করল নিতম্ব হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এবং শব্দকে পরিবর্তন করে তদস্থলে বলল, গম ও যবের দানা। [৩৪০৩] (আ.প্র. 8121, ই.ফা. 8128)

: بَابُ قَوْلِهِ ٦/٢/٦٥

٦٥/٢/٦. अध्याय: आब्लाहूर वाणी :

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ وَقَالَ عِكْرِمَةُ جَبْر وَمِيكَ وَسَرَّافٍ عَبْدٌ إِبْنُ اللَّهِ.

“যারা জিবরীলের শত্রুতা করবে।” ইকরিমাহ (রহ.) বলেন, জবর, মীক, সরাফ অর্থ ‘আবদ-বান্দা, ঈল-আব্লাহূ। (অর্থ হল ‘আবদুল্লাহ-আব্লাহূর বান্দা) (আ.প্র. 8121, ই.ফা. 8128)

٤٤٨٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ يَقْدُومُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْحِجَّةِ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ أَيُّهَا قَالَ جِبْرِيلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ بِإِذْنِ اللَّهِ أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْتَرُّ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْحِجَّةِ فَرِيزَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ

الْمَرْأَةُ نَزَعَتْ قَالَتْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهَّتْ وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بِيَهْتُونِي فَجَاءَتْ الْيَهُودَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرْنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدْنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا أَعَادَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا شَرْنَا وَابْنُ شَرِنَا وَانْتَقَصُوهُ قَالَ فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

৪৪৮০. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শুভাগমনের খবর পেলেন। তখন তিনি (‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম) বাগানে ফল সংগ্রহ করছিলেন। তিনি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করব যা নাবী (ﷺ) ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না। তা হল কিয়ামাতের প্রথম আলামাত কী? জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কী হবে? এবং সন্তান কখন পিতার মত হয় আর কখন মাতার মত হয়? নাবী (ﷺ) বললেন, আমাকে জিবরীল (عليه السلام) এখনই এসব ব্যাপারে জানিয়ে গেলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম বললেন, জিবরীল? নাবী (ﷺ) বলল, হ্যাঁ। ইবনু সালাম বললেন, সে তো মালায়িকাদের মধ্যে ইয়াহূদীদের শত্রু। তখন নাবী (ﷺ) এই আয়াত পাঠ করলেন, আপনি বলে দিন : যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু- এ কারণে যে, সে আল্লাহর নির্দেশে আপনার অন্তরে কুরআন অবতীর্ণ করেছে- (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২/৯৭)। কিয়ামাতের প্রথম আলামাত হল, এক রকম আগুন মানুষদেরকে পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত একত্রিত করবে। আর জান্নাতীরা প্রথমে যা খাবেন তা হল মাছের কলিজার টুকরা। আর যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীর উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান পিতার আকৃতি পায় এবং যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান মাতার আকৃতি পায়। তখন ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহূদরা চরম মিথ্যারোপকারী। যদি তারা আপনার প্রশ্ন করার পূর্বেই আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জেনে যায় তবে তারা আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করবে। ইতোমধ্যে ইয়াহূদীরা এসে গেল। তখন নাবী (ﷺ) ইয়াহূদীদের জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা উত্তর দিল, তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম এবং আমাদের মধ্যে সজ্জাত ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার ছেলে। নাবী (ﷺ) বললেন, যদি ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে তোমাদের অভিমত কী? তারা বলল, আল্লাহ তাকে এর থেকে রক্ষা করুন। তখন [‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه) বের হয়ে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) অবশ্যই আল্লাহর প্রেরিত রসূল। তখন তারা বলল, সে আমাদের মধ্যে মন্দ ব্যক্তি ও মন্দ ব্যক্তির ছেলে। তারপর তারা ইবনু সালাম (رضي الله عنه) কে দোষী সাব্যস্ত করে সমালোচনা করতে লাগল। তখন ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! এটাই আমি আশঙ্কা করছিলাম। [৩৩২৯] (আ.প্র. ৪১২২, ই.ফা. ৪১২৫)

۷/۲/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: «مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا».

৬৫/২/৭. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী : আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১০৬)

৬৫/২/৭. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী : আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১০৬)

৬৫/২/৭. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী : আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১০৬)

৪৪৮১. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿مَا تَسْخُحُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِيهَا﴾

৪৪৮১. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, উবাই (رضي الله عنه) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ক্বারী, আর 'আলী (رضي الله عنه) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। কিন্তু আমরা উবাই (رضي الله عنه)-এর কিছু কথা বাদ দেই। কারণ উবাই (رضي الله عنه) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে যা শুনেছি তার কিছুই ছাড়ব না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যে আয়াত রহিত করি অথবা ভুলিয়ে দেই (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১০৬)। (৫০০৫) (আ.প্র. ৪১২৩, ই.ফা. ৪১২৬)

৪. ৮/২/৬০ : ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ﴾

৬৫/২/৮. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী : আর তারা বলে : 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি অতি পবিত্র। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১১৬)

৬৫/২/৮. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী : আর তারা বলে : 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি অতি পবিত্র। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১১৬)

৬৫/২/৮. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী : আর তারা বলে : 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি অতি পবিত্র। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১১৬)

৪৪৮২. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَرَعَمَ آيِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا.

৪৪৮২. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে। অথচ তার এ কাজ ঠিক নয়। আমাকে গালি দিয়েছে অথচ তার জন্য এটা ঠিক নয়। তার আমার প্রতি মিথ্যারোপ হল, সে বলে যে, আমি তাকে (মৃত্যুর) পূর্বের মত পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নই। আর আমাকে তার গালি দেয়া হল-তার এ কথা যে, আমার সন্তান আছে অথচ আমি স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র। (আ.প্র. ৪১২৩, ই.ফা. ৪১১৭)

৯. ৯/২/৬০ : ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾

৬৫/২/৯. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে সলাতের জায়গারূপে গ্রহণ কর। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১২৫)

﴿مَثَابَةً﴾ يَتُوبُونَ بِرَجْعُونَ.

﴿مَثَابَةً﴾-ফিরে আসার স্থান। يَتُوبُونَ লোকজন প্রত্যাবর্তন করে।

৪৪৮৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْتُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ قَالَ وَبَلَّغَنِي مُعَاتَبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُ نِسَائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ إِنْ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَبِئِلْنَ اللَّهَ رَسُولَهُ ﷺ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَتْ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعْظُهُنَّ أَنْتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ﴾

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْزَمٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُؤَبِّ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ عُمَرَ .

৪৪৮৩. আনাস (رضি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (رضি) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার মতামত আল্লাহর ওয়াহীর অনুরূপ হয়েছে অথবা (তিনি বলেছেন) তিনটি বিষয়ে আমার মতামতের অনুকূলে আল্লাহ ওয়াহী অবতীর্ণ করেছেন। তা হল, আমি বলেছিলাম হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি মাকামে ইব্রাহীমকে সলাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে সলাতের জায়গারূপে গ্রহণ কর- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১২৫)। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের লোক আসে। কাজেই আপনি যদি উম্মাহাতুল মু'মিনীনদেরকে পর্দা করার আদেশ করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন। তিনি আরো বলেন, আমি জানতে পেরেছিলাম যে, নাবী (ﷺ) তাঁর কতক স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন আমি তাদের কাছে উপস্থিত হই এবং বলি যে, আপনারা এর থেকে বিরত থাকুন নচেৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (ﷺ)-কে আপনাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। এরপর আমি তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে আসি, তখন তিনি বললেন, হে 'উমার! রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও নাক গলাতে শুরু করেছ। তিনি (ﷺ) স্ত্রীগণকে নাসীহাত করে থাকেন আর এখন তুমি তাদের নাসীহাত করতে আরম্ভ করেছ? তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন : ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ﴾ "যদি নাবী তোমাদের সবাইকে তলাক দেন, তবে তাঁর রব অচিরেই তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী তাঁকে দিবেন, যারা হবে আজীবন, ঈমানদার, অনুগত, তাওবাহকারিণী, ইবাদাতকারিণী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী ও কুমারী"- (সূরাহ আত-তাহরীম ৬৬/৫)।

ইবনু আবী মারইয়াম (রহ.) বলেন, আনাস (رضি) হতে বর্ণিত যে, 'উমার (رضি) আমার কাছে এরূপ বলেছেন। [৪০২] (আ.প্র. ৪১২৫, ই.ফা. ৪১২৮)

১০/২/৬০. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/২/১০. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

﴿الْقَوَاعِدُ﴾: أَسَاسُهُ وَاحِدَتُهَا، قَاعِدَةٌ، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ وَاحِدُهَا: قَاعِدٌ.

“স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কা'বাঘরের ভিত নির্মাণ করছিল তখন তারা দু'আ করেছিল : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এ প্রয়াস ক্ববুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১২৭)

قَاعِدَةٌ ভিত্তি, একবচনে কয়িদাতু। আল কাওয়ায়িদ মহিলাদের সম্পর্কে বলা হলে এর অর্থ বৃদ্ধা নারী, তখন এর একবচন قَاعِدٌ হবে।

٤٤٨٤. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَمْ تَرَيَ أَنْ قَوْمَكَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَيَّ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلَا جِدْنَا قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَيْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِئْذَانَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنْ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

88৮8. নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমার কি জানা নেই যে, তোমার সম্প্রদায় কুরাইশ কা'বা তৈরী করেছে এবং ইবরাহীম (ﷺ)-এর ভিত্তির থেকে ছোট নির্মাণ করেছে? [আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন] আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইবরাহীম (ﷺ)-এর ভিত্তির উপর কা'বাকে আবার নির্মাণ করবেন না? তিনি বললেন, যদি তোমার গোত্রের কুফরীর যুগ নিকট অতীতে না হত। এ কথা শুনে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنهما) বললেন, যদি 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) এ কথা রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে শুনে থাকেন, তবে আমার মনে হয় যে এ কারণেই রসূলুল্লাহ (ﷺ) হাজরে আসওয়াদ সংলগ্ন দু' রুকনকে চুম্বন করতেন না, বর্জন করেছেন, যেহেতু বাইতুল্লাহর নির্মাণ কাজ ইবরাহীম (ﷺ)-এর ভিতের উপর সম্পূর্ণ করা হয়নি। [১২৬] (আ.প্র. ৪১২৬, ই.ফা. ৪১২৪)

١١/٢/٦٥. بَابُ : ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾.

৬৫/২/১১. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৩৬)

٤٤٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ وَقُولُوا ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾.

88৮৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব (ইয়াহুদী) ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলিমদের কাছে তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা আহলে কিতাবকে বিশ্বাসও কর না আর অবিশ্বাসও কর না এবং (আল্লাহর বাণী) “তোমরা বল,

আমরা আল্লাহুতে ঈমান এনেছি এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে”- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৩৬)।
[৭৩৬২, ৭৫৪২] (আ.প্র. ৪১২৭, ই.ফা. ৪১৩০)

: بَابُ ١٢/٢/٦٥

৬৫/২/১২. অধ্যায়:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

“অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে : কিসে ফিরিয়ে দিল তাদের সে কিবলা থেকে, যে কিবলা তারা এ যাবৎ অনুসরণ করে আসছিল? আপনি বলুন : পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৪২)

٤٤٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْ صَلَّىهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَذَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رَجَالٌ فُتِلُوا لَمْ تَذَرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾.

৪৪৮৬. বারাআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) মাদীনাহুতে ষোল অথবা সতের মাস যাবৎ বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করেন। অথচ নাবী (ﷺ) বাইতুল্লাহর দিকে তার কিবলা হওয়ায় পছন্দ করতেন। নাবী (ﷺ) আসর এর সলাত (কা'বার দিকে মুখ করে) আদায় করেন এবং লোকেরাও তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করেন। এরপর তাঁর সঙ্গে সলাত আদায়কারী একজন বের হন এবং তিনি একটি মাসজিদের লোকদের পার্শ্ব দিয়ে গেলেন তখন তারা রুকু অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে মাক্কাহর দিকে মুখ করে সলাত আদায় করেছি। এ কথা শোনার পর তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থায় বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে গেলেন। আর যারা কিবলা বাইতুল্লাহর দিকে পরিবর্তনের পূর্বে বাইতুল মাকদাসের দিকে সলাত আদায় অবস্থায় মারা গিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা কী বলব তা আমাদের জানা ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন- “আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান ব্যর্থ করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু”- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৪৩)। [৪০] (আ.প্র. ৪১২৮, ই.ফা. ৪১৩১)

: بَابُ ١٣/٢/٦٥

৬৫/২/১৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

“আর এভাবে আমি তোমদেরকে করেছি এক মধ্যপন্থী জাতি যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা হও এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/৪৩)

৴৴৴৴. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لِحَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْعَى نُوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ فَيَقُولُ هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقَالُ لِأُمْتِهِ هَلْ بَلَغْتُمْ فَيَقُولُونَ مَا أَنَا مِنْ نَذِيرٍ فَيَقُولُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ.

৴৴৴৴. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন নূহ (ﷺ)-কে ডাকা হবে। তখন তিনি বলবেন : হে আমাদের রব! আমি আপনার পবিত্র দরবারে হাযির (তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) তুমি কি (আল্লাহর বাণী) পৌছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। এরপর তার উম্মতকে জিজ্ঞেস করা হবে, [নূহ (ﷺ) কি] তোমাদের নিকট (আল্লাহর বাণী) পৌছে দিয়েছে? তারা তখন বলবে, আমাদের কাছে কোন ভয়প্রদর্শনকারী আসেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা [নূহ (ﷺ)-কে] বলবেন, তোমার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর উম্মতগণ। তখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, নূহ (ﷺ) তাঁর উম্মতের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছেন এবং রসূল (ﷺ) তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন। এটাই মহান আল্লাহর বাণী “আর এ ভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির সাক্ষী হতে পার আর রসূল তোমাদের সাক্ষী হন।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৪৩) ‘ওয়াসাত’ ন্যায়নিষ্ঠ। |৩৩৩৯| (আ.প্র. ৴৴৴৴, ই.ফা. ৴৴৴৴)

: ৴৴/৴/৴৴. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى :

৴৴/৴/৴৴. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ (۱۴۳)﴾

আপনি যে কিবলার এ যাবত অনুসরণ করছিলেন তাকে আমি এজন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে পিঠটান দেয়? আল্লাহ যাদের সৎপথ প্রদর্শন করেছেন তাদের ব্যতীত অন্যদের কাছে এটা নিশ্চিত কঠোরতর বিষয়। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান ব্যর্থ করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৴৴)

৪৪৮৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
بَيْنَمَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ إِذْ جَاءَ جَاءَ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ ﷺ قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ
الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

৪৪৮৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। একদিন লোকেরা কূবা মাসজিদে ফাজরের সলাত আদায় করছিলেন। এমন সময় এক আগতুক এসে বলল, আল্লাহ তা'আলা নাবী (ﷺ)-এর প্রতি কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যে, তিনি যেন (সলাতে) কা'বার দিকে মুখ করেন। কাজেই আপনারাও কা'বার দিকে মুখ করুন। তখন লোকেরা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। [৪০৩] (আ.প্র. ৪১৩০, ই.ফা. ৪১৩৩)

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ١٥/٢/٦٥

৬৫/২/১৫. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
ط إِلَى قَوْلِهِ : ﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

“বার বার আকাশের দিকে আপনার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি..... আল্লাহ সে সম্বন্ধে বেখবর নন যা তারা করে।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৪৪)

৪৪৮৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِنْ
صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي.

৪৪৮৯. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা উভয় কিবলার (বাইতুল মাকদাস কা'বা-এর) দিকে মুখ করে সলাত আদায় করেছেন তাদের মধ্যে আমি ব্যতীত আর কেউ বেঁচে নেই। (আ.প্র. ৪১৩১, ই.ফা. ৪১৩৪)

بَابُ : ١٦/٢/٦٥

৬৫/২/১৬. অধ্যায়:

﴿وَلِلَّذِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

“যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কাছে আপনি সমস্ত প্রমাণ পেশ করলেও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না, আর আপনি তাদের কিবলা অনুসরণ করার নন। আর তারা একে অন্যের কিবলা অনুসরণ করে না। আপনি যদি আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৪৫)

৪৪৯০. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا وَأَمَرَ أَنْ
يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ أَلَا فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ.

৪৪৯০. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। একদা লোকেরা মাসজিদে কুবায় ফাজ্রের সলাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের কাছে একজন লোক এসে বলল, এ রাতে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং কা'বার দিকে মুখ করে সলাত আদায় করার জন্য তিনি নির্দেশিত হয়েছেন। অতএব আপনারা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিন। আর তখন লোকেদের চেহারা শামের দিকে ছিল। তখন তারা তাদের চেহারা কা'বার দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। [৪০৩] (আ.প্র. ৪১৩২, ই.ফা. ৪১৩৫)

: بَاب ١٧/٢/٦٥

৬৫/২/১৭. অধ্যায়:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ط وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْتَرِينَ﴾

“যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ চেনে, যে রূপ তারা তাদের পুত্রদের চেনে। আর তাদের একদল জেনেগুনে নিশ্চিতভাবে সত্য গোপন করে। প্রকৃত সত্য তো তা, যা তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রাপ্ত। কাজেই তুমি সন্দিহানদের দলভুক্ত হয়ো না।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৪৬-১৪৭)

٤٤٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

৪৪৯১. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা লোকেরা কুবা মাসজিদে ফাজ্রের সলাতে ছিলেন, তখন তাদের কাছে একজন আগলুক এসে বললেন, নাবী (ﷺ)-এর প্রতি এ রাতে কুরআন (এর আয়াত) অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর এতে তিনি কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর জন্য নির্দেশিত হয়েছেন। কাজেই আপনারা কা'বার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিন। আর তখন তাদের মুখ শামের দিকে ছিল। তখন তারা কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন। [৪০৩] (আ.প্র. ৪১৩৩, ই.ফা. ৪১৩৬)

: بَاب ١٨/٢/٦٥

৬৫/২/১৮. অধ্যায়:

﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلَاهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ ط مَّ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٤٨)

“আর প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি দিক, যদিকে সে মুখ করে। সুতরাং তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্র সমবেত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৪৮)

৪৪৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشْرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

৪৪৯২. বারাআ (ইবনু 'আযিব) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ষোল অথবা সতের মাস ব্যাপী (মাদীনাহতে) বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করেছি। তারপর আল্লাহ তাঁকে কা'বার পানে ফিরিয়ে দেন। [৪০] (আ.প্র. ৪১৩৪, ই.ফা. ৪১৩৭)

باب : ١٩/٢/٦٥

٦٥/٢/١٥. अध्याय:

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١١١) شَطْرُهُ تَلْقَاؤُهُ.

“যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, তোমার মুখ আল-মাসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও। নিশ্চয় এটা হল তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে অবধারিত সত্য। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নন” – (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৪৯)। شَطْرُهُ সেই দিকে।

৪৪৭৩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَيْنَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ فَأَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَاسْتَدَارُوا كَهَيْئَتِهِمْ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ.

৪৪৯৩. ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কুবা মাসজিদে সহাবীগণ ফাজ্বের সলাত সম্পাদন করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, আজ রাতে [নাবী (ﷺ)-এর প্রতি] কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই আপনারা সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিন। তখন তারা আপন আপন অবস্থায় মুখ ঘুরিয়ে নেন এবং কা'বার দিকে মুখ করেন। তখন তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল। [৪০৩] (আ.প্র. ৪১৩৫, ই.ফা. ৪১৩৮)

باب : ٢٠/٢/٦٥

٦٥/٢/٢٥. अध्याय:

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾﴾

“এবং যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, তোমার মুখ আল-মাসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেদিকেই মুখ ফেরাবে, যাতে..... তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পার।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৫০)

৪৪৭৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يُقْبَأُ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ.

৪৪৯৪. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কুবাতে সহাবীগণ ফাজ্জরের সলাত সম্পাদন করছিলেন এমন সময় এক আগভুক এসে বলল, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আজ রাতে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনি কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব আপনারাও সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের মুখ তখন ছিল সিরিয়ার দিকে। তখন তারা কা'বার দিকে ফিরে গেলেন। [৪০৩] (আ.প্র. ৪১৩৬, ই.ফা. ৪১৩৯)

৬৫/২/২১. ২১/২/৬০. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/২/২১. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ جَ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لَا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (১০৮)

﴿شَعَائِرُ﴾ : عَلَامَاتٌ وَاحِدَتُهَا شَعِيرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الصَّفَوَانُ الْحَجْرُ وَيُقَالُ الْحِجَارَةُ الْمَلْسُ الَّتِي لَا تُثْنِتُ شَيْئًا وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا وَالصَّفَا لِلْجَمِيعِ.

নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াহ হল আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সূতরাং যে কেউ কা'বা ঘরে হাজ্জ বা 'উমরাহ পালন করে তার পক্ষে এ দু'টির মধ্যে প্রদক্ষিণ করাতে কোন পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন নেক কাজ করলে আল্লাহ তার পুরস্কার দেবেন, তিনি সর্বজ্ঞ। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৫৮)

শَعَائِرُ হলো শَعِيرَةٌ এর বহু বচন। নিদর্শন। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, সাফওয়ান অর্থ পাথর; বলা হত এমন পাথর যা কিছু উৎপন্ন করে না। একবচনে صَفْوَانَةٌ হয়ে থাকে। বহুবচনে ব্যবহৃত হয়।

৪৪৭০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ جَ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أَنْزَلْتَ هَذِهِ آيَةً فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهْلُونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةَ حَذْوِ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ جَ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.

৪৪৯৫. 'উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-কে জিজ্ঞেস করলাম- আর তখন আমি অল্প বয়সের ছিলাম।

মহান আল্লাহর বাণী : **إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ** এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াহ হল আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বা ঘরে হাজ্জ বা 'উমরাহ পালন করে তার পক্ষে এ দু'টির মধ্যে প্রদক্ষিণ করাতে কোন পাপ নেই"- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৫৮)। আমি মনে করি উক্ত দুই পর্বত সায়ী না করলে কোন ব্যক্তির উপর গুনাহ বর্তাবে না। তখন 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, কক্ষনো তা নয়। তুমি যা বলছ যদি তাই হত তাহলে বলা হত এভাবে **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ** "উভয় পর্বত তাওয়াফ না করাতে কোন গুনাহ বর্তাবে না। বস্তুতঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আনসারদের ব্যাপারে। তারা 'মানাত'-এর পূজা করত। আর 'মানাত' ছিল কুদায়েদের পথে অবস্থিত। আনসারগণ সাফা এবং মারওয়াহর মধ্যে সায়ী করা খারাপ জানত। ইসলামের আগমনের পর তারা এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন- **إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ** **فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا**। (১৬৪৩) (আ.প্র. ৪১৩৭, ই.ফা. ৪১৪০)

৪৪৯৬. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ فَقَالَ كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾**

৪৪৯৬. 'আসিম ইবনু সুলাইমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه)-কে সাফা ও মারওয়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা ঐ দু'টিকে জাহিলী যুগের কাজ বলে মনে করতাম। যখন ইসলাম আসল, তখন আমরা এ দু'টির মধ্যে সায়ী করা থেকে বিরত থাকি। তখন আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করেন- **إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ** থেকে **فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا** পর্যন্ত। (১৬৪৩) (আ.প্র. ৪১৩৮, ই.ফা. ৪১৪১)

۲۲/۲/۶۵. **بَابُ قَوْلِهِ :**

۶۵/۲/۲۲. **অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :**

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ أَنْدَادًا : وَاحِدُهَا نِدٌّ

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাঁর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে।" (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৬৫)

এখানে **أَنْدَادًا** অর্থ সমকক্ষ ও বরাবর। **نِدٌّ** এর একবচন।

৪৪৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلِمَةٌ وَقُلْتُ أُخْرَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ يَدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ يَدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৪৪৯৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একটি কথা বললেন, আর আমি একটি বললাম। নাবী (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে আহ্বান করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে। আর আমি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে সমকক্ষ হিসেবে আহ্বান না করা অবস্থায় মারা যায়? (তিনি বললেন) সে জান্নাতে যাবে। [১২৩৮] (আ.প্র. ৪১৩৯, ই.ফা. ৪১৪২)

۲۳/۲/۶۵. بَاب : ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحَرْبِ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾
إِلَى قَوْلِهِ : ﴿عَذَابُ النَّيِّمِ﴾ غُفِي : تَرِكَ.

৬৫/২/২৩. অধ্যায়: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য নিহতদের ব্যাপারে কিসাসের ১ বিধান দেয়া হল, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। তবে তার ভাইয়ের তরফ থেকে কাউকে কিছু ক্ষমা করে দেয়া হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করতে হবে এবং সততার সঙ্গে তা তাকে প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে ভার লাঘব ও বিশেষ রাহমাত। এরপরও যে কেউ বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৭৮)

غُفِي পরিত্যাগ করে।

৪৪৭৮. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا قَالَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَّةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحَرْبِ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ط فَمَنْ غُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَّةُ فِي الْعَمْدِ. ﴿فَاتِّبَاعُ﴾ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مِمَّا كَتَبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴿فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَّةِ

৪৪৯৮. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিসাস প্রথা চালু ছিল কিন্তু দিয়াত তাদের মধ্যে চালু ছিল না। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ করেন : হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস বা খুনের বদলে খুন তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোকের কিসাস নেয়া হবে। হাঁ, কোন হত্যাকারীর সঙ্গে তার কোন (মুসলিম) ভাই ন্যমতা দেখাতে চাইলে। উল্লিখিত

আয়াতে আলআফুবُ فَالْعَفْوُ -এর অর্থ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত গ্রহণ করতঃ কিসাস ক্ষমা করে দেয়া। فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ এ ব্যাপারে যথাযথ বিধি মেনে চলবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দিয়াত আদায় করে দেবে। তোমাদের পূর্বের লোকদের উপরে আরোপিত কিসাস হতে তোমাদের প্রতি দিয়াত ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি শাস্তি হ্রাস ও বিশেষ অনুগ্রহ। দিয়াত কবুল করার পরও যদি হত্যা করে তাহলে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। [৬৮৮১] (আ.প্র. ৪১৪০, ই.ফা. ৪১৪৩)

৴৴৴. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كِتَابُ

اللَّهِ الْقِصَاصُ.

৪৪৯৯. আনাস (رضي الله عنه) তাদের কাছে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হল কিসাস। [২৭০৩] (আ.প্র. ৪১৪৩, ই.ফা. ৪১৪৪)

৴৴৴. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْمِيِّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ أَنَسِ أَنَّ الرَّبِيعَ عَمَّتُهُ كَسَرَتْ نَيْبَةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَّضُوا الْأَرْضَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسِرُ نَيْبَةَ الرَّبِيعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ نَيْبَتَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ.

৪৫০০. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আনাসের ফুফু রুবাঈ এক বাঁদির সম্মুখ দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। এরপর বাঁদির কাছে রুবাঈয়ের লোকজন ক্ষমা চাইলে বাঁদির লোকেরা অস্বীকার করে। তখন তাদের কাছে দিয়াত পেশ করা হল, তখন তা তারা গ্রহণ করল না। অগত্যা তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ) সমীপে এসে ঘটনা জানাল। কিন্তু কিসাস ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করল। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কিসাসের নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইবনু নযর (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! রুবাঈদের সামনের দাঁত ভাঙ্গা হবে? না, যে সত্তা আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাব তো কিসাসের নির্দেশ দেয়। এরপর বাঁদির লোকেরা রাযী হয়ে যায় এবং রুবাঈ'কে ক্ষমা করে দেয়। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এমন মানুষও আছে যিনি আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করেন। [২৭০৩] (আ.প্র. ৪১৪২, ই.ফা. ৪১৪৫)

: ৴৴/৴/৴৵

৴৴/৴/৴৵. অধ্যায়:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সওম ফারয করা হল যেরূপ ফারয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৮৩)

১০১. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عَاشُورَاءَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ.**

৪৫০১. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা আশুরার সওম পালন করত। এরপর যখন রমায়ানের সওমের বিধান অবতীর্ণ হল, তখন নাবী (ﷺ) বললেন, যার ইচ্ছা সে আশুরার সওম পালন করবে আর যার ইচ্ছা সে তার সওম পালন করবে না। [১৮৯২; মুসলিম ১৩/১৯, হাঃ ১১২৬, আহমাদ ৬৩০০] (আ.প্র. ৪১৪৩, ই.ফা. ৪১৪৬)

১০২. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ عَاشُورَاءَ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.**

৪৫০২. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমায়ানের সওমের (আযাত অবতীর্ণ হওয়ার) পূর্বে আশুরার সওম পালন করা হত। এরপর যখন রমায়ানের (সম্পর্কিত বিধান) অবতীর্ণ হল, তখন নাবী (ﷺ) বললেন, যে ইচ্ছা করে (আশুরার) সওম পালন করবে, আর যে চায় সে সওম পালন করবে না। [১৫৯২] (আ.প্র. ৪১৪৪, ই.ফা. ৪১৪৭)

১০৩. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ الْيَوْمَ عَاشُورَاءُ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ تَرَكَ فَادُّنْ كُلُّكَ.**

৪৫০৩. ‘আবদুল্লাহ (রহ.) (ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর নিকট ‘আশ’আস (رضي الله عنه) আসেন। এ সময় ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) পানাহার করছিলেন। তখন আশ’আস (رضي الله عنه) বললেন, আজ তো ‘আশুরা। তিনি বললেন, রমায়ানের (এর সওমের বিধান) অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ‘আশুরার সওম পালন করা হত। যখন রমায়ানের (এর সওমের বিধান) অবতীর্ণ হল তখন তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। এসো, তুমিও খাও। [মুসলিম ১৩/১৯, হাঃ ১১২৭] (আ.প্র. ৪১৪৫, ই.ফা. ৪১৪৮)

১০৪. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانَ الْفَرِيضَةَ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ.**

৪৫০৪. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে কুরাইশগণ আশুরার দিন সওম পালন করত। নাবী (ﷺ)-ও সে সওম পালন করতেন। যখন তিনি মাদীনাহয় হিজরাত করলেন তখনও তিনি সে সওম পালন করতেন এবং অন্যদের পালনের নির্দেশ দিতেন। এরপর যখন রমায়ান (সম্পর্কিত

আয়াত) অবতীর্ণ হলে রমায়ানের সওম ফরয হল এবং আশুরার সওম বাদ গেল। এরপর যে চাইত সে উক্ত সওম পালন করত আর যে চাইত তা পালন করত না। [১৫৯২] (আ.প্র. ৪১৪৬, ই.ফা. ৪১৪৯)

: ২০/২/৬০. بَابُ قَوْلِهِ :

﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ط طَعَامٌ مِسْكِينٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ط وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۴)﴾

৬৫/২/২৫. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :

নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তবে তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য সময়ে সওমের সংখ্যা পূরণ করে নিবে। আর সওম যাদের জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক, তারা এর পরিবর্তে ফিদয়া দিবে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করে। কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। যদি তোমরা সওম কর; তবে তা হবে তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৮৪)

وَقَالَ عَطَاءٌ يُفْطِرُ مِنَ الْمَرِيضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ أَوْ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِيقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنْسَ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْرًا وَحَمًا وَأَفْطَرَ قِرَاءَةَ الْعَامَةِ يُطِيقُونَهُ وَهُوَ أَكْثَرُ.

ইমাম 'আত্বা (রহ.) বলেন, সর্বপ্রকার রোগেই সওম ভাঙ্গা যাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম হাসান ও ইবরাহীম (রহ.) বলেন, স্তন্যদাত্রী এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক যখন নিজ প্রাণ অথবা তাদের সন্তানের জীবনের প্রতি হুমকির আশঙ্কা করে তখন তারা উভয়ে সওম ভঙ্গ করতে পারবে। পরে তা আদায় করে নিতে হবে। অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি সওম পালনে অক্ষম হলে যেমন আনাস (رضي الله عنه) বৃদ্ধ হওয়ার পর এক বছর অথবা দু'বছর প্রতিদিন এক দরিদ্র ব্যক্তিকে রুটি ও গোশত খেতে দিতেন এবং সওম ত্যাগ করতেন। অধিকাংশ লোকের কিরাআত হল يُطِيقُونَهُ অর্থাৎ যারা সওমের সামর্থ্য রাখে এবং এটাই সাধারণে প্রচলিত।

٤٥٠٥. حدثني إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتِطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيَطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

৪৫০৫. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-কে পড়তে শুনেছেন অর্থাৎ যারা সওম পালনে সক্ষম নয়। তাদের জন্য একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানোই ফিদয়া। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, এ আয়াত রহিত হয়নি। এ হুকুম সেই অতিবৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য যারা সওম পালনে সমর্থ নয়। এরা প্রত্যেক দিনের সওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে পেট পুরে আহার করাবে। (আ.প্র. ৪১৪৭, ই.ফা. ৪১৫০)

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ : بَاب : ২৬/২/২৫

৬৫/২/২৬. অধ্যায়: “সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সওম করে।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৮৫)

৫০৬. حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأَ ﴿فِذْيَةَ طَعَامِ مَسَاكِينَ﴾ قَالَ هِيَ مَنسُوحَةٌ.

৪৫০৬. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি পাঠ করতেন رَابِي بَلَعَن، এ আয়াত (فَمَنْ شَهِدَ الْخ) রহিত হয়ে গেছে। (১৯৪৯) (আ.প্র. ৪১৪৮, ই.ফা. ৪১৫১)

৫০৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلْمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوِّفُونَهِ فِذْيَةَ طَعَامِ مِسْكِينَ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْطِرَ وَيَفْتِدِي حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَتَسَخَّرَهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا تَبُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيدَ.

৪৫০৭. সালামাহ ইবনু আকওয়া (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوِّفُونَهِ فِذْيَةَ طَعَامِ، এ আয়াত অবতীর্ণ হল এবং যারা সওম পালনের সামর্থ্য রাখে তারা একজন মিসকীনকে ফিদয়া স্বরূপ আহায্য দান করবে। তখন যে ইচ্ছা সওম ভঙ্গ করত এবং তার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করত। এরপর পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং পূর্বোক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করে দেয়।

আবু ‘আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, ইয়াযীদের পূর্বে বুকাযর মারা যান। (মুসলিম ১৩/২৫, হাঃ ১১৪৫) (আ.প্র. ৪১৪৯, ই.ফা. ৪১৫২)

﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّثْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ : بَاب : ২৬/২/২৯

৬৫/২/২৯. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :

﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّثْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ هُنَّ لِيَّاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ لَهُنَّ ط عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالَّذِينَ بَشِيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

“তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করা। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা লাভ কর।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৮৭)

৪৫০৮. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شَرِيحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ صَوْمَ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَفْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يُخَوُّونَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾.

৪৫০৮. বারআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমায়ানের সওমের হুকুম অবতীর্ণ হল তখন মুসলিমরা গোটা রমায়ান মাস স্ত্রীদের নিকটবর্তী হতেন না আর কিছু সংখ্যক লোক এ ব্যাপারে নিজেদের উপর (স্ত্রী-সম্মোগ করে) অবিচার করে বসে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন عَلِمَ اللَّهُ “আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা লাভ কর”- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৮৭)। (১৯১৬) (আ.প্র. ৪১৫১, ই.ফা. ৪১৫৩)

২৮/২/৬০. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/২/২৮. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿يَتَّقُونَ﴾ الْعَاكِفُ : الْمُقِيمُ.

“আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। তারপর সওম পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর তোমরা যখন মাসজিদে ই'তিকাফ করবে তখন স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করবে না। এগুলো আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমারেখা। সুতরাং এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলী মানুষের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৮৭)

আল 'আকিফু الْمُقِيمُ অবস্থানকারী।

৪৫০৯. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَدِيِّ قَالَ أَخَذَ عَدِيُّ عَقَالًا أَبْيَضَ وَعَقَالًا أَسْوَدَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَيْبِنَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْتُ تَحْتَ وَسَادِي عَقَالَيْنِ قَالَ إِنَّ، وَسَادَكَ إِذَا لَعَرِيضُ أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ تَحْتَ وَسَادَتِكَ.

৪৫০৯. আদী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি (আদী) একটি সাদা ও একটি কালো সুতা সঙ্গে রাখলেন। কিন্তু রাত অতিবাহিত হলে খুলে দেখলেন কিন্তু তার কাছে সাদা কালোর কোন পার্থক্য নিরূপিত হল না। যখন সকাল হল তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার বালিশের নিচে (সাদা ও কালো

রংয়ের দু'টি সূতা) রেখেছিলাম (এবং তিনি রাতের ঘটনাটি বললেন)। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমার বালিশ তো খুবই বড় দেখছি, যদি কালো ও সাদা সূতা (সুবহি কাযিব ও সুবহি সাদিক) তোমার বালিশের নিচে থেকে থাকে। (রসূল (ﷺ) 'আদী (রা.)-এর বর্ণনা শুনে কৌতুক করে বলেছেন যে, গোটা পূর্বাকাশ যদি তোমার বালিশের নিচে রেখে থাক তাহলে সে বালিশ তো খুব বড়ই দেখছি)। (১৯১৬) (আ.প্র. ৪১৫২, ই.ফা. ৪১৫৪)

৫০১. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطْرِيفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ أَهْمَا الْحَيْطَانِ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْحَيْطَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

৪৫১০. আদী ইবনু হাতিম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! (আল্লাহর বাণীতে) الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ সাদা সূতা কালো সূতা থেকে বের হয়ে আসার অর্থ কী? আসলে কি ঐ দু'টি সূতা? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি আজব লোক দেখছি যে, সূতা দু'টি তুমি দেখতে পেয়েছ। তারপর তিনি বললেন, তা নয় বরং এ হল রাতের কৃষ্ণতা ও দিনের শুভ্রতা। (১৯১৬) (আ.প্র. ৪১৫৩, ই.ফা. ৪১৫৫)

৫০১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطْرِيفٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ وَأَنْزَلَتْ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ وَلَمْ يُنَزَّلْ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ وَكَانَ رَجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْحَيْطُ الْأَسْوَدَ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيُهُمَا فَانْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَعَلِمُوا أَنَّهَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ.

৪৫১১. সাহল ইবনু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন ফজর হতে 'ফজর হতে' কথাটি অবতীর্ণ হয়নি। তাই লোকেরা সওম পালনের ইচ্ছা করলে তখন তাদের কেউ কেউ দুই পায়ে সাদা ও কালো রঙের সূতা বেঁধে রাখত। এরপর ঐ দু'টি সূতা পরিষ্কারভাবে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তারা পানাহার করত। তখন আল্লাহ তা'আলা পরে ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ শব্দটি অবতীর্ণ করেন। এতে লোকেরা জানতে পারেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল দিন হতে রাত্রির স্পষ্টতা। (১৯১৭) (আ.প্র. ৪১৫৪, ই.ফা. ৪১৫৬)

: قَوْلِهِ ٢٩/٢/٦٥ .بَابُ قَوْلِهِ :

৩৫/২/২৯. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ج وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ص
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৮৯)

৫০১২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتَوْا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾

৪৫১২. বারআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে যখন লোকেরা ইহ্রাম বাঁধত, তারা পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত। তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করলেন— “আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর”— (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৮৯)। ১৮০৩। (আ.প্র. ৪১৫৫, ই.ফা. ৪১৫৭)

: ৩০/২/৬০ . بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/২/৩০. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন শুধু আল্লাহর জন্য হয়। তারপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায় তবে সীমালংঘনকারীদের ব্যতীত কাউকে জবরদস্তি করা চলবে না।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৯৩)

৫০১৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَحِبِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ : فَقَالَ قَاتِلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ.

৪৫১৩. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তাঁর কাছে দুই ব্যক্তি ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়েরের যুগে সৃষ্ট ফিতনার সময় আগমন করল এবং বলল, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর আপনি “উমার (رضي الله عنه)-এর পুত্র এবং নাবী (ﷺ)-এর সহাবী! কী কারণে আপনি বের হন না? তিনি উত্তর দিলেন আমাকে নিষেধ করেছে এই কথা—নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছে। তারা দু’জন বললেন, আল্লাহ কি এ কথা বলেননি যে, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যাবৎ না ফিতনার অবসান ঘটে। তখন ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি যাবৎ না ফিতনার অবসান ঘটেছে এবং

দ্বীনও আল্লাহর জন্য হয়ে গেছে। আর তোমরা ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছ আর যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য দীন হয়ে গেছে। [৩১৩০] (আ.প্র. ৪১৫৬, ই.ফা. ৪১৫৮)

৫০১৫. وَرَادَ عُمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ وَحَيَوُهُ بْنُ شَرِيحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو
 الْمَعَاوِرِيِّ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا حَمَلَكَ
 عَلَى أَنْ تُحْجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرَكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَبَ اللَّهُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ
 أَخِي بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلَاةِ الْحَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحُجِّ الْبَيْتِ
 قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ ﴿فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
 فِتْنَةً﴾ قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا
 يُعَذِّبُونَهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً.

৪৫১৪. নাফি' (রহ.) থেকে কিছু বাড়িয়ে বলেন যে, এক ব্যক্তি ইবনু 'উমার (رضي الله عنه)-এর নিকট এসে বলল, হে আবু 'আবদুর রহমান! কী কারণে আপনি এক বছর হাজ্জ করেন এবং এক বছর 'উমরাহ করেন অথচ আল্লাহর পথে জিহাদ ত্যাগ করেছেন? আপনি পরিজ্ঞাত আছেন যে, আল্লাহ এ বিষয়ে জিহাদ সম্পর্কে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, হে ভাতিজা! ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি বস্তুর উপর : আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান আনা, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত প্রতিষ্ঠা, রমাযানের সওম পালন, যাকাত প্রদান এবং বাইতুল্লাহর হাজ্জ পালন। তখন সে ব্যক্তি বলল, হে আবু 'আবদুর রহমান! আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে কী বর্ণনা করেছেন তা কি আপনি শুনেছেন? وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ج فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ "আর যদি মু'মিনদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে তোমরা যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায্যের সঙ্গে সন্ধি করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ কায়মকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরাহ আল-হজরাত ৪৯/৯)

ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, (এ আয়াতগুলো শ্রবণ করার পর) আমরা এ কাজ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে করেছি এবং তখন ইসলামের অনুসারীর দল স্বল্প সংখ্যক ছিল। যদি কোন লোক দ্বীন সম্পর্কে ফিতনায় নিপতিত হত তখন হয় তাকে হত্যা করা হত অথবা শাস্তি প্রদান করা হত। এভাবে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন আর কোন ফিতনা রইল না। [৮, ৩১৩০] (আ.প্র. ৪১৫৭, ই.ফা. ৪১৫৮ শেষাংশ)

৫০১০. قَالَ فَمَا قَوْلِكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَأَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَإِنَّ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَتْنَهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ هَذَا بَيْنَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

৪৫১৫. সে ব্যক্তি বলল, ‘আলী’ (ع) ‘উসমান (ع) সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন, ‘উসমান (ع)-কে তো আল্লাহ তা’আলা ক্ষমা করেছেন অথচ তোমরা তাকে ক্ষমা করা পছন্দ কর না। আর ‘আলী (ع)-তিনি তো রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচাত ভাই এবং তাঁর জামাতা। তিনি নিজ হাতে ইশারা করে বলেন, এই তো তার ঘর, যেমন তোমরা দেখছ। |৮| (আ.প্র. ৪১৫৭, ই.ফা. ৪১৫৮ শেষাংশ)

باب قَوْلِهِ : ۳۲/۲/۶۵

৬৫/২/৩১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (১১০) التَّهْلُكَةُ وَالْهَلَاكُ وَاحِدٌ.

“আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে তোমরা ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। আর তোমরা সৎকাজ কর। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন”- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৯৫)। আয়াতে উল্লেখিত التَّهْلُكَةُ ও الْهَلَاكُ একই অর্থে ব্যবহৃত।

৫০১৬. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ قَالَ نَزَلَتْ فِي التَّفَقَةِ.

৪৫১৬. হুয়াইফাহ (ع) হতে বর্ণিত যে, “আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে তোমরা ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না”- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৯৫)। এ আয়াত আল্লাহর পথে ব্যয় করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (আ.প্র. ৪১৫৮, ই.ফা. ৪১৫৯)

باب قَوْلِهِ : ۳۲/۲/۶۵ : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذى مِنْ رَأْسِهِ﴾

৬৫/২/৩২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা মাথায় কোন কষ্ট থাকে তবে সে সওম কিংবা সদাকাহ অথবা কুরবানী দিয়ে তার ফিদ্ইয়া দিবে। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৯৬)

৫০১৭. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةِ مَنْ صِيَامَ فَقَالَ حُمِلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمَلُ يَتَنَاوَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجُهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا أَمَا نَحْدُ شَاءَ قُلْتُ لَا قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمِ سِتَّةَ مَسَاكِينَ بِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحِلِقِ رَأْسَكَ فَتَزَلَتْ فِي خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ.

৪৫১৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু মা'কিল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনু উজরা-এর নিকট এই কুফার মাসজিদে বসে থাকাকালে সওমের ফিদয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার চেহারায় উকুন ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় আমাকে নাবী (ﷺ)-এর কাছে আনা হয়। তিনি তখন বললেন, আমি মনে করি যে, এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি একটি বকরী সংগ্রহ করতে পার? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি তিনদিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য দান কর। প্রতিটি দরিদ্রকে অর্ধ সা' খাদ্য দান করতে হবে এবং তোমার মাথার চুল কামিয়ে ফেল। তখন আমার ব্যাপারে বিশেষভাবে আয়াত অবতীর্ণ হয়। তবে তোমাদের সকলের জন্য এই হুকুম। [১৮১৪] (আ.প্র. ৪১৫৯, ই.ফা. ৪১৬০)

﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ ۳۳/۲/۶۵ .باب :

৬৫/২/৩৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ হাজ্জ ও 'উমরাহ একত্রে পালন করতে চায়, সে যা কিছু সহজলভ্য তা দিয়ে কুরবানী করবে। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৯৬)

৫০১৮. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمُنْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحْرِمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

৪৫১৮. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাজুর ('উমরাহ ও হাজ্জ একসঙ্গে করে লাভবান হওয়ার) আয়াত আল্লাহর কিতাবে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে তা) করেছি এবং এর নিষিদ্ধতা ঘোষণা করে কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি এবং নাবী (ﷺ) ইত্তিকাল পর্যন্ত তা থেকে নিষেধও করেনি। এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী মতামত ব্যক্ত করেছেন। [১৫৭১; মুসলিম ১৫/২৩, হাঃ ১২২৬, আহমাদ ১৯৮৭১] (আ.প্র. ৪১৬০, ই.ফা. ৪১৬১)

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ۳۴/۲/۶۵ .باب :

৬৫/২/৩৪. অধ্যায়: “তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় তোমাদের কোন পাপ নেই।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৯৮)

৫০১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عَكَظٌ وَحَجَّتُهُ وَدُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأْتُمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَزَلَّتْ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

৪৫১৯. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকায়, মাজান্না এবং যুল-মাজায নামক স্থানে জাহিলী যুগে বাজার ছিল। মুসলিমগণ সেখানে হাজ্জ মওসুমে ব্যবসা করতে যাওয়া দৃশ্যীয় মনে করত। তাই অবতীর্ণ হল : “তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় তোমাদের কোন পাপ নেই”- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৯৮)। [১৭৭০] (আ.প্র. ৪১৬১, ই.ফা. ৪১৬২)

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ ۳۵/২/৬০. بَاب :

৬৫/২/৩৫. অধ্যায়: “তারপর তোমরা দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস যেখান থেকে সবাই ফিরে।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৯৯)

৫০২০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقْفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَوْنَ الْخُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقْفُونَ بَعْرَاقٍ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾.

৪৫২০. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত যে, কুরাইশ এবং যারা তাদের দীনের অনুসারী ছিল তারা (হাজ্জের সময়) মুযদালাফাহতে অবস্থান করত। আর কুরাইশগণ নিজেদের ‘হুকুম’ ও (ধর্মে অটল) বলে অভিহিত করত এবং অপরাপর আরবগণ আরাফাতে অবস্থান করত। অতঃপর ইসলামের আগমন ঘটলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবী (ﷺ)-কে ‘আরাফাতে আসার, সেখানে ওকুফের এবং এরপর সেখান থেকে ফেরার নির্দেশ দিলেন। ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ আয়াত আল্লাহ এ সম্পর্কেই ব্যক্ত করেছেন। [১৬৬৫] (আ.প্র. ৪১৬২, ই.ফা. ৪১৬৩)

৫০২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَطْوِفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهْلَ بِالْحَجِّ فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدْيَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ ذَلِكَ شَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرَ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْتَظِرَ حَتَّى يَقِفَ بَعْرَاقٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا الَّذِي يَبْيُتُونَ بِهِ ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَأَكْثَرُوا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ثُمَّ أَفِيضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ حَتَّى تَرْمُوا الْجُمْرَةَ.

৪৫২১. ইবনু ‘আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্তু আদায়কারী ‘উমরাহ আদায়ের পর যদি হালাল অবস্থায় থাকবে তদ্দিন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে। তারপর হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে। এরপর যখন ‘আরাফাতে যাবে তখন উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি যা মুহুরিমের জন্য সহজলভ্য হয় তা মীনাতে কুরবানী করবে। আর যে কুরবানীর সঙ্গতি রাখে না সে হাজ্জের দিনসমূহের মধ্যে তিনদিন সওম

পালন করবে। আর তা 'আরাফার দিনের আগে হতে হবে। আর তিনদিনের শেষ দিন যদি 'আরাফার দিন হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। তারপর 'আরাফাত ময়দানে যাবে এবং সেখানে 'আসরের সলাত হতে সূর্যাস্তের অন্ধকার পর্যন্ত 'ওকুফ (অবস্থান) করবে। এরপর 'আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করে মুয়দালাফায় পৌঁছে সেখানে পুণ্য অর্জনের কাজ করতে থাকবে আর সেখানে আল্লাহকে অধিক অথবা (রাবীর সন্দেহ) সবচেয়ে অধিক স্মরণ করবে। সেখানে ফাজর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করবে। এরপর (মীনার দিকে) প্রত্যাবর্তন করবে যেভাবে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এরপর প্রত্যাবর্তন কর সেখান হতে, যেখান হতে লোকজন প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়াময়।" তারপর জামরায় প্রস্তুত র নিষ্ক্ষেপ করবে। (আ.প্র. ৪১৬৩, ই.ফা. ৪১৬৪)

: بَاب . ٣٦ / ٢ / ٦٥

৬৫/২/৩৬. অধ্যায়:

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)﴾

"এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে বলে : হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।"১০০ (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২০১).

১০০ উপরোক্ত আয়াতটিকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) অধিকাংশ সময় পঠিতব্য দু'আ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কারণ উক্ত দু'আ ও আয়াতের দ্বারা বান্দা আল্লাহর নিকট দুনিয়ার সামগ্রিক কল্যাণ ও আখিরাতে যাবতীয় কল্যাণ কামনা করে থাকে। আখিরাতে অনন্ত জীবনকে ভুলে গিয়ে যারা কেবল পার্থিব জীবনকে নিয়ে ব্যস্ত, তাদেরকে এই বস্ত্রজগতের মোহ-মমতার প্রতি এত বিপুল পরিমাণে আকর্ষণ করে যে, শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণীর মানুষ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে সীমাহীনভাবে পাপাসক্তিতে লিপ্ত হয়, স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রয়োজনে অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার ও লুণ্ঠনসহ যাবতীয় নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতার সীমা ছাড়িয়ে এক হিংস্র পশুতে পরিণত হয়। অবলীলায় সৃষ্টি জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা, ভোগবাদিতা, লোলুপতা ও লাম্পাট্য তাকে আল্লাহ বিমুখ করে দেয়। ফলে এই শ্রেণীর মানুষদের মধ্য হতেই নাস্তিক্যবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত নাস্তিক হয়ে তাকে দুনিয়া ত্যাগ করতে হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহয় বিশ্বাসী আর এক শ্রেণীর মানুষ দুনিয়ার প্রতি এতই ত্যক্ত, বিরক্ত যে তারা বিবাহ-শাদীতে অনাগ্রহী ব্যবসাবাহিজ্ঞে অমনোযোগী, ঘর-সংসারের কাজে-কর্মে অনুৎসাহী হয়ে এক ধরনের বৈরাগ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে কালাতিপাত করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর মানুষ সমাজ, দেশ, জাতি ও বিশ্ব সভ্যতার উপরে দুর্বল বোঝার ন্যায় বিচরণ করছে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর মানুষই মানবতা, সভ্যতা ও বিশ্ব বিবেকের বিচারে অবাস্তিত, অনাকাঙ্ক্ষিত বটে। অতএব আলোচ্য প্রার্থনামূলক আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এতদুভয়েকেই এক নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ব্যবহারিক তথা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে পরিমার্জিত ও সুষমামণিত করার জন্য এক অভূতপূর্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। আলোচ্য দু'আর আয়াতে উভয় শ্রেণীকে এক সুসমন্বয় ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় উন্নীত করার সুচিন্তিত ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, কেবল দুনিয়া দুনিয়া করে মহামূল্যবান জীবনকে শেষ করলে চলবে না, আখিরাতে অবশ্যস্ভাবী। আবার আখিরাতে প্রতি মনোযোগ দিতে গিয়ে কেউ যেন সংসারবিরাগী হয়ে না যায়। কৃচ্ছ সাধনায়, বৈরাগ্য সাধনায় ইহ-পরকালের কোন কল্যাণ নেই, আল্লাহ প্রেমিক যেন এ কথাটিকে শিরোধার্য করে নেয়। উক্ত আয়াতের একান্ত ও মৌল লক্ষ্য এটাই। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি আসার প্রয়োজন আছে, অতটুকু যতটুকু উপায়-উপকরণ ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন যাপনে আবশ্যিক। যেমন কবির ভাষায় প্রতিভাত হয়েছে :
آب اندر در هلاك
(روي رح) شتى است كشتى است - آب اندر زیر كشتى

৫০২২. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ
 ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

৪৫২২. আনাস (رض) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এই বলে দু'আ করতেন : اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "হে আমাদের প্রভু! এ দুনিয়াতেও আমাদের

নৌকা চলতে পানির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই পানি নৌকায় বেশী পরিমাণে প্রবেশ করলে নৌকার ধ্বংস ও নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং এ দুনিয়ার সাথে একজন মু'মিনের সম্পর্ক তেমন, যেমন নৌকার সাথে পানির সম্পর্ক। একজন মু'মিনের জন্য দুনিয়ায় সতর্কতা আবশ্যিক। যাতে সে এ ভব সাগরে চিরতরেই ডুবে না যায়। আসুন! এখন এ বিষয়ে নাবী (ﷺ)-এর অমিয় বাণী থেকে হিদায়াত গ্রহণে মনোনিবেশ করি। সহীহুল বুখারীর বর্ণনায় নিম্নোক্ত সহীহ হাদীস, আহমাদ বিন হাম্বলের বর্ণনায় ও অন্যান্য গ্রন্থযোগ্য বর্ণনাকারীদের রিওয়াযাতে আছে।

فقال البخاري: حدثنا معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول "اللَّهُمَّ ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنسا أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول "اللَّهُمَّ ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه ورواه مسلم وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام بن شداد يعني أبا طلوت قال: كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت إن إخوانك يمجون أن تدعو لهم فقال: اللَّهُمَّ آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتحذروا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال أبا حمزة: إن إخوانك يريدون القيام فادع الله لهم فقال: أتريدون أن أشق لكم الأمور إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ورواكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله. وقال أحمد أيضا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه" قال نعم: كنت أقول اللَّهُمَّ ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه فهلا قلت "ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" قال فدعا الله فشفاه

অর্থ : ইমাম বুখারী (রহ.) পরপর কয়েকজন বর্ণনাকারীর উল্লেখ করে আনাস বিন মালিক (رض) থেকে তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এই বলে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতের সমস্ত কল্যাণও দান কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচাও। অতঃপর ইমাম আহমাদ বলেন, ক্বাতাদাহ আনাস (رض) কে জিজ্ঞেস করেন যে, নাবী (ﷺ) কোন দু'আটি বেশী বেশী করতেন? তিনি (উত্তরে) বলেন, নাবী (ﷺ) 'রাব্বানা আতিনা ফিদুদুনিয়া ওয়াক্বিনা 'আযাবান নার' এই দু'আই বেশী বেশী করতেন। অতঃপর ইমাম মুসলিম বলেন, আনাস (رض) দু'আ করার ইচ্ছা করলে তিনিও উক্ত দু'আ করতেন। আনাস বিন মালিক (رض) এর অন্য বর্ণনায় দেখা যায় তাঁকে 'সাবিত' নামক জনৈক তাবিয়ী বলেন যে, আপনার জাইয়েরা কামনা করছে, আপনি তাদের জন্য একটু দু'আ করুন, তখন তিনি উপরোক্ত দু'আই করেন। আনাস হতে আর একটি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়, তা এই যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এক মুসলিম রোগীকে ডাকলেন; যে স্বীয় রোগব্যতির কারণে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহর কাছে দু'আর মাধ্যমে কোন কিছু চাও? লোকটি বলল, হ্যাঁ চাই। আর তা এই যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করছি, তিনি যেন আমাকে আখিরাতে শাস্তি না দিয়ে তাড়াতাড়ি এই দুনিয়াতেই শাস্তি দেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, সুবহানাল্লাহ! ওহে! তোমার তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। কেন তুমি 'রাব্বানা আতিনা ওয়াক্বিনা 'আযাবান নার'- এই দু'আটি আল্লাহর নিকট করছ না? রাবী বলেন, অতঃপর এই দু'আর ওয়াসীলায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত লোকটিকে রোগ-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দেন ও সুস্থ করেন। সুবহানাল্লাহ! আলোচ্য আয়াত ও উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে নাবী (ﷺ) দুনিয়া আখিরাত উভয়টিকেই মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় স্বীয় মুবারক দু'আর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দু'আ করতেন এবং আল্লাহ তা'আলার বিধান ও মর্জি এ বিষয়ে এমন বলেই তিনি কুরআন মাজীদের দ্বারা তদীয় নাবী (ﷺ) ও সমস্ত মু'মিনদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ, আখিরাতের কল্যাণ ও জাহান্নাম হতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা বা কা শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে একটা করতে গিয়ে আর একটা হালকা হয়ে না যায়। সুতরাং এ বিষয়টির উপসংহার করতে গিয়ে ফারসী ভাষায় রচিত আল্লাহর ওয়ালীর কবিতাখানি এখানে যথাযথই প্রণিধানযোগ্য। কবি বলেন : نردانست كه دينا دوست دارد - اكر دارد براء دوست دارد (سعدى رح) এ দুনিয়া আমার প্রকৃত বন্ধু নয়, তবে আমার পরম বন্ধু আল্লাহর কাজ করতে গিয়ে দুনিয়ার সাহায্য নিতে হয়। এজন্য যতটুকু একান্ত প্রয়োজন. হালাল-হারামের সীমার মধ্যে অবস্থান করে ঠিক ততটুকু দুনিয়াদারী করা দৃষ্ণীয় নয়। বরং আবশ্যক বটে।

কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং দোজখের ‘আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর’-
(সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২০১)। (আ.প্র. ৪১৬৪, ই.ফা. ৪১৬৫)

﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ بَاب : ৩৭/২/৬০

৬৫/২/৩৭. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২০৪)

وَقَالَ عَطَاءُ النَّسْلِ الْحَيَوَانُ.

‘আতা বলেন, النَّسْلِ জানোয়ার।

٤٥٢٣. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَرَفَعَهُ قَالَ أَبْغَضُ

الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخِصْمُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৪৫২৩. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) নাবী থেকে বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহর নিকট অতিশয় ঘণিত মানুষ হচ্ছে অতিরিক্ত ঝগড়াটে ব্যক্তি। [২৪৫৭]

‘আবদুল্লাহ বলেন, আমার কাছে সুফইয়ান হাদীস বর্ণনা করেন, সুফইয়ান বলেন, আমার কাছে ইবনু জুরায়জ ইবনু আবু মুলাইকাহ হতে ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে এই মর্মে বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ৪১৬৫, ই.ফা. ৪১৬৬)

بَاب : ৩৮/২/৬০ : ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْأُنْسَاءِ

وَالضَّرَّاءُ إِلَى قَرِيبٍ﴾

৬৫/২/৩৮. অধ্যায়: “তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশতে চলে যাবে, যদিও এখনও তোমরা তাদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে? তাদের উপর পতিত হয়েছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ। তারা এমনভাবে ভীত-শিহরিত হয়েছিল যে, রসূল এবং তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদের বলতে হয়েছিল : কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? হাঁ, আল্লাহর সাহায্য একান্তই কাছে।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২১৪)

٤٥٢٤. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾ خَفِيفَةٌ ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ

وَتَلَا : ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ فَلَقِيَتْ غُرُورَةَ بِنَ

الرَّبِيبِ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ.

৪৫২৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী : এমনকি যখন রসূলগণ নিরাশ হয়ে পড়ল এবং ভাবতে লাগল যে, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে— (সূরাহ ইউসুফ ১২/১১০)। তখন ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) এই আয়াতসহ সূরাহ আল-বাকারাহর আয়াতের শরণাপন্ন হন ও তিলাওয়াত করেন, যেমন : **حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ** : এমনকি রসূল (ﷺ) এবং তাঁর সঙ্গে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল—আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই— (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২১৪)।

৫০২০. **فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَعَادَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلَاءُ بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونُوا مِنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُونَهُمْ فَكَانَتْ تَقْرُؤُهَا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا** مُتَقَلِّةً.

৪৫২৫. রাবী বলেন, এরপর আমি 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়েরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে এ সম্পর্কে জানালে তিনি বলেন যে, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের নিকট যেসব অঙ্গীকার করেছেন, তিনি জানতেন যে, তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই বাস্তবে পরিণত হবে। কিন্তু রসূলগণের প্রতি সমূহ বিপদাপদ আসতে থাকবে। এমনকি তারা (সঙ্গী মু'মিনরা) আশঙ্কা করবে যে, সঙ্গী-সাথীরা তাঁদেরকে (রসূলদেরকে) মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে। এ প্রসঙ্গে 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) এ আয়াত পাঠ করতেন—**تَقْرُؤُهَا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا**—তারা ভাবল যে, তারা তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে।

'আয়িশাহ (رضي الله عنها) -র **كَذَّبُوا** -র 'যা' হরফটি তাশদীদযুক্ত পড়তেন। [৩৩৮৯] (আ.প্র. ৪১৬৬, ই.ফা. ৪১৬৭)

৩৯/২/৬০. **بَابُ : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ) الْآيَةَ.**

৬৫/২/৩৯. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের শস্যক্ষেত্র। যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে গমন করতে পার। তবে তোমরা নিজেদের জন্য কিছু আগামী দিনের ব্যবস্থা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহর সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দাও। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২২৩)

৫০২৬. **حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ قَالَ تَدْرِي فِيمَ أَنْزَلْتُ قُلْتُ لَا قَالَ أَنْزَلْتُ فِي كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضَى.**

৪৫২৬. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন কুরআন তিলাওয়াত হতে অবসর না হয়ে কোন কথা বলতেন না। একদা আমি সূরাহ আল-বাকারাহ পাঠরত অবস্থায় তাঁকে পেলাম। পড়তে পড়তে এক স্থানে তিনি পৌঁছলেন। তখন তিনি

বললেন, তুমি জান, কী ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি তখন বললেন, অমুক অমুক ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর আবার পাঠে অগ্রসর হলেন। [৪৫২৭] (আ.প্র. ৪১৬৭, ই.ফা. ৪১৬৮)

১০২৭. وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي يُؤُسُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أُنَى شِئْتُمْ﴾ قَالَ يَأْتِيهَا فِي رِوَاةٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

৪৫২৭. ‘আবদুস সামাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন, আমার পিতা, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন আইয়ুব, তিনি নাফি’ থেকে আর নাফি’ ইবনু ‘উমার থেকে। ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أُنَى شِئْتُمْ﴾ থেকে। -“অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার”- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২২৩)। রাবী বলেন, স্ত্রীলোকের পশ্চাৎদিক দিয়ে সহবাস করতে পারে। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহুইয়া ইবনু সাঈদ তাঁর পিতা থেকে, তিনি ‘উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি নাফি’ থেকে এবং তিনি ইবনু ‘উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। [৪৫২৬] (আ.প্র. ৪১৬৭, ই.ফা. ৪১৬৮)

১০২৮. مَرْنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَتَزَلَّتْ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أُنَى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾.

৪৫২৮. জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা বলত যে, যদি কেউ স্ত্রীর পেছন দিক থেকে সহবাস করে তাহলে সন্তান টেরা চোখের হয়। তখন (এর প্রতিবাদে) ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ আয়াত অবতীর্ণ হয়। [মুসলিম ত্বলাক/১৮, হাঃ ১৪৩৫] (আ.প্র. ৪১৬৮, ই.ফা. ৪১৬৯)

৬০/২/৬০. بَابُ : ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾

৬৫/২/৪০. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আর যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের ‘ইদাত’কাল পূর্ণ করতে থাকে তখন যদি তারা পরস্পর সম্মত হয়ে নিজেদের স্বামীদের বিধিমত বিয়ে করতে চায় তাহলে তোমরা তাদের বাধা দিবে না। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৩২)

১০২৯. مَرْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتُ تُحْطَبُ إِلَيَّ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أُخْتِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَحَطَبَهَا فَأَبَى مَعْقِلٌ فَتَزَلَّتْ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾.

৪৫২৯. মা'কিল ইবনু ইয়াসার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক বোনের বিয়ের পয়গাম আমার নিকট পেশ করা হয়। আবু 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন যে, ইবরাহীম (রহ.) ইউনুস (রহ.) থেকে, তিনি হাসান বসরী (রহ.) থেকে এবং তিনি মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু মা'মার (রহ.) হাসান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, মা'কিল ইবনু ইয়াসার (رضي الله عنه) এর বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়ে আলাদা করে রাখে। যখন ইদত কাল পূর্ণ হয় তখন তার স্বামী তাকে আবার পয়গাম পাঠায়। মা'কিল (رضي الله عنه) অমত করে পুনর্বিবাহে তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ "তখন যদি তারা পরস্পর সম্মত হয়ে নিজেদের স্বামীদের বিধিমত বিয়ে করতে চায় তাহলে তোমরা তাদের বাধা দিবে না" - (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৩২)। [৫১৩০, ৫৩৩০, ৫৩৩১] (আ.প্র. ৪১৬৯, ই.ফা. ৪১৭০)

: بَابُ ٤١/٢/٦٥

٦٥/٢/٨١. अध्याय:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ يَعْفُونَ يَهْتَنُ.

তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশদিন প্রতীক্ষা করবে। তারপর যখন তারা তাদের 'ইদতকাল পূর্ণ করে নেবে, তখন বিধিমত তারা নিজেদের ব্যাপারে যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সর্বিশেষ অবহিত। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৩৪)

٤٥٣٠. حدثني أُمِّيَةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ قَالَ قَدْ نَسَخْتَهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدْعُهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ.

৪৫৩০. 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উসমান ইবনু 'আফফান (رضي الله عنه) কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বললাম যে, এ আয়াত তো অন্য আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। অতএব উক্ত আয়াত আপনি মুসহাফে কেন লিখেছেন, (অথবা রাবী বলেন) কেন বর্জন করছেন না, তখন তিনি ['উসমান (رضي الله عنه)] বললেন, হে ভাতিজা! আমি মুসহাফের স্থান থেকে কোন জিনিস পরিবর্তন করব না। [৪৫৩৬] (আ.প্র. ৪১৭০, ই.ফা. ৪১৭১)

٤٥٣١. حدثنا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شَيْبُلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا صُلِحَ وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا

ইমাম 'আত্বা (রহ.) বলেন, তারপর মিরাস বা উত্তরাধিকারের হুকুম **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا** আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল। সুতরাং ঘর ও বাসস্থানের নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। কাজেই যথেষ্টা স্ত্রী 'ইদত পালন করত পারে। আর তার জন্য ঘরের বা বাসস্থানের দাবী অগ্রাহ্য।

মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীস বর্ণনা করেন আমার নিকট ওরাকা' ইবনু আবী নাজীহু থেকে আর তিনি মুজাহিদ থেকে এ সম্পর্কে এবং আরও আবু নাজীহু 'আত্বা থেকে এবং তিনি ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, এই আয়াত স্ত্রীর 'ইদত স্বামীর বাড়িতে পালন করার হুকুম রহিত করে দেয়। সুতরাং স্ত্রী যথেষ্টা 'ইদত পালন করতে পারে। আল্লাহর এই বাণী : **غَيْرِ إِخْرَاجٍ** এবং অনুরূপ আয়াত এর দলীল অনুসারে। [৫৩৪৪] (আ.প্র. ৪১৭১, ই.ফা. ৪১৭২)

৫৩৪. **حَدَّثَنَا جِبَانٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى تَجْلِيسٍ فِيهِ عَظْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَكِنَّ عَمَهُ كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَّبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقَيْتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْفُضْرَى بَعْدَ الطَّوَلِيِّ.**
وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَقَيْتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ.

৪৫৩২. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন একটি মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম যেখানে নেতৃস্থানীয় আনসারদের কতক ছিলেন এবং তাঁদের মাঝে 'আবদুর রহমান বিন আবু লাইলা (রহ.)-ও ছিলেন। এরপর সুরাইয়া বিনতে হারিস (রহ.) প্রসঙ্গে বর্ণিত 'আবদুল্লাহ বিন উত্বা (রহ.)-এর হাদীসটি নিয়ে আলোচনা করলাম, এরপর 'আবদুর রহমান (রহ.) বললেন, "পক্ষান্তরে তাঁর চাচা এ রকম বলতেন না" অনন্তর আমি বললাম, কুফায় বসবাসরত ব্যক্তিটি সম্পর্কে যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আমি হব চরম ধুষ্ট এবং তিনি তাঁর স্বর উঁচু করলেন, তিনি বললেন, তারপর আমি বের হলাম এবং মালিক বিন 'আমির (رضي الله عنه) মালিক ইবনু 'আওফ (রহ.)-এর সঙ্গে আমি বললাম, গর্ভাবস্থায় বিধবা রমণীর ব্যাপারে ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه)-এর মন্তব্য কী ছিল, বললেন যে ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) বলেছেন, তোমরা কি তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করছ আর তার জন্য সহজ বিধানটি অবলম্বন করছ না, সংক্ষিপ্ত সূরাহ নাসটি (সূরাহ ত্বালাক) দীর্ঘটি পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আইয়ুব (রহ.) মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু আতিয়াহ মালিক বিন 'আমির (রহ.)-এর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম। [৪৯১০] (আ.প্র. ৪১৭২, ই.ফা. ৪১৭৩)

৬৫/২/৬০. **بَابُ : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾**

৬৫/২/৪২. অধ্যায়: "তোমরা সলাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী সলাতের।" (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৩৮)

৫০৩৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَأَوْجَافَهُمْ شَكَّ يَحْيَى نَارًا.

৪৫৩৩. ‘আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ‘আবদুর রহমান ‘আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন কাফিরগণ আমাদেরকে মধ্যবর্তী সলাত থেকে বিরত রাখে এমনকি এ অবস্থায় সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাদের কবর ও তাদের ঘরকে অথবা (রাবীর সম্ভেদ) পেটকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করুক। [২৯৩১] (আ.প্র. ৪১৭৩, ই.ফা. ৪১৭৪)

৬৫/২/৬০. بَاب : ﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أَي : مُطِيعِينَ.

৬৫/২/৪৩. অধ্যায়: “এবং আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৩৮) অনুগত।

৫০৩৪. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى تَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ.

৪৫৩৪. যায়দ ইবনু আরকাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সলাতের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম আর আমাদের কেউ অন্য ভাইয়ের প্রয়োজন নিয়ে কথা বলতেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ তখন আমাদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। [১২০০] (আ.প্র. ৪১৭৪, ই.ফা. ৪১৭৫)

৬৫/২/৬০. بَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :

৬৫/২/৪৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾
 وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ : ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ : عِلْمُهُ يُقَالُ ﴿بَسْطَةُ﴾ زِيَادَةٌ وَقَضْلًا. ﴿أَفْرِغْ﴾ أَنْزَلَ، ﴿وَلَا يُوَدُّهُ﴾ : لَا يُثِقِلُهُ، آدِنِي : أَنْقَلْنِي وَالْأَدُّ وَالْأَيْدُ : الْفُورَةُ. ﴿السِّنَّةُ﴾ : نَعَّاسٌ. ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ : لَمْ يَتَغَيَّرْ. ﴿فَبِيهَتْ﴾ : ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ. ﴿حَاوِيَةٌ﴾ : لَا أَيْنَسَ فِيهَا. ﴿عُرُوشَهَا﴾ : أَبْنِيَّتُهَا. ﴿السِّنَّةُ﴾ : نَعَّاسٌ. ﴿نُنْشِرُهَا﴾ : نُخْرِجُهَا. ﴿إِعْصَارٌ﴾ : رِيحٌ عَاصِفٌ تَهْبُ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿صَلْدًا﴾ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ ﴿وَابِلٌ﴾ مَطَرٌ شَدِيدٌ ﴿الطَّلُّ﴾ : النَّدَى وَهَذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ يَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرْ.

“তবে যদি তোমরা আশঙ্কা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়; যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৩৯)

ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) বলেন, كُرْسِيُّهُ আল্লাহর কুরসীর অর্থ হল : عِلْمُهُ তাঁর জ্ঞান। আর بَسْطَةُ অতিরিক্ত ও অধিক। أَفْرَغُ অবতীর্ণ কর। يَتَوَدُّ ভারী ও বোঝা বোধ হয় না তাঁর। যেমন أَثْقَلَنِي শক্ত ও ভারী করেছে আমাকে। الأَدُّ وَالْأَيْدُ শক্ত ও শক্তি। فَهَيْتُ তার দলীল-প্রমাণ শেষ হয়ে গেছে। خَاوِيَةٌ বিরান, জনশূন্য, غُرُوشُهَا বুনিয়াদ ও ভিত্তি, السِّنَّةُ তন্দ্রা, ঝিমুনি, نُشِرُهَا আমি খাড়া করছি বা উঠাচ্ছি। إِعْصَارٌ ঝড়ো বাতাস বা ঘূর্ণি বায়ু যা ভূমি থেকে আকাশের দিকে প্রলম্বিত হয় এবং এর মধ্যে আঙন বা লু থাকে। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন : صَلَدًا মসৃণ পরিচ্ছন্ন পাথর যার উপর কিছুই থাকে না। ‘ইকরামাহ বলেছেন : وَابِلٌ মুমলধারে বৃষ্টি। الظَّلُّ শিশির। এ দ্বারা ঈমানদার ব্যক্তির ‘আমালের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। يَنْتَسِنَهُ বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়নি।

৫০৩০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْحَوْفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّيَ بِهِمُ الْإِمَامُ رُكْعَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعُدْوِ لَمْ يُصَلُّوا فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ وَبِتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৪৫৩৫. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه)-কে যখন সলাতুল খাওফ (যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর ভয় থাকা অবস্থায় সলাত) প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হত তখন তিনি বলতেন, ইমাম সামনে যাবেন এবং একদল লোকও জামা‘আতে शामिल হবে। তিনি তাদের সঙ্গে এক রাক‘আত সলাত আদায় করবেন এবং তাদের আর একদল জামা‘আতে शामिल না হয়ে তাদের ও শত্রুর মাঝখানে থেকে যারা সলাত আদায় করেনি তাদের পাহারা দিবে। ইমামের সঙ্গে যারা এক রাক‘আত সলাত আদায় করেছে তারা পেছনে গিয়ে যারা এখনও সলাত আদায় করেনি তাদের স্থানে দাঁড়াতে কিন্তু সালাম ফেরাবে না। যারা সলাত আদায় করেনি তারা আগে বাড়াবে এবং ইমামের সঙ্গে এক রাক‘আত আদায় করবে। তারপর ইমাম সলাত হতে নিষ্ক্রান্ত হবেন। কেননা তিনি দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করেছেন। এরপর উভয় দল দাঁড়িয়ে নিজে নিজে বাকি এক রাক‘আত ইমামের সলাত শেষে আদায় করে নেবে। তাহলে প্রত্যেক জনেরই দু’ রাক‘আত সলাত আদায় হয়ে যাবে। ভয়-ভীতি এর চেয়েও অধিক হলে নিজে নিজে দাঁড়িয়ে অথবা যানবাহনে আরোহী অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে বা যেদিকে সম্ভব মুখ করে সলাত আদায়

করবে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, ইমাম নাফি' (রহ.) বলেন, আমি অবশ্য মনে করি ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) থেকে শুনেই এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। [৯৪২] (আ.প্র. ৪১৭৫, ই.ফা. ৪১৭৬)

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ . ৫০/২/৬০

৬৫/২/৪৫. অধ্যায়: আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হবে,(সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৪০)

৫০৩৬. حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَبِرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ هَذِهِ آيَةٌ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَيْرِ إِخْرَاجٍ﴾ قَدْ نَسَخْتَهَا الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ تَدْعُهَا يَا ابْنَ أَبِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ أَوْ نَحْوَ هَذَا.

৪৫৩৬. ইবনু আবু মুলাইকাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) বললেন, আমি 'উসমান (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সূরাহ আল-বাকারাহর এ আয়াতটি ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ কে তো অন্য একটি আয়াত রহিত করে দিয়েছে। তারপরও আপনি তা কেন লিখছেন? জবাবে 'উসমান (رضي الله عنه) বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র। আমরা তা যথাস্থানে রেখে দিয়েছি। আপন স্থান থেকে কোন কিছুই আমরা সরিয়ে ফেলিনি। হুমাইদ (রহ.) বললেন, অথবা প্রায় এ রকমই উত্তর দিয়ে দিলেন। [৪৫৩০] (আ.প্র. ৪১৭৬, ই.ফা. ৪১৭৭)

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ . ৫৬/২/৬০

﴿فَصَرَّهُنَّ﴾ : فَطَعَهُنَّ.

৬৫/২/৪৬. অধ্যায়: আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীম বলল : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৬০)

فَصَرَّهُنَّ সেগুলোকে খণ্ড খণ্ড কর।

৫০৩৭. حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾.

৪৫৩৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, ইবরাহীম (عليه السلام) যখন হে আমার প্রতিপালক! - رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي তুমি আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর? তখন ইবরাহীম (عليه السلام)-এর তুলনায় সন্দেহ করার ব্যাপারে আমিই অগ্রসর ছিলাম। [৩৩৭২] (আ.প্র. ৪১৭৭, ই.ফা. ৪১৭৬)

৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯.

৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯. ৬৫/২/৮৯.

﴿أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾.

“তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান থাকবে, যার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে এবং যাতে সব ধরনের ফলমূল থাকবে, যখন সে বার্ষিক্যে উপনীত হবে আর তার থাকবে দুর্বল সন্তান-সন্তুতি, তারপর বয়ে যাবে ঐ বাগানের উপর দিয়ে এক অগ্নিগর্ভ প্রবল ঘূর্ণিঝড়, ফলে বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৬৬)

৫০৩৮. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ ﴿أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ قَالُوا اللَّهُ أَعْلَمُ فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلَا تَحْفِزْ نَفْسَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ضَرَبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ قَالَ عُمَرُ أَيُّ عَمَلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَمَلٍ قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ.

৪৫৩৮. ‘উবায়দ ইবনু ‘উমায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, একদা ‘উমার (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর সহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন যে, أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ এ আয়াতটি যে উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী? তখন তারা বললেন, আল্লাহই জানেন। ‘উমার (رضي الله عنه) এতে রেগে গিয়ে বললেন, বল আমরা জানি অথবা আমরা জানি না। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, হে আমীরুল মু‘মিনীন! এ ব্যাপারে আমার অন্তরে কিছুটা ধারণা আছে। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, বৎস! বলে ফেল এবং নিজেকে তুচ্ছ ভেবো না। তখন ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, এটা কর্মের দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, কোন্ কর্মের? ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, একটি কর্মের। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, এটি উদাহরণ হচ্ছে সেই ধনবান ব্যক্তির, যে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর ‘ইবাদাত করতে থাকে, এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতি শায়তুকে প্রেরণ করেন। অতঃপর সে কাজ করে শেষ পর্যন্ত তাঁর সকল সৎকর্ম বরবাদ করে ফেলে। (আ.প্র. ৪১৭৮, ই.ফা. ৪১৭৯)

৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮.

৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮. ৬৫/২/৮৮.

আল-বাকারাহ ২/২৭৩)

يُقَالُ : أَلْحَفَ عَلَيَّ، وَأَلْحَعَ عَلَيَّ، وَأَحْفَانِي بِالمَسْأَلَةِ فَيُحْفِكُمْ يُجْهِدُكُمْ.

জোর ফিহফিকুম। এবং অহফানি বামসালে ফিহফিকুম। অর্থাৎ অহফানি এবং অহফানি।

৫৩৭. حدثنا ابنُ أبي مرزيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِيرٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ بِعَنِّي قَوْلَهُ ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾.

৪৫৩৯. 'আত্বা ইবনু ইয়াসার এবং আবু 'আমর আনসারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন যে, আমরা আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছি যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, একটি খেজুর কি দু'টি খেজুর আর এক প্রাস কি দু' প্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ঘোরাতে থাকে সে প্রকৃত মিসকীন নয়। মিসকীন তো সে, যে ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকে। তোমরা (মিসকীন অর্থ) জানতে চাইলে আল্লাহর বাণী পাঠ করতে পার **لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا**। [১৪৭৬] (আ.প্র. ৪১৭৯, ই.ফা. ৪১৮০)

٤٩/٢/٦٥. بَابُ : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

﴿المَسُّ : الْجُنُونُ﴾

৬৫/২/৪৯. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করেছেন— (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৭৫)। **المَسُّ** পাগলামি।

৫০৫. حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَشْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْحُمْرِ.

৪৫৪০. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুদ সম্পর্কে সূরাহ আল-বাকারাহর শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) লোকেদের নিকট তা পাঠ করে শোনালেন। তারপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ করে দিলেন। [৪৫৯] (আ.প্র. ৪১৮০, ই.ফা. ৪১৮১)

٥٠/٢/٦٥. بَابُ : ﴿يَمْحُو اللَّهُ الرِّبَا يُذْهِبُهُ﴾

৬৫/২/৫০. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৭৬)

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, বিদূরিত করেন।

৬৫১. حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَا أَنْزِلْتَ الْآيَاتِ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْحَمْرِ.

৪৫৪১. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ আল-বাকারাহর শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘর থেকে বের হলেন এবং মাসজিদে লোকেদেরকে তা পড়ে শোনালেন। এরপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ করে দিলেন। [৪৫৯] (আ.প্র. ৪১৮১, ই.ফা. ৪১৮২)

৫১/২/৬০. **بَاب : ﴿فَأَذْنُوبًا مَحْرُوبًا﴾ فَاعْلَمُوا.**

৬৫/২/৫১. **অধ্যায়:** “তারপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তৈরি হয়ে যাও”- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৭৯)। হিমাম বুখারী (রহ.) বলেনঃ فَأَذْنُوبًا জেনে রাখ।

৬৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَا أَنْزِلْتَ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْحَمْرِ.

৪৫৪২. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ আল-বাকারাহর শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাসজিদে তা পাঠ করে শুনান এবং মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ করে দেন। (আ.প্র. ৪১৮২, ই.ফা. ৪১৮৩)

৫২/২/৬০. **بَاب : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.**

৬৫/২/৫২. **অধ্যায়:** আল্লাহর বাণী : খাতক (ঋণী) যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে তার সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া উচিত। আর যদি তোমরা ক্ষমা করে দাও, তা হবে তোমাদের জন্য অতি উত্তম কাজ, যদি তোমরা জানতে। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৮০)

৬৫৩. وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَا أَنْزِلْتَ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْحَمْرِ.

৪৫৪৩. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ আল-বাকারাহর শেষ দিকের আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁড়ালেন এবং আমাদের সামনে তা পাঠ করলেন। তারপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ করে দিলেন। [৪৫৯] (আ.প্র. ৪১৮৩, ই.ফা. ৪১৮৪)

৫৩/২/৬০. **بَاب : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾.**

৬৫/২/৫৩. **অধ্যায়:** আল্লাহর বাণী : আর সেদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে

প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৮১)

৫০৫৫. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ آخِرُ آيَةِ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الرَّبِّ.

৪৫৪৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ কৃত শেষ আয়াতটি হল সুদ সম্পর্কিত। (আ.প্র. ৪১৮৪, ই.ফা. ৪১৮৫)

৫০৫৬. بَاب : ﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ بِحِسَابِكُمْ بِهِ اللَّهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨١﴾.

৬৫/২/৫৪. অধ্যায়: “তোমাদের মনে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে তার হিসাব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৮৪)

৫০৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا الثَّقَلَيْنِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ

رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ ﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ﴾ الْآيَةَ.

৪৫৪৫. মারওয়ান আল আসফার (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর সহাবীদের কোন একজন থেকে বর্ণনা করেন, আর তিনি হচ্ছেন ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) যে, ﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ﴾ (তোমাদের অন্তরের কথা প্রকাশ কর আর গোপন কর তার হিসাব আল্লাহ তোমাদের থেকে নেবেন) আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। [৪৫৪৬] (আ.প্র. ৪১৮৫, ই.ফা. ৪১৮৬)

৫০৫৮. بَاب : ﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾

৬৫/২/৫৫. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : রসূল ঈমান এনেছেন ঐ সব বিষয়ের উপর যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে এবং মু'মিনরাও ঈমান এনেছে। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৮৫)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿إِضْرًا﴾ عَهْدًا. وَيُقَالُ : غُفْرَانُكَ مَغْفِرَتُكَ فَاعْفِرْ لَنَا.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, إِضْرًا অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি, غُفْرَانُكَ অর্থ مَغْفِرَتُكَ, আর مَغْفِرَتُكَ অর্থ غُفْرَانُكَ -তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী, অর্থাৎ আমাদের ক্ষমা করুন। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/২৮৫)

৫০৫৯. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ

رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحْسِبُهُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ ﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ﴾ قَالَ :

نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا.

৪৫৪৬. মারওয়ানুল আসফার (رضي الله عنه) একজন সহাবী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন আর তিনি ধারণা করেন যে, তিনি ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হবেন। ﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ﴾ আয়াতটি মানসুখ হয়ে গেছে। [৪৫৪৫] (আ.প্র. ৪১৮৬, ই.ফা. ৪১৮৭)

(৩) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

সূরাহ (৩) : আলু ইমরান

ثِقَاءٌ وَتَقِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ﴿صِرٌّ﴾ : بَرْدٌ. ﴿شَفَا حُفْرَةً﴾ مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ وَهُوَ حَرْفُهَا ﴿تُبْوَى﴾ تَتَّخِذُ مَعْسَكَرًا. الْمُسَوِّمُ الَّذِي لَهُ سِيْمَاءٌ بِعِلَامَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ، أَوْ بِمَا كَانَ. ﴿رِيَّتُونَ﴾ الْجَمِيعُ وَالْوَاحِدُ رِيٌّ. ﴿تَحْسُونَهُمْ﴾ : تَسْتَأْصِلُونَهُمْ قِتْلًا. ﴿عُرَا﴾ وَاحِدُهَا عَارٍ. ﴿سَنَكُتُبُ﴾ : سَنَحْفَظُ. ﴿نُزُلًا﴾ نَوَابًا، وَيَجُوزُ : وَمُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَقَوْلِكَ أَنْزَلْتُهُ.

وَقَالَ : مُجَاهِدٌ ﴿وَالْحَيْلُ الْمُسَوِّمَةُ﴾ الْمَطَهَّمَةُ الْحِسَانُ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : ﴿وَحَصُورًا﴾ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ : مِنْ ﴿فَوْرِهِمْ﴾ مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ التَّنْظِيفَةُ تَخْرِجُ مَيِّتَةً وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيَّ. ﴿الْإِبْكَارُ﴾ أَوَّلُ الْفَجْرِ، وَالْعَيْشِيُّ مِثْلُ الشَّمْسِ - أَرَاهُ - إِلَى أَنْ تَغْرُبَ.

শুফা হ্রদ এবং তাকিয়া একই অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ ভীতি ও সংযম, সির ঠাণ্ডা। শফা হুফরা কথটি রকীযের মত একই অর্থে ব্যবহৃত কিনারা। তুবুয়ী অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিককে সারিবদ্ধ করছিল। মুসোম কোন প্রতীক কিংবা অন্য কিছু দ্বারা চিহ্নিত করা। রিই বহুবচন। একবচনে রি আল্লাহ তা'আলা ও আল্লাহপন্থী। তহসুনহুম তোমরা তাদের হত্যার দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করছিলে। উরা বহুবচন। একবচনে এয়ার যোদ্ধা। সনকুব অচিরে আমি সংরক্ষণ করব। নুলা প্রতিদান ও আতিথেয়তা হিসাবে। মুন্সল পড়াও বৈধ। মুফাসসির ইমাম মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে হইল মুসোম পরিপূর্ণ সুন্দর অশ্বপাল, ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) বলেন, হসুরা কামভাব নিয়ে কোন মহিলার কাছে যায় না। ইকরামাহ বলেন, ফোরহুম বাদরের দিনে তাদের ক্রোধ নিয়ে, মুজাহিদ (রহ.) বলেন, খুরিহ আল-ইম্মিন নিষ্প্রাণ বীর্য নির্গত হয় এরপর তা থেকে জীবিত বের হয়। উবকার। উষাকাল। সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ ۱/۳/۶۵ . بَاب :

৬৫/৩/১. অধ্যায়: যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ. ﴿وَأَخْرَجْنَا مَثَابِهَاتٍ﴾ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ ﴿زِنْعٌ﴾ : شَكٌّ. ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ الْمُسْتَبْهَاتِ. ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ يَعْلَمُونَ. ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾.

ইমাম মুজাহিদ (রহ.) বলেন যে, সেটি হচ্ছে হালাল আর হারাম সম্পর্কিত। আর অন্যগুলো রূপক, একটি অন্যটির সত্যতা প্রমাণ করে। যেমন : আল্লাহর বাণী : وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَتَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ তাদের কলুষলিপ্ত করেন। (সূরাহ ইউনুস ১০/১০০)

তদুপরি আল্লাহর বাণী : وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ যারা সৎপথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে আরও অধিক হিদায়াত দান করেন এবং তাদেরকে তাকওয়ার তাওফীক দেন।— (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭/১৭)। رَبِّعُ -সন্দেহ, الْفِتْنَةُ, الْبَيْعَاءُ الْفِتْنَةُ, ফিতনা শব্দের অর্থ রূপক। وَالرَّاسِخُونَ যারা জ্ঞানে সু-গভীর তারা জানে এবং বলে আমরা তা বিশ্বাস করি।

৫০৬৭. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ط فَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ م وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ لَا كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ فَأَحْذَرُوهُمْ.

৪৫৪৭. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ط فَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ م وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ لَا كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾ ‘তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। এগুলো কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলো রূপক; যাদের অন্তরে সত্য-লজ্জন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারা ই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তাঁরা বলেন, আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে : আমরা এতে ঈমান এনেছি, এসবই আমাদের প্রভুর তরফ থেকে এসেছে। জ্ঞানবানরা ব্যতীত কেউ নাসীহাত গ্রহণ করে না’— (সূরাহ আলু ইমরান ৩/৭) নাবী ﷺ পাঠ করলেন। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন যে, যারা মুতাশাবাহাত আয়াতের পেছনে ছুটে তাদের যখন তুমি দেখবে তখন মনে করবে যে, তাদের কথাই আল্লাহ তা’আলা কুরআনে বলেছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। [মুসলিম ৪৭/১, হাঃ ২৬৬৫, আহমাদ ২৬২৫৭] (আ.প্র. ৪১৮৭, ই.ফা. ৪১৮৮)

২/৩/৬০. بَاب: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

৬৫/৩/২. অধ্যায়: “তাকে ও তার সন্তানদের তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে বাঁচার জন্য।” (সূরাহ আলু ইমরান ৩/৩৬) (আ.প্র. ৪১৮৭, ই.ফা. ৪১৮৮)

৫০৬৮. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد

فَيَسْتَهْلِكُ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِلَيْهِ إِلَّا مَرَّتْ وَأَبْنَاهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ. ﴿وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾.

৪৫৪৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেন, প্রত্যেক নবপ্রসূত বাচ্চার জন্মের সময় শায়তুন অবশ্যই তাকে স্পর্শ করে। ফলে শয়তানের স্পর্শমাত্র সে চীৎকার করে উঠে। কিন্তু মারইয়াম (عليها السلام) ও তাঁর পুত্র ঈসা (عليه السلام)-কে পারেনি। তারপর আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলতেন, যদি তোমরা (এটা জানতে) ইচ্ছা কর তাহলে পড় : ﴿وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾। ৩২৮৬। (আ.প্র. ৪১৮৮, ই.ফা. ৪১৮৯)

بَاب: ٣/٣/٦٥

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾ لَا خَيْرَ ﴿الَّذِينَ﴾ :
مَوْلًا مُوجِعًا مِنَ الْأَلَمِ وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ مُفْعِلٍ.

৬৫/৩/৩. অধ্যায়:

আল্লাহর বাণী : “নিশ্চয় যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদার পরিবর্তে এবং নিজেদের শপথের পরিবর্তে সামান্য বিনিময় গ্রহণ করে তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই”- (সূরাহ আলু ইমরান ৩/৭৭)।
﴿لَا خَلَاقَ﴾-কোন কল্যাণ নেই। ﴿مُفْعِلٍ﴾ শব্দটি ﴿أَلِيمٌ﴾-এর ওজনে অলম থেকে গঠিত। অর্থাৎ কঠিন শাস্তিদায়ক।

٤٥٤٩-٤٥٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بيمينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ إِلَى آخِرِ آيَةِ قَالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِي أَنْزَلْتَ كَأَنَّ لِي بِئْرِ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَتَكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذَا يَخْلِفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ.

৪৫৪৯-৪৫৫০. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে যে ঠাণ্ডা মাথায় মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। এর সত্যতা প্রমাণে আল্লাহ তা’আলা অবতীর্ণ করেন : ﴿لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ : ﴿لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ বর্ণনাকারী বললেন, এরপর আশ’আস ইবনু কায়স (রহ.) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আবু আবদুর রহমান (رضي الله عنه) তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমরা বললাম, এ রকম এ রকম বলেছেন। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত তো আমাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমার চাচাত ভাইয়ের

এলাকায় আমার একটি কূপ ছিল। (এ ঘটনা জ্ঞাত হয়ে) নাবী (ﷺ) বললেন, হয়তো তুমি প্রমাণ হাজির করবে নতুবা সে শপথ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে তো শপথ করে বসবে। অন্তর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশে ঠাণ্ডা মাথায় অবরোধ করে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহই তার উপর রাগান্বিত থাকবেন। [২৩৫৬, ২৩৫৭] (আ.প্র. ৪১৮৯, ই.ফা. ৪১৯০)

৫০০। حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا الْعَوَامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ فَحَلَفَ فِيهَا لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِ لِيُؤْفَعِ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

৪৫৫১. ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবু আউফা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বিক্রি করার জন্য বাজারে কিছু জিনিস আনলো এবং কসম করে বলতে শুরু করলো যে, লোকে এ জিনিসের এতো এতো মূল্য দিচ্ছে। অথচ কেউ তা দেয়নি। এ মিথ্যা বলার উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমরা যাতে তার এ কথা বিশ্বাস করে তার নিকট থেকে জিনিসটা ক্রয় করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হলঃ “যারা আল্লাহর প্রতিকৃত প্রতিশ্রুতি ও কসম নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে, আখিরাতে তাদের অংশে কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে কঠিন কষ্টদায়ক শাস্তি”- (সূরাহ আল ইমরান ৩/৭৭)। [২০৮৮] (আ.প্র. ৪১৯০, ই.ফা. ৪১৯১)

৫০০২. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرُجَانِ فِي بَيْتِ أَوْ فِي الْحَجْرَةِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُفِيدَ بِإِسْفَى فِي كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَرَفَعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ ذَكَرُوهَا بِاللَّهِ وَاقْرَأُوا عَلَيْهَا : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ فَذَكَرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الِئِمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِنَ.

৪৫৫২. ইবনু আবু মুলাইকাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, দু’জন মহিলা একটি ঘর কিংবা একটি কক্ষে সেলাই করছিল। হাতের তালুতে সুই বিদ্ধ হয়ে তাদের একজন বেরিয়ে পড়ল এবং অপরজনের বিরুদ্ধে সুই ফুটিয়ে দেয়ার অভিযোগ করল। এই ব্যাপারটি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি শুধুমাত্র দাবীর উপর ভিত্তি করে মানুষের দাবী পূরণ করা হয়, তাহলে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা থাকবে না। সুতরাং তোমরা বিবাদীদের আল্লাহর নামে শপথ করাও এবং এ আয়াত তার সম্মুখে পাঠ কর। এরপর তারা তাকে শপথ করাল এবং সে নিজ দোষ স্বীকার করল। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, শপথ বিবাদীকে করতে হবে। [২৫১৪; মুসলিম ৩০/১, হাঃ ১৭১১] (আ.প্র. ৪১৯১, ই.ফা. ৪১৯২)

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾

﴿سَوَاءٍ﴾ : قَصْدٍ.

৬৫/৩/৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আপনি বলে দিন : হে আহলে কিতাব! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন। তা হল, আমরা যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত না করি-

(সূরাহ আল ইমরান ৩/৬৪)। সَوَاءٍ সঠিক।

১৫০৩. حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر بن وهب عن عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى في قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله ﷺ قال فبيننا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي ﷺ إلى هرقل قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا نعم قال فدعيت في نفر من فرئيس فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان وإيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال فهل كان من آباءه ملك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال أتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال يريدون أو ينفصون قال قلت لا بل يريدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطه له قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصاب منا ويصاب منه قال فهل يغير قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندرى ما هو صانع فيها قال والله ما أمكنتني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه قال فهل قال هذا القول أحد قبله قلت لا.

ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فرعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعت في أحساب قومها وسألتك هل كان في آباءه ملك فرعمت أن لا فقلت لو كان من آباءه ملك قلت رجل يطلب ملك آباءه وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فرعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع

الْكَذِبِ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَن دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطَةٌ لَهُ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بِشَاشَةِ الْقُلُوبِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَرَعَمْتُ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَيَبْتَنُهُ سَجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قَيْلٍ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمِ يَأْمُرُكُمْ قَالَ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَقَابِ قَالَ إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لِأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْ.

قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ تَسْلَمَ وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغْظُ وَأَمَرَ بِنَا فَأَخْرَجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي جِئِن خَرَجْنَا لَقَدْ أَمَرَ أَمْرًا ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لِيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ قَالَ الرَّهْرِيُّ فَدَعَا هِرَقْلَ عَظَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشْدِ آخِرَ الْأَبَدِ وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ قَالَ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ عَلِقَتْ فَقَالَ عَلِيٌّ بِهِمْ فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمْ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ.

৪৫৫৩. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه) আমাকে সামনাসামনি হাদীস গুনিয়েছেন। আবু সুফইয়ান বলেন, আমাদের আর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদকালে আমি ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। আমি তখন সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। তখন নাবী (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে হিরাক্লিয়াসের নিকট একখানা পত্র পৌঁছান হল। দাহইয়াতুল কালবী এ চিঠিটা বসরার শাসককে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। পত্র পেয়ে হিরাক্লিয়াস

বললেন, নাবীর দাবীদার ব্যক্তির গোত্রের কেউ এখানে আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ আছে। কয়েকজন কুরাইশীসহ আমাকে ডাকা হলে আমরা হিরাক্লিয়াসের নিকট গেলাম এবং আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে বসানো হল। এরপর তিনি বললেন, নাবীর দাবীদার ব্যক্তির তোমাদের মধ্যে নিকটতম আত্মীয় কে? আবু সুফইয়ান বলেন, উত্তরে বললাম, আমিই। তারা আমাকে তার সম্মুখে এবং আমার সাথীদেরকে আমার পেছনে বসালেন। তারপর দোভাষীকে ডাকলেন এবং বললেন, এদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি নাবীর দাবীদার ব্যক্তিটি সম্পর্কে (আবু সুফইয়ানকে) কিছু জিজ্ঞেস করলে সে যদি আমার নিকট মিথ্যা বলে তোমরা তার মিথ্যা বলা সম্পর্কে ধরবে। আবু সুফইয়ান বলেন, যদি তাদের পক্ষ থেকে আমাকে মিথ্যুক প্রমাণের আশঙ্কা না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই মিথ্যা বলতাম। এরপর দোভাষীকে বললেন, একে জিজ্ঞেস কর যে, তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তির বংশ মর্যাদা কেমন? আবু সুফইয়ান বললেন, তিনি আমাদের মধ্যে অভিজাত বংশের অধিকারী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কি রাজা-বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বর্তমানের কথাবার্তার পূর্বে তোমরা তাঁকে কখনো মিথ্যাচারের অপবাদ দিয়েছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বলগণ? আমি বললাম, বরং দুর্বলগণ। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে। আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর ধর্মে প্রবিশ্ট হওয়ার পর তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণাবশতঃ কেউ কি ধর্ম ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করেছ কি? বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে? আমি বললাম, আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল হল : একবার তিনি জয়ী হন, আর একবার আমরা জয়ী হই। তিনি বললেন, তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি? বললাম, না। তবে বর্তমানে আমরা একটি সন্ধির মেয়াদে আছি। দেখি এতে তিনি কী করেন। আবু সুফইয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ! এটি ব্যতীত অন্য কোন কথা ঢুকিয়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বললেন, তাঁর পূর্বে এমন কথা কেউ বলেছে কি? বললাম, না। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন যে, একে জানিয়ে দাও যে, আমি তোমাকে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তির বংশমর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারপর তুমি বলেছ যে, সে আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত। তদ্রূপ রসূলগণ শ্রেষ্ঠ বংশেই জন্মাভ করে থাকেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কিনা? তুমি বলেছ 'না'। তাই আমি বলছি যে, যদি তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ রাজা-বাদশাহ থাকতেন তাহলে বলতাম, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজত্ব ফিরে পেতে চাচ্ছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, দুর্বলগণ তাঁর অনুসারী, না সম্ভ্রান্তগণ? তুমি বলেছ, দুর্বলগণই। আমি বলেছি যে, যুগে যুগে দুর্বলগণই রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এ দাবীর পূর্বে তোমরা কখনও তাঁকে মিথ্যাবাদিতার অপবাদ দিয়েছিলে কি? তুমি উত্তরে বলেছ যে, না। তাতে আমি বুঝেছি যে, যে ব্যক্তি প্রথমে মানুষদের সঙ্গে মিথ্যাচার ত্যাগ করেন, তারপর আল্লাহর সঙ্গে মিথ্যাচারিতা করবেন, তা হতে পারে না। আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে কেউ ধর্ম ত্যাগ করে কিনা? তুমি বলেছ, ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি বলছি, ঈমান এভাবেই পূর্ণতা লাভ করে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ কি? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ করেছ এবং তাঁর ফলাফল হচ্ছে পানি তোলার বালতির মত। কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে

তারা জয়লাভ করে আবার কখনো তাদের বিরুদ্ধে তোমরা জয়লাভ কর। এমনভাবেই রসূলদের পরীক্ষা করা হয়, তারপর চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, না। তদ্রূপ রসূলগণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর পূর্বে কেউ এ দাবী উত্থাপন করেছিল কিনা? তুমি বলেছ, না। আমি বলি যদি কেউ তাঁর পূর্বে এ ধরনের দাবী করে থাকত তাহলে আমি মনে করতাম এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী দাবীর অনুসরণ করছে। আবু সুফইয়ান বলেন, তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তোমাদের কী কাজের হুকুম দেন? আমি বললাম, সলাত কায়িম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আত্মীয়তা রক্ষা করতে এবং পাপকাজ থেকে পবিত্র থাকার হুকুম দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তাহলে তিনি ঠিকই নাবী (ﷺ), তিনি আবির্ভূত হবেন তা আমি জানতাম বটে তবে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন তা মনে করিনি। যদি আমি তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছার সুযোগ পেতাম তাহলে আমি তাঁর সাক্ষাৎকে অগ্রাধিকার দিতাম। যদি আমি তাঁর নিকট অবস্থান করতাম তাহলে আমি তাঁর পদযুগল ধুয়ে দিতাম। আমার পায়ের নিচের জমিন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব সীমা পৌঁছে যাবে।

আবু সুফইয়ান বলেন, তারপর হিরাক্লিয়াস রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পত্রখানি আনতে বললেন। এরপর পাঠ করতে বললেন। তাতে লেখা ছিল :

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হিদায়াতের অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি পাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন তাহলে সকল প্রজার পাপরাশিও আপনার উপর নিপতিত হবে। “হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করব না, কোন কিছুতেই তাঁর সঙ্গে শরীক করব না। আর আমাদের একে অন্যকে আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করব না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।”

যখন তিনি পত্র পাঠ সমাপ্ত করলেন চতুর্দিকে উচ্চ রব উঠল এবং গুঞ্জন বৃদ্ধি পেল। তারপর তাঁর নির্দেশে আমাদের বাইরে নিয়ে আসা হল। আবু সুফইয়ান বলেন, আমরা বেরিয়ে আসার পর আমি আমার সাথীদের বললাম যে, আবু কাবশার সন্তানের তো বিস্তার ঘটেছে। রোমের রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত তাঁকে ভয় পায়। তখন থেকে আমার মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দীন অতি সত্বর বিজয় লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, তারপর হিরাক্লিয়াস রোমের নেতৃবৃন্দকে ডেকে একটি কক্ষে একত্রিত করলেন এবং বললেন, হে রোমবাসী! তোমরা কি আজীবন সংপথ ও সফলতার প্রত্যাশী এবং তোমরা কি চাও তোমাদের রাজত্ব অটুট থাকুক? এতে তারা বন্য-গর্দভের মত প্রাণপণে পলায়নরত হল। কিন্তু দরজাগুলো সবই বন্ধ পেল। এরপর বাদশাহ নির্দেশ দিলেন যে, তাদের সবাইকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তিনি তাদের সবাইকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমাদের ধর্মের উপর তোমাদের দৃঢ়তা আমি পরীক্ষা করলাম। আমি যা আশা করেছিলাম তা তোমাদের থেকে পেয়েছি। তখন সবাই তাঁকে সাজদাহ করল এবং তাঁর উপর সন্তুষ্ট রইল। [৭] (আ.প্র. ৪১৯২, ই.ফা. ৪১৯৩)

৫/৩/৬০. بَابُ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ إِلَى ﴿بِهِ عَلِيمٌ﴾

৬৫/৩/৫. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না যে পর্যন্ত না নিজেদের প্রিয়বস্তু থেকে ব্যয় করবে, আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ তা খুব জানেন।” (সূরাহ আল ইমরান ৩/৯২)

৫০০৫. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ نَحْلًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرِخَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرِخَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَاحٍ وَكَانَ ذَلِكَ مَالٌ رَاحٍ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَبِيهِ وَفِي بَنِي عَمِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَرَزُّحُ بْنُ عَبَادَةَ ذَلِكَ مَالٌ رَاحٍ.

৪৫৫৪. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) বলেন, মাদীনাহয় আবু ত্বলহা (رضي الله عنه) ই অধিক সংখ্যক খেজুর গাছের মালিক ছিলেন। তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ ছিল “বাইরুহা” নামক বাগানটি। এটা ছিল মাসজিদের সম্মুখে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে আসতেন এবং সেখানকার (কূপের) সুমিষ্ট পানি পান করতেন। যখন আল্লাহর বাণী ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন আবু ত্বলহা (رضي الله عنه) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ বলছেন, “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না যে পর্যন্ত না নিজেদের প্রিয়বস্তু থেকে ব্যয় করবে”- (সূরাহ আল ইমরান ৩/৯২)। আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ বাইরুহা। এটা আল্লাহর রাস্তায় আমি দান করে দিলাম। আমি আল্লাহর নিকট পুণ্য ও তার ভাগ্য চাই। আল্লাহ আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেন সেভাবে তা ব্যয় করুন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, বাহ! ওটা তো অস্থায়ী সম্পদ, ওটা তো অস্থায়ী সম্পদ, তুমি যা বলেছ আমি শুনেছি। তুমি তা তোমার নিকটাত্মীয়কে দিয়ে দাও, আমি এ সিদ্ধান্ত দিচ্ছি। আবু ত্বলহা (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তা করব। তারপর আবু ত্বলহা (رضي الله عنه) সেটা তাঁর চাচাত ভাই-বোন ও আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ ও ইবনু ‘উবাদাহ্ (رضي الله عنه)-এর বর্ণনায় “ওটা তো লাভজনক সম্পত্তি” বলে উল্লেখিত হয়েছে। [১৪৬১] (আ.প্র. ৪১৯৩, ই.ফা. ৪১৯৪)

ইয়াহুইয়া ইবনু ইয়াহুইয়া (রহ.) বলেন, আমি মালিক (রহ.)-এর নিকট مَالٌ رَاحٍ এর অর্থ পড়েছি ‘অস্থায়ী সম্পদ’। [১৪৬১] (আ.প্র. নাই, ই.ফা. ৪১৯৫)

৫০০০. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبِي وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا.

৪৫৫৫. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরপর আবু ত্বলহা (رضي الله عنه) হাস্‌সান ইবনু সাবিত এবং উবাই ইবনু কা'বের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আমি তাঁর নিকটাত্মীয় ছিলাম। কিন্তু আমাকে তা হতে কিছুই দেননি। [১৪৬১] (আ.প্র. ৪১৯৪, ই.ফা. ৪১৯৬)

بَاب : ٦/٣/٦٥ : ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

৬৫/৩/৬. অধ্যায়: “বলুন, তাওরাত নিয়ে এস এবং তা পাঠ কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।” (সূরাহ আলু ইমরান ৩/৯৩)

৫০০৬. حدثني إِبراهيمُ بنُ المُنذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَأَمْرًا قَدْ زَنَيْتَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا نُحْمِيهِمَا وَنَضْرِبُهُمَا فَقَالَ لَا تَحِدُونَ فِي التَّوْرَةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لَا نَحِدُ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ فَوَضَعَ مِذْرَاسَهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ فَتَرَغَ يَدُهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْحَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِي عَلَيْهَا يَقِيئُهَا الْحِجَارَةَ.

৪৫৫৬. আবদুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। ব্যাভিচার করেছে এমন এক পুরুষ ও এক মহিলা নিয়ে ইয়াহুদীগণ নাবী (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হল। নাবী (ﷺ) তাদের বললেন, তোমাদের ব্যাভিচারীদেরকে তোমরা কীভাবে শাস্তি দাও? তারা বলল, আমরা তাদের দু'জনের চেঁহারা কালিমালিগু করি এবং তাদের প্রহার করি। রসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা তাওরাতে কি প্রস্তর নিক্ষেপের বিধান পাও না? তারা বলল, আমরা তাতে এ ব্যাপারে কিছুই পাই না। তখন আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه) তাদের বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত আন এবং তা পাঠ কর। এরপর তাওরাত পাঠের সময় তাদের তাওরাত-শিক্ষক প্রস্তর নিক্ষেপ সম্পর্কিত আয়াতের উপর স্বীয় হস্ত রেখে তার উপর নীচের অংশ পড়তে লাগল। রজমের কথা লিখা আয়াতটি পড়ছিল না। আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه) তার হাতটি রজমের আয়াতের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা কী? যখন তারা এ অবস্থা দেখল তখন বলল, এটি রজমের আয়াত। অনন্তর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলেন এবং মাসজিদের পার্শ্বে জানাযার স্থানের নিকটে উভয়কে 'রজম' করা হল।

ইবনু উমার (رضي الله عنه) বলেন, আমি সেই পুরুষটিকে দেখলাম তার সঙ্গীনের উপরে ঝুঁকে পড়ে তাকে প্রস্তরাঘাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। [১৩২৯] (আ.প্র. ৪১৯৫, ই.ফা. ৪১৯৭)

بَاب : ٧/٣/٦٥ : ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

৬৫/৩/৭. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানুষের হিতের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটান হয়েছে। (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১১০)

১৫০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ قَالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا
 فِي الْإِسْلَامِ.

৪৫৫৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) আয়াত সম্পর্কে বলেন, মানুষের জন্য
 মানুষ কল্যাণকর তখনই হয় যখন তাদের গ্রীবাদেশে (আল্লাহর আনুগত্যের) শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসে।
 অতঃপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে। [৩০১০] (আ.প্র. ৪১৯৬, ই.ফা. ৪১৯৮)

৮/৩/৬০. بَابُ : ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾.

৬৫/৩/৮. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : যখন তোমাদের মধ্যের দু'টি দল সাহস হারাতে বসল, অথচ আল্লাহ
 তাদের সহায়ক ছিলেন। (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১২২)

১৫০৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا نَزَلَتْ ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ : قَالَ : نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ بَنُو
 حَارِثَةَ وَبَنُو سَلِيمَةَ وَمَا نَحِبُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّهَا لَمْ تُنَزَلْ لِقَوْلِ اللَّهِ : ﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾.

৪৫৫৮. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলি, **إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا** আয়াতটি আমাদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা দু'দল বানী
 হারিসা আর বানী সালিমা। যেহেতু এ আয়াতে **وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا** -“আল্লাহ উভয়ের অভিভাবক” উল্লেখ আছে,
 সেহেতু এটা অবতীর্ণ না হওয়া আমরা পছন্দ করতাম না। সুফইয়ান (রহ.)-এর এক বর্ণনায় আছে **وَمَا**
يَسُرُّنِي -“আমাকে ভাল লাগেনি”। [৪০৫১] (আ.প্র. ৪১৯৭, ই.ফা. ৪১৯৯)

৯/৩/৬০. بَابُ : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾.

৬৫/৩/৯. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১২৮)

১৫০৭. حَدَّثَنَا جِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ
 أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْعَنِ فُلَانًا
 وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾
 إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ.

৪৫৫৯. সালিম (রহ.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনেছেন
 যে, তিনি ফাজ্রের সলাতের শেষ রাকআতে রুকু' থেকে মাথা তুলে 'সামি' আল্লাহ লিমান হামিদাহ্ (আল্লাহ
 তাঁর প্রশংসাকারীর প্রশংসা শোনেন। হে আমাদের প্রতিলক! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা)', 'রব্বানা

ওয়ালাকাল হাম্দ' বলার পর এটা বলতেন : হে আল্লাহ! অমুক, অমুক এবং অমুককে লানত করুন। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন : **فَانَهُمْ ظَالِمُونَ** "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম।" ইসহাক ইবনু রাশিদ (রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। [৪০৬৯] (আ.প্র. ৪১৯৮, ই.ফা. ৪২০০)

৫৬০. **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَّتْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَرِيبًا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَيْبَعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَظَلَّتْكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِينِينَ كَسِينِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ الْعَنِ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الْآيَةَ.**

৪৫৬০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) কারো জন্যে বদদু'আ অথবা দু'আ করার মনস্থ করতেন, তখন সলাতের রুকূর পরেই কুনূতে নাযিলা (বদদু'আ ও হিফাযাতের জন্যে অবতারিত দু'আ) পড়তেন। কখনো কখনো **اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** 'বলার পর বলতেন, হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনু ওয়ালিদ, সালামাহ ইবনু হিশাম এবং আইয়াশ ইবনু আবু রাবিয়াহকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর শাস্তি কঠোর করুন। এ শাস্তিকে ইউসুফ (عليه السلام)-এর যুগের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষে পরিণত করুন। নাবী (ﷺ) এ কথাগুলোকে উচ্চঃস্বরে বলতেন। কখনো কখনো তিনি কয়েকটি গোত্রের ব্যাপারে ফাজ্রের সলাতে বলতেন, হে আল্লাহ! অমুক এবং অমুককে লানাত দিন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : **لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ**। [৭৯৭] (আ.প্র. ৪১৯৯, ই.ফা. ৪২০১)

১০/৩/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ﴾**

৬৫/৩/১০. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : রসূল (ﷺ) তোমাদের পেছনের দিক থেকে আহ্বান করছিলেন। (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১৫৩)

وَهُوَ تَأْنِيْتُ أَخْرِكُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾: فَتَحًا أَوْ شَهَادَةً.

এর ত্রীলিঙ্গ **أَخْرَاكُمْ** -এর 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, দু' কল্যাণের একটি, এর অর্থ হল বিজয় অর্থবা শাহাদাত লাভ।

৫৬১. **حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَالِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَقْبَلُوا مِنْهُمْ مِثِينَ فَذَكَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ وَلَمْ يَبَقْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا.**

৪৫৬১. বারাআ ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) কিছু পদাতিক সৈন্যের উপর 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এরপর তাদের কতক পরাজিত হলে পালাতে লাগল, এটাই হল, রসূল (ﷺ) যখন তোমাদের পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। মাত্র বারোজন লোক ব্যতীত আর কেউ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন না। [৩০৩৯] (আ.প্র. ৪২০০, ই.ফা. ৪২০২)

۱۱/۳/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿أَمَنَّا نِعَاسًا﴾.

৬৫/৩/১১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : “প্রশান্তিময় তন্দ্রা।”

৫০৬২. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ غَشِينَا النَّعَاسَ وَنَحْنُ فِي مَصَافِنَا يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَأَخَذَهُ وَنَسَقُطُ وَأَخَذَهُ.

৪৫৬২. আবু তুলহা (رضي الله عنه) বলেন, আমরা উহুদ যুদ্ধের দিন সারিবদ্ধ অবস্থায় ছিলাম যখন তন্দ্রা আমাদের আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। তিনি বলেন, আমার তরবারি আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, আমি তা উঠাচ্ছিলাম, আবার পড়ে যাচ্ছিল, আবার তা উঠাচ্ছিলাম। [৪০৬৮] (আ.প্র. ৪২০১, ই.ফা. ৪২০৩)

۱۲/۳/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ:

৬৫/৩/১২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿الْقَرْحُ﴾ الْجِرَاحُ ﴿اسْتَجَابُوا﴾ أَجَابُوا: يَسْتَجِيبُ يُجِيبُ.

আহত হওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের মধ্যে যারা ভাল কাজ করে এবং তাকুওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার- (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১৭২)। الْقَرْحُ -যখম, -ডাকে সাড়া দিন, -সাদা দেয়।

۱۳/۳/۶۵. بَابُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ الْآيَةَ.

৬৫/৩/১৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১৭৩)

৫০৬৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَرَاهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الصَّحْحَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانًا ۚ وَوَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

৪৫৬৩. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। কথটি ইবরাহীম (عليه السلام) বলেছিলেন, যখন তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আর মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেছিলেন যখন লোকেরা

বলল, “নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা বিরাট সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশ করেছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর। এ কথা তাদের ঈমানের তেজ বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল : আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহক” – (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১৭৩)। [৪৫৬৪] (আ.প্র. ৪২০২, ই.ফা. ৪২০৪)

৫০৬৬. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الصَّحْحِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

৪৫৬৪. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবরাহীম (عليه السلام) যখন আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন তাঁর শেষ কথা ছিল : حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ অর্থাৎ “আল্লাহই যথেষ্ট” তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক! [৪৫৬৩] (আ.প্র. ৪২০৩, ই.ফা. ৪২০৫)

: بَاب : ١٤/٣/٦٥

٦٥/٣/١٨. অধ্যায়:

﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُقُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ سَيُطَوَّقُونَ كَقَوْلِكَ طَوَّقْتُهُ بِطَوَّقٍ.

“যারা কৃপণতা করে তাতে যা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে, তারা যেন মনে না করে যে এ কৃপণতা তাদের জন্য মঙ্গলজনক; বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। ঐ মাল যাতে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামাতের দিন তা দিয়ে বেড়ি বানিয়ে গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। আসমান ও যমীনের মালিকানা স্বত্ব একমাত্র আল্লাহর। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত” – (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১৮০)। এটা আরবী বাক্য অর্থ ‘তাকে বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি’-এর মত।

৫০৬৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَلَّ لَه مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعٌ لَهُ رَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

৪৫৬৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যাকে আল্লাহ তা‘আলা ধন-সম্পদ দেন, তারপর সে তার যাকাত আদায় করে না- কিয়ামাতের দিন তার ধন-সম্পদকে তার জন্যে লোমবিহীন কালো-চিহ্ন যুক্ত সর্পে রূপ দেয়া হবে এবং তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। মুখের দু’দিক দিয়ে সে তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, ‘আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়’। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ “এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে” আয়াতের শেষ অংশ। [১৪০৩] (আ.প্র. ৪২০৪, ই.ফা. ৪২০৬)

: ১০/৩/৬০ .باب :

: ৬৫/৩/১৫ .অধ্যায় :

﴿وَلْتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَىٰ كَثِيرًا﴾.

“আর অবশ্যই তোমরা শুনতে পাবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের এবং মুশরিকদের নিকট হতে অনেক কষ্টদায়ক কথা। (সূরাহ আনু ইমরান ৩/১৮৬)

৫০৬৬. حدثنا أبو التَّيَّانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى جِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَذَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَأَاهُ يَعُودُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَالَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ائِبْنِ سَلُولٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ائِبْنِ قَادَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودَ وَالْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا عَشَيْتِ الْمَجْلِسَ عَجَّاجَةُ الدَّائِيَّةِ حَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ائِبْنِ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعْبِرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَتَرَلَّ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ائِبْنِ سَلُولٍ أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤَدِّنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْضُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَنْتَأَوْرُونَ فَلَمَّ يَزَلُ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ائِبْنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدْ اضْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحِيرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوَجَّوهُ فَيَعْصِبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرَقَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيَضْرِبُونَ عَلَى الْأَذَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَلْتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَىٰ كَثِيرًا﴾ الْآيَةَ. وَقَالَ اللَّهُ : ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا مَّلْحَ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ فِيهِمْ فَلَمَّا عَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ اللَّهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ قَالَ ائِبْنُ أَبِي ائِبْنِ سَلُولٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبْدَةَ الْأَوْثَانَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا.

৪৫৬৬. উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেছিলেন, একটি ফদকী চাদর তাঁর পরনে ছিল। উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه)-কে তাঁর পেছনে বসিয়েছিলেন। তিনি নাবী হারিস ইবনু খায়রায গোত্রে অসুস্থ সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (رضي الله عنه)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল বাদর যুদ্ধের পূর্বকার ঘটনা। বর্ণনাকারী বলেন যে, যেতে যেতে নাবী (ﷺ) এমন একটি মজলিসের কাছে পৌঁছলেন, যেখানে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সালুলও ছিল-সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে মজলিসে মুসলিম, মুশরিক, প্রতিমাপূজারী এবং ইয়াহূদী সকল প্রকারের লোক ছিল এবং তথায় 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه)-ও ছিলেন। জন্তুর পদধূলি যখন মজলিসকে আচ্ছন্ন করল, তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই আপন চাদরে নাক ঢেকে ফেলল। তারপর বলল, আমাদের এখানে ধূলো উড়িয়ে না। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) এদেরকে সালাম করলেন। তারপর বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং তাদের কাছে কুরআন মাজীদ পাঠ করলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বলল, এই লোকটি! তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে এর চেয়ে উত্তম কিছুই নেই। তবে আমাদের মজলিসে আমাদেরকে জ্বালাতন করবে না। তুমি তোমার তাঁবুতে যাও। যে তোমার কাছে যাবে যাকে তুমি তোমার কথা বলবে। অনন্তর 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের মজলিসে এগুলো আমাদের কাছে বলবেন, কারণ আমরা তা পছন্দ করি। এতে মুসলিম, মুশরিক এবং ইয়াহূদীরা পরস্পর গালাগালি শুরু করল। এমনকি তারা মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে থামাচ্ছিলেন। অবশেষে তারা থামল। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর পশুটির পিঠে চড়ে রওয়ানা দিলেন এবং সা'দ ইবনু উবাদাহ (رضي الله عنه)-এর কাছে গেলেন। নাবী (ﷺ) তাঁকে বললেন, হে সা'দ! আবু হুবাব অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই কী বলেছে, তুমি শুনেছ কি? সে এমন বলেছে। সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাকে ক্ষমা করে দিন। তার দিকে দ্রুত দৃষ্টি করবেন না। যিনি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আপনার উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তা সত্য। এতদঞ্চলের অধিবাসীগণ চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে, তাকে শাহী টুপী পরাবে এবং নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করবে। যখন আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রদানের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা অস্বীকার করলেন তখন সে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে যা আপনি দেখেছেন। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নাবী (ﷺ) এবং তাঁর সহাবীগণ (رضي الله عنهم) মুশরিক এবং কিতাবীদেরকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “আর অবশ্যই তোমরা শুনতে পাবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের এবং মুশরিকদের নিকট হতে অনেক কষ্টদায়ক কথা”- (সূরাহ আল ইমরান ৩/১৮৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, “কিতাবীদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তাদের অনেকেই ঈর্ষা বশতঃ তোমাদের ঈমান আনার পর আবার তোমাদের কাফিররূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। যতক্ষণ না আল্লাহর কোন নির্দেশ আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান”- (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১০৯)।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক নাবী (ﷺ) ক্ষমার দিকেই ফিরে যেতেন। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন বাদরের যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কাফির কুরায়শ নেতাদেরকে হত্যা করলেন তখন ইবনু উবাই ইবনু সালুল তার সঙ্গী মুশরিক এবং প্রতিমা পূজারীরা বলল, এটাতো এমন একটি ব্যাপার যা বিজয় লাভ

করেছে। এরপর তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ইসলামের বাই'আত করে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করল। [২৯৮৭] (আ.প্র. ৪২০৫, ই.ফা. ৪২০৭)

১৬/৩/৬০. ۞ لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا ۞

65/৩/১৬. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তুমি কখনও মনে কর না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত হয় এবং নিজেরা যা করেনি তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরাহ আলু 'ইমরান ৩/১৮৮)

১০৬৭. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْعَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحْبَبُوا أَنْ يُحَمَّدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَنَزَلَتْ : ۞ لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَمَّدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ۞ الْآيَةَ.

৪৫৬৭. আবু সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে তিনি যখন যুদ্ধে বের হতেন তখন কিছু সংখ্যক মুনাফিক ঘরে বসে থাকত এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ) বেরিয়ে যাওয়ার পর বসে থাকতে পারায় আনন্দ প্রকাশ করত। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিরে আসলে তাঁর কাছে শপথ করে ওজর পেশ করত এবং যে কাজ করেনি সে কাজের জন্য প্রশংসিত হতে পছন্দ করত। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল : “তুমি কখনও মনে কর না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত হয় এবং নিজেরা যা করেনি তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি”- (সূরাহ আলু ইমরান ৩/১৮৮)। [মুসলিম ৫০/হাঃ ২৭৭৭] (আ.প্র. ৪২০৬, ই.ফা. ৪২০৮)

১০৬৮. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَائِهِ أَذْهَبَ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لِيْنِ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحَمَّدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَدَّبًا لِعَدَبَتِنَ أَجْمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكْتَمُوهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوهُ بَعْدَهُ فَأَرَوْهُ أَنَّ قَدْ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتَابِنَاهُمْ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ۞ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۞ كَذَلِكَ حَتَّىٰ قَوْلِهِ : ۞ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَمَّدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ۞ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح

حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ يَهْدَى.

৪৫৬৮. ‘আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্বাস অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান (রহ.) তাঁর দারোয়ানকে বললেন, হে নাফি! তুমি ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه)-এর কাছে গিয়ে বল, যদি প্রাপ্ত বস্তুতে আনন্দিত এবং করেনি এমন কাজ সম্পর্কে প্রশংসিত হতে আশাবাদী প্রত্যেক ব্যক্তিরই শাস্তি প্রাপ্য হয় তাহলে সকল মানুষই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, এটা তোমাদের মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। একদা নাবী (ﷺ) ইয়াহুদীদেরকে ডেকে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাতে তারা সত্য গোপন করে বিপরীত তথ্য দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের দেয়া উত্তরের বিনিময়ে প্রশংসা অর্জনের আশা করেছিল এবং তাদের সত্য গোপনের জন্যে আনন্দিত হয়েছিল। তারপর ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) পাঠ করলেন- يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَحُبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ “স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন আহলে কিতাবের, তোমরা মানুষের কাছে কিতাব সম্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতি নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল এবং তার পরিবর্তে নগণ্য বিনিময় গ্রহণ করল। সুতরাং তারা যা বিনিময় গ্রহণ করল কত নিকৃষ্ট তা! তুমি কখনও মনে কর না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আনন্দিত হয় এবং নিজেরা যা করেনি তার জন্যে প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি”- (সূরাহ আল ইমরান ৩/১৮৭-১৮৮)। বর্ণনাকারী ‘আবদুর রায্যাক (রহ.) ইবনু জুরাইজ (রহ.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ৪২০৭, ই.ফা. ৪২০৯)

ইবনু মুকাতিল (রহ.) হুমায়দ ইবনু ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (رضي الله عنه) অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৫০/হাঃ ২৭৭৮, আহমাদ ২৭১২) (আ.প্র. নাই, ই.ফা. ৪২১০)

باب قَوْلِهِ : ١٧/٣/٦٥

৬৫/৩/১৭. অধ্যায়: আল্লাহ্‌র বাণী :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ الْآيَةُ

নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃজনে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য। (সূরাহ আল ইমরান ৩/১৯০)

٤٥٦٩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَشَّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ قَعَدَ فَنظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنْ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً ثُمَّ أَدْنَى بِرَأْسِهِ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

৪৫৬৯. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার খালা মাইমূনাহ (رضي الله عنه)-এর কাছে রাত কাটিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে

৫০৭১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوَسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَتَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسُحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَيْءٍ مَعْلُوقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي بِيَدِهِ الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أوترَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْدِدُنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ حَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

৪৫৭১. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি মাইমূনাহ (ميمونة بنت عبد الله) -এর নিকট রাত্রি যাপন করেন, তিনি হলেন তাঁর খালা। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়েছিলাম আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ লম্বালম্বির দিকে শুয়েছিলাম। অর্ধরাত্রি কিংবা এর সামান্য পূর্ব অথবা সামান্য পর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘুমালেন। তারপর তিনি জাগ্রত হলেন। এরপর দু'হাত দিয়ে মুখ থেকে ঘুমের রেশ মুছতে লাগলেন। তারপর সূরাহ আলু 'ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর বুলুন্ত একটি পুরাতন মশকের কাছে গেলেন এবং সুন্দরভাবে 'উয করলেন। এরপর সলাতে দণ্ডায়মান হলেন। তিনি যা যা করেছিলেন আমিও ঠিক তা করলাম। তারপর গিয়ে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রেখে আমার ডান কান ধরে মলতে লাগলেন। এরপর তিনি দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত তারপর দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন এবং তারপর বিতরের সলাত আদায় করলেন। তারপর তিনি একটু শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুয়াযযিন আসল, তিনি হালকাভাবে দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর বের হলেন এবং ফাজ্রের সলাত আদায় করলেন। [১১৭] (আ.প্র. ৪২১০, ই.ফা. ৪২১৩)

২০/৩/৬০. بَابُ : ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾ الْآيَةَ.

৬৫/৩/২০. অধ্যায়: “হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আমরা শুনেছি এক আহবানকারীকে ঈমান আনার জন্য আহবান করতেঃ “তোমরা ঈমান আন তোমাদের রবের প্রতি।” সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি।

(সূরাহ আলু 'ইমরান ৩/১৯৩)

৫০৭২. حَدَّثَنَا فَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوَسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَتَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسُحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْحَوَاتِمَ

مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ دَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الَيْمَنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ
بِأُذُنِي الَيْمَنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ
اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَدُّونَ فَقَامَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

৪৫৭২. কুরায়ব (রহ.) হতে বর্ণিত। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি নাবী (ﷺ) সহধর্মিণী মাইমূনাহ (رضي الله عنها)-এর নিকট রাত্রি যাপন করেছিলেন। মাইমূনাহ (رضي الله عنها) হলেন তাঁর খালা। তিনি বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর পরিবার লম্বা দিকে শয়ন করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিদ্রামগ্ন হলেন। অর্ধরাত্রি কিংবা এর সামান্য আগে কিংবা সামান্য পরক্ষণে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং মুখ থেকে ঘুমের ভাব মুছতে মুছতে বঁসলেন। তারপর সূরা আলু 'ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের নিকট গিয়ে তাথেকে উত্তমরূপে উষু করলেন। এরপর সলাতে দণ্ডায়মান হলেন। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আমিও দাঁড়ালাম এবং তিনি যা করেছেন আমিও তা করলাম। তারপর আমি গিয়ে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রেখে আমার ডান কান মলতে শুরু করলেন। তারপর তিনি দু'রাক'আত, অতঃপর দু'রাক'আত, অতঃপর দু'রাক'আত, অতঃপর দু'রাক'আত, অতঃপর দু'রাক'আত, অতঃপর দু'রাক'আত, অতঃপর দু'রাক'আত, অতঃপর তিনি বিতরের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি শুয়ে পড়লেন। শেষে মুয়াযযিন ফাজ্রের আযান দিলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। তারপর বের হলেন এবং ফাজ্রের সলাত আদায় করলেন। [১১৭] (আ.প্র. ৪২১১, ই.ফা. ৪২১৪)

(৬) سُورَةُ النِّسَاءِ

সূরাহ (৪) : আন-নিসা

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿يَسْتَنْكِفُ﴾ يَسْتَكْبِرُ. ﴿قَوَامًا﴾ : قِيَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ. ﴿لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ يَعْنِي الرَّجْمَ
لِلنِّسَاءِ، وَالْحَلْدَ لِلْبِكْرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ : ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ يَعْنِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبَ رُبَاعَ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **يَسْتَنْكِفُ** অহঙ্কার করে, **قَوَامًا** -তোমাদের জীবিকার্জনের মাধ্যম। **لَهُنَّ سَبِيلًا** -সাইয়েবা বা বিবাহিতার জন্য প্রস্তর নিক্ষেপ (রজম) আর কুমারীর জন্য বেত্রাঘাত। তিনি ব্যতীত অন্যান্য তাফসীরকারক বলেন, **مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ** অর্থাৎ দুই, তিন এবং চার; আরবগণ **رُبَاعَ** শব্দকে **غير منصرف** বা অপরিবর্তনশীল শব্দ মনে করে।

١/٤/٦٥. بَابُ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الَيْتَانِي﴾.

৬৫/৪/১. অধ্যায়: “আর যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করে নাও অন্য নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের মনঃপূত হয়।” (সূরাহ আন-নিসা ৪/৩)

১৫৭৩. **حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَتَنَكَّحَهَا وَكَانَ لَهَا عَدُوٌّ وَكَانَ يُمَسِّكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَتَزَلَّتْ فِيهِ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَدُوِّ وَفِي مَالِهِ.**

৪৫৭৩. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একজন ইয়াতীম বালিকা ছিল। অতঃপর সে তাকে বিয়ে করল। সে বালিকার একটি বাগান ছিল। তার অন্তরে ঐ বালিকার প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও বাগানের কারণে সে ঐ বালিকাটিকে বিবাহ করে রেখে দিতে চায়। এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়— আর যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। আমার ধারণা যে, 'উরওয়াহ বলেন, ইয়াতীম বালিকাটি সে বাগান ও মালের অংশীদার ছিল। [২৪৯৪] (আ.প্র. ৪২১২, ই.ফা. ৪২১৫)

১৫৭৪. **حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا تَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعِيرٌ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُحِبُّهَا عَنْ أَنْ يَتَنَكَّحُوهَنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأَمُرُوا أَنْ يَتَنَكَّحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ أُخْرَى : ﴿وَتَرَعَبُونَ أَنْ تَتَنَكَّحُوهُنَّ﴾ رَغْبَةٌ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ جِئِن تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالَ قَالَتْ فَتُحِبُّهَا أَنْ يَتَنَكَّحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالَ.**

৪৫৭৪. 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি 'আয়িশাহ رضي الله عنها-কে জিজ্ঞেস করলেন মহান আল্লাহর বাণী **﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾** সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বললেন, হে ভাগ্নে! সে হচ্ছে পিতৃহীনা বালিকা, অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার সম্পত্তিতে অংশীদার হয় এবং তার রূপ ও সম্পদ তাকে (অভিভাবককে) আকৃষ্ট করে। এরপর সেই অভিভাবক উপযুক্ত মাহর না দিয়ে তাকে বিবাহ করতে চায়। তদুপরি অন্য ব্যক্তি যে পরিমাণ মাহর দেয় তা না দিয়ে এবং তার প্রতি ন্যায়বিচার না করে তাকে বিয়ে করতে চায়। এরপর তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মাহর এবং ন্যায় ও সমুচিত মাহর প্রদান ব্যতীত তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তদ্ব্যতীত যে সকল মহিলা পছন্দ হয় তাদেরকে বিয়ে করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে। 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন যে, 'আয়িশাহ رضي الله عنها বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মহিলাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন— **﴿وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾** "এবং লোকেরা আপনার কাছে

নারীদের বিষয়ে জানতে চান.....”। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, আল্লাহর বাণী অন্য এক আয়াতে-তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ কর। ইয়াতীম বালিকার ধন-সম্পদ কম হলে এবং সুন্দরী না হলে তাকে বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করো না। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, তাই ইয়াতীম বালিকাদের মাল ও সৌন্দর্যের আকর্ষণে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ন্যায়বিচার করলে ভিন্ন কথা। কেননা তারা সম্পদের অধিকারী না হলে এবং সুন্দরী না হলে তাদেরকেও বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। [২৪৯৪] (আ.প্র. ৪২১৩, ই.ফা. ৪২১৬)

: بَاب ٢/٤/٦٥

٦٥/٨/٢. অধ্যায়:

﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ ﴿وَبِدَارًا﴾ مُبَادَرَةً. ﴿أَعْتَدْنَا﴾ : أَعَدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ الْعِتَادِ.

“এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। যখন তোমরা তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যর্পণ করবে, তখন সাক্ষী রাখবে।” (সূরাহ আন-নিসা ৪/৬)

وَبِدَارًا শীঘ্রই أَعْتَدْنَا প্রস্তুত করে রেখেছি। আর أَعْتَدْنَا শব্দটি أَفْعَلْنَا এর ওজনে الْعِتَادِ মাসদার থেকে (নির্গত)।

٤٥٧٥. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ.

৪৫৭৫. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর বাণী وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ সম্পদশালী গ্রহণ করবে না- অবতীর্ণ হয়েছে ইয়াতীমের সম্পদ উপলক্ষে, যদি তত্ত্বাবধায়ক দরিদ্র হয় তাহলে তত্ত্বাবধানের বিনিময়ে ন্যায্য পরিমাণে তা থেকে ভোগ করবে। [২২১২] (আ.প্র. ৪২১৪, ই.ফা. ৪২১৭)

: بَاب ٣/٤/٦٥ ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ﴾ الْآيَةَ فَرَزُوهُمْ مِنْهُ.

٦٥/٨/٣. অধ্যায়: “আর যদি সম্পত্তি বন্টনকালে (উত্তরাধিকারী নয় এমন) আত্মীয় ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তবে তা থেকে তাদের কিছু দিবে এবং তাদের সঙ্গে সদালাপ করবে।” (সূরাহ আন-নিসা ৪/৮)

٤٥٧٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشَجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ﴾ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ تَابَعَهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৪৫৭৬. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতটি সুস্পষ্ট, মানসুখ নয়। সাঈদ (رضي الله عنه) ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে ইকরামাহ (رضي الله عنه)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর বাণী : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ "আর যদি সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়"। (সূরাহ আন-নিসা ৪/১১)। [২৭৫৯] (আ.প্র. ৪২১৫, ই.ফা. ৪২১৮)

৬৫/৪/৬০ : ﴿يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾

৬৫/৪/৪ : অধ্যায়: "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরাহ আন-নিসা ৪/১১)

৫০৭৭. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُثَنِّدِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَادِي النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ مَا شِئْتَنِي فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ ﷺ لَا أَعْقِلُ شَيْئًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَقْفَقْتُ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَرَلْتُ ﴿يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾

৪৫৭৭. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এবং আবু বাকর (رضي الله عنه) বানী সালামাহ গোত্রে পদব্রজে আমার রোগের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) আমাকে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় দেখতে পেলেন। কাজেই তিনি পানি আনালেন এবং "উয় করে সেই পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমার সম্পদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনি আমাকে আদেশ করছেন? তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল : ﴿يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [১৯৪] (আ.প্র. ৪২১৬, ই.ফা. ৪২১৯)

৬৫/৪/৬০ : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾

৬৫/৪/৫. অধ্যায়: "আর তোমরা পাবে অর্ধেক তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির।"

(সূরাহ আন-নিসা ৪/১২)

৫০৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ زُرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَتَسَخَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْجَ الشَّظَرَ وَالرُّبْعَ.

৪৫৭৮. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির সম্পদ লাভ করত সন্তানরা, আর ওয়াসীয়াত ছিল পিতামাতার জন্য। অতঃপর তাথেকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পছন্দ অনুযায়ী কিছু রহিত করলেন এবং পুরুষদের জন্য মহিলার দ্বিগুণ নির্দিষ্ট করলেন। পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য ষষ্ঠাংশ ও তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করলেন, স্ত্রীদের জন্য অষ্টমাংশ ও চতুর্থাংশ নির্ধারণ করলেন এবং স্বামীর জন্য অর্ধাংশ ও চতুর্থাংশ নির্ধারণ করলেন। [২৭৪৭] (আ.প্র. ৪২১৭, ই.ফা. ৪২২০)

باب : ٦٠/٤/٦٥

﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ الْآيَةُ

৬৫/৪/৬. অধ্যায়:

আল্লাহর বাণী : তোমাদের জন্য হালাল নয় নারীদের জবরদস্তি উত্তরাধিকার গণ্য করা। (সূরাহ আন-নিসা ৪/১৯)

وَيَذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿لَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ لَا تَقْهَرُوهُنَّ. ﴿حُوبًا﴾: إِثْمًا. ﴿تَعُولُوا﴾: تَمِيلُوا. ﴿نَحْلَةً﴾

النَّحْلَةَ الْمَهْرُ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত لَا تَعْضُلُوهُنَّ-তাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করো না। حُوبًا-
-গুনাহ, تَعُولُوا-ঝুঁকে পড়। نَحْلَةً-মাহর।

٤٥٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقُّ بِأَمْرَاتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَرَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَتَرَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.

৪৫৭৯. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ-ইসলামের প্রথম যুগে অবস্থা এমন ছিল যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার অভিভাবকগণ তার স্ত্রীর মালিক হয়ে বসত। তারা ইচ্ছা করলে নিজেরা ঐ মহিলাকে বিয়ে করত। ইচ্ছা করলে অন্যের কাছে দিত। কিংবা তাকে মৃত্যু পর্যন্ত আটকে রাখত। কারও কাছে বিয়ে দিত না। মহিলার পরিবারের চেয়ে এরা অধিক হকদার হয়ে বসত। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হল। (৬৯৪৮) (আ.প্র. ৪২১৮, ই.ফা. ৪২২১)

باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾

৬৫/৪/৭. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি সে সম্পত্তির যা ছেড়ে যায় পিতা-মাতা ও নিকট- আত্মীয়রা। আর যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের দিয়ে দাও তাদের প্রাপ্য অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। (সূরাহ আন-নিসা ৪/৩৩)

وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَ ﴿مَوَالِي﴾ وَأَوْلِيَاءُ وَرَثَةٌ. ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ﴾ هُوَ مَوْلَى الْيَتِيمِ وَهُوَ الْحَلِيفُ وَالْمَوْلَى أَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ، وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ الْمُنْعَتِيُّ، وَالْمَوْلَى الْمُنْعَتِيُّ، وَالْمَوْلَى الْمَلِيكِيُّ، وَالْمَوْلَى مَوْلَى فِي الدِّينِ.

عَاقَدَتْ مَوَالِيَّ এক প্রকার হচ্ছে সে সকল আত্মীয়, যারা রক্ত সম্বন্ধের উত্তরাধিকারী। অপরপক্ষ عَاقَدَتْ مَوَالِيَّ অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ উত্তরাধিকারী। আবার مَوَالِيَّ-চাচাত ভাই, مَوَالِيَّ الْمُنْعِمُ-যে দাস মুক্ত করে, مَوَالِيَّ-আযাদকৃত দাস, مَوَالِيَّ-বাদশাহ, مَوَالِيَّ-মহাজন।

৫০৮. حدثني الصُّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرِفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ﴾ قَالَ وَرَثَةٌ ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ﴾ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ دُونَ دَوِيِّ رَجِيمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ : ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ﴾ نُسِخَتْ ثُمَّ قَالَ : ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ﴾ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّقَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصَى لَهُ سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ وَسَمِعَ إِدْرِيسَ طَلْحَةَ.

৪৫৮০. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ হচ্ছে বংশীয় উত্তরাধিকারী, وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ হচ্ছে মুহাজিরগণ যখন মাদীনাহুয় এসেছিলেন তখন তারা আনসারদের উত্তরাধিকারী হতেন। আত্মীয়তার জন্য নয় বরং রসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের কারণে। যখন وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ অবতীর্ণ হল, তখন এ হুকুম রহিত হয়ে গেল। তারপর বললেন, যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তি করে থাক সাহায্য-সহযোগিতা ও পরস্পরের উপকার করার। আগের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা রহিত হল এবং এদের জন্য ওয়াসীয়াত বৈধ করা হল।

হাদীসটি আবু উসামাহ ইদরীসের কাছে থেকে এবং ইদরীস তুলহার নিকট হতে শুনেছেন। [২২৯২ (আ.প্র. ৪২১৯, ই.ফা. ৪২২২)]

৮/৬/৭০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ يَعْنِي زِنَةَ ذَرَّةٍ

৬৫/৩/৮. অধ্যায়: আন্বাহুর বাণী : আন্বাহু অণু পরিমাণও যুল্ম করেন না। (সূরাহ আন-নিসা ৪/৪০)

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অণু পরিমাণ।

৫০৮। حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَسًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهْرِ صَوءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَوءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْنَى مُؤَدِّنٍ تَتَّبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بَرًّا أَوْ فَاجِرًّا وَعُتْرَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيَدْعَى الْيَهُودَ فَيَقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنِ اللَّهِ فَيَقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَادَا تَبْعُونَ قَالُوا عَطِشْنَا

رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيْشَارُ أَلَا تَرُدُّونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْتُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَسْأَقَطُونَ فِي النَّارِ
 ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيَقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيَقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ
 اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَيَقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْعُونَ فَكَذَلِكَ مِثْلَ الْأَوَّلِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ
 مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ النَّبِيِّ رَأَوْهُ فِيهَا فَيَقَالُ مَاذَا تَنْتَظِرُونَ تَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا
 كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا فَارْفُقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرٍ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا
 نَعْبُدُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

৪৫৮১. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর যুগে একদল লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি কিয়ামাতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। গ্রীষ্মের মেঘমুক্ত দুপুরের প্রখর কিরণবিশিষ্ট সূর্য দেখতে তোমরা কি পরস্পর ভিড় করে থাক? তারা বলল, না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আলো বিশিষ্ট চন্দ্র দেখতে তোমরা কি ভিড় কর? আবার তারা বলল, না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এদের কোনটিকে দেখতে যেমন পরস্পর ভিড় কর না; কিয়ামাতের দিনও আল্লাহকে দেখতেও তোমরা পরস্পর ভিড় করবে না। কিয়ামাত যখন আসবে তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে। তখন প্রত্যেকেই আপন আপন উপাস্যের অনুসরণ করবে। আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমা ও পাথর ইত্যাদির যারা পূজা করেছে, তারা সকলে জাহান্নামে গিয়ে পড়বে, একজনও বাকী থাকবে না। পুণ্যবান হোক অথবা পাপী, এরা এবং আল্লাহর অবশিষ্ট বিশ্বাসীরা ব্যতীত যখন আর কেউ থাকবে না, তখন ইয়াহুদীদেরকে ডেকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদাত করত? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযাইয়ের ইবাদাত করতাম। তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ স্ত্রীও গ্রহণ করেননি, পুত্রও গ্রহণ করেননি। তোমরা কী চাও? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তৃষ্ণার্ত, আমাদেরকে পানি পান করান। এরপর তাদেরকে ইশারা করা হবে যে, তোমরা পানির ধারে যাও না কেন? এরপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে তা যেন মরুভূমির মরীচিকা, এক এক অংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে ফেলছে। অতঃপর তারা সবাই জাহান্নামে পতিত হবে। তারপর নাসারাদেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদাত করত? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহের ইবাদাত করতাম। তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ স্ত্রীও গ্রহণ করেননি, পুত্রও নয়। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কী চাও? তারাও প্রথম পক্ষের মতো বলবে এবং তাদের মতো জাহান্নামে নিপতিত হবে। অবশেষে পুণ্যবান হোক কিংবা পাপী হোক আল্লাহর উপাসনাকারী ব্যতীত আর কেউ যখন বাকী থাকবে না, তখন তাদের কাছে পরিচিত রূপের নিকটতম একটি রূপ নিয়ে রাক্বুল আলামীন তাদের কাছে আবির্ভূত হবেন। এরপর বলা হবে, প্রত্যেক দল নিজ নিজ উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে। তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা বলবে, দুনিয়াতে এ সকল লোকের প্রতি আমাদের অনেক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমরা সেখানে তাদের থেকে আলাদা থেকেছি এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি। এখন আমরা আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি, আমরা তাঁর ইবাদাত করতাম। এরপর তিনি বলবেন, আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, আমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করব না। এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বলবে। [২২] (আ.প্র. ৪২২০, ই.ফা. ৪২২৩)

۹/৬/৬০. **بَاب :** ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾

৬৫/৪/৯. **অধ্যায়:** “আর তখন কী অবস্থা হবে যখন আমি উপস্থিত করব প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী এবং আপনাকে তাদের উপর উপস্থিত করব সাক্ষী রূপে?” (সূরাহ আন-নিসা ৪/৪১)

﴿الْمُخْتَالُ﴾ وَالْحَتَّالُ وَاحِدٌ : ﴿نَظْمِسُ وَجُوهًا﴾ : نُسَوِّيَهَا حَتَّى نَعُوذَ كَأَقْفَائِهِمْ طَمَسَ الْكِتَابَ نَحَاهُ. ﴿بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ : وَقُودًا

একই অর্থে ব্যবহৃত, দাস্তিক। সমান করে দেব। শেষ পর্যন্ত তাদের গর্দানের পশাৎদিকের মতো হয়ে যাবে। কিতাবের লেখা মুছে ফেলা। জ্বলন্ত।

৫০৮২. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَيْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَقْرَأُ عَائِي قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ عَزْرِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ قَالَ : أَمْسِكْ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذَرِي قَانَ.

৪৫৮২. ‘আমর ইবনু মুররা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, আমার কাছে কুরআন পাঠ কর। আমি বললাম, আমি আপনার কাছে পাঠ করব? অথচ আপনার কাছেই তা অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, অন্যের মুখ থেকে শুনতে আমি পছন্দ করি। এরপর আমি তাঁর নিকট সূরাহ ‘নিসা’ পাঠ করলাম, যখন আমি শহীদ হই এবং হইবে তোমার উপর তা পাঠ করলাম, তিনি বললেন, থাম, থাম, তখন তাঁর দু’চোখ হতে টপ টপ করে অশ্রু বরছিল।

(৫০৪৯, ৫০৫০, ৫০৫৫, ৫০৫৬) (আ.প্র. ৪২২১, ই.ফা. ৪২২৪)

১০/৬/৬০. **بَاب قَوْلِهِ :** ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾

৬৫/৪/১০. **অধ্যায়:** আন্বাহুর বাণী : “আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে।” (সূরাহ আন-নিসা ৪/৪৩)

﴿صَعِيدًا﴾ : وَجَهَ الْأَرْضِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَتْ الطَّوَاغِيثُ الَّتِي يَتَحَاكُمُونَ إِلَيْهَا فِي جُهَنَّةٍ وَاحِدٌ وَفِي أَسْلَمٍ وَاحِدٌ وَفِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ كَمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ عُمَرُ : ﴿الْحَبِثُ﴾ : السِّخْرُ، ﴿وَالطَّاغُوثُ﴾ : الشَّيْطَانُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ : ﴿الْحَبِثُ﴾ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ شَيْطَانٌ. ﴿وَالطَّاغُوثُ﴾ : الْكَاهِنُ.

মাটির উপরিভাগ। জাবির (رضي الله عنه) বলেন, যে সকল তাগুতের কাছে তারা বিচারের জন্য যেত তাদের একজন ছিল বুহাইনাহ গোত্রের, একজন আসলাম গোত্রের এবং এভাবে প্রত্যেক গোত্রে এক-একজন করে তাগুত ছিল। তারা হচ্ছে গণক। তাদের কাছে শায়তুন আসত।

উমার (رضي الله عنه) বলেন, الْجَبْتُ-জাদু, وَالطَّاعُوثُ-শায়তুন। ইকরামাহ (رضي الله عنه) বলেন, হাবশী ভাষায় শায়তুনকে الْجَبْتُ বলা হয়। আর গণককে طَاعُوثُ বলা হয়।

৫০৮৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ظَلَمِهَا رَجُلًا فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوئِهِمْ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوئِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَعْنِي آيَةَ التَّيْمُمِ.

৪৫৮৩. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছ থেকে আসমা (رضي الله عنها)-এর একটি হার হারিয়ে গিয়েছিল। সেটা খোঁজার জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিলেন। তখন সলাতের সময় হল, তাদের কাছে পানি ছিল না। তারা উযূর অবস্থায় ছিলেন না আবার পানিও পেলেন না। এরপর বিনা অযুতে সলাত আদায় করে ফেললেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমে নিয়মবিধি অবতীর্ণ করলেন। [৩৩৪] (আ.প্র. ৪২২২, ই.ফা. ৪২২৫)

১১/৬/৬০. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ذَوِي الْأَمْرِ.

৬৫/৪/১১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ফায়সালার অধিকারী। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি—যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি। আর এটাই উত্তম এবং পরিণামে কল্যাণকর। (সূরাহ আন-নিসা ৪/৫৯)

দায়িত্বশীল - وَأُولِي الْأَمْرِ

৫০৮৪. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ.

৪৫৮৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে 'আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ ইবনু ক্বায়স ইবনু আদী সম্পর্কে যখন তাঁকে নাবী (ﷺ) একটি সৈন্য দলের দলনায়ক করে প্রেরণ করেছিলেন। [মুসলিম ৩৩/৮, হাঃ ১৮৩৪] (আ.প্র. ৪২২৩, ই.ফা. ৪২২৬)

১২/৬/৬০. بَابُ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

৬৫/৪/১২. অধ্যায়: “তবে না; আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না যে পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ না করে আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।” (সূরাহ আন-নিসা ৪/৬৫)

৫০৮৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَ الرَّبِيزِيُّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فِي شَرِيحٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْقِ يَا رَبِيزِيُّ ثُمَّ أُرْسِلَ الْمَاءُ إِلَى جَارِكَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا رَبِيزِيُّ ثُمَّ أَحْبَسَ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجُدْرِ ثُمَّ أُرْسِلَ الْمَاءُ إِلَى جَارِكَ وَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ ﷺ لِلرَّبِيزِيِّ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَهْمَا فِيهِ سَعَةٌ قَالَ الرَّبِيزِيُّ فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.

৪৫৮৫. 'উরওয়াহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাররা বা মাদীনাহর কঙ্করময় ভূমিতে একটি পানির নালাকে কেন্দ্র করে একজন আনসার যুবায়র (رضي الله عنه)-এর সাথে ঝগড়া করেছিলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, হে যুবায়র! প্রথমত তুমি তোমার জমিতে পানি দাও, তারপর তুমি প্রতিবেশীর জমিতে পানি ছেড়ে দেবে। আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এই ফয়সালা। এতে রসূল (ﷺ)-এর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে যুবায়র! তুমি তোমার জমিতে পানি দাও। তারপর সেচ নালা ভর্তি করে পানি রাখো, অতঃপর তোমার প্রতিবেশিকে পানি দাও।

আনসারী যখন রসূল (ﷺ)-কে রাগান্বিত করলেন তখন তিনি তার হক পুরোপুরি যুবায়র (رضي الله عنه)-কে প্রদানের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে প্রথমে নাবী (ﷺ) এমন একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে প্রশস্ততা ছিল।

যুবায়র (رضي الله عنه) বলেন, ﴿فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ আয়াতটি এ উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। [২৩৬০] (আ.প্র. ৪২২৪, ই.ফা. ৪২২৯)

باب : ﴿فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ ১৩/৬/৬০

৬৫/৪/১৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : কেউ আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। (সূরাহ আন-নিসা ৪/৬৯)

৫০৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشِبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرُضُ إِلَّا خَيْرَ بَيْنِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي فُضِّصَ فِيهِ أَحَدَتُهُ بِحُجَّةٍ شَدِيدَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ.

৪৫৮৬. 'আযিশাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক নাবী অন্তিম সময়ে পীড়িত হলে তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন একটি গ্রহণ করতে বলা হয়। যে অসুখে তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে সে অসুখে তাঁর ভীষণ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়েছিল।

সে সময় আমি তাঁকে **مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ** তাঁরা নাবীগণ, সত্যপরায়ণ, শহীদ ও সৎকর্মশীল যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গী হবেন (সূরাহ আন-নিসা ৪/৬৯) বলতে শুনেছি। এরপর আমি বুঝে নিয়েছি যে, তাঁকে (দুনিয়া বা আখিরাতে) যে কোন একটি বেছে নেয়ার অবকাশ দেয়া হয়েছে। [৪৪৩৫] (আ.প্র. ৪২২৫, ই.ফা. ৪২২৮)

۱۴/৬/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إِلَى ﴿الظَّالِمِ أَهْلُمَا﴾**

৬৫/৪/১৪. **অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :** “তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুগণের জন্য যার অধিবাসী যালিম।” (সূরাহ আন-নিসা ৪/৭৫)

৫০৮৭. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا**

وَأُخْرَى مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

৪৫৮৭. ‘উবাইদুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে, আমি এবং আমার আন্মা (আয়াতে বর্ণিত) অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। [১৩৫৭] (আ.প্র. ৪২২৬, ই.ফা. ৪২২৯)

৫০৮৮. **حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ**

تَلَا: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ﴾ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُخْرَى مِمَّنْ عَدَرَ اللَّهُ. وَيُذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿حَصْرَتْ﴾ صَافَتْ. ﴿تَلَوْوْا﴾ أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿الْمُرَاعِمُ﴾ الْمُهَاجِرُ رَاعِمْتُ هَاجِرْتُ قَوْمِي. ﴿مَوْفُوتًا﴾: مَوْفَاتًا وَقَتَهُ عَلَيْهِمْ.

৪৫৮৮. ইবনু আবু মুলাইকাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) **إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ** “তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু” (সূরাহ আন-নিসা ৪/৯৮) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ যাদের অক্ষমতাকে অনুমোদন করেছেন আমি এবং আমার আন্মা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত **حَصْرَتْ**-সংকুচিত হয়েছে। **صَافَتْ**-সাক্ষ্য দিতে তাদের জিহ্বা বক্র হয়। **رَاعِمْتُ**-আমার গোত্রকে ত্যাগ করেছি, **مَوْفُوتًا** এবং **مَوْفَاتًا**-তাদের উপর সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। [১৩৫৭] (আ.প্র. ৪২২৭, ই.ফা. ৪২৩০)

۱۵/৬/৬০. **بَابُ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾**

৬৫/৪/১৫. **অধ্যায়:** “তোমাদের কী হল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু’দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাদের পূর্ববস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের কৃতকর্মের দরুন।” (সূরাহ আন-নিসা ৪/৮৮)

قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : بَدَّدَهُمْ. ﴿فِتْنَةً﴾ : جَمَاعَةً.

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, بَدَّدَهُمْ-তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেছেন, فِتْنَةً-দল।

٤٥٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتِينَ﴾ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَحَدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيْقٌ يَقُولُ ائْتَلُهُمْ وَفَرِيْقٌ يَقُولُ : لَا فَتَرَلْتُ : ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتَيْنِ﴾ وَقَالَ : إِنَّهَا طَيِّبَةٌ، تَنْفِي الْحَبْثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ حَبْثَ الْفِضَّةِ.

৪৫৮৯. যায়দ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। উহূদের যুদ্ধ থেকে একদল লোক দলভাগ করে ফিরে এসেছিল, এরপর তাদের ব্যাপারে লোকেরা দু'দল হয়ে গেল, একদল বলছে তাদেরকে হত্যা করে ফেল; অপরদল বলছে তাদেরকে হত্যা করো না, তখন অবতীর্ণ হল : فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَتَيْنِ অর্থাৎ নাবী (ﷺ) বলেছেন, এই মাদীনাহ হল পবিত্র স্থান, আগুন যেভাবে রৌপ্যের কালিমা দূর করে এটাও অপবিত্রতা দূর করে দেয়। (১৮৮৪; মুসলিম ১৫/৮৮, হাঃ ১৩৮৪, আহমাদ ২১৬৫৫) (আ.প্র. ৪২২৮, ই.ফা. ৪২৩১)

١٦/٤/٦٥. بَابُ : ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ﴾ أَيُّ أَفْسَوْهُ

৬৫/৪/১৬. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আর যখন তাদের কাছে পৌছে কোন সংবাদ নিরাপত্তা কিংবা ভয় সংক্রান্ত, তখন তারা তা প্রচার করে দেয়। (সূরাহ আন-নিসা ৪/৮৩)

﴿يَسْتَشْطِرُونَهُ﴾ : يَسْتَخْرِجُونَهُ. ﴿حَسِيْبًا﴾ كَافِيًا. ﴿إِلَّا إِنَانَا﴾ : يَغِي الْمَوَاتَ حَجْرًا أَوْ مَدْرًا وَمَا أَشْبَهَهُ. ﴿مَرِيْدًا﴾ مُتَمَرِّدًا. ﴿فَلْيَبْتِكُنْ﴾ بَتَّكَهْ قَطْعَهُ. ﴿قِيْلًا﴾ وَقَوْلًا وَاحِدٌ. ﴿طَبَعٌ﴾ حَتَمٌ. بَلَا إِلَّا إِنَانَا يথেষ্ট। حَسِيْبًا যথেষ্ট। মরিদা বিদ্রোহী। ফল্যবিত্কুন কান ছিদ্র করা। ও মন যিক্তল মুমিনা মুত্বেদা ফজরাও জহম। ও মন যিক্তল মুমিনা মুত্বেদা ফজরাও জহম।

١٧/٤/٦٥. بَابُ : ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾

৬৫/৪/১৭. অধ্যায়: “কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম।”

(সূরাহ আন-নিসা ৪/৯৩)

٤٥٩٠. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ الثُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ آيَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

বুখারী- ৪/২৪

৪৫৯০. সাঈদ ইবনু যুযায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, এই আয়াত সম্পর্কে কূফাবাসীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করল। (কেউ বলেন মানসূখ, কেউ বলেন মানসূখ নয়। এ ব্যাপারে আমি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, **وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ** আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াত; এটাকে কোন কিছু রহিত করেনি। [৩৮৫৫; মুসলিম ৫৪/হাঃ ৩০২৩] (আ.প্র. ৪২২৯, ই.ফা. ৪২৩২)

باب : ١٨/٤/٦٥ : ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾

৬৫/৪/১৮. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : কেউ তোমাদের সালাম করলে তাকে বল না : “তুমি তো মু’মিন নও”। (সূরাহ আন-নিসা ৪/৯৪)

السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَوَأَحَدٌ.

একরূপ, শান্তি।

৫০৭১. حدثني عليُّ بنُ عبدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَتَقَلَّبُوا، وَأَخَذُوا غَنِيمَتَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تِلْكَ الْغَنِيمَةُ. قَالَ : قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ.

৪৫৯১. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ** আয়াতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির কিছু ছাগল ছিল, মুসলিমদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে সে তাঁদেরকে বলল “আসসালামু আলাইকুম”, মুসলিমরা তাকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলো নিয়ে নিল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন **عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** পার্থিব সম্পদের লালসায়-আর সে সম্পদ হচ্ছে এ ছাগল পাল।

‘আত্বা (রহ.) বলেন, ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) **السَّلَامَ** পড়েছেন। (আ.প্র. ৪২৩০, ই.ফা. ৪২৩৩)

باب : ١٩/٤/٦٥ : ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ و ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾

৬৫/৪/১৯. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : সমান নয় সেসব মু’মিন যারা বিনা ওজরে ঘরে বসে থাকে এবং এসব মু’মিন যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করে। (সূরাহ আন-নিসা ৪/৯৫)

৫০৭২. حدثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بنُ سَعْدٍ البَّسَاعِدِيُّ أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ زَيْدَ بنَ نَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَلَى عَلَيْهِ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱﴾ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿۲﴾ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يَمْلَأُهَا عَيًْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ
أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذَهُ عَلَى فَخِذِي فَتَقَلَّتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ
أَنْ تَرُصَّ فَخِذِي ثُمَّ سَرَّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿عَبْرَ أُولِي الضَّرَرِ﴾.

৪৫৯২. যায়দ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে لَا يَسْتَوِي (سورة) আয়াতটি লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলছিলেন এমন সময় ইবনু উম্মু মাকতুম (رضي الله عنه) তাঁর কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আল্লাহর শপথ, যদি আমার জিহাদ করার ক্ষমতা থাকত তা হলে অবশ্যই জিহাদ করতাম। তিনি অন্ধ ছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (ﷺ)-এর উপর ওয়াহী নাযিল করলেন, এমন অবস্থায় যে তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল তা আমার কাছে এতই ভারী লাগছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলাম। তারপর তাঁর থেকে এই অবস্থা কেটে গেল, আর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : عَبْرَ أُولِي الضَّرَرِ - অক্ষম ব্যক্তির ব্যতীত- (সূরাহ আন-নিসা ৪/৯৫)। [২৮৩২] (আ.প্র. ৪২৩১, ই.ফা. ৪২৩৪)

৫০৯৩. حدثنا حفص بن غمر حذتنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت
لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا فَكَتَبَهَا فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَبْرَ أُولِي الضَّرَرِ.

..... لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, যখন الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়দ (رضي الله عنه) কে ডাকলেন। তিনি তা লিখে নিলেন। ইবনু উম্মু মাকতুম (رضي الله عنه) তাঁর অক্ষমতার ওয়র পেশ করলেন, আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : عَبْرَ أُولِي الضَّرَرِ অক্ষম ব্যক্তির ব্যতীত- (সূরাহ আন-নিসা ৪/৯৫)। [২৮৩১] (আ.প্র. ৪২৩২, ই.ফা. ৪২৩৫)

৫০৯৪. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت ﴿لَا يَسْتَوِي
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْعُوا فَلَانَا فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاهُ وَاللَّوْحُ أَوْ الْكِتِفُ فَقَالَ اكْتُبْ
﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وَخَلَفَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ضَرِيرٌ فَتَزَلَّتْ مَكَانَهَا ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

৪৫৯৪. বারআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হল, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন অমুককে ডেকে

আন। এরপর দোয়াত, কাঠ অথবা হাড় খণ্ড নিয়ে তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন, লিখে নাও : فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ (ﷺ)-এর পেছনে ছিলেন ইবনু উম্মু মাকতুম (رضي الله عنه)। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমি অক্ষম ব্যক্তি। এরপর তখনই অবতীর্ণ হল : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالثَّابِتِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (আ.প্র. ৪২৩৩, ই.ফা. ৪২৩৬)

৫০৭০. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عَنْ بَدْرِ وَالْحَارِثِ جُونِ إِلَى بَدْرِ.

৪৫৯৫. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) জানিয়েছেন যে, বাদরের যুদ্ধে যোগদানকারী আর বাদর যুদ্ধে অনুপস্থিত মু'মিনগণ সমান নয়। [৩৯৫৪] (আ.প্র. ৪২৩৪, ই.ফা. ৪২৩৭)

২০/৬/৬০. بَاب : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ط قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ط قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ الْآيَةَ.

৬৫/৪/২০. অধ্যায়: “নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর যুল্ম করে, মালায়িকাহ তাদের জান কবজের সময় বলবে : তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে : আমরা দুনিয়ায় অসহায় অবস্থায় ছিলাম। মালায়িকাহ বলবে : আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা সেখানে হিজরাত করে চলে যেতে?”

(সূরাহ আন-নিসা ৪/৯৭)

৫০৭১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْتُ فَأَكْتَبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكْفِرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي السَّهْمَ فَيَرَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرِبُ فَيَقْتُلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ﴾ الْآيَةَ رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ.

৪৫৯৬. আবুল আসওয়াদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, একদল সৈন্য পাঠানোর জন্যে মাদীনাহ্বাসীদের উপর নির্দেশ দেয়া হলে আমাকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হল। আমি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর মুক্ত গোলাম ইকরামাহর সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জানালাম। তিনি আমাকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন, তারপর বললেন কিছু সংখ্যক মুসলিম

মুশরিকদের সঙ্গে থেকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের দল ভারী করেছিল, তীর এসে তাদের কারো উপর পড়ত এবং তাকে মেয়ে ফেলত অথবা তাদের কেউ মার খেত এবং নিহত হত তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : **إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أُنْفُسِهِمْ** : আবুল আসওয়াদ থেকে লাইস এটা বর্ণনা করেছেন । [৭০৮৫] (আ.প্র. ৪২৩৫, ই.ফা. ৪২৩৮)

﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾

৬৫/৪/২১. অধ্যায়: “তবে সেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু যারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথেরও সন্ধান জানে না।” (সূরাহ আন-নিসা ৪/৯৮)

৫০৭৭. حدثنا أبو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ قَالَ : كَانَتْ أُمِّي مِمَّنْ عَدَرَ اللَّهُ.

৪৫৯৭. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যাদের অক্ষমতা কবুল করেছেন আমার মাতা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [১৩৫৭] (আ.প্র. ৪২৩৬, ই.ফা. ৪২৩৯)

﴿فَأَوْلِيكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا﴾

৬৫/৪/২২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আল্লাহ এদের ক্ষমা করবেন। কারণ আল্লাহ অতিশয় মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। (সূরাহ আন-নিসা ৪/৯৯)

৫০৭৮. حدثنا أبو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا

النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي العِشَاءَ إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ قَبِلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمَّ نَجِّ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ هِشَامَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَظَأْتِكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِينِي يُوسُفَ.

৪৫৯৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন যে, নাবী (ﷺ) 'ইশার সলাত আদায় করছিলেন, তিনি সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বললেন, তারপর সাজদাহ করার পূর্বে বললেন, হে আল্লাহ! আয়াশ ইবনু আবু রাবিয়াকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ! সালামাহ ইবনু হিশামকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনু ওয়ালিদকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ! অক্ষম মু'মিনদেরকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করুন। হে আল্লাহ! তাদের উপর ইউসুফ (عليه السلام)-এর যুগের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। [৭৯৭] (আ.প্র. ৪২৩৭, ই.ফা. ৪২৪০)

﴿بَابُ قَوْلِهِ﴾ ২৩/৪/৬০

৬৫/৪/২৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَصْعُقُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾

যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও অথবা যদি তোমরা অসুস্থ হও, এ অবস্থায় নিজেদের অস্ত্র পরিত্যাগ করলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। (সূরাহ আন-নিসা ৪/১০২)

১০১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ﴾ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ جَرِيحًا.

৪৫৯৯. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আয়াতটি আয়াতটি নাযিল হয়েছিল যখন 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (رضي الله عنه) আহত হয়েছিলেন। (আ.প্র. ৪২৩৮, ই.ফা. ৪২৪১)

۲۴/۴/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ لَا وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي نِسَاءٍ﴾

৬৫/৪/২৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আর লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্বন্ধে বিধান জানতে চায়। বলুন : আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে তোমাদের ব্যবস্থা দিচ্ছেন এবং যা তোমাদের তিলাওয়াত করে শুনান হয় কুরআনে তা ঐসব ইয়াতিম নারীদের সম্পর্কে যাদের তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রাপ্য প্রদান কর না অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করতে চাও এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে, আর ইয়াতিমদের ব্যাপারে ইনসাফের সঙ্গে কার্য নির্বাহ করবে। (সূরাহ আন-নিসা ৪/১২৭)

৬৬০০. حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿وَتَرَعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ : هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا فَأَشْرَكَتُهُ فِي مَالِهِ حَتَّىٰ فِي الْعَدَقِ فَيَرَعَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكْتُهُ فَيَعْضَلُهَا فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

৪৬০০. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার নিকট ইয়াতীম বালিকা থাকে সে তার অভিভাবক এবং তার মুকুব্বী, এরপর সেই বালিকা সেই অভিভাবকের সম্পদের অংশীদার হয়ে যায়, এমনকি খেজুর বাগানেও। সে ব্যক্তি তাকে বিয়েও করে না এবং অন্য কারো নিকট বিয়ে দিতেও অপছন্দ করে এ আশঙ্কায় যে, তার যেই সম্পদে বালিকা অংশীদার সেই সম্পদে অন্য ব্যক্তি অংশীদার হয়ে যাবে। এভাবে সেই ব্যক্তি ঐ বালিকাকে আটকে রাখে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। [২৪৯৪] (আ.প্র. ৪২৩৯, ই.ফা. ৪২৪২)

﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ ২০/৬/৬০. بَاب :

৬৫/৪/২৫. অধ্যায়: “আর যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে।” (সূরাহ আন-নিসা ৪/১২৮)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿شِقَاقٌ﴾ نَفَاسُدٌ. ﴿وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ﴾ هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِضُ عَلَيْهِ. ﴿كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ لَا هِيَ أَيْمٌ، وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ. ﴿نُشُورًا﴾ : بُغْضًا.

ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, شِقَاقٌ পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, أَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ কোন বস্তু প্রতি অত্যধিক আশঙ্কা বা লোভ করা, كَالْمُعَلَّقَةِ সধবাও নয়, বিধবাও নয়। نُشُورًا হিংসা।

٤٦٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قَالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْبِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يَفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَتَرَلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي ذَلِكَ.

৪৬০১. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। আয়াত وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا হতে বর্ণিত। হতে বর্ণিত। আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, কোন ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে কোন মহিলা থাকে কিন্তু স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট নয় বরং তাকে আলাদা করে দিতে চায়, তখন স্ত্রী বলে আমার এই দাবী থেকে আমি তোমাকে অব্যাহতি দিচ্ছি, এ সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হল। [২৪৫০] (আ.প্র. ৪২৪০, ই.ফা. ৪২৪৩)

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ ২৬/৬/৬০. بَاب :

৬৫/৪/২৬. অধ্যায়: “ নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।” (সূরাহ আন-নিসা ৪/১৪৫)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَسْفَلُ النَّارِ. ﴿نَفَقًا﴾ : سَرَبًا.

ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, أَسْفَلُ النَّارِ সম্বন্ধে পদের সঙ্গে পড়েছেন। نَفَقًا-মাটির নীচের সুড়ঙ্গ পথ।

٤٦٠٢. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلَقَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَجَاءَ حُدَيْفَةُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أَنْزَلَ التِّيْقَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٌ مِنْكُمْ قَالَ الْأَسْوَدُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللَّهِ وَجَلَسَ حُدَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ فَرَمَانِي بِالْحَصَا فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ حُدَيْفَةُ عَجِبْتُ مِنْ صَحِيحِهِ وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ لَقَدْ أَنْزَلَ التِّيْقَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

৪৬০২. আসওয়াদ (রহ.) বলেছেন, আমরা ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه)-এর মজলিসে ছিলাম, সেখানে হুযাইফাহ আসলেন এবং আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, তোমাদের চেয়ে উত্তম গোত্রের উপরও মুনাফিকী এসেছিল। আসওয়াদ বললেন, সুবহানাল্লাহ! অথচ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “মুনাফিকগণ জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে”। আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হেসে উঠলেন। হুযাইফাহ (رضي الله عنه) মসজিদের এক কোণে গিয়ে বসলেন, ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) উঠে গেলে তাঁর শিষ্যবর্গও চলে গেলেন। এরপর হুযাইফাহ (رضي الله عنه) আমার দিকে একটি পাথর টুকরো নিক্ষেপ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তার নিকট গেলে তিনি বললেন, আমি তার হাসিতে বিস্মিত হলাম অথচ আমি যা বলেছি তা তিনি বুঝেছেন। এমন এক গোত্র যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম তাদের মধ্যেও মুনাফিকী সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারপর তারা তাওবাহ করেছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবাহ গ্রহণ করেছেন। (আ.প্র. ৪২৪১, ই.ফা. ৪২৪৪)

۲۷/۴/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَيُؤْتِسُّ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ﴾

৬৫/৪/২৭. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তোমার নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেছি যেমন ইউনুস, হারুন এবং সুলাইমান (عليه السلام)-এর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম। (সূরাহ আন-নিসা ৪/১৬৩)

৬৭০৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى.

৪৬০৩. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন যে, “আমি ইউনুস ইবনু মাত্তা (رضي الله عنه) থেকে উত্তম” এটা বলা কারো জন্য শোভনীয় নয়। [৩৪১২] (আ.প্র. ৪২৪২, ই.ফা. ৪২৪৫)

৬৭০৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هَلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ.

৪৬০৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলে “আমি ইউনুস ইবনু মাত্তা থেকে উত্তম” সে মিথ্যা বলে। [৩৪১৫] (আ.প্র. ৪২৪৩, ই.ফা. ৪২৪৬)

۲۸/۴/۶۵. بَابُ : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ط إِنْ أَمْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتُ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ط

৬৫/৪/২৮. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : লোকেরা আপনার কাছে বিধান জানতে চায়। আপনি বলুন : আল্লাহ তোমাদের বিধান দিচ্ছেন “কাল্লাল”- (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) সম্বন্ধে। যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়। (পিতা-মাতা না থাকে) এবং তার এক বোন থাকে তবে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে; সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার ওয়ারিস হবে। (সূরাহ আন-নিসা ৪/১৭৬)

وَ الْكَلَالَةُ : مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوْ ابْنٌ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ.

কাল্লাল-যার পিতা কিংবা পুত্র উত্তরাধিকারী না থাকে নসব মুক্কা বা ক্য থেকে এটা ক্রিয়াপদ।

৬৭০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
أَجْرُ سُورَةِ نَزَلَتْ بَرَاءَةً وَأَجْرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾.

৪৬০৫. আবু ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। আমি বারাআ (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরাহ হচ্ছে “বারাআত” এবং সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ
[১৩৬৫] فِي الْكَلَالَةِ মুসলিম ২৩/৩, হাঃ ১৬১৮ [আ.প্র. ৪২৪৪, ই.ফা. ৪২৪৯]

(৫) سُورَةُ الْمَائِدَةِ

সূরাহ (৫) : আল-মায়িদাহ

بَابُ تَفْسِيرِ ۱/۵/۶۵

৬৫/৫/১. অধ্যায়: তাফসীর

﴿حُرْمٌ﴾ : وَاحِدُهَا حَرَامٌ ﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مَيْتَقَهُمْ﴾ بِنَقْضِهِمُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ ﴿جَعَلَ اللَّهُ ﴿تَبَوُّءٌ﴾ تَحْمِيلٌ. ﴿ذَائِرَةٌ﴾ : دَوْلَةٌ. وَقَالَ عَيْرُهُ : الإِغْرَاءُ التَّسْلِيْطُ ﴿أَجْوَرَهُنَّ﴾ : مُهُورَهُنَّ. ﴿الْمُهَيِّئِينَ﴾ : الأَمِينُ،
الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ. قَالَ سُفْيَانُ : مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَخْمَصَةً﴾ تَجَاعَةً، ﴿مَنْ أَحْيَاهَا﴾ : يَعْنِي مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا
يُحْيِي حَيِّ النَّاسِ مِنْهُ جَمِيعًا. ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ سَبِيلًا وَسُنَّةً. فَإِنَّ ﴿عَشْرًا﴾ : ظَهَرَ ﴿الأَوْلِيَانِ﴾ وَاحِدُهَا :
أُولَى.

﴿حُرْمٌ﴾ একবচনে ﴿حَرَامٌ﴾ নিষিদ্ধ অবস্থায় (আল-মায়িদাহ ৫/১), তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণ (আল-মায়িদাহ ৫/১৩), যা আল্লাহ কَتَبَ اللَّهُ যা আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন, বহন করবে, অন্য একজন বলেছেন শক্তিশালী করে দেয়া, ডায়েরী ওলট-পালট, ﴿أَجْوَرَهُنَّ﴾ তাদের মাহর, ﴿مَخْمَصَةً﴾ ক্ষুধার তাড়নায় (আল-মায়িদাহ ৫/৩)।

আপনি বলে দিন : হে আহলে কিতাব! তোমরা কোন কিছুর উপরই প্রতিষ্ঠিত নও, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরোপুরি পালন করবে তাওরাত, ইন্জীল ও তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৬৮)

সুফইয়ান সাওরী (رضي الله عنه) বলেন, আমার দৃষ্টিতে কুরআন মাজীদে ﴿تَقِيمُوا التَّوْرَةَ﴾ আয়াতটির চেয়ে কঠোর অন্য কোন আয়াত নেই। مَنْ مِنْ رَبِّكُمْ مَخْمَصَةً وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تَجَاعَةً - আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করল, সে যেন সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করল- (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৩২)। ﴿عَشْرًا﴾ - আইন ও স্পষ্ট পথ, নিয়ম- (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৮৮) ﴿مُهَيِّئِينَ﴾ - আমানতদার, কুরআন তার পূর্বের কিতাবসমূহের আমানতদার। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৮৮)

۲/৫/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾**

৬৫/৫/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।
(সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৩)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿مُخْتَصَّةٌ﴾ جَمَاعَةً.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, مُخْتَصَّةٌ ক্ষুধা/অভাব অনটন।

৬৬০৬. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتْ
الْيَهُودُ لِعُمَرَ إِنَّكُمْ تَقْرءُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِيْنَا لَأَخَذْنَاهَا عَيْدًا فَقَالَ عَمْرُؤُا إِنِّي لِأَعْلَمُ حَيْثُ أَنْزِلَتْ وَأَيَّنَ
أَنْزِلَتْ وَأَيَّنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَأَشْكُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لَا
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾.

৪৬০৬. ত্বরিক ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত। ইয়াহূদীগণ 'উমার ফারুক (رضي الله عنه) কে বলল যে, আপনারা এমন একটি আয়াত পড়ে থাকেন তা যদি আমাদের মধ্যে নাযিল হত, তবে আমরা সেটাকে “ঈদ” হিসেবে গ্রহণ করতাম। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, আমি জানি এটা কখন নাযিল হয়েছে, কোথায় নাযিল হয়েছে এবং নাযিলের সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোথায় ছিলেন, আয়াতটি আরাফাতের দিন নাযিল হয়েছিল। আল্লাহর শপথ আমরা সবাই 'আরাফাতে ছিলাম, সেই আয়াতটি হল- **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। সুফইয়ান সাওরী বলেন, সে দিনটি শুক্রবার ছিল কিনা এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। [৪৫] (আ.প্র. ৪২৪৫, ই.ফা. ৪২৪৮)

۳/৫/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾**

৬৫/৫/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে।
(সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৬)

﴿تَيَمَّمُوا﴾: تَعَمَّدُوا. آمَيْنَ: غَامِدِينَ أَمَمْتُ وَتَيَمَّمْتُ وَاحِدًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَسْتُمْ وَتَمَسُّوهُنَّ
وَاللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، وَالْإِقْضَاءُ: التَّكَاُ.

তায়াম্মুম তোমরা ইচ্ছে করবে, আমীন উদ্দেশ্য করে, অমম্মু আর তায়াম্মুম একই, আমি ইচ্ছে করেছি, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন- لَمَسْتُمْ وَتَمَسُّوهُنَّ, تَمَسُّوهُنَّ, لَمَسْتُمْ এবং وَاللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ, وَالْإِقْضَاءُ এই চারটিরই অর্থ সহবাস করা।

৬৬০৭. حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِدَاتِ الْجَبِشِ

انْقَطَعَ عَقْدُ بَنِي قَاقَمٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْيَمَاسِيَةِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَضْعُ رَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّمِيمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهُ.

৪৬০৭. নাবী-পত্নী ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলেছেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে এক সফরে বের হলাম, বাইদা কিংবা যাতুল জাইশ নামক স্থানে পৌছার পর আমার গলার হার হারিয়ে গেল। তা খোঁজার জন্যে রসূল (ﷺ) সেখানে অবস্থান করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সঙ্গে অবস্থান করল। সেখানেও কোন পানি ছিল না এবং তাদের সঙ্গেও পানি ছিল না। এরপর লোকেরা আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর কাছে আসল এবং বলল, ‘আয়িশাহ رضي الله عنها যা করেছেন আপনি তা দেখেছেন কি? রসূল (ﷺ) এবং সকল লোকটি আটকিয়ে রেখেছেন, অথচ সেখানেও পানি নেই আবার তাদের সঙ্গেও পানি নেই। রসূল (ﷺ) আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আবু বাকর (رضي الله عنه) এলেন এবং বললেন, তুমি রসূল (ﷺ) এবং সকল লোককে আটকে রেখেছো অথচ সেখানেও পানি নেই আবার তাদের সঙ্গেও পানি নেই। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন যে, আবু বাকর (رضي الله عنه) আমাকে দোষারোপ করলেন এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন তা বলেছেন এবং তাঁর অঙ্গুলি দিয়ে আমার কোমরে ধাক্কা দিতে লাগলেন, আমার কোলে রসূল (ﷺ)-এর অবস্থানই আমাকে নড়াচড়া করতে বাধা দিল। পানিবিহীন অবস্থায় ভোরে রসূল (ﷺ) ঘুম থেকে উঠলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তখন সবাই তায়াম্মুম করল। তখন উসাইদ ইবনু হযাইর বললেন, হে আবু বাকর-এর বংশধর! এটাই আপনাদের কারণে পাওয়া প্রথম বারাকাত নয়।

‘আয়িশাহ رضي الله عنها বললেন, যে উটের উপর আমি ছিলাম, তাকে আমরা উঠালাম তখন দেখি হারটি তার নিচে। | ৩৩৪ | (আ.প্র. ৪২৪৬, ই.ফা. ৪২৪৯)

٤٦٠٨. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سقطت ولادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأنح النبي ﷺ ونزل فتكى رأسه في حجرني راوذاً أقبل أبو بكرٍ فلكرتني لكررة شديدة وقال حبست الناس في فلاة في الموت ليمكان رسول الله ﷺ وقد أوجعني ثم إن النبي ﷺ استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآية فقال أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَةٌ لَهُمْ.

৪৬০৮. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন, মাদীনাহুয় প্রবেশের পথে বাইদা নামক স্থানে আমার গলার হারটি পড়ে গেল। এরপর নাবী (ﷺ) সেখানে উট বসিয়ে অবস্থান করলেন। তিনি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। আবু বাকর (رضي الله عنه) এসে আমাকে জোরে থাপ্পড় লাগালেন এবং বললেন একটি হার হারিয়ে তুমি সকল লোককে আটকে রেখেছো। এদিকে তিনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন, অপরদিকে রসূল (ﷺ) এ অবস্থায় আছেন, এতে আমি মৃত্যু যাতনা ভোগ করছিলাম। তারপর রসূল (ﷺ) জাথ্রত হলেন, ফাজর সলাতের সময় হল এবং পানি খোঁজ করে পাওয়া গেল না, তখন অবতীর্ণ হল : **يَأْيُهَا** **الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ** -ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন সলাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন ধৌত করে নিবে নিজেদের মুখমণ্ডল এবং হাত কনুই পর্যন্ত। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৬)

এরপর উসায়দ ইবনু হুযায়র বললেন, হে আবু বাকরের বংশধর! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কারণে মানুষের জন্যে বারাকাত অবতীর্ণ করেছেন। মানুষের জন্যে তোমরা হলে কল্যাণ আর কল্যাণ। [৩৩৪] (আ.প্র. ৪২৪৭, ই.ফা. ৪২৫০)

৬/৫/৬০. **بَاب قَوْلِهِ : ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾**

৬৫/৫/৪. **অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :** অতএব আপনি ও আপনার রব যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই বসলাম। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/২৪)

৬৬০৯. **حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْقِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مِنَ الْمَيْدَادِ ح وَحَدَّثَنِي حَمْدَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارِقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْمَيْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ وَلَكِنْ امْضُ وَتَحْنُ مَعَكَ فَكَأَنَّهُ سَرِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارِقِ أَنَّ الْمَيْدَادَ قَالَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ.**

৪৬০৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বলেন যে, বাদর যুদ্ধের দিন মিকদাদ (رضي الله عنه) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! ইসরাঈলীরা মূসা (عليه السلام)-কে যেমন বলেছিল, "যাও তুমি ও তোমার প্রতিপালক যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব"- আমরা আপনাকে সে রকম বলব না বরং আপনি এগিয়ে যান, আমরা আপনার সঙ্গেই আছি, তখন যেন রসূল (ﷺ) থেকে সব দৃষ্টিভঙ্গা দূর হয়ে গেল। এই হাদীসটি ওয়াকা-সুফইয়ান থেকে, তিনি মুখারিক থেকে এবং তিনি (মুখারিক) তারিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মিকদাদ এটা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলেছিলেন। [৩৯৫২] (আ.প্র. ৪২৪৮, ই.ফা. ৪২৫১)

৫/৫/৬০. **بَاب : ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ**

يُصَلَّبُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾

৬৫/৫/৫. অধ্যায়: “যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হল-তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে। এ হল তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।” (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৩৩)

المُحَارَبَةُ لِلَّهِ الْكُفْرُ بِهِ -আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করা।

৬৭১০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلْمَانُ أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَوْ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ قُلْتُ مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ فَقَالَ عَنَبَسَهُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ إِنِّي حَدَّثْتُ أَنَسٌ قَالَ قَدِيمٌ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا قَدْ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ هَذِهِ نَعْمَ لَنَا تَخْرُجُ فَأَخْرَجُوا فِيهَا فَاشْرَبُوا مِنَ الْبَانِيهَا وَأَبْوَالِهَا فَخَرَجُوا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيهَا وَاسْتَصْحَوْا وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هَؤُلَاءِ فَتَلَّوْا النَّفْسَ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ تَتَّهَمُنِي قَالَ حَدَّثَنَا بِهِذَا أَنَسٌ قَالَ وَقَالَ يَا أَهْلَ كَذَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا أَبْقَى هَذَا فِيكُمْ أَوْ مِثْلَ هَذَا.

৪৬১০. আবু ক্বিলাবাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ‘উমার ইবনু ‘আবদুল ‘আযীয (রহ.)-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁরা কাসামাত দণ্ড সম্পর্কিত হাদীসটি আলোচনা করলেন এবং এর অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করলেন, তাঁরা মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে বললেন এবং এও বললেন যে, খুলাফায়ে রাশিদীন এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন। এরপর তিনি আবু ক্বিলাবার প্রতি তাকালেন, আবু ক্বিলাবাহ তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ নামে কিংবা আবু ক্বিলাবাহ নামে ডেকে বললেন, এই ব্যাপারে তোমার মতামত কী? আমি বললাম, বিয়ের পর ব্যভিচার, কিসাস ব্যতীত খুন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোন একটি ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ইসলামে বৈধ বলে আমার জানা নেই।

আনবাসা বললেন, আনাস (رضي الله عنه) আমাদেরকে হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ হাদীসে আরনিন)। আমি (আবু ক্বিলাবাহ) বললাম, আমাকেও আনাস (رضي الله عنه) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক নাবী (ﷺ)-এর দরবারে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করল, তারা বলল, আমরা এ দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারছি না। রসূল (ﷺ) বললেন, এগুলো আমার উট, ঘাস খাওয়ার জন্যে বের হচ্ছে, তোমরা এগুলোর সঙ্গে যাও এবং এদের দুধ ও পেশাব পান কর। তারা এগুলোর সঙ্গে বেরিয়ে গেল এবং দুধ ও প্রস্রাব পান করে সুস্থ হয়ে উঠল, এরপর রাখালের উপর

আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে পশুগুলো লুট করে নিয়ে গেল। এখন তাদেরকে হত্যা না করার পক্ষে আর কোন যুক্তিই থাকল না। তারা নরহত্যা করেছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং রসূল (ﷺ)-কে ভয় দেখিয়েছে। ‘আনবাসা আশ্চর্য হয়ে বলল, সুবহানালাহ! আমি বললাম, আমার এই হাদীস সম্পর্কে তুমি কি আমাকে মিথ্যা অপবাদ দেবে? ‘আনবাসা বলল, আনাস (رضي الله عنه) আমাদেরকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু কিলাবাহ বললেন, তখন ‘আনবাসা বলল, হে এই দেশবাসী (অর্থাৎ সিরিয়াবাসী) এ রকম ব্যক্তিবর্গ যতদিন তোমাদের মধ্যে থাকবে ততদিন তোমরা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। [২৩৩] (আ.প্র. ৪২৪৯, ই.ফা. ৪২৫২)

۶/۵/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ﴾

৬৫/৫/৬. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : এবং যখমের বদল অনুরূপ যখম। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৪৫)

৬১১. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَرَتْ الرَّبِيعُ وَهِيَ عَمَةٌ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَبِيَّةً جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللَّهِ لَا تُكْسَرُ سِنَّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ.

৪৬১১. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রুবাঈ যিনি আনাস (رضي الله عنه)-এ ফুফু, এক আনসার মহিলার সামনের একটি বড় দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। এরপর আহত মহিলার গোত্র এর কিসাস দাবী করে। তারা নাবী (ﷺ)-এর নিকট এলো, নাবী (ﷺ) কিসাসের নির্দেশ দিলেন, আনাস ইবনু মালিকের চাচা আনাস ইবনু নযর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ রুবাঈ-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রসূল (ﷺ) বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাব তো “বদলা”র বিধান দেয়। পরবর্তীতে বিরোধীপক্ষ রাযী হয়ে মুক্তিপণ বা দিয়ত গ্রহণ করল। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহর কতক বান্দা আছে যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা’আলা তাদের কসম সত্যে পরিণত করেন। [২৭০৩] (আ.প্র. ৪২৫০, ই.ফা. ৪২৫৩)

۷/۵/۶۵. بَابُ: ﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

৬৫/৫/৭. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : হে রসূল! আপনি তা পৌছে দিন যা আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৬৭)

৬১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَقُولُ: ﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ الْآيَةَ.

৪৬১২. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, তাঁর অবতীর্ণ বিষয়ের সামান্য কিছুও মুহাম্মাদ (ﷺ) গোপন করেছেন তা হলে অবশ্যই, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ বলেছেন, “হে রসূল! আপনি তা পৌছে দিন যা আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।” [৩২৩৪] (আ.প্র. ৪২৫১, ই.ফা. ৪২৫৪)

৮/৫/৬০. **بَاب قَوْلِهِ : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾**

৬৫/৫/৮. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৮৯)

৬১১৩. **حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ.**

৪৬১৩. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত যে, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের উদ্দেশ্যবিহীন উক্তি **لَا وَاللَّهِ** না **وَاللَّهِ** হ্যা আল্লাহর শপথ ইত্যাদি উপলক্ষে। [৬৬৬৩] (আ.প্র. ৪২৫২, ই.ফা. ৪২৫৫)

৬১১৪. **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَخْتَفِي فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَقَارَةَ الْيَمِينِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَرَى يَمِينًا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُحْمَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.**

৪৬১৪. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা শপথই ভঙ্গ করতেন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা শপথ ভঙ্গের কাফ্যারার বিধান অবতীর্ণ করলেন। আবু বাকর (رضي الله عنه) বলেছেন, শপথকৃত কাজের উল্টোটি যদি আমি উত্তম ধারণা করি তবে আমি আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগটি গ্রহণ করি এবং উত্তম কাজটি সম্পাদন করি। [৬৬২১] (আ.প্র. ৪২৫৩, ই.ফা. ৪২৫৬)

৯/৫/৬০. **بَاب قَوْلِهِ : ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾**

৬৫/৫/৯. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হারাম করো না সেসব উৎকৃষ্ট বস্তু যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৮৭)

৬১১৫. **حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْرُزُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَوَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾**

৪৬১৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে বের হতাম, তখন আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকত না, তখন আমরা বলতাম আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিময়ে হলেও মহিলাদেরকে বিয়ে করার অর্থাৎ নিকাহে মুত'আর অনুমতি দিলেন এবং পাঠ করলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبَّيَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ۖ [১০/৬৫, ১০:৭১] মুসলিম ১৬/২, হাঃ ১৪০৪, আহমাদ ৪১১৩ (আ.প্র. ৪২৫৪, ই.ফা. ৪২৫৭)

۱۰/۵/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾

৬৫/৫/১০. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : ওহে যারা ঈমান এনেছ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর-এসব নোংরা-অপবিত্র, শয়তানের কাজ ব্যতীত আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৯০)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿الْأَزْلَامُ﴾ : الْقِدَاحُ يَفْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ. وَالنُّصُبُ أَنْصَابٌ يَدْجُونَ عَلَيْهَا وَقَالَ غَيْرُهُ الرَّزْمُ الْقِدَاحُ لَا رَيْشَ لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الْأَزْلَامِ وَالِاسْتِفْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحُ فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهَى وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ بِهِ يُجِيلُ يَدِيرُ وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقِدَاحُ أَغْلَامًا بِضُرُوبٍ يَسْتَفْسِمُونَ بِهَا وَفَعَلْتُ مِنْهُ فَسَمْتُ وَالْفُسُومُ الْمَصْدَرُ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, الْأَزْلَامُ-সে সকল তীর যেগুলো দ্বারা তারা কর্মসমূহের ভাগ্য পরীক্ষা করে। বেদী-النُّصُبُ, সেগুলো তারা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে পশু যবহ করে। অন্য কেউ বলেছেন الرَّزْمُ-তীর, الْأَزْلَامُ এর একবচন, ভাগ্য পরীক্ষার পদ্ধতি এই যে, তীরটাকে ঘুরাতে থাকবে। তীর যদি নিষেধ করে তো বিরত থাকবে আর যদি তাকে কর্মের নির্দেশ দেয় তাহলে সে নির্দেশিত কাজ করে যাবে। তীরগুলোকে বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং তা দ্বারা তথাকথিত ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়। এতদসম্পর্কে فَعَلْتُ-এর কাঠামোতে فَسَمْتُ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমি ভাগ্য যাচাই করেছি, এর ক্রিয়া হচ্ছে الْفُسُومُ

٤٦٦٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لِّخَمْسَةِ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابٌ الْعَنْبِ.

৪৬১৬. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান যখন নাযিল হল, তখন মাদীনাহতে পাঁচ প্রকারের মদের রেওয়াজ ছিল, আঙ্গুরের পানিগুলো এর মধ্যে গণ্য ছিল না। [৫৫৭৯] (আ.প্র. ৪২৫৫, ই.ফা. ৪২৫৮)

٤٦١٧. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تَسْمُونَهُ الْفَضِيخَ فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ وَهَلْ بَلَّغَكُمْ الْخَمْرَ فَقَالُوا وَمَا ذَاكَ قَالَ حُرِمَتْ الْخَمْرُ قَالُوا أَهْرِقْ هَذِهِ الْفِلَالُ يَا أَنَسُ قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجِعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

৪৬১৭. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তোমরা যেটাকে ফাযীখ অর্থাৎ কাঁচা খুরমা ভিজানো পানি নাম রেখেছ সেই ফাযীখ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন মদ ছিল না। একদিন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবু ত্বলহা, অমুক এবং অমুককে তা পান করাচ্ছিলাম। তখনই এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের কাছে এ সংবাদ এসেছে কি? তাঁরা বললেন, ঐ সংবাদ কী? সে বলল, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে, তাঁরা বললেন, হে আনাস! এই বড় বড় মটকাগুলো থেকে মদ ঢেলে ফেলে দাও। আনাস (رضي الله عنه) বললেন যে, এই ব্যক্তির সংবাদের পর তাঁরা এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেসও করেননি এবং দ্বিতীয়বার পানও করেননি। [২৪৬৪] (আ.প্র. ৪২৫৬, ই.ফা. ৪২৫৯)

٤٦١٨. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ قَالَ صَبَحَ أَنَسُ عَدَاةَ أَحَدِ الْخَمْرِ فَقَتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا.

৪৬১৮. জাবির (رضي الله عنه) বলেছেন যে, উহূদের যুদ্ধের দিন ভোরে কিছু লোক মদ পান করেছিলেন এবং সেদিন তাঁরা সবাই শহীদ হয়েছেন। এই মদ্যপানের ঘটনা ছিল তা হারাম হওয়ার আগের ঘটনা। [২৮১৫] (আ.প্র. ৪২৫৭, ই.ফা. ৪২৬০)

٤٦١٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَ بْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ أَمَا بَعْدَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْعَنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

৪৬১৯. ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি “উমার (رضي الله عنه) কে নাবী (ﷺ)-এর মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি যে, এরপর হে লোক সকল! মদপানের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়েছে আর তা হচ্ছে পাঁচ প্রকার, খুরমা থেকে, আঙ্গুর থেকে, মধু থেকে, গম থেকে এবং যব থেকে আর মদ হচ্ছে যা সুস্থ বিবেককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। [৫৫৮১, ৫৫৮৮, ৫৫৮৯, ৭৩৩৭] (আ.প্র. ৪২৫৮, ই.ফা. ৪২৬১)

١١/٥/٦٥. بَابُ : ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

৬৫/৫/১১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদের কোন গুনাহ নেই পূর্বে তারা যা খেয়েছে সেজন্য, যখন তারা সাবধান হয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ

করেছে। তারপর সাবধান হয় ও ঈমান দৃঢ় থাকে। তারপর সাবধান হয় ও নেক কাজ করে। আর আল্লাহ নেককারদের ভালবাসেন। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৯৩)

৬৬২০. حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَمْرَ الَّذِي أَهْرَيْمَتْ الْفَضِيحُ وَرَادِي مُحَمَّدُ الْبَيْكَنْدِيُّ عَنْ أَبِي التُّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ فَتَزَلَّ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِي اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا قَالَ فَجَرَّتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ قَالَ وَكَانَتْ حَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيحُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ فُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بَطُونِهِمْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾.

৪৬২০. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, ঢেলে দেয়া মদগুলো ছিল ফাযীখ। আবু নু'মান থেকে মুহাম্মাদ ইবনু সাল্লাম আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আনাস (رضي الله عنه) বলেছেন, আমি আবু তুলহা (رضي الله عنه)-এর ঘরে লোকেদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম, তখনই মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন ঘোষককে তা প্রচারের নির্দেশ দিলেন। এরপর সে ঘোষণা দিল। আবু তুলহা বললেন, বেরিয়ে দেখ তো শব্দ কিসের? আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি বেরুলাম এবং বললাম যে, একজন ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছে যে, জেনে রাখ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন যাও, এগুলো সব ঢেলে দাও। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, সেদিন মাদীনাহ মনোওয়ারার রাস্তায় রাস্তায় মদের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেন, সে যুগে তাদের মদ ছিল ফাযীখ, তখন একজন বললেন, যারা পেটে মদ নিয়ে শহীদ হয়েছেন তাঁদের কী অবস্থা হবে? তিনি বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন— لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا [১:৬৭৬] (আ.প্র. ৪২৫৯, ই.ফা. ৪২৬২)

১২/৫/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾.

৬৫/৫/১২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/১০১)

৬৬২১. حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَارُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحِحْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَبِي قَالَ فَلَأَنْ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾ رَوَاهُ النَّصْرُ وَرَوَّحُ بْنُ عَبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ.

৪৬২১. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন একটি খুতবা দিলেন যেমনটি আমি আর কখনো শুনি নি। তিনি বলেছেন, “আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে খুব কমই এবং অধিক অধিক করে কাঁদতে”। তিনি বলেন, সহাবয়ে কিরাম (رضي الله عنهم) নিজ

নিজ চেহারা আবৃত করে গুনগুন করে কাঁদতে শুরু করলেন, এরপর এক ব্যক্তি ('আবদুল্লাহ ইবনু হযাইফাহ বা অন্য কেউ) বলল, আমার পিতা কে? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "অমুক"। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল **لَكُمْ تَسْوُكُمُ** এই হাদীসটি শু'বাহ থেকে নয়র এবং রাওহ ইবনু 'উবাদাহ বর্ণনা করেছেন। [৯৩: মুসলিম ৪৩/৩৭, হাঃ ২৩৫৯] (আ.প্র. ৪২৬০, ই.ফা. ৪২৬৩)

৬৭২২. **حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّظْرِ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَيْثِرِيَّةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتِهْرَاءَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنْ أَبِي وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضَلُّ نَاقَتَهُ أَيْنَ نَاقَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْوُكُمُ﴾ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا.**

৪৬২২. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, কিছু লোক ছিল তারা ঠাট্টা করে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করত, কেউ বলত আমার পিতা কে? আবার কেউ বলত আমার উষ্ট্রী হারিয়ে গেছে তা কোথায়? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন- **يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْوُكُمُ**। (আ.প্র. ৪২৬১, ই.ফা. ৪২৬৪)

باب : ١٣/٥/٦٥. ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنَ الْجَمْرِ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾

৬৫/৫/১৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আল্লাহ বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা এবং হামী-এর প্রচলন করেননি। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/১০৩)

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ وَإِذْ هَا هُنَا صِلَةُ الْمَائِدَةِ أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ كَعَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَتَطْلِيْقَةٍ بَائِنَةٍ وَالْمَعْنَى مِيْدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيْرٍ يُقَالُ مَادَنِي يَمِيْدُنِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُتَوَقِّئِكَ مُمِيْتِكَ.

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ বাকো قَالَ اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিবসে বলবেন আর **إِذْ** শব্দটি অতিরিক্ত। **الْمَائِدَةُ** মূলে **مَفْعُولَةٌ** এর কাঠামোতে **مَمْنُودَةٌ** ছিল, যেমন **عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ** এর মধ্যে **عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ** অর্থ **مَرْضِيَةٍ** এবং **بَائِنَةٍ** এর মধ্যে **بَائِنَةٍ** অর্থ **مُبَائِنَةٍ**, সুতরাং অর্থ হবে **مِيْدَ بِهَا صَاحِبُهَا** "তার মালিক কল্যাণ বিছিয়েছেন" যেমন **مَادَنِي-يَمِيْدُنِي** বলা হয়।

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **مُتَوَقِّئِكَ** আমি তোমার মৃত্যু ঘটাব। (সূরা আলু ইমরান ৩/৫৫)

৬৭২৩. **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْتَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ فَلَا يَحْلُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِأَلْهَتِهِمْ لَا يَحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُمْ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ الْخَزَاعِيَّ يَجْرُ قُضْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَابِ وَالْوَصِيْلَةُ النَّاقَةُ الْبِكْرُ تُبَكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ ثُمَّ تُنْتَبِي بَعْدَ بَأْتِي وَكَانُوا**

يُسَيِّبُونَهَا لَطَوَائِيهِمْ إِنَّ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ وَالْحَامُ فَحُلُّ الْإِبِلِ يَضْرِبُ الصَّرَابَ الْمَعْدُودَ فَإِذَا قَضَى ضْرَابَهُ وَدَعَا لِلطَّوَائِعِ وَأَعْقَوَهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَوُةُ الْحَائِي وَ قَالَ لِي أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيدًا قَالَ يُخْبِرُهُ بِهِذَا قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَحْوُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

৪৬২৩. সাঈদ ইবনু মুসায়্যাব (রহ.) বলেছেন, বাহীরা জন্তুর স্তন প্রতিমার উদ্দেশে সংরক্ষিত থাকে কেউ তা দোহন করে না। সাইবা-السَّائِبَةُ, যে জন্তু তারা তাদের উপাস্যের নামে ছেড়ে দিত এবং তা দিয়ে বোঝা বহন করা হত না। তিনি বলেন, আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, আমি 'আমর ইবনু আমির খুযায়ীকে জাহান্নামের মধ্যে দেখেছি সে তার নাড়িভুঁড়ি টানছে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে সায়াবা প্রথা প্রথম চালু করে। ওয়াসীলাহ-وَالْوَصِيْلَةُ, যে উল্লী প্রথমবারে মাদী বাচ্চা প্রসব করে এবং দ্বিতীয়বারেও মাদী বাচ্চা প্রসব করে, ঐ উল্লীকে তারা তাদের তাগূতের উদ্দেশে ছেড়ে দিত। হাম-وَالْحَامُ, নর উট যা দ্বারা কয়েকবার প্রজনন কার্য নেয়া হয়, প্রজনন কার্য সমাপ্ত হলে সেটাকে তারা তাদের প্রতিমার জন্যে ছেড়ে দেয় এবং বোঝা বহন থেকে ওটাকে মুক্তি দেয়। সেটির উপর কিছু বহন করা হয় না। এটাকে তারা 'হাম' নামে অভিহিত করত।

আমাকে আবুল ইয়ামান বলেছেন যে, শু'আয়ব, ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, যুহরী বলেন, আমি সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহ.) থেকে শুনেছি, তিনি তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন। সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব বলেছেন, আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ) থেকে এই রকম শুনেছি। ইবনু হাদ এটা বর্ণনা করেছেন ইবনু শিহাব থেকে। আর তিনি সাঈদ থেকে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে যে, আমি নাবী (ﷺ) থেকে শুনেছি। [৩৫২১] (আ.প্র. ৪২৬২, ই.ফা. ৪২৬৫)

৬৭২৫. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكُرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ بِحُطْمِ بَعْضِهَا بَعْضًا وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجْرُ قُضْبُهُ وَهُوَ أَوْلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَابِ.

৪৬২৪. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি জাহান্নামকে দেখেছি যে, তার একাংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে ফেলছে বা আক্রমণ করছে, 'আমরকে দেখেছি সে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে হাঁটছে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে 'সায়ীবা'র রেওয়াজ চালু করেছিল। [১০৪৪] (আ.প্র. ৪২৬৩, ই.ফা. ৪২৬৬)

: بَابُ ١٤/٥/٦٥

٦٥/٥/١٥٨. अध्यायः

﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

“আর আমি তাদের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। তারপর যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন থেকে আপনিই তাদের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। আর আপনিই সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।” (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/১১৭)

৬৭২০. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ التُّعْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاءَ عُرَاهُ عُرْلًا ثُمَّ قَالَ : ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدَّا عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَعِيلِينَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ : أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرَجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصِحَابِي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ فَيَقَالُ : إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ قَارَقْتَهُمْ.

৪৬২৫. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক দিন খুতবা দিলেন, বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নগ্ন পদ, উলঙ্গ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহর নিকট একত্রিত হবে, তারপর তিনি পড়লেন, وَمَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ فَيَقَالُ : إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ قَارَقْتَهُمْ। (সূরাহ আখিয়া ২১/১০৪)

তারপর তিনি বললেন, কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যাকে বস্ত্র পরিধান করানো হবে তিনি হচ্ছেন ইবরাহীম (عليه السلام)। তোমরা জেনে রাখ, আমার উম্মতের কতগুলো লোককে হাজির করা হবে এবং তাদেরকে বামদিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে দেয়া হবে। আমি তখন বলব, প্রভু হে! এগুলো তো আমার কতক সহাবী, তখন বলা হবে যে, আপনার পর তারা কী নবোদ্ভাবিত কাজ করেছে তা আপনি জানেন না।

এরপর পুণ্যবান বান্দা যেমন বলেছিলেন আমি তেমন বলব : كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ “আমি যতদিন তাদের ছিলাম ততদিন তাদের খোঁজখবর নিয়েছি, অতঃপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক”।

এরপর বলা হবে আপনি তাদেরকে ছেড়ে আসার পর থেকে তারা পেছনে ফিরে গিয়ে ধর্মত্যাগী হয়েছে। (৩৩৪৯) (আ.প্র. ৪২৬৪, ই.ফা. ৪২৬৭)

۱۵/۵/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿إِنْ تَعَدَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

৬৫/৫/১৫. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করে দেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, হিকমাতওয়ালা। (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/১১৮)

৬৭২৬. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ الثُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ وَإِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ. ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

৪৬২৬. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের উঠিয়ে একত্রিত করা হবে এবং কিছু সংখ্যক লোককে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন আমি নেককার বান্দার অর্থাৎ মূসা (عليه السلام)-এর মতো বলব, ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ "আমি আঁক রুইব উপর উপর - إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন তাদের খোঁজখবর নিয়েছি, তারপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক। আপনি সব কিছুর ওপরে ক্ষমতাবান। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আপনার বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।" [৩৩৪৯] (আ.প্র. ৪২৬৫, ই.ফা. ৪২৬৮)

(৬) سُورَةُ الْأَنْعَامِ

সূরাহ (৬) : আল-আন'আম

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ ﴿فَتَنَّهُمْ﴾ مَعْدِرَتُهُمْ ﴿مَعْرُوسَاتٍ﴾ مَا يَعْرِشُ مِنَ الْكَرَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ﴿حَمُولَةً﴾ مَا يَحْمَلُ عَلَيْهَا ﴿وَاللَّبْسَانَا﴾ لَشِبْهَانَا ﴿وَيَتَأَوَّنُ﴾ يَتَّبَاعِدُونَ ﴿ثُبَسْلٌ﴾ تَفْصَحُ أُبَيْسَلُوا أَفْضَحُوا ﴿بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ﴾ الْبَسِطُ الصَّرْبُ وَقَوْلُهُ ﴿اسْتَكْرَثْتُمْ﴾ مِنَ الْإِنْسِ أَضَلَلْتُمْ كَثِيرًا مِمَّا ﴿ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ﴾ جَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ نَصِيبًا وَلِلشَّيْطَانِ وَالْأَوْثَانِ نَصِيبًا ﴿أَكِنَّةٌ﴾ وَاحِدُهَا كِنَانٌ ﴿أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ أَنْثَيْنِ﴾ يَعْنِي هَلْ تَشْتَمِلُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى فَلِمَ تَحْرِمُونَ بَعْضًا وَتُحْلُونَ بَعْضًا ﴿مَسْفُوحًا﴾ مُهْرَاقًا ﴿صَدَفٌ﴾ أَعْرَضَ ﴿أَبْيَسُوا﴾ أَوْبَسُوا ﴿وَأَبْيَسُوا﴾ أَسْلَمُوا ﴿سَرْمَدًا﴾ ذَائِمًا ﴿اسْتَهْوَتْهُ﴾ أَضَلَّتْهُ ﴿تَمْتَرُونَ﴾ تَشْكُونَ ﴿وَقُرٌّ﴾ صَمٌّ وَأَمَّا الْوَفْرُ فَإِنَّهُ الْحِجْلُ ﴿أَسَاطِيرُ﴾ وَاحِدُهَا أُسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهِيَ الثَّرَاهُتُ ﴿الْبَاسَاءُ﴾ مِنَ الْبَاسِ وَيَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ ﴿جَهْرَةً﴾ مُعَانِيَةً ﴿الصُّورُ﴾ جَمَاعَةٌ صُورَةٌ كَقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُورٌ ﴿مَلَكَوْتُ﴾ مُلْكٌ مِثْلُ رَهْبُوتٍ خَيْرٌ مِنْ رَحْمُوتٍ وَيَقُولُ تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ وَإِنْ تَعْدِلُ تُقْسِطُ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ﴿جَنَّ﴾ أَظْلَمَ ﴿تَعَالَى﴾ عَلَا ﴿وَإِنْ تَعْدِلُ﴾ تُقْسِطُ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন”- (সূরাহ লুকমান ৩১/৩৪)। [১০৩৯] (আ.প্র. ৪২৬৬, ই.ফা. ৪২৬৯)

২/৬/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ : ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ الْآيَةَ**

৬৫/৬/২. **অধ্যায়:** আল্লাহর বাণী : বলুন : তিনিই সক্ষম তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতে তোমাদের উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অন্য দলের যুদ্ধের স্বাদ গ্রহণ করাতে। দেখ, আমি কীরূপে বিভিন্নভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি, যাতে তারা বুঝে নেয়। (সূরাহ আল-আন-আম ৬/৬৫)

﴿يَلْبِسَكُمْ﴾ يَخْلِطُكُمْ مِنَ الْإِلْتِبَاسِ ﴿يَلْبِسُوا﴾ يَخْلِطُوا ﴿شَيْعًا﴾ فِرَقًا.

يَلْبِسَكُمْ শব্দটি শব্দটি থেকে উৎসারিত, তোমাদেরকে মিশ্রিত করে দিবেন, يَلْبِسُوا তারা মিশ্রিত হয়, شَيْعًا বিভিন্ন দল।

৬২৮. **حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قَالَ ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا أَهْوَنُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ.**

৪৬২৮. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেছেন, যখন এই আয়াত **قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ** অবতীর্ণ হল তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, “আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আবার যখন **أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ** অবতীর্ণ হল, তখনও বললেন, আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এবং যখন **أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ** অবতীর্ণ হল তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এটা অপেক্ষাকৃত হালকা, তিনি **هَذَا أَهْوَنُ** কিংবা **هَذَا أَيْسَرُ** বলেছেন। [৭৩১৩, ৭৪০৬] (আ.প্র. ৪২৬৭, ই.ফা. ৪২৭০)

৩/৬/৬০. **بَابُ : ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾**

৬৫/৬/৩. **অধ্যায়:** আল্লাহর বাণী : এবং নিজেদের ঈমানকে শিরকের সঙ্গে মিশ্রিত করেনি। (সূরাহ আল-আন-আম ৬/৮২)

৬২৯. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ قَالَ أَصْحَابُهُ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَتَزَلَتْ ﴿إِنَّ الْغَيْرَكَ لَظَلَمَ عَظِيمٌ﴾**

৪৬২৯. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) বলেন, যখন **وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ** আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন তাঁর সহাবাগণ বললেন, “যুল্ম করেনি আমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে?” এরপর অবতীর্ণ হল **عَظِيمٌ لِّظُلْمٍ لِّلشِّرْكَ** - “নিশ্চয় শির্ক মহা যুল্ম” - (সূরাহ লুক্‌মান ৩১/১৩)। [৩২] (আ.প্র. ৪২৬৮, ই.ফা. ৪২৭১)

৬/৬/৬৫. ৬/৬/৮. অধ্যায়: আন্বাহর বাণী : ﴿وَيُؤْتِسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

৬৫/৬/৮. অধ্যায়: আন্বাহর বাণী : ইউনুস ও লূতকেও হিদায়াত দান করেছিলাম। আমি প্রত্যেককেই সারা জাহানের উপর ফায়ীলাত দান করেছিলাম। (সূরাহ আল-আন‘আম ৬/৮৬)

৬৭৩. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْني ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤُسِّ بْنِ مَتَّى.**
৪৬৩০. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, “আমি ইউনুস ইবনু মাত্তা থেকে উত্তম” এমন কথা বলা কারও জন্যে শোভনীয় নয়। [৩৩৯৫] (আ.প্র. ৪২৬৯, ই.ফা. ৪২৭২)

৬৭১. **حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤُسِّ بْنِ مَتَّى.**
৪৬৩১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, “আমি ইউনুস ইবনু মাত্তা (عليه السلام) থেকে উত্তম”, এমন কথা বলা কারো জন্যে শোভনীয় নয়। [৩৪১৫] (আ.প্র. ৪২৭০, ই.ফা. ৪২৭৩)

৫/৬/৬৫. ৫/৬/৫. অধ্যায়: আন্বাহর বাণী : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ﴾

৫/৬/৫. অধ্যায়: আন্বাহর বাণী : তারা ছিলেন এমন যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদেরই পথে চলুন। (সূরাহ আল-আন‘আম ৬/৯০)

৬৭২. **حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَبِي صَ سَجْدَةً فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ﴾ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ.**

زَادَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنِ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيِّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أَمَرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ.

৪৬৩২. মুজাহিদ ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সূরাহ স-এ সাজদাহ্ আছে কি না। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আছে। এরপর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন- **وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.....فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ**

তারপর বললেন যে, তিনি অর্থাৎ দাউদ (ﷺ) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। ইয়াযীদ ইবনু হারুন, মুহাম্মাদ ইবনু 'উবায়দ এবং সাহল ইবনু ইউসুফ আওয়াম থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে একটু বেশি বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বললেন যে, আমি ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরপর তিনি বললেন, যাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে তোমাদের নাবী তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। [৩৪২১] (আ.প্র. ৪২৭১, ই.ফা. ৪২৭৪)

: ৬/৬/৬০. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৬/৬. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ الْآيَةَ

“আর আমি ইয়াহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম সব নখরযুক্ত পশু এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, তবে যে চর্বি এগুলোর পিঠের অথবা অস্ত্রের কিংবা হাড়ের সঙ্গে মিলিত থাকে তা ব্যতীত। এ শাস্তি আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার দরুন। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।” (সূরাহ আল-আন'আম ৬/১৪৬)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿كُلُّ ذِي ظُفْرٍ﴾ الْبَعِيرُ وَالْتَّعَامَةُ ﴿الْحَوَايَا﴾ الْبَعِيرُ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿هَادُوا﴾ صَارُوا يَهُودًا وَأَمَّا قَوْلُهُ هَدْنَا تَبْنَا هَائِدًا تَائِبٌ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, كُلُّ ذِي ظُفْرٍ উট, উটপাখী, الْحَوَايَا অল্পসমূহ। অন্যজন বলেছেন হাদু ইয়াহুদী হয়ে গেছে, তবে আল্লাহর বাণী هَدْنَا تَبْنَا অর্থাৎ আমরা তাওবাহ করেছি, হাদু তাওবাহকারী।

٤٦٣٣. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي ﷺ قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها بملوهم ثم باعوه فأكلوها وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرًا عن النبي ﷺ.

৪৬৩৩. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেছেন যে, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন, যখন তিনি তাদের উপর চর্বি নিষিদ্ধ করেছেন তখন তারা ওটাকে তরল করে জমা করেছে, তারপর বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। আবু আসিম (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন জাবির (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) থেকে। [২২৩৬] (আ.প্র. ৪২৭২, ই.ফা. ৪২৭৫)

: ৭/৬/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ .

৬৫/৬/৭. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : অশ্লীল আচরণের কাছেও যেয়োনা তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক। (সূরাহ আল-আন'আম ৬/১৫১)

٤٦٣٤. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وإيل عن عبد الله رضي الله عنه قال لا أحد أغبر من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه قلت سمعته من عبد الله قال نعم قلت ورفعه قال نعم.

৪৬৩৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নিষিদ্ধ কার্যে মু'মিনদেরকে বাধা দানকারী আল্লাহর চেয়ে অধিক কেউ নেই, এজন্যই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন, আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ করার চেয়ে প্রিয় তাঁর কাছে অন্য কিছু নেই, সেজন্যেই আল্লাহ আপন প্রশংসা নিজেই করেছেন।

'আমর ইবনু মুররাহ (রহ.) বলেন, আমি আবু ওয়ায়িলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এটাকে কি তিনি রসূল (ﷺ)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। [৪৬৩৭, ৫২২০, ৭৪০৩; মুসলিম ৪৯/৬, হাঃ ২৭৬০, আহমাদ ৩৬১৬] (আ.প্র. ৪২৭৩, ই.ফা. ৪২৭৬)

: بَابُ ۸/۶/۶۵

৬৫/৬/৮. অধ্যায়:

﴿وَكَيْلٌ﴾ حَفِيظٌ وَحَيْظٌ بِهِ ﴿قُبْلًا﴾ جَمْعُ قَيْلٍ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَرْبٌ لِلْعَدَابِ كُلِّ ضَرْبٍ مِنْهَا قَيْلٌ ﴿زُخْرُفُ الْقَوْلِ﴾ كُلُّ شَيْءٍ حَسَنَةٌ وَوَسْئِلَةٌ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ زُخْرُفٌ

﴿وَحَزْتُ حِجْرٌ﴾ حَرَامٌ وَكُلُّ مَنْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ تَحْجُورٌ وَالْحِجْرُ كُلُّ بِنَاءٍ بَنَيْتَهُ وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى مِنَ الْحَيْلِ حِجْرٌ وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجْرٌ وَحِجَى وَأَمَّا الْحِجْرُ فَمَوْضِعٌ مُنَوَّدٌ وَمَا حَجَّرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ سَبِي حَطِيمٌ الْبَيْتِ حِجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ مَحْطُومٍ مِثْلُ قَيْلٍ مِنْ مَقْتُولٍ وَأَمَّا حِجْرُ السِّمَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ.

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, **وَكَيْلٌ**-রক্ষক ও বেষ্টনকারী, **قُبْلًا**- একবচনে **قَيْلٌ** অর্থাৎ শাস্তি বহু প্রকারের, এগুলোর এক একটি এক এক **قَيْلٌ** বা প্রকার। **زُخْرُفٌ**-বাতিল ও অসার কথাকে শোভনীয় ও অলঙ্কৃত করে প্রকাশ করলে তাকে বলা হয় **زُخْرُفٌ**। **حَزْتُ حِجْرٌ**-নিষিদ্ধ, প্রত্যেক নিষিদ্ধ বস্তুকে **تَحْجُورٌ** বলা হয়, আবার নির্মিত ঘরও **حِجْرٌ**, মাদী ঘোড়াকেও **حِجْرٌ** বলা হয়, **عَقْلٌ** বা বুদ্ধি-বিবেচনাকেও **حِجْرٌ** বলা হয়। আবার **حِجْرٌ** নামক স্থানে হচ্ছে সামুদ গোত্রের স্থান, ভূমির যে অংশকে তুমি নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত ঘোষণা করেছ তার নাম **حِجْرٌ**। এই জন্যে বাইতুল্লাহ শরীফের হাতীম নামক অংশকে **حِجْرٌ** বলা হয়, **مَقْتُولٌ** থেকে, যেমন **قَيْلٌ** তেমনি **مَحْطُومٌ** থেকে গৃহীত, **حَطِيمٌ**-ইয়ামামার **حِجْرٌ** হচ্ছে একটি মনজিল বা ছোট্ট ঘর। (আ.প্র. ৪২৭৩, ই.ফা. ৪২৭৬)

: بَابُ ۹/۶/۶۵ : ﴿هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ﴾ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ ﴿هَلُمَّ﴾ لِلْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ

৬৫/৬/৯. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : সাক্ষীদেরকে হাযির কর। (সূরাহ আল-আম'আম ৬/১৫০)

হিজায়ীদের পরিভাষায় একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনের জন্যে **هَلُمَّ** ব্যবহৃত হয়।

১০/৬/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿يَوْمَ... لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾.**

৬৫/৬/১০. **অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :** যেদিন আপনার রবের কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির ঈমান কাজে আসবে না যে ব্যক্তি নেক কাজ করেনি। (সূরাহ আল-আন'আম ৬/১৫৮)

৬১৩০. **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَأَاهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهِمَا فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ.**

৪৬৩৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামাত অন্তর্গত হবে না। লোকেরা যখন তা দেখবে, তখন পৃথিবীর সকলে ঈমান আনবে এবং সেটি হচ্ছে এমন সময় “পূর্বে ঈমান আনেনি এমন ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না”। [৮৫; মুসলিম ৪/৭২, হাঃ ১৫৭, আহমাদ ৭১৬৪] (আ.প্র. ৪২৭৪, ই.ফা. ৪২৭৭)

৬১৩৬. **حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ.**

৪৬৩৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটবে ততক্ষণ কিয়ামাত হবে না, যখন সেদিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখবে তখন সবাই ঈমান গ্রহণ করবে, এটাই সময় যখন কোন ব্যক্তিকে তার ঈমান কল্যাণ সাধন করবে না। তারপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। [৮৫] (আ.প্র. ৪২৭৫, ই.ফা. ৪২৭৮)

(۷) سُورَةُ الْأَعْرَافِ

সূরাহ (৭) : আল-আ'রাফ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَرِيَّاشًا﴾ الْمَالُ ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ فِي الدَّعَاءِ وَفِي غَيْرِهِ ﴿عَقْوًا﴾ كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ ﴿الْفِتَاحُ﴾ الْقَاضِي ﴿افْتَحَ بَيْنَنَا﴾ اقْضِ بَيْنَنَا ﴿نَتَقْنَا الْجَبَلَ﴾ رَفَعْنَا ﴿اَنْبَجَسَتْ﴾ اَنْفَجَرَتْ ﴿مُتَبِّرٌ﴾ خُسْرَانٌ ﴿أَسَى﴾ أَحْزَنُ تَأْسٍ تَحْزَنُ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ﴾ يَقُولُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ﴿يُخْصِفَانِ﴾ أَخَذَا الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ يُخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ﴿سَوَاتِيمَا﴾ كِنَايَةٌ عَنِ فَرْجَيْهِمَا ﴿وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ هُوَ مَا هُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَالٍ يُخْصَى عَدْدُهُ الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ﴿قَبِيلُهُ﴾ جَيْلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ

﴿أَدَارِكُوا﴾ اجْتَمَعُوا وَمَشَأَ الْإِنْسَانَ وَالذَّائِبَةَ كُلَّهَا يُسَمَّى سُومًا وَاجِدَهَا سَمٌ وَهِيَ عَيْنَاهُ وَمَنْحِرَاهُ وَقَمُهُ وَأَذُنَاهُ وَذُبُرُهُ وَإِخْلِيلُهُ ﴿عَوَاشٍ﴾ مَا عَشُوا بِهِ ﴿نُشْرًا﴾ مُتَفَرِّقَةً ﴿نَكِدًا﴾ قَلِيلًا ﴿يَغْتَوُوا﴾ يَعِيشُوا ﴿حَقِيقٌ﴾ حَقٌّ ﴿اسْتَرْهَبُوهُمْ﴾ مِنَ الرَّهْبَةِ ﴿تَلَقَّفُ﴾ تَلَقَّمُ ﴿طَائِرُهُمْ﴾ حَظَّهُمْ ﴿طَوْقَانُ﴾ مِنَ السَّيْلِ وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ الطَّوْقَانُ ﴿الْقَمْلُ﴾ الْحَمَانُ يُشْبِهُ صِغَارَ الْحَلِيمِ ﴿عُرُوشٌ﴾ وَعَرِيشٌ بِنَاءٍ سَقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سَقِطَ ﴿سُقِطٌ﴾ فِي يَدِهِ الْأَسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿يَعْدُونَ﴾ فِي السَّبْتِ يَتَعَدَّوْنَ لَهُ يَجَاوِزُونَ تَجَاوَزُ بَعْدَ تَجَاوَزٍ تَعَدُّ تَجَاوَزُ ﴿شُرْعًا﴾ شَوَارِعَ ﴿بَيْثِيسَ﴾ شَدِيدٍ ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ قَعَدَ وَتَقَاعَسَ ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ أَي تَأْتِيهِمْ مِنْ مَأْمَنِهِمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾

﴿مِنْ حَيْثُ﴾ مِنْ جُنُونٍ ﴿أَيَانَ مَرَسَاهَا﴾ مَتَى خُرُوجُهَا ﴿فَمَرَّتْ﴾ بِهِ اسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَاتَمَّتْهُ ﴿يَنْزَعَنَّكَ﴾ يَسْتَخِفَّنَكَ طَيْفٌ مِلْمٌ بِهِ لَمْ وَيُقَالُ ﴿طَائِفٌ﴾ وَهُوَ وَاحِدٌ ﴿يَمِدُّوهُمْ﴾ يُرِيئُونَ ﴿وَخَيْفَةٌ﴾ خَوْفًا وَخُفْيَةٌ مِنَ الْإِخْفَاءِ ﴿وَالْأَصَالُ﴾ وَاجِدَهَا أَصِيلٌ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ كَقَوْلِهِ بَكْرَةَ وَأَصِيلًا.

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন; وَرِيَاشًا - সম্পদ, -عَفْوًا - তারা সংখ্যাধিক্য হয় এবং তাদের সম্পত্তি প্রাচুর্য লাভ করে, দু'আ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, -الْفَتْحُ -বিচারক, -أَفْتَحَ بَيْنَنَا -আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন। উপরে তুলেছি পর্বত, -تَأَسَّسَ -আক্ষিপ করবে, -تَنَفَّنَا الْجَبَلَ -উপরে তুলেছি পর্বত, -ثَابِجَسَتْ -প্রবাহিত হয়েছে, -مُتَبَّرٌ -ক্ষতিগ্রস্ত, -آسَى -আমি আক্ষেপ করি, -تَأَسَّسَ -আক্ষিপ করবে, অন্যজন বলেছেন -أَنْ لَأَنْتَسُجِدَ -সাজদাহ করতে, -تَأَسَّسَ -তাঁরা উভয়ে সেলাই করে জোড়া লাগাচ্ছিলেন, -مِنْ زَوْجِ الْحَيْثُ -বেহেশতের পাতা, উভয়ে সংগ্রহ করেছিলেন এবং পাতা একটা অন্যটার সঙ্গে সেলাই করে জোড়া লাগাচ্ছিলেন, -سَوَاتِينَهُمْ -তাঁদের যোনাঙ্গ, -وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ -এখন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত, আরবদের ভাষায় حِينٌ বলা হয় একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, -الرِّيَاشُ একত্রিত হলে। মানুষ এবং অন্যান্য জন্তুর ছিদ্রসমূহকে سُوْمٌ বলা হয়, এর একবচন سُمٌّ সেগুলো চক্ষুদ্বয়, নাসারন্ধ্র, মুখ, দু'টি কান, বাহ্য পথ স্রাবনালী, -عَوَاشٍ -আচ্ছাদন, -نُشْرًا -বিক্ষিপ্ত, -نَكِدًا -স্বল্প পরিমাণ, -يَغْتَوُوا -জীবন যাপন করেন, -حَقِيقٌ হক ও উপযুক্ত, যোগ্য, -اسْتَرْهَبُوهُمْ -তাদেরকে আতঙ্কিত করল, -طَوْقَانُ -বন্যা অধিক হারে মৃত্যুকে ও طَوْقَانٌ বলা হয়, -تَلَقَّفُ -গো আসে গিলে ফেলা, -طَائِرُهُمْ -তাদের ভাগ্য, বন্যা, -عُرُوشٌ -অট্টালিকা, -عَرِيشٌ -সুপার, -سُقِطَ যারা অপমানিত হয় তাদেরকে বলা হয় سُقِطٌ فِي يَدِهِ -নাবী ইসরাঈলের গোত্রসমূহ, -يَتَعَدَّوْنَ -সীমালঙ্ঘন করে; -تَعَدَّرَ -সীমালঙ্ঘন করেছে, -شُرْعًا -প্রকাশ্যভাবে, -بَيْثِيسَ -কঠোর, -أَخْلَدَ -বসে থাকল এবং পেছনে পড়ল, -سَنَسْتَدْرِجُهُمْ - তাদের নিরাপদ স্থান থেকে তাদেরকে এসে ক্রমে বের করে আনবে, যেমন يَحْتَسِبُوا -তাদেরকে আল্লাহ এমন শাস্তি দিলেন যা তারা ধারণা করেনি। -مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا -উন্মাদনা, কখন তাদেরকে পুনরায় বের করা হবে? -فَمَرَّتْ بِهِ - তাঁর গর্ভ অটুট থাকল

এরপর সেটাকে পূর্ণতা দান করলে, **يَنْزَعَنَّكَ يَسْتَخِفَّنَكَ**-তোমাকে কু-মন্ত্রণা দেয়া, **طَيْفٌ**-আগত সংযোগযোগ্য, **طَيْفٌ** এবং **طَائِفٌ** এক রকম, **يَمْدُونَهُمْ**-অলংকৃত করে, **خُفْيَةٌ**- ভয়, **خُفْيَةٌ** শব্দটি থেকে নির্গত অর্থ গোপন করা, **وَالْأَصَالُ** একবচনে **أَصِيلٌ**-আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়, যেমন আল্লাহর বাণী **وَأَصِيلًا** সকাল-সন্ধ্যা।

۱/۷/۶০. **بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾**

৬৫/৭/১. **অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : বলুন : আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা। (সূরাহ আল-‘আরাফ ৭/৩৩)**

৬৩৭. **حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لَا أَحَدٌ أَعْيَرُ مِنَ اللَّهِ فَلَيْدِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةَ مِنَ اللَّهِ فَلَيْدِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ.**

৪৬৩৭. ‘আমর ইবনু মুররাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়িলকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এটা ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (رضي الله عنه) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তিনি এটাকে মারফু’ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রসূল (ﷺ) বলেছেন, অন্যায়কে ঘৃণাকারী আল্লাহর তুলনায় অন্য কেউ নেই, এজন্যেই তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, আবার আল্লাহর চেয়ে প্রশংসা-প্রীতি অন্য কারো নেই, তাই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন। [৪৬৩৪] (আ.প্র. ৪২৭৬, ই.ফা. ৪২৭৯)

۲/۷/۶০. **بَابُ :**

৬৫/৭/২. **অধ্যায়:**

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ لَا قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ ط قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ج فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ج فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“তারপর মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে এসে হাজির হল এবং তার সঙ্গে তার রব কথা বললেন, তখন সে বলল-হে আমার রব! আমাকে আপনার দর্শন দিন, যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন-তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না। তবে তুমি এ পর্বতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তার রব পর্বতের উপর জ্যোতির বিকাশ ঘটালেন তখন তা পর্বতটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল : আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার কাছে তাওবাহ করছি এবং মু’মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।” (সূরাহ আল-‘আরাফ ৭/১৪৩)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿أَرِنِي﴾ أَعْطِنِي.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, أَرِنِي-আমাকে দেখা দাও।

৬৩৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لَطِمَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِِي قَالَ ادْعُوهُ فَدَعَوَهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَزْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي اضْطَفَى مُوسَى عَلَى النَّبَشْرِ فَقُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَأَخَذْتَنِي غَضَبَةً فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تَحْزِرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَضْعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزَيْي بِضَعْفَةِ الطُّورِ

৪৬৩৮. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) বলেছেন যে, এক ইয়াহুদী নাবী (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হল। তার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত খেয়ে সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার এক আনসারী সহাবী আমার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করেছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন। তারা ওকে ডেকে আনল, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, “একে চপেটাঘাত করেছে কেন?” সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি এই ইয়াহুদীর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তখন শুনলাম সে বলছে তাঁরই শপথ যিনি মূসা (ﷺ)-কে মানবজাতির উপর মনোনীত করেছেন, আমি বললাম মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপরও মনোনীত করেছেন কি? এরপর আমার রাগ চেপে গিয়েছিল, তাই তাকে চপেটাঘাত করেছি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা আমাকে অন্যান্য নাবীর থেকে উত্তম বলো না। কারণ কিয়ামাত দিবসে সব মানুষই জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে, সর্বপ্রথম আমিই জ্ঞান ফিরে পাব। তিনি বলেন, তখন আমি দেখব যে, মূসা (ﷺ) আকাশের খুঁটি ধরে আছেন, আমি বুঝতে পারব না যে, তিনি কি আমার পূর্বে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন নাকি ত্বর পর্বতের জ্ঞানশূন্যতার পুরস্কার হিসেবে তাঁকে পুনরায় জ্ঞানশূন্য করা হয়নি। [২৪১২] (আ.প্র. ৪২৭৭, ই.ফা. ৪২৮০)

﴿الْمَنِّ وَالسَّلْوَى﴾ ۳/۷/۶۵ .باب

৬৫/৭/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : মান্না এবং সালওয়া। (সূরাহ আল-আরাফ ৪/১৬০)

৬৩৯. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ اللَّعِينِ.

৪৬৩৯. সাঈদ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, الْكَمَاءُ জাতীয় উদ্ভিদ মান্না-এর মতো এবং এর পানি চক্ষুরোগ আরোগ্যকারী। [৪৪৭৮] (আ.প্র. ৪২৭৮, ই.ফা. ৪২৮১)

৬৫/৭/৬. ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ مَ فَاْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

৬৫/৭/৪. **অধ্যায়:** আল্লাহর বাণী : বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই আল্লাহর রসূল, যিনি সমগ্র আসমান ও যমীনের মালিক, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর নিরক্ষর নাবীর প্রতি এবং তাঁর বাণীতে। তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে হিদায়াত প্রাপ্ত হও। (সূরাহ আল-আরাফ ৭/১৫৮)

৬৬১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوَلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةً فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ فَانْصَرَفَ عَنْهُ عُمَرُ مُغْضَبًا فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَعْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحَبْرَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَعَظِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي إِيَّيْ قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّيْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فَمَلْتُمْ كَذِبًا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقْتَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غَامَرَ سَبَقَ بِالْحَبْرِ.

৪৬৪০. আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বাকর (رضي الله عنه) ও 'উমার (رضي الله عنه)-এর মধ্যে বিতর্ক হল, আবু বাকর (رضي الله عنه) 'উমার (رضي الله عنه)-কে রাগিয়ে দিয়েছিলেন, এরপর রাগান্বিত অবস্থায় 'উমার (رضي الله عنه) সেখান থেকে চলে গেলেন, আবু বাকর (رضي الله عنه) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে তাঁর পিছু নিলেন কিন্তু 'উমার (رضي الله عنه) ক্ষমা করলেন না, বরং তাঁর সম্মুখের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবু বাকর (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে আসলেন। আবু দারদা (رضي الله عنه) বলেন, আমরা তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ছিলাম, ঘটনা শোনার পর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমাদের এই সঙ্গী আবু বাকর আগে কল্যাণ লাভ করেছে। তিনি বলেন, এতে 'উমার লজ্জিত হলেন এবং সালাম করে নাবী (ﷺ)-এর পাশে বসে পড়লেন ও সবকথা রসূল (ﷺ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। আবু দারদা (رضي الله عنه) বলেন, এতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) অসন্তুষ্ট হলেন। আবু বাকর সিদ্দীক (رضي الله عنه) বারবার বলছিলেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমি অধিক দোষী ছিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা আমার খাতিরে আমার সাথীর ক্রটি উপেক্ষা করবে কি? তোমরা আমার খাতিরে আমার সঙ্গীর ক্রটি উপেক্ষা করবে কি? এমন একদিন ছিল যখন আমি বলেছিলাম, “হে মানুষেরা! আমি তোমাদের সকলের জন্য রসূল, তখন তোমরা বলেছিলে, “তুমি মিথ্যা বলেছ” আর আবু বাকর (رضي الله عنه) বলেছিল, “আপনি সত্য বলেছেন”।

ইমাম আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন, غَامَرَ-আগে কল্যাণ লাভ করেছে। [৩৬৬১] (আ.প্র.

৫/৭/৬০. **بَابُ : ﴿وَقُولُوا حِطَّةً﴾**

৬৫/৭/৫. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তোমরা বল ক্ষমা চাই। (সূরাহ আল-আরাফ ৭/১৬১)

১৬১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ فَبَدَلُوا فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِمِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ.

৪৬৪১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ইসরাঈলীদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যে, “নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল, ক্ষমা চাই, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব”- (সূরাহ আল-আরাফ ১৫৮)। এরপর তারা তার উল্টো করল, তারা নিজেদের নিতম্বে ভর দিয়ে মাটিতে বসে বসে প্রবেশ করল এবং বলল, **حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ** -যবের ভিতর বিচি চাই। (৩৪০৩) (আ.প্র. ৪২৮০, ই.ফা. ৪২৮৩)

৬/৭/৬০. **بَابُ : ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾**

৬৫/৭/৬. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তুমি ক্ষমা করার অভ্যাস কর, ভাল কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞ-মূর্খদের থেকে দূরে সরে থাক। (সূরাহ আল-আরাফ ৭/১৯৯)

﴿الْعُرْفُ﴾ الْمَعْرُوفُ.

الْعُرْفُ সৎকর্ম।

১৬২. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُدَيْفَةَ فَتَزَلَّ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحَرِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ التَّفَرِّ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسٍ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كَهَوْلًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أُجْحَى هَلْ لَكَ رَجَاءٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الْحَرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا نُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحَرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِتَبِيِّهِ ﷺ ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللَّهُ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ.

৪৬৪২. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, “উয়াইনাহ ইবনু হিস্ন ইবনু হুয়াইফাহ এসে তাঁর ভাতিজা হুর ইবনু কাইসের কাছে অবস্থান করলেন। ‘উমার (رضي الله عنه) যাদেরকে পার্শ্বে রাখতেন হুর ছিলেন তাদের একজন। কারীগণ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই ‘উমার ফারুক (رضي الله عنه)-এর মজলিসের সদস্য এবং উপদেষ্টা ছিলেন। এরপর ‘উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে ডেকে বললেন, এই আমীরের কাছে তো তোমার

একটা মর্যাদা আছে, সুতরাং তুমি আমার জন্য তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে দাও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছে আপনার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব।

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, এরপর হুর অনুমতি প্রার্থনা করলেন উয়াইনাহুর জন্যে এবং 'উমার (رضي الله عنه) অনুমতি দিলেন। উয়াইনাহ 'উমারের কাছে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ আপনি তো আমাদেরকে অধিক অধিক দানও করেন না এবং আমাদের মাঝে সুবিচারও করেন না। 'উমার (رضي الله عنه) রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে কিছু একটা করতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা তো তাঁর নাবী (ﷺ)-কে বলেছেন, "ক্ষমা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদেরকে উপেক্ষা কর" আর এই ব্যক্তি তো অবশ্যই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কসম 'উমার (رضي الله عنه) আয়াতের নির্দেশ অমান্য করেননি। 'উমার আল্লাহর কিতাবের বিধানের সামনে চূপ হয়ে যেতেন। [৭২৮৬] (আ.প্র. ৪২৮১, ই.ফা. ৪২৮৪)

৬৭৬৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿حُذِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ﴾ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ.

৪৬৪৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু যুযায়র (رضي الله عنه) বলেছেন, حُذِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলা মানুষের চরিত্র সম্পর্কেই অবতীর্ণ করেছেন। [৪৬৪৪] (আ.প্র. ৪২৮২, ই.ফা. ৪২৮৫)

৬৭৬৪. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ.

৪৬৪৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু যুযায়র বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী (ﷺ)-কে মানুষের আচরণের ব্যাপারে ক্ষমা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। [৪৬৪৩] (আ.প্র. ৪২৮৩, ই.ফা. ৪২৮৫ শেখাংশ)

(৮) سُورَةُ الْأَنْفَالِ

সূরাহ (৮) : আনফাল

১/৮/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿سَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾

৬৫/৮/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যুদ্ধলব্ধ মাল সম্বন্ধে আপনি বলে দিন : যুদ্ধলব্ধ মাল আল্লাহর এবং রাসূলের। অতএব, তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক করে নাও। (সূরাহ আনফাল ৮/১)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿الْأَنْفَالُ﴾ الْمَغَانِمُ قَالَ قَتَادَةُ ﴿رِيحِكُمْ﴾ الْحَرْبُ يُقَالُ ﴿نَافِلَةٌ﴾ عَطِيَّةٌ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, الْأَنْفَالُ-যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, কাতাদাহ বলেন, رِيحِكُمْ-যুদ্ধ, نَافِلَةٌ-দান।

৬৬৫. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ تَرَلَّتْ فِي بَدْرِ ﴿الشُّوْكَةُ﴾ الْحَدُّ ﴿مُرْدَفَيْنِ﴾ فَوَجَا بَعْدَ فَوْجِ رَدْفَيْنِ وَأَرْدَفَيْنِ جَاءَ بَعْدِي ﴿ذُوْفُوًّا﴾ بَاشِرُوا وَجَرَّبُوا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْقَمِّ ﴿فَيْرَكْمَهُ﴾ يَجْمَعُهُ ﴿شَرْدٌ﴾ فَرَّقَ ﴿وَإِنْ جَنَّحُوا﴾ ظَلَبُوا السَّلْمَ وَالسَّلَامَ وَاحِدٌ ﴿يُثَخِّنُ﴾ يَغْلِبُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مُكَاءٌ﴾ إِذْ خَالَ أَصَابِعِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴿وَتَصْدِيَةٌ﴾ الصَّفِيرُ ﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾ لِيَحْسِبُوكَ.

৪৬৪৫. সাঈদ ইবনু যুযায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আমি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করলাম সূরাহ আল-আনফাল সম্পর্কে, তিনি বললেন, বাদরের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

আমার অর্ডফনি এবং রদফনি একদল সৈন্যের পর আরেক দল, শক্তি-শুকো-হাদ্দ পেছন পেছন এসেছে, সরাসরি জড়িয়ে পড় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন কর, মুখে আশ্বাদন করা হয়, এরপর তাকে একত্রিত করবেন, বিচ্ছিন্ন করে দাও, যদি তারা চায়, মুফাসসির মুজাহিদ বলেন, তাদের অঙ্গুলিসমূহ মুখে ঢুকিয়ে দেয়া, শিস দেয়া, করতালি, তোমাকে আটকে রাখার জন্যে।

[৪০২৯] (আ.প্র. ৪২৮৪, ই.ফা. ৪২৮৬)

২/৮/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾

৬৫/৮/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : নিশ্চয় নিকৃষ্টতম জীব আল্লাহর কাছে এসব বধির ও মূক যারা অনুধাবন করে না। (সূরাহ আনফাল ৮/২২)

৬৬৬. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿إِنَّ شَرَّ

الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ.

৪৬৪৬. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তারা হচ্ছে বানী আবদুদদার গোষ্ঠীর একটি দল। (আ.প্র. ৪২৮৫, ই.ফা. ৪২৮৭)

৩/৮/৬০. بَابُ :

৬৫/৮/৩. অধ্যায়:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ

المرءِ وقلبه وأنه إليه تحشرون﴾

“ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে, যখন রসূল তোমাদেরকে এমন কাজের প্রতি আহ্বান করেন যা তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে; এবং জেনে রেখ, আল্লাহ অন্তরায় হয়ে থাকেন মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে, আর তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।” (সূরাহ আনফাল ৮/২৪)

﴿اسْتَجِيبُوا﴾ أَجِيبُوا لِمَا يُحْيِيكُمْ يَضِلُّكُمْ.

তোমরা সাড়া দাও, তোমাদেরকে সংশোধন করার জন্যে।

৬৬৭. حَتَّى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَصَابِي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ ثُمَّ قَالَ لِأَعْلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أُخْرَجَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَخْرُجَ فَذَكَرْتُ لَهُ. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَقَالَ هِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّنْعُ الْمَثَانِي.

৪৬৪৭. আবু সাঈদ ইবনু মুয়াল্লা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা সলাতে রত ছিলাম, এমন সময় রসূল (ﷺ) আমার পাশ দিয়ে গেলেন এবং আমাকে ডাকলেন। সলাত শেষ না করা পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে যাইনি, তারপর গেলাম। তিনি বললেন, তোমাকে আসতে বাধা দিল কিসে? আল্লাহ কি বলেননি “রসূল (ﷺ) তোমাদেরকে ডাকলে। আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দেবে?” তারপর তিনি বললেন, আমি মাসজিদ থেকে বের হবার পূর্বে তোমাকে একটি অতি সওয়াবযুক্ত সূরাহ শিক্ষা দেব। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর নিকট প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।

মু‘আয বললেন, হাফস শুনেছেন একজন সহাবী আবু সাঈদ ইবনুল মু‘আল্লাকে এই হাদীস বর্ণনা করতে, রসূল বললেন—সেই সূরাটি হচ্ছে رَبِّ الْعَالَمِينَ সাত আয়াতবিশিষ্ট ও পুনঃ পুনঃ পঠিত। [৪৪৭৪] (আ.প্র. ৪২৮৬, ই.ফা. ৪২৮৮)

: ৬/৮/৬০. بَاب :

৬৫/৮/৪. অধ্যায়:

﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“স্মরণ কর, তারা বলেছিল : হে আল্লাহ! যদি এ কুরআন তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয় তাহলে আমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা দাও আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরাহ আনফাল ৮/৩২)

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَا سَمَى اللَّهُ تَعَالَى مَطَرًا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا عَذَابًا وَتَسْمِيَةِ الْعَرَبِ الْعَيْثُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى

﴿يُنزِلُ الْعَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾.

ইবনু ‘উয়াইনাহ বলেছেন, কুরআনে করীমে শুধুমাত্র ‘আযাব বা শাস্তিকেই আল্লাহ তা‘আলা مَطَرٌ নামে আখ্যায়িত করেছেন, বৃষ্টিকে ‘আরবগণ عَيْثٌ নামে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহর বাণী : وَيُنزِلُ وَتُنزِلُ—তারা নিরাশ হবার পর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

৬৬৮. ٤٦٤٨. حدثني أحمدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ هُوَ ابْنُ كُرْدَيْدٍ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ فَتَرَلْتُ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ط وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (۳۳) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الْآيَةَ.

৪৬৪৮. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আবু জাহুল বলেছিল, “হে আল্লাহ! এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মভুদ শাস্তি দাও।” তখনই অবতীর্ণ হল- وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ط وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ “আর আল্লাহ্ তো এরূপ নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথচ আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথচ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর তাদের এমন কী আছে যে জন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন না, অথচ তারা মাসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করে? আর তারা সে মাসজিদের তত্ত্বাবধায়কও নয়। তার তত্ত্বাবধায়ক তো মুভাকীরা ব্যতীত আর কেউ নয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না”- (সূরাহ আনফাল ৮/৩৩-৩৪)। [৪৬৪৯: মুসলিম ৫০/৫, হাঃ ২৭৯৬] (আ.প্র. ৪২৮৭, ই.ফা. ৪২৮৯)

: ٥/٨/٦٥. بَابُ قَوْلِهِ :

٥٤/٤/٥. अध्याय: आल्लाह्र वाणी :

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.

আর আল্লাহ্ তো এরূপ নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথচ আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথচ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। (সূরাহ আল-আনফাল ৮/৩৩)

৬৬৯. ٤٦٤٩. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ فَتَرَلْتُ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ط وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (۳۳) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الْآيَةَ.

৪৬৪৯. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) বলেছেন, আবু জাহুল বলেছিল। এরপর অবতীর্ণ হল- وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ط وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (৩৩) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ

الْآيَةَ “হে আল্লাহ! যদি এ কুরআন তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয় তাহলে আমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা দাও আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ তো এরূপ নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথচ আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথচ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর তাদের এমন কী আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না, অথচ তারা মাসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করে?” (সূরা আনফাল ৮/৩২-৩৪) [৪৬৪৮] (আ.প্র. ৪২৮৮, ই.ফা. ৪২৯০)

۶/۸/۶۵. بَابُ : ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾

৬৫/৮/৬. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয়, তাহলে তারা যা করে আল্লাহ তা উত্তমরূপে দেখেন। (সূরাহ আনফাল ৮/৩৯)

৬৫. مَرْثَا الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أَقَاتِلُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ إِلَى آخِرِهَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُونَهُ وَإِمَّا يُؤْتَفُونَهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَأَبْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَتَنَّهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

৪৬৫০. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবু ‘আবদুর রহমান! আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন আপনি কি তা শোনে নাকি? তা শোনে নাকি? **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا**..... সূত্রাং আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ মুতাবিক যুদ্ধ করতে কোন্ বস্তু আপনাকে নিষেধ করছে? এরপর তিনি বললেন, হে ভাজি! এই আয়াতের তাবীল বা ব্যাখ্যা করে যুদ্ধ না করা আমার কাছে অধিক প্রিয় **وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا** “যে স্বেচ্ছায় মু’মিন খুন করে” আয়াত তাবীল করার তুলনায়। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ বলেছেন, **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ** “তোমরা ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করবে”, ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে আমরা তা করেছি যখন ইসলাম দুর্বল ছিল। ফলে লোক তার দীন নিয়ে ফিতনায় পড়ত, হয়ত কাফিররা তাকে হত্যা করত নতুবা বেঁধে রাখত, ক্রমে ক্রমে

ইসলামের প্রসার ঘটল এবং ফিতনা থাকল না। সে লোকটি যখন দেখল যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) তার উদ্দেশ্যের অনুকূল নন তখন সে বলল যে, 'আলী (رضي الله عنه) এবং 'উসমান (رضي الله عنه) সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বললেন যে, 'আলী (رضي الله عنه) এবং 'উসমান (رضي الله عنه) সম্পর্কে আমার কোন কথা নেই, তবে 'উসমান (رضي الله عنه)-কে আল্লাহ তা'আলা নিজেই ক্ষমা করে দিয়েছেন কিন্তু তোমরা তাঁকে ক্ষমা করতে রাখী নও। আর 'আলী (رضي الله عنه), তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচাত ভাই এবং জামাতা, তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ঐ উনি হচ্ছেন রসূলের কন্যা, যেথায় তোমরা তাঁর ঘর দেখছ, هَذِهِ بَيْتُهُ বলেছেন কিংবা هَذِهِ بَيْتُهُ বলেছেন। [৩১৩০] (আ.প্র. ৪২৮৯, ই.ফা. ৪২৯১)

٤٦٥١. حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا بَيَّانٌ أَنَّ وَرِيَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمَلِكِ.

৪৬৫১. সাঈদ ইবনু জুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) আমাদের কাছে এলেন। বর্ণনাকারী عَلَيْنَا অথবা إِلَيْنَا শব্দ বলেছেন। এরপর এক ব্যক্তি বলল, ফিতনা সম্পর্কিত যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, ফিতনা কী তা তুমি জান? মুহাম্মাদ (ﷺ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে অভিযান ছিল ফিতনা। আর তা তোমাদের রাজত্বের জন্য যুদ্ধ করার মতো নয়। [৩১৩০] (আ.প্র. ৪২৯০, ই.ফা. ৪২৯২)

بَاب : ٧/٨/٦٥ :

٦٥/٨/٩. अध्याय:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ج وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾.

“হে নাবী! আপনি মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়পদ লোক থাকে, তবে তারা দু'শর উপর জয়লাভ করবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকে, তবে তারা এক হাজার কাফিরের উপর জয়লাভ করবে, কেননা তারা এমন লোক যারা বোঝে না।” (সূরাহ আনফাল ৮/৬৫)

٤٦٥٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشْرَةٍ فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ ثُمَّ نَزَلَتْ ﴿أَلَا أَنْ حَقَّقَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ الْآيَةَ فَكُتِبَ أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ وَرَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ ﴿حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ﴾ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرَمَةَ وَأَرَى الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا.

৪৬৫২. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, (আল্লাহর বাণীঃ) **إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ** (আল্লাহর বাণীঃ) যখন অবতীর্ণ হল। এরপর দশজন কাফিরের বিপরীত একজন মুসলিম থাকলেও পলায়ন না করা ফরয করে দেয়া হল। সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ (رضي الله عنه) আবার বর্ণনা করেন, দু'শ জন কাফিরের বিপক্ষে ২০ জন মুসলিম থাকলেও পলায়ন করা যাবে না। তারপর অবতীর্ণ হল— **الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا** (আল্লাহর বাণীঃ) যখন তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন দৃঢ়পদ লোক থাকে তবে তারা দু'শ জনের উপর জয়লাভ করবে, আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহর হুকুমে তারা দু'হাজারের উপর জয়লাভ করবে। আর আল্লাহ আছেন দৃঢ়পদ লোকদের সঙ্গে। (সূরাহ আল-আনফাল ৮/৬৬)

এরপর দু'শ কাফিরের বিপক্ষে একশ'জন মুসলিম থাকলে পালিয়ে না যাওয়া (আল্লাহ) ফরয করে দিলেন। সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ (রহ.) একবার বর্ণনা করেছেন যে, (তাতে কিছু অতিরিক্ত আছে যেমন,) **حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ** অবতীর্ণ হল, সুফইয়ান বলেন, ইবনু শুবরুমাহ বলেছেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ—এর ব্যাপারটাও আমি এমনই মনে করি। [৪৬৫৩] (আ.প্র. ৪২৯১, ই.ফা. ৪২৯৩)

بَاب : ﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ الْآيَةَ

৬৫/৮/৮. অধ্যায়: “আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।” (সূরাহ আনফাল ৮/৬৬)

৬৫৩. **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خَرَيْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشْرَةٍ فَجَاءَ التَّخْفِيفُ فَقَالَ ﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ.**

৪৬৫৩. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, যখন **إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ** আয়াতটি অবতীর্ণ হল তখন দশ জনের বিপরীতে একজনের পলায়নও নিষিদ্ধ করা হল, তখন এটা মুসলিমদের উপর দুঃসাধ্য মনে হল তারপর তা লাঘবের বিধান এলো **الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا**। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে সংখ্যার দিক থেকে যখন হালকা করে দিলেন, সেই সংখ্যা হ্রাসের সমপরিমাণ তাদের ধৈর্যও হ্রাস পেল। [৪৬৫২] (আ.প্র. ৪২৯২, ই.ফা. ৪২৯৪)

(৯) سُورَةُ بَرَاءةٍ

সূরাহ (৯) : বারাত বা আত-তাওবাহ

﴿وَلِنَجَّةٍ﴾ كُلُّ شَيْءٍ أَدَخَلْتُهُ فِي شَيْءٍ ﴿مُرْصَدٌ﴾ طَرِيقٌ ﴿الشَّقَّةُ﴾ السَّفَرُ ﴿الْحَبَالُ﴾ الْفَسَادُ وَالْحَبَالُ
 الْمَوْتُ ﴿وَلَا تَفْتِنِي﴾ لَا تُؤْتِنِي كَرْهًا وَ ﴿كَرْهًا﴾ وَاحِدٌ ﴿مُدْخَلًا﴾ يُدْخَلُونَ فِيهِ ﴿يَجْمَحُونَ﴾ يُسْرِعُونَ
 ﴿وَالْمُؤْتَفِكَاتِ﴾ ائْتَفَكَتْ اِنْقَلَبَتْ بِهَا الْأَرْضُ ﴿أَهْوَى﴾ أَلْقَاهُ فِي هَوَىٰ ﴿عَدْنٍ﴾ خُلِدَ عَدْنَتْ بِأَرْضٍ أَيْ
 أَقَمَتْ وَمِنْهُ مَعْدِنٌ وَيُقَالُ فِي مَعْدِنٍ صِدْقٍ فِي مَنَبِتِ صِدْقٍ ﴿الْحَوَالِفُ﴾ الْحَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَقَعَدَ بَعْدِي
 وَمِنْهُ يَخْلِفُهُ فِي الْعَابِرِينَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الْحَالِفَةِ وَإِنْ كَانَ جَمَعَ الذُّكُورَ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَلَى
 تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلَّا حَرْقَانِ فَارِسٌ وَقَوَارِسُ وَهَالِكٌ وَهَوَالِكٌ ﴿الْحَبْرَاتُ﴾ وَاحِدُهَا حَبْرَةٌ وَهِيَ الْفَوَاضِلُ
 ﴿مُرْجَتُونَ﴾ مُؤَخَّرُونَ ﴿السَّقَا﴾ شَفِيرٌ وَهُوَ حَذُّهُ وَالْحَرْفُ مَا تَجَرَّفَ مِنَ السَّبُولِ وَالْأَزْدِيَّةُ ﴿هَارٍ﴾ هَائِرٌ
 لِأَوَاهٍ شَقَقَا وَفَرَقَا وَقَالَ السَّاعِرُ.

تَأْوَهُ آهَةٌ الرَّجُلِ الْحَزِينِ.

إِذَا قُمْتُ أَرْحَلَهَا بِلَيْلٍ

يُقَالُ : تَهَوَّرْتُ الْبَيْتُ إِذَا انْهَدَمَتْ وَأَنْهَارَ مِثْلُهُ.

﴿وَلِنَجَّةٍ﴾ - এমন বস্তু যাকে তুমি আরেকটা বস্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। -السَّقَّةُ- সফর, ভ্রমণ, -الْحَبَالُ-
 বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়, -الْحَبَالُ- মৃত্যু। -وَلَا تَفْتِنِي- আমাকে হুমকি দিও না। -كَرْهًا- বাধ্যবাধকতা,
 উভয়টা একই অর্থবোধক, -يَجْمَحُونَ- তারা ত্বরান্বিত করে। -مُدْخَلًا- প্রবেশস্থল, যেথায় তারা প্রবেশ করবে।
 -عَدْنٍ- স্থায়িত্ব করবে। -أَهْوَى- তাকে গর্তে নিক্ষেপ করল। -عَدْنَتْ بِأَرْضٍ- আমি অবস্থান করলাম, এগুলো থেকে
 -مَعْدِنٍ- শব্দ আসছে এবং বলা হয় -الْحَوَالِفُ- শব্দের বহুবচন অর্থ, যে আমার পিছনে
 -ثَقْدِيرِ جَمْعِهِ- অর্থ, অবশিষ্টদের মধ্যে -الْحَبْرَاتُ- শব্দের বহুবচন হিসাবে -السَّقَا- শব্দের বহুবচন
 -هَالِكٌ- এর বহুবচন -هَوَالِكٌ- এর বহুবচন -فَوَارِسُ- এর বহুবচন -حَبْرَةٌ- অর্থ, কল্যাণ ও মর্যাদাসম্পন্ন বস্তু।
 -مُرْجَتُونَ- বিলম্বিত ব্যক্তিবর্গ। -السَّقَا- কিনারা বা পার্শ্ব। -الْحَرْفُ- যা উঁচু স্থান বা উপত্যকা থেকে
 প্রবাহিত হয়। -هَارٍ- হার পতিত হওয়া। যেমন বলা হয়, কুয়া ভেঙ্গে পড়েছে যখন তা ধ্বংস হয়ে যায়,
 আর এরূপভাবে -انْهَدَمَتْ- শব্দের অর্থ হয়ে থাকে। -لَأَوَاهٍ- অধিক কোমল হৃদয়, ভয়-

ভীতির কারণে। কবি বলেন, “যখন আমি রাতের বেলায় উষ্টীর পিঠে আরোহণ করলাম, তখন সেটি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে আহ! করতে থাকে।”

১/৯/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾**

৬৫/৯/১. **অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :** আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা সেসব মুশরিকের সম্পর্কে যাদের সঙ্গে তোমরা সন্ধিচুক্তি করেছিলে। (সূরাহ বারআত ৯/১)

﴿أَذَانٌ﴾ [إِعْلَامٌ] أشار به إلى قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وفسره بقوله: إعلام، وهذا ظاهراً. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿أَذِّنُ﴾ يُصَدِّقُ ﴿تُظهِرُهُمْ وَتُرَكِّبُهُمْ بِهَا﴾ وَنَحْوَهَا كَثِيرٌ وَالرَّكَاءَةُ الطَّاعَةُ وَالِإِخْلَاصُ ﴿لَا يُؤْتُونَ الرِّكَاءَةَ﴾ لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴿يُضَاهُونَ﴾ يُشَبِّهُونَ

ইবন আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **أَذِّنُ**-কারো কথা শুনে তা সত্য বলে ধারণা করা। **تُظهِرُهُمْ** এবং **تُرَكِّبُهُمْ** এর একই অর্থ, এ ব্যবহার পদ্ধতি অধিক। সে পবিত্র করে। **رِكَاءَةُ** ইবাদাত ও নিষ্ঠা **الرِّكَاءَةُ** (তারা যাকাত প্রদান করে না) (এবং) তারা এ সাক্ষ্যও প্রদান করে না যে, আর কোন উপাস্য নেই এক আল্লাহ ব্যতীত। **يُضَاهُونَ**- তারা তুলনা দিচ্ছে।

৬০৫. **حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ آخِرُ آيَةِ**

نَزَلَتْ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ وَآخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ.

৪৬৫৪. বারআ ইবনু আযিব (رضي الله عنه) বলেছেন : সর্বশেষে যে আয়াত অবতীর্ণ হয়, তা হল **يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ** -লোকেরা আপনার কাছে বিধান জানতে চায়। আপনি বলুন : আল্লাহ তোমাদের বিধান দিচ্ছেন “কালালা”- (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) সম্বন্ধে- (সূরাহ আন-নিসা ৪/১৭৬)। এবং সর্বশেষে যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তা হল সূরায়ে বারআত। [৪৩৬৪] (আ.প্র. ৪২৯৩, ই.ফা. ৪২৯৫)

২/৯/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ:**

৬৫/৯/২. **অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :**

﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ لَا وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾

তারপর তোমরা এদেশে চার মাসকাল ঘুরে বেড়াও। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ অবশ্যই কাফিরদের অপদস্থ করে থাকেন। (সূরাহ বারআত ৯/২)

পরিভ্রমণ করা - **سِيحُوا** - **سَيَرُوا**

৬০৫. **حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ**

عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَصْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَدِّيْنِ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ

يُؤَدُّنُونَ بِيَمِينِي أَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَمِينِي بِنِ ابْنِ طَالِبٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّنَ بِبِرَاءَةٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَدَّنَ مَعَنَا عَائِي يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِيْنِي بِبِرَاءَةٍ وَأَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

৪৬৫৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (رضي الله عنه) নবম হিজরীর হাজ্জে আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহর ঘর নগ্নদেহে তাওয়াফ করবে না।

হুমায়দ ইবনু 'আবদুর রহমান (رضي الله عنه) বলেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আলী (رضي الله عنه)-কে পুনরায় এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তুমি সূরায় বারাতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, মিনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) 'আলী (رضي الله عنه) আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং সূরায় বারাতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন, এ বছরের পর কোন মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না। কেউ নগ্ন অবস্থায় ঘর তওয়াফ করবে না। আবু 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন : اَذْنَهُمْ অর্থ, তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। [৩৬৯] (আ.প্র. ৪২৯৪, ই.ফা. ৪২৯৬)

۳/۹/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৯/৩. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ط فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عِزٌّ مُعْجِزِي اللَّهِ ط وَتَبَيَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ آلِيمٍ - إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُواكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ط إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿﴾ اَذْنَهُمْ أَعْلَمَهُمْ.

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মহান হাজ্জের দিনে মানুষের প্রতি ঘোষণা করা হচ্ছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ দায়মুক্ত মুশরিকদের থেকে এবং তাঁর রসূলও দায়মুক্ত। তবে যদি তোমরা তাওবাহ কর তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা মুখ ফেরাও তবে জেনে রেখো, তোমরা কখনও আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর সুসংবাদ দিন কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। এ ঘোষণার বাইরে সেসব মুশরিকরা, যাদের সঙ্গে তোমরা সন্ধি চুক্তি করেছিলে, পরে তারা তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র ক্রটি প্রদর্শন করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। অতএব, তোমরা পূর্ণ করবে তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তিকে তাদের মেয়াদ পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (সূরাহ বারাত ৯/৩-৪)

৬৫৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي الْمُؤَدِّيَيْنِ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ

يُؤَدُّونَ بِمَنِيَّ أَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُزْرِيَانِ قَالَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ أَرَدَفَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّنَ بِبَرَاءَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَدَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مَنِيَّ يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةٍ وَأَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُزْرِيَانِ.

৪৬৫৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, আবু বাকর (رضي الله عنه) আমাকে সে কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় এ (কথা) ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছরের পরে আর কোন মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহর ঘর নগ্ন অবস্থায় কাউকে তওয়াফ করতে দেয়া হবে না। হুমাইদ (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) পরে পুনরায় 'আলী ইবনু আবু ত্বলিবকে পাঠালেন এবং বললেন : সূরায় বারাতের নির্দেশাবলী ঘোষণা করে দাও। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, 'আলী (رضي الله عنه) আমাদের সঙ্গেই মীনাবাসীদের মধ্যে সূরায় বারাত কুরবানীর দিন ঘোষণা করলেন- এ বছরের পরে কোন মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না এবং নগ্নদেহে আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করবে না। [৩৬৯] (আ.প্র. ৪২৯৫, ই.ফা. ৪২৯৭)

۴/۹/۶۵. بَابُ : ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

৬৫/৯/৪. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : অতএব, তোমরা পূর্ণ করবে তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তিকে তাদের মেয়াদ পর্যন্ত। (সূরাহ বারাত ৯/৪)

৬৫০৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَدُّونَ فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُزْرِيَانِ فَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৪৬৫৭. ইসহাক (রহ.) আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হাজ্জের পূর্বের বছর আবু বাকর (رضي الله عنه)-কে যে হাজ্জের আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সেই হাজ্জ তিনি যেন লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেন, এ বছরের পর কোন মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না এবং নগ্নদেহে কেউ আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।

হুমায়দ ইবনু 'আবদুর রহমান বলেন, [আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)]'র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাজ্জুল আকবারের দিন হল কুরবানীর দিন। [৩৬৯] (আ.প্র. ৪২৯৬, ই.ফা. ৪২৯৮)

۵/۹/۶۵. بَابُ : ﴿فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾.

৬৫/৯/৫. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : তবে তোমরা যুদ্ধ করবে কাফিরদের প্রধানদের বিরুদ্ধে। কেননা তাদের কোন অঙ্গীকারই বহাল নেই। (সূরাহ বারাত ৯/১২)

৬৫০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْأَيَّةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ وَلَا مِنَ الْمُتَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّكُمْ

أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ تَحْرِيرُونَا فَلَا نَذْرِي فَمَا بَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَبْقُرُونَ بِيُوتَنَا وَيَسْرِفُونَ أَعْلَاقَنَا قَالَ أَوْلِيكَ
الْفَسَاقُ أَجَلٌ لَمْ يَبَقْ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ.

৪৬৫৮. যায়দ ইবনু ওয়াহ্ব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা হুয়াইফাহ (رضي الله عنه)-এর কাছে ছিলাম, তখন তিনি বলেন, এ আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে শুধু তিনজন মুসলিম এবং চারজন মুনাফিক বেঁচে আছে। এমন সময় একজন বেদুঈন বলেন, আপনারা সকলে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সহাবী। আমাদের এমন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিন যারা আমাদের ঘরে সিঁদ কেটে ঘরের অতি মূল্যবান জিনিসগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, কেননা তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানি না। হুয়াইফাহ (رضي الله عنه) বলেন, তারা সবাই ফাসিক। হ্যাঁ, তাদের মধ্য হতে চার ব্যক্তি এখনও জীবিত-তাদের মধ্যে একজন এতই বৃদ্ধ যে, শীতল পানি পান করার পর তার শীতলতা অনুভব করতে পারে না। (আ.প্র. ৪২৯৭, ই.ফা. ৪২৯৯)

۶/۹/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৯/৬. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

আর যারা জমা করে রাখে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তা'আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে আপনি গুনিয়ে দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ। (সূরাহ বারআত ৯/৩৪)

৬৬০. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ كَثْرُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعًا.

৪৬৫৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের মধ্যে কারো জমাকৃত সম্পদ (যার যাকাত আদায় করা হয় না) ক্বিয়ামাতের দিন বিষাক্ত সর্পের রূপ ধারণ করবে। (১৪০৩) (আ.প্র. ৪২৯৮, ই.ফা. ৪৩০০)

৬৬০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى ابْنِ دَرٍّ

بِالرَّبْدَةِ فَقُلْتُ مَا أَنْزَلَكَ بِهَذِهِ الْأَرْضِ قَالَ كُنَّا بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَا هَذِهِ فِينَا مَا هَذِهِ إِلَّا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ.

৪৬৬০. যায়দ ইবনু ওয়াহ্ব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাবাযা নামক স্থানে আবু যার (رضي الله عنه)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি (তাকে) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন এ ভূমিতে এসেছেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় ছিলাম, তখন আমি [মু'আবিয়াহ (رضي الله عنه)-এর সামনে] এ আয়াত

পাঠ করে শোনালাম। وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ। “আর যারা জমা করে রাখে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে আপনি গুনিয়ে দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ।” (সূরাহ বারাজাত ৯/৩৪)

মু'আবিয়াহ (رضي الله عنه) এ আয়াত শুনে বললেন, এ আয়াত আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। বরং আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও নাসারাদের) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, এ আয়াত আমাদের ও তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (এ তর্কবিতর্কের কারণে চলে এসেছি।) [১৪০৬] (আ.প্র. ৪২৯৯, ই.ফা. ৪৩০১)

۷/۹/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :

৬৫/৯/৭. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ط هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

সে দিন যখন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে দাগিয়ে দেয়া হবে তাদের কপাল, তাদের পাজর এবং তাদের পৃষ্ঠদেশ, বলা হবে : এগুলো হল তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং যা তোমরা জমা করে রাখতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। (সূরাহ বারাজাত ৯/৩৫)

۴۶۶۱. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ الرِّكَاهُ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ ظَهْرًا لِلْأَمْوَالِ.

৪৬৬১. খালিদ ইবনু আসলাম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (رضي الله عنه)-এর সঙ্গে বের হলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতটি যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। এরপর যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হলে আল্লাহ তা সম্পদের পরিশুদ্ধকারী করেন। [১৪০৪] (আ.প্র. ৪৩০০, ই.ফা. ৪৩০২)

۸/۹/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ﴾

৬৫/৯/৮. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : নিশ্চয় মাসসমূহের সংখ্যা আল্লাহর কাছে বার মাস, সুনির্দিষ্ট রয়েছে আল্লাহর কিতাবে সেদিন থেকে যেদিন তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন, এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মপথ। (সূরাহ বারাজাত ৯/৩৬)

﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ هُوَ الْقَائِمُ﴾ هُوَ الْقَائِمُ : هُوَ الْقَائِمُ. [فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ].

القائم শব্দটি প্রতিষ্ঠিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

۴۶۶۲. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ ابْنِ بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتٍ دُو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

৪৬৬২. আবু বাকর (رضي الله عنه) কর্তৃক নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আল্লাহ যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেন সেদিন যেভাবে যামানা ছিল তা আজও তেমনি আছে। বারমাসে এক বছর, তার মধ্যে চার মাস পবিত্র। যার তিন মাস ধারাবাহিক যথা যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম আর মুয়ার গোত্রের রাজব যা জামাদিউস্সানী ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী। [৬৭] (আ.প্র. ৪৩০১, ই.ফা. ৪৩০২)

: ۹/۹/۶۵ . بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৯/৯. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

তিনি ছিলেন দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন যখন তিনি তার সাথীকে বললেন, চিন্তা কর না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (সূরাহ বারআত ৯/৪০)

أَيُّ نَاصِرُنَا السَّكِينَةُ فَعِيْلَةٌ مِنَ السُّكُونِ.

আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী সَكِينَةُ-এর সম ওয়নে سَكُون থেকে, অর্থ প্রশান্তি।

৬৬৬৩. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (رضي الله عنه) আমার কাছে বলেছেন, আমি

নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে (সওর) গুহায় ছিলাম। তখন আমি মুশরিকদের পদচিহ্ন দেখতে পেয়ে [নাবী (ﷺ)-কে] বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি তাদের কেউ পা উঠায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ। [৩৬৫৩] (আ. প্র. ৪৩০২, ই.ফা. ৪৩০৩)

৬৬৬৩. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (رضي الله عنه) আমার কাছে বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে (সওর) গুহায় ছিলাম। তখন আমি মুশরিকদের পদচিহ্ন দেখতে পেয়ে [নাবী (ﷺ)-কে] বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি তাদের কেউ পা উঠায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ। [৩৬৫৩] (আ. প্র. ৪৩০২, ই.ফা. ৪৩০৩)

৬৬৬৩. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (رضي الله عنه) আমার কাছে বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে (সওর) গুহায় ছিলাম। তখন আমি মুশরিকদের পদচিহ্ন দেখতে পেয়ে [নাবী (ﷺ)-কে] বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি তাদের কেউ পা উঠায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ। [৩৬৫৩] (আ. প্র. ৪৩০২, ই.ফা. ৪৩০৩)

৬৬৬৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তার ও ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه)-এর মধ্যে (বাইআত নিয়ে) মতভেদ ঘটল, তখন আমি বললাম, তার পিতা যুবায়র, তার মাতা আসমা (رضي الله عنها) ও তার খালা 'আয়িশাহ (رضي الله عنها), তার নানা আবু বাকর (رضي الله عنه) ও তার নানী সুফিয়া (رضي الله عنها)। আমি সুফিয়ানকে বললাম, এর সানাদ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, حَدَّثَنَا এবং ইবনু জুরাইজ (রহ.) বলার আগেই অন্য এক ব্যক্তি তাকে ব্যস্ত করে ফেললেন। [৪৬৬৫, ৪৬৬৬] (আ.প্র. ৪৩০৩, ই.ফা. ৪৩০৪)

৬৬৬৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তার ও ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه)-এর মধ্যে (বাইআত নিয়ে) মতভেদ ঘটল, তখন আমি বললাম, তার পিতা যুবায়র, তার মাতা আসমা (رضي الله عنها) ও তার খালা 'আয়িশাহ (رضي الله عنها), তার নানা আবু বাকর (رضي الله عنه) ও তার নানী সুফিয়া (رضي الله عنها)। আমি সুফিয়ানকে বললাম, এর সানাদ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, حَدَّثَنَا এবং ইবনু জুরাইজ (রহ.) বলার আগেই অন্য এক ব্যক্তি তাকে ব্যস্ত করে ফেললেন। [৪৬৬৫, ৪৬৬৬] (আ.প্র. ৪৩০৩, ই.ফা. ৪৩০৪)

৬৬৬৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তার ও ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه)-এর মধ্যে (বাইআত নিয়ে) মতভেদ ঘটল, তখন আমি বললাম, তার পিতা যুবায়র, তার মাতা আসমা (رضي الله عنها) ও তার খালা 'আয়িশাহ (رضي الله عنها), তার নানা আবু বাকর (رضي الله عنه) ও তার নানী সুফিয়া (رضي الله عنها)। আমি সুফিয়ানকে বললাম, এর সানাদ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, حَدَّثَنَا এবং ইবনু জুরাইজ (রহ.) বলার আগেই অন্য এক ব্যক্তি তাকে ব্যস্ত করে ফেললেন। [৪৬৬৫, ৪৬৬৬] (আ.প্র. ৪৩০৩, ই.ফা. ৪৩০৪)

فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ابْنَ الرَّبِيعِ وَبَنِي أُمَيَّةَ مُحْلِينَ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَحِلُّهُ أَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعْ لِابْنِ الرَّبِيعِ فَقُلْتُ وَأَيْنَ بِهَذَا الْأَمْرِ عَنْهُ أَمَا أَبُوهُ فَحَوَارِيَّ النَّبِيِّ ﷺ يُرِيدُ الرَّبِيعَ وَأَمَا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْعَارِ يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ وَأَمُّهُ فَذَاتُ الْيَطَاقِ يُرِيدُ أَسْمَاءَ وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ عَائِشَةَ وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ يُرِيدُ خَدِيجَةَ وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ ﷺ فَجَدَّتُهُ يُرِيدُ صَفِيَّةَ ثُمَّ عَفِيفٌ فِي الْإِسْلَامِ قَارِئُ الْقُرْآنِ وَاللَّهُ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ وَإِنْ رُبُونِي رُبُونِي أَكْفَاءُ كِرَامٌ فَأَنَّ التَّوَرَاتِ وَالْأَسْمَاتِ وَالْحَمِيدَاتِ يُرِيدُ أَبْطَنًا مِنْ بَنِي أَسَدِ بَنِي تُوَيْبٍ وَبَنِي أُسَامَةَ وَبَنِي أَسَدٍ إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمِشِي الْقَدَمِيَّةَ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَإِنَّهُ لَوَى ذَنْبَهُ يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ.

৪৬৬৫. ইবনু আবু মুলাইকাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) ও ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه)-এর মধ্যে বাই'আত নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হল, তখন আমি ইবনু 'আব্বাসের কাছে গিয়ে বললাম, আপনি কি আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করে ইবনু যুবায়রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান? তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি, এ কাজ তো ইবনু যুবায়র ও বানী 'উমাইয়াহর জন্যই আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহর কসম! কখনও তা আমি হালাল মনে করব না, (আবু মুলাইকাহ বলেন) তখন লোকজন ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-কে বলল, আপনি ইবনু যুবায়রের পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করুন। তখন ইবনু 'আব্বাস বললেন, তাতে ক্ষতির কী আছে? তিনি এটার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর পিতা যুবায়র তো নাবী (ﷺ)-এর সাহায্যকারী ছিলেন, তার নানা আবু বাকর (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর সওর গুহার সঙ্গী ছিলেন। তার মা আসমা, যার উপাধি ছিল যাতুন নেতাক। তার খালা 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন, তার ফুফু খাদীজাহ (رضي الله عنها) রসূল (ﷺ)-এর স্ত্রী ছিলেন, আর রসূল (ﷺ)-এর ফুফু সফীয়াহ ছিলেন তাঁর দাদী। এ ব্যতীত তিনি (ইবনু যুবায়র) তো ইসলামী জগতে নিরুলুঘ ব্যক্তি ও কুরআনের ক্বারী। আল্লাহর কসম! যদি তারা (বানী 'উমাইয়াহ) আমার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে তবে তারা আমার নিকটাত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখল। আর যদি তারা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তবে তারা সমকক্ষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরই রক্ষণাবেক্ষণ করল। ইবনু যুবায়র, বানী আসাদ, বানী তুয়াইত, বানী উসামা-এসব গোত্রকে আমার চেয়ে নিকটতম করে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই আবিল আস-এর পুত্র অর্থাৎ 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান অহঙ্কারী চালচলন আরম্ভ করেছে। নিশ্চয়ই তিনি অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) তার লেজ গুটিয়ে নিয়েছেন। [৪৬৬৪] (আ.প্র. ৪৩০৪, ই.ফা. ৪৩০৫)

٤٦٦٦. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَلَا تَعْجَبُونَ لِابْنِ الرَّبِيعِ قَامَ فِي أَمْرِهِ هَذَا فَقُلْتُ لِأَحَابِسَ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِأَبِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا أَوْلَى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ وَقُلْتُ ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ الرَّبِيعِ وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنُ أَخِي خَدِيجَةَ وَابْنُ أُخْتِ عَائِشَةَ فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِّي وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَبِي أَعْرِضُ هَذَا مِنْ نَفْسِي فَيَدْعُهُ وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ خَيْرًا وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لِأَنْ يَرَبِّي بَنُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرَبِّي عَيْرُهُمْ.

৪৬৬৬. ইবনু আবু মুলাইকাহ (রহ.) বলেন, আমরা ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি ইবনু যু'বায়রের বিষয়ে বিস্মিত হবে না? তিনি তো তার এ কাজে (খিলাফতের কাজে) দাঁড়িয়েছেন। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন। আমি বললাম, আমি অবশ্য মনে মনে তার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করি, কিন্তু আবু বাকর (رضي الله عنه) কিংবা 'উমার (رضي الله عنه)-এর ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা-ভাবনা করিনি। সব দিক থেকে তাঁর চেয়ে তারা উভয়ে উত্তম ছিলেন। আমি বললাম, তিনি নাবী (ﷺ)-এর ফুফু সফীয়াহ (رضي الله عنها)-এর সন্তান, যু'বায়রের ছেলে, আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর নাতি। খাদীজাহ (رضي الله عنها)-এর ভাতিজা, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর বোন আসমার ছেলে। কিন্তু তিনি (নিজেকে বড় মনে করে) আমার থেকে দূরে সরে থাকেন এবং তিনি আমার সহযোগিতা কামনা করেন না। আমি বললাম, আমি নিজে থেকে এজন্য তা প্রকাশ করি না যে, হয়ত তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং আমি মনে করি না যে, তিনি এটা ভাল করছেন। কারণ অন্য কোন ব্যক্তি দেশের শাসক হওয়ার চেয়ে আমার চাচার ছেলে অর্থাৎ আমার আপনজন শাসক হওয়া আমার নিকট উত্তম। [৪৬৬৪] (আ.প্র. ৪৩০৪, ই.ফা. ৪৩০৬)

﴿وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ﴾ . ১০/৯/৬০ . بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৯/১০. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য। (সূরাহ বারাত ৯/৬০)

قَالَ مُجَاهِدٌ يَتَأَلَّفُهُم بِالْعَطِيَّةِ.

মুজাহিদ বলেছেন, তাদেরকে দানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করতেন।

٤٦٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِثِيءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَقَالَ أَتَأَلَّفُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَا عَدَلْتُ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ ضَيْضِي هَذَا قَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ.

৪৬৬৭. আবু সাঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর কাছে কিছু জিনিস প্রেরণ করা হল। এরপর তিনি সেগুলো চারজনের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। আর বললেন, তাদেরকে (এর দ্বারা) আকৃষ্ট করছি। তখন এক ব্যক্তি বলল, আপনি সুবিচার করেননি। (এটা শুনে নাবী (ﷺ)) বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন সব লোক জন্ম নেবে যারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে। [৩৩৪৪] (আ.প্র. ৪৩০৫, ই.ফা. ৪৩০৭)

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ . ১১/৯/৬০ . بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৯/১১. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾

মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদাকাহ দেয় এবং যারা নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ব্যতীত ব্যয় করার কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের বিদ্রূপ করেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরাহ বারাত ৯/৯৯)

বুখারী- ৪/২৭

يَلْمِزُونَ يَعْيبُونَ ﴿رَجَّهْتُمْ﴾ وَرَجَّهْتُمْ طَائِفَتَهُمْ.

৬৬৬৮. আবু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের সদাকাহ দানের আদেশ দেয়া হল, তখন আমরা মজুরীর বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। একদিন আবু 'আকীল (رضي الله عنه) অর্ধ সা' খেজুর (দান করার উদ্দেশ্যে) নিয়ে আসলেন এবং অন্য এক ব্যক্তি ('আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ) তার চেয়ে অধিক মালামাল নিয়ে উপস্থিত হলেন। মুনাফিকরা বলতে লাগল, আল্লাহ এ ব্যক্তির সদাকাহর মুখাপেক্ষী নন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ['আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (رضي الله عنه)] শুধু মানুষ দেখানোর জন্য অধিক মালামাল দান করেছেন। এ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়—“মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদাকাহ দেয় এবং যারা নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ব্যতীত ব্যয় করার কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের বিদ্রূপ করেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি”— (সূরাহ বারআত ৯/৭৯)। [১৪১৫] (আ.প্র. ৪৩০৭, ই.ফা. ৪৩০৮)

৬৬৬৯. আবু মাস'উদ আনসারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সদাকাহ করার নির্দেশ দিলে আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ অত্যন্ত পরিশ্রম করে, (গম অথবা খেজুর ইত্যাদি) এক মুদ আনতে পারত কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে কারো কারো এক লাখ পরিমাণ (দিরহাম) রয়েছে। আবু মাস'উদ (رضي الله عنه) যেন (এ কথা বলে) নিজের দিকে ইশারা করলেন। [১৪১৫] (আ.প্র. ৪৩০৮, ই.ফা. ৪৩০৯)

۱۲/۹/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ :

۶۵/۹/۱۲. अध्याय: आल्लाह ता'आलार वाणी :

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾.

আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা নাই করেন (উভয়ই সমান)। যদি আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা তো কুফরী করেছে আল্লাহর সঙ্গে এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গেও। আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে হিদায়াত দান করেন না। (সূরাহ বারআত ৯/৮০)

৬৭০. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُوِّفِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكْفِنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِتَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا خَيْرِي اللَّهُ فَقَالَ ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَسَأَرِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾

৪৬৭০. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই মারা গেল, তখন তার ছেলে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে আসলেন এবং তার পিতাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জামাটি দিয়ে কাফন দেবার আবেদন করলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) জামা প্রদান করলেন, এরপর তিনি জানাযার সলাত আদায়ের জন্য নাবী (ﷺ)-এর কাছে আবেদন জানালেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) জানাযার সলাত পড়ানোর জন্য (বসা থেকে) উঠে দাঁড়ালেন, ইত্যবসরে ‘উমার (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাপড় টেনে ধরে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি তার জানাযার সলাত আদায় করতে যাচ্ছেন? অথচ আপনার রব আপনাকে তার জন্য দু‘আ করতে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তা‘আলা এ ব্যাপারে আমাকে (দু‘আ) করা বা না করার সুযোগ দিয়েছেন। আর আল্লাহ তো ইরশাদ করেছেন, “তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর; যদি সত্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তবু আমি তাদের ক্ষমা করব না”। সুতরাং আমি তার জন্য সত্তরবারের চেয়েও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করব। ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, সে তো মুনাফিক, শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার জানাযার সলাত আদায় করলেন, এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। “তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি কক্ষণো তাদের জানাযাহর সলাত আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না। [১২৬৯; মুসলিম ৪৪/২, হাঃ ২৪০০, আহমাদ ৯৫] (আ.প্র. ৪৩০৯, ই.ফা. ৪৩১০)

৬৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ وَقَالَ عَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ائِبْنِ سَلُولٍ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَبَّتْ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّيَ عَلَيَّ عَلَى ابْنِ أَبِي وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَعَدُّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَخِرَ عَيْتِي يَا عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خَيْرْتُ فَأَخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انصَرَفَ فَلَمْ يَمُكِّثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى تَرَلَتْ الْآيَاتِ مِنْ بَرَاءَةٍ ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدَ مِنْ جُرَاتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

৪৬৭১. 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল মারা গেল, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তার জানাযাহর সলাত আদায়ের জন্য আহ্বান করা হল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন (জানাযার জন্য) উঠে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে আরম্ভ করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ইবনু উবাই-এর জানাযার সলাত পড়বেন? অথচ সে লোক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে। 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) বলেন, আমি তার কথাগুলো রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে এক একটি করে উল্লেখ করছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) মুচকি হাসি দিয়ে আমাকে বললেন, হে 'উমার! আমাকে যেতে দাও। আমি বারবার বলাতে তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে করা বা না করার অবকাশ দিয়েছেন। আমি তা গ্রহণ করেছি। আমি যদি জানতে পারি যে, সত্তরবারের চেয়েও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন, তবে আমি সত্তরবারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করব। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার জানাযার সলাত আদায় করলেন এবং (জানাযাহ) থেকে ফিরে আসার পরই সূরাহ বারাতের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, "তাদের কেউ মারা গেলে কখনও তার জানাযাহর সলাত আদায় করবে না। এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে এবং ফাসিক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। (সূরাহ বারাত ৯/৮৪)

'উমার (رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে আমার এ দুঃসাহসের জন্য পরে আমি আশ্চর্য হতাম। বস্তুতঃ আল্লাহ ও তার রসূল অধিক জ্ঞাত। [১৩৬৬] (আ.প্র. ৪৩১০, ই.ফা. ৪৩১১)

১৩/৯/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾**

৬৫/৯/১৩. **অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : মুনাফিকদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার জন্য আপনি জানাযার সলাত কখনও পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না। (সূরাহ বারাত ৯/৮৪)**

৬৭২. **حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا تُوِّفِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْظَاهُ فَمَيِّصَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكْفِنَهُ فِيهِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِتَوْبِهِ فَقَالَ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ إِنَّمَا خَبَّرَنِي اللَّهُ أَوْ أَخْبَرَنِي اللَّهُ فَقَالَ ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ﴾ فَقَالَ سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ قَالَ فَصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَآثِرًا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾**

৪৬৭২. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (মুনাফিক) 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই মারা গেল, তখন তার ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আসলেন। তিনি [নাবী (ﷺ)] তার নিজ জামাটিকে তাকে দিয়ে দিলেন এবং এর দ্বারা তার পিতার কাফনের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার জানাযার সলাত আদায়ের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাপড় ধরে নিবেদন করলেন, [হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)] আপনি কি তার ('আবদুল্লাহ ইবনু উবাই)-এর জানাযাহর সলাত আদায় করবেন? সে তো মুনাফিক, অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের (মুনাফিকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আপনাকে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (হে 'উমার!) আল্লাহ আমাকে করা বা না করার অবকাশ দিয়েছেন,

অথবা বলেছেন, আল্লাহ আমাকে অবহিত করেছেন এবং বলেছেন, “আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা নাই করেন (উভয়ই সমান)। যদি আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।” (সূরাহ বারআত ৯/৮০)

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমি সত্তরবারের চেয়েও অধিকবার ক্ষমা প্রার্থনা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার জানাযাহুর সলাত আদায় করলেন। আমরাও তার সঙ্গে জানাযাহুর সলাত আদায় করলাম। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হল, “তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি তার জানাযাহুর সলাত কখনও আদায় করবেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ ও তার রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং ফাসিক অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে”- (সূরাহ বারআত ৯/৮৪)। [১২৬৯] (আ.প্র. ৪৩১১, ই.ফা. ৪৩১২)

۱۴/۹/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৯/১৪. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ط فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ج إِنَّهُمْ رِجْسٌ ر وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ج جزاءً بما كانوا يكسبون﴾

যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে কসম করবে যাতে তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; সুতরাং তোমরা তাদের থেকে বিরত থাক। তারা তো অপবিত্র। আর তাদের বাসস্থান হল জাহান্নাম। (সূরাহ বারআত ৯/৯৫)

৬৭৩. حدثنا يحيى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَّبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ ﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿الْفَاسِقِينَ﴾

৪৬৭৩. আরদুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছি, তিনি যখন তাবূকের যুদ্ধে পিছনে রয়ে গেলেন, আল্লাহর কসম! তখন আল্লাহ আমাকে এমন এক নিয়ামত দান করেন যে মুসলিম হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এত বড় নিয়ামত পাইনি। তা হল রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে সত্য কথা প্রকাশ করা। আমি তাঁর কাছে মিথ্যা বলিনি। যদি মিথ্যা বলতাম, তবে অন্যান্য (মুনাফিক ও) মিথ্যাচারী যেভাবে ধ্বংস হয়েছে, আমিও সেভাবে ধ্বংস হয়ে যেতাম। যে সময় ওয়াহী অবতীর্ণ হল- “তারা তোমাদের সামনে কসম করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি রাজি হও। যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও তবুও আল্লাহ এসব ফাসিক লোকদের প্রতি রাজি হবেন না”- (সূরাহ বারআত ৯/৯৬)। [২৭৫৭] (আ.প্র. ৪৩১২, ই.ফা. ৪৩১৩)

۱۵/۶/۵۹. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ج فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ

الْفَاسِقِينَ﴾

৬৫/৯/১৫. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : তারা তোমাদের সামনে কসম করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি রাজি হও। যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও তবুও আল্লাহ এসব ফাসিক লোকদের প্রতি রাজি হবেন না। (সূরাহ বারআত ৯/৯৬)

১৬/৯/৬০. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৯/১৬. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَأَخْرَجُوا عَتْرُقُوتًا يَدُوتُهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ۗ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

আরও কিছু লোক আছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা এক নেক কাজের সঙ্গে অন্য বদ-কাজ মিশ্রিত করেছে। আশা করা যায় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরাহ বারআত ১০২)

৬৭৭. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ هُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنَا أَنَا ابْنُ اللَّيْلَةِ آتِيَانِ فَابْتَعَتَانِي فَاثْتَمَرْتَانِي إِلَىٰ مَدِينَةِ مَبِينَةَ بَلَيْنِ دَهَبٍ وَلَيْنِ فِضَّةٍ فَتَلَقَانَا رِجَالٌ شَطْرُ مَنْ خَلَقَهُمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَىٰ قَالَا لَهُمْ اذْهَبُوا فَمَعُوا فِي ذَلِكَ التَّهْرِ فَوَفَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَا لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْرَلُكَ قَالَا أَمَا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرُ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرُ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

৪৬৭৪. সামূরাহ্ ইবনু জুনদুব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের বলেছেন, রাতে দু'জন মালাক এসে আমাকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করলেন। এরপর আমরা এমন এক শহরে পৌছলাম, যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত। সেখানে এমন কিছু সংখ্যক লোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল, যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুশ্রী যা তোমরা কখনও দেখনি এবং আর এক অর্ধেক এত কুৎসিত যা তোমরা কখনও দেখনি। মালাক দু'জন তাদেরকে বললেন, তোমরা ঐ নহরে গিয়ে ডুব দাও। তারা সেখানে গিয়ে ডুব দিয়ে আমাদের নিকট ফিরে আসল। তখন তাদের বিশ্রী চেহারা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল এবং তারা সুশ্রী চেহারা লাভ করল। মালাকদ্বয় আমাকে বললেন, এটা হল 'জান্নাতে আদন' এটাই হল আপনার আসল ঠিকানা। মালাকদ্বয় বললেন, (আপনি) যেসব লোকের দেহের অর্ধেক সুশ্রী এবং অর্ধেক বিশ্রী (দেখেছেন), তারা ঐ সকল লোক যারা দুনিয়াতে সৎকর্মের সঙ্গে অসৎকর্ম মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। [৮৪৫] (আ.প্র. ৪৩১৩, ই.ফা. ৪৩১৪)

১৭/৯/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾

৬৫/৯/১৭. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : নাবী ও মু'মিনদের পক্ষে উচিত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য। (সূরাহ বারআত ৯/১১৩)

৬৭০. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ عَمِّ قُلِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرَعَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنَّهُ عَنكَ فَتَزَلَّكَ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِيَاءَ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ﴾.

৪৬৭৫. মুসাইয়্যাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তুলিবের মৃত্যু ঘনিযে আসলে নাবী (ﷺ) তার কাছে গেলেন। এ সময় আবু জাহ্ল এবং ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়াহ’ও সেখানে বসা ছিল। নাবী (ﷺ) বললেন, হে চাচা! আপনি পড়ুন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। আপনার মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট এটা দলীল হিসেবে পেশ করব। এ কথা শুনে আবু জাহ্ল ও ‘আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়াহ’ বলল, হে আবু তুলিব! তুমি কি ‘আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করে দিবে? নাবী (ﷺ) বললেন, হে চাচা! আমি আপনার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ ক্ষমা চাইতে থাকব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়— “নাবী ও মুমিনদের পক্ষে উচিত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য যদি তারা নিকটাত্মীয়ও হয় যখন তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।” (সূরাহ বারআত ৯/১১৩) [১৩৬০] (আ.প্র. ৪৩১৪, ই.ফা. ৪৩১৫)

১৪/৯/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

৬৫/৯/১৮. অধ্যায়: আল্লাহ তা‘আলার বাণী : আল্লাহ কৃপাদৃষ্টি করলেন নাবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতিও, যারা তার অনুসরণ করেছিল অতি কঠিন মুহূর্তে এমনকি যখন তাদের এক দলের অন্তর বক্রতার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু। (সূরাহ বারআত ৯/১১৭)

৬৭৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَنبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ وَكَانَ فَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْلَعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.

৪৬৭৬. ‘আবদুর রহমান ইবনু কা’ব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। কা’ব (رضي الله عنه) যখন অন্ধ হয়ে পড়লেন, তখন তার ছেল্লদের মধ্যে যার সাহায্যে তিনি চলাফেরা করতেন, সেই ‘আবদুল্লাহ বিন কা’ব’ বলেন, আমি (আমার পিতা) কা’ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) এর কাছে الثَّلَاثَةُ এ আয়াত- সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তার ঘটনা বর্ণনার সর্বশেষে বলতেন, আমি আমার তওবা কবুল হওয়ার খুশীতে আমার

সকল মাল আল্লাহ ও তার রসূলের পথে দান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নাবী (ﷺ) বললেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও। এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। [২৭৫৭] (আ.প্র. ৪৩১৫, ই.ফা. ৪৩১৬)

১৯/৯/৬০. **باب : ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا ط حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ط إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾**

৬৫/৯/১৯. **অধ্যায়:** আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর ঐ তিন ব্যক্তির প্রতিও তিনি কৃপাদৃষ্টি করলেন যাদের ব্যাপার (তাওবাহ) স্বগিত রাখা হয়েছিল। এমনকি যখন যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবনও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ল। আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া ব্যতীত কোন আশ্রয় পাওয়ার উপায় নেই, তখন তিনি তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করলেন, যাতে তারা তাওবাহ করে। নিশ্চয় আল্লাহই মহান তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরাহ বারাজাত ৯/১১৮)

৬৬৭. **حدثي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَيْبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ وَغَزْوَةَ بَدْرٍ قَالَ فَاجْتَمَعْتُ صِدْقِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضُحَىٰ وَكَانَ قَلَمًا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرُهُ إِلَّا ضُحَىٰ وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رُكْعَتَيْنِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ كَلَامِي وَكَلَامِ صَاحِبِي وَلَمْ يَنْهَ عَنِ كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلَامَنَا فَلَيْثُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيَّ الْأَمْرُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكْرَمَ مِنَ النَّاسِ بَيْتَكَ الْمَنْزِلَةَ فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يُصَلِّيَ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا عَلَىٰ نَبِيِّهِ ﷺ حِينَ بَقِيَ الثَّلَاثُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي مَعْشَرَةً فِي أَمْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أُمَّ سَلَمَةَ تَيْبَ عَلَىٰ كَعْبٍ قَالَتْ أَفَلَا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأُبَيِّرَهُ قَالَ إِذَا يَحْطَمَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ التَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلِ حَتَّىٰ إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ آدَنَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا اسْتَبَشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّىٰ كَانَتْهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِفُوا عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي قِيلَ مِنْ هَوْلَاءِ الَّذِينَ اعْتَدَرُوا حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ فَلَمَّا دُكِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ وَاعْتَدَرُوا بِالْبَاطِلِ دُكِرُوا بِشَرِّ مَا دُكِرَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَہُ ﴿بِعْتَدِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ط قُلْ لَا تَعْتَدِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ط وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ الْآيَةَ.**

৪৬৭৭. 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (রহ.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) থেকে শুনেছি, যে তিনজনের তাওবাহ কবুল হয়েছিল, তার মধ্যে তিনি একজন। তিনি বাদরের যুদ্ধ ও তাবুকের যুদ্ধ এ দু'টি ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পশ্চাতে থাকেননি। কা'ব ইবনু মালিক (رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবুক যুদ্ধ হতে সূর্যোদয়ের সময় মাদীনাহয় ফিরে আসলে আমি (মিথ্যার পরিবর্তে) সত্য প্রকাশের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলাম। তিনি [রসূলুল্লাহ (ﷺ)] যে কোন সফর হতে সাধারণত সূর্যোদয়ের সময় ফিরে আসতেন এবং সর্বপ্রথম মাসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত নাফল সলাত আদায় করতেন। (তাবুকের যুদ্ধ থেকে এসে) রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার সঙ্গে এবং আমার সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, অথচ আমাদের ব্যতীত অন্য যারা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলায় কোন প্রকার বাধা প্রদান করলেন না। সুতরাং লোকেরা আমাদের সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। আমার কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার ছিল যে, যদি এ অবস্থায় আমার মৃত্যু এসে যায়, আর নাবী (ﷺ) আমার জানাযাহর সলাত আদায় না করেন, অথবা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাত হলে আমি মানুষের কাছে এই অবস্থায় থেকে যাব তারা কেউ আমার সঙ্গে কথাও বলবে না, আর আমার জানাযাহর সলাতও আদায় করবে না। এরপর (পঞ্চাশ দিন পর) আল্লাহ তা'আলা আমার তওবা কবুল করে তাঁর নাবী (ﷺ)-এর প্রতি আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন রাতের শেষ-তৃতীয়াংশ বাকী ছিল। সে রাতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) এর কাছে ছিলেন, উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) আমার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে উম্মু সালামাহ! কা'বের তাওবাহ কবুল করা হয়েছে। উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) বললেন, তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য কাউকে তার কাছে পাঠাব? নাবী (ﷺ) বললেন, এখন খবর পেলে সব লোক এসে জমা হয়ে যাবে। তারা তোমাদের ঘুম নষ্ট করে দিবে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) ফাজরের সলাত আদায়ের পর আমাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারা খুশীতে এমন চমকাচ্ছিল যেন চাঁদের টুকরা।

যেসব মুনাফিক মিথ্যা অভ্যুহাত দেখিয়ে [রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অসন্তুষ্টি থেকে] রেহাই পেয়েছিল, তাদের চেয়ে তাওবাহ কবুলের ব্যাপারে আমরা তিনজন পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম, এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের তওবা কবুল করে আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(তাবুকের যুদ্ধে) অনুপস্থিতদের মধ্যে যারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে এবং যারা মিথ্যা অভ্যুহাত দেখিয়েছে তাদের জঘন্যভাবে নিন্দাবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তারা তোমাদের কাছে ওয়র পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে। আপনি বলে দিন : তোমরা ওয়র পেশ করো না, আমরা কখনও তোমাদের বিশ্বাস করব না; আল্লাহ তো আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন তোমাদের খবর; আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য রাখবেন এবং তাঁর রসূলও" - (সূরাহ বারাজাত ৯/৯৪)। [২৭৫৭] (আ.প্র. ৪৩১৬, ই.ফা. ৪৩১৭)

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

৬৫/৯/২০. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও। (সূরাহ বারাজাত ৯/১১৯)

٤٦٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِنَّا أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدْتُ مِنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَى قَوْلِهِ وَكُوتُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

৪৬৭৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (রহ.) হতে বর্ণিত। যিনি কা'ব ইবনু মালিক (দৃষ্টিহীন হওয়ার পরে)-এর পথপ্রদর্শক হিসেবে ছিলেন। তিনি ('আবদুল্লাহ) বলেন, আমি কা'ব ইবনু মালিক (ﷺ)-কে, তাবুক যুদ্ধে যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলেন তাদের ঘটনা বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কসম! হয়ত আল্লাহ (রসূলুল্লাহর কাছে) সত্য কথা প্রকাশের কারণে, অন্য কাউকে এত বড় সুন্দর পরীক্ষা করেননি যতটুকু আমাকে পরীক্ষা করেছেন।

যখন আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার সঠিক কারণ বর্ণনা করেছি তখন থেকে আজ পর্যন্ত মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর এ আয়াতটি নাযিল করেন **وَكُوتُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** "আল্লাহ অনুগ্রহপরিচয় হলেন নাবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" (সূরাহ বারাজাত ৯/১১৭-১১৯) (আ.প্র. ৪৩১৭, ই.ফা. ৪৩১৮)

٢١/٩/٦٥. **بَابُ قَوْلِهِ: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ» مِنَ الرَّأْفَةِ.**

৬৫/৯/২১. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল। তার পক্ষে অতি দুঃসহ-দুর্বহ সেসব বিষয় যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে, তিনি তোমাদের প্রতি অতিশয় হিতকামী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, খুবই দয়ালু। (সূরাহ বারাজাত ৯/১২৮)

٤٦٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الرُّوحِيَّ قَالَ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتُلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ وَإِنِّي أَخَشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلَ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرَّانِ إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ تَجْمَعَ الْقُرَّانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى سَرَحَ اللَّهُ لِدَلِكِ صَدْرِي وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ وَلَا تَنْهَمُكَ كُنْتُ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ فُلِمْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ أَرْزُلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَمُتُّ فَتَتَّبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْأَكْتَابِ وَالْعُسْبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ﴾ إِلَى آخِرِهِمَا وَكَانَتْ الصُّحُفَ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ تَابِعَهُ عُمَرَانُ بْنُ عُمَرَ وَاللَيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَقَالَ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ وَتَابِعَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ.

৪৬৭৯. যায়দ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। যিনি ওয়াহী লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি বলেন, আবু বাকর (رضي الله عنه) (তার খিলাফাতের সময়) এক ব্যক্তিকে আমার কাছে ইয়ামামার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। (আমি তার কাছে চলে আসলাম) তখন তার কাছে 'উমার (رضي الله عنه) বসা ছিলেন। তিনি [আবু বাকর (رضي الله عنه) আমাকে] বললেন, 'উমার (رضي الله عنه) আমার কাছে এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধ তীব্র গতিতে চলছে, আমার ভয় হচ্ছে, কুরআনের অভিজ্ঞগণ (হাফিযগণ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান নাকি! যদি আপনারা তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করেন তবে কুরআনের অনেক অংশ চলে যেতে পারে এবং কুরআনকে একত্রিত সংরক্ষণ করা ভাল মনে করি। আবু বাকর (رضي الله عنه) বলেন, আমি 'উমার (رضي الله عنه)-কে বললাম, আমি এ কাজ কীভাবে করতে পারি, যা রসূলুল্লাহ (ﷺ) করে যাননি। কিন্তু 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা কল্যাণকর। 'উমার (رضي الله عنه) তাঁর এ কথার পুনরুক্তি করতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ কাজ করার জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন এবং আমিও 'উমার (رضي الله عنه)-এর মতোই মতামত পেশ করলাম। যায়দ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) বলেন, 'উমার (رضي الله عنه) সেখানে নীরবে বসা ছিলেন, কোন কথা বলছিলেন না। এরপর আবু বাকর (رضي الله عنه) আমাকে বললেন, দেখ, তুমি যুবক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। আমরা তোমার প্রতি কোনরূপ খারাপ ধারণা রাখি না। কেননা, তুমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময়ে ওয়াহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করে একত্রিত কর। আল্লাহর কসম! তিনি কুরআন একত্রিত করার যে নির্দেশ আমাকে দিলেন সেটি আমার কাছে এত ভারী মনে হল যে, তিনি যদি কোন একটি পর্বত স্থানান্তর করার আদেশ দিতেন তাও আমার কাছে এমন ভারী মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজটি নাবী (ﷺ) করে যাননি, সে কাজটি আপনারা কীভাবে করবেন? তখন আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর কসম! এটাই কল্যাণকর। এরপর আমিও আমার কথার উপর বারবার জোর দিতে লাগলাম। শেষে আল্লাহ যেটা বুঝার জন্য আবু বাকর (رضي الله عنه) ও 'উমার (رضي الله عنه)-এর অন্তর খুলে দিয়েছিলেন, আমার অন্ত

রকেও তা বুঝার জন্য খুলে দিলেন। এরপর আমি কুরআন সংগ্রহে লেগে গেলাম এবং হাড়, চামড়া, খেজুর ডাল ও বাকল এবং মানুষের স্মৃতি থেকে তা সংগ্রহ করলাম। অবশেষে খুযাইমাহ আনসারীর কাছে সূরায় তাওবার দু'টি আয়াত পেয়ে গেলাম, যা অন্য কারও নিকট হতে সংগ্রহ করতে পারিনি। لَقَدْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ থেকে শেষ পর্যন্ত।

এরপর এ একত্রিত কুরআন আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর ওফাত পর্যন্ত তাঁর কাছেই জমা ছিল। তারপর 'উমার (رضي الله عنه)-এর কাছে। তার ওফাত পর্যন্ত এটি তার কাছেই ছিল। তারপর ছিল হাফসাহ বিনত 'উমার (رضي الله عنه)-এর কাছে। 'উসমান এবং লাইস (রহ.) خُرَيْمَةَ শব্দের বর্ণনায় শু'আযব-এর অনুসরণ করেছেন।

অন্য এক সনদেও ইবনু শিহাব থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে খুযাইমার স্থলে আবু খুযাইমাহ আনসারী বলা হয়েছে। মূসা-এর সনদে عَنْ ابْنِ شِهَابٍ এর স্থলে حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ এবং আবু খুযাইমাহ বলা হয়েছে। ইয়াকুব ইবনু ইব্রাহীম এর অনুসরণ করেছেন।

অন্য এক সনদে সাবিত (রহ.)-এর عَنْ ابْنِ إِبرَاهِيمَ এর পরিবর্তে إِبرَاهِيمُ বলেছেন এবং খুযাইমা অথবা আবু খুযাইমা নিয়ে সন্দেহ আছে।

আয়াতটির অর্থ হল : “এতদসত্ত্বেও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলে দিন- আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তিনি বিরাট আরশের অধিপতি”- (সূরাহ বারআত ৯/১২৯)। [২৮০৭] (আ.প্র. ৪৩১৮, ই.ফা. ৪৩১৯)

(০১) سُورَةُ يُوسُفَ

সূরাহ (১০) : ইউনুস

باب : ১/১০/৬০

৬৫/১০/১. অধ্যায়:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿فَاخْتَلَطَ﴾ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَتَبَّتْ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ سُبْحَانَهُ هُوَ الْعَزِيزُ ﴿وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ﴾ مُحَمَّدٌ ﷺ وَقَالَ مُجَاهِدٌ خَيْرٌ يُقَالُ ﴿تِلْكَ أَيْتٌ﴾ يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمُ﴾ الْمَعْنَى بِكُمْ يُقَالُ ﴿دَعَاؤُهُمْ﴾ دُعَاؤُهُمْ ﴿أَحْيَظُ بِهِمْ﴾ دَنَوْا مِنَ الْهَلَكَةِ ﴿أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَاتَّبَعَهُمْ﴾ وَأَتْبَعَهُمْ وَاحِدٌ ﴿عَدُوًّا﴾ مِنَ الْعَدُوِّانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ﴾ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لَوْلِيهِ وَمَالِهِ إِذَا غَضِبَ اللَّهُ لَهُمْ لَا تَبَارَكَ فِيهِ وَالْعَنَةُ ﴿لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ لِأَهْلِكَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ وَلَا مَانَةَ ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى﴾ مِثْلَهَا حُسْنَى ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ وَقَالَ غَيْرُهُ النَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِهِ ﴿الْكِبْرِيَاءُ﴾ الْمَلِكُ

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, فَاحْتَطَطْ অর্থাৎ বৃষ্টির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উদ্গত হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ : “তারা বলে : “আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান, পবিত্র। তিনি অমুখাপেক্ষী।” (সূরাহ ইউনুস ১০/৬৮)

যায়দ ইবনু আসলাম (রহ.) বলেন, قَدَمَ صِدْقٍ দ্বারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ কল্যাণ। تِلْكَ آيَاتُ এগুলো কুরআনের নিদর্শন ও অনুরূপ, جَنَىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي أَحْيَاطٍ بِهِمْ -আ- أَحْيَاطٌ بِهِمْ (তোমাদের নিয়ে) অর্থে دَعَاؤُهُم তাদের দু'আ। أَيْحَاطٌ بِهِمْ তারা ধ্বংসোন্মুখ হল। أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ গুনাহ তাদের ঘিরে ফেলেছে। فَاتَّبَعَهُمْ وَأَتَّبَعَهُمْ সমপর্যায়ের (তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।) لِلنَّاسِ الشَّرَّ (তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।) عَذْوًا এখানে সীমা অতিক্রম অর্থে, মুজাহিদ (রহ.) বলেন, اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ -এর দ্বারা মানুষের সেই কথা বুঝাচ্ছে, যখন সে রাগান্বিত হয়ে নিজ নিজ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে, হে আল্লাহ! এতে বারাকাত দিও না, এর ওপর লানাত কর। لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَحْسَنُوا -যার প্রতি বদদু'আ করা হয়েছে, তাকে ধ্বংস করে দিতেন এবং তাকে মেরে ফেলতেন। أَحْسَنُوا -কল্যাণকর কাজের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অধিক। وَزِيَادَةٌ এবং অতিরিক্ত অর্থাৎ ক্ষমা। অন্যরা বলেন, الْكِبْرِيَاءُ -সার্বভৌমত্ব।

: بَابُ ٢/١٠/٦٥

٦٥/١٠/٢. অধ্যায়:

﴿وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

“আর আমি বানী ইসরাঈলকে নদী পার করিয়ে দিলাম। তারপর তাদের পশ্চাদানুসরণ করল ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী নিপীড়ন ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলল : আমি ঈমান আনলাম যে, কোন সত্য মা'বুদ নেই তিনি ব্যতীত যার প্রতি ঈমান এনেছে বানী ইসরাঈল এবং আমি একজন মুসলিম।” (সূরাহ ইউনুস ১০/৯০)

﴿تُنَجِّيكَ﴾ نُلَقِّيكَ عَلَىٰ نَجْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ الشَّرُّ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ

﴿تُنَجِّيكَ﴾-আমি তোমাকে যমীনের উঁচু স্থানে ফেলে রাখব। نَجْوَةٌ উচ্চ স্থান। ১০৫

٤٦٨. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِيمُ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَىٰ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ فَصُومُوا.

১০৫ ফির'আউনের মরদেহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আজ্ঞা আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক” - (সূরা হূদ ১১/৯২)। কয়েক বছর পূর্বে ফির'আউনের দেহ সুউচ্চ পিরামিড থেকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে তা কায়রোর যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

৪৬৮০. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনাহুতে এলেন, তখন ইয়াহূদীগণ আশুরার দিন সওম পালন করত। তারা জানাল, এ দিন মুসা (ﷺ) ফিরাউন-এর উপর বিজয় লাভ করেছিলেন। তখন নাবী (ﷺ) তাঁর সহাবীদের বললেন, মুসা (ﷺ)-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদের চেয়ে তোমরাই অধিক হাকদার। কাজেই তোমরা সওম পালন কর। [২০০৪] (আ.প্র. ৪৩১৯, ই.ফা. ৪৩২০)

(১১) سُورَةُ هُودٍ

সূরাহ (১১) : হূদ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَصِيبٌ : شَدِيدٌ . لَا جَرَمَ : بَلَى . وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿وَحَاقٌ﴾ نَزَلَ يَحِيْقُ يَنْزِلُ ﴿يُنُوْسُ﴾ فَعَوْلٌ مِّنْ يَّبِثْتُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿تَبْتَثِسُ﴾ تَحْزَنُ ﴿يَتَنَوَّنُ صُدُورَهُمْ﴾ شَكٌّ وَاقْتِرَاءٌ فِي الْحَقِّ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ مِنَ اللَّهِ إِنْ اسْتَطَاعُوا . وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ ﴿الْأَوَاهُ﴾ الرَّحِيمُ بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿بَادِي الرَّأْيِ﴾ مَا ظَهَرَ لَنَا وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الْجُودِيُّ﴾ جَبَلٌ بِالْحَزِيرَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ﴾ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿أَقْلَعِي﴾ أَمْسِكِي عَصِيبٌ شَدِيدٌ لَا جَرَمَ بَلَى ﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾ نَبَعَ الْمَاءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَجْهَ الْأَرْضِ .

আবু মাইসারা (রহ.) বলেন, বাদী হাবশী ভাষায় দয়ালু। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, বাদী-যা আমাদের সামনে স্পষ্ট। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, জাযিয়ার একটি পর্বত। হাসান (রহ.) বলেন, বাদী-আপনি অতি সহনশীল। এর দ্বারা তারা ঠাট্টা করত। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, বাদী-খেমে যাও। কঠিন। অবশ্যই। ফার তনুর-পানি উথলে উঠল। ইকরামাহ (রহ.) বলেন, তনুর ভূ-পৃষ্ঠকে বুঝানো হয়েছে।

: بَابُ : ١/١١/٦٥

৬৫/১১/১. অধ্যায়:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَتَنَوَّنُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

“জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা তাদের বক্ষকে কুঞ্চিত করে যাতে আল্লাহর কাছে গোপন রাখতে পারে। স্মরণ রাখ, তারা যখন নিজেদেরকে কাপড়ে আচ্ছাদিত করে, তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে আল্লাহ তা জানেন। অন্তরে যা কিছু আছে তিনি তা সবিশেষ অবহিত।” (সূরাহ হূদ ১১/৫)

وَقَالَ غَيْرُهُ وَحَاقٌ نَزَلَ يَحِيْقُ يَنْزِلُ يُنُوْسُ فَعَوْلٌ مِّنْ يَّبِثْتُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَبْتَثِسُ تَحْزَنُ يَتَنَوَّنُ صُدُورَهُمْ شَكٌّ وَامْتِرَاءٌ فِي الْحَقِّ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ مِنَ اللَّهِ إِنْ اسْتَطَاعُوا .

অন্যজন বলেন, حَاقٌ-অবতীর্ণ হল। يَحْيَىٰ-অবতীর্ণ হয়। فَعُولٌ-ইউনস-এর ওয়ন يَيْشْتُ থেকে (নিরাশ হওয়ার অর্থে)। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, تَبْتِئُش-দুঃখ করা। يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ-হাকের মধ্যে সন্দেহ করা। لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ-আল্লাহ থেকে, গোপন রাখে যদি তারা সক্ষম হয়।

৬৮১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ تَتْنُونِي صُدُورُهُمْ﴾ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيَفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيَفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَتَزَلْ ذَلِكَ فِيهِمْ.

৪৬৮১. মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ ইবনু জা'ফর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-কে এমনিভাবে পড়তে শুনেছেন, مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ تَتْنُونِي صُدُورُهُمْ﴾ মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্বাদ বলেন, আমি তাঁকে এর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, কিছু লোক উনুজ আকাশের দিকে নগ্ন হওয়ার ভয়ে পেশাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জা করতে লাগল। তখন তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়। [৪৬৮২, ৪৬৮৩] (আ.প্র. ৪৩২০, ই.ফা. ৪৩২১)

৬৮২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ تَتْنُونِي صُدُورُهُمْ﴾ قُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ مَا تَتْنُونِي صُدُورُهُمْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحْيِي أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحْيِي فَتَزَلَتْ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ تَتْنُونِي صُدُورُهُمْ﴾.

৪৬৮২. মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্বাদ ইবনু জা'ফর (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) ﴿أَلَا إِنَّهُمْ تَتْنُونِي صُدُورُهُمْ﴾ পাঠ করলেন। আমি বললাম, যে আবুল 'আব্বাস صُدُورُهُمْ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, কতক লোক স্বীয় স্ত্রী সহবাসের সময় অথবা পেশাব-পায়খানার সময় (নগ্ন হতে) লজ্জাবোধ করত, তখন ﴿أَلَا إِنَّهُمْ تَتْنُونِي صُدُورُهُمْ﴾ আয়াত নাযিল হয়। [৪৬৮১] (আ.প্র. ৪৩২১, ই.ফা. ৪৩২২)

৬৮৩. حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَعْشُونَ وَيَأْتُهُمْ﴾ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَعْشُونَ يُعْطُونَ رُءُوسَهُمْ ﴿سِيءَ بِهِمْ﴾ سَاءَ ظَنُّهُ بِقَوْمِهِ وَضَاقَ بِهِمْ بِأَضْيَافِهِ ﴿بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ﴾ بِسَوَادٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِلَيْهِ ﴿أَتَيْبٌ﴾ أَرْجِعُ.

﴿سَجِيلٌ﴾ السَّدِيدُ الْكَثِيرُ. سَجِيلٌ وَسَجِينٌ وَاللَّامُ وَاللُّونُ أُخْتَانِ.

وَرَجَلَةٌ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سَجِينًا

﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ وَاحِدُ الْأَشْهَادِ شَاهِدٌ

مِثْلُ صَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ.

৪৬৮৩. 'আমর (ﷺ) বলেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) এ আয়াত এভাবে পাঠ করলেন, إِنَّهُمْ يَثْنُونَ আমর ব্যতীত অন্যরা ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন جِئِن يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ جِئِن يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ -তারা তাদের মস্তক আবৃত করত। سيء بهم -তঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখত এবং وَضَاقَ অর্থাৎ নিজ অতিথিকে দেখে শঙ্কিত হলেন। يَقَطَعُ مِنَ اللَّيْلِ -রাতের আঁধারে। মুজাহিদ (র.হ.) বলেন, آمِي تَارِيءُ -আমি তাঁরই অভিমুখী। (৪৬৮১) (আ.প্র. ৪৩২২, ই.ফা. ৪৩২৩)

২/১১/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾

৬৫/১১/২. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং তাঁর 'আরশ ছিল পানির ওপরে। (সূরাহ হুদ ১১/৭)

৬৭৮৬. حَرَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللَّهِ مَلَأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَهُ سَخَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْهُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ﴿اعْتَزَّاكَ﴾ افْتَعَلَكَ مِنْ عَرْشِهِ أَيْ أَصْبَتْهُ وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي ﴿أَخِذْ بِنَاصِيَتَيْهَا﴾ أَيْ فِي مَلِكِهِ وَسُلْطَانِهِ عَيْنِي وَعَنْوُدٌ وَعَانِدٌ وَاحِدٌ هُوَ تَأَكِيدُ التَّجْبِيرِ اسْتَعْمَرَكُمْ جَعَلَكُمْ عُمَارًا أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمَرَى جَعَلْتَهَا لَهُ نَكْرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ حَمِيدٌ حَمِيدٌ كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ مَا جِدَ حَمُودٌ مِنْ حَمْدٍ سَجِيلٌ الشَّدِيدُ الْكَبِيرُ سَجِيلٌ وَسَجِينٌ وَاللَّامُ وَالْتُونُ أُخْتَانِ وَقَالَ تَمِيمٌ بِنُ مُقْبِلٍ وَرَجَلَةٌ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ صَاحِبَةٌ ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سَجِينًا.

৪৬৮৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমার উপর খরচ করব এবং [রসূলুল্লাহ (ﷺ)] বললেন, আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ। রাতদিন অনবরত খরচেও তা কমবে না। তিনি বলেন, তোমরা কি দেখ না, যখন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কী পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এত খরচ করার পরও তাঁর হাতের সম্পদ কমে যায়নি। আর আল্লাহ তা'আলার 'আরশ পানির উপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে দাঁড়িপাল্লা। তিনি নিচু করেন, তিনি উপরে তোলেন। اعْتَزَّاكَ -এর বাব থেকে। عَرُوهُ -এ অর্থে বলা হয়, তাকে পেয়েছি। তা থেকে يَعْرُوهُ (তার উপর ঘটেছে) ও اعْتَرَانِي (আমার উপর ঘটেছে) ব্যবহার হয়। অর্থাৎ তাঁর রাজত্ব এবং عَنْوُدٌ-عَانِدٌ সবগুলোর একই অর্থ-স্বৈচ্ছাচারী।

ওটি দার্শনিকতা অর্থের প্রতি জোর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। اسْتَعْمَرَكُمْ -তোমাদের বসতি দান করলেন। আরবগণ বলত نَكْرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ -আমি এ ঘর তাকে জীবন ধারণের জন্য দিলাম। عَمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمَرَى এবং عَمَرْتُهُ সবগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। حَمِيدٌ-حَمِيدٌ-حَمِيدٌ-حَمِيدٌ -এর শু্যনে مَا جِدَ (মর্যাদা সম্পন্ন) থেকে حَمِيدٌ (প্রশংসিত) এর অর্থে حَمُودٌ থেকে سَجِيلٌ -অতি কঠিন বা শক্ত। سَجِيلٌ এবং سَجِينٌ উভয় রূপেই

ব্যবহৃত হয়। لَامُ এবং نُؤْنُ যেন দুই বোন। তামীম ইবনু মুকবেল বলেন, “বহু পদাতিক বাহিনী মধ্যাহ্নে স্কন্ধে শুভ ধারালো তলোয়ার দ্বারা আঘাত হানে। কঠিন প্রস্তর দ্বারা তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বিপক্ষের বীর পুরুষগণ পরস্পরকে ওসীয়াত করে থাকে।” (৫৩৫২, ৭৪১১, ৭৪১৯, ৭৪৯৬) (আ.প্র. ৪৩২৩, ই.ফা. ৪৩২৪)

۳/۱۱/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَالِىَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾

৬৫/১১/৩. অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী : মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভ্রাতা শু'আয়ব (عقيل)-কে পাঠালাম। (সূরা হূদ ১১/৮৪)

أَيُّ إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَاسْأَلِ الْعَيْرَ﴾ يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَصْحَابَ الْعَيْرِ ﴿وَرَأَى كُمْ ظَهْرِيًّا﴾ يَقُولُ لَمْ تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ وَيُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ ظَهَرَ بِحَاجَتِي وَجَعَلْتَنِي ظَهْرِيًّا وَالظَّهْرِيُّ هَا هُنَا أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وَعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ ﴿أَرَادْنَا﴾ سَقَاظَنَا إِجْرَائِي هُوَ مَصْدَرٌ مِنْ أَجْرَمْتُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ جَرَمْتُ الْفُلْكَ وَالْفُلْكَ وَاحِدٌ وَهِيَ السَّفِينَةُ وَالسُّفُنُ مَجْرَاهَا مَدْفَعُهَا وَهُوَ مَصْدَرٌ أَجْرِيْتُ وَأَرْسَيْتُ حَبْسْتُ وَيُقْرَأُ مَرْسَاهَا مِنْ رَسَتْ هِيَ وَتَجْرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِيَ وَتَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا مِنْ فَعَلَ بِهَا رَاسِيَاتٌ ثَابِتَاتٌ.

মাদইয়ান-এর নিকট অর্থাৎ মাদইয়ানবাসীর নিকট, কেননা মাদইয়ান তো একটি শহর। এর অনুরূপ WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR অর্থাৎ গ্রামবাসীদের কাছে এবং কাফেলার লোকদের কাছে জিজ্ঞেস কর। WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR অর্থাৎ তারা তার প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। যখন কেউ কারও উদ্দেশ্য পূর্ণ না করে, তখন বলা হয় WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR এবং WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR এখানে WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR দ্বারা এ ধরনের জানোয়ার বা পাত্র বোঝায় যা কাজের প্রয়োজনে তুমি তার দ্বারা নিজেকে আড়াল করবে। WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR-আমাদের মধ্যে অধম, WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR-এর মাসদার। কেউ বলেন, WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR হতে উদ্গত WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR, WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR একবচন, বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ নৌকা এবং নৌকাগুলো। WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR (নৌকার গতি) এটা WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR-এর মাসদার এবং WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR-নৌকা আমি থামিয়েছি। কেউ কেউ পড়েন : WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR অর্থাৎ তার স্থিতি এবং WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR অর্থাৎ তার গতি। WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR এবং WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR অর্থাৎ যার সঙ্গে একরূপ (চালিত, স্থগিত) করা হয়েছে WAS'AL AL-QARYAH WAS'AL AL-AYR অর্থাৎ স্থিত। (আ.প্র. ৪৩২৩, ই.ফা. ৪৩২৪)

۴/۱۱/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ:

৬৫/১১/৪. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ آلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

সাক্ষীরা বলবে : এরাই এসব লোক যারা তাদের রবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। জেনে রাখ, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নাত। (সূরা হূদ ১১/১৮)

وَاجِدُهُ شَاهِدٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ

। صَاحِبٌ এক বচন, أَصْحَابٌ, শাহِدٌ যেমন, শাহِدٌ-এর একবচন হল, أَشْهَادُ

৬৭৫. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهَشَامٌ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَّضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يُدْنِي الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ وَقَالَ هِشَامٌ يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيَقْرُرُهُ بِدُنُوهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرِفُ يَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ سَتَرْتَهَا فِي الدُّنْيَا وَأَعْفَرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ تُظَوِّي صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْآخَرُونَ أَوْ الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ.

৪৬৮৫. সফওয়ান ইবনু মুহরিয (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) তাওয়াফ করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি তার সম্মুখে এসে বলল, হে আবু 'আবদুর রহমান অথবা বলল, হে ইবনু 'উমার (رضي الله عنه)! আপনি কি নাবী (ﷺ) থেকে (ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা এবং মু'মিনদের মধ্যকার) গোপন আলোচনা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, (ক্বিয়ামাতের দিন) মু'মিনকে তাঁর নৈকট্য দান করা হবে। হিশাম বলেন, মু'মিন নিকটবর্তী হবে, এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় পর্দায় ঢেকে নেবেন এবং তার নিকট হতে তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি নেবেন। (আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) অমুক গুনাহ সম্পর্কে তুমি জান কি? বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি জানি, আমি জানি। এভাবে দু'বার বলবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার পাপ গোপন রেখেছিলাম। আর আজ তোমার সে পাপ ক্ষমা করে দিচ্ছি। তারপর তার নেক 'আমালনামা গুটিয়ে নেয়া হবে।

আর অন্যদলকে অথবা (রাবী বলেছেন) কাফিরদের সকলের সামনে ডেকে বলা হবে, এরাই সে লোক যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল এবং শায়বান حَدَّثَنَا قَتَادَةُ-এর পরিবর্তে عَنْ এবং عَنْ قَتَادَةَ-এর পরিবর্তে حَدَّثَنَا صَفْوَانُ বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ৪৩২৪, ই.ফা. ৪৩২৫)

৫/১১/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَلِمَةٌ ط إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾

৬৫/১১/৫. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর এরূপই বটে আপনার রবের পাকড়াও, যখন তিনি কোন জনপদবাসীকে পাকড়াও করেন তাদের যুল্মের দরুন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড় যন্ত্রণাদায়ক, অত্যন্ত কঠিন। (সূরাহ হূদ ১১/১০২)

﴿الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ الْعَوْنُ الْمَعِينُ رَفَدْتُهُ أَعْنَيْتُهُ ﴿تَرَكَتُمْ﴾ تَبَيَّلُوا ﴿فَلَوْلَا كَانَ﴾ فَهَلَا كَانَ ﴿أَثَرُفُوا﴾ أَهْلِكُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿رَفِيئٌ وَشَهِيئٌ﴾ شَدِيدٌ وَصَوْتُ ضَعِيفٌ.

ج ذِكْرِي لِلذَّكِرِينَ ح - "সলাত কায়িম করবে দিনের দু' প্রান্তে এবং রাতের প্রথমভাগে"। পুণ্য অবশ্যই মুছে ফেলে বদ কাজ। যারা নাসীহাত গ্রহণ করে তাদের জন্য এটি এক নাসীহাত" - (সূরাহ হুদ ১১/১১৪)। তখন সে লোকটি বলল, এ নির্দেশ কি কেবল আমার জন্য? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমার উম্মাতের যেই এর 'আমাল করবে তার জন্য। [৫২৬] (আ.প্র. ৪৩২৬, ই.ফা. ৪৩২৭)

(১২) سُورَةُ يُوسُفَ

সূরাহ (১২) : ইউসুফ (ﷺ)

وَقَالَ فُضَيْلٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُتَّكَأِ الْأَثْرَجِ قَالَ فُضَيْلٌ الْأَثْرَجُ بِالْحَبَشِيَّةِ مُتَّكَأٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّيْنَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُتَّكَأٌ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ قُطِعَ بِالسِّكِّينِ وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿لَدَوُ عَلِمٌ﴾ لِمَا عَلَّمَنَاهُ غَامِلٌ بِمَا عَلِمَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ﴿صُوعًا﴾ الْمَلِكُ مَكْرُوكِ الْفَارِسِيِّ الَّذِي يَلْتَقِي طَرْقَاهُ كَانَتْ تَشْرَبُ بِهِ الْأَعَاجِمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿تُفْتِدُونَ﴾ تَجْهَلُونَ وَقَالَ عَيْرُهُ ﴿غِيَابَةُ الْحَبِّ﴾ كُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَ عَنْكَ شَيْئًا فَهُوَ غِيَابَةٌ ﴿وَالْحَبِّ﴾ الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَمْ تَطْوِ ﴿بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ بِمُصَدِّقِ أَشَدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي التَّقْضَانِ يُقَالُ ﴿بَلَغَ أَشَدَّهُ﴾ وَبَلَغُوا أَشَدَّهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَاجِدْهَا شَدًّا.

وَالْمُتَّكَأُ مَا اتَّكَأَتْ عَلَيْهِ لِشَرَابٍ أَوْ لِحَدِيثٍ أَوْ لِطَعَامٍ وَأَبْطَلُ الَّذِي قَالَ الْأَثْرَجُ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْأَثْرَجُ فَلَمَّا احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ الْمُتَّكَأُ مِنْ نَمَارِقٍ فَرُّوا إِلَى شَرِّ مِنْهُ فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ الْمُتَّكَأُ سَاكِنَةُ النَّاءِ وَإِنَّمَا الْمُتَّكَأُ طَرْفُ الْبَطْرِ وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا مُتَّكَأٌ وَابْنُ الْمُتَّكَأِ فَإِنْ كَانَ تَمَّ الْأَثْرَجُ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَّكَأِ ﴿شَعَفَهَا﴾ يُقَالُ بَلَغَ شِعَافَهَا وَهُوَ غِلَافٌ قَلْبِهَا وَأَمَّا شَعَفَهَا فَمِنْ الْمَشْعُوفِ.

﴿أَصْبُ﴾ أَمِيلٌ صَبًا مَالٌ ﴿أَضْعَاتُ أَحْلَامٍ﴾ مَا لَا تَأْوِيلَ لَهُ وَالصَّغْتُ مِلءُ الْيَدِ مِنْ حَشِيئِشٍ وَمَا أَشْبَهَهُ وَمِنْهُ ﴿وَأَخْذُ بِيَدِكَ ضِعْفًا﴾ لَا مِنْ قَوْلِهِ أَضْعَاتُ أَحْلَامٍ وَاجِدْهَا ضِعْفٌ ﴿تَمِيمٌ﴾ مِنَ الْمَيْرَةِ وَتَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ مَا يَحْمِلُ بَعِيرٌ ﴿أَوْى إِلَيْهِ﴾ ضَمَّ إِلَيْهِ ﴿السَّقَايَةُ﴾ مَكْيَالٌ تَفْتَأُ لَا تَزَالُ حَرَضًا مُحْرَضًا يُذْيِكُ الْهَمُّ تَحَسُّسُوا تَحَبَّرُوا مُزْجَاةٌ قَلِيلَةٌ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَامَةٌ مُجَلَّلَةٌ ﴿اسْتَيْسَأُوا﴾ يَيْسُوا ﴿وَلَا تَيْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ ﴿خَلَصُوا﴾ نَحْيًا اعْتَرَلُوا نَحْيًا وَالْحَجْمِيُّ يَتَنَاجَوْنَ الْوَاحِدَ نَجِيًّا وَالْإِثْنَانِ وَالْحَجْمِيُّ نَجِيٌّ وَأَنْجِيَةٌ ﴿وَتَفْتَأُ﴾ : لَا تَزَالُ. ﴿حَرَضًا﴾ مُحْرَضًا يُذْيِكُ الْهَمُّ. ﴿تَحَسُّسُوا﴾ : تَحَبَّرُوا. ﴿مُزْجَاةٌ﴾ : قَلِيلَةٌ. ﴿غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ عَامَةٌ مُجَلَّلَةٌ.

৪৬৮৮. আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন : সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র সম্মানিত এবং তাঁর পিতাও সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র সম্মানিত। তিনি হলেন ইউসুফ (عليه السلام) যার পিতা ইয়াকুব (عليه السلام), যার পিতা ইসহাক (عليه السلام) যার পিতা ইব্রাহীম (عليه السلام)। [৩৩৮২] (আ.প্র. ৪৩২৭, ই.ফা. ৮ম/৪৩২৭)

২/১২/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ : ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ﴾.**

৬৫/১২/২. **অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে জিজ্ঞাসুদের জন্য। (সূরাহ ইউসুফ ১২/৭)**

৬৭১৭. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسَأُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسَأُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.**

৪৬৮৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তি বেশি সম্মানিত? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক আল্লাহভীরু। লোকেরা বলল, আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন আল্লাহর নাবী ইউসুফ (عليه السلام)। তিনি নাবীর পুত্র, (তাঁর পিতাও) নাবীর পুত্র এবং (তাঁর পিতার পিতা) খালীলুল্লাহ (عليه السلام)-এর পুত্র। লোকেরা বলল, আপনাকে আমরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা আরব বংশ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছ। তারা বলল, হ্যাঁ।

রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, যারা জাহিলিয়াতে তোমাদের মাঝে উত্তম ছিল, ইসলামেও তারা উত্তম যদি তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হয়। আবু উসামাহ (رضي الله عنه) 'উবাইদুল্লাহর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। [৩৩৫৩] (আ.প্র. ৪৩২৮, ই.ফা. ৪৩২৮)

৩/১২/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ : ﴿يَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾.**

৬৫/১২/৩. **অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : (না, ইউসুফকে বাঘে খায়নি) বরং তোমরা নিজেদের মন থেকে একটি কাহিনী সাজিয়ে নিয়েছ। ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম।" (সূরাহ ইউসুফ ১২/১৮)**

﴿سَوَّلَتْ﴾ زَيَّنَتْ.

সুন্দর করে সাজিয়ে শোভনীয় করে দেখান।

৬৭১৭. **حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ**

الرُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ كُلُّ حَدِيثِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كُنْتَ بَرِيئَةً فَسَيِّرْتُكَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ أَلَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُؤَيِّي إِلَيْهِ قُلْتُ إِنَّي وَاللَّهِ لَا أَجِدُ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ إِنْ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴿العشر الآيات.

৪৬৯০. যুহরী (রহ.) 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র, সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব, 'আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্বাস এবং 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) "ইফক" সম্পর্কে أَهْلُ الْإِفْكِ যা বলেছেন, তা শুনেছি। অতঃপর আল্লাহ তাকে সবকিছু থেকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। (বর্ণনাকারীদের) একদল থেকে আমি হাদীসটির কিছু অংশ শুনেছি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) [আয়িশাহ (رضي الله عنها)-কে] বললেন, যদি তুমি নির্দোষ হয়ে থাক তবে অতিশীঘ্র আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন; আর যদি তোমার দ্বারা এ গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবাহ কর। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, আল্লাহর কসম! এ সময় আমি ইউসুফ (عليه السلام)-এর পিতা হিয়াকুব (عليه السلام)-এর উদাহরণ ব্যতীত আর কিছুই জবাব দেয়ার মতো খুঁজে পাচ্ছি না। (আমিও তাঁর মত বলছি) : সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা (আমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে) إِنْ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ সহ দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। [২৫৯৩] (আ.প্র. ৪৩২৯, ই.ফা. ৪৩২৯)

৬৭১. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ رُوْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَذَتْهَا الْحَمَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ قَالَتْ نَعَمْ وَقَعَدَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيْعْفُوبَ وَبَيْنِي ﷻ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا ط فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ط وَاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿

৪৬৯১. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর মাতা উম্মু রুমান (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (অপবাদ রটনার সময়) 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) আমাদের ঘরে জুরে আক্রান্ত ছিল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, সম্ভবত এ অপবাদের কারণে জুর হয়েছে। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, হ্যাঁ। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন, আমার এবং আপনাদের দৃষ্টান্ত হল হিয়াকুব (عليه السلام) এবং তাঁর পুত্র ইউসুফ (عليه السلام)-এর ন্যায়। [হিয়াকুব (عليه السلام) তাঁর ছেলেরদেরকে বললেন] বরং তোমরা এক মনগড়া কাহিনী সাজিয়ে নিয়ে এসেছ কাজেই "ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।" [৩৩৮৮] (আ.প্র. ৪৩৩০, ই.ফা. ৪৩৩০)

باب قَوْلِهِ : ٤/١٢/٦٥

৬৫/১২/৪. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَرَأَوْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ﴾

যে মহিলার ঘরে ইউসুফ ছিল, সে তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল। সে বলল : তোমাকে বলছি এদিকে এসো! (সূরাহ ইউসুফ ১২/২৩)

وَقَالَ عِكْرِمَةُ ﴿هَيْت لَكَ﴾ بِالْحُزْرَانِيَّةِ هَلُمَّ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ تَعَالَى.

ইকরামাহ বলেন, হَيْت্‌ আইস হুরানের ভাষা, ইবনু যুবায়র বলেন তَعَالَى এসো।

৬৭৯২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ هَيْت لَكَ قَالَ وَإِنَّمَا تَقْرُؤُهَا كَمَا عَلَّمْنَاهَا ﴿مَثْوَاهُ﴾ مُقَامُهُ ﴿وَأَلْفِيَا﴾ وَجَدَا أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ أَلْفَيْنَا وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ﴾.

৪৬৯২. ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস’উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, هَيْت্‌ আমরা সেভাবেই পড়তাম, যেভাবে আমাদের শিখানো হয়েছে। هَيْت্‌ তার দু’জনে পেল। এ থেকে أَلْفَوْا হতে পেশযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। (তিনি এভাবে পড়তেন)। (আ.প্র. ৪৩৩১, ই.ফা. ৪৩৩১)

৬৭৯৩. حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا أَبْطَلُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْإِسْلَامِ قَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِسَبِّكَ كَسَبِعَ يُوسُفَ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ قَالَ اللَّهُ ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ قَالَ اللَّهُ ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ أَفِيكْتَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَمَضَتْ الْبَطْشَةُ.

৪৬৯৩. ‘আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত। যখন কুরাইশগণ রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর ইসলামের দা’ওয়াত অস্বীকার করল, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে আরশ করলেন, হে আল্লাহ্! যেমনিভাবে আপনি ইউসুফ (عليه السلام)-এর সময় সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলেন, তেমনিভাবে ওদের ওপর দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ করুন। তারপর কুরাইশগণ এক বছর পর্যন্ত এমন দুর্ভিক্ষের মধ্যে আপতিত হল যে, সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল; এমনকি তারা হাড় পর্যন্ত খেতে শুরু করল; যখন কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে নজর করত, তখন আকাশ ও তার মধ্যে শুধু ধোঁয়া দেখত।

আল্লাহ্ বলেন, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ “সেদিনের অপেক্ষায় থাক, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে।” (সূরাহ দুখান ৪৪/১০)

আল্লাহ্ আরও বলেন : إِنَّكُمْ عَائِدُونَ : “আমি শান্তি কিছুটা সরিয়ে নিব, যেন তোমরা (পূর্বাবস্থায়) ফিরে আস”- (সূরাহ দুখান ৪৪/১৫)। কিয়ামাতের দিন তাদের থেকে আযাব দূর করা হবে কি? এবং دُخَانٌ ও بَطْشَةٌ এর ব্যাখ্যা আগে বলা হয়েছে। (১০০৭) (আ.প্র. ৪৩৩২, ই.ফা. ৪৩৩২)

৫/১২/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ :**

৬৫/১২/৫. **অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :**

﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فاسأله مَا بَالُ التَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ط إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (৫০)﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِنَّ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ط قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ

আর বাদশাহ বলল : তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তারপর দূত যখন তার কাছে এলো তখন সে বলল : তুমি ফিরে যাও তোমার মনিবের কাছে এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, ঐ রমণীদের কী অবস্থা যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। আমার রব অবশ্যই তাদের চক্রান্ত খুব অবগত আছেন। বাদশাহ রমণীদের বলল : তোমাদের ঘটনা কী? তোমরা যখন ইউসুফকে তোমাদের কামনা চরিতার্থ করার জন্য ফুসলিয়েছিলে? তারা বলল : অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! তার মধ্যে কোন দোষ আছে বলে আমরা জানতে পারিনি। (সূরাহ ইউসুফ ১২/৫০-৫১)

وَحَاشَىٰ وَحَاشَىٰ تَنْزِيَهُ وَاسْتِثْنَاءُ ﴿حَضْحَضَ﴾ وَضَحَّ.

এটা তَنْزِيَهُ এবং اسْتِثْنَاءُ এর জন্য। حَضْحَضَ প্রকাশ হয়ে গেল।

৬৭৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَبِثْتُ يُونُسُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ ﴿أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾.

৪৬৯৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা লূত (عليه السلام)-এর উপর রহম করুন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের চরম শত্রুতায় বাধ্য হয়ে, নিজের নিরাপত্তার জন্য শক্ত খুঁটি অর্থাৎ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। যতদিন পর্যন্ত ইউসুফ (عليه السلام) (বন্দীখানায়) ছিলেন, আমি যদি এভাবে বন্দীখানায় থাকতাম, তবে মুক্তি পাবার ডাকে অবশ্যই সাড়া দিতাম^{১০৮}। আমরা (সন্দেহভঞ্জন করার ব্যাপারে) ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর চেয়েও আগে বেড়ে যেতাম^{১০৯} যখন আল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে আমার মনের প্রশান্তির জন্য। [৩৩৭২] (আ.প্র. ৪৩৩৩, ই.ফা. ৪৩৩৩)

^{১০৮} মুক্তি পাওয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ আহ্বানকারীরা আহ্বানে সাড়া দিতাম। কিন্তু ইউসুফ ('আ.) তাঁর নির্দোষিতা ঘোষিত হওয়ার পূর্বে জেল থেকে মুক্ত হতে চাননি।

^{১০৯} এর দ্বারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ নাবীসুলভ বিনয়-নম্রতার প্রকাশ ঘটেছে।

৬/১২/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ﴾

৬৫/১২/৬. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : এমনকি যখন রসূলগণ নিরাশ হয়ে গেলেন। (সূরা ইউসুফ ১২/১১০)

৬৭৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُ وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ﴾ قَالَ قُلْتُ أَكُذِبُوا أَمْ كُذِّبُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كُذِّبُوا قُلْتُ فَقَدْ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ قَالَتْ أَجَلٌ لَعَمْرِي لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهَا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ لَمْ تَكُنْ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا قُلْتُ فَمَا هَذِهِ الْآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ فَظَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمْ الْبَصُرُ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ.

৪৬৯৫. 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) কে আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ﴾ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ আয়াতে শব্দটা 'কুড্বুবু' না 'কুড্বুবু' 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, 'কুড্বুবু' আমি জিজ্ঞেস করলাম, যখন আশ্বিয়ায়ে কিরাম পূর্ণ বিশ্বাস করে নিলেন, এখন তাদের সম্প্রদায় তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করবে, তখন الظَّن ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী? 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, হ্যাঁ, আমার জীবনের কসম! তারা পূর্ণ বিশ্বাস করেই নিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম 'কুড্বুবু' অর্থ কী দাঁড়ায়? 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, মা'আযাল্লাহ! রসূলগণ কখনও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা করতে পারেন না। আমি বললাম, তবে আয়াতের অর্থ কী হবে? তিনি বললেন, তারা রসূলদের অনুসারী, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং রসূলদের সত্য বলে স্বীকার করেছে, তারপর তাদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে (কাফেরদের) নির্যাতন চলেছে এবং আল্লাহর সাহায্য আসতেও অনেক দেরী হয়েছে, এমনকি যখন রসূলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছেন এবং রসূলদের এ ধারণা জন্মেছে যে, এখন তাঁদের অনুসারীরাও তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করবে, এমন সময় তাঁদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এল। [৩৩৮৯] (আ.প্র. ৪৩৩৪, ই.ফা. ৪৩৩৪)

৬৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَعَلَّهَا كُذِّبُوا مُحَقَّقَةً قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ نَحْوَهُ.

১১০ তাশ্দীদসহ না তাশ্দীদ ব্যতীত।

১১১ তাঁরা ধারণা করলেন অথবা ভাবলেন।

১১২ আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাই।

১১৩ যারা ঈমান এনেছিল।

৪৬৯৬. 'উরওয়াহ (عروة) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি 'আয়িশাহ (عائشة)-কে বললাম সম্ভবত
كُدُبُوا (তাখফীফ সহ)। তিনি বললেন, মা'আযাল্লাহ! এরূপ (২২৮১) | (আ.প্র. ৪৩৩৫, ই.ফা. ৪৩৩৫)

(১৩) سُورَةُ الرَّعْدِ

সূরাহ (১৩) : আর্-রা'দ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿كَبَّاسِطٌ كَفَّيْهِ﴾ مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ غَيْرَهُ كَمَثَلِ الْعِظَشَانِ
الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى ظِلِّ خَيْالِهِ فِي الْمَاءِ مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَ وَلَا يَقْدِرُ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿سَخَّرَ﴾ ذَلَّلَ
﴿مُتَجَاوِرَاتٌ﴾ مُتَدَانِيَاتٌ. [وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿مُتَجَاوِرَاتٌ﴾ طَبِيهَا عَذْبُهَا وَخَيْثُهَا السِّبَاخُ ﴿الْمَثَلَاتُ﴾
وَاحِدُهَا مَثَلَةٌ وَهِيَ الْأَشْبَاهُ وَالْأَمْثَالُ وَقَالَ ﴿إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا بِمِقْدَارٍ﴾ بِقَدْرِ يُقَالُ ﴿مُعَقَّبَاتٌ﴾
مَلَائِكَةٌ حَفَظَةٌ تُعَقِّبُ الْأَوَّلَى مِنْهَا الْأُخْرَى وَمِنْهُ قِيلَ الْعَقِيبُ أَيَّ عَقَّبْتُ فِي إِثْرِهِ ﴿الْمِحَالُ﴾ الْعُقُوبَةُ
﴿كَبَّاسِطٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ﴾ لِيَقْبِضَ عَلَى الْمَاءِ ﴿رَايِيَا﴾ مِنْ رَبِّا يَرْبُو ﴿أَوْ مَتَاعٌ رَبَّدٌ﴾ مِثْلُهُ الْمَتَاعُ مَا
تَمَتَّعَ بِهِ ﴿جُفَاءً﴾ يُقَالُ أَجْفَأْتُ الْقِدْرُ إِذَا غَلَّتْ فَعَلَّاهَا الرَّبْدُ ثُمَّ تَسَكَّنُ فَيَذْهَبُ الرَّبْدُ بِلَا مَنَفَعَةٍ
فَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ ﴿الْيَهَادُ﴾ الْفِرَاشُ ﴿يَدْرَعُونَ﴾ يَدْفَعُونَ ذَرَأَتَهُ عَنِّي دَفَعْتُهُ ﴿سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ﴾ أَيُّ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴿وَالْيَهُ مَتَابٌ﴾ تَوْبِي ﴿أَفَلَمْ يَيْئَسْ﴾ أَفَلَمْ يَتَّبِعْ ﴿قَارِعَةٌ﴾ دَاهِيَةٌ
﴿فَأَمَلَيْتُ﴾ أَطَلْتُ مِنَ الْمَلِيٍّ وَالْمِلَاوَةَ وَمِنْهُ ﴿مَلِيًّا﴾ وَيُقَالُ لِلْوَسِيعِ الطَّوِيلِ مِنَ الْأَرْضِ مَلَى مِنَ الْأَرْضِ
﴿أَشَقُّ﴾ أَشَدُّ مِنَ الْمَشَقَّةِ ﴿مُعَقَّبٌ﴾ مُعَيَّرٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مُتَجَاوِرَاتٌ﴾ طَبِيهَا وَخَيْثُهَا السِّبَاخُ ﴿صِنَوَانٌ﴾
التَّخْلَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي أَصْلِ وَاحِدٍ ﴿وَعَيْرُ صِنَوَانٍ﴾ وَخَذَهَا ﴿بِمَاءٍ وَاحِدٍ﴾ كَصَالِحِ بَنِي آدَمَ وَخَيْثُهُمْ أَبُوهُمْ وَاحِدٌ
﴿السَّحَابُ الْقِطَالُ﴾ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ﴿كَبَّاسِطٌ كَفَّيْهِ﴾ يَدْعُو الْمَاءَ بِلِسَانِهِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَلَا يَأْتِيهِ أَبَدًا.
﴿سَأَلَتْ أُوْدِيَةً بِقَدْرِهَا﴾ تَمَلَّا بَطْنَ كُلِّ وَادٍ ﴿رَبَّدًا رَايِيَا﴾ الرَّبْدُ رَبْدُ السَّيْلِ رَبْدٌ مِثْلُهُ حَبْتُ الْحَدِيدِ وَالْحَلِيَّةِ.

ইবনু 'আব্বাস (عروة) বলেন, কেউ হাত বাড়িয়ে দেয়। এটি মুশরিকের দৃষ্টান্ত
যারা 'ইবাদাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে শরীক করে। যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তি যে দূর থেকে পানি পাওয়ার
আশা করে, অথচ পানি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় না। অন্যেরা বলেন, سَخَّرَ سے অনুগত হল।”
﴿مُتَجَاوِرَاتٌ﴾ পরস্পর নিকটবর্তী হল। ﴿الْمَثَلَاتُ﴾ (উপমা, দৃষ্টান্ত) -এর বহুবচন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'ওরা
কি ওদের পূর্বে যা ঘটছে তারই অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে? ﴿بِمِقْدَارٍ﴾ নির্দিষ্ট পরিমাণ।
ফেরেশতা, যারা একের পর এক সকাল-সন্ধ্যায় বদলি হয়ে থাকে। যেমন عَقِيبٌ পিছনে (বদলি)। যেমন
বলা হয় ﴿إِثْرِهِ﴾ আমি তার পরে (বদলি) এসেছি। ﴿الْمِحَالُ﴾ শাস্তি إِلَى الْمَاءِ سے
﴿كَبَّاسِطٌ كَفَّيْهِ﴾ তাই পানির দিকে বাড়িয়ে দেয়, পানি পাওয়ার জন্য। رَبِّا (বর্ধনশীল)

جُفَاءً থেকে গঠিত। رَبُّهُ ফেনা, সর। الْمَتَاعُ যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, যা উপভোগ করা হয়। এরপর ঠাণ্ডা হয় এবং ফেনার বিলুপ্তি ঘটে। সেরূপ সত্য, বাতিল (মিথ্যা) থেকে আলাদা হয়ে থাকে।” يَذْرَؤُنَّ الْبِهَادُ বিছানা তারা প্রতিহত করে। دَرَأَتْهُ وَ دَفَعَتْهُ আমি তাকে দূরে হটিয়ে দিলাম। মালায়িকাহ বলবেন, سَلَامٌ أَقْلَمُ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। وَالْيَهُ مَتَابِ আমি তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করছি। فَأَمَلَيْتُ আমি অবকাশ দিয়েছি। قَارِعَةٌ আকস্মিক বিপদ فَارِعَةٌ-এটা কি তাদের কাছে প্রকাশ পায়নি, مَلِيًّا ব্যবহৃত। مَلِيًّا হতে পঠিত। সে অর্থে مَلِيًّا ব্যবহৃত। প্রশস্ত ও দীর্ঘ যমীনে مِنَ الْأَرْضِ বলা হয়। مَلِيًّا (অধিক কঠিন) مَشَقَّةً থেকে গঠিত। مُعَقَّبٌ পরিবর্তনশীল। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, مُتَجَاوِرَاتٌ অর্থ, কিছু জমি কৃষি উপযোগী এবং কিছু জমি কৃষির অনুপযোগী। আর তাতে একটা থেকে দুই বা ততোধিক খেজুর গাছ উৎপন্ন হয় এবং কতিপয় যমীনে পৃথক পৃথকভাবে উৎপন্ন হয়। সেরূপ অবস্থা আদম (عَلَيْهِ السَّلَامُ)-এর সন্তানদের। কেউ নেক্কার আর কেউ বদকার, অথচ সকলেই আদমের সন্তান। السَّحَابُ الْيَقَالُ পানিতে পূর্ণ মেঘমালা। كَبِاسِطٌ كَفَيْهِ তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি মুখ দিয়ে পানি চায় এবং হাত দিয়ে পানির দিকে ইশারা করে। তারপর সে সর্বদা তা থেকে বঞ্চিত থাকে। سَأَلَتْ أَوْدِيَّةً بِقَدْرِهَا নানাসমূহ তার পরিমাণ মারফিক প্রবাহিত হয়ে “বাতনে ওয়াদী”^{১১৪} কে ভরে দেয়। رَبْدًا رَابِيًا প্রবাহিত ফেনা। লোহা ও অলংকার উত্তপ্ত করা হলে যেমন ময়লা বের হয়ে আসে।

١/١٣/٦٥. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ﴾ غِيضٌ : نُفِصَ

৬৫/১৩/১. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আল্লাহ জানেন প্রত্যেক স্ত্রীলোক যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুর মধ্যে যা কিছু কম ও বেশী হয়ে থাকে তাও তিনি জানেন। (সূরাহ আর-রাদ ১৩/৮) غِيضٌ কমে গেল।

٤٦٩٧. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي النَّظْرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ.

৪৬৯৭. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'ইল্ম গায়েব-এর চাবিকাঠি পাঁচটি, যা আল্লাহ ভিন্ন কেউ জানে না। তা হলো : আগামী দিন কী হবে, তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। মায়ের জরায়ুতে কী আছে, তা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানে না। বৃষ্টি কখন আসবে, তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। কোন ব্যক্তি জানে না তার মৃত্যু কোথায় হবে এবং কিয়ামাত কবে সংঘটিত হবে, তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। (১০৩৯) (আ.প্র. ৪৩৩৬, ই.ফা. ৪৩৩৬)

فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ التَّخَلُّةُ فَلَمَّا قُتْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ يَا أَبَتَاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا التَّخَلُّةُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ قَالَ لَمْ أَرُكُمْ تَكَلِّمُونَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ لَأَنْ تَكُونَ فُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

৪৬৯৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, বল তো সেটা কোন বৃক্ষ, যা কোন মুসলিম ব্যক্তির মত, যার পাতা ঝরে না, এরূপ নয়, এরূপ নয়^{১১৫} এবং এরূপও নয় যা সর্বদা খাদ্য প্রদান করে। ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, আমার মনে হল, এটা খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু আমি দেখলাম আবু বাকর (رضي الله عنه) ও 'উমার (رضي الله عنه) কথা বলছেন না। তাই আমি এ ব্যাপারে বলা পছন্দ করিনি। শেষে যখন কেউ কিছু বললেন না, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সেটা খেজুর গাছ। পরে যখন আমরা উঠে গেলাম, তখন আমি 'উমার (رضي الله عنه)-কে বললাম, হে আব্বা! আল্লাহর কসম! আমার মনেও হয়েছিল, তা খেজুর বৃক্ষ। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, এ কথা বলতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? বললেন, আমি আপনাদেরকে কথা বলতে দেখলাম না, তাই আমি কথা বলতে এবং আমার মত ব্যক্ত করতে অপছন্দ করি। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, অবশ্য যদি তুমি বলতে, তবে তা আমার নিকট এত এত^{১১৬} থেকে অধিক প্রিয় হত। [৬১] (আ.প্র. ৪৩৩৭, ই.ফা. ৪৩৩৭)

باب : ﴿يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ ২/১৬/৬০

৬৫/১৪/২. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা শাস্বত বাণী^{১১৭} কালিমায়ে তাইয়্যিযায় ঈমান রাখে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (সূরাহ ইবরাহীম ১৪/২৭)

৬৭৭. حدثنا أبو الوليد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾.

৪৬৯৯. বারআ ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কবরে মুসলিমকে যখন প্রশ্ন করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দিবে : “লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াআল্লা মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ” আল্লাহর বাণীতে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাণীটি হলো এই : “যারা শাস্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন”- (সূরা ইবরাহীম ১৪/২৭)। [১৩৬৯] (আ.প্র. ৪৩৩৮, ই.ফা. ৪৩৩৮)

১১৫ বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য তিন প্রকারের- সর্বদা ফল ধরে থাকে, যার বীজ নষ্ট হয় না এবং যা দ্বারা সর্বদা উপকৃত হওয়া যায়।

১১৬ এত এত দ্বারা অনেক অনেক মূল্যবান বস্তু বুঝালেন।

১১৭ শাস্বত বাণী দ্বারা আল্লাহ মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বাক্যকে বোঝানো হয়েছে।

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا﴾

৬৫/১৪/৩. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা আল্লাহর নিয়ামাতের বদলে কুফরী করেছে। (সূরাহ ইবরাহীম ১৪/২৮)

أَلَمْ تَرَ أَلَمْ تَعْلَمْ كَقَوْلِهِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا النَّوَارِ﴾ الْهَلَاكُ بَارِئُورُ قَوْمًا بُورًا هَالِكِينَ.
 أَلَمْ تَرَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, أَلَمْ تَعْلَمْ (আপনি কি জানেন না) অথবা أَلَمْ تَرَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ আয়াতে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا النَّوَارِ ধ্বংস। এটা বَارِئُورُ থেকে গঠিত।
 ধ্বংসশীল সম্প্রদায়।

৬৭০০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ قَالَ هُمْ كَفَّارُ أَهْلِ مَكَّةَ.

৪৭০০. 'আত্বা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا তারা হল মাক্কাহর কাফিরগণ। [৩৯৭৭] (আ.প্র. ৪৩৩৯, ই.ফা. ৪৩৩৯)

(১০) سُورَةُ الْحَجْرِ

সূরাহ (১৫) : হিজর

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿صِرَاطَ عَلِيِّ مُسْتَقِيمٍ﴾ الْحَقُّ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيقُهُ ﴿وَاتَّهَمَا لِيَأْمَامَ مُبِينٍ﴾ عَلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لَعَمْرُكَ﴾ لَعَيْشَكَ ﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ أَنْكَرَهُمْ لَوْطٌ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿كِتَابٌ مَغْلُومٌ﴾ أَجَلٌ ﴿لَوْ مَا تَأْتَيْنَا﴾ هَلَّا تَأْتَيْنَا ﴿شَيْعٌ﴾ أُمَّمٌ وَلِلْأَوْلِيَاءِ أَيْضًا شَيْعٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿يُهْرَعُونَ﴾ مُسْرِعِينَ ﴿لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ لِلنَّاطِرِينَ ﴿سُكْرَتٌ﴾ غَشِيَتْ ﴿بُرُوجًا﴾ مَنَارِلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ﴿لَوَاقِحٌ﴾ مَلَاقِحَ مُلْقَحَةً ﴿حَمَاهُ﴾ جَمَاعَةٌ حَمَاهُ وَهُوَ الطَّيْنُ الْمُتَغَيَّرُ وَالْمَسْنُونُ الْمَضْبُوبُ ﴿تَوَجَّلُ﴾ تَخَفُ ﴿دَابِرٍ﴾ آخِرَ لِيَأْمَامَ مُبِينٍ الْإِمَامُ كُلُّ مَا اتَّخَمَتْ وَاهْتَدَيْتَ بِهِ ﴿الصَّيْحَةُ﴾ الْهَلَكَةُ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, صِرَاطَ عَلِيِّ مُسْتَقِيمٍ সঠিক পথ যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং তাঁর দিকে রয়েছে এ রাস্তা। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, لَعَمْرُكَ তোমার জীবনের কসম। قَوْمٌ مُنْكَرُونَ এমন সম্প্রদায়, যাদের লূত (عليه السلام) চিনেননি। অন্যেরা বলেন, كِتَابٌ مَغْلُومٌ নির্দিষ্ট সময়। لَوْ مَا تَأْتَيْنَا কেন আমার কাছে আসে না। شَيْعٌ বহু সম্প্রদায়। বন্ধুবর্গকেও শَيْعٌ বলা হয়। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, يُهْرَعُونَ তারা দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। لِلْمُتَوَسِّمِينَ প্রত্যক্ষকারীদেরকে জন্য سُكْرَتٌ ঢেকে দেয়া হয়েছে। চন্দ্র-সূর্যের মনযিল। بُرُوجًا অর্থাৎ (ভার-গর্ভ মেঘমালা), এটার একবচন جَمَاعَةٌ حَمَاهُ এর বহুবচন পচা কাদামাটি। تَوَجَّلُ ভীত হও। دَابِرٍ অর্থ-শেষাংশ। الْإِمَامُ যার তুমি অনুসরণ করবে, এবং যার দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছ। الصَّيْحَةُ ধ্বংস।

১/১০/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ﴾**

৬৫/১৫/১. **অধ্যায়:** আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর কেউ চুপিচুপি সংবাদ... শুনতে চাইলে তার পিছনে ছুটে জ্বলন্ত শিখা...। (সূরাহ হিজর ১৫/১৮)

১৭০১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ صَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانَ قَالَ عَلِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فُرِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرْفُو السَّمْعِ وَمُسْتَرْفُو السَّمْعِ هَكَذَا وَوَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَرَبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِيعَ قَبْلَ أَنْ يَرِي بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقُهُ وَرَبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى يَرِي بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوَهَا إِلَى الْأَرْضِ وَرَبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ فَتُلْقَى عَلَى فَمِ السَّاجِرِ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُصَدِّقُ فَيَقُولُونَ أَلَمْ نُخَيِّرْكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعْتَ مِنَ السَّمَاءِ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنُ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ وَرَادَ وَالكَاهِنِ وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ وَقَالَ عَلَى فَمِ السَّاجِرِ فُلْتُ لِسُفْيَانَ أَنْتَ سَمِعْتَ عَمْرًا قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ فُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى عَنْكَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ قَرَأَ قَرَأَ قَرَأَ قَرَأَ عَمْرُو فَلَا أُذْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لَا قَالَ سُفْيَانُ وَهِيَ قِرَاءَتُنَا.

৪৭০১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন মালায়িকাহ তাঁর কথা শোনার জন্য অতি বিনয়ের সঙ্গে নিজ নিজ পালক ঝাড়তে থাকে মসৃণ পাথরের উপর জিজিরের শব্দের মত। 'আলী (رضي الله عنه) বলেন, صَفْوَانَ এর মধ্যে ৗ সাকিন যুক্ত এবং অন্যরা বলেন, َ ফাতাহ যুক্ত। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী মালায়িকাহকে পৌছান। “যখন মালায়িকাহর অন্তর থেকে ভয় দূর হয়, তখন তারা একে অপররে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? তখন তারা বলে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন, এবং তিনি অতি উচ্চ মহান।” চুপি করে কান লাগিয়ে (শায়তুনরা) তা শুনে নেয়। শোনার জন্য শায়তুনগুলো একের ওপর এক এভাবে থাকে। সুফইয়ান ডান হাতের আঙ্গুলের ওপর অন্য আঙ্গুল রেখে হাতের ইশারায় ব্যাপারটি প্রকাশ করলেন। তারপর কখনও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ শ্রবণকারীকে তার সাথীর কাছে এ কথাটি পৌছানোর আগেই আঘাত করে এবং তাকে জ্বালিয়ে দেয়। আবার কখনও সে ফুলকি প্রথম শ্রবণকারী শায়তুন পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই সে তার নিচের

১১৮ আকাশের ফয়সালাসমূহ।

১১৯ আগুনের ফুলকি।

সাথীকে খবরটি জানিয়ে দেয়। এমনি করে এ কথা পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। কখনও সুফইয়ান বলেছেন, এমনি করে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর তা জাদুকরের মুখে টেলে দেয়া হয় এবং সে তার সঙ্গে শত মিথ্যা মিশিয়ে প্রচার করে। তাই তার কথা সত্য হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলতে থাকে, এ জাদুকর আমাদের কাছে অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছিল; বস্তুত আসমান থেকে শুনে নেয়ার কারণেই আমরা তা সত্যরূপে পেয়েছি। (আ.প্র. ৪৩৪০, ই.ফা. ৪৩৪০)

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। যখন আল্লাহর তা'আলা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন...এ বর্ণনায় কাহিন (জ্যোতির্বিদ কথাটি) অতিরিক্ত। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বর্ণনায় عَلِيٍّ فَمِ السَّاحِرِ (জাদুকরের মুখের ওপর) উল্লেখ করেছেন। 'আলী ইবনু 'আবদুল্লাহ বলেছেন, আমি সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি 'আমর থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইকরামাহ থেকে শুনে এবং তিনি (ইকরামাহ) বলেন, আমি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে শুনেছি। সুফইয়ান বলেন, হ্যাঁ। 'আলী বলেন, আমি সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি আপনার থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আমর ইকরামাহ থেকে; তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঠ করেছেন। সুফইয়ান বললেন, আমি 'আমরকে এভাবে পড়তে শুনেছি। তবে আমি জানি না, তিনি এভাবেই শুনেছেন কিনা; তবে এ-ই আমাদের পাঠ। [৪৮০০, ৭৪৮১] (আ.প্র. ৪৩৪১, ই.ফা. ৪৩৪১)

۲/۱۵/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾

৬৫/১৫/২. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : নিশ্চয় 'হিজরের' অধিবাসীও রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (সূরাহ হিজর ১৫/৮০)

۱۷۰۲. حدثنا إبراهيم بن المنذر حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.

৪৭০২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ (ﷺ) হিজরবাসীগণ^{২০} সম্পর্কে সহাবায়ে কিরামদের বললেন, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতিরেকে এ জাতির এলাকায় প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদের ক্রন্দন না আসে, তবে তোমরা তাদের এলাকায় প্রবেশই করবে না। হয়ত, তাদের ওপর যা ঘটেছিল তা তোমাদের ওপরও ঘটতে পারে। [৪৩৩] (আ.প্র. ৪৩৪২, ই.ফা. ৪৩৪২)

۳/۱۵/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ﴾

৬৫/১৫/৩. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর আমি তো আপনাকে দিয়েছি সাতটি আয়াত যা বারবার পাঠ করা হয় এবং দিয়েছি মহা কুরআন। (সূরাহ হিজর ১৫/৮৭)

১২০ 'হিজর' একটি উপত্যকা যেখানে 'সামুদ' সম্প্রদায় বাস করত।

১৭০৩. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمَعْلَى قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ.

৪৭০৩. আবু সাঈদ ইবনু মু'য়াল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আমি সলাত আদায় করছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিলেন। আমি সলাত শেষ না করে আসিনি। তারপর আমি বললাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, আমার কাছে আসতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল। আমি আসলাম, আমি সলাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি এ কথা বলেননি, “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দাও?” তারপর তিনি বললেন, আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগেই কি তোমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরাটি শিখিয়ে দেব না। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মসজিদ থেকে বের হতে উদ্যত হলেন, আমি তাকে কথাটি মনে করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, সে সূরাটি হল, “আল্ হামদুলিল্লাহি রাবিবল আলামীন।” এটি হল, বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহা কুরআন^{২১} যা আমাকে দেয়া হয়েছে। [৪৪৭৪] (আ.প্র. ৪৩৪৩, ই.ফা. ৪৩৪৩)

১৭০৪. حدثنا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ.

৪৭০৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, উম্মুল কুরআন^{২২} (সূরাহ ফাতিহা) হচ্ছে বারবার পঠিত সাতটি আয়াত^{২৩} এবং মহা কুরআন। (আ.প্র. ৪৩৪৪, ই.ফা. ৪৩৪৪)

৬/১০/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾

৬৫/১৫/৪. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা নানাভাবে কুরআনকে বিভক্ত করেছে।

(সূরাহ হিজর ১৫/৯১)

﴿الْمُفْتَسِمِينَ﴾ الَّذِينَ حَلَفُوا وَمِنْهُ ﴿لَا أُقْسِمُ﴾ أَيُّ أُقْسِمُ وَتَقْرَأُ لِأُقْسِمُ. ﴿وَأَسَمَهُمَا﴾ حَلَفَ لَهُمَا وَلَمْ يَحْلِفَا لَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿تَقَسَّمُوا﴾ تَحَالَفُوا.

لَا أَيُّ أُقْسِمُ অর্থাৎ لَا أُقْسِمُ আমি শপথ করছি এবং এ অর্থে أُقْسِمُ যারা শপথ করেছিল^{২৪} এবং এ অর্থে الْمُفْتَسِمِينَ (ইবলিস) শপথ করেছিল, দু'জনার কাছে। তারা দু'জন (আদম ও হাওয়া) তার জন্য শপথ করেনি। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, تَقَسَّمُوا তারা শপথ করেছিল।

১২১ সূরায়ে ফাতিহাকে 'মহা কুরআন' বলা হয়েছে। কারণ, কুরআনের সকল বিষয়বস্তুর মূল কথা এর মধ্যে রয়েছে।

১২২ 'উম্মুল কুরআন' বলা হয় সূরাহ ফাতিহাকে। কুরআন মাজীদের সকল বিষয়বস্তু এর মধ্যে সংক্ষেপে রয়েছে বলে 'উম্মুল কুরআন' অর্থাৎ 'কুরআনের মা' বলা হয়।

১২৩ পূর্বে হাদীসের টীকা দ্র।

৬৭০৫. **حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَاءُ فَآمَنُوا بَعْضُهُ وَكَفَرُوا بَعْضُهُ.**
 ৪৭০৫. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। “যারা কুরআনকে ভাগ করে ফেলেছে।” এরা হল আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-নাসারা)। তারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলেছে। তারা কোন অংশের ওপর বিশ্বাস এনেছে এবং কোন অংশকে অস্বীকার করেছে। [৩৯৪৫] (আ.প্র. ৪৩৪৫, ই.ফা. ৪৩৪৫)

৬৭০৬. **حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَلْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ قَالَ آمَنُوا بَعْضٌ وَكَفَرُوا بَعْضُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.**
 ৪৭০৬. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা কিছু অংশের উপর ঈমান আনে আর কিছু অংশ অস্বীকার করে। এরা হল ইয়াহুদী ও নাসারা। [৩৯৪৫] (আ.প্র. ৪৩৪৬, ই.ফা. ৪৩৪৬)

০৫/১০/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

৬৫/১৫/৫. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর আপনার রবের 'ইবাদাত করতে থাকুন যে পর্যন্ত না আপনার কাছে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। (সূরা হিজর ১৫/৯৯)

قَالَ سَالِمٌ ﴿الْيَقِينُ﴾ الْمَوْتُ.

সালিম বলেন, (এখানে) يَقِينٌ মৃত্যু।

(১৬) سُورَةُ النَّحْلِ

সূরাহ (১৬) : নাহল

﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ جِبْرِيلُ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿فِي صَیْقٍ﴾ يُقَالُ أَمْرٌ صَیْقٌ وَصَیْقٌ مِثْلُ هَيْنٍ وَهَيْنٍ وَلَیْنٍ وَلَیْنٍ وَمَیْتٍ وَمَیْتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ تَتَهَيَّأُ سُبُلُ رَبِّكَ ذُلَالًا لَا يَتَوَعَّرُ عَلَيْهَا مَكَانٌ سَلَكَتُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿فِي تَقْلِيهِمْ﴾ اخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿تَمِيدٌ﴾ تَكَمُّاً ﴿مُفْرَطُونَ﴾ مَنْسِيُونَ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هَذَا مُقَدَّمٌ وَمَوْخَرٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَمَعْنَاهَا الْإِعْتِصَامُ بِاللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُسِيمُونَ تَرَعَوْنَ شَاكِلَتِهِ نَاجِيَتِهِ ﴿قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ الْبَيَانُ ﴿الذِّفَاءُ﴾ مَا اسْتَدْقَاتُ ﴿تُرِيحُونَ﴾ بِالْعَيْشِيِّ ﴿وَتَسْرَحُونَ﴾ بِالْعِدَاةِ ﴿بِشِقِّ﴾ يَعْنِي الْمَسْقَةَ ﴿عَلَى تَخَوُّفٍ﴾

১২৪ যারা শপথ করেছিল, তারা হল- ইয়াহুদী ও নাসারা। কারও মতে, সে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা লৃত (আ.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল।

১৭০৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْمُرُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو أَعْوُدُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْدَلِ الْعُمْرِ وَعَدَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

৪৭০৭. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ দু'আ করতেন (হে আল্লাহ!) আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, অলসতা থেকে, চলৎশক্তিহীন বয়স থেকে, কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। [২৮২৩] (আ.প্র. ৪৩৪৭, ই.ফা. ৪৩৪৭)

(১৭) سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

সূরাহ (১৭) : বানী ইসরাঈল

: بَاب ١/١٧/٦٥

৬৫/১৭/১. অধ্যায়:

১৭০৮. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَرِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرَمٍ إِنَّهُمْ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَّلِ وَهُمْ مِنْ تِلَادِي فَسَيُغْضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَهْزُونَ وَقَالَ غَيْرُهُ نَعَضَتْ سِنَّكَ أَي تَحَرَّكَتْ.

৪৭০৮. ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরাহ বানী ইসরাঈল, কাহাফ এবং মারইয়াম প্রথমে নাযিল হওয়া অতি উত্তম সূরা! এগুলো আমার পুরানো রক্ষিত সম্পদ। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, فَسَيُغْضُونَ تَارَا তাদের মাথা নাড়াবে। অন্য হতে বর্ণিত- نَعَضَتْ তোমার দাঁত নড়ে গেছে। (আ.প্র. নাই, ই.ফা. ৪৩৪৮ প্রথমাংশ)

: بَاب ٢/١٧/٦٥

৬৫/১৭/২. অধ্যায়:

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أَخْبَرْنَاَهُمْ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ وَالْقَضَاءُ عَلَىٰ وُجُوهِ ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ أَمْرَ رَبِّكَ وَمِنَهُ الْحُكْمُ ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ وَمِنَهُ الْخُلُقُ ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾

﴿نَفِيرًا﴾ مَن يَنْفِرُ مَعَهُ ﴿مَيْسُورًا﴾ لَيْتِنَا ﴿وَلِيَتَّبِعُوا﴾ يُدَمِّرُوا مَا عَلَوْا ﴿حَصِيرًا﴾ تَحْبِيسًا تَحْصَرًا ﴿حَقًّا﴾ وَجَبَ ﴿خَطْئًا﴾ إِنَّمَا وَهُوَ اسْمٌ مِنْ خَطِئَتْ وَالْخَطَأُ مَفْتُوحٌ مَصْدَرُهُ مِنَ الْإِثْمِ خَطِئْتُ بِمَعْنَى أَخْطَأْتُ ﴿تَحْرُوقًا﴾ تَقَطَّعَ ﴿وَإِذْ هُمْ تَجْرِي﴾ مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ ﴿رُقَاتًا﴾ خُطَامًا ﴿وَاسْتَفْرِزُوا﴾ اسْتَخَفَّ بِحَيْلِكَ الْفَرَسَانَ وَالرَّجُلَ وَالرَّجَالَ الرَّجَالَةَ وَاجِدْهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ ﴿حَاصِبًا﴾ الرِّيحُ الْعَاصِيفُ وَالْحَاصِبُ أَيْضًا مَا تَرْتَبِي بِهِ الرِّيحُ وَمِنَهُ حَصَبٌ جَهَنَّمَ يُرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ وَهُوَ

حَصْبُهَا وَقَالَ حَصَبٌ فِي الْأَرْضِ ذَهَبٌ وَالْحَصْبُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَصْبَاءِ وَالْحِجَارَةِ ﴿تَارَةً﴾ مَرَّةً وَجَمَاعَتُهُ تَبِيرَةٌ وَتَارَاتٌ ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ﴾ لَأَسْتَأْصِلَنَّهُمْ يُقَالُ احْتَنَّكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلَانٍ مِنْ عِلْمٍ اسْتَفْصَاهُ ﴿طَائِرَةٌ﴾ حَطَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّ ﴿سُلْطَانٍ﴾ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حُجَّةٌ ﴿وَلِيٌّ مِنَ الدَّلِّ﴾ لَمْ يُخَالِفْ أَحَدًا.

আমি বানী ইসরাঈলকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তারা শীঘ্রই বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন الْقَضَا তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন। ‘ফয়সালা’ অর্থে, যেমন বলা হয়েছে- إِنْ رَبِّكَ يَفْضِي بَيْنَهُمْ নিশ্চয় তোমার রব তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন’, এবং ‘সৃষ্টি করা’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন- سَمِعَ سَمَوَاتٍ سَاطِعَةً সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান। نَفِيرًا দল। ১২৬ যারা তার সঙ্গে চলে। وَلِيَّتَيْرُوا তাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণ খতম করার জন্য। حَصِيرًا বন্দীখানা। وَالْحَطُّ এবং اسْمٌ থেকে خَطِئْتُ থেকে পাপ। এটা مِسْوَرًا অনিবার্য হয়েছে। فَحَقُّ (জবর সহকারে) তার মাসদার গুনাহের অর্থে। خَطِئْتُ আমি পাপ করেছি। لَنْ تَحْرُقَ কখনও বিদীর্ণ করতে পারবে না। وَإِذْ هُمْ نَجْوَى এটি مَضْرُورًا থেকে نَاجِيَتْ এর দ্বারা তাদের (জালিমদের) অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থ পরস্পর কানাঘুসা করছে। وَاسْتَفْزِرُوا وَاسْتَفْزِرُوا চূর্ণ-বিচূর্ণ। উত্তেজিত কর। بِحَيْلِكَ তোমার অশ্বারোহী দ্বারা الرَّجَالِ الرَّجَالَةَ (পদাতিক বাহিনী) এর একবচন رَجُلٌ যেমন صَاحِبٌ এর বহুবচন صَاحِبٌ এবং نَاجِرٌ এর বহুবচন نَجْرٌ প্রবাহিত প্রচণ্ড বাতাস এবং حَاصِبٌ যা ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহিত করে। এর থেকেই حَصَبٌ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ তারা হচ্ছে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত বস্তু। حَصَبٌ فِي الْأَرْضِ যমীনে চলে গেছে। حَصْبَاءُ الْحَصْبُ থেকে গঠিত। অর্থ পাথরগুলো। تَارَةً একবার। তার বহুবচন طَائِرَةٌ وَتَبِيرَةٌ- تَارَاتٌ- لَأَحْتَنِكَنَّ তাদের সমূলে উৎপাটিত করব। বলা হয় إِنْ رَبِّكَ يَفْضِي بَيْنَهُمْ অর্থাৎ অন্যের যে ইল্ম ছিল তা সে সবটুকু হাসিল করে নিয়েছে। طَائِرَةٌ তার ভাগ্য। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, কুরআন মাজীদে যত জায়গায় سُلْطَانٍ শব্দ রয়েছে, তার অর্থ প্রমাণ। وَلِيٌّ مِنَ الدَّلِّ অর্থাৎ দুঃখ-দৈন্যের কারণে কারো সঙ্গে তার বন্ধুত্ব করতে পারে না। (আ.প্র. নাই, ই.ফা. ৪৩৪৮)

۳/۱۷/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

৬৫/১৭/৪. অধ্যায়: আন্বাহ তা’আলার বাণী : যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/১)

۴۷۰۹. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنَبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ بِإِيلِيَاءَ بَقْدَحَيْنِ مِنْ حَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْحَمْرَ عَوْتَ أُمَّتِكَ.

৪৭০৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাতে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বাইতুল মাকদাসে ভ্রমণ করানো হয়, সে রাতে তাঁর সামনে দু'টি পেয়ালা রাখা হয়েছিল। তার একটিতে ছিল শরাব এবং আরেকটিতে ছিল দুধ। তিনি উভয়টির দিকে তাকালেন এবং দুধ বেছে নিলেন। তখন জিবরীল (جبرئيل) বললেন, সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি আপনাকে স্বাভাবিক পথ দেখিয়েছেন। যদি আপনি শরাব বেছে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মাত অবাধ্য হয়ে যেত। [৩৩৯৪] (আ.প্র. ৪৩৪৮, ই.ফা. ৪৩৪৯)

٤٧١٠. حَرْنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَمَّا كَدَّبْتَنِي فُرَيْشٌ فَمُتَّ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَظَفِفْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ زَادَ يَغْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِيهِ لَمَّا كَدَّبْتَنِي فُرَيْشٌ حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَحْوَهُ ﴿قَاصِفًا﴾ رِيحٌ تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ.

৪৭১০. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যখন কুরায়শরা (মিরাজের ঘটনায়) আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে লাগল, তখন আমি হিজরে^{২৭} দাঁড়ালাম। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মাকদাসকে আমার সামনে পেশ করে দিলেন। আমি তা দেখে তার সকল নিশানা তাদের বলে দিতে লাগলাম। ইয়াকুব ইবনু ইব্রাহীম ইবনু শিহাব সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। যখন কুরায়শরা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে লাগল, সেই ঘটনার ব্যাপারে যখন আমাকে বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল--- পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করেন। এমন যা সবকিছু চুরমার করে দেয়। আমাকে বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানোর ঘটনাটি যখন কুরায়শরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে লাগল। [৩৮৮৬] (আ.প্র. ৪৩৪৯, ই.ফা. ৪৩৫০)

٤/١٧/٦٥. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

৬৫/১৭/৪. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আমি তো আদাম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৭০)

﴿كَرَّمْنَا﴾ وَأَكْرَمْنَا وَاحِدٌ ﴿ضِعْفُ الْحَيَاةِ﴾ عَذَابُ الْحَيَاةِ ﴿وَضِعْفُ الْمَمَاتِ﴾ عَذَابُ الْمَمَاتِ ﴿خِلَافِكَ﴾ وَخِلَافِكَ سَوَاءٌ ﴿وَتَأَى﴾ تَبَاعَدَ ﴿شَاكِلِيهِ﴾ نَاحِيَتِهِ وَهِيَ مِنْ شَكْلِهِ ﴿صَرَفْنَا﴾ وَجْهَنَا ﴿قَبِيلًا﴾ مُعَايَنَةً وَمُقَابَلَةً وَقَبْلَ الْقَابِلَةِ لِأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا وَتَقَبَّلَ وَلَدَهَا ﴿خَشِيَةَ الْإِثْقَاقِ﴾ أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمَلَوْ وَتَفَقَّ الشَّيْءُ ذَهَبَ ﴿مَقْتُورًا﴾ مُقْتَرًا ﴿لِلْأَذْقَانِ﴾ مُجْتَمِعَ اللَّحْيَيْنِ وَالْوَاحِدُ ذَقَنَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مَقْتُورًا﴾ وَافْرًا ﴿تَبِيْعًا﴾ نَائِرًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿نَصِيرًا حَسَتْ﴾ طَفَيْتَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لَا تُبْدِنَ﴾ لَا تُنْفِقُ فِي الْبَاطِلِ ﴿ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ﴾ رَزَقَ ﴿مَثْبُورًا﴾ مَلْعُونًا ﴿لَا تَقْفُ﴾ لَا تَقُلْ ﴿فَجَاسُوا﴾ تَيَمَّمُوا ﴿يُزْجِي﴾ الْفُلْكَ يُجْرِي الْفُلْكَ يَجْرُونَ لِلْأَذْقَانِ لِلْوَجُوهِ.

১২৭ হিজর-বায়তুল্লাহর মিযাবে রাহমাতের নিচে যে অংশটি পাথর দিয়ে ঘেরা তাকে হিজর বলা হয়।

كَرَّمْنَا এবং أَكْرَمْنَا উভয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ضَعْفُ الْحَيَاةِ দুনিয়ার জীবনের শাস্তি, মৃত্যুর শাস্তি خِلَافَكَ এবং خَلْفَكَ উভয় একই অর্থে। (অর্থাৎ-তোমার পিছনে) نَأَى দূরীভূত হল। شَاكِلَةٌ নিজ প্রকৃতি মুতাবিক। এটি شَكْلُهُ থেকে উপন্ব। صَرَّفْنَا আমরা অভিমুখী করেছি। قَبِيلًا চাক্ষুষ এবং সম্মুখে। বলা হয় قَابِلُهُ (ধাত্রী যেহেতু প্রসূতির সামনে থাকে এবং সন্তান ধারণ করে। وَخَشِيَةَ الْإِنْتِقَانِ খরচের ভয় ذَقْنُ أَذْقَانٍ অতি কৃপণ। أَتَى قَتُورًا জিনিসটি চলে গেল। أَنْفَقَ الرَّجُلُ এর বহুবচন, যার অর্থ হল, উভয় চোয়ালের সংযোগস্থল। مُجَاهِدٌ (রহ.) বলেন مَوْفُورًا পূর্ণ। تَبِعًا প্রতিশোধ গ্রহণকারী। إِبْنُ 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, এর অর্থ সাহায্যকারী। خَبَثٌ নিভিয়ে যায়। إِبْنُ 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, لَا تُبَدِّرُ لَا অপব্যয় করো না। اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ رُجْزٍ আশায়। مَثْبُورًا অভিশপ্ত। لَا تَقْفُ বলো না। فَجَّاسُوا প্রতিজ্ঞা করেছে। يُزْجِي الْفُلُوكَ নৌকা চালনা করছে। لِلْأَذْقَانِ মুখমণ্ডল (ভূমিতে লুটিয়ে দেয়)।

۵/۱۷/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾

৬৫/১৭/৫. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার বিস্তাশালী লোকদেরকে নেক কাজ করতে আদেশ করি। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/১৬)

৬৭১১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمَرَ بَنُو فُلَانٍ حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ أَمَرَ.

৪৭১১. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলীয়াতের যুগে কোন গোত্রের লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে আমরা বলতাম- أَمَرَ بَنُو فُلَانٍ অমুক গোত্রের সংখ্যা বেড়ে গেছে। (আ.প্র. ৪৩৫০, ই.ফা. ৪৩৫১) হুমাইদী সুফইয়ান থেকে বর্ণনা করেন বলেন, أَمَرَ (মীম কাস্‌রাহ্ যুক্ত)। (আ.প্র. ৪৩৫০, ই.ফা. ৪৩৫২)

۳/۱۷/۶۵. بَابُ: ﴿دُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾

৬৫/১৭/৬. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা তো তাদের সন্তান যাদের আমি নূহের (আঃ) সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয় নূহ (عليه السلام) ছিল শোকরগুজার বান্দা। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৩)

৬৭১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُنِي بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الدِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَتَهَشَّ مِنْهَا نَهْشَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَذَرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأُولَيْنِ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ وَيَنْفَعُهُمُ الْبَصَرَ وَتَذَرُونَ الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْعَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا

يُطِئُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ
 فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِأَدَمَ فَيَأْتُونَ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ
 بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا
 تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغْنَا فَيَقُولُ أَدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
 مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ
 نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ
 أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ
 بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى
 إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا
 تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
 مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى
 غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَصَلِّكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ
 عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ
 قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى
 غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاهَا إِلَى
 مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلِمَتُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ
 رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكَرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي
 نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ
 وَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَأَنْطَلِقُ فَاتِي
 تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَمَامِيهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ
 عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا
 رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
 وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ
 مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجَمِيمَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى.

৪৭১২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সামনে গোশত আনা হল এবং তাঁকে সামনের রান পরিবেশন করা হল। তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি তার থেকে কামড়ে খেলেন। এরপর বললেন, আমি হব কিয়ামাতের দিন মানবকূলের নেতা। তোমাদের কি জানা আছে তা কেন? কিয়ামাতের দিন আগের ও পরের সকল মানুষ এমন এক ময়দানে জমায়েত হবে, যেখানে একজন আহ্বানকারীর আহ্বান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই এক সঙ্গে দৃষ্টিগোচর করবে। সূর্য নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমনি কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে যা অসহনীয় ও অসহ্যকর হয়ে পড়বে। তখন লোকেরা বলবে, তোমরা কী বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, তা কি দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন? কেউ কেউ অন্যদের বলবে যে, আদামের কাছে চল। তখন সকলে তার কাছে এসে তাঁকে বলবে, আপনি আবুল বাশার^{১২৯}। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে নিজ হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর রুহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং মালায়িকাহকে হুকুম দিলে তাঁরা আপনাকে সাজদাহ করেন। আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কী অবস্থায় পৌঁছেছি। তখন আদাম (ﷺ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি অমান্য করেছি, নফসী, নফসী, নফসী, (আমি নিজেই সুপারিশ প্রার্থী) তোমরা অন্যের কাছে যাও, তোমরা নূহ (ﷺ)-এর কাছে যাও। তখন সকলে নূহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলবে, হে নূহ (ﷺ)! নিশ্চয়ই আপনি পৃথিবীর মানুষের প্রতি প্রথম রসূল।^{১৩০} আর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আমার রব আজ এত ভীষণ রাগান্বিত যে, আগেও এমন রাগান্বিত হননি আর পরে কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণযোগ্য দু'আ ছিল, যা আমি আমার কওমের ব্যাপারে করে ফেলেছি, (এখন) নফসী, নফসী, নফসী। তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও তোমরা ইব্রাহীম (ﷺ)-এর কাছে। তখন তারা ইব্রাহীম (ﷺ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ইব্রাহীম (ﷺ)! আপনি আল্লাহ্র নাবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আপনি আল্লাহ্র বন্ধু^{১৩১}। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি তাদের বলবেন, আমার রব আজ ভীষণ রাগান্বিত; যার আগেও কোন দিন এরূপ রাগান্বিত হননি, আর পরেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো তিনটি মিথ্যা বলে ফেলেছিলাম। রাবী আবু হাইয়ান তাঁর বর্ণনায় এগুলোর উল্লেখ করেছেন- (এখন) নফসী, নফসী, নফসী, তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও মুসার কাছে। তারা মুসার কাছে এসে বলবে, হে মুসা (ﷺ)! আপনি আল্লাহ্র রসূল। আল্লাহ্ আপনাকে রিসালাতের সম্মান দিয়েছেন এবং আপনার সঙ্গে কথা বলে সমস্ত মানবকূলের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না

১২৯ 'আবুল বাশার' অর্থ মানব জাতির পিতা।

১৩০ প্রথম নাবী হচ্ছেন আদাম (ﷺ) আর প্রথম রসূল হচ্ছেন নূহ (ﷺ)।

১৩১ 'খালীলুল্লাহ' উপাধি একমাত্র আপনার।

আমরা किसের মধ্যে আছি? তিনি বললেন, আজ আমার রব ভীষণ রাগান্বিত আছেন, এরূপ রাগান্বিত আগেও হননি এবং পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম, যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এখন নফসী, নফসী, নফসী। তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও ঈসা (ﷺ)-এর কাছে। তখন তারা ঈসা (ﷺ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ঈসা (ﷺ)! আপনি আল্লাহর রসূল এবং কালিমাহ^{১০২}, যা তিনি মারইয়াম (ﷺ)-এর উপর টেলে দিয়েছিলেন। আপনি 'ক্বহ'^{১০৩}। আপনি দোলনায় থেকে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। আজ আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা किसের মধ্যে আছি? তখন ঈসা (ﷺ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত যে, এর আগে এরূপ রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোন গুনাহর কথা বলবেন না। নফসী, নফসী, নফসী, তোমরা অন্য কারও কাছে যাও- যাও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে। তারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আপনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নাবী। আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের, পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা किसের মধ্যে আছি? তখন আমি আরশের নিচে এসে আমার রবের সামনে সাজদাহ দিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের এমন সুন্দর নিয়ম আমার সামনে খুলে দিবেন, যা এর পূর্বে অন্য কারও জন্য খোলেননি। এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! তোমার মাথা উঠাও। তুমি যা চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। এরপর আমি আমার মাথা উঠিয়ে বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান পার্শ্বের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। এ দরজা ব্যতীত অন্যদের সঙ্গে অন্য দরজায় ও তাদের প্রবেশের অধিকার থাকবে। তারপর তিনি বলবেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার শপথ! জান্নাতের এক দরজার দুই পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থানের প্রশস্ততা যেমন মক্কাহ ও হামীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব, অথবা মক্কা ও বসরার মাঝে দূরত্বের সমতুল্য। [৩৩৪০] (আ.প্র. ৪৩৫১, ই.ফা. ৪৩৫৩)

﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَيْبُورًا﴾ . ۷/۱۷/۶০ . بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/১৭/৭. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর দাউদকে দান করেছি যাবূর। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৫৫)

৪৭১৩. حدثني إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حُقِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَائِيهِ لِئُشْرَجَ فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ يَعْنِي الْقُرْآنَ.

১০২ 'কালিমাহ'-এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, كُن শব্দ। যেহেতু এ শব্দটি বলার সঙ্গে সঙ্গে ঈসা ('আ.) আল্লাহর কুদরতে মাতৃগর্ভে আসেন। তাই তাকে 'তার কালিমাহ' (আল্লাহর কালিমাহ) বলা হয়।

১০৩ যেহেতু আল্লাহর নির্দেশে তার মাতৃগর্ভে এসেছিলেন সেহেতু তাকে ক্বহগাহ বলা হয়।

৪৭১৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, দাউদ (عليه السلام)-এর ওপর (যাবুর) পড়া এত সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তিনি তার সওয়ারীর উপর জিন বাঁধার জন্য আদেশ দিতেন; জিন বাঁধা শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি তার উপর যা অবতীর্ণ তা পড়ে ফেলতেন। [২০৭৩] (আ.প্র. ৪৩৫২, ই.ফা. ৪৩৫৪)

۸/۱۷/۶۵. بَاب : ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾

৬৫/১৭/৮. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : বলুন : তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে মা'বুদ মনে কর, তাদেরকে ডাক, অথচ তারা তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৫৬)

৬৭১৪. حدثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْحَيِّ فَاسْلَمَ الْحَيُّ وَتَمَسَّكَ هَؤُلَاءِ بِيَدَيْهِمْ زَادَ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾

৪৭১৪. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, কিছু মানুষ কিছু জিনের 'ইবাদাত করত। সেই জিনেরা তো ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। আর ঐ লোকজন তাদের (পুরাতন) ধর্ম আঁকড়ে রইল। আশজা'যী সুফইয়ানের সূত্রে আ'মাশ (رضي الله عنه) থেকে قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ আয়াতটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন। [৪৭১৫, মুসলিম ৫৪/৪, হাঃ ৩০৩০] (আ.প্র. ৪৩৫৩, ই.ফা. ৪৩৫৫)

۹/۱۷/۶۵. بَاب قَوْلِهِ : ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ الْآيَةَ.

৬৫/১৭/৯. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের নৈকট্য অর্জনের উপায় তালাশ করে। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৫৭)

৬৭১৫. حدثنا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ قَالَ : نَاسٌ مِنَ الْحَيِّ يُعْبُدُونَ فَاسْلَمُوا.

৪৭১৫. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, কিছু লোক জিনের পূজা করত। পরে জিনগুলো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। [৪৭১৪] (আ.প্র. ৪৩৫৪, ই.ফা. ৪৩৫৬)

۱۰/۱۷/۶۵. بَاب : ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾

৬৫/১৭/১০. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আমি আপনাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছি তা (এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও) শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৬০)

১৭১৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أَرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ ﴿وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ﴾ شَجْرَةُ الرَّقُومِ.

৪৭১৬. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতে رُؤْيَا (স্বপ্নে দেখা নয়, বরং) চোখ দ্বারা সরাসরি দেখা বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মিরাজের রাতে সরাসরি দেখানো হয়েছিল। আর এখানে الشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ (অভিশপ্ত বৃক্ষ) বলতে 'যাক্কুম'^{১০৪} বৃক্ষ বোঝানো হয়েছে। [৩৮৮৮] (আ.প্র. ৪৩৫৫, ই.ফা. ৪৩৫৭)

۱۱/۱۷/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

৬৫/১৭/১১. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : নিশ্চয় ফাজ্রের সলাতে (মালায়িকার উপস্থিতির সময়) কুরআন পাঠ সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করা হয়। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৭৮)

قَالَ مُجَاهِدٌ صَلَاةَ الْفَجْرِ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, الفَجْرِ দ্বারা এখানে 'সলাতে ফাজ্র' বোঝানো হয়েছে।

১৭১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضَّلُ صَلَاةَ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسَ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَفْرَهُؤَا إِن شِئْتُمْ ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾.

৪৭১৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, জামা'আতের সঙ্গে সলাত আদায় করার ফাযীলাত একাকী সলাত পড়ার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী। আর ফাজ্রের সলাতে রাতের মালায়িকা এবং দিনের মালায়িকা সমবেত হয় (এ প্রসঙ্গে) আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়ে নিতে পার। ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (নিশ্চয় কায়ম করবে) "ফাজ্রের সলাত, ফাজ্রের সলাত" সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করা হয়। [১৭৬] (আ.প্র. ৪৩৫৪, ই.ফা. ৪৩৫৮)

۱۲/۱۷/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾.

৬৫/১৭/১২. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আশা করা যায়, আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদে প্রতিষ্ঠিত করবেন। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৭৯)

^{১০৪} 'যাক্কুম'; বৃক্ষ, যা জাহান্নামীদের খাদ্য হবে। আল্লাহর বাণী "নিশ্চয়ই 'যাক্কুম' বৃক্ষ হবে পাপীদের খাদ্য। গলিত তাম্বের ক্ষত, তা তাদের উদরে ফুটতে থাকবে"- (সূরাহ আল-ফুরকান ২৫/৪৩-৪৫)। জাহান্নামের এ বৃক্ষ এবং 'মিরাজ উভয়ই অলৌকিক ব্যাপার। আল্লাহ পরীক্ষা করেন। কে এটা বিশ্বাস করে, আর কে করে না।

১৭১৮. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَسْمَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُنًّا كُلُّ أُمَّةٍ تَتَّبِعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلَانُ اشْفَعْ يَا فُلَانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ.

৪৭১৮. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামাতের দিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেক নাবীর উম্মাত স্বীয় নাবীর অনুসরণ করবে। তারা বলবে : হে অমুক (নাবী)! আপনি সুপারিশ করুন। হে অমুক (নাবী)! আপনি সুপারিশ করুন। (কেউ সুপারিশ করতে চাইবেন না)। শেষ পর্যন্ত সুপারিশের দায়িত্ব নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর পড়বে। আর এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাকামে মাহমূদ^{১৩৫}-এ পৌছাবেন। [১৪৭৫] (আ.প্র. ৪৩৫৭, ই.ফা. ৪৩৫৮)

১৭১৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ التَّيْدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৪৭১৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার পর এ দু'আ পড়বে, “হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বানের এবং প্রতিষ্ঠিত সলাতের রব, মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ওয়াসীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান কর, প্রতিষ্ঠিত কর তাঁকে মাকামে মাহমূদে, যার ওয়াদা তুমি করেছ” কিয়ামাতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত অবধারিত হয়ে যাবে। এ হাদীসটি হামযা ইবনু 'আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। [৬১৪] (আ.প্র. ৪৩৫৮, ই.ফা. ৪৩৬০)

۱۳/۱۷/۶۵. بَابُ : ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

৬৫/১৭/১৩. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : অতঃপর বলুন : সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৮১)

﴿يَزْهَقُ﴾ : يَهْلِكُ.

يَزْهَقُ ধ্বংস হবে।

১৭২০. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي حَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ النَّبِيِّ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ نُصِبَ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

১৩৫ 'মাকামে মাহমূদ' হচ্ছে একমাত্র রাসূলুল্লাহ এর জন্য জান্নাতে এক বিশেষ মর্যাদার স্থান যা আর কাউকে দেয়া হবে না। মাকামে মাহমূদ এর অনুবাদ প্রশংসিত স্থান করলে এর পূর্ণ ভাব আদায় হয় না বিধায় একে মাকামে মাহমূদ নামেই বলা যথায়োগ্য।

৪৭২০. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। (মাক্কাহ বিজয়ের দিন) রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মাক্কাহয় প্রবেশ করলেন, তখন কা’বা ঘরের চারপাশে তিনশ’ ষাটটি মূর্তি ছিল। তখন তিনি তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে এগুলোকে ঠোকা দিতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, “সত্য এসেছে আর এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই”- (সূরাহ ইসরাঈল ১৭/৮১)। “সত্য এসেছে আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।” [২৪৭৮] (আ.প্র. ৪৩৫৯, ই.ফা. ৪৩৬১)

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾. بَاب : ١٤/١٧/٦٥

৬৫/১৭/১৪. অধ্যায়: আল্লাহ তা’আলা বাণী : আর তারা আপনাকে “রুহ” সম্পর্কে প্রশ্ন করে। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৮৫)

٤٧٢١. حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ عَنْ عَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَزْبٍ وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ مَا رَأَيْكُمْ إِلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَفِيلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِي فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

৪৭২১. ‘আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে একটি ক্ষেতের মাঝে উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি খেজুরের লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী যাচ্ছিল। তারা একে অন্যকে বলতে লাগল, তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। কেউ বলল, কেন তাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছ? আবার কেউ বলল, তিনি এমন উত্তর দিবেন না, যা তোমরা অপছন্দ কর। তারপর তারা বলল যে, তাঁকে প্রশ্ন কর। এরপরে তাঁকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) (উত্তরদানে) বিরত থাকলেন, এ সম্পর্কে তাদের কোন উত্তর দিলেন না। (বর্ণনাকারী বলছেন) আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর ওপর ওয়াহী অবতীর্ণ হবে। আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন ওয়াহী অবতীর্ণ হল, তখন তিনি [রসূলুল্লাহ (ﷺ)] বললেন, وَيَسْأَلُونَكَ “আর তারা আপনাকে ‘রুহ’ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন : রুহ আমার রবের আদেশঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে খুব সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে”- (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৮৫)। [১২৫] (আ.প্র. ৪৩৬০, ই.ফা. ৪৩৬২)

﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا﴾. بَاب : ١٥/١٧/٦٥

৬৫/১৭/১৫. অধ্যায়: আল্লাহ তা’আলার বাণী : আর স্বীয় সলাতের কিরাআত খুব উচ্চঃস্বরেও পড়বে না এবং খুব ক্ষীণ স্বরেও পড়বে না। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/১১০)

৪৭২২. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ قَالَ تَرَلَّتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِتَبِيِّ ﷺ ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ أَيُّ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ ﴿وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ وَابْتِغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا.

৪৭২২. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'সালাতে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় নিচুও করবে না। এ আয়াতটি এমন সময় নাযিল হয়, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কাহুয় অপ্রকাশ্যে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন তাঁর সাহাবাদের নিয়ে সলাত আদায় করতেন তখন তিনি উচ্চঃস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে গালি দিত। আর গালি দিত যিনি তা অবতীর্ণ করেছেন তাঁকে (আল্লাহকে) এবং যিনি তা নিয়ে এসেছেন তাকে (জিব্রীল)। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী (ﷺ)-কে বলেছিলেন, “তুমি তোমার সলাতে উচ্চঃস্বরে কিরাআত পড়বে না, যাতে মুশরিকরা শুনে কুরআনকে গালি দেয় এবং তা এত নিচু স্বরেও পড়বে না, যাতে তোমার সহাবীরা শুনে না পায়, বরং এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর।” [৭৪৯০, ৭৫২৫, ৭৫৪৭; মুসলিম ৪/৩১, হাঃ ৪৪৬, আহমাদ ১৮৫৩] (আ.প্র. ৪৩৬১, ই.ফা. ৪৩৬৩)

৪৭২৩. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ.

৪৭২৩. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। এ আয়াতটি দু'আ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। [৬৩২৭, ৭৫২৬] (আ.প্র. ৪৩৬২, ই.ফা. ৪৩৬৪)

(১৮) سُورَةُ الْكَهْفِ

সূরাহ (১৮) : আল-কাহফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿تَفَرَّضُهُمْ﴾ تَثْرُكُهُمْ ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ﴾ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ جَمَاعَةُ الْقَمَرِ ﴿بِاخْتِغَابِ﴾ مُهْلِكٌ ﴿أَسْفَا﴾ نَدَمًا ﴿الْكَهْفُ﴾ الْفَتْحُ فِي الْجَبَلِ ﴿وَالرَّقِيمُ﴾ الْكِتَابُ مَرْفُوعٌ مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقْمِ ﴿رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا شَطَطًا﴾ إِفْرَاطًا ﴿الْوَصِيدُ﴾ الْفِئَاءُ جَمْعُهُ وَصَائِدٌ وَوُصِدٌ وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مُوَصَّدَةٌ مُطَبَّقَةٌ أَصَدَ الْبَابَ وَأَرْصَدَ ﴿بَعَثْنَاهُمْ﴾ أَخْبَيْنَاهُمْ ﴿أَزْلَى﴾ أَكْثَرَ وَيُقَالُ أَحَلُّ وَيُقَالُ أَكْثَرَ رَيْعًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿أَكَلَهَا وَلَمْ تَنْظِمِ﴾ لَمْ تَنْقُضْ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿الرَّقِيمُ﴾ اللُّوْحُ مِنْ رِصَاصٍ كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَسْمَاءَهُمْ ثُمَّ طَرَحَهُ فِي خِرَاتِيهِ ﴿فَضْرَبَ اللَّهُ عَلَى أَدَانِهِمْ﴾ فَنَامُوا وَقَالَ غَيْرُهُ وَأَلَّتْ تَبَلُّ تَنْجُو وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مَوْئَلًا﴾ تَحْرِيًّا ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ لَا يَعْقِلُونَ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন تَفْرُضُهُمْ তাদের ছেড়ে যায়। وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ স্বর্ণ, রৌপ্য। অন্য হতে বর্ণিত যে, এটি التَّمْرُ-এর বহুবচন। بَاخِعٌ ধ্বংসকারী أَسْفًا লজ্জায়। الْكَهْفُ পর্বতের গুহা। وَالرَّقِيمُ লিপিবদ্ধ। لِيُطِيبُوا لِيُطِيبُوا লিখিত। الرِّقْمُ^{১৩৬} থেকে গঠিত। آمِي তাদের অন্তরে সবার ঢেলে দিলাম। (অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন) لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا (যদি আমি তাঁর অন্তরে সবার ঢেলে না দিতাম) سَهْطًا সীমা অতিক্রম।

الرَّوَيْدُ আঙ্গিণা, এর বহুবচন وَرَوَيْدٌ وَرَوَيْدٌ আর বলা হয় الرَّوَيْدُ দরজা, مَوْصِدَةٌ আবদ্ধ ও আটকানো, وَأَوْصَدَهُ وَأَوْصَدَهُ উভয়ই ব্যবহার হয়। بَعَثْنَاهُمْ আমি তাদের জীবিত করলাম। أَزْلَىٰ প্রাচুর্য বলা হয় أَحَلُّ যা অধিক হালাল অর্থে ব্যবহৃত এবং বলা হয়, أَكْثَرُ رَيْعًا অধিক পরিবর্ধিত। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, أَكْثَرُهَا অর্থাৎ ফল وَلَمْ تَظْلِمْ ফলহাস পায়নি। সাঈদ (রহ.).....ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, الرَّقِيمُ সীসার তৈরি ফলক; যার ওপর সে সময়ের রাজাদের নাম খোদিত করে এবং পরে তাঁর কোষাগারে রেখে দিত। فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَذَانِهِمْ তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। অন্যগণ বলেন, وَأَلْثُ تَيْلٌ তোমরা নাজাহত পাবে। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, مَوْئِلًا সংরক্ষিত স্থান। لَا يَسْتَطِيعُونَ سَعْمًا তারা বুঝে না।

۱/۱۸/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾

৬৫/১৮/১. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : কিন্তু মানুষ অতিরিক্ত কলহপ্রিয়। (সূরাহ কাহাফ ১৮/৫৪)

৬৭২৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَفَهُ وَقَاطِمَةً قَالَ أَلَا تُصَلِّيَانِ. ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ لَمْ يَسْتَبِينَ ﴿فُرُطًا﴾ يُقَالُ نَدَمَا ﴿سُرَادِقُهَا﴾ مِثْلُ السَّرَادِقِ وَالْحَجْرَةَ الَّتِي تُطَيَّفُ بِالْفَسَاطِيطِ ﴿بِحَاوِرَةٍ﴾ مِنَ الْمُحَاوِرَةِ [أشار به قوله تعالى : ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ الآية قوله : من المحاوره يعني : لفظ محاوره مشتق من المحاوره وهي المراجعة، وفي التفسير : يحاوره، أي : يجاوبه]. ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ أَي لَكِنَّا أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ثُمَّ حَذَفَ الْأَلْفَ وَأَدْعَمَ إِحْدَى الثَّوْنَيْنِ فِي الْأُخْرَى ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا﴾ يَقُولُ بَيْنَهُمَا ﴿زَلَقًا﴾ لَا يَثْبُتُ فِيهِ قَدَمٌ ﴿هَذَاكَ الْوَلَايَةَ﴾ مَصْدَرُ الْوَلِيِّ ﴿عَقَبًا﴾ عَاقِبَةٌ وَعَقَبَةٌ وَاحِدٌ وَهِيَ الْآخِرَةُ ﴿قَبَلًا﴾ وَقَبَلًا وَقَبَلًا اسْتِثْنَاءًا ﴿لِيُدْحِضُوا﴾ لِيُرِيَلُوا الدَّحْضَ الزَّلْقُ.

৪৭২৪. 'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা রাতের বেলা তাঁর ও ফাতেমা (رضي الله عنها) এর কাছে এসে বললেন, তোমরা কি সলাত আদায় করছ না? ১৩৭ ব্যাপারটি অস্পষ্ট ছিল।

১৩৬ রَقِيمٌ লিখিত ফলক। গুহাবাসীর পরিচিতি এতে খোদাই করা ছিল।

১৩৭ সলাত-এর মর্ম 'তাহাজ্জুদের সলাত' (পরবর্তীতে) 'আলী (রাযি.) বললেন, আল্লাহ আমাদের জেগে তাহাজ্জুদের সলাত আদায়ের তাওফীক দান করেননি। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) جَدَلًا أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا এ আয়াত পড়ে চলে গেলেন। (বুখারী, ১ম খণ্ড, তাহাজ্জুদ অধ্যায়)।

فُرْطًا لَجَّجْتَ تَارَ بَعِثْنِيَر مَات . اَرْتَا٧ سُّوَد كَمْسَمُوه , يَا تَابُ رِوَرِوَعِوِن كَرَر رَرَرَرَر .
 مُحَمَّدًا شَرْمَطِي مَحَاوَرَرَر رَرَرَرَر . اَرْتَر كَطَار-آدَان-رَدَان . لِكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّي (কিন্তু আল্লাহই আমার
 প্রতিপালক।) এখানে আসলে ছিল اَنَا هُوَ اللّٰهُ رَبِّي কিন্তু 'হামযাহ' লোপ করে একটা 'নুন' আর
 একটি 'নুনের' সঙ্গে এদগাম যুক্ত করে দেয়া হয়েছে وَلَقَا اَرْتَر , যার ওপর পা টিকে থাকে না। هُنَالِكَ
 عُقْبَةَ-عُقْبِي-عَاقِبَةً- শব্দের মাসদার- الْوَلَايَةِ এটি وَلِي শব্দের মাসদার (এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার)^{১৩৮}
 الْوَلَايَةِ সবগুলো এই অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ আখিরাত। قَبْلًا-قَبْلًا-قَبْلًا (সূচনা করা)
 الدَّخْصُ থেকে গঠিত। দূরীভূত করা, অর্থ পদস্থলন। [১১২৭] (আ.প্র. ৪৩৬৩, ই.ফা. ৪৩৬৫)

: بَاب . ٢ / ١٨ / ٦٥

٦٥ / ١٨ / ٢ . اَدْيَاي :

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَتْلُعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ زَمَانًا وَجَمْعُهُ أَحْقَابُ .

আল্লাহ তা'আলার বাণী : স্মরণ কর, যখন মুসা স্বীয় যুবক সঙ্গীকে বলেছিলেন : আমি অবিরত
 চলতে থাকব যে পর্যন্ত না দুই সাগরের মিলনস্থলে পৌছি, অথবা এভাবে আমি দীর্ঘকাল চলতে থাকব।
 (সূরাহ কাহাফ ১৮/৬০)

أَحْقَابُ অর্থ যুগ, তার বহুবচন حُقُبًا .

٤٧٢٥ . حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ
 لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ تَوْفَا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ
 ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَامَ حَاطِيًّا فِي بَنِي
 إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرِدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا
 يَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوْتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ
 فَحَيْثُمَا فَقَدَتْ الْحُوْتُ فَهُوْتَمَّ فَأَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِنْتَاهُ يُوسَعَ بْنِ نُونٍ حَتَّىٰ
 إِذَا أَتَيْتَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِي الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ
 سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ جَزِيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاقِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ
 صَاحِبَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوْتِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِنَ الْعَدِ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ آتِنَا عَدَاءَنَا
 لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّىٰ جَاوَزَا الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ
 قَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتِنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي

الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا فَقَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ رَجَعَا يَفْضَانِ آثَارَهُمَا حَتَّىٰ آتَيْتُمَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًى ثَوْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنْتَى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رَسُولًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوسَى إِنِّي عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ فَقَالَ مُوسَى سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَاَنْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمْ بِغَيْرِ تَوَلٍّ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَفْجَأْ إِلَّا وَالْخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحًا مِنَ الْوَجِ السَّفِينَةَ بِالْقُدُومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ قَدْ حَمَلُونَا بِغَيْرِ تَوَلٍّ عَمَدَتْ إِلَىٰ سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقَتْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عَسْرًا.

قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ الْأُولَىٰ مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ عُضْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَىٰ حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا عَلِمَنِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُضْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلَامًا يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَامِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ وَهَذِهِ الْأُولَىٰ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ قَالَ مَا نِئْلُ فَقَامَ الْخَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَوَدَدْنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبْرًا حَتَّىٰ يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَيْرِهِمَا.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَضَبًا وَكَانَ يَقْرَأُ ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ﴾.

৪৭২৫. সাঈদ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাসকে বললাম, নওফ আল-বাক্কালীর ধারণা, খাযিরের সাথী মুসা, তিনি বানী ইসরাঈলের নাবী মুসা (عليه السلام) ছিলেন না।

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর দূশমন^{১৩৯} মিথ্যা কথা বলেছে। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন| উবাই ইবনু কা'আব (رضي الله عنه) আমাকে বলেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, মূসা (عليه السلام) একবার বানী ইসরাঈলের সম্মুখে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী? তিনি বললেন, আমি। এতে আল্লাহ তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা এ জ্ঞানের ব্যাপারটিকে তিনি আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। আল্লাহ তাঁর প্রতি ওয়াহী পাঠালেন, দু-সমুদ্রের সংযোগস্থলে আমার এক বান্দা রয়েছে, সে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। মূসা (عليه السلام) বললেন, ইয়া রব, আমি কীভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি? আল্লাহ বললেন, তোমার সঙ্গে একটি মাছ নাও এবং সেটা খেলের মধ্যে রাখ, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই। তারপর তিনি একটি মাছ নিলেন এবং সেটাকে খেলের মধ্যে রাখলেন। অতঃপর রওনা দিলেন। আর সঙ্গে চললেন তাঁর খাদেম 'ইউশা' ইবনু নূন। তাঁরা যখন সমুদ্রের ধারে একটি বড় পাথরের কাছে এসে হাজির হলেন, তখন তারা উভয়েই তার ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় মাছটি খেলের ভিতর লাফিয়ে উঠল এবং খলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। "মাছটি সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।" আর মাছটি যেখান দিয়ে চলে গিয়েছিল, আল্লাহ সেখান থেকে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন এবং সেখানে একটি সুড়ঙ্গের মত হয় গেল। যখন তিনি জাগ্রত হলেন, তাঁর সাথী তাঁকে মাছটির সংবাদ দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেদিনের বাকী সময় ও পরবর্তী রাত তাঁরা চললেন। যখন ভোর হল, মূসা (عليه السلام) তাঁর খাদিমকে বললেন "আমাদের সকালের আহার আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ যে স্থানের^{১৪০} নির্দেশ করেছিলেন, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে মূসা (عليه السلام) ক্লান্ত হননি। তখন তাঁর খাদিম তাঁকে বলল, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শায়তুনই এ কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি বিস্ময়করভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।"

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, মাছটি তার পথ করে সমুদ্রে নেমে গিয়েছিল এবং মূসা (عليه السلام) ও তাঁর খাদেমকে তা আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছিল। মূসা (عليه السلام) বললেন : "আমরা তো সে স্থানটিরই খোঁজ করছিলাম। তারপর তাঁরা নিজদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তারা উভয়ে তাঁদের পদচিহ্ন ধরে সে শিলাখণ্ডের কাছে ফিরে আসলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় পেলেন। মূসা (عليه السلام) তাকে সালাম দিলেন। খাযির (عليه السلام) বললেন, তোমাদের এ স্থলে 'সালাম' আসলো কোথেকে? তিনি বললেন, আমি মূসা। খাযির (عليه السلام) জিজ্ঞেস করলেন, বানী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হাঁ, আমি আপনার কাছে এসেছি এ জন্য যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন। তিনি বললেন, তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না।" হে মূসা! আল্লাহর জ্ঞান থেকে আমাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করা হয়েছে যা তুমি জান না আর তোমাকে আল্লাহ তাঁর জ্ঞান থেকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা আমি জানি না। মূসা (عليه السلام) বললেন, "ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।"

139 নওফ আল-বাককালী- সে একজন মুসলিম। ইবনু 'আব্বাস তাকে আল্লাহর দূশমন বলেছেন রাগান্বিত অবস্থায়।

140 স্থান : যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে।

তখন খাযির (ؑ) তাঁকে বললেন, “আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না, যতক্ষণ আমি তোমাকে সে সম্পর্কে না বলি। তারপর উভয়ে চললেন।” তাঁরা সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন, তখন একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা তাদের নৌকায় উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে নৌকার চালকদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তারা খাযির (ؑ)-কে চিনে ফেলল। তাই তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে নৌকায় উঠিয়ে নিল। “যখন তাঁরা উভয়ে নৌকায় উঠলেন” খাযির (ؑ) কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তক্তা ছিদ্র করে দিলেন। মূসা (ؑ) তাঁকে বললেন, এ লোকেরা তো বিনা মজুরিতে আমাদের বহন করছে, অথচ আপনি এদের নৌকাটি নষ্ট করছেন। আপনি নৌকাটি ছিদ্র করে ফেললেন, যাতে আরোহীরা ডুবে যায়। আপনি তো এক অন্যায় কাজ করলেন, (খাযির বললেন) আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। মূসা বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অতিরিক্ত কঠোরতা করবেন না।”

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, মূসা (ؑ)-এর প্রথম এ অপরাধটি ভুল করে হয়েছিল। তিনি বললেন, এরপরে একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার পার্শ্বে বসে ঠোঁট দিয়ে সমুদ্রে এক ঠোকর মারল। খাযির (ؑ) মূসা (ؑ)-কে বললেন, এ সমুদ্র হতে চড়ুই পাখিটি যতটুকু পানি ঠোঁটে নিল, আমার ও তোমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় ততটুকু। তারপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। এমতাবস্থায় খাযির (ؑ) একটি বালককে অন্য বালকদের সঙ্গে খেলতে দেখলেন। খাযির (ؑ) হাত দিয়ে ছেলেটির মাথা ধরে তাকে হত্যা করলেন। মূসা (ؑ) খাযির (ؑ)-কে বললেন, “আপনি কি প্রাণের বদলা ব্যতিরেকেই নিষ্পাপ একটি প্রাণকে হত্যা করলেন? আপনি তো চরম এক অন্যায় কাজ করলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।” নাবী (ؑ) বললেন, এ অভিযোগটি ছিল প্রথমটির অপেক্ষাও মারাত্মক। [মূসা (ؑ) বললেন] এরপর যদি আমি আপনাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আপনার কাছে আমার ওয়র আপত্তি চূড়ান্তে পৌঁছেছে। তারপর উভয়ে চলতে লাগলেন। শেষে তারা এক বসতির কাছে পৌঁছে তার বাসিন্দাদের কাছে খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকৃতি জানাল। তারপর সেখানে তারা এক পতনোন্মুখ দেয়াল দেখতে পেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেটি ঝুঁকে পড়েছিল। খাযির (ؑ) নিজ হাতে সেটি সোজা করে দিলেন। মূসা (ؑ) বললেন, এ লোকদের কাছে আমরা এলাম, তারা আমাদের খাদ্য দিল না এবং আমাদের আতিথেয়তাও করল না। “আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। তিনি বললেন, এখানেই তোমার এবং আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল।যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি, এ তার ব্যাখ্যা।”

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমার মনের বাসনা যে, যদি মূসা (ؑ) আর একটু ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে আল্লাহ তাঁদের আরও খটনা আমাদের জানাতেন। সাঈদ ইব্নু যুবার (ؓ) বলেন, ইব্নু ‘আব্বাস (ؓ) এভাবে এ আয়াত পাঠ করতেন-
وَكَانَ أَمَّا مَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ
عَضْبًا

নিচের আয়াতটি এভাবে পাঠ করলেন- [vi:] وَأَمَّا الْعُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ (আ.প্র.

۳/۱۸/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ :

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَيْبِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ مَذْهَبًا يَشْرَبُ يَسْلُكُ. وَمِنْهُ وَسَارِبٌ
بِالْتَّهَارِ

৬৫/১৮/৩. অধ্যায়: আন্নাহুর বাণী :

তারপর যখন তারা চলতে চলতে দুই সাগরের সংযোগস্থলে পৌঁছলেন, তখন তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। আর মাছটি সুড়ঙ্গের মত পথ করে সাগরের মধ্যে চলে গেল। (সূরাহ আল-কাহাফ ১৮/৬৫)

سَارِبٌ চলার পথ يَشْرَبُ সে চলছে। এর থেকেই বলা হয়েছে بِالْتَّهَارِ দিনে পথ অতিক্রমকারী।”

৫৭২৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَعَايِرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ سَلُونِي قُلْتُ أَيُّ أَبَا عَبَّاسٍ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ تَوْفٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُوسَى بِنِيِّ إِسْرَائِيلَ أَمَّا عَمْرُو فَقَالَ لِي قَالَ قَدْ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ وَأَمَّا يَعْلَى فَقَالَ لِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكَرَ النَّاسُ يَوْمًا حَتَّى إِذَا فَاضَتْ الْعُيُونُ وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وَلِيَ فَأَذْرَكُهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ لَا فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرِدْ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ قِيلَ بَلَى قَالَ أَيُّ رَبِّ فَأَيَّنَ قَالَ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَيُّ رَبِّ اجْعَلْ لِي عِلْمًا أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِي عَمْرُو قَالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحَوْتُ وَقَالَ لِي يَعْلَى قَالَ خُذْ نُونًا مَيْتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَاتَّخِذْ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مَكْتَلٍ فَقَالَ لِفَتَاهُ لَا أَكْلِفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحَوْتُ قَالَ مَا كَلَّمْتُ كَثِيرًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى﴾ لِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ لَيْسَتْ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَانٍ ثَرَيَانَ إِذْ تَضَرَّبَ الْحَوْتُ وَمُوسَى نَائِمٌ فَقَالَ فَتَاهُ لَا أَوْفِظُهُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبِرَهُ وَتَضَرَّبَ الْحَوْتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جَرِيَةَ الْبَحْرِ حَتَّى كَانَتْ أُنْثَى فِي حَجَرٍ قَالَ لِي عَمْرُو هَكَذَا كَانَتْ أُنْثَى فِي حَجَرٍ وَحَلَقَ بَيْنَ إِنْهَامَيْهِ وَاللَّتَيْنِ تَلْيَانِهِمَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ قَدْ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ لَيْسَتْ هَذِهِ عَنْ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا حَضِرًا قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَى طَنْفِسَةَ حَضْرَاءَ عَلَى كَيْدِ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسَجِّى بِثَوْبِهِ قَدْ جَعَلَ طَرْفَهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَطَرْفَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ

هَلْ بِأَرْضِي مِنْ سَلَامٍ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا سَأَلْتُكَ قَالَ جِئْتُ لِيُتَعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رَشِدًا قَالَ أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التَّوْرَةَ بِيَدَيْكَ وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيكَ يَا مُوسَى إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا عَلِمَنِي وَمَا عَلِمَكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ﴾ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلَىٰ أَهْلِ هَذَا السَّاحِلِ الْآخِرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوا عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ قَالَ قُلْنَا لِسَعِيدِ خَضِرٌ قَالَ نَعَمْ لَا تَحْمِلُهُ بِأَجْرٍ فَخَرَقَهَا وَوَتَدَ فِيهَا وَتَدَا قَالَ مُوسَى ﴿أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ مُنْكَرًا ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ كَانَتْ الْأُولَىٰ بَشِيئًا وَالْوَسْطَىٰ شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ﴾ قَالَ يَعْلَىٰ قَالَ سَعِيدٌ وَجَدَ غُلَامًا يَلْعَبُونَ فَأَخَذَ غُلَامًا كَافِرًا ظَرِيفًا فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ دَبَّحَهُ بِالسِّكِّينِ قَالَ ﴿أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ لَمْ تَعْمَلْ بِالْحِنثِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَهَا زَكِيَّةً زَاكِيَّةً مُسْلِمَةً كَقَوْلِكَ غُلَامًا زَكِيًّا فَاَنْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَىٰ حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ ﴿لَوْ شِئْتَ لَا تَلْحُذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ قَالَ سَعِيدٌ أَجْرًا نَأْكُلُهُ ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ﴾ وَكَانَ أَمَامَهُمْ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَزْعُمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيدٍ أَنَّهُ هَدَّدُ بْنُ بُدَدٍ وَالْغُلَامُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَزْعُمُونَ جَبَسُورٌ ﴿مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا فَارْتَدْتُ﴾ إِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ أَنْ يَدْعَهَا لِعَيْنِهَا فَإِذَا جَاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَاَنْتَفَعُوا بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سَدَّوْهَا بِقَارُورَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالْقَارِ كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ وَكَانَ كَافِرًا فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا أَنْ يَجْمِلَهُمَا حُبَّةً عَلَىٰ أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَىٰ دِينِهِ فَارْتَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبِّهْمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا لِقَوْلِهِ ﴿قَالَ أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ وَأَقْرَبَ رُحْمًا هُمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَوَّلِ الَّذِي قَتَلَ خَضِرٌ وَرَزَعَمَ غَيْرُ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا أَبَدِلَا جَارِيَةً وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِنَّهَا جَارِيَةٌ.

৪৭২৬. সা'ঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর কাছে তাঁর ঘরে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ইচ্ছা হলে আমার কাছে প্রশ্ন কর। আমি বললাম, হে আবু 'আব্বাস! আল্লাহ আমাকে আপনার উপর উৎসর্গ করুন। কূফায় নওফ নামক একজন কিচ্ছাকার আছে। সে বলছে যে, খাযির (عليه السلام)-এর সঙ্গে যে মূসার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি বানী ইসরাঈলের (প্রতি প্রেরিত) মূসা নন। তবে, 'আমর ইবনু দীনার আমাকে বলেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। কিন্তু ইয়ালা (একজন বর্ণনাকারী) আমাকে বলেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) এ কথা শুনে বললেন, উবাই ইবনু কা'ব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

আল্লাহর রসূল মুসা (ﷺ) একদিন লোকেদের সামনে নসীহত করছিলেন। অবশেষে যখন তাদের অশ্রু ঝরতে লাগল এবং তাদের অন্তর গলে গেল, তখন তিনি ওয়ায সমাপ্ত করলেন। এক ব্যক্তি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! এ পৃথিবীতে আপনার চেয়ে বেশি জ্ঞানী আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন, না। এতে আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তিনি এ কথাটি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত করেনি।^{১৪১} তখন তাকে বলা হল, নিশ্চয় আছে। মুসা (ﷺ) বললেন, হে রব! তিনি কোথায়? আল্লাহ বললেন, তিনি দু' সমুদ্রের সংযোগস্থলে। মুসা (ﷺ) বললেন, হে রব! আপনি আমাকে এমন নিদর্শন বলুন, যার সাহায্যে আমি তার পরিচয় পেতে পারি। বর্ণনাকারী ইব্নু জুরাইজ বলেন, আমার আমাকে এভাবে বলেছেন যে, তাকে (পাওয়া যাবে), যেখানে মাছটি তোমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর ইয়ালা আমাকে এভাবে বলেছেন, একটি মরা মাছ লও, যেখানে মাছটির মধ্যে প্রাণ দেয়া হবে (সেখানেই তাকে পাবে)। তারপর মুসা (ﷺ) একটি মাছ নিলেন এবং তা থলের ভিতর রাখলেন। তিনি তার খাদেমকে বললেন, আমি তোমাকে শুধু এ দায়িত্ব দিচ্ছি যে, মাছটি যেখানে তোমার থেকে চলে যাবে, সে জায়গার কথা আমাকে বলবে। খাদেম বলল, এ তো তেমন বড় দায়িত্ব নয়। এরই বিবরণ রয়েছে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে : “আর যখন মুসা বললেন তাঁর খাদেমকে অর্থাৎ ইউশা ইব্নু নুনকে”। সাঈদ (বর্ণনাকারী) এর বর্ণনায় নামের উল্লেখ নেই। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যখন তিনি একটি বড় পাথরের ছায়ায় ভিজা মাটির কাছে অবস্থান করছিলেন, তখন মাছটি লাফিয়ে উঠল। মুসা (ﷺ) তখন নিন্দ্রায় ছিলেন। তাঁর খাদেম মনে মনে বললেন, তাঁকে এখন জাগবে না। অবশেষে যখন তিনি জাগলেন, তখন তাকে মাছের কথা বলতে ভুলে গেলেন। আর মাছটি লাফিয়ে সমুদ্রে চলে গেল। আল্লাহ তা'আলা মাছটির চলার পথে পানি সরিয়ে নিলেন যাতে পাথরের উপর চিহ্ন পড়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার আমাকে বলেছেন যে, যেন পাথরের মধ্যে চিহ্ন এরূপ হয়ে রইল, বলে তিনি তাঁর দু'টি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার পাশের আঙ্গুলগুলো এক সঙ্গে মিলিয়ে বৃত্তাকার বানিয়ে দেখালেন। মুসা (ﷺ) বললেন “আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।” ইউশা বললেন, আল্লাহ আপনার থেকে ক্লান্তি দূর করে দিয়েছেন। সাঈদের বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ নেই। খাদেম তাঁকে মাছটির চলে যাবার খবর দিলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে ফিরে এলেন এবং খাযির (ﷺ)-কে পেলেন। বর্ণনাকারী ইব্নু যুরাইজ বলেন, ‘উসমান ইব্নু আবু সুলায়মান আমাকে বলেছেন যে, মুসা (ﷺ) খাযির (ﷺ)-কে পেলেন সমুদ্রের বুকে সবুজ বিছানার ওপর। সাঈদ ইব্নু যুযায়র (ﷺ) বলেন, তিনি চাদর জড়িয়ে ছিলেন। চাদরের এক পার্শ্ব ছিল তাঁর দু'পায়ের নিচে এবং অন্য পার্শ্ব ছিল তাঁর মাথার ওপর। মুসা (ﷺ) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, আমার এ অঞ্চলে কোথেকে সালাম আসলো? কে তুমি? তিনি বললেন, আমি মুসা! খাযির (ﷺ) বললেন, বানী ইসরাঈলের মুসা? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার খবর কী? মুসা (ﷺ) বললেন, আমি এসেছি, “সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়েছে, তাথেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন।” তিনি বললেন, তোমার কাছে যে তাওরাত আছে, তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তোমার কাছে তো ওয়াহী আসে। হে মুসা! আমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা তোমার জন্য ঠিক নয়। আর তোমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা আমার জন্য উচিত নয়। এ সময় একটি পাখি এসে তার ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি নিল। খাযির (ﷺ) বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর জ্ঞানের কাছে আমার ও তোমার জ্ঞান এতটুকু, যতটুকু এ পাখিটি সমুদ্র হতে তার ঠোঁটে

^{১৪১} অর্থাৎ তিনি বলেননি যে, এ ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

করে নিয়েছে। অবশেষে তাঁরা উভয়ে নৌকায় উঠলেন, তাঁরা ছোট খেয়া নৌকা পেলেন, যা এ-পারের লোকেদের ও-পারে এবং ও-পারের লোকেদের এ-পারে নিয়ে যেত। নৌকার লোকেরা খাযিরকে চিনতে পারল। তারা বলল, আল্লাহর নেক বান্দা। ইয়ালা বলেন, আমরা সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি খাযির সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, (তারা বলল) আমরা তাঁকে বহন করতে পারিশ্রমিক নিব না। এরপর খাযির (ﷺ) তাদের নৌকা ছিদ্র করে দিলেন এবং একটি গৌজ দিয়ে তা বন্ধ করে দিলেন। মূসা (ﷺ) বললেন, আপনি কি যাত্রীদেরকে ডুবিয়ে মারার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করলেন? আপনি তো মারাত্মক কাজ করলেন। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **أَمْرًا** অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ। “তিনি (খাযির) বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না।” প্রথমটি ছিল মূসা (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে ভুল, দ্বিতীয়টি শর্তস্বরূপ এবং তৃতীয় ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য। “মূসা (ﷺ) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে দায়ী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অতিরিক্ত কঠোরতা করবেন না।” (এরপর) তাঁরা এক বালকের দেখা পেলেন, খাযির তাকে হত্যা করে ফেললেন। ইয়ালা বলেন, সাঈদ বলেছেন, খাযির (ﷺ) বালকদের খেলাধুলা করতে দেখতে পেলেন। তিনি একটি বুদ্ধিমান কাফের বালককে ধরলেন এবং তাকে পার্শ্বে শুইয়ে যবহ করে ফেললেন। মূসা (ﷺ) বললেন, “আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন জীবনের বদলা অপরাধ ব্যতীতই? “সে তো কোন গুনাহর কাজ করেনি। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) এখানে **زَاكِيَّةٌ** পড়তেন। **زَاكِيَّةٌ** ভাল মুসলিম। যেমন তুমি পড় **غُلَامٌ زَكِيٌّ** তারপর তারা দু'জন চলতে লাগল এবং একটি পতনোদ্যত প্রাচীর পেল। খাযির (ﷺ) সেটাকে সোজা করে দিলেন। সাঈদ তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন এরূপ এবং তিনি তাঁর হাত উঠিয়ে সোজা করলেন। ইয়ালা বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ বলেছিলেন, খাযির (ﷺ) প্রাচীরের ওপর দু'হাত দ্বারা স্পর্শ করলেন এবং প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেল। মূসা (ﷺ) বললেন, **لَوْ شِئْتَ لَا تَخْذُتْ عَلَيْهِ أَجْرًا** আপনি ইচ্ছা করলে এ জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। সাঈদ বলেন, **أَجْرًا** দ্বারা এখানে খাদ্যদ্রব্য বোঝানো হয়েছে। **وَكَانَ** **وَرَاءَهُمْ** তাদের সামনে। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) এ আয়াতে **أَمَامَهُمْ** (তাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা) পড়েন। সাঈদ ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীরা সে রাজার নাম বলেছেন “হুদাদ ইবনু বুদাদ” আর হত্যাকৃত বালকটির নাম ছিল “জাইসুর’। সে রাজা প্রত্যেকটি (ভাল) নৌকা জোর করে ছিনিয়ে নিত। খাযির (ﷺ)-এর নৌকা ছিদ্র করার উদ্দেশ্য ছিল, (সে অত্যাচারী রাজা) ক্রটিযুক্ত নৌকা দেখলে তা ছিনিয়ে নেবে না। তারপর যখন অতিক্রম করে গেল, তখন তাদের নৌকা মেরামত করে নিল এবং তা ব্যবহার উপযোগী করল। কেউ বলে, নৌকার ছিদ্রটা মেরামত করেছিল সীসা গলিয়ে, আবার কেউ বলে, আলকাতরা মিলিয়ে নৌকা মেরামত করছিল। “তার পিতা-মাতা ছিল মু'মিন।” আর সে বালকটি ছিল কাফের। আমি শংকা করলাম যে, সে অবাধ্য আচরণ ও কুফরী করে তাদের জ্বালাতন করবে। অর্থাৎ তারা তার প্রতি মুহাব্বতের কারণে তার দ্বীনের অনুসারী হয়ে যাবে। “এরপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে তার বদলে এক সন্তান দান করেন, যে হবে অধিক পবিত্র ও ভক্তি শ্রদ্ধায় নিকটতর।” খাযির (ﷺ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিলেন সে বালকটির চেয়ে পরবর্তী বালকটির প্রতি তার পিতামাতা অধিক স্নেহশীল ও দয়াশীল হবেন। (ইবনু জুরাইজ বলেন) সাঈদ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাকারী বলেছেন যে, এর অর্থ হল, সে বালকটির পরিবর্তে আল্লাহ তাদের একটি কন্যা সন্তান দান করেন। দাউদ ইবনু আবু আসিম বলেন, একাধিক বর্ণনাকারী থেকে উল্লেখ করেছেন, সন্তানটি ছিল কন্যা। [৭৪] (আ.প্র. ৪৩৬৫, ই.ফা. ৪৩৬৭)

৬৫/১৮/৪. ৬৫/১৮/৪. ৬৫/১৮/৪. ৬৫/১৮/৪. ৬৫/১৮/৪. ৬৫/১৮/৪. ৬৫/১৮/৪. ৬৫/১৮/৪. ৬৫/১৮/৪. ৬৫/১৮/৪.

৬৫/১৮/৪. অধ্যায়: আন্বাহ তা'আলার বাণী :

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا - قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى

الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُبْرَةَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَجَبًا﴾

অতঃপর যখন তারা উভয়ে সে স্থানটি অতিক্রম করে সামনে গেলেন, তখন মূসা তার সঙ্গীকে বললেন : আমাদের নাশতা আন, এ সফরে আমরা অবশ্যই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সঙ্গী বলল : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তর খণ্ডের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। এ কথা আপনাকে বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আর মাছটি সাগরের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে তার পথ ধরে চলে গেছে। (সূরাহ আল-কাহাফ ১৮/৬২-৬৩)

﴿صُنْعًا﴾ عَمَلًا ﴿جَوْلًا﴾ تَحْوَلًا ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ﴾ وَصَلَّى فَأَرْبَدًا عَلَىٰ أَثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿إِمْرًا﴾ ﴿وَنُكْرًا﴾ ذَاهِيَةً ﴿يَنْقُضُ﴾ يَنْفَاضُ كَمَا تَنْفَاضُ السِّنُّ ﴿لَتَخِذْتُ﴾ وَاتَّخَذْتُ وَاحِدٌ ﴿رُحْمًا﴾ مِنَ الرَّحْمِ وَهِيَ أَشَدُّ مَبَالِغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ وَنَظْنٌ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ وَتَدْعَى مَكَّةَ أُمَّ رُحْمٍ أَيْ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ بِهَا.

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ وَصَلَّى فَأَرْبَدًا عَلَىٰ أَثَارِهِمَا ۖ جَوْلًا কাজ সূর্যে পরিবর্তন হওয়া। অতঃপর যখন তারা উভয়ে সে স্থানটি অতিক্রম করে সামনে গেলেন, তখন মূসা তার সঙ্গীকে বললেন- এ স্থানটিই তো আমরা খুঁজছিলাম। তারপর তারা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে পেছনের দিকে ফিরে চললেন। (সূরাহ কাহাফ ১৮/৬৪)

اتَّخَذْتُ- উভয়ের একই অর্থ, অন্যায় কাজ যিন্‌কুশ শব্দের অর্থ-নিষ্পত্তি হবে। ও ঈমরা উভয়ের একই অর্থ। অত্যধিক দয়া ও করুণা। কারও মতে, এটা রুহ্ম থেকে গঠিত। মাক্কাহকে বলা হয় রুহ্ম অম কারণ এখানে রাহমাত অবতীর্ণ হয়।

١٧٢٧. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوحا البكالي يزعم أن موسى بن إسرائيل ليس بموسى الحضير فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأوحى إليه بلى عبدا من عبادي بجمع البحرين هو أعلم منك قال أي رب كيف السبيل إليه قال تأخذ حوتا في مكتل فحينما فقدت الخوت فأتبعه قال فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الخوت حتى انتهيا إلى الصخرة فزلا عندها قال فوضع موسى رأسه فنام قال سفيان وفي حديث غير عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حي فأصاب الخوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر فلما

اسْتَيْقَظَ مُوسَى قَالَ لِقَتَاهُ ﴿أَتِنَا عِدَاءَنَا﴾ الْآيَةَ قَالَ وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ مَا أَمْرِهِ قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوسَعُ بْنُ نُؤَيْبٍ ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾ الْآيَةَ قَالَ فَرَجَعَا يَقْضَانِ فِي آثَارِهِمَا فَوَجَدَا فِي الْبَحْرِ كَالطَّاقِ مَمَرَّ الْحُوتِ فَكَانَ لِقَتَاهُ عَجَبًا وَلِلْحُوتِ سَرَبًا قَالَ فَلَمَّا انْتَهَبَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذْ هُمَا بِرَجُلٍ مُسَجًى يَتُوبُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَأَنْتَ يَا رُضَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رَسَدًا قَالَ لَهُ الْحَضِرُ يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ بَلِ أَتَيْتُكَ قَالَ فَإِنِ ابْتِغَيْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتْ بِهِمْ سَفِينَةٌ فَعَرَفَ الْحَضِرُ فَحَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَيْرِ تَوَلٍّ يَقُولُ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَرَكِبَا السَّفِينَةَ قَالَ وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَزْفِ السَّفِينَةِ فَعَمَسَ مِنْقَارُهُ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْحَضِرُ لِمُوسَى مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا بِمِقْدَارٍ مَا عَمَسَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارُهُ قَالَ فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِذْ عَمَدَ الْحَضِرُ إِلَى قُدُومِ فَحَرَّقَ السَّفِينَةَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ تَوَلٍّ عَمَدَتْ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَحَرَّقَتْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ الْآيَةَ فَانْطَلَقَا إِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَأَخَذَ الْحَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى ﴿أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَخَلْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعَمُونَا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْتِيكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَوَدَدْنَا أَنْ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقْضَى عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عَضْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

১৭২৭. সাঈদ ইবনু যুবার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-কে বললাম, নওফর বাক্কালীর ধারণা, বানী ইসরাঈলের মূসা আর খাযির (عليهما السلام)-এর সাথী মূসা একই ব্যক্তি নয়। এ কথা শুনে ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলেছে। উবাই ইবনু কা'ব রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মূসা (عليه السلام) বানী ইসরাঈলের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আমি। আল্লাহ তাঁর এ কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তিনি এ কথাটি আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করেননি। আল্লাহ তাঁর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ করে বললেন, (হে মূসা!) দু' সমুদ্রের সংযোগস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। মূসা (عليه السلام) বললেন, হে রব! আমি তাঁর কাছে কীভাবে যেতে পারি? আল্লাহ বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই তার অনুসরণ করবে। মূসা (عليه السلام) রওয়ানা হলেন এবং তার সঙ্গে ছিল তাঁর খাদেম ইউশা ইবনু

নূন। তারা মাছ সঙ্গে নিলেন। তারা চলতে চলতে সমুদ্রের পাড়ে একটি বিরাট শিলাখণ্ডের কাছে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তারা বিশ্রামের জন্য থামলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মূসা (ﷺ) শিলাখণ্ডের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। সুফইয়ান বলেন, আমার ইবনু দীনার ব্যতীত সকল বর্ণনাকারী বলেছেন, শিলাখণ্ডটির তলদেশে একটি ঝরণা ছিল, তাঁকে হায়াত বলা হত। কেননা, যে মৃতের ওপর তার পানি পতিত হয়, সে অমনি জীবিত হয়ে ওঠে। সে মাছটির ওপরও ঐ ঝরণার পানি পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠল। তারপর মাছটি বের হয়ে সমুদ্রে ঢুকে গেল। এরপরে মূসা (ﷺ) যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন, ‘আমাদের নাস্তা আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে স্থান সম্পর্কে তাঁকে বলা হয়েছিল সে স্থান অতিক্রম করার পর থেকেই তিনি ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তাঁর খাদেম ইউশা ইবনু নূন তাঁকে বললেন, “আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে আসলেন। তারা সমুদ্রে মাছটির চলে যাওয়ার জায়গায় সুড়ঙ্গের মত দেখতে পেলেন, যা মূসা (ﷺ)-এর সাথী যুবককে বিস্মিত করে দিল। যখন তাঁরা শিলাখণ্ডের কাছে পৌঁছলেন, সেখানে এ ব্যক্তিকে কাপড় জড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। মূসা (ﷺ) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের এলাকায় সালাম কীভাবে এল? মূসা (ﷺ) বললেন, আমি মূসা। তিনি খাযির (ﷺ) বললেন, বানী ইসরাঈলের মূসা (ﷺ)? মূসা (ﷺ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, “সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন- এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? খাযির (ﷺ) বললেন, হে মূসা! তুমি আল্লাহ থেকে যে জ্ঞান পেয়েছ, তা আমি জানি, না। আর আমি আল্লাহর থেকে যে ‘ইলম’ প্রাপ্ত হয়েছি তাও তুমি জান না। মূসা (ﷺ) বললেন, আমি আপনার অনুসরণ করব। খাযির (ﷺ) বললেন, আচ্ছা তুমি যদি আমার অনুসরণ করই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না, যতক্ষণ না আমি সে বিষয়ে তোমাকে কিছু বলি। তারপর তাঁরা সমুদ্রের তীর দিয়ে চলতে লাগলেন। একটি নৌকা তাঁদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, নৌকার লোকেরা খাযির (ﷺ)-কে দেখে চিনতে পারল। তারা বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের নৌকায় উঠিয়ে নিল। তাঁরা নৌকায় উঠলেন। এ সময় একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার অগ্রভাগে বসলো। পাখিটি সমুদ্রে ঠোট ডুবিয়ে দিল। খাযির (ﷺ) মূসা (ﷺ)-কে বললেন, তোমার, আমার ও সৃষ্টিজগতের জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতখানি, যতখানি এ চড়ুই পাখি তার ঠোট দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি উঠাল। বর্ণনাকারী বলেন, মূসা (ﷺ) স্থান পরিবর্তন করেননি। খাযির (ﷺ) অগ্রসর হতে চাইলেন। এমন সময় খাযির (ﷺ) নৌকা ছিদ্র করে দিলেন। তখন মূসা (ﷺ) তাঁকে বললেন, এরা আমাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের নৌকায় নিয়ে এল আর আপনি আরোহীদের ডুবানোর জন্য নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন। আপনি তো এক অন্যায় কাজ করেছেন। তারপর তাঁরা আবার চলতে লাগলেন এবং দেখতে পেলেন যে, একটি বালক কতকগুলো বালকের সঙ্গে খেলা করছে। খাযির (ﷺ) সে বালকটির শিরোচ্ছেদ করে দিলেন। মূসা (ﷺ) তাঁকে বললেন, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন জীবনের বদলা ব্যতীতই? আপনি তো এক অন্যায় কাজ করে বসলেন। তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না? মূসা (ﷺ) বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওয়রের চূড়ান্ত

হয়েছে। তারপর তাঁরা দু'জনে চলতে লাগলেন। তাঁরা এক জনবসতির কাছে পৌঁছলেন এবং তাদের কাছে খাদ্য চাইলেন, তারা তাদের আতিথ্য অস্বীকার করল। তারপর সেখানে তাঁরা পতনোদ্যত প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মূসা (ﷺ) খাযির (ﷺ)-কে বললেন, আমরা যখন এ জনবসতিতে প্রবেশ করছিলাম, তখন তার অধিবাসীরা আমাদের আতিথেয়তা করেনি এবং আমাদের খেতে দেয়নি। এ জন্য আপনি ইচ্ছা করলে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। খাযির (ﷺ) বললেন, এখানেই তোমার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। যে ব্যাপারে তুমি ধৈর্য ধরতে পারনি আমি তার রহস্য ব্যাখ্যা করছি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মূসা (ﷺ) যদি আর একটু ধৈর্য ধরতেন তবে আমরা তাদের দু'জনের ঘটনা সম্পর্কে আরও জানতে পারতাম। সা'ঈদ বলেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) **وَرَأَاهُمْ مَلِكٌ** এর স্থানে **أَمَامَهُمْ مَلِكٌ** পড়তেন। অর্থ “তাদের (যাত্রাপথের) সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে জোর করে সকল ভাল নৌকা ছিনিয়ে নিত। আর বালকটি ছিল কাফের।” [৭৪] (আ.প্র. ৪৩৬৬, ই.ফা. ৪৩৬৮)

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ . ৫/১৮/৬০

৬৫/১৮/৫. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আপনি বলে দিন : আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের পরিচয় দেব যারা 'আমালের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত? (সূরাহ কাহাফ ১৮/১০৩)

৪৭২৮. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ هُمْ الْحُرُورِيُّ قَالَ لَا هُمْ الْيَهُودُ وَالتَّصَارِيُّ أَمَا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا ﷺ وَأَمَا التَّصَارِيُّ فَكَفَرُوا بِالْحِنَّةِ وَقَالُوا لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ وَالْحُرُورِيُّ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ.**

৪৭২৮. মুস'আব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে^{৪২} জিজ্ঞেস করলাম, **قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا** এ আয়াতে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা হল “হারুরী”^{৪৩} গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বললেন, না, তারা হচ্ছে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান। কেননা, ইয়াহুদীরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল এবং খ্রিস্টানরা জান্নাতকে অস্বীকার করত এবং বলত, সেখানে কোন খাদ্য-পানীয় নেই। আর “হারুরী” হল তারা, যারা আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করার পরও তা ভঙ্গ করেছিল। সা'দ তাদের বলতেন ‘ফাসিক’। (আ.প্র. ৪৩৬৭, ই.ফা. ৪৩৬৯)

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ . ৬/১৮/৬০

৬৫/১৮/৬. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : তারা এমন লোক, যারা অস্বীকার করেছে স্বীয় রবের আয়াত সমূহকে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতকে। ফলে তাদের যাবতীয় 'আমাল নষ্ট হয়েছে। (সূরাহ কাহাফ ১৮/১০৫)

142 সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস।

143 কুফার নিকট একটি গ্রামের নাম। যেখান থেকে 'খারিজী সম্প্রদায়ের' আন্দোলন শুরু হয়।

১৭২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلَ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَرِي عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ أَقْرَأُوا ﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ.

৪৭২৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কিয়ামাতের দিন একজন খুব মোটা ব্যক্তি আসবে; কিন্তু সে আল্লাহর কাছে মশার পাখার চেয়ে ক্ষুদ্র হবে। তারপর তিনি বলেন, পাঠ করো, “কিয়ামাত দিবসে তাদের কাজের কোন গুরুত্ব দিব না।”^{১৪৪} ইয়াহইয়াহ ইবনু বুকাযর (রহ.)..... আবু যিনাদ (রহ.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। | মুসলিম ৫০/হাঃ ২৭৮৫ | (আ.প্র. ৪৩৬৮, ই.ফা. ৪৩৭০)

(১৭) سُورَةُ كَهيعص

সূরাহ (১৯) : কাফ-হা-ইয়া-‘আইন-স-যাদ (মারইয়াম)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ﴾ وَأَبْصِرَ اللَّهُ يَقُولُهُ وَهُمْ الْيَوْمَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يُبْصِرُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ يَعْنِي قَوْلَهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرَ الْكُفَّارَ يَوْمَئِذٍ أَسْمِعْ شَيْءٍ وَأَبْصِرُهُ ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ لِأَشْتَمَنَّكَ ﴿وَرَثِيًّا﴾ مَنظَرًا وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ عَلِمْتُ مَرِيَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ذُو نُهْيَةٍ حَتَّى قَالَتْ ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ نَقِيًّا﴾ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ تَوَزَّهُمْ أَرَا تُزْعِجُهُمْ إِلَى الْمَعَاصِي إِزْعَاجًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿لُدًّا﴾ عَوَجًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَرَدًّا﴾ عِطَاشًا ﴿أَنَاءًا﴾ مَالًا ﴿إِدًّا﴾ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿رُكُزًا﴾ صَوْتًا. وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿عِيًّا﴾ خُسْرَانًا ﴿بُكِيًّا﴾ جَمَاعَةً بَالِكٍ ﴿صَلِيًّا﴾ صَلَّى يَضَلِّي ﴿نَدِيًّا﴾ وَالنَّادِي وَاحِدٌ مُجَلِّسًا.

ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, তারা আজ (দুনিয়ায়) কোন নাসীহাত শুনছে না এবং কোন নিদর্শন দেখছে না এবং তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। অথচ কিয়ামাতের দিন কাফিরেরা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে। ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ আমি অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করে দিব। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, এর অর্থ ﴿أَشْتَمَنَّكَ﴾ অবশ্যই আমি তোমাকে গালি দিব। ইবনু ইয়াইনা (রহ.) বলেন, ﴿تَوَزَّهُمْ﴾ শায়ত্বন তাদের পাপের দিকে চরমভাবে প্ররোচিত করছে। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ﴿إِدًّا﴾ বক্রতা। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, ﴿وَرَدًّا﴾ তৃষ্ণার্ত। ﴿أَنَاءًا﴾ মাল। ﴿إِدًّا﴾ কঠোর বাক্য। ﴿رُكُزًا﴾ ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, ﴿عِيًّا﴾ অবাধ্য^{১৪৫}। ﴿بُكِيًّا﴾ ক্রন্দনকারী একটি দল। ﴿صَلِيًّا﴾ (প্রবেশ করা)। ﴿يَضَلِّي﴾ এর মাসদার। ﴿نَدِيًّا﴾ এবং النَّادِي বৈঠকখানা।

144 পূণ্য মনে করে তারা যে সকল কর্ম করেছে, সেগুলো কোন কাজে আসবে না।

145 আল্লাহ তা‘আলার বাণী : ﴿يُحِبُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِيًّا﴾ যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য। (সূরাহ নাহল ১৬/৬৯)

১/১৯/৬০. بَاب قَوْلِهِ : ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾.

৬৫/১৯/১. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আপনি তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিন পরিতাপের দিন সম্পর্কে । (সূরাহ মারইয়াম ১৯/৩৯)

৪৭৩. حٰثِنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبِشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْحِجَّةِ فَيَشْرِيئُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرِيئُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ فَيَذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْحِجَّةِ خُلُودُ فَلَآ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودُ فَلَآ مَوْتَ ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ وَهُوَ لَآ يُؤْمِنُونَ﴾.

৪৭৩০. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ক্বিয়ামাত দিবসে মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেঘের আকারে আনা হবে। তখন একজন সম্বোধনকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন তাঁরা ঘাড়-মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। সম্বোধনকারী বলবে, তোমরা কি একে চিন? তারা বলবেন হ্যাঁ, এ হল মৃত্যু। কেননা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর সম্বোধনকারী আবার ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসী! জাহান্নামীরা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে, তখন সম্বোধনকারী বলবে তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা তারা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর (সেটিকে) যবহ করা হবে। আর ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক। তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন (এখানে) থাক। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঠ করলেন- “তাদের সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল ফয়সালা হয়ে যাবে অথচ এখন তারা গাফিল, তারা অসতর্ক দুনিয়াবাসী-অবিশ্বাসী।” (মুসলিম ৫১/১৩, হাঃ ২৮৪৯, আহমাদ ১১০৬৬) (আ.প্র. ৪৩৬৯, ই.ফা. ৪৩৭১)

২/১৯/৬০. بَاب قَوْلِهِ :

৬৫/১৯/২. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَمَا تَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾.

(জিব্রীল বলল :) আমি আপনার রবের আদেশ ব্যতিরেকে আসতে পারি না । (সূরাহ মারইয়াম ১৯/৬৪)

৪৭৩১. حٰثِنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَجِبْرِيلَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا فَتَزَلَّتْ ﴿وَمَا تَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾.

৪৭৩১. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার জিব্রীলকে বললেন, আপনি আমার সাথে যতবার সাক্ষাৎ করেন, তার চেয়ে অধিক সাক্ষাৎ করতে আপনাকে কিসে

বাধা দেয়? ১৪৬ তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, “আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না, যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে সবই তাঁরই।” [৩২:১৮] (আ.প্র. ৪৩৭০, ই.ফা. ৪৩৭২)

৩/১৭/৬০. **بَاب قَوْلِهِ: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾**

৬৫/১৯/৩. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করে এবং বলে : অবশ্যই আমাকে ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে। (সূরাহ মারইয়াম ১৯/৭৭)

৪৭৩২. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي الصُّخَيْ عَنِ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ حَبَابًا قَالَ جِئْتُ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ اتَّقَا ضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ لَا حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَهُ فَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ.

৪৭৩২. মাসরুক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (খাব্বাব) বলেন, আমি আস ইবনু ওয়ায়েল সাহমীর নিকট গেলাম; তার কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল, তা আদায় করার জন্য। আস ইবনু ওয়ায়েল বলল, আমি তোমার প্রাপ্য তোমাকে দিব না, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদের প্রতি অবিশ্বাস না কর। ১৪৭ তখন আমি বললাম, না, এমনকি তুমি মরে গিয়ে পুনরায় জীবিত হয়ে আসলেও তা হবে না। ‘আস ইবনু ওয়ায়েল বলল, আমি কি মরে যাবার পরে আবার জীবিত হব? আমি বললাম, হ্যাঁ। আস ইবনু ওয়ায়েল বলল, অবশ্যই সেখানেও আমার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি থাকবে, তা থেকে আমি তোমার ঋণ শোধ করব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : ‘তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।”

এ হাদীসটি সাওরী (রহ.) ... আ'মাশ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন। [২০৯১] (আ.প্র. ৪৩৭১, ই.ফা. ৪৩৭৩)

৬/১৭/৬০. **بَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:**

৬৫/১৯/৪. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿أَظَلَعَ الْعَيْبُ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ الْآيَةُ قَالَ مَوْثِقًا.

তবে কি সে অদৃশ্য বিষয় জানতে পেরেছে অথবা দয়াময় আল্লাহর নিকট হতে সে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে? (সূরাহ মারইয়াম ১৯/৭৮)

۴۷۷ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি।

146 কিছু কালের জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ওয়াহী বন্ধ ছিল। এতে রসূল (ﷺ) খুব পেরেশান হন। পরে জিবরীল (ﷺ) হাজির হলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

147 অর্থাৎ যতক্ষণ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নাবী মানতে অস্বীকার না কর।

৪৭৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي الضُّعَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ حَبَابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَفَعِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ سَيْفًا فَجِئْتُ أَنْقَاصَاهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قُلْتُ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى يُبَيِّنْتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يُحْيِيكَ قَالَ إِذَا أَمَاتَنِي اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَإِي مَالًا وَوَلَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ قَالَ مَوْثِقًا لَمْ يَقُلِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيْفًا وَلَا مَوْثِقًا.

৪৭৩৩. খাব্বাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাক্কাহয় অবস্থানকালে কর্মকারের কাজ করতাম। এ সময় আস ইবনু ওয়ায়েলকে একখানা তলোয়ার বানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একদিন আমার সেই পাওনা আদায়ের জন্য তাঁর নিকট আসলাম। সে বলল, মুহাম্মাদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত তোমার পাওনা দেব না। আমি বললাম, মুহাম্মাদকে অস্বীকার করব না। এমনকি আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দিবার পর তোমাকে আবার জীবিত করা পর্যন্ত। সে বলল, আল্লাহ যখন আমাকে মৃত্যুর পরে আবার জীবিত করবেন, তখন আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন : 'তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বর্ণনাকারী বলেন, عهد এর অর্থ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। আশ্জায়ী (রহ.) সুফইয়ান থেকে বর্ণনার মধ্যে سَيْفًا (তরবারি) শব্দ এবং مَوْثِقًا (প্রতিশ্রুতি) শব্দ উল্লেখ করেননি। [২০৯১] (আ.প্র. ৪৩৭২, ই.ফা. ৪৩৭৪)

৫/১৭/৬৫. بَابُ : ﴿كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾

৬৫/১৯/৫. অধ্যায়: “কখনই নয় আমি সে যা বলে তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।” (সূরাহ মারইয়াম ১৯/৭৯)

৪৭৩৪. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّعَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ حَبَابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ قَالَ فَأَتَاهُ بِتَقَاصَاهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُبَيِّنْتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ قَالَ فَذَرَنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أُبْعَثَ فَسَوْفَ أُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَتَرَلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾

৪৭৩৪. খাব্বাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাহিলীয়াতের যুগে কর্মকার ছিলাম। সে সময় আস ইবনু ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি পাওনা আদায় করতে তার কাছে আসলে সে বলল, আমি তোমার পাওনা শোধ করব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার কর। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি অস্বীকার করব না। এমনকি আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দেয়ার পর আবার তোমাকে জীবিত করার পরেও নহে। বলল, তাহলে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে ওঠা পর্যন্ত। তখন তো আমাকে ধন-সন্তান দেয়া হবে। তখন তোমাকে পরিশোধ করে দেব। এ প্রসঙ্গে এ

আয়াত অবতীর্ণ হয় : “কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে” – (সূরা মারইয়াম ১৯/৭৭)। [২০৯১] (আ.প্র. ৪৩৭৩, ই.ফা. ৪৩৭৫)

৬/১৭/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَوَرَّثَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾**

৬৫/১৯/৬. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর সে যা বলে তা থাকবে আমার কাছে আসবে একাকী। (সূরাহ মারইয়াম ১৯/৮০)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿الْحِبَالُ هَذَا﴾ هَذَا.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, الْحِبَالُ هَذَا এর অর্থ, পর্বতগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

৪৭৩০. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي الصُّحَى عَنِ مَسْرُوقٍ عَنِ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتْقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تَبَعْتَ قَالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ قَالَ فَتَزَلَّتْ ﴿أَقْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَوَرَّثَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾.

৪৭৩৫. খাব্বাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম এবং আস ইবনু ওয়ায়েলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তাকে তাগিদ দিতে তার কাছে আসলাম। সে বলল, আমি পাওনা পরিশোধ করব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবে। তিনি (খাব্বাব) বললেন, আমি কখনও তাঁকে অস্বীকার করব না, এমনকি তোমার মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়া পর্যন্তও না। আস বলল, আমি মৃত্যুর পরে আবার জীবিত হব তখন অবিলম্বে আমি সম্পদ ও সন্তানের দিকে ফিরে আসব এবং তোমাকে পরিশোধ করে দেব। এ সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

“তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে, অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? কখনই না; সে যা বলে অবিলম্বে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।” [২০৯১] (আ.প্র. ৪৩৭৪, ই.ফা. ৪৩৭৬)

(২০) **سُورَةُ طه**

সূরাহ (২০) : ত্বাহা

قَالَ جُبَيْرٌ وَالصَّحَّاحُ بِالنَّبَطِيَّةِ أَيْ ﴿طه﴾ يَا رَجُلٌ يُقَالُ كُلُّ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ أَوْ فِيهِ تَمَتَّةٌ أَوْ قَافَاءٌ فَهِيَ عُقْدَةٌ ﴿أَزْرِي﴾ ظَهْرِي ﴿فَيَسْحَتَكُمْ﴾ يُنْهِلِكُمْ ﴿الْمَثَلِي﴾ تَأْنِيْتُ الْأَمْثَلِ يَقُولُ بِيَدَيْكُمْ يُقَالُ خَذَ الْمَثَلِي خَذَ الْأَمْثَلِ ﴿ثُمَّ انْتَوَا صَفًّا﴾ يُقَالُ هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِي النَّصْلَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ﴿فَأَوْجَسَ﴾ فِي نَفْسِهِ خَوْفًا

فَدَهَبَتْ الْوَاوُ مِنْ ﴿خَيْفَةَ﴾ لِكَسْرَةِ الْحَاءِ ﴿فِي جُدُوعٍ﴾ أَيَّ عَلَى جُدُوعِ النَّخْلِ ﴿حَطْبُكَ﴾ بِأَنَّكَ ﴿مِسَاسٌ﴾ مَصْدَرُ مَاسَهُ مِسَاسًا لَتَنْسِفَنَّهُ لَتَذْرِيبَهُ ﴿فَاعًا﴾ يَعْלוهُ الْمَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَوْزَارًا﴾ أَثْقَالًا ﴿مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ وَهِيَ الْحِلْيَةُ الَّتِي اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَهِيَ الْأَثْقَالُ ﴿فَقَدَفْتُهَا﴾ فَأَلْقَيْتُهَا ﴿الْقَى﴾ صَنَعَ ﴿فَنَسِي﴾ مُوسَى هُمْ يَقُولُونَهُ أَخْطَأَ الرَّبَّ لَا ﴿يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ الْعِجْلُ ﴿هَمْسًا﴾ حِسُّ الْأَقْدَامِ ﴿حَشْرَتِي أَعْمَى﴾ عَنِ حُجَّتِي ﴿وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ فِي الدُّنْيَا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْبَسُ صَلُّوا الطَّرِيقَ وَكَانُوا شَاتِيَيْنِ فَقَالَ إِنْ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهَا مَنْ يَهْدِي الطَّرِيقَ آتَيْكُمْ بِنَارٍ تُوقِدُونَ.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ﴿أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً﴾ أَعَدَلَهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَضْمًا لَا يَظْلَمُ فِيْهِضُمٌ مِنْ حَسَنَاتِهِ ﴿عَوَجًا﴾ وَادِيًا ﴿وَلَا أُمَّتًا﴾ رَابِيَةً ﴿سَيْرَتَهَا﴾ خَالَتَهَا الْأَوَّلَى ﴿الثُّلَى﴾ التَّقَى ﴿ضَنْكًا﴾ الشَّقَاءُ ﴿هُوَى﴾ شَقِي بِالْوَادِيِ ﴿الْمُقَدَّسِ﴾ الْمُبَارَكِ. [أشار به إلى قوله تعالى : ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ وفسره بقوله المبارك. ﴿طَوًى﴾ : اسمُ الْوَادِيِ يَقْرُطُ عُقُوبَةَ ﴿بِمِلْكِنَا﴾ بِأَمْرِنَا ﴿مَكَانًا سَوًى﴾ مَنصَفٌ بَيْنَهُمْ ﴿يَبِيسًا﴾ يَابِسًا ﴿عَلَى قَدَرٍ﴾ مَوْعِدٍ. ﴿لَا تَيْنًا﴾ تَضَعْفًا : يَفِرُّطُ : عُقُوبَةٌ.

জুবারর ও যাহ্‌হাক (رضي الله عنه) বলেন, নাবতী ভাষায় ظه এর অর্থ يَا رَجُلُ হে ব্যক্তি! যে সকল ব্যক্তি কোন অক্ষর স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না অথবা 'তা' অথবা 'ফা' উচ্চারণে তোতলামি করে, তাকে কোদে বলা হয়। অর্থাৎ আমার পিঠ। فَيَسْحَخْتَكُمْ সে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। الْمُثَلِّي এটা এরপর। ثُمَّ اثْتُوا صَفًا উত্তম পছা অবলম্বন কর। خُذِ الْمُثْلِي - خُذِ الْأَمْثَلِ -এর স্ত্রীলিঙ্গ। বলা হয়, "তুমি কি আজ সারিতে এসেছ?" অর্থাৎ সলাতের নির্ধারিত জায়গায় যেখানে সলাত আদায় করা হয়। فَأَوْحَسَ তিনি অন্তরে গোপন করলেন। خَوْفًا مَوْلَى خَيْفَةَ ছিল। অক্ষরটি 'কাস্রার' কারণে وَאוُ টি দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। فِي جُدُوعٍ (খেজুর বৃক্ষের) কাণ্ডের উপরে। لَتَنْسِفَنَّهُ مِسَاسًا-مَاسَهُ এর মাসদার স্পর্শ করা, শব্দটি مِسَاسٌ তোমার ব্যাপার। حَطْبُكَ অবশ্যই আমি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছড়িয়ে দিব। فَاعًا এমন জায়গা যার ওপর দিয়ে পানি চলে যায়। الْمُسْتَوِي সমতল ভূমি। مُجَاهِدٌ (রহ.) বলেন, مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ অর্থাৎ সে সব অলংকার, যা তারা ফির'আউনের বংশধর হতে ধার করে এনেছিল। فَأَلْقَيْتُهَا আমি তা নিক্ষেপ করলাম। الْقَى সে তৈরি করল। فَنَسِي অর্থাৎ মূসা (عليه السلام) ভুলে গিয়েছেন। তারা বলতে লাগল, তিনি রবকে চিনতে ভুল করেছেন। يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا অর্থাৎ গো বৎস তাদের কথার জওয়াব দিতে পারে না। هَمْسًا পদধ্বনি। حَشْرَتِي أَعْمَى আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে আমার প্রমাণাদি থেকে كُنْتُ بَصِيرًا আমার তো দুনিয়ায় চক্ষু ছিল।

ইবনু 'উয়াইনাই বলেন, **أَمْثَلُهُمْ** (জ্ঞানী ব্যক্তি) অর্থাৎ তাদের মধ্যে ন্যায় বিচারক।

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **هَضًا** এর অর্থ অবিচার করা হবে না যাতে তার পুণ্য বিনষ্ট হয়। **عَوَجًا** বক্রতা, উপত্যকা **أُمَّتًا** উঁচু ভূমি, টিলা। **مَسِيرَتَهَا** তার অবস্থা। **الْطُّهَى** সংযমী, পরহিজগার। **ضَنْعًا** দুর্ভাগ্য। **مَكَانًا** দুর্ভাগ্য হওয়া। **طَوَى** বারাকাতময় একটি উপত্যকার নাম। **بَيْلِكِنَا** আমাদের নির্দেশে। **لَا تَنِيَا** তোমরা উভয়ে দুর্বল হয়ে না। **عَلَى قَدْرِ** প্রতিশ্রুতি সময়ে **يَبَسًا** শুষ্ক।

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ ১/২০/৬০

৬৫/২০/১. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি। (সূরাহ ত্বাহ ২০/৪১)

٤٧٣٦. حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ التَّقَى آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِآدَمَ أَنْتَ الَّذِي أَشَقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اضْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَاضْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي قَالَ نَعَمْ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى. وَالْيَمُّ: الْبَحْرُ.

৪৭৩৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আদাম (عليه السلام) ও মুসা (عليه السلام)-এর সাক্ষাৎ ঘটল। মুসা (عليه السلام) আদাম (عليه السلام)-কে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, মানব জাতিকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছেন এবং তাদের জান্নাত থেকে বের করিয়েছেন? আদাম (عليه السلام) তাঁকে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাতের জন্য নির্বাচিত করেছেন, এবং বাছাই করেছেন আপনাকে নিজের জন্য এবং আপনার ওপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন? মুসা (عليه السلام) বললেন, হ্যাঁ। আদাম (عليه السلام) বললেন, আপনি তাতে অবশ্যই পেয়েছেন যে, আমার সৃষ্টির আগেই আল্লাহ তা'আলা তা আমার জন্য লিখে রেখেছেন। মুসা (عليه السلام) বললেন, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, এভাবে আদাম (عليه السلام) মুসা (عليه السلام)-এর উপর জয়ী হলেন। **الْيَمُّ** সমুদ্র। [৩৪০৯] (আ.প্র. ৪৩৭৫, ই.ফা. ৪৩৭৭)

بَابُ قَوْلِهِ: ٢/٢٠/٦٥

৬৫/২০/২. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ۖ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۖ لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْلَى (٧٧) فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ط (٧٨) وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾.

আমি তো মুসার প্রতি এই মর্মে ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতারাতি বেরিয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক পথ করে দাও। পেছন থেকে এসে ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না। তারপর ফিরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পেছন দিক থেকে অনুসরণ করল এবং সমুদ্র তাদের সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করে ফেলল। আর ফিরাউন তার লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং তাদেরকে সুপথ দেখায়নি। (সূরাহ ত্বাহ ২০/৭৭-৭৯)

৪৭৩৭. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ.
 ৪৭৩৭. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মাদীনাহয় এলেন, তখন ইয়াহুদীরা আশুরার দিন সওম পালন করত। তিনি তাদের (সওমের কারণ) জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, এ দিনে মূসা (ﷺ) ফিরআউনের ওপর জয়ী হয়েছিলেন। তখন নাবী বললেন, আমরাই তো তাদের চেয়ে মূসা (ﷺ)-এর নিকটবর্তী। কাজেই (মুসলিমগণ) তোমরা এ সিয়াম পালন কর। [২০০৪] (আ.প্র. ৪৩৭৬, ই.ফা. ৪৩৭৮)

৬৫/২০/৩. ৩/২০/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾

৬৫/২০/৩. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : সে যেন তোমাদেরকে কিছুতেই জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, তাহলে কষ্টে পতিত হবে। (সূরাহ ত্বাহ ২০/১১৭)

৪৭৩৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو ثَيْبُ بْنُ النَّجَّارِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ حَاجُّ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشَقَّيْتَهُمْ قَالَ قَالَ آدَمُ يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي أَوْ قَدَرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.

৪৭৩৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মূসা (ﷺ) আদম (ﷺ)-এর সঙ্গে যুক্তি দিয়ে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, আপনার গুনাহের কারণে মানব জাতিকে জান্নাত থেকে বের করেছেন এবং তাদের দুঃখ-কষ্টে ফেলেছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আদম (ﷺ) বললেন, হে মূসা (ﷺ)! আপনি তো সে ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে রিসালাতের জন্য এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য বেছে নিয়েছেন। তবুও কি আপনি আমাকে এমন বিষয়ের জন্য নিন্দাবাদ করবেন, যা আল্লাহ আমার সৃষ্টির আগেই আমার সম্পর্কে লিখে রেখেছেন, অথবা বললেন, আমার সৃষ্টির পূর্বেই তা আমার ব্যাপারে নির্ধারণ করে রেখেছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আদাম (ﷺ) মূসা (ﷺ)-এর উপর তর্কে বিজয়ী হলেন। [৩৪০৯] (আ.প্র. ৪৩৭৭, ই.ফা. ৪৩৭৯)

(২১) سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

সূরাহ (২১) : আশিয়া (ﷺ)

: بَابُ ١/٢١/٦٥

৬৫/২১/১. অধ্যায়:

১৭৩৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفُ وَمَرِيَمَ وَطه وَالْأَنْبِيَاءُ هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَّلِ وَهِنَّ مِنْ تِلَادِي وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿جَدَادًا﴾ قَطَعَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿فِي فَلَكٍ﴾ مِثْلَ فَلَكَةِ الْمِغْزَلِ ﴿يَسْبَحُونَ﴾ يَدُورُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿نَفَسَتْ﴾ رَعَتْ لَيْلًا ﴿يُضْحَبُونَ﴾ يُمْنَعُونَ ﴿أُمَّتْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ قَالَ دِينَكَمُ دِينٌ وَاحِدٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ ﴿حَصَبٌ﴾ حَطَبٌ بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿أَحْسُوا﴾ تَوَقَّعُوا مِنْ أَحْسَسْتُ ﴿خَامِدِينَ﴾ هَامِدِينَ ﴿حَصِيدٌ﴾ مُسْتَأْصَلٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ ﴿لَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ لَا يُعْيُونَ وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرْتُ بَعِيرِي ﴿عَمِيقٌ﴾ بَعِيدٌ ﴿نُكِّسُوا﴾ رُدُّوا ﴿صَنَعَةَ لُبُوسٍ﴾ الدَّرُوعُ ﴿تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ﴾ اخْتَلَفُوا الْحَسِيْسُ وَالْحِسُّ وَالْحِرْسُ وَالْهَمْسُ وَاحِدٌ وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْحَقِيّ ﴿أَذْنَاكَ﴾ أَعْلَمْنَاكَ أَدْنَتْكُمْ إِذَا أَعْلَمْتَهُ فَأَنْتَ وَهُوَ عَلَى سَوَاءٍ لَمْ تَغْدِرْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ﴾ تُفْهَمُونَ ﴿ارْتَضَى﴾ رَضِيَ ﴿الْكَثَائِيلُ﴾ الْأَصْنَامُ ﴿السَّجِلُ﴾ الصَّحِيفَةُ.

৪৭৩৯. ‘আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ বানী ইসরাঈল, কাহফ, মারইয়াম, ত্বহা এবং ‘আম্বিয়া’ প্রথমে অবতীর্ণ অতি উত্তম সূরা। এগুলো আমার পুরনো রক্ষিত সম্পদ। [৪৭০৮]

ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, جَدَادًا টুকরা টুকরা করা। হাসান বলেন, فِي فَلَكٍ (কক্ষ পথ) সূতা কাটার চরকির মত। يَسْبَحُونَ ঘুরছে। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, نَفَسَتْ মানে চরে খেয়েছিল। يَضْحَبُونَ বাধা দেয়া হবে। حَصَبٌ অর্থ, হাবশী ভাষায় জ্বালানি কাষ্ঠ। অন্যরা বলেন, أَحْسُوا তারা অনুভব করেছিল। আর এ শব্দটি أَحْسَسْتُ থেকে উদ্ভূত। خَامِدِينَ নির্বাপিত। حَصِيدٌ কর্তিত শস্য। শব্দটি একবচন, দ্বিচন, বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়। حَسَرْتُ بَعِيرِي-حَسِيرٌ আমি আমার উটকে পরিশ্রান্ত করে দিয়েছি। عَمِيقٌ দূরত্ব। نُكِّسُوا উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। صَنَعَةَ لُبُوسٍ অর্থাৎ বর্মাদি। الْحَسِيسُ، الْحِسُّ، الْحِرْسُ এগুলোর একই অর্থ-মৃদু আওয়াজ। أَدْنَاكَ আমি তোমাকে জানিয়েছি। أَدْنَتْكُمْ যখন তুমি তাকে জানিয়ে দিলে তখন তুমি আর সে একই পর্যায়ে। তুমি চুক্তি ভঙ্গ করবে না। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ অর্থাৎ তোমাদের বুঝিয়ে দেয়া হবে। ارْتَضَى সে রাজী হল। الْكَثَائِيلُ মূর্তিসমূহ। السَّجِلُ লিপিবদ্ধ কাগজ। (আ.প্র. ৪৩৭৮, ই.ফা. ৪৩৮০)

৬৫/২১/২. ২/২১/৬০. بَابُ : ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

৬৫/২১/২. অধ্যায়: আল্লাহ তা‘আলার বাণী : যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম। (সূরাহ আম্বিয়া ২১/১০৪)

১৭৪০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الثُّعْمَانَ شَيْخٍ مِنَ التَّخَعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ حَطَبُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَحْشُرُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةَ عُرَاةٍ

غُرُلًا ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا وَإِنَّا كُنَّا فَعَالِينَ﴾ ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ أَلَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤَخِّدُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي قِيْلَ لَا تَذِرْنِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿شَهِيدًا﴾ قِيْلَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ قَارَعْتَهُمْ.

৪৭৪০. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ভাষণে বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন তোমরা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে বস্ত্রহীন এবং খাতনহীন অবস্থায় জমায়েত হবে। (এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন) كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا وَإِنَّا كُنَّا فَعَالِينَ (যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; আমার উপর এ ওয়াদা রইল; অবশ্যই আমি তা কার্যকর করব।" এরপর ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে ইব্রাহীম (عليه السلام)-কে। জেনে রাখ, আমার উম্মাতের মধ্য হতে বহু লোককে হাজির করা হবে। এরপর তাদের ধরে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার সঙ্গী-সাথী। এরপর বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার পরে ওরা (ইসলামে) নতুন কাজে লিপ্ত হয়েছে। তখন আমি সে কথা বলব, যেমন আল্লাহর নেক বান্দা [স্বিসা (عليه السلام)] বলেছিলেন : شَهِيدٌ فِيهِمْ "যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষকারী এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী।" এরপর বলা হবে, তুমি এদের নিকট হতে চলে আসার পর এরা ধারাবাহিকভাবে উল্টো পথে চলেছে। [৩৩৪৯] (আ.প্র. ৪৩৭৯, ই.ফা. ৪৩৮১)

(২২) سُورَةُ الْحَجِّ

সূরাহ (২২) : হাজ্জ

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ﴿الْمُخْبِتِينَ﴾ وَالْمُظْمِئِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي ﴿إِذَا تَمَّتْ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ إِذَا حَدَّثَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ فَيَبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ وَيَحْكُمُ آيَاتِهِ وَيُقَالُ أُمْنِيَّتُهُ قِرَاءَتُهُ ﴿إِلَّا أَمَانِي﴾ يَقْرَأُونَ وَلَا يَكْتُبُونَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مَشِيدٌ﴾ بِالْقَصَّةِ جِصٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿يَسْطُونَ﴾ يَفْرُطُونَ مِنَ السَّطْوَةِ وَيُقَالُ يَسْطُونَ يَبْطِشُونَ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ أَلْهُمُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ إِلَى الْقُرْآنِ ﴿وَهَدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ الْإِسْلَامَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿بَسْبَبٍ﴾ بِجَبَلٍ إِلَى سَقْفِ النَّبِيِّ تَابِي عِظْفِهِ مُسْتَكْبِرٌ ﴿تَذْهَلُ﴾ تُشْعَلُ.

ইবনু 'উয়াইনাহ (রহ.) বলেন, الْمُخْبِتِينَ বিনয়ী, শান্তিপ্ৰাপ্ত। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, فِي أُمْنِيَّتِهِ অর্থাৎ যখন তিনি কোন কথা বলেন, তখন শায়তুন তাঁর কথার সঙ্গে নিজের কথা মিলিয়ে দেয়। এরপর

আল্লাহ তা'আলা শয়তানের সে মিলানো কথা মিটিয়ে দিয়ে তাঁর আয়াতকে সুদৃঢ় করেন। কেউ কেউ বলেন, **أَمْنِيَّتِهِ** অর্থাৎ তার কিরাআত (পাঠ) **إِلَّا أَمَانِيَّ** তাঁরা পড়তে জানতেন লিখতে জানতেন না। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **مَشِيدٌ** অর্থাৎ চুন-সুরকি দ্বারা দৃঢ় নির্মিত। অন্যরা বলেন, **يَسْطَوْنَ** অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করে। এটি **سَطْوَةٌ** থেকে উদ্ভূত। বলা হয় **يَسْطَوْنَ** অর্থাৎ মজবুত করে ধরে। **وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ** অর্থাৎ তাদের অন্তরে পবিত্র বাক্য^{১৪৮} ঢেলে দেয়া হয়েছে। ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **يَسْبِبُ** রজ্জু দ্বারা যা ঘরের ছাদের দিকে। **تُذْهَلُ** তুমি বিস্মৃত হবে।

۱/২২/৬০. **بَابُ : ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾**

৬৫/২২/১. **অধ্যায়:** আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত সদৃশ। (সূরাহ হাঙ্ক ২২/২)

৪৭৬১. **حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ حَدَّانَةَ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا آدَمُ يَقُولُ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعَثًا إِلَى النَّارِ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعَثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ أَرَاهُ قَالَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ فَجِيئُكَ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَالِدُ ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وَجُوهُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ شَطَّرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾ وَقَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ وَقَالَ جَرِيرٌ وَعَيْسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ سَكَرَى وَمَا هُمْ بِسَكَرَى.**

৪৭৪১. আবু সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, হে রব! আমার সৌভাগ্য, আমি হাজির। তারপর তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলা হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমার বংশধর থেকে একদলকে বের করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে আস। আদাম (ﷺ) বলবে, হে রব! জাহান্নামী দলের পরিমাণ কী? বলবে, প্রতি হাজার থেকে আমার ধারণা যে, বললেন, নয়শত নিরানব্বই, এ সময় গর্ভবতী মহিলা গর্ভপাত করবে, শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তুমি মানুষকে দেখবে মাতাল; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। [পরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন] : এ কথা লোকদের কাছে ভয়ানক মনে হল, এমনকি তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর নাবী (ﷺ) বললেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন তো ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে নেয়া হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন। আবার মানুষদের মধ্যে তোমাদের তুলনা হবে যেমন সাদা গরুর পার্শ্ব মধ্যে যেন একটি

কালো পশম অথবা কালো গরুর পার্শ্বে যেন একটি সাদা পশম। আমি অবশ্য আশা রাখি যে, জান্নাতবাসীদের মধ্যে তোমরাই হবে এক-চতুর্থাংশ। (রাবী বলেন) আমরা সবাই খুশীতে বলে উঠলাম, 'আল্লাহ্ আকবার'। এরপর রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ। আমরা বলে উঠলাম, 'আল্লাহ্ আকবার'। তারপর তিনি বললেন, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক। আমরা বলে উঠলাম, 'আল্লাহ্ আকবার'।

আ'মাশ থেকে উসামার বর্ণনায় এসেছে **تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ** এবং তিনি বলেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন।

জারীর, ঈসা, ইবনু ইউসুফ ও আবু মু'আবিয়াহর বর্ণনায় **سُكَارَىٰ** এবং **وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ** রয়েছে। [৩৩৪৮] (আ.প্র. ৪৩৮০, ই.ফা. ৪৩৮২)

২/২২/৬০. **بَاب : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ﴾ شَيْءٍ ﴿فَإِنِ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنِ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ ﴿أَثْرَفْنَا هُمْ﴾ وَسَعْنَا هُمْ.**

৬৫/২২/২. **অধ্যায়:** “আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সঙ্গে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি তার কোন পার্থিব স্বার্থ লাভ হয় তবে সে তাতে প্রশান্তি লাভ করে; কিন্তু যদি তার উপর কোন বিপর্যয় ঘটে তবে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। এতে সে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়টাই হারিয়ে বসে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। সে আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব কিছুর উপাসনা করে, যা তার কোন ক্ষতিও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম গোমরাহী।” (সূরা হাঙ্ক ২২/১১-১২)

حَرْفٍ দ্বিধা দ্বন্দ্ব। **أَثْرَفْنَا هُمْ** আমি তাদের প্রশস্ততা দান করলাম।

৬৭৬২. **حدثني إبراهيم بن الحارث حدثننا يحيى بن أبي بكير حدثننا إسرائيل عن أبي حصين عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ﴾ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَفْدُمُ الْمَدِينَةَ فَإِنِ وَلَدَتْ أَمْرَأَتُهُ غُلَامًا وَتَوَجَّحَتْ حَيْلُهُ قَالَ هَذَا دَيْنٌ صَالِحٌ وَإِنِ لَمْ تَلِدْ أَمْرَأَتَهُ وَلَمْ تُنْتِجْ حَيْلُهُ قَالَ هَذَا دَيْنٌ سَوْءٌ.**

৪৭৪২: ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ** সম্পর্কে বলেন, কোন ব্যক্তি মাদীনাহয় আগমন করতঃ যদি তার স্ত্রী পুত্র-সন্তান প্রসব করত এবং তার ঘোড়ায় বাচ্চা দিত, তখন বলত এ দীন ভাল। আর যদি তার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান না জন্মাত এবং তার ঘোড়াও বাচ্চা না দিত, তখন বলত, এটা মন্দ দীন। (আ.প্র. ৪৩৮১, ই.ফা. ৪৩৮৩)

৩/২২/৬০. **بَاب قَوْلِهِ : ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾**

৬৫/২২/৩. **অধ্যায়:** আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : এরা দু'টি কলহরত পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করছে। (সূরাহ হাঙ্ক ২২/১৯)

৪৭৪৩. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَلْزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِي دَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ قَسْمًا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ نَزَلَتْ فِي حَمْرَةَ وَصَاحِبِيهِ وَعُتْبَةَ وَصَاحِبِيهِ يَوْمَ بَرَزُوا فِي يَوْمِ بَدْرٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ وَقَالَ عُثْمَانُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَلْزِ قَوْلَهُ.

৪৭৪৩. আবু য়ার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত সম্পর্কে কসম খেয়ে বলেন, এ আয়াত (এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ। তারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করে)। হামযা এবং তাঁর দু'সঙ্গী এবং উত্বা ও তার দু'সঙ্গীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যেদিন তারা বাদরের যুদ্ধে বিপক্ষের সঙ্গে মুকাবলা করেছিল।

সুফইয়ান আবু হাশিম সূত্রে এবং 'উসমান.....এ বক্তব্যটি আবু মিজলায এর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেন। [৩৯৬৬] (আ.প্র. ৪৩৮২, ই.ফা. ৪৩৮৪)

৪৭৪৪. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَلْزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَخْتَصِمُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَيْسٌ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ قَالَ هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيٌّ وَحَمْرَةُ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ.

৪৭৪৪. 'আলী ইবনু আবু ত্বলিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিই সর্বপ্রথম কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর সমীপে নতজানু হয়ে নালিশ জানাব। কায়েস বলেন, এ ব্যাপারেই ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, এরাই বাদরের যুদ্ধে সর্বপ্রথম বিপক্ষের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ 'আলী, হামযা ও 'উবাইদাহ, শাইবাহ ইবনু রাবী'য়াহ, 'উত্বাহ ইবনু রাবী'য়াহ এবং ওয়ালীদ ইবনু 'উত্বাহ। [৩৯৬৫] (আ.প্র. ৪৩৮৩, ই.ফা. ৪৩৮৫)

(২৩) سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

'সূরাহ (২৩) : মু'মিনীন

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴿لَهَا سَابِقُونَ﴾ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ ﴿فَلَوْبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ خَائِفِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ﴾ بَعِيدٌ بَعِيدٌ ﴿فَأَسْأَلُ الْعَادِينَ﴾ قَالَ : الْمَلَائِكَةُ. ﴿تَتَكَلَّمُونَ﴾ : تَسْتَأْخِرُونَ]. ﴿لَتَأْكِلُنَّ﴾ لَتَعَادِلُنَّ ﴿كَالْحِوْنِ﴾ عَابِسُونَ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾ الْوَلَدِ وَالنُّظْفَةِ السُّلَالَةُ ﴿وَالْحِجَّةُ﴾ وَالْحِجُونَ وَاحِدٌ ﴿وَالْعُقَاءُ﴾ الرَّبْدُ وَمَا ارْتَفَعَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ يَجَارُونَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ كَمَا تَجَارُ الْبَقَرَةُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ رَجَعَ عَلَى عَقْبِيهِ سَامِرًا مِنَ السَّمْرِ وَالْحَمِيعِ السَّمَارُ وَالسَّامِرُ هَا هُنَا فِي مَوْضِعِ الْجَمْعِ تُسْحَرُونَ تَعْمُونَ مِنَ السِّحْرِ.

ইবনু 'উয়াইনাহ বলেন, سَبْعَ طَرَائِقَ সাত আকাশ। سَوَابِغًا তাদের ওপর অগ্রগামী। قُلُوبَهُمْ وَجَلَهُ তাদের অন্তর সব সময় জীত ও সম্বলিত। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ বহুদূর, বহুদূর। فَاسْأَلُ الْمَلَائِكَةَ মালায়িকাদের জিজ্ঞেস করুন। لَتَأْكُبُونَ তারা (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত। وَالْحِجْتَةُ وَالْحِجْوُونَ এ দু'টি একই অর্থে ব্যবহৃত (অর্থাৎ পাগল)। وَالْعُقَاةُ অর্থ ফেনা, যা পানির ওপরে ভাসে এবং তা কোন উপকারে আসে না। يَجَارُونَ তারা গাভীর ন্যায় তাদের আওয়াজ উচ্চ করে, عَلَى أَعْقَابِكُمْ পশ্চাতগমন করা, سَامِرًا শব্দটির উৎপত্তি হচ্ছে السَّمِرُ মাসদার হতে, السَّمَارُ وَالسَّامِرُ শব্দগুলো এখানে বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, تُسْحَرُونَ তোমরা ব্যাপকভাবে মোহগস্ত হয়ে পড়েছ।

(২৬) سُورَةُ التَّوْرِ

সূরাহ (২৪) : নূর

﴿مِنْ خِلَالِهِ﴾ مِنْ بَيْنِ أضعافِ السَّحَابِ ﴿سَنَا بَرَقِهِ﴾ وَهُوَ الصِّيَاءُ ﴿مُذْعِنِينَ﴾ يُقَالُ لِلْمُسْتَحْذِي مُذْعِنٌ ﴿أَشْتَاتًا﴾ وَسْتَى وَسْتَاتٌ وَسَتْ وَوَاحِدٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ بَيْنَاهَا وَقَالَ غَيْرُهُ سَبِي الْقُرْآنِ لِحَمَاعَةِ السُّورِ وَسَمِيَتِ السُّورَةُ لِأَنَّهَا مَقْطُوعَةٌ مِنَ الْأُخْرَى فَلَمَّا فُرِنَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ سَبِي قُرْآنًا وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عِيَاضِ التَّمَائِيُّ ﴿الْمِشْكَاةُ﴾ الْكُوَّةُ يَلْسَانِ الْحَبَشَةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ تَأْلِيْفٌ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ فَإِذَا جَمَعْتَهُ وَالْفَنَاءُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ أَيَّ مَا جُمِعَ فِيهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَمَرَكَ وَإِنَّهُ عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ وَيُقَالُ لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ أَيَّ تَأْلِيْفٌ وَسَبِي الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ مَا قَرَأَتْ بِسَلَا قَطُّ أَيَّ لَمْ تَجْمَعْ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا وَيُقَالُ فِي فَرَضْنَاهَا أَنْزَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً وَمَنْ قَرَأَ ﴿فَرَضْنَاهَا﴾ يَقُولُ فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَوِ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا﴾ لَمْ يَدْرُوا لِمَا بِهِمْ مِنَ الصَّغَرِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَرْبٌ وَقَالَ طَاوُسٌ هُوَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَهْمُهُ إِلَّا بَطْنُهُ وَلَا يَخَافُ عَلَى النِّسَاءِ.

বিনীত মুড্‌ইনীন বিনীত হওয়া। বিনীত সেনা বরুহে। বিদ্যুতের আলো। বিনীত হওয়া। বিনয়ী ব্যক্তিকে বলা মুড্‌ইন বলা হয়। অশ্তাতা (দলে দলে) স্তাত-স্তী-ও-স্তাত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সা'দ ইবনু আয়ায সুমালী বলেন, الْمِشْكَاةُ হাবশী ভাষায় 'তাক'। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, سُورَةٌ (এমন একটি সূরা) যার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আমি প্রদান করেছি। অন্য হতে বর্ণিত। সূরার সমষ্টিতে কুরআন নাম দেয়া হয়েছে। সূরার নামকরণ করা হয়েছে একটি অপরাধ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে। তারপর যখন পরস্পরকে একত্র করা হয়, তখন তাকে 'কুরআন' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ এর এক অংশকে অন্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করা। এটা তারপর যখন আমি তাকে একত্র করি ও সংযুক্ত করে দেই তখন তুমি অনুসরণ করবে সে কুরআনের অর্থাৎ যা

একত্রিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সে কাজ করবে এবং যে কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকবে। বলা হয়, لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ (তার কাব্যে সামঞ্জস্য) নেই। আর কুরআনকে ফুরকান এজন্য নাম দেয়া হয়েছে যে, তা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে। আর বলা হয়, سْتِئْتَمِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ مَا قَرَأَتْ بِسَلَا قَطُّ (তাশদীদ যুক্ত অবস্থায়) অর্থাৎ আমি তাতে বিভিন্ন ফরয অবতীর্ণ করেছি। আর যারা বলে, فَرَضْنَا (তাশদীদ বিহীন) পড়েন তিনি এর অর্থ করেন, আমি তোমাদের এবং তোমাদের পরবর্তীদের উপর ফরয করেছি। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا (এর অর্থ সে সব বালক যারা অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে নারীদের ব্যাপারে বুঝে না। শাবী বলেন, غَيْرِ أَوْلِي الإِرْبَةِ (যারা যৌন কামনামুক্ত, মুজাহিদ বলেন, যে তার পেট ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে গুরুত্ব দেয় না, এবং যার ব্যাপারে নারীদের কোন আশংকা নেই, তাউস বলেন, সে এমন নির্বোধ যার মহিলাদের ব্যাপারে কোন প্রয়োজন নেই।

۱/۲۴/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :

৬৫/২৪/১. অধ্যায়: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ لَا إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾

যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নাই।

(সূরাহ নূর ২৪/৬)

৪৭৬: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الرَّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلُّ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَى عَاصِمُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكِرَةٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلُ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرُ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالسَّلَامَةِ بِمَا سَمَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَا عَنَّا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَبَسْتَهَا فَقَدْ ظَلَمْتَهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ سَنَةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمَتَلَعَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمٌ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْبَتَيْنِ خَدَلَجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْيِيرٌ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى التَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ.

করতে পারে! তারপর আল্লাহ তা'আলা এ দু'জন সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেন, যা কুরআনে পারস্পরিক লা'নত করা সম্পর্কে বর্ণিত। তখন তাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে ফয়সালা হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা উভয়ে পরস্পর 'লিয়ান' করল। তখন আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তারপর সে তার স্ত্রীকে পৃথক করে দিল। এরপর নিয়ম হয়ে গেল যে,, লিয়ানকারী উভয়কে পৃথক করে দেয়া হবে। মহিলাটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল, তার স্বামী তার গর্ভ অস্বীকার করল। সুতরাং সন্তানটিকে তার মায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করে ডাকা হত। তারপর উত্তরাধিকার স্বত্বে এ নিয়ম চালু হল যে, সন্তান মায়ের 'মিরাস' পাবে। আর মাতাও সন্তানের 'মিরাস' পাবে, যা আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। [৪২৩] (আ.প্র. ৪৩৮৫, ই.ফা. ৪৩৮৭)

بَاب : ﴿وَيَذَرُهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾

৬৫/২৪/৩. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাচারী। (সূরাহ নূর ২৩/৮)

٤٧٤٧. حَتَّى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشْرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَةَ أَوْ حَدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْتَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيْتَةَ وَإِلَّا حَدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلْيُنزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِي ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَزَلَّ جَبْرِيْلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فَانصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةِ وَقَفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْلِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِعَ الْأَلْيَتَيْنِ حَدَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشْرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

৪৭৪৭. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। হিলাল ইবনু 'উমাইয়াহ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে শারীক ইবনু সাহমার সঙ্গে তার স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগ করল। নাবী (ﷺ) বললেন, সাক্ষী (হাযির কর) নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে। হিলাল বলল, হে আল্লাহর রসূল! যখন আমাদের কেউ তার স্ত্রীর উপর অন্য কাউকে দেখে তখন সে কি সাক্ষী তালাশ করতে যাবে? তখন নাবী (ﷺ) বলতে লাগলেন, সাক্ষী, নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে। হিলাল বললেন, শপথ সে সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নাবী হিসাবে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা এমন বিধান অবতীর্ণ করবেন, যা আমার পিঠকে শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিবে। তারপর জিবরীল (ﷺ) এলেন এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর

অবতীর্ণ করা হল : “যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে” থেকে নাবী (ﷺ) পাঠ করলেন, “যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে” পর্যন্ত। তারপর নাবী (ﷺ) ফিরলেন এবং তার স্ত্রীকে^{১৪৯} ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। হিলাল এসে সাক্ষ্য দিলেন।^{১৫০} আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছিলেন, আল্লাহ তা‘আলা তো জানেন যে, তোমাদের দু’জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাচারী। তবে কি তোমাদের মধ্যে কেউ তওবা করবে? স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল। সে যখন পঞ্চমবারের কাছে পৌঁছল, তখন লোকেরা তাকে বাধা দিল এবং বলল, নিশ্চয়ই এটি তোমার ওপর অবশ্যম্ভাবী। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, এ কথা শুনে সে দ্বিধাগ্রস্ত হল এবং ইতস্তত করতে লাগল। এমনকি আমরা মনে করতে লাগলাম যে, সে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তন করবে। পরে সে বলে উঠল, আমি চিরকালের জন্য আমার বংশকে কলুষিত করব না। সে তার সাক্ষ্য পূর্ণ করল।^{১৫১} নাবী (ﷺ) বললেন, এর প্রতি দৃষ্টি রেখ, যদি সে কাল ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে ও সন্তান শারীক ইবনু সাহমার। পরে সে ঐরূপ সন্তান জন্ম দিল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, যদি এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব কার্যকর না হত, তা হলে অবশ্যই আমার ও তার মধ্যে কী ব্যাপার যে ঘটত। [২৬৭১] (আ.প্র. ৪৩৮৬, ই.ফা. ৪৩৮৮)

﴿وَالْحَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾. بَاب قَوْلِهِ: ٤/٢٤/٦٥

৬৫/২৪/৪. অধ্যায়: আল্লাহ তা‘আলার বাণী : এবং পঞ্চমবারে বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব। (সূরাহ নূর ২৪/৯)

أي : هذا باب في قوله تعالى : ﴿وَالْحَامِسَةَ﴾ أي : الشهادة الخامسة، والكلام فيه قد مر في قوله :
﴿وَالْحَامِسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ﴾

অর্থাৎ এই আয়াতের মধ্যে পঞ্চমবারের সাক্ষ্যকে বোঝানো হয়েছে। এর আলোচনা আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী : وَالْحَامِسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ আয়াতে অতিক্রান্ত হয়েছে।

٤٧٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَيْبِيُّ الْقَاسِمِ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاَعْنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

৪৭৪৮. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে স্বীয় স্ত্রীর উপর (ঘিনার) অভিযোগ আনে এবং সে স্ত্রীর সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে। রসূল উভয়কে লি‘য়ান করতে আদেশ দেন। আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে বলেছেন, সেভাবে তারা লিয়ান করে। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সিদ্ধান্ত দিলেন যে, বাচ্চাটি স্ত্রীর আর তিনি লি‘য়ানকারী দু’জনকে আলাদা করে দিলেন। [৫৩০৬, ৫৩১৩, ৫৩১৪, ৫৩১৫, ৬৭৪৮] (আ.প্র. ৪৩৮৭, ই.ফা. ৪৩৮৯)

149 খাওলা (রাযি.)।

150 অনীত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে শপথ করলেন।

151 পঞ্চমবার শপথ করল।

بَابُ قَوْلِهِ : ٥/٢٤/٦٥

৬৫/২৪/৫. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে বড় ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। (সূরাহ নূর ২৪/১১)

أَفَاكٌ : كَذَابٌ.

أَفَاكٌ অতি মিথ্যাচারী।

٤٧٤٩. حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ قَالَتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُبَيٍّ سَلَوْلٌ.

৪৭৪৯. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যে এ অপবাদের বড় ভূমিকা নিয়েছিল'
এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে হল 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল'। [২৫৯৩] (আ.প্র. ৪৩৮৮, ই.ফা. ৪৩৯০)

بَابُ : ٦/٢٤/٦٥

৬৫/২৪/৬. অধ্যায়:

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿الْكَاذِبُونَ﴾.

"যখন তারা এটা শুনল তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভুল ধারণা করল না এবং বলল না, 'এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ'। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যাচারী।"
(সূরাহ নূর ২৪/১২-১৩)

٤٧٥٠. حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلُّ حَدِيثِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ الَّذِينَ حَدَّثَنِي عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَفْرَعَ بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمًا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَفْرَعُ بَيْنَنَا فِي عُرْوَةَ عَزَّاهَا

فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنزَلُ فِيهِ فَيَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلْ وَدَتُونَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آدَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آدَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَسَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْحَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَأَدَا عَقْدُ لِي مِنْ جَزَعِ ظَفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرَحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النَّسَاءُ إِذْ ذَاكَ حِقَاقًا لَمْ يُفْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا تَأْكُلُ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِقَّةَ الْهُودَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبِعَعُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْحَيْشُ فَجِئْتُ مَنَارِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاجٍ وَلَا مُجِيبٌ فَأَمَمْتُ مَنْرِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْرِي غَلَبَنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وِزَاءِ الْحَيْشِ فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْرِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَأَيْتِي وَكَانَ رَأْيِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقِظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَاللَّهِ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْحَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوْعِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهَيْرَةِ فَهَلَكَ مِنْ هَلَاكِ

وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاسْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالتَّاسُ يُعِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيئُنِي فِي وَجْهِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تَبْكُمُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَلِكَ الَّذِي يَرِيئُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَفَهْتُ فَخَرَجْتُ مَعِي أُمَّ مِسْطَجٍ قَبْلَ الْمَنَاصِغِ وَهُوَ مُتَبَرِّزْنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بِيُوتِنَا وَأَمَرْنَا أُمَّ الْعَرَبِ الْأُولَى فِي التَّبَرُّزِ قَبْلَ الْغَائِطِ فَكُنَّا نَتَّأَذَى بِالْكَنْفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بِيُوتِنَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمَّ مِسْطَجٍ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنُهَا مِسْطَجُ بْنُ أُنَائَةَ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمَّ مِسْطَجٍ قَبْلَ بَيْتِي وَقَدْ فَرَعْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرْتُ أُمَّ مِسْطَجٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعَسَّ مِسْطَجُ فَقُلْتُ لَهَا يَبْسُ مَا قُلْتَ أَتُسَيِّبُنَ رَجُلًا شَهَدَ بَدْرًا قَالَتْ أَيُّ هُنَّاءَ أَوْلَمْ تَسْمِعِي مَا قَالَ قَالَتْ قُلْتُ وَمَا قَالَ فَأَخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَنِّي سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَبْكُمُ فَقُلْتُ أَنَاذُنُ لِي أَنْ آتِي أَبُوتِي قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذَنُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُ أَبُوتِي فَقُلْتُ لِأَبِي يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بِنْتَهُ هَوْنِي عَلَيْكَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةً قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا صَرَائِرُ إِلَّا كَثُرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَبَكَيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى

أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ اسْتَلَبْتَ الْوُحْيَ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَ وَلَا تَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُصَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءَ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسَأَلَ الْجَارِيَةَ تَصَدَّقَكَ.

قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ أَيُّ بَرِيرَةَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيئُكَ قَالَتْ بَرِيرَةَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا أَمْرًا أَعْصِمُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّينِ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَعْدَرَ يَوْمِيذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِنِ سَلُولٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي آذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أُعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ صَرَبْتُ عَنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ احْتَمَلْتَهُ الْحَبِيَّةَ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَتَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ مُجَادِلٌ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَتَنَازَرِ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هُمُوا أَنْ يَقْتُلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَقِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا وَسَكَتْ قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ فَأَصْبَحَ أَبُوَايِ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ يَظَنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِيدِي قَالَتْ فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنَتْ عَلِيٌّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي قَالَتْ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْذُ قَبْلِ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيَّرْتُكَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَعْفِرِي اللَّهُ وَتَوْبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحْسَسُ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أُدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

قَالَتْ مَا أُدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّينِ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ بِهِ فَلَيْنَ قُلْتُ

لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَيُّ بَرِيئَةٍ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ وَلَئِن اعْتَرَفْتُمْ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَيُّ مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِي وَاللَّهُ مَا أَحَدٌ لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ قَالَ ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَيُّ بَرِيئَةٍ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِرَاءَتِي وَلَكِنَّ وَاللَّهُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحَيًّا يُتَلَى وَلَسَأَلُنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحَقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرِ يُتَلَى وَلَكِنَّ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوَمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا رَأَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجَمَانِ مِنَ الْعَرَقِ وَهُوَ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ نَقْلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُرِّي عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَا عَائِشَةُ أَمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَأَكَ فَقَالَتْ أَيُّ قَوْمِي إِلَيْهِ قَالَتْ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا نَحْسِبُوهُ﴾ الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بِرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَجِ بْنِ أَنَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللَّهُ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَجِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ ﴿وَلَا يَأْتَلُ أَوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيُعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَجِ التَّفَقُّةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزَعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبَبِي سَمِعِي وَبَصَرِي مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيئِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ وَظَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْتَةَ تَحَارِبَ لَهَا فَهَلَكَتْ فَيَمُنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ.

৪৭৫০. ইবনু শিহাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে 'উরওয়াহ ইবনু যুবায়র, সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব, 'আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্বাস, 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উত্বাহ ইবনু মাস'উদ (রহ.) নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, যখন অপবাদকারীরা তাঁর প্রতি অপবাদ এনেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের অভিযোগ থেকে নির্দোষ হওয়ার বর্ণনা দেন। তাদের প্রত্যেকেই ঘটনার অংশ বিশেষ আমাকে জানান। অবশ্য তাদের পরস্পর পরস্পরের বর্ণনা সমর্থন করে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ অন্যের তুলনায় এ ঘটনাটি অধিক সংরক্ষণ করেছে। তবে 'উরওয়াহ 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) থেকে আমাকে একরূপ বলেছিলেন যে, নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোথাও সফরে বের হতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী দিতেন। এতে যার নাম উঠত, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বের হতেন। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, অতএব, কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমাদের মধ্যে লটারী দিলেন, তাতে আমার নাম উঠল। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বের হলাম, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে। আমাকে হাওদায় করে

উঠানো হতো এবং তাতে করে নামানো হতো। এভাবেই আমরা চললাম। যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) যুদ্ধ শেষ করে ফিরলেন এবং ফেরার পথে আমরা মাদীনাহুর নিকটবর্তী হলাম। একদা রওয়ানা দেয়ার জন্য রাত থাকতেই ঘোষণা দিলেন। এ ঘোষণা হলে আমি উটে চড়ে সৈন্যদের অবস্থান থেকে কিছু দূরে চলে গেলাম। আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে যখন সওয়ারীর কাছে এলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, জাফারের দানা খচিত আমার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খোঁজ করতে লাগলাম। খোঁজ করতে আমার একটু দেরী হয়ে গেল। ইতোমধ্যে এ সকল লোক যারা আমাকে সওয়ার করাতো তারা, আমি আমার হাওদার ভেতরে আছি মনে করে, আমার হাওদা উটের পিঠে রেখে দিল। কেননা এ সময় শরীরের গোশত আমাকে ভারী করেনি। আমরা খুব অল্প-খাদ্য খেতাম। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এক বালিকা। সুতরাং হাওদা উঠাবার সময় তা যে খুব হালকা, তা তারা টের পায়নি এবং তারা উট হাঁকিয়ে রওয়ানা দিল। সেনাদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হার পেয়ে গেলাম এবং যেখানে তারা ছিল সেখানে ফিরে এলাম। তখন সেখানে এমন কেউ ছিল না, যে ডাকবে বা ডাকে সাড়া দিবে। আমি যেখানে ছিলাম সে স্থানেই থেকে গেলাম। এ ধারণায় বসে থাকলাম যে, যখন কিছুদূর গিয়ে আমাকে দেখতে পাবে না, তখন এ স্থানে অবশ্যই খুঁজতে আসবে। সেখানে বসা অবস্থায় আমার চোখে ঘুম এসে গেল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আর সৈন্যবাহিনীর পিছনে সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল সুলামী যাওকয়ানী ছিলেন। তিনি শেষ রাতে রওয়ানা দিয়ে ভোর বেলা আমার এ স্থানে এসে পৌঁছলেন। তিনি একজন মানুষের আকৃতি নিদ্রিত দেখতে পেলেন। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। কেননা, পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হবার আগে আমাকে দেখেছিলেন। কাজেই আমাকে চেনার পর উচ্চকণ্ঠে “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” পড়লেন। পড়ার শব্দে আমি উঠে গেলাম এবং আমি আমার চাদর পেচিয়ে চেহারা ঢেকে নিলাম। আল্লাহর কসম, তিনি আমার সঙ্গে কোন কথাই বলেননি এবং তাঁর মুখ হতে “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” ব্যতীত আর কোন কথা আমি শুনিনি। এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রী বসালেন এবং সামনের দুই পা নিজ পায়ে দাবিয়ে রাখলেন। আর আমি তাতে উঠে গেলাম। তখন সাফওয়ান উষ্ট্রীর লাগাম ধরে চললেন। শেষ পর্যন্ত আমরা সৈন্যবাহিনীর নিকট এ সময় গিয়ে পৌঁছলাম, যখন তারা দুপুরের প্রচণ্ড উত্তাপের সময় অবতরণ করে। (এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে) যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হল।

আর যে ব্যক্তি এ অপবাদের নেতৃত্ব দেয়, সে ছিল (মুনাফিক সরদার) ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলুল। তারপর আমি মাদীনাহুর এসে পৌঁছলাম এবং পৌঁছার পর আমি দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। আর অপবাদকারীদের কথা নিয়ে লোকেরা রটনা করছিল। আমি এসব কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে এতে আমাকে সন্দেহে ফেলেছিল যে, আমার অসুস্থ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে রকম স্নেহ-ভালবাসা দেখাতেন, এবারে তেমনি ভালবাসা দেখাচ্ছেন না। শুধু এতটুকুই ছিল যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার কাছে আসতেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার অবস্থা কী? তারপর তিনি ফিরে যেতেন। এই আচরণই আমাকে সন্দেহে ফেলেছিল; অথচ আমি এই অপপ্রচার সম্বন্ধে জানতেই পারিনি। অবশেষে একটু সুস্থ হওয়ার পর মিসতাহের মায়ের সঙ্গে মানাসের (শহরের বাইরে খোলা ময়দানের) দিকে বের হলাম। সে জায়গাটিই ছিল আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার স্থান আর আমরা কেবল রাতের পর রাতেই বাইরে যেতাম। এ ছিল এ সময়ের কথা যখন আমাদের ঘরের পাশে পায়খানা নির্মিত হয়নি। আমাদের অবস্থা ছিল, অনেকটা প্রাচীন আরবদের ন্যায় নিচু ময়দানের দিকে বের হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারা। কেননা, ঘর-সংলগ্ন পায়খানা নির্মাণ আমরা কষ্টকর মনে করতাম। কাজেই আমি ও মিসতাহের মা বাইরে গেলাম। তিনি ছিলেন আবু রুহ্ম ইবনু আব্দ মানাফের কন্যা এবং

মিসতাহের মায়ের মা ছিলেন সাখর ইবনু আমিরের কন্যা, যিনি আবু বাকর সিদ্দীক (رضي الله عنه)-এর খালা ছিলেন। আর তার পুত্র ছিলেন 'মিসতাহ্ ইবনু উসাসাহ'। আমি ও উম্মু মিসতাহ্ আমাদের প্রয়োজন সেরে ঘরের দিকে ফিরলাম। তখন মিসতাহের মা তার চাদরে হৌচট খেয়ে বললেন, 'মিসতাহ্ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বলছ, তুমি কি এমন এক ব্যক্তিকে মন্দ বলছ, যে বাদরের যুদ্ধে হাজির ছিল? তিনি বললেন, হায়রে বেখেয়াল! তুমি কি শোননি সে কী বলেছে? আমি বললাম, সে কী বলেছে? তিনি বললেন, এমন এমন। এ বলে তিনি অপবাদকারীদের মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত খবর দিলেন। এতে আমার অসুখের মাত্রা বৃদ্ধি পেল। যখন আমি ঘরে ফিরে আসলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, তুমি কেমন আছ? তখন আমি বললাম, আপনি কি আমাকে আমার আক্বা-আম্মার নিকট যেতে অনুমতি দিবেন? 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বললেন, তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের থেকে আমার এ ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জেনে নেই। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আক্বা-আম্মার কাছে চলে গেলাম এবং আমার আম্মাকে বললাম, ও গো আম্মা! লোকেরা কী বলাবলি করছে? তিনি বললেন, বৎস! তুমি তোমার মন হালকা রাখ। আল্লাহর কসম! এমন কমই দেখা যায় যে, কোন পুরুষের কাছে এমন সুন্দরী রূপবতী স্ত্রী আছে, যাকে সে ভালবাসে এবং তার সতীনও আছে; অথচ তার ক্রটি বের করা হয় না। রাবী বলেন, আমি বললাম, 'সুবহান আল্লাহ্!' সত্যি কি লোকেরা এ ব্যাপারে বলাবলি করছে? তিনি বলেন, আমি সে রাত কেঁদে কাটালাম, এমন কি ভোর হয়ে গেল, তথাপি আমার কান্না থামল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। আমি কাঁদতে কাঁদতেই ভোর করলাম। যখন ওয়াহী আসতে দেরী হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) 'আলী ইবনু আবু তুলিব (رضي الله عنه) ও উসামাহ ইবনু যায়দ (رضي الله عنه)-কে তাঁর স্ত্রীর বিচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শের জন্য ডাকলেন। তিনি বলেন, উসামাহ ইবনু যায়দ তাঁর সহধর্মিণী ('আয়িশাহ্ (رضي الله عنها)-এর পবিত্রতা এবং তাঁর অন্তরে তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা সম্পর্কে যা জানেন তার আলোকে তাঁকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা ভাল ধারণাই পোষণ করি। আর 'আলী ইবনু আবু তুলিব (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ্ আপনার উপর কোন পথ সংকীর্ণ করে দেননি এবং তিনি ব্যতীত বহু মহিলা রয়েছেন। আর আপনি যদি দাসীকে জিজ্ঞেস করেন, সে আপনার কাছে সত্য ঘটনা বলবে।

তিনি ['আয়িশাহ্ (رضي الله عنها)] বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বারীরাহকে ডাকলেন এবং বললেন, হে বারীরাহ! তুমি কি তার নিকট হতে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ? বারীরাহ বললেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! আমি এমন কোন কিছু তাঁর মধ্যে দেখতে পাইনি, যা আমি গোপন করতে পারি। তবে তাঁর মধ্যে সবচাইতে অধিক যা দেখেছি, তা হল, তিনি একজন অল্পবয়স্ক বালিকা। তিনি কখনও তাঁর পরিবারের আট্টার খামির রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। অর ছাগলের বাচ্চা এসে তা খেয়ে ফেলত। এরপরে রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) (মিষরে) দাঁড়ালেন। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাই ইবনু সলুলের বিরুদ্ধে তিনি সমর্থন চাইলেন। 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মিষরের উপর থেকে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, ঐ ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ থেকে আমাকে সাহায্য করতে পারে, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালই জানতে পেরেছি এবং তারা এমন এক পুরুষ সম্পর্কে অভিযোগ এনেছে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ব্যতীত কিছুই জানি না; সে কখনও আমাকে ব্যতীত আমার ঘরে আসেনি। এ কথা শুনে সা'দ ইবনু মু'আয আনসারী (رضي الله عنه) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করব, যদি সে

আউস গোত্রের হয়, তবে আমি তার গর্দান মেরে দিব। আর যদি আমাদের ভাই খায়রাজ গোত্রের লোক হয়, তবে আপনি নির্দেশ দিলে আমি আপনার নির্দেশ কার্যকর করব। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, এরপর সা‘দ ইব্নু উবাদা দাঁড়ালেন; তিনি খায়রাজ গোত্রের সর্দার। তিনি পূর্বে একজন নেক্কার লোক ছিলেন। কিন্তু এ সময় স্ব-গোত্রের পক্ষপাতিত্ব তাকে উত্তেজিত করে তোলে। কাজেই তিনি সা‘দকে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতা তুমি রাখ না। তারপর উসায়দ ইব্নু হদায়র দাঁড়ালেন, যিনি সা‘দের চাচাতো ভাই। তিনি সা‘দ ইব্নু উবাদাকে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি নিজেও মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষে প্রতিবাদ করছ। এতে আউস এবং খায়রাজ উভয় গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, এমনকি তারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) মিশরে দাঁড়ানো ছিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের থামাতে লাগলেন। অবশেষে তারা থামল। নাবী (ﷺ) ও নীরব হলেন। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, আমি সেদিন এমনভাবে কাটালাম যে, আমার চোখের অশ্রুও থামেনি এবং চোখেও ঘুমও আসেনি। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, সকালবেলা আমার আক্বা-আম্মা আমার কাছে আসলেন, আর আমি দু‘রাত এবং একদিন (একাধারে) কাঁদছিলাম। এর মধ্যে না আমার ঘুম হয় এবং না আমার চোখের পানি বন্ধ হয়। তাঁরা ধারণা করছিলেন যে, এ ক্রন্দনে আমার কলজে ফেটে যাবে।

‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, এর পূর্বে তারা যখন আমার কাছে বসা ছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম, ইত্যবসরে জনৈকা আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার জন্য অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে বসে আমার সঙ্গে কাঁদতে লাগল। আমাদের এ অবস্থার মধ্যেই রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কাছে প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিয়ে বসলেন। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন এর পূর্বে যখন থেকে এ কথা রটনা চলেছে, তিনি আমার কাছে বসেননি। এ অবস্থায় তিনি একমাস অপেক্ষা করেছেন, আমার সম্পর্কে ওয়াহী আসেনি। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাশাহুদ পাঠ করলেন। তারপর বললেন, হে ‘আয়িশাহ! তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা আমার কাছে পৌঁছেছে, তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক, তবে অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা তোমার পবিত্রতা ব্যক্ত করে দিবেন। আর যদি তুমি কোন পাপে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর কাছে তাওবাহ কর। কেননা, বান্দা যখন তার পাপ স্বীকার করে নেয় এবং আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে, তখন আল্লাহ তার তাওবাহ কবূল করেন। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন আমার চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গেল যে, এক ফোঁটা পানিও অনুভব করছিলাম না। আমি আমার পিতাকে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে (তিনি যা কিছু বলেছেন তার) জবাব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কী জবাব দিব, তা আমার বুঝে আসছে না। তারপর আমার আম্মাকে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জবাব দিন।

তিনি [‘আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর আম্মা] বললেন : আমি বুঝতে পারছি না, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কি জবাব দিব। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, তখন আমি নিজেই জবাব দিলাম, অথচ আমি একজন অল্প বয়স্কা বালিকা, কুরআন খুব অধিক পড়িনি। আল্লাহর কসম! আমি জানি, আপনারা এ ঘটনা শুনেছেন, এমনকি তা আপনারদের অন্তরে বসে গেছে এবং সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি

নির্দোষ এবং আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন যে, আমি নির্দোষ; তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি আপনাদের কাছে এ বিষয় স্বীকার করে নেই, অথচ আল্লাহ্ জানেন, আমি তা থেকে নির্দোষ; তবে আপনারা আমার এই উক্তি বিশ্বাস করে নিবেন। আল্লাহ্‌র কসম! এ ক্ষেত্রে আমি আপনাদের জন্য ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর পিতার উক্তি ব্যতীত আর কোন দৃষ্টান্ত পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন, **فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهِ** “পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার চেহারা ঘুরিয়ে নিলাম এবং কাত হয়ে আমার বিছানায় গুয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, এ সময় আমার বিশ্বাস ছিল যে আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ্ তা‘আলা আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি তখন এ ধারণা করতে পারিনি যে, আল্লাহ্ আমার সম্পর্কে এমন ওয়াহী অবতীর্ণ করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। আমার দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা এর চাইতে অনেক নিচে ছিল। বরং আমি আশা করেছিলাম যে, হয়ত রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) নিদ্রায় কোন স্বপ্ন দেখবেন, যাতে আল্লাহ্ তা‘আলা আমার নির্দোষিতা জানিয়ে দেবেন। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) দাঁড়াননি এবং ঘরের কেউ বের হননি। এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হতে লাগল এবং তাঁর শরীর ঘামতে লাগল। এমনকি যদিও শীতের দিন ছিল, তবুও তাঁর উপর যে ওয়াহী অবতীর্ণ হচ্ছিল এর বোঝার ফলে মুক্তার মত তাঁর ঘাম ঝরছিল। যখন ওয়াহী শেষ হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) হাসছিলেন। তখন তিনি প্রথম যে বাক্যটি বলেছিলেন, তা হলে : হে ‘আয়িশাহ! আল্লাহ্ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করেছেন। এ সময় আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো প্রশংসা করব না। আল্লাহ্ তা‘আলা অবতীর্ণ করলেন পূর্ণ দশ আয়াত পর্যন্ত। **إِنَّ** **الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ** যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। যখন আল্লাহ্ তা‘আলা আমার নির্দোষিতার আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তখন আবু বকর সিদ্দীক (رضي الله عنه) যিনি মিস্তাহ্ ইবনু উসাসাকে নিকটবর্তী আত্মীয়তা এবং দারিদ্র্যের কারণে আর্থিক সাহায্য করতেন, তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! মিস্তাহ্ ‘আয়িশাহ সম্পর্কে যা বলেছে, এরপর আমি তাকে কখনই কিছুই দান করব না। তারপর আল্লাহ্ তা‘আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তার আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আবু বকর (رضي الله عنه) এ সময় বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই পছন্দ করি যে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেন। তারপর তিনি মিস্তাহ্‌কে সাহায্য আণের মত দিতে লাগলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ সাহায্য কখনও বন্ধ করব না। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) জয়নব বিন্ত জাহশকেও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে জয়নব! (‘আয়িশাহ সম্পর্কে) কী জান আর কী দেখেছ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি আমার কান ও চোখকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ব্যতীত অন্য কিছু জানি না। ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকে পরহেয়গারীর কারণে রক্ষা করেন। আর তাঁর বোন হাম্না তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে দ্বন্দ্ব করে এবং অপবাদ দানকারী যারা ধ্বংস হয়েছিল তাদের মধ্যে সেও ধ্বংস হল।

৭/২৬/৬০. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/২৪/৭. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার কারণে কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। (সূরাহ নূর ২৪/১৪)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿تَلَقَّوْنَهُ﴾ يَرَوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ ﴿تُفِيضُونَ﴾ تَقُولُونَ

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, تَلَقَّوْنَهُ এর অর্থ, একে অপরের থেকে বর্ণনা করতে লাগল। تُفِيضُونَ তোমরা বলাবলি করতে লাগলে।

৪৭০। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُليْمَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ أُمِّ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا رُمِيَتْ عَائِشَةُ حَرَّتْ مَعْشِيًا عَلَيْهَا.

৪৭৫১. 'আয়িশাহ رضي الله عنها-এর মা উম্মু রুমান رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'আয়িশাহ رضي الله عنها-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হল তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। [৩৩৮৮] (আ.প্র. ৪৩৯০, ই.ফা. ৪৩৯২)

৮/২৬/৬০. بَابُ :

৬৫/২৪/৮. অধ্যায়:

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّتَةِ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ

عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾.

“যখন তোমরা মুখে মুখে এ ঘটনা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ মনে করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল মারাত্মক বিষয়।” (সূরাহ নূর ২৪/১৫)

৪৭০২. حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقْرَأُ ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّتَةِ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾.

৪৭৫২. ইব্নু আবু মুলাইকাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ رضي الله عنها إِذْ تَلَقَّوْنَهُ পড়েছেন। অর্থাৎ (تَلَقَّوْنَهُ) এর ل এর মধ্যে কাসরা বা যের এবং ق এর উপর যুম্মা বা পেশ দিয়ে পড়েছেন। [৪১৪৪] (আ.প্র. ৪৩৯১, ই.ফা. ৪৩৯৩)

৯/২৬/৬০. بَابُ :

৬৫/২৪/৯. অধ্যায়:

قوله تعالى : ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا قُلْ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾

মহান আল্লাহর বাণী : এবং তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ পবিত্র, মহান! এটা তো এক সাংঘাতিক অপবাদ!' (সূরাহ নূর ২৪/১৬)

১৭০৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ قَالَتْ أَخَشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ فَقِيلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ وَجْهِهِ الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ ائْتَدُوا لَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكَ قَالَتْ بِحَيْرٍ إِنْ اتَّقَيْتُ قَالَ فَأَنْتِ بِحَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْكِحْ بِغَيْرِكَ وَتَزَلَّ عُدْرَتُكَ مِنَ السَّمَاءِ وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ فَقَالَتْ دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثَمَى عَلَيَّ وَوَدِدْتُ أَنْيَ ﴿كُنْتُ نَسِيًا مِّنْ نَّسِيَاءٍ﴾

৪৭৫৩. ইবনু আবু মুলাইকাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর ওফাতের পূর্বে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। এ সময় তিনি ['আয়িশাহ (رضي الله عنها)] মৃত্যুশয্যায়া শায়িত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি ভয় করছি, তিনি আমার কাছে এসে আমার সুখ্যাতি করবেন। তখন তাঁর ['আয়িশাহ (رضي الله عنها)]-এর কাছে বলা হল, তিনি হলেন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচাতো ভাই এবং সম্মানিত মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন, তবে তাঁকে অনুমতি দাও। তিনি (এসে) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাছে আপনার অবস্থা কেমন লাগছে? তিনি বললেন, আমি যদি নেক হই তবে ভালই আছি। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহ চাহেত আপনি নেকই আছেন। আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহধর্মিণী এবং তিনি আপনাকে ব্যতীত আর কোন কুমারীকে বিবাহ করেননি এবং আপনার নিদোষিতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তাঁর পেছনে ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) প্রবেশ করলেন। তখন 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) আমার কাছে এসেছিলেন এবং আমার সুখ্যাতি করেছেন। কিন্তু আমি এ-ই পছন্দ করি যে, আমি যেন লোকের স্মৃতির পাতা থেকে পুরোপুরি মুছে যায়। [৩৭৭১] (আ.প্র. ৪৩৯২, ই.ফা. ৪৩৯৪)

১৭০৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ﴿نَسِيًا مِّنْ نَّسِيَاءٍ﴾

৪৭৫৪. কাসিম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর নিকট যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ। এতে نَسِيًا مِّنْ نَّسِيَاءٍ (স্মৃতি থেকে বিস্মৃত হয়ে যেতাম) অংশটি নেই। [৩৭৭১] (আ.প্র. ৪৩৯৩, ই.ফা. ৪৩৯৫)

بَاب : ١٠/٢٤/٦٥ : ﴿يَعْظَمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ الآيَةُ

৬৫/২৪/১০. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন (তোমরা যদি মু'মিন হও তবে) কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। (সূরাহ নূর ২৪/১৭)

৬৭০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا فُلْتُ أَتَأْذِنِينَ لِهَذَا قَالَتْ أَوْلَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ :

حَصَّانُ رَزَانٌ مَا تُرْزَنُ بِرَبِيبَةٍ وَتُضَيِّحُ عَرَّتِي مِنْ لُحُومِ الْعَوَافِلِ

قَالَتْ : لَكِنَّ أُنْتُ.

৪৭৫৫. মাসরুক (رضي الله عنه) 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাসান ইবনু সাবিত এসে (তাঁর ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, এ লোককে কি আপনি অনুমতি প্রদান করবেন? তিনি ('আয়িশাহ) (رضي الله عنها) বললেন, তার উপর কি কঠোর শাস্তি নেমে আসেনি? সুফইয়ান (رضي الله عنه) বলেন, এর দ্বারা 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। হাসান ইবনু সাবিত 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর প্রশংসা করে নিজের ছন্দ দু'টি পাঠ করলেন,

একজন পবিত্র মহিলা যার চরিত্রে কোন সন্দেহ করা হয় না।

তিনি সতীসাক্ষী মহিলাদের গোশত ভক্ষণ থেকে মুক্ত অবস্থায় ভোরে ওঠে। (৪১৪৬) (আ.প্র. ৪৩৯৪, ই.ফা. ৪৩৯৬)

باب : ١١/٢٤/٦٥ ﴿وَيَبِّئُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

৬৫/২৪/১১. অধ্যায়: "আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরাহ নূর ২৪/১৮)

৬৭০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ فَشَبَّ وَقَالَ :

حَصَّانُ رَزَانٌ مَا تُرْزَنُ بِرَبِيبَةٍ وَتُضَيِّحُ عَرَّتِي مِنْ لُحُومِ الْعَوَافِلِ

قَالَتْ : لَسْتَ كَذَّاكَ فُلْتُ تَدْعِينِ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ فَقَالَتْ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৪৭৫৬. মাসরুক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবনু সাবিত 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) কাছে এসে নিজের শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন। তিনি একজন পবিত্র মহিলা যার চরিত্রে কোন সন্দেহ করা হয় না। তিনি সতীসাক্ষী মহিলাদের গোশত ভক্ষণ থেকে মুক্ত অবস্থায় ভোরে ওঠে। 'আয়িশাহ (রহ.) বললেন, 'তুমি তো একরূপ নও।' (মাসরুক বললেন) আমি বললাম, আপনি এমন এক ব্যক্তিকে কেন আপনার কাছে আসতে দিলেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি এর বড় অংশ নিজের উপর নিয়েছে, তার জন্য তো রয়েছে কঠিন শাস্তি। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, 'দৃষ্টিহীনতার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে? তিনি আরও বললেন, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ হতে জবাব দিতেন। (৪১৪৬) (আ.প্র. ৪৩৯৫, ই.ফা. ৪৩৯৭)

۱۲/۲۴/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى :

৬৫/২৪/১২. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۱۱) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْؤُفٌ رَحِيمٌ ۝﴾ تَشِيَعٌ تَنْظَهُرٌ وَقَوْلُهُ ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ صَلَٰوةً عَلَيْهِمْ سَلَامٌ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

‘যারা মু’মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মভুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না। আর আল্লাহ দয়ালু ও পরম দয়ালু। তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহ ত্যাগ করেছে, তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরাহ নূর ২৪/২২)

৬৭০৭. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنِّي شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خَطْبِيًّا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنَايِسِ أَبْنَائِ أَهْلِي وَإِنَّمِ اللَّهُ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ وَأَبْنُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا غَيْبٌ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ إِذْذَن لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تُضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْحَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتُ نَابِئٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ كَذَبْتَ أَمَا وَاللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْحَزْرَجِ شَرٌّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِيَ أُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرْتُ وَقَالَتْ تَعَسَّ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ أَيُّ أُمَّ تَسْبِينِ ابْنِكَ وَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرْتُ الثَّالِيَةَ فَقَالَتْ تَعَسَّ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا أَيُّ أُمَّ تَسْبِينِ ابْنِكَ فَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرْتُ الثَّالِيَةَ فَقَالَتْ تَعَسَّ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَسْبُهُ إِلَّا فِيكَ فَقُلْتُ فِي أَيِّ شَأْنِي قَالَتْ فَبَقَرْتُ لِي الْحَدِيثَ.

فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَذَا قَالَتْ نَعَمْ وَاللَّهِ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي كَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَوَعَيْكَتُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَنِي إِلَىٰ بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِيَ الْعُلَامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُزْمَانَ فِي السُّفْلِ وَأَبَا بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَقَالَتْ أَيُّنِي مَا جَاءَ بِكَ يَا بَنِيَّةُ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيثَ

وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِنِّي فَقَالَتْ يَا بِنْتَهُ خَفَيْتِ عَلَيَّ الشَّانَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةً حَسَنَاءَ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا وَقِيلَ فِيهَا وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ النَّبِيِّ يَقْرَأُ فَتَزَلَّ فَقَالَ لِأُمِّي مَا شَأْنُهَا قَالَتْ بَلَغَهَا الَّذِي دُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَيُّ بِنْتِي إِلَّا رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِكَ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي فَسَأَلَ عَنِّي خَادِمَتِي فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَُا كَانَتْ تَرْفُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاهُ فَتَأْكُلُ حَمِيرَهَا أَوْ عَجِينَتَهَا وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اصْطَبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِعُ عَلَى تَبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا كَشَفْتُ كَنْفَ أَنْتَى قَطُّ.

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقِيلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالَا حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ اكَتَفَيْتِي أَبَوَايَ عَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِي فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتَ قَارِفٍ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتِ فِتْوَيَّ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ قَالَتْ وَقَدْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالنَّابِ فَقُلْتُ أَلَا تَسْتَحِي مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا فَرَعَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالْتَمَعْتُ إِلَى أَبِي فَقُلْتُ لَهُ أَجِبْهُ قَالَ فَمَاذَا أَقُولُ فَالْتَمَعْتُ إِلَى أَبِي فَقُلْتُ أَجِيبِيهِ فَقَالَتْ أَقُولُ مَاذَا فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَاهُ تَشَهَّدَتْ فَحَمِدَتْ اللَّهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ مَا ذَاكَ يَتَأَفَعِي عِنْدَكُمْ لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبْتُهُ قُلُوبِكُمْ وَإِنْ قُلْتُ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا وَإِنِّي وَاللَّهُ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا وَالتَّمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ ﴿فَصَبِّرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ وَأَنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَنَّا فَرَفَعَ عَنْهُ وَإِنِّي لِأَتَّبِينُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسُحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتِكَ قَالَتْ وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ عَضْبًا فَقَالَ لِي أَبَوَايَ فَوَيْلٌ لِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهُ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمْ وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا عَيَّرْتُمُوهُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ أَمَّا زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمَنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوِشِيهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ قَالَتْ

فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَنْفَعُ مِسْطَحًا بِنَافِعَةَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ ﴿وَالسَّعَةَ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ﴾ يَعْنِي مِسْطَحًا إِلَى قَوْلِهِ ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ نَبِيَّ وَاللَّهُ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَسُجِبٌ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ.

৪৭৫৭. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার সম্পর্কে আলোচনা চলছিল যা রটনা হয়েছে এবং আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তখন আমার ব্যাপারে ভাষণ দিতে রসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন। তিনি প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য হাম্দ ও সানা পাঠ করলেন। এরপরে বললেন, হে মুসলিমগণ! যে সকল লোক আমার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদ দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহর কসম! আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে মন্দ কিছুই জানি না। তাঁরা এমন এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছে, আল্লাহর কসম, তার ব্যাপারেও আমি কখনও খারাপ কিছু জানি না এবং সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে প্রবেশ করে না এবং আমি যখন কোন সফরে গিয়েছি সেও আমার সঙ্গে সফরে গিয়েছে। সা'দ ইব্নু উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে তাদের শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। এর মধ্যে বানী খায়রাজ গোত্রের এক ব্যক্তি, যে হাস্‌সান ইব্নু সাবিতের মাতার আত্মীয় ছিল, সে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি মিথ্যা বলেছ, জেনে রাখ, আল্লাহর কসম! যদি সে (অপবাদকারী) ব্যক্তির আউস গোত্রের হত, তাহলে তুমি শিরোচ্ছেদ করতে পছন্দ করতে না। আউস ও খায়রাজের মধ্যে মসজিদেই একটা দুর্ঘটনা ঘটানোর অবস্থা দেখা দিল। আর আমি এ বিষয় কিছুই জানি না। সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমি আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলাম, তখন উম্মু মিসতাহ্ আমার সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি হোঁচট খেয়ে বললেন, 'মিস্তাহ্ ধ্বংস হোক!' আমি বললাম, হে উম্মু মিসতাহ্! তুমি তোমার সন্তানকে গালি দিচ্ছ? তিনি নীরব থাকলেন। তারপর দ্বিতীয় হোঁচট খেয়ে বললেন, 'মিস্তাহ্ ধ্বংস হোক'। আমি তাকে বললাম, 'তুমি তোমার সন্তানকে গালি দিচ্ছ?' তিনি (উম্মু মিসতাহ্) তৃতীয়বার পড়ে গিয়ে বললেন, 'মিস্তাহ্ ধ্বংস হোক'। আমি এবারে তাঁকে ধমক দিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাকে তোমার কারণেই গালি দিচ্ছি। আমি বললাম আমার ব্যাপারে? 'আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, তখন তিনি আমার কাছে সব ঘটনা বিস্তারিত বললেন। আমি বললাম, তাই হচ্ছে নাকি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর কসম! এরপর আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম এবং যে প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম তা একেবারেই ভুলে গেলাম। এরপর আমি আরও অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম যে, আমাকে আমার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। তিনি একটি ছেলেকে আমার সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন উম্মু রুমানকে নিচে দেখতে পেলাম এবং আবু বাকর رضي الله عنه ঘরের ওপরে পড়ছিলেন। আমার আশ্মা জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! কিসে তোমাকে নিয়ে এসেছে? আমি তাকে সংবাদ দিলাম এবং তাঁর কাছে ঘটনা বললাম। এ ঘটনা তার ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি, যেমন আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি বললেন, হে বৎস! এটাকে তুমি হালকাভাবে গ্রহণ কর, কেননা, এমন সুন্দরী নারী কমই আছে, যার স্বামী তাঁকে ভালবাসে আর তার সতীনরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না এবং তার বিরুদ্ধে কিছু বলে না। বস্তুত তার ওপর ঘটনাটি অতখানি প্রভাব বিস্তার করেনি যতখানি আমার উপর করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার আব্বা আবু বাকর رضي الله عنه কি এ ঘটনা জেনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর রসূলুল্লাহ ﷺ ও

কি? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (ﷺ)ও এ ঘটনা জানেন। তখন আমি অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আবু বকর (رضي الله عنه) আমার কান্না শুনেতে পেলেন। তখন তিনি ঘরের ওপরে পড়ছিলেন। তিনি নিচে নেমে আসলেন এবং আমার আশ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কী হয়েছে? তিনি বললেন, তার সম্পর্কে যা রটেছে তা তার গোচরীভূত হয়েছে। এতে আবু বাকরের চোখের পানি ঝরতে লাগল। তিনি বললেন, হে বৎস! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে আসলেন। তিনি আমার খাদিমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আল্লাহর কসম, আমি এ ব্যতীত তাঁর কোন দোষ জানি না যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং ছাগল এসে তাঁর খামির অথবা বললেন, গোলা আটা খেয়ে যেত। তখন কয়েকজন সহাবী তাকে ধমক দিয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে সত্য কথা বল। এমনকি তাঁরা তার নিকট ঘটনা খুলে বললেন। তখন সে বলল, সুবহান আল্লাহ, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে এর চেয়ে অধিক কিছু জানি না, যা একজন স্বর্ণকার তার এক টুকরা লাল খাঁটি স্বর্ণ সম্পর্কে জানে। এ ঘটনা সে ব্যক্তির কাছেও পৌঁছল যার সম্পর্কে এ অভিযোগ উঠেছে। তখন তিনি বললেন, সুবহান আল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি কখনও কোন মহিলার পর্দা খুলিনি। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, পরবর্তী সময়ে এ (অভিযুক্ত) লোকটি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ রূপে নিহত হন। তিনি বলেন, ভোর বেলায় আমার আক্বা ও আশ্মা আমার কাছে এলেন। তাঁরা এতক্ষণ থাকলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আসরের সলাত আদায় করে আমার কাছে এলেন। এ সময় আমার ডানে ও বামে আমার আক্বা আমাকে ঘিরে বসা ছিলেন। তিনি [রসূলুল্লাহ (ﷺ)] আল্লাহ তা'আলার হাম্দ ও সানা পাঠ করে বললেন, হে 'আয়িশাহ! তুমি যদি কোন গুনাহর কাজ বা অন্যায করে থাক তবে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, কেননা, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন। তখন জনৈক আনসারী মহিলা দরজার কাছে বসা ছিল। আমি বললাম, আপনি কি এ মহিলাকেও লজ্জা করছেন না, এসব কিছু বলতে? তবুও রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে নাসীহাত করলেন। তখন আমি আমার আক্বার দিকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি কী বলব? এরপরে আমি আশ্মার দিকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জবাব দিন। তিনিও বললেন, আমি কী বলব? যখন তাঁরা কেউই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কোন জবাব দিলেন না, তখন আমি কালিমায় শাহাদাত পাঠ করে আল্লাহর যথোপযুক্ত হাম্দ ও সানা পাঠ করলাম। এরপর বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যদি বলি যে, আমি এ কাজ করিনি এবং আমি যে সত্যবাদী এ সম্পর্কে আল্লাহই সাক্ষী, তবে তা আপনাদের নিকট আমার কোন উপকারে আসবে না। কেননা, এ ব্যাপারটি আপনারা পরস্পরে বলাবলি করেছেন এবং তা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আর আমি যদি আপনাদের বলি, আমি তা করেছি অথচ আল্লাহ জানেন যে আমি এ কাজ করিনি, তবে আপনারা অবশ্যই বলবেন যে, সে তার নিজের দোষ নিজেই স্বীকার করেছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার এবং আপনাদের জন্য আর কোন দৃষ্টান্ত পাচ্ছি না। তখন আমি ইয়াকুব (আ.)-এর নাম স্মরণ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারিনি-তাই বললাম, যখন ইউসুফ (عليه السلام)-এর পিতার অবস্থা ব্যতীত, যখন তিনি বলেছিলেন, (তোমরা ইউসুফ সম্পর্কে যা বলছ তার প্রেক্ষিতে) পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী। ঠিক এ সময়ই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ হল। আমরা সবাই নীরব রইলাম। ওয়াহী শেষ হলে আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারা খুশীর নমুনা দেখতে পেলাম। তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বলছিলেন, হে 'আয়িশাহ! তোমার জন্য খোশখবর! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, এ সময় আমি

অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলাম। আমার আকা ও আম্মা বললেন, ‘তুমি উঠে তাঁর কাছে যাও’, (এবং তার শুক্রিয়া আদায় কর)। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর দিকে যাব না এবং তাঁর শুক্রিয়া আদায় করব না। আর আপনাদেরও শুক্রিয়া আদায় করব না। কিন্তু আমি একমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করব, যিনি আমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। আপনারা (অপবাদ রটনা) শুনছেন কিন্তু তা অস্বীকার করেননি এবং তার পাষ্টা ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها আরও বলেন, জয়নাব বিন্তে জাহাশকে আল্লাহ তাঁর দীনদারীর কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। তিনি (আমার ব্যাপারে) ভাল ব্যতীত কিছুই বলেননি। কিন্তু তার বোন হামনা ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে নিজেও ধ্বংস হল। যারা এই ব্যাপারে কটুক্তি করত তাদের মধ্যে ছিল মিস্তাহ, হাসসান ইবনু সাবিত এবং মুনাফিক ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। সে-ই এ সংবাদ সংগ্রহ করে ছড়াত। আর পুরুষদের মধ্যে সে এবং হামনাই এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করত। রাবী বলেন, তখন আবু বাকর رضي الله عنه কখনও মিস্তাহকে কোন প্রকার উপকার করবেন না বলে কসম খেলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী অর্থাৎ (আবু বাকর) তারা যেন কসম না করে যে তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে অর্থাৎ মিস্তাহকে কিছুই দেবে না। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” আবু বাকর رضي الله عنه বললেন, হাঁ আল্লাহর কসম! হে আমাদের রব! আমরা অবশ্যই এ চাই যে, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। তারপর আবু বাকর رضي الله عنه আবার মিস্তাহকে আগের মত আচরণ করতে লাগলেন। [২৫৯৩]

۱۳/۲۴/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾

৬৫/২৪/১৩. অধ্যায়: আল্লাহ তা’আলার বাণী : এবং তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আবরণ ফেলে রাখে। (সূরাহ নূর ২৪/৩১) (আ.প্র. অনুচ্ছেদ, ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

৪৭০৮. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ شَقَقْنَ مُرُوظَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

৪৭৫৮. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা’আলা প্রাথমিক যুগের মুহাজির মহিলাদের উপর রহম করুন, যখন আল্লাহ তা’আলা এ আয়াত “তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে” অবতীর্ণ করলেন, তখন তারা নিজ চাদর ছিঁড়ে তা দিয়ে মুখমণ্ডল ঢাকল। [৪৭৫৮] (আ.প্র. অনুচ্ছেদ, ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

৪৭০৭. حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ أَخَذَنَ أَرْزُهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَائِثِ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

৪৭৫৯. সফীয়াহ বিন্তে শাইবাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। ‘আয়িশাহ رضي الله عنها বলতেন, যখন এ আয়াত “তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে” অবতীর্ণ হল তখন মুহাজির মহিলারা তাদের তহবন্দের পার্শ্ব ছিঁড়ে তা দিয়ে মুখমণ্ডল ঢাকতে লাগল। [৪৭৫৮] (আ.প্র. ৪৩৯৬, ই.ফা. ৪৩৯৮)

২০/৬০. سُورَةُ الْفُرْقَانِ

সূরাহ (২৫) : আল-ফুরকান

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿هَبَاءٌ مَّنْثُورًا﴾ مَا تَسْفِي بِهِ الرِّيحُ ﴿مَدَّ الظِّلَّ﴾ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ﴿سَاكِتًا﴾ دَائِمًا ﴿عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ طُلُوعُ الشَّمْسِ ﴿خِلْفَةً﴾ مَن فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ عَمَلٌ أَذْرَكَهُ بِالنَّهَارِ أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَذْرَكَهُ بِاللَّيْلِ وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿هَبَّ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا﴾ وَدَرِيَّتَانَا فَرَّةٌ أَعْيُنٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَمَا شَيْءٌ أَقَرَّ لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ثُبُورًا﴾ وَيَلَا وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿السَّعِيرُ﴾ مَذْكَرٌ وَالتَّسْعُرُ وَالْأَضْطِرَامُ التَّوَقُّدُ الشَّدِيدُ ﴿ثُمْلَى عَلَيْهِ﴾ ثَفْرًا عَلَيْهِ مِنْ أُمَّلَيْتٍ وَأُمَّلَيْتُ ﴿الرَّسُّ﴾ الْمَعْدِينُ جَمْعُهُ رِسَاسٌ ﴿مَا يَعْبَأُ﴾ يُقَالُ مَا عَبَأْتُ بِهِ شَيْئًا لَا يُعْتَدُّ بِهِ ﴿غَرَامًا﴾ هَلَاكًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿وَعَتَوَا﴾ طَعَوْا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ﴿عَاتِيَةً﴾ عَتَتْ عَنِ الْحَزَانِ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, হেবَاءٌ মন্থুরা যা কিছু বাতাস উড়িয়ে নেয়। মড্‌য় ফজরের উদয় থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়। সাকিতা উপরস্থিত। খিল্ফা সূর্যোদয়। যার রাতের 'আমাল ছুটে যায়, সে তা দিনে আদায় করে আর যার দিনের কাজ ছুটে যায়, সে তা রাতে আদায় করে। হাসান বলেন, হেব লনা মিন অজ্বানা আলাহর আনুগত্যে; মু'মিনের চোখে এ ব্যতীত আর কিছু আনন্দদায়ক নয় যে, সে তার প্রিয়জনকে পায় আলাহর অনুগত। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, থুবুরা ধ্বংস। কেউ বলেন, সৈর পুংলিস, এবং তসেরু ও অড়িষ্ট্রাম তীব্রভাবে, অগ্নি প্রজ্জলিত হওয়া। তার প্রতি পড়া হয়। এ শব্দ অমলিত অথবা অমলিত থেকে নির্গত। রসু খণি, এর বহুবচন রসাস যা মা য়েব্বা যা গ্রাহ্য করা না হয়। এ শব্দ ধ্বংস। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ওعتوا তারা অবাধ্য হয়েছে। ইবনু 'উয়াইনাইহ বলেন, এতীয়ে নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘন করেছে।

১/২০/৬০. بَابُ قَوْلِهِ :

৩৫/২৫/১. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾

যাদেরকে নিজেদের মুখের উপর ভর করিয়ে জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং পথের দিক দিয়ে তারা হবে ভ্রষ্টতম। (সূরাহ ফুরকান ২৫/৩৪)

৪৭৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا

أَسُّ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْسَأَهُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يُمْسِيَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَىٰ وَعِزَّةَ رَبِّنَا.

৪৭৬০. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর নাবী (ﷺ)! কিয়ামাতের দিন কাফেরদের মুখে ভর করে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে? তিনি বললেন, যিনি এ দুনিয়ায় তাকে দু'পায়ের উপর চালাতে পারছেন, তিনি কি কিয়ামাতের দিন মুখে ভর করে তাকে চালাতে পারবেন না? ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, নিশ্চয়ই, আমার রবের ইজ্জতের কসম! [৬৫২৩; মুসলিম ৫০/১১, হাঃ ২৮০৬] (আ.প্র. ৪৩৯৭, ই.ফা. ৪৩৯৯)

۲/۲۵/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/২৫/২. অধ্যায়: আল্লাহু তা'আলার বাণী :

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ط ح وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (الفرقان: ৬৮)

আর তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যের 'ইবাদাত করে না; আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে এরূপ করবে সে তো কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবেই। (সূরাহ ফুরকান ২৫/৬৮)

১৭৬১. حدثنا مسددٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ قَالَ وَتَرَلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ تَصْديقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾

৪৭৬১. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, অথবা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি জবাব দিলেন, তোমার সন্তানকে এ আশংকায় হত্যা করা যে, তারা তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, এরপর হচ্ছে তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ কথার সমর্থনে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়— “এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে আহ্বান করে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না।” [৪৪৭৭] (আ.প্র. ৪৩৯৮, ই.ফা. ৪৪০০)

১৭৬২. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبيرة هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة فقرأت ﴿عَلَيْهِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ فَقَالَ سَعِيدٌ قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَيَّ فَقَالَ هَذِهِ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدْيَنِيَّةٌ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.

বুখারী- ৪/৩৩

৪৭৬২. কাসিম ইব্নু আবু বাযযা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইব্নু যুযায়র (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কেউ কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাবশতঃ হত্যা করে, তবে কি তার জন্য তাওবা আছে? আমি তাঁকে এ আয়াত পাঠ করে শোনালাম بِالْحَقِّ وَاللَّهِ إِلَهًا بِالْحَقِّ “আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না।” সাঈদ (رضي الله عنه) বললেন, তুমি যে আয়াত আমার সামনে পড়লে, আমিও এমনিভাবে ইব্নু ‘আব্বাস (رضي الله عنه)-এর সামনে এ আয়াত পড়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতটি মাক্কী। সূরাহ নিসার মধ্যে মাদানী আয়াতটি একে রহিত করে দিয়েছে। [৩৮৫৫] (আ.প্র. ৪৩৯৯, ই.ফা. ৪৪০১)

৪৭৬৩. সাঈদ ইব্নু যুযায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনের হত্যার ব্যাপারে কূফাবাসী মতভেদে লিপ্ত হল। আমি (এ ব্যাপারে) ইব্নু ‘আব্বাস (رضي الله عنه)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, (মু'মিনের হত্যা সম্পর্কিত) এ আয়াত সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। একে অন্য কিছু রহিত করেনি। [৩৮৫৫] (আ.প্র. ৪৪০০, ই.ফা. ৪৪০২)

৪৭৬৪. সাঈদ ইব্নু যুযায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্নু ‘আব্বাস (رضي الله عنه)-কে আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ (তাদের পরিণতি জাহান্নাম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তার জন্য তাওবাহর সুযোগ নেই। এরপরে আমি আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قَالَ كَانَتْ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (আ.প্র. ৪৪০১, ই.ফা. ৪৪০৩)

باب قَوْلُهُ : ﴿يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا﴾ ৩/২০/৬০

৬৫/২৫/৩. অধ্যায়: আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : ক্বিয়ামাতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং তথায় সে চিরকাল আপমানিত অবস্থায় থাকবে। (সূরাহ ফুরক্বান ২৫/৬৯)

১৫২ শিরকের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের যে কোন গুনাহ আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে থাকেন। আহলে সন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকীদাহ হচ্ছে-শিরকের চেয়ে নিম্নমানের গুনাহর কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। উল্লেখ্য যে, শিরকের চেয়েও উপরের স্তরের গুনাহ রয়েছে যেগুলো চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবার আরও শক্ত কারণ। আর সেগুলো হচ্ছে, কুফর তথা আল্লাহকে অস্বীকার করা, তাকযীব তথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলা, তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করা ইত্যাদি কাজগুলো শিরকের চেয়েও বড় গুনাহ। (তাফসীর ইব্নু উসাইমিন ও তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থ ১২নং খণ্ড ১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১৭১০. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي بَرْزَى سَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ وَقَوْلِهِ ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَفْوَرًا رَّحِيمًا﴾.

৪৭৬৫. সাঈদ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, ইবনু আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী : “কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম” এবং আল্লাহর এ বাণী : “এবং আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত, তারা তাকে হত্যা করে না” এবং “কিন্তু যারা তাওবাহ করে” পর্যন্ত সম্পর্কে। আমিও তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি উত্তরে বললেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল তখন মাক্কাহবাসী বলল, আমরা আল্লাহর সাথে শারীক করেছি, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করেছি এবং আমরা অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হয়েছি। তারপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, “যারা তওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।” থেকে عَفْوَرًا رَّحِيمًا পর্যন্ত। [৩৮৫৫; মুসলিম ৫৪/হাঃ ৩০২৩] (আ.প্র. ৪৪০২, ই.ফা. ৪৪০৪)

بَابُ : ٤/٢٥/٦٥

৬৫/২৫/৪. অধ্যায়:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ط وَكَانَ اللَّهُ عَفْوَرًا رَّحِيمًا﴾
“তবে তারা নয় যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ এরূপ লোকের পাপসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরাহ ফুরক্বান ২৫/৭০)

১৭১১. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ أَمْرِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَرْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا﴾ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.

৪৭৬৬. সাঈদ ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর কাছে এ দু'টি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। আমি তাকে (এ আয়াত সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, এ আয়াতকে অন্য কিছু মানসূখ করেনি এবং وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলাম, তিনি [আব্বাস (رضي الله عنه)] বললেন, এ আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। [৩৮৫৫] (আ.প্র. ৪৪০৩, ই.ফা. ৪৪০৫)

০৫/২০/৬০. **بَابُ : ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ أَي هَلَكَةً.**

৬৫/২৫/৫. **অধ্যায়:** আল্লাহ তা'আলার বাণী : অতএব, অচিরেই নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি। (সূরাহ

ফুরকান ২৫/৭৭) **لِزَامًا** ধ্বংস।

৫৭৬৭. **حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ**

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانَ وَالْقَمَرَ وَالرُّومَ وَالْبَطْشَةَ وَاللِّزَامَ ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾.

৪৭৬৭. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি ঘটনা ঘটে গেছে ধূম্রাচ্ছন্ন, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়া, রোমানদের পরাজিত হওয়া, প্রবলভাবে পাকড়াও এবং ধ্বংস হওয়া। **لِزَامًا** ধ্বংস। [১০০৭] (আ.প্র. ৪৪০৪, ই.ফা. ৪৪০৬)

(২৬) سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

সূরাহ (২৬) : ৩'আরা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿تَعْبَثُونَ﴾ تَبْتُونَ ﴿هَضِيمٌ﴾ يَتَفَتَّتْ إِذَا مَسَّ ﴿مُسْحَرِينَ﴾ الْمَسْحُورِينَ ﴿اللَّيْكَةَ﴾ وَالْأَيْكَةَ ﴿جَمْعُ أَيْكَةٍ وَهِيَ جَمْعُ شَجَرٍ﴾ يَوْمَ الظَّلَّةِ ﴿إِضْلَالُ الْعَدَابِ إِيَّاهُمْ﴾ ﴿مَوْزُونَ﴾ مَعْلُومٌ ﴿كَالظُّوْدِ﴾ كَالجَبَلِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿الشِّرْذِمَةَ﴾ الشِّرْذِمَةُ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ ﴿فِي السَّاجِدِينَ﴾ الْمُصَلِّينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ كَأَنَّكُمْ ﴿الرِّيْعُ﴾ الْأَيْفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ وَجَمْعُهُ رَيْعَةٌ وَأَرْيَاعٌ وَاحِدُهُ رَيْعَةٌ ﴿مَصَانِعَ﴾ كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ ﴿فَرِهَيْنَ﴾ مَرِحَيْنَ فَارِهَيْنَ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ فَارِهَيْنَ حَادِقَيْنِ ﴿تَعْتَوَا﴾ هُوَ أَشَدُّ الْفَسَادِ عَاتٌ يَعْيْتُ عَيْثًا ﴿الْحَبِيلَةَ﴾ الْخَلْقُ جِبِلٌ خُلِقَ وَمِنْهُ جُبْلًا وَجِبَلًا وَيَعْنِي الْخَلْقَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন- **تَعْبَثُونَ** তোমরা নির্মাণ করে থাক। **هَضِيمٌ** স্পর্শ করা মাত্রই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। **يَوْمَ الظَّلَّةِ** এর বহুবচন যার অর্থ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। **مَوْزُونَ** জাদুগ্রস্ত। **مُسْحَرِينَ** জাদুগ্রস্ত। **اللَّيْكَةَ** ও **الْأَيْكَةَ** এর বহুবচন যার অর্থ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। **الظَّلَّةِ** যেদিনে শাস্তি তাদের ছেয়ে ফেলবে। **مَوْزُونَ** জ্ঞাত। **كَالظُّوْدِ** পর্বতের ন্যায়। অন্যরা বলেন, **الشِّرْذِمَةَ** ছোট দল। **فِي السَّاجِدِينَ** সলাত আদায়কারী। ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন **لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ** যেন **رَيْعَةٌ** তার একবচন **أَرْيَاعٌ** এবং **رَيْعَةٌ** এর বহুবচন **الرِّيْعُ** যমীনের উঁচু অংশ। এর বহুবচন **فَرِهَيْنَ** অহংকারীরা। **مَرِحَيْنَ فَارِهَيْنَ** একই অর্থের। **مَصَانِعَ** প্রত্যেক ইমারতকে **مَصْنَعَةٌ** বলা হয়। **فَرِهَيْنَ** অহংকারীরা। **عَاتٌ يَعْيْتُ عَيْثًا** একই অর্থের। **يَا** দ্বারাও ব্যবহৃত হয়। যথা **يَعْيْتُ عَيْثًا** বলা হয় দক্ষদের। **تَعْتَوَا** ভয়ঙ্কর ফ্যাসাদ। এটি **يَا** দ্বারাও ব্যবহৃত হয়। যথা **يَعْيْتُ عَيْثًا** বলা হয় দক্ষদের। **جِبِلٌ** এর অর্থ-সৃষ্টি করা হয়েছে। **السَّاجِدِينَ** সৃষ্টি করা হয়েছে। **جِبِلًا وَجِبَلًا** সবগুলোর অর্থ সৃষ্টি।

১/২৬/৬০. **باب : ﴿وَلَا تُخْرِبُنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾**

৬৫/২৬/১. **অধ্যায়:** “আমাকে লাঞ্চিত করো না পুনরুত্থান দিবসে।” (সূরাহ শু'আরা ২৬/৮৭)

৪৭৬৮. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنْ ظَهْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَرَى أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ الْعَبْرَةَ وَالْقَبْرَةَ الْعَبْرَةُ هِيَ الْقَبْرَةُ.

৪৭৬৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামাত দিবসে ইব্রাহীম (عليه السلام) তাঁর পিতাকে ধূলি-মলিন অবস্থায় দেখতে পাবেন। الْعَبْرَةُ ধূলি-ময়লা। [৩৩৫০] (আ.প্র. অনুচ্ছেদ, ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

৪৭৬৯. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْرِبَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَيَقُولُ اللَّهُ إِنَّي حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ.

৪৭৬৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, (হাশরের ময়দানে ইব্রাহীম (عليه السلام) তাঁর পিতার সাক্ষাৎ পেয়ে বলবেন, ইয়া রব! আপনি আমার সঙ্গে ওয়া'দা করেছেন যে, কিয়ামাতের দিন আমাকে লাঞ্চিত করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কাফিরদের উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। [৩৩৫০] (আ.প্র. ৪৪০৫, ই.ফা. ৪৪০৭)

২/২৬/৬০. **بابُ قَوْلِهِ : ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ﴾ أَلِنْ جَانِبَكَ.**

৬৫/২৬/২. **অধ্যায়:** আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও এবং (মু'মিনদের প্রতি) বিনয়ী হও। (সূরাহ শু'আরা ২৬/২১৪-২১৫) **اخْفِضْ جَنَاحَكَ** “তোমার পার্শ্ব নম্র রাখ।”

৪৭৭০. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبَطُونٍ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلْهَذَا جَمَعْتَنَا فَتَزَلْتِ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ط (۱) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ط﴾.

৪৭৭০. ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) সাফা (পর্বতে) আরোহণ করলেন এবং আহ্বান জানালেন, হে বানী ফিহর! হে বানী আদী! কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে। অবশেষে তারা জমায়েত হল। যে নিজে আসতে পারল না, সে তার প্রতিনিধি পাঠাল, যাতে দেখতে পায়, ব্যাপার কী? সেখানে আবু লাহাব ও কুরাইশগণও আসল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শক্রসৈন্য উপত্যকায় চলে এসেছে, তারা তোমাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করতে প্রস্তুত, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা বলল, হাঁ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্য পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, “আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি।” আবু লাহাব [রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে] বলল, সারাদিন তোমার উপর ধ্বংস নামুক! এজন্যই কি তুমি আমাদের জমায়েত করেছ? তখন অবতীর্ণ হল, “ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্ত দু'টি এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার অর্জন তার কোন উপকারে লাগেনি।” [১৩৯৪] (আ.প্র., ই.ফা. ৪৪০৮)

٤٧٧١. حَدَّثَنَا أَبُو الِیَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلْبِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

৪৭৭১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর) এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! অথবা অনুরূপ বাক্য, নিজেদের কিনে নাও। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে বানী আব্দে মানাফ! আল্লাহর নিকট আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে 'আব্বাস ইব্নু আবদুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর নিকট তোমার কোনই উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সফীয়াহ! আমি তোমার কোনই উপকার করতে পারব না। হে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কন্যা ফাতিমা! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছে চাও, কিন্তু আল্লাহর নিকট আমি তোমার কোনই উপকারে আসব না।

আস্বাগ (রহ.)....ইব্নু শিহাব (রহ.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। [২৭৫৩] (আ.প্র. ৪৪০৬, ই.ফা. ৪৪০৯)

(২৭) سُورَةُ التَّمَلُّ

সূরাহ (২৭) : নামল

﴿وَالْحَبَابُ﴾ مَا حَبَّاتٌ ﴿لَا قَبِيلَ لَهُمْ﴾ لَا طَاقَةَ ﴿الصَّرْحُ﴾ كُلُّ مِلَاطٍ اتَّخَذَ مِنَ الْقَوَارِيرِ وَالصَّرْحُ الْقَصْرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَلَهَا عَرْشٌ﴾ سَرِيرٌ كَرِيمٌ حُسْنُ الصَّنَعَةِ وَعَلَاءُ الثَّمَنِ ﴿يَأْتُونِي

كَلَّمَهُمْ عَلَى مِثْلَةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ
أَنْتَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ ﴿اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿أُولَى الْقُوَّةِ﴾ لَا يَرْفَعُهَا الْعُضْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ ﴿لَتَنْوُءُ﴾ لَتُنْفِلُ ﴿فَارِغًا﴾ إِلَّا مِنْ ذِكْرِ
مُوسَى ﴿الْفَرِحِينَ﴾ الْمَرْحِينَ ﴿قُضِيهِ﴾ اتَّبِعِي أَثَرَهُ وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَقُصَّ الْكَلَامَ ﴿تَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ عَنْ
جُنُبٍ﴾ عَنْ بُعْدٍ عَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدٍ وَعَنْ اجْتِنَابٍ أَيْضًا ﴿يَبْطِشُ﴾ وَيَبْطِشُ ﴿يَأْتَمِرُونَ﴾ يَتَشَاوَرُونَ
﴿الْعُدْوَانَ﴾ وَالْعَدَاءُ وَالْتَعَدِّي وَاحِدٌ ﴿أَنْسَ﴾ أَبْصَرَ ﴿الْحِذْوَةَ﴾ قِطْعَةً غَلِيظَةً مِنَ الْحَشْبِ لَيْسَ فِيهَا لَهَبٌ
وَالشَّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ وَالْحَيَاتُ أَجْنَاسُ الْحَيَاتِ وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ ﴿رُدَّةٌ﴾ مُعِينًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَدِّقُنِي
وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿سَنَسُدُّ﴾ سَنَعِينُكَ كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضْدًا ﴿مَقْمُوحِينَ﴾ مُهْلِكِينَ ﴿وَصَلْنَا﴾ بَيْنَاهُ
وَأَتَمَّنَاهُ ﴿يُجْبَى﴾ يُجْلَبُ ﴿بَطِرَتْ﴾ أَثِيرَتْ ﴿فِي أُمِّهَا رَسُولًا﴾ أُمُّ الْقُرَى مَكَّةُ وَمَا حَوْلَهَا ﴿تُكِنُّ﴾ تُخْفِي أَكُنْتُ
الشَّيْءَ أَحْفَيْتُهُ وَكُنْتُهُ أَحْفَيْتُهُ وَأَظْهَرْتُهُ ﴿وَيَكَنَّ اللَّهُ﴾ مِثْلُ ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ﴾ يُوسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ.

৪৭৭২. মুসাইয়্যাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু তুলিবের মৃত্যু নিকটবর্তী হল, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কাছে আসলেন। তিনি সেখানে আবু জাহ্ল এবং ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবু ‘উমাইয়াহ ইবনু মুগীরাহকে পেলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে চাচা! আপনি বলুন “লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ।” এ ‘কালেমা’ দ্বারা আমি আপনার জন্য (কিয়ামাতে) আল্লাহর কাছে ওয়র পেশ করতে পারব। আবু জাহ্ল এবং ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবু ‘উমাইয়াহ বলল, তুমি কি ‘আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবার তার কাছে এ ‘কালিমা’ পেশ করতেই থাকলেন। আর তারা তাদের কথা বারবার বলেই চলল। অবশেষে আবু তুলিব তাঁদের সঙ্গে সর্বশেষ এ কথা বললেন, আমি ‘আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপর আছি, এবং কালিমা “লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ” পাঠ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমাকে নিষেধ না করা অবধি আপনার জন্য ক্ষমা চাইতেই থাকব। তারপর আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করলেন, নাবী ও মু‘মিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর আল্লাহ তা‘আলা আবু তুলিব সম্পর্কে অবতীর্ণ করেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা‘আলা বললেন, “তুমি যাকে ভালবাস তাকেই সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দান করেন।”

ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন **أُولَى الْقُوَّةِ** লোকের একটি দল সে চাৰিগুলো বহন করতে সক্ষম ছিল না। **لَتَنْوُءُ** বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল। **فَارِغًا** মুসা (ﷺ)-এর স্মরণ ব্যতীত সব কিছু থেকে খালি ছিল। **تَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ** দস্তকারীরা! **قُضِيهِ** তার চিহ্ন অনুসরণ কর। কথার বর্ণনা অর্থেও প্রয়োগ হয়।

بَيْطُشٍ - عَنْ جَنَابَيْهِ، عَنْ اجْتِنَابٍ عَنْ جُنْبٍ এখানে جُنْبٍ অর্থ দূর থেকে। اجْتِنَابٍ - وَالْعَدَاءُ وَالْتَعَدِي وَالْعُدْوَانُ - وَالْعَدَاءُ وَالْتَعَدِي وَالْعُدْوَانُ (শব্দ তিনটির) অর্থ একই; সীমা অতিক্রম করা। آس দেখা কাঠের মোটা টুকরা যাতে শিখা নেই। الْحَيَاتُ যাকে শিখা আছে। الْحَيَاتُ বহু প্রকার সাপ; যেমন, চিকন জাতি, অজগর, কালনাগ (ইত্যাদি) সাহায্যকারী। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, يُصَدِّقُنِي (তিনি কাফ-কে পেশ দিয়ে পড়েন। অন্য হতে বর্ণিত سَنَشُدُّ আমরা শীঘ্র তোমাকে সাহায্য করব। যখন তুমি কোন জিনিসকে শক্তিশালী করলে, তখন তুমি যেন তার জন্য বাহুবল প্রদান করলে। যখন আরবগণ কাউকে সাহায্য করেন তখন বলে থাকেন جَعَلَتْ لَهُ عَضْدًا (বাহুবল প্রদান করলে) مَبْجُوحِينَ ধ্বংসপ্রাপ্ত। وَصَلْنَا আমি বর্ণনা করেছি; আমি তা পূর্ণ করেছি। آمَدَانِي আমদানি করা হয়। بَطْرَثُ দস্ত করল। فِي أَمَّهَا رَسُولًا মক্কা এবং তার চতুর্দিককে বলা হয়। گَوَانِي গোপন করছ। আরবগণ বলে থাকেন أَكُنْتُ الشَّيْءَ আমি তা গোপন করেছি। كُنْتُ আমি তা লুকিয়েছি; আমি প্রকাশ করেছি। وَكَانَ اللهُ آوَلَمَ يَرَوْا أَنَّ اللهُ أَكُنْتُ الشَّيْءَ (তারা কি দেখেনি?) يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ আল্লাহ যার জন্য চান খাদ্য প্রসারিত করে দেন, আর যার থেকে চান সংকুচিত করে দেন। [১৩৬০] (আ.প্র. ৪৪০৮, ই.ফা. ৪৪১০)

باب : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ الآية ٢/٢٨/٦٥

৬৫/২৮/২. অধ্যায়: “যে আল্লাহ আপনার প্রতি কুরআনকে ফরয করেছেন।” (সূরাহ ক্বাসাস ২৮/৮৫)

٤٧٧٣. حَرْنَا مُحَمَّدٌ بِنُ مَقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْعَضْفَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿لَرَأَدُكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ قَالَ إِلَى مَكَّةَ.

৪৭৭৩. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَرَأَدُكَ إِلَى مَعَادٍ এর অর্থ মাক্কাহর পানে। (আ.প্র. ৪৪০৯, ই.ফা. ৪৪১১)

(٢٩) سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

সূরাহ (২৯) : আনকাবুত

قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ صَلَّى وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿الْحَيَوَانَ﴾ وَالْحَيُّ وَاحِدٌ ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ عَلِمَ اللَّهُ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَلْيَمِيزَ اللَّهُ كَقَوْلِهِ ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْحَيِّثُ مِنَ الطَّيِّبِ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ أَوْزَارًا مَعَ أَوْزَارِهِمْ.

মুজাহিদ বলেছেন, وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ অর্থাৎ পথহারা। অন্যরা বলেছেন, الْحَيَوَانَ এবং الْحَيُّ শব্দ দু'টি একই। فَلْيَمِيزَ اللَّهُ (যেন আল্লাহ তা'আলা চিহ্নিত করেন)-এর অর্থে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী : لِيَمِيزَ اللَّهُ الْحَيِّثُ مِنَ الطَّيِّبِ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ (যেন আল্লাহ তা'আলা খবীছকে ভাল থেকে পৃথক করেন) অর্থাৎ তাদের অপরাধের সঙ্গে।

(৩০) سُورَةُ الرَّؤْمِ

সূরাহ (৩০) : রুম (আলিফ-লাম-মীম গুলিবাতির)

﴿فَلَا يَزُؤُ﴾ مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً يَبْتَغِي أَفْضَلَ، فَلَا أُجْرَ لَهُ فِيهَا قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿يُخْبِرُونَ﴾ يُنْعَمُونَ ﴿يَمْهَدُونَ﴾ يُسَوِّونَ الْمَضَاجِعَ ﴿الْوَدُؤُ﴾ الْمَطْرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فِي الْآلِيَةِ وَفِيهِ ﴿تَخَافُونَهُمْ﴾ أَنْ يَرْتُوَكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴿يَصَّدَّعُونَ﴾ يَتَفَرَّقُونَ فَاصْدَعْ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ضَعْفُ﴾ وَضَعْفُ لُعْتَانَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿السُّوَى﴾ الْإِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيئِينَ.

৷৷৷৷ অর্থাৎ যে এ আশায় দান করে যে, এর চেয়ে উত্তম বিনিময় পাবে, এতে কোন সওয়াব নেই। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **يَمْهَدُونَ** তারা নিয়ামত প্রাপ্ত হবে। **يُخْبِرُونَ** তাদের আরাম আয়েশের জায়গা প্রস্তুত করবে। **الْوَدُؤُ** বৃষ্টি। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** এ আয়াত ইলাহ সম্পর্কে। **تَخَافُونَهُمْ** তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদের অংশীদার হোক, যেমন তোমরা পরস্পরের উত্তরাধিকার হও। **يَصَّدَّعُونَ** পৃথক পৃথক হয়ে যাবে। **فَاصْدَعْ** স্পষ্ট বর্ণনা কর। ইবনু 'আব্বাস ব্যতীত অন্যে বলেন, **ضَعْفُ** এবং **ضَعْفُ** উভয়ের অর্থ একই। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **السُّوَى** অপরাধীকে যথাযোগ্য শাস্তি দেয়া।

٤٧٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَحْدِثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ كَهَيْئَةِ الرُّكَامِ فَفَرِعْنَا فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَكَانَ مُتَكِيًا فَعَضِبَ فَجَلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِتَبِيِّ ﷺ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَثُوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْيِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبِيعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ وَبَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصَلَةِ الرَّجِيمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ فَفَرَأَ ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَائِدُونَ﴾ أَفِيكشَفَ عَنْهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ يَوْمَ بَدْرٍ ﴿لِزَمَانًا﴾ يَوْمَ بَدْرٍ ﴿الْمِ غَلِبَتْ الرَّؤْمُ﴾ إِلَى ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ وَالرُّؤْمُ قَدْ مَضَى.

৪৭৭৪. মাসরুক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিন্দাবাসীদের সামনে বলছিল, ক্বিয়ামাতের দিন ধোঁয়া আসবে এবং মুনাফিকদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেবে। আর মু'মিনের কাছে মনে হবে সর্দি লেগে থাকা অবস্থার ন্যায়। এ কথা শুনে আমরা ভীত হয়ে গেলাম। এরপর আমি ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) এর নিকট গেলাম। তখন তিনি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এ সব কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, যার জানা আছে সেও যেন তা বলে, আর যে না জানে

সে যেন বলে, আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। জ্ঞানের মধ্যে এটাও একটা জ্ঞান যে, যার যে বিষয় জানা নেই সে বলবে “আমি এ বিষয়ে জানি না।” আল্লাহ তা'আলা নাবীকে বলেছেন, হে নাবী! আপনি বলুন, “আমি আল্লাহর দ্বীনের দিকে ডাকার জন্য তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের মধ্যে নই। কুরায়শগণ ইসলাম গ্রহণে দেবী করতে লাগল, সুতরাং রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জন্য এই বলে বদদু'আ করলেন। “হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর ইউসুফ (عليه السلام)-এর মত সাত বছর (দুর্ভিক্ষ) দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।” তারপর তারা এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে পতিত হলো যে, তারা তাতে ধ্বংস হয়ে গেল এবং মরা জন্তু ও তার হাড় খেতে বাধ্য হলো। তারা (দুর্ভিক্ষের কারণে) আকাশও পৃথিবীর মধ্যস্থলে ধোঁয়ার মত দেখতে পেল। তারপর আবু সুফইয়ান তাঁর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দিচ্ছ, অথচ তোমার গোত্রের লোকেরা এখন ধ্বংস হয়ে গেল। সুতরাং আমাদের (এ দুর্ভিক্ষ থেকে) বাঁচার জন্য দু'আ কর। তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন **فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ إِلَى قَوْلِهِ عَائِدُونَ** “অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূমাচ্ছন্ন হবে আকাশ..... তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।” অবশেষে দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটল কিন্তু তারা কুফরীর দিকে ফিরে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা এদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ করলেন, যেদিন আমি তোমাদের শক্তভাবে পাকড়াও করব। **لِإِظْمَاطِهِمْ** এবং **لِإِظْمَاطِهِمْ** দ্বারা বাদ্রের যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : আলিফ, লাম, মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে।এবং পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। রোমানদের ঘটনা অতিক্রান্ত হয়েছে। [১০০৭] (আ.প্র. ৪৪১০, ই.ফা. ৪৪১২)

: بَابُ ٢٠٣٠/٦٥

৬৫/৩০/২. অধ্যায়:

﴿لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ﴾ لِيَدِينِ اللَّهِ ﴿حُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ دِينِ الْأَوَّلِينَ وَالْفِطْرَةَ الْإِسْلَامَ.

আল্লাহর সৃষ্টির কোনই পরিবর্তন নেই। (সূরাহ রুম ৩০/৩০)

دِينِ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَمْجِسَانِهِ كَمَا تَنْتَجِجُ الْبَيْهِيْمَةُ بِبَيْهِيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ

٤٧٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِيهِ أَوْ يَنْصَرَانِيهِ أَوْ يَمَجِسَانِيهِ كَمَا تَنْتَجِجُ الْبَيْهِيْمَةُ بِبَيْهِيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾.

৪৭৭৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সকল মানব শিশুরই ফিত্রাত (ইসলাম)-এর ওপর জন্ম হয়। তারপর তার পিতা ও মাতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক করে ফেলে। যেমন জানোয়ার পূর্ণ বাচ্চার জন্ম দেয়। তোমরা কি তার মধ্যে কোন ক্রটি পাও? পরে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। (আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর) যে প্রকৃতি মুতাবিক তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল দীন। [১০৫৮] (আ.প্র. ৪৪১১, ই.ফা. ৪৪১৩)

(৩১) سُورَةُ لُقْمَانَ

সূরাহ (৩১) : লুকমান

. ১/৩১/৬০. بَابُ : ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

৬৫/৩১/১. অধ্যায়: “আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শারীক কর না। নিশ্চয়ই শিরক তো মহাপাপ।” (সূরাহ লুকমান ৩১/১৩)

٤٧٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ سَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا أَيْنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ إِلَّا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِأَنَّهُ ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.

৪৭৭৬. ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল (আল্লাহর বাণী) : যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্ম দ্বারা কলুষিত করেনি। এটি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবীদের উপর খুবই কঠিন মনে হল। তখন তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তারা তাদের ঈমানকে যুল্ম দ্বারা কলুষিত করেনি? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এ আয়াত দ্বারা এ অর্থ বুঝানো হয়নি। তোমরা কি লুকমানের কথা শুনি যা তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন? إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ নিশ্চয় শিরক হচ্ছে বড় যুল্ম। [৩২] (আ.প্র. ৪৪১২, ই.ফা. ৪৪১৪)

. ২/৩১/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾

৬৫/৩১/২. অধ্যায়: আল্লাহ তা‘আলার বাণী : নিশ্চয় আল্লাহরই কাছে রয়েছে কিয়ামাত সম্বন্ধীয় জ্ঞান (অর্থাৎ কখন ঘটবে)। (সূরাহ লুকমান ৩১/৩৪)

٤٧٧٧. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْتُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَحْدِثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ رَبَّتَهَا فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَ الْحَفَاءُ الْعَرَاءُ رُءُوسَ النَّاسِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ ثُمَّ انصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوْا عَلَيَّ فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوْا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ.

৪৭৭৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) লোকদের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? তিনি বললেন, “আল্লাহুতে ঈমান আনবে এবং তাঁর মালায়িকাহ, তাঁর নাবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর দর্শন ও পুনরুত্থানের ওপর ঈমান আনবে।” লোকটি জিজ্ঞেস করল, ইসলাম কী? তিনি বললেন, ইসলাম (হল) আল্লাহর ‘ইবাদাত করবে ও তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করবে না এবং সলাত কায়িম করবে, ফারয যাকাত দিবে ও রমায়ানের সিয়াম পালন করবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, ইহুসান কী? তিনি বললেন, ইহুসান হচ্ছে আল্লাহর ‘ইবাদাত এমন নিষ্ঠার সঙ্গে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে (জানবে) আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। লোকটি আরও জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! কখন কিয়ামাত ঘটবে? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এ ব্যাপারে প্রশ্নকারীর চেয়ে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে অধিক জানে না। তবে আমি তোমার কাছে এর কতগুলো নিদর্শন বলছি। তা হল, যখন দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে, এটা তার একটি নিদর্শন। আর যখন দেখবে, নগ্নপদ ও নগ্নদেহ বিশিষ্ট লোকেরা মানুষের নেতা হবে, এও তার একটি নিদর্শন। এটি ঐ পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেন না : (১) কিয়ামাত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই রয়েছে। (২) তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, (৩) তিনিই জানেন, মাতৃগর্ভে কী আছে। এরপরে সে লোকটি চলে গেল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাঁকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। সহাবীগণ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তিনি হলেন জিবরীল, লোকেদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন। [৫০] (আ.প্র. ৪৪১৩, ই.ফা. ৪৪১৫)র

٤٧٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾

৪৭৭৮. আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, গায়বের৫০০ চাবি পাঁচটি। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : কিয়ামাত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ তা‘আলারই আছে। [১০৩৯] (আ.প্র. ৪৪১৪, ই.ফা. ৪৪১৬)

(৩২) سُورَةُ السَّجْدَةِ

সূরাহ (৩২) : আস-সাজ্দাহ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مَهِينٌ﴾ ضَعِيفٌ نُظْفَةُ الرَّجُلِ ﴿صَلَّلْنَا﴾ هَلَكْنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿الْحُزُرُ﴾ الَّتِي لَا تُنْظَرُ إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا ﴿تَهْدٍ﴾ يُبَيِّنُ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **مَهِينٌ** দুর্বল অর্থাৎ পুরুষের বীর্য। **صَلَّلْنَا** আমরা ধ্বংস হয়েছি। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **الْحُزُرُ** ঐ মাটি যেখানে এত অল্প বৃষ্টি হয়, যাতে তা কোন উপকারে আসে না। **تَهْدٍ** তাকে সঠিক পথ বলে দিয়েছি।

۱/۳۲/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾

৬৫/৩২/১. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন জুড়ানো কী কী সামগ্রী লুকিয়ে রাখা হয়েছে? (সূরাহ আস-সাজদাহ ৩২/১৭)

১৭৭৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾

و حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهُ مِثْلَهُ فَيَلَّ لِسُفْيَانَ رَوَايَةً قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُرَاتٍ.

৪৭৭৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু বানিয়ে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ চিন্তা করেনি। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেছেন, তোমরা চাইলে এ আয়াত তিলাওয়াত কর : “কেউ জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কোন বিষয় লুকিয়ে রাখা হয়েছে”- (আস-সাজদাহ ৩২/১৭)। (আ.প্র. ৪৪১৫)

সুফইয়ান (রহ.).....আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, পরের অংশ আগের হাদীসের মত। আবু সুফইয়ান (رضي الله عنه)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি এ হাদীস রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, তা ছাড়া আর কী?

আবু মু'আবীয়াহ (রহ.).....আবু সালিহ (রহ.) হতে বর্ণিত। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) “আলিফ” এবং লম্বা ‘তা’ সহ) পড়েছিলেন। [৩২৪৪] (ই.ফা. ৪৪১৭)

১৭৮০. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ دُخْرًا بَلَّهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

৪৭৮০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তুরাজি তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন ব্যক্তির মন কল্পনা করেনি। এসব ছাড়া যা কিছুই তোমরা দেখছ, তার কোন মূল্যই নেই। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন, কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন তৃপ্তিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পারিতোষিক হিসেবে। [৩২৪৪] (আ.প্র. ৪৪১৬, ই.ফা. ৪৪১৮)

(৩৩) سُورَةُ الْأَحْرَابِ

সূরাহ (৩৩) : আহযাব

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿صَيَّاصِيهِمْ﴾ فُضُّوْرِهِمْ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, صَيَّاصِيهِمْ তাদের মহল।

۱/۳۳/۶۵. بَابُ : ﴿النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾.

৬৫/৩৩/১. অধ্যায়: নাবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তার পত্নীগণ তাদের মাতা। (সূরা আহযাব ৩৩/৬)

৪৭৮১. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فضال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم ﴿النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِّثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا فَإِن تَرَكَ ذَنْبًا أَوْ صَيَّاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ.

৪৭৮১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, দুনিয়া ও আখিরাতে সকল মানুষের চেয়ে মু'মিনের জন্য আমিই ঘনিষ্ঠতম। তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াত পাঠ করতে পার— “নাবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়ে অধিক ঘনিষ্ঠ।” সুতরাং কোন মু'মিন কোন ধন-সম্পদ রেখে গেলে তার নিকটআত্মীয় সে যে-ই হোক, তার উত্তরাধিকারী হবে, আর যদি ঋণ অথবা অসহায় সন্তানাদি রেখে যায় সে যেন আমার কাছে আসে, আমি তার অভিভাবক। [২২৯৮] (আ.প্র. ৪৪১৭, ই.ফা. ৪৪১৯)

۲/۳۳/۶۵. بَابُ : ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾. أَعْدَلُ

৬৫/৩৩/২. অধ্যায়: আব্বাহ তা'আলার বাণী : তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের প্রকৃত পিতৃ পরিচয়ে। (সূরাহ আহযাব ৩৩/৫)

৪৭৮২. حدثنا معلى بن أسيد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾.

৪৭৮২. আবদুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইবনু হারিসাহকে আমরা “যায়দ ইবনু মুহাম্মদ-ই” ডাকতাম, যে পর্যন্ত না এ আয়াত নাযিল হয়। তোমরা তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক, আব্বাহর দৃষ্টিতে এটিই অধিক ন্যাযসঙ্গত। [মুসলিম ৪৪/১০, হাঃ ২৪২৫, আহমাদ ৫৪৮০] (আ.প্র. ৪৪১৮, ই.ফা. ৪৪২০)

۳/۳۳/۶۵. بَابُ : ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

৬৫/৩৩/৩. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (সূরাহ আহযাব ৩৩/২৩)

﴿نَحْبَهُ﴾ عَهْدُهُ ﴿أَقْطَارِهَا﴾ جَوَابِهَا الْفِتْنَةَ لِأَتْوَاهَا لِأَعْظُوهَا.

﴿نَحْبَهُ﴾ তার অঙ্গীকার। তার আঁতরণ। তার পার্শ্বসমূহ। তার আঁতরণ। তার আঁতরণ। তার আঁতরণ।

৪৭৮৩. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَرَىٰ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾.

৪৭৮৩. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মনে করি, এ আয়াত আনাস ইবনু নাযর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে : “মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।” [২৮০৫] (আ.প্র. ৪৪১৯, ই.ফা. ৪৪২১)

৪৭৮৪. حدثنا أَبُو الِيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخْنَا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيَةَ مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرُؤَهَا لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ إِلَّا مَعَ خُرَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾.

৪৭৮৪. যায়দ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন সহীফা থেকে কুরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম তখন সূরাহ আহযাবের একটি আয়াত পেলাম না, যা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। শেষে সেটি খুয়ায়মা আনসারী ছাড়া অন্য কারও কাছে পেলাম না; যার সাক্ষ্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'জন পুরুষ সাক্ষীর সমান গণ্য করেছেন। (আয়াতটি হল) ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [২৮০৭] (আ.প্র. ৪৪২০, ই.ফা. ৪৪২২)

۴/۳۳/۶۵. بَابُ :

৬৫/৩৩/৪. অধ্যায়:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبِّئْتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعْكُمْ وَأَسْرَحْكُمْ سَرَّاحًا جَمِيلًا﴾

“হে নাবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পছন্দ তোমাদেরকে বিদায় দেই।” (সূরাহ আহযাব ৩৩/২৮)

وَقَالَ مَعْمَرٌ ﴿التَّبْرُجُ﴾ أَنْ تَخْرُجَ مَحَاسِنُهَا ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ اسْتَنْتَهَا جَعَلَهَا.

التَّبْرُحُ আপন সৌন্দর্য প্রকাশ করা। سُنَّةُ اللَّهِ যে নীতি আল্লাহ নিৰ্ধারণ করেছেন।

٤٧٨٥. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيَّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لِكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِيكَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبِي لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ ﴿أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ﴾ إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَنِي أَبِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَيَأْتِي أُرِيدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ.

৪৭৮৫. নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কাছে এলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর সহধর্মিণীগণকে দু'টি পছার মধ্যে একটি পছা বেছে নেয়ার নির্দেশ দিলেন, ১০৬ তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বপ্রথম আমা হতে শুরু করলেন এবং বললেন, আমি তোমার কাছে একটি কথা উল্লেখ করছি। তাড়াহুড়ো না করে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে উত্তর দেবে। তিনি এ কথা ভালভাবেই জানতেন যে, আমার আকা-আম্মা তাঁর (ﷺ) থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ কখনও দিবেন না। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তিনি [রসূলুল্লাহ (ﷺ)] বললেন, আল্লাহ বলছেন, "হে নাবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্শ্ববর্তী জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর.....। তখন আমি তাঁকে বললাম, এ ব্যাপারে আমার আকা-আম্মা থেকে পরামর্শ নেবার কী আছে? আমি তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং আখিরাতে জীবনই কামনা করি। [৪৭৮৬: মুসলিম ১৮/৪, হাঃ ১৪৭৫] (আ.প্র. ৪৪২১, ই.ফা. ৪৪২৩)

٥٠/٣٣/٦٥. بَابُ قَوْلِهِ :

٥٥/٣٣/٥. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সংকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরাহ আহযাব ৩৩/২৯)

وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿وَإِذَا كُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ الْقُرْآنِ وَالْحِكْمَةُ السُّنَّةُ.

ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, এর মধ্যে آيَاتِ দ্বারা কুরআন, সূনাত এবং হিকমত বোঝানো হয়েছে।

٤٧٨٦. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لِكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا

১৫৬ খায়শারের যুদ্ধের পর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ তাদের ভরণ-পোষণে অর্থ বৃদ্ধির অনুরোধ জানান। এ বিষয়ের প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

تَعَجَّلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِيكَ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبِيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ تَنَازُؤُهُ قَالَ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ قَالَتْ فَقُلْتُ فَيَنِي أَيُّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبِيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

৪৭৮৬. লায়স (রহ.).....নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর সহধর্মিণীদের ব্যাপারে দু'টি পশ্চর একটি পশ্চা বেছে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি প্রথমে আমাকে বললেন, তোমাকে একটি বিষয় সম্পর্কে বলব। তাড়াহুড়ো না করে তুমি তোমার আক্বা ও আম্মার সঙ্গে পরামর্শ করে নিবে। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, তিনি অবশ্যই জানতেন, আমার আক্বা-আম্মা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলবেন না। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ "হে নাবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর.....মহা প্রতিদান পর্যন্ত। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, এ ব্যাপারে আমার আক্বা-আম্মার সঙ্গে পরামর্শের কী আছে? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখিরাতের জীবন কামনা করি। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন : নাবী (ﷺ)-এর অন্যান্য সহধর্মিণী আমার মতই জবাব দিলেন। [৪৭৮৫] (আ.প্র. অনুচ্ছেদ. ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

بَابُ قَوْلِهِ : ٢/٣٣/٦٥

৬৫/৩৩/৬. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾

আপনি আপনার অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দিবেন। আর আপনি লোক নিন্দার ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর উচিত ছিল.....। (সূরাহ আহযাব ৩৩/৩৭)

٤٧٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَتَّصُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ تَرَلَّتْ فِي سَانَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.

৪৭৮৭. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি, "(তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন।)" যায়নাব বিনতে জাহ্শ এবং যায়দ ইবনু হারিসাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। [৭৪২০] (আ.প্র. ৪৪২২, ই.ফা. ৪৪২৪)

۷/۳۳/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৩৩/৭. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿تُرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتِ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾

আপনি আপনার পত্নীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন; আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে পুনরায় চাইলে তাতে আপনার কোন গুনাহ নেই।

(সূরাহ আহযাব ৩৩/৫১)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿تُرْجِي﴾ تُوَخَّرُ أَرْجِيهِ أَخْرَهُ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, تُرْجِي দূরে রাখতে পার। أَرْجِيهِ তাকে দূরে সরিয়ে দাও, অবকাশ দাও।

٤٧٨٨. حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ هِشَامُ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَيَّنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقُولُ أَتَهُبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ

﴿تَعَالَى تُرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتِ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ قُلْتُ مَا

أَرَى رَبِّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

৪৭৮৮. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব মহিলা নিজেকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে হেবাস্বরূপ ন্যস্ত করে দেন, তাদের আমি ঘৃণা করতাম। আমি(মনে মনে) বলতাম, মহিলারা কি নিজেকে ন্যস্ত করতে পারে? এরপর যখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন : “আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হতে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।”

তখন আমি বললাম, আমি দেখছি যে, আপনি যা ইচ্ছা করেন আপনার রব, তা-ই শীঘ্র পূর্ণ করে দেন। [৫১১৩; মুসলিম ১৭/১৪, হাঃ ১৪৬৪] (আ.প্র. ৪৪২৩, ই.ফা. ৪৪২৫)

٤٧٨٩. حَدَّثَنَا جِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ ﴿تُرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي

إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتِ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتَ تَقُولِينَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ

إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُؤَيِّرَ عَلَيْكَ أَحَدًا تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عَاصِمًا.

৪৭৮৯. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্ত্রীদের সঙ্গে অবস্থানের পালার ব্যাপারে আমাদের থেকে অনুমতি চাইতেন এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও, আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হতে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন এবং আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর মু'আয বলেন, আমি 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এর উত্তরে কী বলতেন? তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতাম, এ বিষয়ের অধিকার যদি আমার থেকে থাকে তাহলে হে আল্লাহর

রসূল! আমি আপনার ব্যাপারে অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতে চাই না। 'আব্বাদ বিন আব্বাদ' আসেম থেকে এরূপ শুনেছেন। [মুসলিম ১৮/৪, হাঃ ১৪৭৬] (আ.প্র. ৪৪২৪, ই.ফা. ৪৪২৬)

۸/۳۳/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৩৩/৮. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۗ﴾ (০২) **إِنْ تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا**

হে মু'মিনগণ! তোমরা খাওয়ার জন্য খাবার প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে নাবীর ঘরে তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত প্রবেশ করবে না; তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং খাওয়া শেষ হলে নিজেরাই চলে যাবে, কথাবার্তায় মাশগুল হয়ে পড়বে না। তোমাদের এ আচরণ অবশ্যই নাবীকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা যখন তাঁর পত্নীদের নিকট হতে কোন কিছু চাইবে, তখন পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র উপায়। আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের কারও পক্ষে কখনও বৈধ নয়। এটা আল্লাহর কাছে সাংঘাতিক অপরাধ। (সূরাহ আহযাব ৩৩/৫৩)

يُقَالُ ﴿إِنَاهُ﴾ إِذْرَاكُهُ أَنِّي يَأْنِي أَنَاهُ فَهُوَ أَنْ ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ الْمُؤْتَتْ قُلْتَ قَرِيبَةً وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَبَدَلًا وَلَمْ تُرِدْ الصِّفَةَ تَرَعْتَ الْهَاءَ مِنَ الْمُؤْتَتْ وَكَذَلِكَ لَفْظَهَا فِي الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ لِلذَّكْرِ وَالْأُنْثَى.

বলা হয় **إِنَاهُ** খাদ্য পরিপাক হওয়া। এটা **أَنِّي يَأْنِي أَنَاهُ** থেকে গঠিত। **لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا** সম্ভবত ক্রিয়ামাত অতি নিকটবর্তী। যদি তুমি স্ত্রী লিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার কর, তবে **قَرِيبَةً** বলবে। আর যদি **الصِّفَةَ** না ধর **ظَرْفًا** বা **بَدَلًا** হিসেবে ব্যবহার কর তবে 'তা' নিয়ে যুক্ত করবে না। তেমনি এ শব্দটি একবচন, দ্বি-বচন, বহুবচন এবং নারী-পুরুষ সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

৬৭৯০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبُرِّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

৪৭৯০. 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, আপনার কাছে ভাল ও মন্দ লোক আসে। আপনি যদি উম্মাহাতুল মু'মিনীদের ব্যাপারে পর্দার নির্দেশ দিতেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করলেন। [৪০২] (আ.প্র. ৪৪২৫, ই.ফা. ৪৪২৭)

১৭৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَائِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو جَحْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ مَن قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَاَنْطَلَقْتُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ اَنْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷻ إِلَّا بِالسَّبِيلِ ﷻ

৪৭৯১. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিয়ে করেন, তখন তিনি লোকদের দাওয়াত করলেন। লোকেরা আহ্বানের পর বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। তিনি উঠে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু লোকেরা উঠছিল না। এ অবস্থা দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি উঠে যাওয়ার পর যারা উঠবার তারা উঠল। কিন্তু তিন ব্যক্তি বসেই থাকল। নাবী (ﷺ) ঘরে প্রবেশের জন্য ফিরে এসে দেখেন, তারা তখনও বসে রয়েছে। অতঃপর তারাও উঠে গেল। আমি গিয়ে নাবী (ﷺ)-কে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলাম। তারপর তিনি এসে প্রবেশ করলেন। এরপরও আমি প্রবেশ করতে চাইলে তিনি আমার ও তার মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন : “হে মু'মিনগণ! তোমরা নাবীর গৃহে প্রবেশ করো না.....শেষ পর্যন্ত। [৪৭৯২, ৪৭৯৩, ৪৭৯৪, ৫১৫৪, ৫১৬৩, ৫১৬৬, ৫১৬৮, ৫১৭০, ৫১৭১, ৫৪৬৬, ৬২৩৮, ৬২৩৯, ৬২৭১, ৭৪২১; মুসলিম ১৬/১৪, হাঃ ১৪২৮, আহমাদ ১৩৪৭৮। (আ.প্র. ৪৪২৬, ই.ফা. ৪৪২৮)

১৭৭২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الْآيَةِ آيَةِ الْحِجَابِ لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوْمَ فَفَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ فَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷻ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ فَعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷻ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ ﷻ إِلَى قَوْلِهِ ﷻ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﷻ فَضَرَبَ الْحِجَابَ وَقَامَ الْقَوْمُ.

৪৭৯২. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দার আয়াত সম্বন্ধে লোকদের চেয়ে অধিক জানি। যখন নাবী (ﷺ)-এর নিকট যাইনাবকে বাসর যাপনের জন্য পাঠানো হয় এবং তিনি তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করেন, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) খাবার তৈরি করে লোকদের দাওয়াত করলেন। তারা (খাওয়ার পর) বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বাইরে গিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলেন, তখনও তারা বসে কথাবার্তা বলছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, “হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহ্বায় প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে আহ্বানের জন্য নাবী (ﷺ) গৃহে প্রবেশ করবে না।”.....পর্দার আড়াল থেকে' পর্যন্ত। এরপর পর্দার বিধান কার্যকর হল এবং লোকেরা নিষ্ক্রান্ত হল। [৪৭৯১] (আ.প্র. ৪৪২৭, ই.ফা. ৪৪২৯)

৪৭৭৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَبِيبِ بَنَاتِ جَحِشٍ مَجْزٍ وَلَحْمٍ فَأُرْسِلَتْ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهُ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ قَالَ ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ وَبَقِي ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَاذْهَبَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَتَقَرَّرَى حُجْرَةَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ وَيَقُولُ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا ثَلَاثَةٌ مِنْ رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ شَدِيدَ الْحَيَاءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَذْرِي أَخْبَرْتُهُ أَوْ أَخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكَفَةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ.

৪৭৯৩. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। যায়নাব বিনতে জাহশের সাথে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাসর যাপন উপলক্ষে কিছু গোশত ও রুটির ব্যবস্থা করা হল। তারপর খানা খাওয়ানোর জন্য আমাকে লোকদের ডেকে আনতে পাঠালেন। একদল লোক এসে খেয়ে চলে গেল। তারপর আর একদল এসে খেয়ে চলে গেল। এরপর আবার আমি ডাকতে গেলাম, কিন্তু কাউকে আর ডেকে পেলাম না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আর কাউকে ডেকে পাচ্ছি না। তিনি বললেন, খানা উঠিয়ে নাও। তখন তিন ব্যক্তি ঘরে রয়ে গেল, তারা কথাবার্তা বলছিল। তখন নাবী (ﷺ) বের হয়ে 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর ঘরের দিকে গেলেন এবং বললেন, আসসালামু 'আলায়কুম ইয়া আহলাল বায়ত ওয়া রহমাতুল্লাহ! 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, ওয়া আলায়কাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে বারাকাত দিন, আপনার স্ত্রীকে কেমন পেলেন? এভাবে তিনি পর্যায়ক্রমে সব স্ত্রীর ঘরে গেলেন এবং 'আয়িশাহকে যেমন বলেছিলেন তাদেরও তেমন বললেন। আর তাঁরা তাঁকে সে জবাবই দিয়েছিলেন, যেমন 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) দিয়েছিলেন। তারপর নাবী (ﷺ) ফিরে এসে সে তিন ব্যক্তিকেই ঘরে কথাবার্তা বলতে দেখতে পেলেন। নাবী (ﷺ) খুব লাজুক ছিলেন। (লজ্জা পেয়ে) আবার 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-এর ঘরের দিকে গেলেন। তখন, আমি স্মরণ করতে পারছি না, অন্য কেউ না আমি তাঁকে লোকদের বের হয়ে যাওয়ার খবর দিলাম। তিনি ফিরে এসে দরজার চৌকাঠের ভিতরে এক পা ও বাইরে এক পা রেখে আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা বুলিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করলেন। [৪৭৯১] (আ.প্র. ৪৪২৮, ই.ফা. ৪৪৩০)

৪৭৭৪. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَنَى بِرَبِيبِ بَنَاتِ جَحِشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ حُبْرًا وَلَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجْرَةِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ فَيَسْلِمُ عَلَيْهِنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بَيْنَهُمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَاهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَتَبَا مُشْرَعَيْنِ فَمَا أَذْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِحُجْرَتِهِمَا أَمْ أَخْبِرَ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مَجِيءُ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৪৭৯৪. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, যযনাব বিন্ত জাহশের সঙ্গে বাসর উদ্যাপনের সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) ওয়ালীমা করলেন। লোকদের তিনি গোশত-রুটি তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালেন। তারপর তিনি উম্মুল মুমিনীনদের কক্ষে যাওয়ার জন্য বের হলেন। যেমন বাসর রাত্রির ভোরে তার অভ্যাস ছিল যে, তিনি তাঁদের সালাম দিতেন ও তাঁদের জন্য দু'আ করতেন এবং তাঁরাও তাঁকে সালাম করতেন, তাঁর জন্য দু'আ করতেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে দু'ব্যক্তিকে কথাবার্তায় রত দেখতে পেলেন। তাদের দেখে তিনি ঘর থেকে ফিরে চলে গেলেন। সে দু'জন নাবী (رضي الله عنهم)-কে ঘর থেকে ফিরে যেতে দেখে জলদি বের হয়ে গেল। এরপরে, আমার মনে নেই যে আমি তাঁকে তাদের বের হয়ে যাওয়ার খবর দিলাম, না অন্য কেউ দিল। তখন তিনি ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা লটকিয়ে দিলেন এবং পর্দার আয়াত নাযিল হল। (৪৭৯১) (আ.প্র. ৪৪২৯, ই.ফা. ৪৪৩১)

৬৭৯০. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةَ بَعْدَمَا ضَرَبَ الْحِجَابَ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظِرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَاَنْكَمَاتِ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَى وَفِي يَدِهِ عَرَقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَرْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رَفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجِي لِحَاجَتِكُنَّ.

৪৭৯৫. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর সাওদাহ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। সাওদাহ এমন স্থূল শরীরের অধিকারিণী ছিলেন যে, পরিচিত লোকদের থেকে তিনি নিজেকে গোপন রাখতে পারতেন না। 'উমার ইব্নু খাত্তাব (رضي الله عنه) তাঁকে দেখে বললেন, হে সাওদাহ! জেনে রাখ, আল্লাহর কসম! আমাদের নয়র থেকে গোপন থাকতে পারবে না। এখন দেখ তো, কীভাবে বাইরে যাবে? 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, সাওদাহ (رضي الله عنها) ফিরে আসলেন। আর এ সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে রাতের খানা খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল টুকরা হাড়। সাওদাহ (رضي الله عنها) ঘরে প্রবেশ করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। তখন 'উমার (رضي الله عنه) আমাকে এমন এমন কথা বলেছে। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, এ সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করেন। ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়া শেষ হল, হাড় টুকরা তখনও তাঁর হাতেই ছিল, তিনি তা রেখে দেননি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, অবশ্য দরকার হলে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (১৪৬; মুসলিম ৩৯/৭, হাঃ ২১৭০, আহমাদ ২৪৩৪৪) (আ.প্র. ৪৪৩০, ই.ফা. ৪৪৩২)

۹/۳۳/۶۵ . بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৩৩/৯. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خُفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۵۱) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا

أَبْنَاؤُهُمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ج وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾.

যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর কিংবা তা গোপন রাখ, তবে তো আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন। নাবী-পত্নীদের জন্য কোন গুনাহ নেই তাদের নিজ নিজ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, স্বধর্মাবলম্বিনী নারী এবং স্বীয় অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের সামনে পর্দা পালন না করায়। হে নাবী-পত্নীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ করেন।

(সূরাহ আহযাব ৩৩/৫৪-৫৫)

٤٧٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بِنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ أَفْلَحَ أَخُو أَبِي الْمُعْتَسِ بَعْدَمَا أَنْزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْمُعْتَسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةٌ أَبِي الْمُعْتَسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْمُعْتَسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْذِنِي عَمَّكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةٌ أَبِي الْمُعْتَسِ فَقَالَ ائْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا تَحَرَّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

৪৭৯৬. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর, আবুল কু'আয়স এর ভাই-আফ্লাহ আমার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। আমি বললাম, এ ব্যাপারে যতক্ষণ রসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি না দিবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দিতে পারি না। কেননা তার ভাই আবু কু'আয়স নিজে আমাকে দুধ পান করাননি। কিন্তু আবুল কু'আয়সের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আবুল কু'আয়সের ভাই-আফরাহ আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইছিল। আমি এ বলে অস্বীকার করেছি যে, যতক্ষণ আপনি এ ব্যাপারে অনুমতি না দিবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দিব না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার চাচাকে (দেখা করার) অনুমতি দিতে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করাননি; কিন্তু আবুল কু'আয়সের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছে। এরপর তিনি [রসূল ﷺ] বললেন, তোমার হাত ধুলায় ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি দাও, কেননা, সে তোমার চাচা। 'উরওয়াহ বলেন, এ কারণে 'আয়িশাহ رضي الله عنها বলতেন বংশ সম্বন্ধের কারণে যাকে তোমরা হারাম জান, দুধ-পানের কারণেও তাকে হারাম জানবে। |২৬৪৪; মুসলিম ১৭/২, হাঃ ১৪৪৫, আহমাদ ২৪১০৯) (আ.প্র. ৪৪৩১, ই.ফা. ৪৪৩৩)

١٠/٣٣/٦٥. بَابُ قَوْلِهِ :

٥٤/٣٣/١٥. अध्याय: आल्लाह ता'आलার বাণী :

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর মালাইকা নাবীর জন্য রহমাত প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নাবীর জন্য রাহমাত প্রার্থনা কর এবং তার প্রতি প্রচুর পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক। (সূরাহ আহযাব ৩৩/৫৬)

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ صَلَّى اللَّهُ تَنَاوُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
﴿يُصَلُّونَ﴾ يُبَرِّكُونَ ﴿لِنُفْرِيَتِكَ﴾ لِنَسَلِطَتِكَ.

আবুল 'আলীয়া (রহ.) বলেন, আল্লাহর সলাতের অর্থ মালায়িকার সম্মুখে নাবীর প্রতি আল্লাহর প্রশংসা। মালাইকা সলাতের অর্থ- দু'আ। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, يُصَلُّونَ -এর অর্থ-বারকাতের দু'আ করছেন। لِنُفْرِيَتِكَ আমি তোমাকে বিজয়ী করব।

٤٧٩٧. حدثني سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

৪৭৯৭. কা'ব ইবনু উজরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার উপর সালাম (সম্পর্কে) আমরা অবগত হয়েছি; কিন্তু সলাত কীভাবে? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, “হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর রহমাত নাযিল কর, যেমনিভাবে ইব্রাহীম-এর পরিবারবর্গের উপর তুমি রহমাত নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ-এর উপর এবং মুহাম্মাদ-এর পরিবারবর্গের প্রতি বারাকাত নাযিল কর। যেমনিভাবে তুমি বারাকাত নাযিল করেছ ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান। [৩০৭০] (আ.প্র. ৪৪৩২, ই.ফা. ৪৪৩৪)

٤٧٩٨. حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ خَمْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَارِمٍ وَالدَّرَاوَزِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ.

৪৭৯৮. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, এ তো হল সালাম পাঠ; কিন্তু কেমন করে আমরা আপনার প্রতি দরুদ পড়ব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, “হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও আপনার রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি রাহমাত নাযিল করুন, যেভাবে রহমাত নাযিল করেছেন ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের প্রতি এবং মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রতি ও মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের প্রতি বারকাত নাযিল করুন, যেভাবে বারকাত অবতীর্ণ করেছেন ইব্রাহীম (رضي الله عنه)-এর প্রতি। তবে বর্ণনাকারী আবু সালিহ লায়স থেকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ও তার পরিবারবর্গের প্রতি

বারাকাত নাযিল করুন যেমন আপনি বারকাত নাযিল করেছেন ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের প্রতি। (আ.প্র. ৪৪৩৩, ই.ফা. ৪৪৩৫)

ইয়াযীদ হতে বর্ণিত। তিনি (এমনিভাবে) বলেন, যেমনভাবে ইব্রাহীম (ﷺ)-এর উপর রহমাত অবতীর্ণ করেছেন। আর বারাকাত অবতীর্ণ করুন মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি এবং মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের প্রতি, যেভাবে বারাকাত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম (ﷺ)-এর প্রতি এবং ইব্রাহীমের পরিবারের প্রতি। [৬৩৫৮] (আ.প্র. ৪৪৩৪)

১১/৩৩/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ﴾.**

৬৫/৩৩/১১. **অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসা (ﷺ)-কে কষ্ট দিয়েছে। (সূরাহ আহযাব ৩৩/৬৯)**

৬৭৭৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدٍ وَخَلَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيًّا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾.

৪৭৯৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “মূসা (ﷺ) ছিলেন খুব লজ্জাশীল”। আর এ শ্রেষ্ঠিতে আল্লাহর এ বাণী, হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসা (ﷺ)-কে কষ্ট দিয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওদের অভিযোগ থেকে পবিত্র করেছেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত। [২৭৮] (আ.প্র. ৪৪৩৫, ই.ফা. ৪৪৩৬)

(৩৬) **سُورَةُ سَبَاٍ**

সূরাহ (৩৪) : সাবা

يُقَالُ ﴿مُعَاجِرِينَ﴾ مُسَابِقِينَ ﴿بِمُعَاجِرِينَ﴾ بِفَاتِيئِينَ ﴿مُعَاجِرِينَ﴾ مُعَالِيِينَ ﴿سَبَقُوا﴾ فَاتُوا ﴿لَا يُعْجِرُونَ﴾ لَا يَفُوتُونَ ﴿يَسْبِقُونَا﴾ يُعْجِرُونَ وَقَوْلُهُ ﴿بِمُعَاجِرِينَ﴾ بِفَاتِيئِينَ وَمَعْنَى ﴿مُعَاجِرِينَ﴾ مُعَالِيِينَ يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهَرَ عَجْرَ صَاحِبِهِ ﴿مِعْشَارٌ﴾ عَشْرٌ يُقَالُ ﴿الْأَكْلُ﴾ الْقَمْرُ ﴿بَاعِدٌ﴾ وَبَعْدٌ وَاحِدٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿لَا يُعْرَبُ﴾ لَا يَغِيْبُ سَيْلٌ ﴿الْعَرِمُ﴾ السُّدُّ مَاءٌ أَحْمَرٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي السُّدِّ فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ وَخَفَرَ الْوَادِيَّ فَارْتَفَعْنَا عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَاءُ فَيَسْتَا وَلَمْ يَكُنْ الْمَاءُ الْأَحْمَرُ مِنَ السُّدِّ وَلَكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شَرْحِبِيلٍ الْعَرِمُ الْمَسْتَاءُ يَلْحَنُ أَهْلَ الْيَمَنِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَرِمُ الْوَادِيَّ ﴿السَّايِعَاتُ﴾ الدَّرُوعُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿بِحَازِي﴾ يُعَاقَبُ ﴿أَعْظَمَكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ بِطَاعَةِ اللَّهِ ﴿مَثْنَى وَفَرَادَى﴾ وَاحِدٌ وَاثْنَتَيْنِ ﴿التَّائِشُ﴾ الرَّدُّ مِنَ الْآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا ﴿وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ ﴿بِأَشْيَاعِهِمْ﴾ بِأَمْثَالِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْجَوَابِ ﴿كَالْجَوْبَةِ﴾ مِنَ الْأَرْضِ ﴿الْحَمْطُ﴾ الْأَرَاكُ ﴿وَالْأَنْلُ﴾ الطَّرْفَاءُ ﴿الْعَرِمُ﴾ الشَّدِيدُ.

مُعَاجِزِينَ প্রতিযোগিতাকারী। مُعَاجِزِينَ ব্যর্থকারী। مُعَاجِزِينَ বিজয়ী হওয়ার প্রয়াসী। سَبَقُوا ছুটে গিয়েছে, পরিত্রাণ পেয়েছে। لَا يُعْجِزُونَ তারা ছুটে যেতে পারবে না, ছাড়া পাবে না। آمِنًا আমাদের অক্ষম করবে। مُعَاجِزِينَ ব্যর্থকারী। مُعَاجِزِينَ পরস্পর বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশী। প্রত্যেকেই তার প্রতিপক্ষের অক্ষমতা প্রকাশ করতে চায়। مِعْشَارٌ এক-দশমাংশ। الْأَكْلُ ফল, بَعْدُ - بَاعِدُ একই অর্থ, দূরত্ব করে দাও। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, لَا يَعْزُبُ অদৃশ্য হয় না। الْعَرْمُ বাঁধ, আল্লাহ তা'আলা সে বাঁধের মধ্য দিয়ে লাল পানি প্রবাহিত করে তা ফাটিয়ে ধ্বংস করে দেন এবং একটি উপত্যকা খুঁদে ফেলেন। ফলে তার দু'পার্শ্ব উঁচু হয়ে তা থেকে পানি সরে পড়ে এবং উভয় পার্শ্ব শুকিয়ে যায়। এ লাল পানি বাঁধ থেকে আসেনি, বরং তা ছিল তাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত আযাব, যা তিনি যেখান থেকে ইচ্ছে পাঠিয়েছিলেন।

‘আমর ইবনু শুরাহ্বীল (রহ.) বলেন, الْعَرْمُ ইয়ামানবাসীদের ভাষায় কুঁজের মত উঁচু। অন্য হতে বর্ণিত। الْعَرْمُ উপত্যকা, السَّابِغَاتُ বর্মসমূহ। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, يُجَازَى শাস্তি দেয়া হবে। أَعْظَمَكُمْ بِوَأَحَدَةٍ আল্লাহর আনুগত্য। مَثْنَى وَفَرَادَى একা একা এবং দু' দু'জন। التَّنَاوُسُ পরজগত থেকে দুনিয়ার দিকে ফিরে আসা। وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ অর্থাৎ সম্পদ, সন্ততি বা জাঁক-জমক। بِأَشْيَاعِهِمْ তাদের মত। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, كَالْحُوتَةِ যমীনে হাউজ সদৃশ। الحِطُّ বিশ্বাদ বৃক্ষ। الْأَكْلُ বাউ গাছ। الْعَرْمُ কঠিন।

باب قوله : ١/٣٤/٦٥

৬৫/৩৪/১. অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

এমনকি, যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হবে তখন তারা একে অন্যকে বলবে— তোমাদের রব কী বললেন? তারা বলবে, সত্য বলেছেন। তিনিই সমুন্নত, সুমহান। (সূরাহ সাবা ৩৪/২৩)

٤٨٠٠. حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ صَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سَلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ﴿إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرَ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاجِرِ أَوْ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابَ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةً فَيَقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ.

৪৮০০. ইকরিমাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশে কোন ফায়সালা করেন তখন মালায়িকাহ আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অতি নম্রভাবে তাদের ডানা ঝড়তে থাকে; যেন মসৃণ পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। যখন তাদের মনের ভয়-ভীতি দূর হয় তারা (একে অপরকে) জিজ্ঞেস করে, তোমাদের

প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা বলেন, তিনি যা বলেছেন, সত্যই বলেছেন। তিনি মহান উচ্চ। যে সময়ে লুকোচুরিকারী (শায়ত্বন) তা শোনে, আর লুকোচুরিকারী এরূপ একের ওপর এক। সুফইয়ান তাঁর হাত উপরে উঠিয়ে আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে দেখান। তারপর শায়ত্বন কথাগুলো শুনে নেয় এবং প্রথমজন তার নিচের জনকে এবং সে তার নিচের জনকে জানিয়ে দেয়। এমনভাবে এ খবর দুনিয়ার জাদুকর ও জ্যোতিষের কাছে পৌঁছে দেয়। কোন কোন সময় কথা পৌঁছানোর আগে তার উপর অগ্নিশিখা নিষ্কিপ্ত হয় আবার অগ্নিশিখা নিষ্কিপ্ত হওয়ার আগে সে কথা পৌঁছিয়ে দেয় এবং এর সাথে শত মিথ্যা মিশিয়ে বলে। এরপর লোকেরা বলাবলি করে সে কি অমুক দিন অমুক অমুক কথা আমাদের বলেনি? এবং সেই কথা যা আসমান থেকে শুনে এসেছে তার জন্য সব কথা সত্য বলে মনে করে। [৪৭০১] (আ.প্র. ৪৪৩৬, ই.ফা. ৪৪৩৭)

২/৩৬/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾**

৬৫/৩৪/২. **অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী : সে তো পরবর্তী কঠিন আযাব সম্পর্কে তোমাদের একজন সতর্ককারী মাত্র। (সূরাহ সাবা ৩৪/৪৬)**

৬৪০১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا صَبَاحَةَ فَاجْتَمَعْتَ إِلَيْهِ فَرُئِشُ قَالُوا مَا لَكَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يَصِيحُكُمْ أَوْ يُسَيِّبُكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنِّي ﴿نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبَّأَ لَكَ أَلْهَدَا جَمَعْتَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾

৪৮০১. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে 'ইয়া সাবাহাহ' বলে সবাইকে ডাক দিলেন। কুরাইশগণ তাঁর কাছে জমায়েত হয়ে বলল, তোমার ব্যাপার কী? তিনি বললেন, তোমরা বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুবাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত, তবে কি তোমরা আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য এক আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। এই জনাই কি আমাদেরকে জমায়েত করেছিলো? তখন আল্লাহ নাখিল করেন : ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ "আবু লাহাবের হাত দু'টো ধ্বংস হোক।" [১৩৯৪] (আ.প্র. ৪৪৩৭, ই.ফা. ৪৪৩৮)

(৩০) **سُورَةُ الْمَلَائِكَةِ (الفاطر)**

সূরাহ (৩৫) : মালায়িকাহ (ফাতির)

قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الْقَظِيمِ﴾ لِفَاقَةِ النَّوَاةِ ﴿مُنْقَلَةً﴾ مُنْقَلَةً وَقَالَ عَيْرُهُ ﴿الْحُرُورُ﴾ بِالتَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحُرُورُ بِالتَّلِيلِ وَالسَّمُومُ بِالتَّهَارِ ﴿وَعَرَايِبُ أَشَدُّ﴾ سَوَادِ الْعَرَابِيبِ الشَّدِيدِ السَّوَادِ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, الْقَظِيمِ অর্থ-খেজুরের আঁটির পর্দা। مُنْقَلَةً তারাক্রান্ত ব্যক্তি। অন্যরা বলেছেন, (আল-হাক্কর- অর্থ-দিবাভাগে সূর্যের উত্তাপ। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, রাতের উত্তাপকে الْحُرُورُ এবং দিনের উত্তাপকে السَّمُومُ বলা হয়। وَعَرَايِبُ أَشَدُّ অধিক কালো।

سُورَةُ يَس (৩৬)

সূরাহ (৩৬) : ইয়াসীন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿فَعَزَّزْنَا﴾ شَدَدْنَا ﴿يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ﴾ كَانَ حَسْرَةَ عَلَيْهِمْ اسْتِهْزَأُوهُمْ بِالرُّسُلِ
 ﴿أَنْ تُذْرِكَ الْقَمَرَ﴾ لَا يَسْتُرُ ضَوْءَهُ أَحَدُهُمَا ضَوْءَ الْآخَرِ وَلَا يَنْبَغِي لِهَذَا ذَلِكَ ﴿سَابِقُ النَّهَارِ﴾ يَتَطَلَّبَانِ
 حَيْثُيْنِ ﴿نَسْلَخُ﴾ نُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾ مِنَ الْأَنْعَامِ ﴿فَكِهُونَ﴾
 مُعْجَبُونَ ﴿جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ﴾ عِنْدَ الْحِسَابِ وَيُذَكَّرُ عَنْ عِكْرِمَةَ الْمَشْحُونِ الْمُوقَرُّ
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿طَائِرُكُمْ﴾ مَصَائِبُكُمْ ﴿يَنْسِلُونَ﴾ يَخْرُجُونَ ﴿مَرْقِدَنَا﴾ نَخْرَجَنَا ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾
 حَفِظْنَاهُ ﴿مَكَانَتُهُمْ﴾ وَمَكَانَتُهُمْ وَاحِدٌ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, فَعَزَّزْنَا আমি অধিক শক্তি দিলাম। الْعِبَادِ দুনিয়াতে রসূলদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার ফলে আখিরাতে তাদের অবস্থা দুঃখময় হবে। أَنْ تُذْرِكَ الْقَمَرَ একটির আলো অন্যটির আলোর উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না এবং চন্দ্র ও সূর্যের জন্য তা সম্ভব নয়। سَابِقُ النَّهَارِ রাত্র এবং দিন উভয়ই একে অপরের পেছনে অবিরাম গতিতে চলছে। نَسْلَخُ (রাত-দিন) উভয়ের মধ্যে একটিকে আমি অপরাট থেকে সরিয়ে দিই এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে। مِنْ مِثْلِهِ অনুরূপ চতুষ্পদ জন্তু। فَكِهُونَ আনন্দিত। جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ হিসাবের সময় তাদের উপস্থিত করা হবে তাদের বাহিনীরূপে। ইকরামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, الْمَشْحُونِ বোঝাইকৃত।

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, طَائِرُكُمْ তোমাদের বিপদাপদ। يَنْسِلُونَ তারা বেরিয়ে আসবে। مَرْقِدَنَا আমাদের বের হবার স্থান। أَحْصَيْنَاهُ হিফায়ত করেছি আমি প্রতিটি বস্তুকে। مَكَانَتُهُمْ এবং একই ; তাদের স্থানে।

۱/۳۶/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

৬৫/৩৬/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আর সূর্য নিজ গন্তব্য স্থানের দিকে চলতে থাকে। এটা

পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (সূরাহ ইয়াসীন ৩৬/৩৮)

٤٨٠٢. مَرَاتِنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي دَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا أَبَا دَرٍّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ قُلْتُ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا
 ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

৪৮০২. আবু যার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে মাসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আবু যার! তুমি কি জান সূর্য কোথায় ডুবে? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, সূর্য চলে, অবশেষে আরশের নিচে গিয়ে সাজ্জদাহ করে। নিম্নবর্ণিত **وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ** এ আয়াতের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের পানে, এ হল পরাক্রমশালী সর্বশক্তির নিয়ন্ত্রণ। (৩১৯৯) (আ.প্র. ৪৪৩৮, ই.ফা. ৪৪৩৯)

৪৮০৩. আবু যার গিফারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ) কে আল্লাহর বাণী : **سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ**.

৪৮০৩. আবু যার গিফারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ) কে আল্লাহর বাণী : **سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেছেন, সূর্যের গন্তব্যস্থল আরশের নিচে। (৩১৯৯) (আ.প্র. ৪৪৩৯, ই.ফা. ৪৪৪০)

(৩৭) سُورَةُ الصَّافَّاتِ

সূরাহ (৩৭) : ওয়াস্‌সাফ্‌ফাত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿وَيُقَدِّفُونَ بِالْعِيبِ مِنْ مَكَانٍ ابْعِيدِ﴾ مِنْ كُلِّ ﴿مَكَانٍ وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ يُرْمُونَ ﴿وَاصِبٌ﴾ دَائِمٌ ﴿لَا رَبُّ﴾ لَا رِزْمٌ ﴿تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ يَعْنِي الْحَقَّ الْكَمَّارَ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ ﴿عَوْلٌ﴾ وَجَعُ بَطْنٍ ﴿يُزْفُونَ﴾ لَا تَذْهَبُ عَقُولُهُمْ ﴿قَرِينٌ﴾ شَيْطَانٌ ﴿يُهْرَعُونَ﴾ كَهَيْئَةِ الْهَرَوَلَةِ ﴿يُزْفُونَ﴾ النَّسْلَانِ فِي الْمَشِيِّ ﴿وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ قَالَ كَمَّارٌ قُرَيْشٍ الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَأُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْحِجْنَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةَ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ سَتَحْضُرُ لِلْحِسَابِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لَتَحْنُ الصَّافُّونَ﴾ الْمَلَائِكَةُ ﴿صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ سَوَاءِ الْجَحِيمِ وَرَسَطِ الْجَحِيمِ ﴿لَشَوْبًا﴾ يُخَلِّطُ طَعَامَهُمْ وَبُسَاطِ الْجَحِيمِ ﴿مَدْحُورًا﴾ مَطْرُودًا ﴿بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ اللَّوْلُؤُ الْمَكْنُونُ ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ يَذْكَرُ بِحَيْرٍ وَيُقَالُ ﴿يَسْتَسْخِرُونَ﴾ يَسْخَرُونَ ﴿بَعْلًا﴾ رَبًّا.

মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, আল্লাহর বাণী : **يُقَدِّفُونَ** মানে সকল স্থান থেকে। **يُرْمُونَ** নিষ্কিঞ্চ হবে তাদের প্রতি। **وَاصِبٌ** অবিরাম বা অব্যাহত। **لَا رَبُّ** আঠালো। **عَنِ الْيَمِينِ** তোমরা তো হাক, কল্যাণ এবং সুখ-শান্তির বাণী নিয়ে আমাদের কাছে আসতে, এ কথাগুলো কাফিররা শায়ত্বনকে বলবে। **عَوْلٌ** পেটের ব্যথা। **يُزْفُونَ** তাদের বুদ্ধি নষ্ট হবে না। **قَرِينٌ** শায়ত্বন। **يُهْرَعُونَ** দ্রুত

পদক্ষেপে চলা। **يَرْقُونَ** দ্রুতগতিতে পথ চলা। কুরাইশ কাফেররা বলত, মালাক আল্লাহর কন্যা এবং তাদের মা জিন নেতাদের কন্যা। আল্লাহ বলেন, **وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ** তাদের হাজির করা হবে- তাদের হাজির করা হবে শাস্তির জন্য।

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **لَتَحْنُ الصَّافُونَ** 'আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান' দ্বারা মালাইকা বোঝানো হয়েছে। **صِرَاطِ الْحَجِيمِ** জাহান্নামের পথে বা জাহান্নামের মধ্যে। **لَشَوْبًا** তাদের খাদ্য ফুটন্ত পানি মিশ্রিত। **مَذْحُورًا** বিতাড়িত। **بَيْضٌ مَكْنُونٌ** সুরক্ষিত মুক্তা। **وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ** তাদেরকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হবে। **يَسْتَسْخِرُونَ** তারা উপহাস করত। **بَعْلًا** দেবমূর্তি।

۱/۳۷/۶۵. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾**

৬৫/৩৭/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : ইউনুস ছিল রসূলদের অন্তর্গত। (সূরাহ সাফাত ৩৭/১৩৯)

১৮০৬. **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَتَّى.**

৪৮০৪. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : (ইউনুস) ইবনু মাত্তার চেয়ে উত্তম বলে মনে করা কারো জন্য শোভনীয় নয়। [৩৪১২] (আ.প্র. ৪৪৪০, ই.ফা. ৪৪৪১)

১৮০৫. **حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَّبَ.**

৪৮০৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে বলল, আমি ইউনুস ইবনু মাত্তার চেয়ে উত্তম, সে মিথ্যা বলল। [৩৪১৫] (আ.প্র. ৪৪৪১, ই.ফা. ৪৪৪২)

(৩৮) **سُورَةُ ص**

সূরাহ (৩৮) : সা-দ

: **بَابُ ۱/۳۸/۶۵**

৬৫/৩৮/১. অধ্যায়:

১৮০৬. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِي ص قَالَ سُلَيْمٌ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدُهُ﴾ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيهَا.**

৪৮০৬. 'আওওয়াম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুজাহিদকে সূরাহ সাদ-এর সাজদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, (এ বিষয়ে) ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি

পাঠ করলেন, **أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ افْتَدَاهُ**, ‘তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তাঁদের পথের অনুসরণ কর। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) এতে সাজদাহ করতেন।’ [৩৪২১] (আ.প্র. ৪৪৪২, ই.ফা. ৪৪৪৩)

৪৮০৭. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِئِيِّ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ فِي ص فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ فَقَالَ أَوْ مَا تَقْرَأُ ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ افْتَدَاهُ﴾ فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أَمَرَ نَبِيِّكُمْ ﷺ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فَسَجَدَهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ**

﴿عُجَابٌ﴾ عَجِيبٌ ﴿الْقِطُّ﴾ الصَّحِيفَةُ هُوَ هَا هُنَا صَحِيفَةُ الْحِسَابِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿فِي عِزَّةٍ﴾ مُعَارِزِينَ ﴿الْمِلَّةَ الْآخِرَةَ﴾ وَمِلَّةٌ قُرَيْشٍ الْاِخْتِلَافُ: الْكُذِبُ ﴿الْأَسْبَابُ﴾ طُرُقُ السَّمَاءِ فِي أَبْوَابِهَا قَوْلُهُ ﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ﴾ يَعْينِي قُرَيْشًا ﴿أَوْلَ نِكَ الْأَحْرَابُ﴾ الْقُرُونُ الْمَاضِيَةُ ﴿فَوَاتِي﴾ رُجُوعٌ ﴿قَطْنَا﴾ عَذَابَنَا ﴿اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا﴾ أَحَطْنَا بِهِمْ ﴿أَثْرَابُ﴾ أَمْثَالُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْأَيْدُ الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ ﴿الْأَبْصَارُ﴾ الْبَصَرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ ﴿حُبُّ الْحُتَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ مِنْ ذِكْرِ ﴿طَفِقَ مَسْحًا﴾ يَمْسَحُ أَغْرَافَ الْحَيْلِ وَعَرَافِيهَا ﴿الْأَصْفَادُ﴾ الْوَتَاقِي.

৪৮০৭. ‘আওওয়াম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুজাহিদকে সূরাহ সাদ-এর সাজদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, (এ সূরায়) সাজদা কোথেকে? তিনি বললেন, তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পড়নি। **وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ**। ‘আর তার বংশধর দাউদ ও সুলায়মান- তাদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তাঁদের পথের অনুসরণ কর। দাউদ তাঁদের একজন, তোমাদের নাবীকে যাদের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই নাবী এ সূরায় সাজদাহ করেছেন।

عُجَابٌ অত্যাশ্চর্য। الْقِطُّ লিপি। এখানে صَحِيفَةُ দ্বারা নেক লিপি বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, عِزَّةٌ ঔদ্ধত্যঃ الْمِلَّةَ الْآخِرَةَ কুরাইশদের ধর্ম। الْأَسْبَابُ আকাশের পথসমূহ। أَوْلَئِكَ এ বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে অর্থাৎ কুরাইশ সম্প্রদায়। جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ অতীতকাল। فَوَاتِي প্রত্যাবর্তন। قَطْنَا আমাদের শাস্তি। اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا আমি তাদের বেষ্টন করে রেখেছি। أَثْرَابُ সমবয়স্ক। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, ‘ইবাদাতে শক্তিশালী ব্যক্তি। ابْنُ عَبَّاسٍ আল্লাহ্র কাছে সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি। حُبُّ الْحُتَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي আল্লাহ্র স্মরণ থেকে। طَفِقَ مَسْحًا তিনি ঘোড়াগুলোর পা ও গলায় হাত বুলাতে লাগলেন। الْأَصْفَادُ শৃংখল (বাঁধন)। [৩৪২১] (আ.প্র. ৪৪৪৩, ই.ফা. ৪৪৪৪)

۲/۳۸/۶۵. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَعْبَادِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾**

৬৫/৩৮/২. অধ্যায়: আল্লাহ্র বাণী ৪ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন, যা আমি ব্যতীত আর কারও ভাগ্যে যেন না জোটে। নিশ্চয়ই আপনি পরম দাতা।

(সূরাহ স-দ ৩৮/৩৫)

১৮০৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ عَفْرِيَّتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتْ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمَكَّنِي اللَّهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ لَكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا.

৪৮০৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, গতরাতে অবাধ্য জিনের একটি দৈত্য আমার কাছে এসেছিল অথবা এ ধরনের কিছু কথা তিনি বললেন, আমার সলাত নষ্ট করার উদ্দেশ্যে। তখন আল্লাহ আমাকে তার উপর আধিপত্য দিলেন। আমি ইচ্ছা করলাম, মসজিদের খুঁটিগুলোর একটির সঙ্গে ওকে বেঁধে রাখতে, যাতে ভোরে তোমরা সকলে ওটা দেখতে পাও। তখন আমার ভাই সুলায়মান (رضي الله عنه)-এর দু'আ স্মরণ হল, رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي, “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ব্যতীত আর কেউ না হয়।” নাবী রাওহ বলেন, এরপর নাবী (ﷺ) তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। [৪৬১] (আ.প্র. ৪৪৪৪, ই.ফা. ৪৪৪৫)

৩/৩৮/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾.

৬৪/৩৮/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আমি নকল লৌকিকতাকারীও নই। (সূরাহ সোয়াদ ৩৮/৮৬)

১৮০৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الصُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ وَسَأَحَدْتُكُمْ عَنِ الدَّخَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَبْطَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبِجٍ يُوَسِّفُ فَأَخَذْتُهُمْ سَنَةً فَحَصَّصْتُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانًا مِنَ الْجُوعِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۖ - يَغشى النَّاسَ ۗ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۱)﴾ قَالَ فَدَعَا ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ - أَلَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۖ - ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِّثْنُ مِثْنٍ ۖ - إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۗ﴾ أَلَيْكَ كِشْفُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكَيْفَ ثُمَّ عَادُوا فِي كُفْرِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى جَ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾.

৪৮০৯. মাসরুক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, হে লোকসকল! যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে অবগত সে তা বর্ণনা করবে। আর যে না জানে, তার বলা উচিত, আল্লাহই ভাল জানেন। কেননা অজানা বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহই ভাল জানেন, এ কথা বলাও জ্ঞানের নিদর্শন। আল্লাহ তাঁর নাবী (ﷺ)-কে বলেছেন, ‘বল, এর (কুরআন বা তাওহীদ

প্রচারের) জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।” (কুরআনে উল্লেখিত) ধূম্র সম্পর্কে শীঘ্র আমি তোমাদের বলব। রসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরাইশদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলে তারা (সাড়া দিতে) বিলম্ব করল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! ইউসুফ (ﷺ)-এর জীবনকালের দুর্ভিক্ষের সাত বছরের মত দুর্ভিক্ষ দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। এরপর দুর্ভিক্ষ তাদেরকে ঘিরে ফেলল। শেষ হয়ে গেল সমস্ত কিছু। অবশেষে তারা মৃত জন্তু ও চামড়া খেতে লাগল। তখন তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় চোখে আকাশ ও তার মধ্যে ধূম্র দেখত। আল্লাহ বললেন, “অতএব তুমি সেদিনের অপেক্ষা কর, যেদিন ধূম্র হবে আকাশে, এবং তা ঘিরে ফেলবে সকল মানুষ। এ তো মর্মভুদ শাস্তি।” রাবী বলেন, তারপর তারা দু’আ করল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ আযাব থেকে নাজাত দাও, আমরা ঈমান আনব। তারা কীভাবে নাসীহাত মানবে? তাদের কাছে তো এসেছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদাতা এক রসূল। তারপর তারা মুখ ঘুরিয়ে নিল তাঁর থেকে এবং বলল, সে তো শিখানো কথা বলে, সে তো এক উন্মাদ। আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করছি। তোমরা তো অবশ্য তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। (ইবনু মাসউদ বলেন), কিয়ামাতের দিনও কি তাদের থেকে ‘আযাব রহিত করা হবে? তিনি (ইবনু মাসউদ) বলেন, ‘আযাব সরানো হলে তারা পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে গেল। তারপর আল্লাহ তা’আলা বাদর যুদ্ধের দিন তাদের পাকড়াও করলেন। আল্লাহ বললেন, যেদিন আমি তোমাদের কঠিনভাবে ধরব, সেদিন আমি তোমাদের শাস্তি দেবই। [১০০৭] (আ.প্র. ৪৪৪৫, ই.ফা. ৪৪৪৬)

(৩৭) سُورَةُ الزَّمْرِ

সূরাহ (৩৯) : যুমার

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَفَمَنْ يَتَّبِعِي بَوَّجِهِهِ﴾ يُجْرُّ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي النَّارِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿أَفَمَنْ يُلْفَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَّ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ لَيْسَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ مَثَلٌ لِأَيْتِهِمُ الْبَاطِلِ وَالْإِلَهِ الْحَقُّ ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ بِالْأَوْثَانِ ﴿حَوْلَتَا﴾ أَعْطَيْنَا ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ الْقُرْآنَ ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ الْمُؤْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿مُتَشَاكِسُونَ﴾ الرَّجُلُ الشَّكِرُ الْعَمِيرُ لَا يَرْضَىٰ بِالْإِنْصَافِ ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا﴾ وَيُقَالُ سَالِمًا صَالِحًا ﴿أَشْمَارَتْ﴾ نَفَرَتْ ﴿بِمَقَارَتِهِمْ﴾ مِنَ الْقَوْمِ ﴿حَاقِقِينَ﴾ أَطَافُوا بِهِ مُطِيفِينَ ﴿بِحِفَافِيهِ﴾ بِجَوَانِبِهِ ﴿مُتَشَابِهًا﴾ لَيْسَ مِنَ الْأَشْتِبَاءِ وَلَكِنْ يُشَبِّهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصْدِيقِ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, অধোমুখী করে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হেঁচড়িয়ে নেয়া হবে। এ আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতের মতই, **أَفَمَنْ يُلْفَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَّ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ** “যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিষ্কিণ্ড হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামাতের দিন নিরাপদে থাকবে সে?” **ذِي عِوَجٍ** সন্দেহপূর্ণ। **وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ** মুশরিকদের বাতিল মাবুদ এবং হক মাবুদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। এখানে **دُونِهِ** মানে

প্রতিমা। آمي ديلام। وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ এৱৱ الصَّدَقِ মানে কুরআন। وَصَدَّقَ بِهِ মুমিনগণ কিয়ামাতের দিন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই সে কুরআন যা আপনি আমাকে দিয়েছেন এবং আমি তার বিধানসমূহের ওপর 'আমাল করেছি। مُتَشَاكِسُونَ ঐ উদ্ধৃত পশু প্রকৃতির ব্যক্তি, যে ইনসাফে সন্তুষ্ট নয়। যোগ্য বা নেককার; যেমন বলা হয় سَالِمًا صَالِحًا। اشْمَأَزَّتْ পলায়ন করে। بِمَفَازِهِمْ নির্গত হয়েছে। هَتَهِ الْفَوْزِ হতে যার অর্থ; সাফল্যসহ। بِحِقَاقِهِ তারা ঘুরবে; তাওয়াফ করবে। حَاقِقِينَ চতুঃপার্শ্বে। مُتَشَابِهًا। مَاسِدَارِ هَتَهِ الْاَشْتِيَآؤِ মাসদার হতে নির্গত নয় : কুরআন সত্যায়নের ব্যাপারে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

۱/۳۹/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৩৯/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿قُلْ يُعَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপর যুল্ম করেছ, তোমরা আল্লাহর রাহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন সকল গুনাহ। বস্তুতঃ তিনি পরম ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

(সূর আয-যুমার ৩৯/৫০)

৪৮১০. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى إن سعيد بن جبيرة أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا ورتوا وأكثروا فأتوا محمدا ﷺ فقالوا إن الذي تقول وتدعوا إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ وَنَزَلَتْ ﴿قُلْ يُعَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

8৮১০. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের কিছু লোক বহু হত্যা করে এবং বেশি বেশি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তারপর তারা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে এল এবং বলল, আপনি যা বলেন এবং আপনি যেদিকে আহ্বান করেন, তা অতি উত্তম। আমাদের যদি অবগত করতেন, আমরা যা করেছি, তার কাফফারা কী? এর প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয় 'এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন, তাকে না-হক হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আরো অবতীর্ণ হল : "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।" [মুসলিম ১/৫৪, হাঃ ১২২] (আ.প্র. ৪৪৪৬, ই.ফা. ৪৪৪৭)

۲/۳۹/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾

৬৫/৩৯/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আল্লাহর প্রতি যতটুকু মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল, তারা তা দেয়নি।

(সূরাহ যুমার ৩৯/৬৭)

٤٨١١. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِثْرَاهِيمَ عَنْ عَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَحُدُّ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبِغٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبِغٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبِغٍ وَالْمَاءَ وَالَّتْرَى عَلَى إِصْبِغٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبِغٍ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَضَدِيْقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾.

৪৮১১. ‘আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদী আলিমদের থেকে এক আলিম রসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা (তাওরাতে দেখতে) পাই যে, আল্লাহ তা‘আলা আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এক আঙ্গুলের উপর, মাটি এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগত এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। তারপর বলবেন, আমিই বাদশাহ। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তা সমর্থনে হেসে ফেললেন; এমনকি তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) পাঠ করলেন, তারা আল্লাহকে যথোচিত মর্যাদা দান করে না। ১৫৭ [৭৪১৪, ৭৪১৫, ৭৪৫১, ৭৫১৩; মুসলিম ৫০/হাঃ ২৭৮৬, আহমাদ ৪৩৬৮] (আ.প্র. ৪৪৪৭, ই.ফা. ৪৪৪৮)

১৫৭ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকীদাহ হলো, আল্লাহর সিফাতকে তাঁর কোন মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য না করে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অতএব আল্লাহ তা‘আলাকে নিরাকার বলা বা বিশ্বাস করা ঠিক নয়। যেমন উক্ত হাদীসে আল্লাহর আঙ্গুলের কথা এসেছে এবং পরের অধ্যায়ের আয়াতে তাঁর ডান হাত ও মুঠের কথাও বলা হয়েছে। সর্বপরি আল্লাহ নিরাকার কথাটি কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং হিন্দু সংস্কৃতি থেকে আমদানীকৃত বটে। যারা আল্লাহকে নিরাকার বলেন, তারা কুরআন ও হাদীসে অনেক প্রমাণের দাবী করলেও তা কখনই পেশ করেন না।

যেহেতু বিষয়টি আকীদাহর সাথে সম্পৃক্ত সেহেতু এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য কিছু দলীল উপস্থাপন করা হলো :

কুরআন মাজীদে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে আল্লাহ তা‘আলার চেহারা, হাত, পা, চক্ষু, যাত বা সড়া, সূরাত বা আকারের কথা উল্লেখ হয়েছে যার অর্থ স্পষ্ট। এর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ যিনি নিরাকার তার এ সব কিছু থাকার কথা নয়। তবে হ্যাঁ, আকার আকৃতি কেমন তা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। মু‘মিনগণ কিয়ামাতের দিন তাঁকে দেখতে পাবে। জান্নাতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নি‘মাত হবে আল্লাহর দীদার। আর দীদারযোগ্য কোন কিছু নিরাকার হতে পারে না। তেমনি ভাবে নিরাকার কখনও দীদারযোগ্য হতে পারে না। আর এমন নয় যে, তিনি এখন নিরাকার তবে কিয়ামতের দিন অবয়ব বিশিষ্ট হয়ে যাবেন। কারণ আল্লাহকে পরিবর্তনশীল মনে করাটাও আকীদাহ বিরোধী। সুতরাং আল্লাহকে নিরাকার বলা শুধু ভ্রান্তই নয় বরং বোকামী ও অজ্ঞতাও বটে। এ ভ্রান্ত ধারণা সালাফদের যুগে ছিল না। এটা ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলিমদের আকীদাহ যা হিন্দু ধর্ম থেকে আমদানীকৃত। শিখরাও এ ধারণা পোষণ করে থাকে।

কুরআন মাজীদে যে সকল আয়াতে আল্লাহর অবয়বের প্রমাণ পাওয়া যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

সূরা স-দের ৭৫ নং আয়াতে আল্লাহর দু‘হাতের কথা বলা হয়েছে। সূরা আল-মায়িদাহ ৬৪ নং আয়াতেও হাতের কথা বলা হয়েছে। সূরা আর-রহমান এর ২৭ নং আয়াত, বাকারাহ ১১৫, ২৭২, সূরা রুম এর ৩৮ নং আয়াত, সূরা দাহর ৯ আয়াত ও সূরা লাইল ২০ নং আয়াতে আল্লাহর চেহারার প্রমাণ পাওয়া যায়। সূরা কুলম এর ১৬৪ নং আয়াতে আল্লাহর পায়ের গোছার প্রমাণ পাওয়া যায়। সূরা যুমার এর ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহর মুঠির প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসনাদ আহমাদ এর বরাতে মিশকাতের হাদীসে আল্লাহর হাতের তালুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

যদি আল্লাহ নিরাকার হতেন তাহলে সূরা আ‘রাফের ১৪৩ নং আয়াতে বর্ণিত তুর পাহাড়ে মুসা (ﷺ) আল্লাহকে দেখতে চাইতেন না। জ্বাবে আল্লাহ তা‘আলা বললেন لَنْ تَرَانِي অর্থাৎ তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। এখানে তিনি বলেননি যে, তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না। বরং বললেন, যদি পাহাড় স্থির থাকতে পারে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।

এমনি ভাবে সূরা আশ-শুরার ৫১ নং আয়াতে বর্ণিত, আল্লাহ যদি নিরাকারই হবেন তাহলে পর্দার আড়ালের কথাই বা কেন বলবেন। এরকম আরো অসংখ্য প্রমাণ থাকার পরেও যারা আল্লাহ তা‘আলাকে নিরাকার সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবেন নিঃসন্দেহে তারা উক্ত আয়াতকে অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত হবেন।

: ৩/৩৯/৬০. بَاب قَوْلِهِ :

৬৫/৩৯/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

কিয়ামাতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং গোটা আসমান থাকবে গুটানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র-মহান, আর তারা যা শারীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্ব। (সূরাহ যুমার ৩৯/৬৭)

৪৮১২. حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنِينَ مُلُوكِ الْأَرْضِ.

৪৮১২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা যমীনকে নিজ মুঠিতে নিবেন এবং আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করে তাঁর ডান হাতে নিবেন, তারপর বলবেন, আমিই মালিক, দুনিয়ার বাদশারা কোথায়? [৬৫:১৯, ৭৩৮২, ৭৪১৩; মুসলিম ৫০/হাঃ ২৭৮৭, আহমাদ ৮৮৭২] (আ.প্র. ৪৪৪৮, ই.ফা. ৪৪৪৯)

: ৪/৩০/৬০. بَاب قَوْلُهُ :

৬৫/৩৯/৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۗ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾

আর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে তখন আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করবেন তাদের বাদে আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা সবাই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। অতঃপর শিঙ্গায় আবার ফুঁ দেয়া হবে, তখন হঠাৎ তারা সবাই উঠে দাঁড়াবে এবং তাকাতে থাকবে। (সূরাহ আয-যুমার ৩৯/৬৮)

৪৮১৩. حدثني الحسنُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْأُخْرَىٰ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ مُتَعَلِّقًا بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَدِّكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ.

৪৮১৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, শেষবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর যে সবার আগে মাথা উঠাবে, সে আমি। তখন আমি মুসা (عليه السلام)-কে দেখব আরশের

আলা ইবনু যিয়াদ (রহ.) লোকদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখাতেন। ফলে এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি লোকদের নিরাশ করে দিচ্ছেন কেন? তিনি বললেন, আমি কি (আল্লাহর রহমাত থেকে) লোকদের নিরাশ করে দিতে পারি! কেননা, আল্লাহ বলেছেন, “হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ে না।” আরও বলেছেন, “সীমাতিক্রমকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।” বস্তুত তোমরা চাও, পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হোক। কিন্তু তোমরা জেনে রেখ, আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ঐ সমস্ত লোকদের সুসংবাদদাতারূপে পাঠিয়েছেন, যারা তাঁর আনুগত্য করে এবং যারা তাঁর নাফরমানী করবে তাদের জন্য তিনি ভয় প্রদর্শনকারী।

৬৫/৪০/১. অধ্যায়:

: ১/৬০/৬০

৪১১০. حٰثِنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَلَّى تَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنَقًا شَدِيدًا فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ ﴿أَتَفْتَلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

৪৮১৫. ‘উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ’স (رضي الله عنه)-কে বললাম, মুশরিকরা রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে কঠোরতম কী আচরণ করেছে, সে সম্পর্কে আপনি আমাকে বলুন। তিনি বললেন, একদা রসূল (ﷺ) কা’বার আঙ্গিনায় সলাত আদায় করছিলেন। এমন সময় ‘উকবাহ ইবনু আবু যু’আইত আসল এবং সে রসূল (ﷺ)-এর ঘাড় ধরল এবং তার কাপড় দিয়ে তাঁর গলায় পেচিয়ে খুব শক্ত করে চিপা দিল। এ সময় আবু বকর (رضي الله عنه) হাজির হয়ে তার ঘাড় ধরে রসূল (ﷺ) থেকে তাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি এ ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে সে বলে ‘আমার রব আল্লাহ’; অথচ তিনি তোমাদের রবের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে তোমাদের কাছে এসেছেন। [৩৬৭৮] (আ.প্র. ৪৪৫১, ই.ফা. ৪৪৫২)

(৬১) سُورَةُ حَمِ السَّجْدَةِ

সূরাহ (৪১) : হা-মীম আস্‌সাজ্‌দাহ (ফুস্‌সিলাত)

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿إِنِّيَا طَوْعًا﴾ أَوْ كَرَاهًا أَعْطِيَا ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ أَعْطَيْنَا وَقَالَ الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ قَالَ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ﴿يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ و ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثًا

وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿فَقَدْ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَقَالَ ﴿أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿دَحَاهَا﴾ فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ ﴿أَيُّنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿طَائِعِينَ﴾ فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاءِ وَقَالَ ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فِي التَّفْخَةِ الْأُولَى ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ثُمَّ فِي التَّفْخَةِ الْآخِرَةِ ﴿أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ﴾ حَدِيثًا فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ تَعَالَوْا نَقُولْ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ فَخْتِمَ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُكْتَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ ﴿يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الْآيَةَ وَ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ثُمَّ دَحَاهَا﴾ وَذَخَّهَا أَنْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْمَاءُ وَالْمَرْعَى وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْحِمَالَ وَالْآكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿دَحَاهَا﴾ وَقَوْلُهُ ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ فَجُعِلَتْ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتْ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ سَمِيَ نَفْسَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ أَنِّي لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرُدْ شَيْئًا إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْمُنْهَالِ بِهِذَا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ مَحْسُوبٍ أَقْوَاتَهَا أَرْزَاقَهَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا مِمَّا أَمَرَ بِهِ نَحْسَابُ مَشَائِمٍ وَقَيْضُنَا لَهُمْ قَرَنَاءَ قَرَنَاهُمْ بِهِمْ تَنْتَزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ اهْتَرَّتْ بِالتَّبَاتِ وَرَبَّتْ ارْتَفَعَتْ مِنْ أَكْمَامِهَا حِينَ تَنْظَعُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي أَيْ بَعْمَلِي أَنَا مَحْفُوقٌ بِهِذَا وَقَالَ غَيْرُهُ سَوَاءٌ لِلْسَائِلِينَ قَدَرَهَا سَوَاءٌ فَهَدَيْنَاهُمْ دَلَّلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَقَوْلِهِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَكَقَوْلِهِ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَالْهُدَى الَّذِي هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةٍ أَصْعَدْنَاهُ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَوْلَيْكَ الَّذِي هَدَى اللَّهُ فِيهِدَاهُمْ اِقْتِدَهُ يُوْرَعُونَ يُكْفُونَ مِنْ أَكْمَامِهَا قِشْرُ الْكُفْرَى هِيَ الْكُمُّ وَقَالَ غَيْرُهُ وَيُقَالُ لِلْعَيْبِ إِذَا خَرَجَ أَيْضًا كَافُورٌ وَكُفْرَى وَلِيٍّ حَمِيمٍ الْقَرِيبُ مِنْ مَحِيصٍ حَاصٍ عَنْهُ أَيَّ حَادٍ مِرْيَةٍ وَمِرْيَةٌ وَاحِدٌ أَيَّ امْتِرَاءٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ هِيَ وَعَيْدٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَصَّعَ لَهُمْ عَدُوَّهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

তাউস (রহ.)...ইবনু আব্বাস (رضی) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, অর্থাৎ অর্থ্যাৎ আমরা এলাম। মিনহাল (রহ.) সাঈদ (রহ.) তোমরা উভয় আস; তারা উভয়ে বলল, অর্থাৎ আমরা এলাম।

থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-কে প্রশ্ন করল, আমি কুরআনে এমন বিষয় পাচ্ছি, যা আমার কাছে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। আল্লাহ বলেছেন, যে দিন (যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে) সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ খবর নেবে না।” আবার বলেছেন, “তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে খোঁজ খবর নেবে।” “তারা আল্লাহ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।” (তারা বলবে) “আল্লাহ আমাদের রব! আমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।” এতে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা আল্লাহ থেকে নিজেদের মুশরিক হবার ব্যাপারটিকে লুকিয়ে রাখবে। (তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন), না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন....এরপর পৃথিবীকে করেছেন সুবিস্তৃত” পর্যন্ত। এখানে আকাশকে যমীনের পূর্বে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন; কিন্তু অন্য এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, “তোমরা কি তাঁকে স্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, আমরা এলাম অনুগত হয়ে।” এখানে যমীনকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন : ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রেক্ষাপটে বোঝা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত গুণাবলী প্রথমে আল্লাহর মধ্যে ছিল; কিন্তু এখন নেই। (জনৈক ব্যক্তির এসব প্রশ্ন শুনার পর) ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, “যে দিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না।”

এ আয়াতের সম্পর্ক হল প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার সঙ্গে। কেননা, ইরশাদ হয়েছে যে, এরপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছে করেন, তারা বাদে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। এ সময় পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অন্যের খোঁজ খবর নেবে না। তারপর শেষবারের মত শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার পর তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে এক আয়াতে আছে, “তারা আল্লাহ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারে না।” অন্য আয়াতে আছে “মুশরিকগণ বলবে যে, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।” এর সমাধান হচ্ছে এই যে, কিয়ামাতের দিন প্রথমে আল্লাহ রাব্বুণা আলামীন মুখলিস লোকদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। এ দেখে মুশরিকরা বলবে, আস! আমরাও বলব, (হে আল্লাহ! আমরাও তো মুশরিক ছিলাম না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন। তখন তাদের হাত কথা বলবে। এ সময় প্রকাশ পাবে যে, “তাদের কোন কথাই আল্লাহ থেকে গোপন রাখা যাবে না।” এবং এ সময়ই কাফিরগণ আকাঙ্ক্ষা করবে (.....হায়! যদি তারা মাটির সঙ্গে মিশে যেত)। তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে সমাধান হচ্ছে এই যে, প্রথমে আল্লাহ তা'আলা দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন। এরপর আসমান সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আকাশের প্রতি মনোযোগ দেন এবং তাকে বিন্যস্ত করেন দু'দিনে। তারপর তিনি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন। যমীনকে বিছিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, এর মাঝে পানি ও চারণভূমির বন্দোবস্ত করা, পর্বত-টিলা, উট এবং আসমান ও মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা। এ সবকিছুও তিনি আরো দু'দিনে সৃষ্টি করেন। আল্লাহর বাণী : ﴿حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ এবং তিনি দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন” এ কথাও ঠিক; তবে যমীন এবং যত কিছু যমীনের মধ্যে বিদ্যমান আছে এসব তিনি চার দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করা হয়েছে দু'দিনে।

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا সম্বন্ধে উত্তর এই যে, আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন নিজেই এ সমস্ত বিশেষণযুক্ত নামের দ্বারা নিজের নামকরণ করেছেন। উল্লিখিত গুণবাচক নামের অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাক্বুল 'আলামীন সর্বদাই এই গুণে গুণান্বিত থাকবেন। কারণ, আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন যখন কারো প্রতি কিছু করার ইচ্ছে করেন, তখন তিনি তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী করেই থাকেন, সূতরাং কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের একটিকে অপরটির বিপরীত সাব্যস্ত করবে না। কেননা, এগুলো সব আল্লাহ্র পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন مَمْنُونٌ অর্থ গণনাকৃত। أَقْوَانَهَا তাদের জীবিকা। فِي كُلِّ سَمَاءٍ যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। وَنَحْسَابَاتٍ وَنَحْسَابَاتٍ وَنَحْسَابَاتٍ আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম তাদের সহচর। تَنْزِيلٌ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ তাদের নিকটবর্তী হয় মালায়িকাহ। আর এ সময়টি হচ্ছে عِنْدَ الْمَوْتِ মৃত্যুর সময়। وَرَبَّتْ وَرَبَّتْ ফলে ফুলে আন্দোলিত হয়ে উঠে। وَرَبَّتْ বেড়ে যায় এবং স্ফীত হয়ে উঠে। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যেরা বলেছেন, مِنْ أَكْثَامِهَا যখন তা আবরণ হতে বিকশিত হয়। لَيَقُولَنَّ آمِنًا আমলের ভিত্তিতে এ সমস্ত অনুগ্রহের হকদার আমিই। سَوَاءٌ لِّلْسَائِلِينَ আমি সমভাবে নির্ধারণ করেছি। فَهَدَيْنَاهُمْ অর্থাৎ আমি তাদেরকে ভাল-মন্দ সম্বন্ধে পথ বলে দিয়েছি। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "এবং আমি তাকে দু'টি পথই দেখিয়েছি।" অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, "আমি তাকে ভাল পথের নির্দেশ দিয়েছি।" الْهُدَى পথ দেখানো এবং গন্তব্য স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া। এ অর্থেই কুরআনে বর্ণিত আছে যে, "তাদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন। يُوزَعُونَ তাদের আটক রাখা হবে। مِنْ أَكْثَامِهَا অর্থ বাকলের উপরের আবরণ। এটাকে كَمٍ ও বলা হয়। وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ নিকটতম বন্ধু। مِنْ مَّحْبُوبِينَ শব্দটি مُرِيَّةٌ এবং مُرِيَّةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, সে তার থেকে পলায়ন করেছে। مُرِيَّةٌ এবং مُرِيَّةٌ একার্থবোধক শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে সন্দেহ। মুজাহিদ বলেছেন, اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (তোমাদের যা ইচ্ছে কর) বাক্যটি মূলত সতর্কবাণী হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, بِأَلْتِي هِيَ -এর মর্মার্থ হচ্ছে, রাগের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করা এবং অন্যায় ব্যবহারকে ক্ষমা করে দেয়া। যখন কোন মানুষ ক্ষমা ও ধৈর্যধারণ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেফাজত করেন এবং তার শত্রুকে তার সামনে নত করে দেন। ফলে সে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়।

۱/۶۱/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ :

۷۵/۸۱/۱. अध्याय: आल्लाह्र वाणी :

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْزُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَنَعُكُمْ وَلَا أَبْصَارَكُمْ وَلَا جُلُودَكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

তোমাদের কান, তোমাদের চোখ ও তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না- এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। (সূরাহ হা-মীম আস-সাজ্দাহ ৪১/২২)

৪৮১৬. حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ﴾ وَلَا أَبْصَارُكُمْ الْآيَةَ قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَتُرُونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا قَالَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضُهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلُّهُ فَأَنْزَلَتْ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ﴾.

৪৮১৬. ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহর বাণী : “তোমাদের কর্ণ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে- এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না।” আয়াত সম্পর্কে বলেন, কুরাইশ গোত্রের দু' ব্যক্তি ছিল, যাদের জামাতা ছিল বানী সাকীফ গোত্রের অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) দু' ব্যক্তি ছিল বানী সাকীফ গোত্রের আর তাদের জামাতা ছিল কুরাইশ গোত্রের। তারা সকলেই একটি ঘরে ছিল। তারা পরস্পর বলল, তোমার কী ধারণা, আল্লাহ কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন? একজন বলল, তিনি আমাদের কিছু কথা শুনছেন। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তিনি যদি আমাদের কিছু কথা শুনতে পান, তাহলে সব কথাও শুনতে পাবেন। তখন নাযিল হল : “তোমাদের কান ও তোমাদের চোখ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না।.....আয়াতের শেষ পর্যন্ত। [৪৮১৭, ৭৫২২: মুসলিম ৫০/২৭৭৫, আহমাদ ৩৮৭৫] (আ.প্র. ৪৪৫২, ই.ফা. ৪৪৫৩)

৬৫/৪১/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ أَنَّى تُجَاهِدُونَ﴾.

৬৫/৪১/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আর তোমাদের এ ধারণাই যা তোমরা স্বীয় রব সম্বন্ধে করতে, তোমাদের সর্বনাশ করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হয়ে গেছ।

(সূরাহ হা-যীম আস-সাজ্জাহ ৪২/২৩)

৪৮১৭. حَدَّثَنَا الْحَمْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَيْشِيٌّ كَثِيرَةٌ سَخِمَ بَطُونُهُمْ فَلَيْلَةٌ فِيهِمْ فَلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتُرُونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾.

وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهَذَا فَيَقُولُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوْ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ حُمَيْدٌ أَحَدُهُمْ أَوْ اثْنَانِ مِنْهُمْ ثُمَّ نَبَتْ عَلَى مَنْصُورٍ وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَارًا غَيْرَ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ.

৪৮১৭. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'বার কাছে দু'জন কুরাইশী এবং একজন সাকাকী অথবা দু'জন সাকাকী ও একজন কুরাইশী একত্রিত হয়। তাদের পেটের মেদ ছিল অধিক; কিন্তু অন্তরে বুদ্ধি ছিল কম। তাদের একজন বলল, তোমাদের কী ধারণা, আমরা যা বলছি তা কি আল্লাহ শুনছেন? উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলল, আমরা যদি জোরে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান। আর যদি

চুপে চুপে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা জোরে বললে যদি তিনি শুনতে পান, তাহলে চুপে চুপে বললেও তিনি শুনতে পাবেন। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন, 'তোমাদের চোখ, কান এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না..... (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

হুমাইদী বলেন, সুফইয়ান এ হাদীস বর্ণনার সময় বলতেন, মানসুর বলেছেন, অথবা ইব্নু আবু নাজীহ্ অথবা হুমায়দ তাঁদের একজন বা দু'জন। এরপর তিনি মানসুরের উপরই নির্ভর করেছেন এবং একাধিকবার তিনি সন্দেহ বর্জন করে বর্ণনা করেছেন। [৪৮১৬] (আ.প্র. ৪৪৫৩, ই.ফা. ৪৪৫৪)

৬৫/৪১/৩. ৩/৬১/৬০. باب قوله: ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَىٰ لَهُمْ﴾ ... الآية

৬৫/৪১/৩. অধ্যায়: আল্লাহ্‌র বাণী : এখন তারা সবর করলেও জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল হবে; আর যদি তারা ওয়রখাহী করে তবুও তাদের ওয়র ক্ববুল করা হবে না। (সূরাহ হা-মীম সাজ্জদাহ ৪১/২৪)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُوَيْهِ.

'আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'উদ (رضي الله عنه) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র., ই.ফা. ৪৪৫৫)

(৬২) سُورَةُ حَمِ عَسَق

সূরাহ (৪২) : শূরা (হা-মীম, 'আইন সাদ ক্বাফ)

وَيَذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿عَقِيمًا﴾ الَّتِي لَا تَلِدُ ﴿رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ الْقُرْآنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿يَذَرُوكُمْ فِيهِ﴾ نَسْلٌ بَعْدَ نَسْلِ ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنِنَا﴾ وَبَيْنَكُمْ لَا خُصُومَةَ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ ﴿مِنْ ظَرْفِ حَفِيٍّ﴾ ذَلِيلٍ وَقَالَ عَزِيْرُهُ ﴿فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ يَتَحَرَّكُنَّ وَلَا يَجْرَيْنَ فِي الْبَحْرِ ﴿شَرَعُوا﴾ ابْتَدَعُوا.

ইব্নু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। অর্থ বন্ধ্যা। অর্থাৎ আল কুরআন। মুজাহিদ বলেছেন- يَذَرُوكُمْ فِيهِ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে গর্ভাশয়ের মধ্যে ধারাবাহিক বংশ পরম্পরার সঙ্গে সৃষ্টি করতে থাকবেন। لَا حُجَّةَ بَيْنِنَا আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই। مِنْ ظَرْفِ حَفِيٍّ অবনমিত। মুজাহিদ ছাড়া অন্যরা বলেন। ﴿فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ নৌযানগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে আন্দোলিত হতে থাকে; কিন্তু চলতে পারবে না। ﴿شَرَعُوا﴾ তারা আবিষ্কার করেছে।

১/৬২/৬০. باب قوله: ﴿إِلَّا التَّوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾.

৬৫/৪২/১. অধ্যায়: আল্লাহ্‌র বাণী : আত্মীয়ের সৌহার্দ ব্যতীত। (সূরাহ শূরা ৪২/২৩)

৪৮১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ظَاوِسًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجَلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ إِلَّا أَنْ تَصَلُّوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ.

৪৮১৮. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তাকে 'إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর (কাছে উপস্থিত) সাঈদ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) বললেন, এর অর্থ নাবী পরিবারের আত্মীয়তার বন্ধন। (এ কথা শুনে) ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, তুমি তাড়াহুড়া করে ফেললে। কেননা কুরাইশের এমন কোন শাখা ছিল না যেখানে নাবী (ﷺ)-এর আত্মীয়তা ছিল না। রসূল (ﷺ) তাদের বলেছেন, আমার এবং তোমাদের মাঝে যে আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে তার ভিত্তিতে তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়সুলভ আচরণ কর। এই আমি তোমাদের থেকে কামনা করি। (৩৪৯৭) (আ.প্র. ৪৪৫৪, ই.ফা. ৪৪৫৬)

(৬৩) سُورَةُ حَمِ الرُّحْرِفِ

সূরাহ (৪৩) : হা-মীম যুখরুফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿عَلَى أُمَّةٍ﴾ عَلَى إِمَامٍ ﴿وَقِيلَ يَا رَبِّ﴾ تَفْسِيرُهُ أَيَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَلَا نَسْمَعُ قِيلَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ لَوْلَا أَنْ جَعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كَقَارًا لَجَعَلْتُ لِيُبُوتِ الْكُفَّارِ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَّةٍ وَهِيَ دَرَجٌ وَسُرَّرَ فِضَّةً ﴿مُقَرَّنِينَ﴾ مُطْبِقِينَ ﴿أَسْفُوتًا﴾ أَسْحَطُونَا ﴿يَعِشُ﴾ يَمُوتُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ﴾ أَي تُكَذِّبُونَ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ لَا تُعَاقِبُونَ عَلَيْهِ ﴿وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّنِينَ﴾ يَعْنِي الْإِبِلَ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ﴿يَتَنَشَّأُ فِي الْحَلِيَّةِ﴾ الْحَوَارِي جَعَلْتُمُوهُمْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿فَكَيْفَ تَحْكُمُونَ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ يَعْنُونَ الْأَوْتَانَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ أَي الْأَوْتَانَ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿فِي عَقِبِهِ﴾ وَلَدِهِ ﴿مُقَرَّنِينَ﴾ يَمْشُونَ مَعًا ﴿سَلْفًا﴾ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ سَلْفًا لِكُفَّارِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَثَلًا عِبْرَةً ﴿يَصِدُّونَ﴾ يَصْجُونَ ﴿مُتْرَمُونَ﴾ مُجْمَعُونَ ﴿أَوَّلُ السَّعَادِينَ﴾ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ الْعَرَبُ تَقُولُ نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْحَلَاءُ وَالْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ وَالْجَمِيعُ مِنَ الْمَدَّكَرِ وَالْمَوْتَثِ يَقَالُ فِيهِ بَرَاءٌ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَلَوْ قَالَ بَرِيءٌ لَقِيلَ فِي الْإِثْنَيْنِ بَرِيئَانِ وَفِي الْجَمِيعِ بَرِيئُونَ وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي بَرِيءٌ بِالْبَاءِ وَالرُّحْرِفُ الذَّهَبُ ﴿مَلَأْتِكُمْ﴾ يَخْلُقُونَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, **عَلَى أُمَّةٍ** এক নেতার অনুসারী। **وَقِيلَهُ يَا رَبِّ** এর ব্যাখ্যা এই যে, কাফিররা কি মনে করে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না এবং আমি তাদের কথাবার্তা শুনি না? ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, **وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً**, যদি সমস্ত মানুষ কাফের হয়ে যাবার আশংকা না থাকত, তাহলে আমি কাফেরদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত ছাদ এবং রৌপ্য নির্মিত মা'রিজ অর্থাৎ সিঁড়ি আর রৌপ্য নির্মিত পালঙ্ক। **سَامِثًا بَانِ لَوَاكٍ** তারা আমাকে রাগান্বিত করল। **يَعُشُّ** অন্ধ হয়ে যায়। মুজাহিদ বলেছেন, **أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ** তোমরা কুরআন মাজীদকে মিথ্যা মনে করবে, তারপর এজন্য কি তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে না? **مِثْلَ الْأَوْلِيَيْنِ** পূর্ববর্তী লোকদের উদাহরণ। **وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ** উট, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে বোঝানো হয়েছে। **يَنْشَأُ** কন্যা সন্তান; এদের তোমরা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করছ- এ তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ **فِي الْحُلِيِّةِ** আয়াতাতংশে বর্ণিত **هَمْ** সর্বনাম-এর দ্বারা মূর্তিকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, **مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ** এ সম্বন্ধে প্রতিমাদের কোন জ্ঞান নেই। **فِي عَقِبِهِ** তার সন্তানদের মধ্যে **مُقْرِنِينَ** এক সঙ্গে তারা চলে আসছিল। **سَلَفًا** দ্বারা উদ্দেশ্য ফির'আউন সম্প্রদায়। কেননা, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতের কাফেরদের জন্য তারা হচ্ছে অগ্রগামী দল এবং তারা হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের এক নমুনা। **يَصُدُّونَ** তারা চোঁচামেচি শুরু করে দেয়। **مُتْرِمُونَ** আমিই তো সিদ্ধান্ত দানকারী। **أَوَّلُ الْعَابِدِينَ** মু'মিনদের অগ্রণী। আরবরা বলে, **إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ** আমরা তোমার থেকে পৃথক, পুরুষলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন, দ্বিবচন ও একবচন সকল ক্ষেত্রে **الْبَرَاءُ** শব্দটি একইভাবে ব্যবহৃত হয়। কেননা, এ শব্দটি হচ্ছে মাসদার (মূল শব্দ)। যদি **بِرِّي** বল, তাহলে দ্বিবচনে **بِرِّيَّانِ** বলা হবে এবং বহুবচনে বলা হবে **بِرِّيْتُونَ**। আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) দ্বারা পাঠ করতেন। **إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ** তারা পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হতো।

১/৬৩/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِتَابُونَ﴾**

৬৫/৪৩/১. **অধ্যায় আল্লাহর বাণী :** তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের নিঃশেষ করে দেন। (সূরাহ যুখরুফ ৪৩/৭৭)

৫৮১৭. **حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿مَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ عِظَةٌ لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿مُقْرِنِينَ﴾ صَابِطِينَ يُقَالُ فَلَانٌ مُقْرِنٌ لِفُلَانٍ صَابِطٌ لَهُ. وَالْأَكْوَابُ الْأَبَارِيقُ الَّتِي لَا خَرَايِمَ لَهَا. وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿فِي أَمِّ الْكِتَابِ﴾ جُمْلَةُ الْكِتَابِ أَصْلُ الْكِتَابِ. ﴿أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ أَي مِمَّا كَانَ فَأَنَا أَوَّلُ الْآيِفِينَ وَهُمَا لُعْتَانِ رَجُلٌ غَابِدٌ وَعَبِيدٌ وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ وَيُقَالُ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ الْحَاجِدِينَ مِنْ عِبِدِ يَعْبُدُ**

৪৮১৯. ইয়া'লা (ﷻ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে মিশরে পড়তে শুনেছি- وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ (তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের নিঃশেষ করে দেন।) ক্বাতাদাহ বলেন, مَثَلًا لِلْآخِرِينَ এর অর্থ পরবর্তী লোকদের জন্য নাসীহাত।

ক্বাতাদাহ (রহ.) ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন, مُفْرِنِينَ নিয়ন্ত্রণকারী। বলা হয় فَلَانَ مُفْرِنٌ অর্থাতঃ তার নিয়ন্তা। الْأَكْوَابُ অর্থ হাতল বিহীন পানপাত্র। ক্বাতাদাহ (রহ.) أُمُّ الْكِتَابِ সম্পর্কে বলেন, তা হচ্ছে মূল কিতাব ও সারাংশ। أَوْلُ الْعَابِدِينَ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কোন সন্তান নেই- এ কথা প্রত্যাখ্যানকারী সর্বপ্রথম আমি নিজেই 'دُو' ধরনের ব্যবহার রয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (ﷻ) يَا رَبِّ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ পাঠ করতেন। কোন কোন মুফাস্সির বলেন, أَوْلُ الْعَابِدِينَ-এ বর্ণিত مُفْرِنِينَ শব্দটি يَعْبُدُ এর ওজনে এসেছে; যার অর্থ অস্বীকারকারী। [৩২৩০] (আ.প্র. ৪৪৫৫, ই.ফা. ৪৪৫৭)

۲/۴۳/۶۵ : بَابُ : ﴿أَفَنْضِرُبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُشْرِكِينَ﴾

৬৫/৪৩/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আমি কি তোমাদের থেকে নাসীহাতপূর্ণ কুরআন এজন্য প্রত্যাহার করে নেব যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী লোক? (সূরাহ যুখরুফ ৪৩/৫)

مُشْرِكِينَ وَاللَّهُ لَوْ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَهَلَكُوا ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ عُقُوبَةُ الْأَوَّلِينَ ﴿جُزْءًا﴾ عِدْلًا.

উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত مُشْرِكِينَ এর অর্থ আমি কি তোমাদের হতে এই নাসীহাত বাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেব এই কারণে যে, তোমরা মুশরিক? আল্লাহর কসম! এ উম্মাতের প্রথম অবস্থায় যখন (কুরাইশগণ) আল-কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; তখন যদি তাকে প্রত্যাহার করা হত, তাহলে তাঁরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত। فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ এর মাঝে বর্ণিত مَثَلُ الْأَوَّلِينَ এর অর্থ তাদের মধ্যে যারা তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাদের আমি ধ্বংস করেছিলাম। আর এভাবেই চলে এসেছে পূর্ববর্তী লোকদের শাস্তির দৃষ্টান্ত। جُزْءًا সমকক্ষ। (আ.প্র. ৪৪৫৫, ই.ফা. ৪৪৫৭)

(۴۴) سُورَةُ حَمِ الدُّخَانِ

সূরাহ (৪৪) : হামীম আদ-দুখান

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿رَهْوًا﴾ طَرِيقًا يَابِسًا وَيُقَالُ رَهْوًا سَاكِنًا عَلَى عِلْمٍ ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرِيهِ ﴿فَاعْتَلَوْهُ﴾ اذْقَعُوهُ ﴿وَرَزَّوَجْنَاهُمْ بِمُحُورِ عَيْنٍ﴾ أَنْكَحْنَاهُمْ حُورًا عَيْنًا يَحَارُ فِيهَا الظَّرْفُ ﴿تَرْتَجِمُونَ﴾ الْقَتْلَ وَ ﴿رَهْوًا﴾ : سَاكِنًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿كَالْمُهْلِ﴾ أَسْوَدُ كَمُهْلِ الرَّبِّيبِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿تُبَعُّ﴾ مُلُوكُ الْيَمَنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تَبَعًا لِأَنَّهُ يُتَّبَعُ صَاحِبُهُ وَالظِّلُّ يُسَمَّى تَبَعًا لِأَنَّهُ يُتَّبَعُ الشَّمْسَ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, رَهْوًا শুষ্ক পথ। عَلَى الْعَالَمِينَ সমকালীন লোকদের উপর। فَاعْتَلَوْهُ নিষ্ক্ষেপ কর তাকে। وَرَزَوْنَاَهُمْ بِمُحْوَرٍ عَيْنٍ আমি তাদের ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হ্রদের সঙ্গে বিয়ে দেব, যাদেরকে দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। تَرْجُمُونَ হত্যা করা। رَهْوًا স্থির। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, كَالْمُهْلِ কায়তুনের গাদের মত কাল। অন্যরা বলেছেন, تُبِّعُ ইয়ামানের বাদশাদের উপাধি। তাদের একজনের পর যেহেতু অপরজনের আগমন ঘটত, এজন্য তাদের প্রত্যেক বাদশাহকেই تُبِّعُ বলা হত। ছায়াকেও تُبِّعُ বলা হয়। কেননা, ছায়া সূর্যের অনুসরণ করে।

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ﴾ : بَابُ ١/٤٤/٦٥

৬৫/৪৪/১. অধ্যায়: “অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন ধূমাচ্ছন্ন হবে আকাশ।” (সূরাহ আদ দুখান ৪৪/১০)

قَالَ فَتَادَةُ فَارْتَقِبْ فَانْتَظِرْ.

ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, فَارْتَقِبْ অপেক্ষা কর।

৪৮২০. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مَضَى خَمْسُ الدَّخَانِ وَالرُّوْمِ وَالْقَمَرِ وَالْبَطْشَةَ وَاللِّزَامَ.

৪৮২০. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি নিদর্শনই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। ধোঁয়া (দুর্ভিক্ষ), রোম (পরাজয়), চন্দ্র (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), পাকড়াও (বাদর যুদ্ধে) এবং ধ্বংস। [১০০৭] (আ.প্র. ৪৪৫৬, ই.ফা. ৪৪৫৮)

﴿يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ : بَابُ ٢/٤٤/٦٥

৬৫/৪৪/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে, এ হবে মর্মভেদ শাস্তি। (সূরাহ আদ দুখান ৪৪/১১)

৪৮২১. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعَصَوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسَيْنِي يُوسُفَ فَأَصَابَهُمْ فَحَطُّ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدَّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ﴾ - يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَالَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْوِ اللَّهَ لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ قَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لِحَبْرِيءٍ فَاسْتَسْقَى لَهُمْ فَسَقُوا فَتَرَلَتْ ﴿إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ فَلَمَّا أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إِلَى حَالِهِمْ حِينَ أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاهِيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ

৪৮২১. মাসরুক (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, এ অবস্থা এ জন্য যে, কুরাইশরা যখন রসূল (ﷺ)-এর নাফরমানী করল, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে এমন দুর্ভিক্ষের দু'আ করলেন, যেমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ইউসুফ (ﷺ)-এর সময়ে। তারপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হ'ল যে, তারা হাড়ি খেতে আরম্ভ করল। তখন মানুষ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তাড়নায় তারা আকাশ ও তাদের মাঝে শুধু ধোঁয়ার মত দেখতে পেত। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন, "অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা ছেয়ে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মভুদ শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নিকট (কাফিরদের পক্ষ থেকে) এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! মুদার গোত্রের জন্য বৃষ্টির দু'আ করুন। তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি [রসূল (ﷺ)] বললেন, মুদার গোত্রের জন্য দু'আ করতে বলছ। তুমি তো খুব সাহসী। তারপর তিনি বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন এবং বৃষ্টি হল। তখন অবতীর্ণ হল, তোমরা তো তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। যখন তাদের সচ্ছলতা ফিরে এলো, তখন আবার নিজেদের আগের অবস্থায় ফিরে গেল। তারপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদের প্রতিশোধ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অর্থাৎ বাদর যুদ্ধের দিন। [১০০৭; মুসলিম ৫০/৭, হাঃ ২৭৯৮, আহমাদ ৪২০৬] (আ.প্র. ৪৪৫৭, ই.ফা. ৪৪৫৯)

۳/۴۴/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾

৬৫/৪৪/৩. অধ্যায়: আল্লাহ্‌র বাণী : তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে মুক্তি দান কর, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনব। (সূরাহ আদ দুখান ৪৪/১২)

৪৮২২. ۴۸۲۲. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي الصُّخَى عَنِ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِتَبِيِّ ﷺ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلَبُوا النَّبِيَّ ﷺ وَاسْتَعْصَمُوا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبِ يَوْسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكَلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُهْدِ حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدَّخَانِ مِنَ الْجُوعِ قَالُوا ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَاذُوا فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَارْتَقِبْ ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾

৪৮২২. মাসরুক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে 'আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন' একথা বলাও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ তার নাবী (ﷺ)-কে বলেছেন, "বল, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" কুরাইশরা যখন নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করল এবং বিরোধিতা করল, তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! ইউসুফ (ﷺ)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। তারপর

দুর্ভিক্ষ তাদেরকে পাকড়াও করল। ক্ষুধার জ্বালায় তারা হাড্ডি এবং মরা খেতে আরম্ভ করল। এমনকি তাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় তার ও আকাশের মাঝে শুধু ধোঁয়ার মতই দেখতে পেত। তখন তারা বলল, “হে আমাদের রব! আমাদের থেকে এ শাস্তি সরিয়ে নাও, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনব।” তাঁকে বলা হল, যদি তাদের থেকে শাস্তি সরিয়ে দেই, তাহলে তারা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। তারপর তিনি তাঁর রবের নিকট দু’আ করলেন। আল্লাহ তাদের থেকে শাস্তি সরিয়ে দিলেন; কিন্তু তারা আবার আগের অবস্থায় ফিরে এল। তাই আল্লাহ বাদর যুদ্ধের দিন তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াত **إِنَّا مُنْتَقِمُونَ** পর্যন্ত। [১০০৭] (আ.প্র. ৪৪৫৮, ই.ফা. ৪৪৬০)

﴿أَتَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ . ৬/৬৬/৬০ . بَاب :

৬৫/৪৪/৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তারা কী করে নাসীহাত গ্রহণ করবে? তাদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দানকারী এক রসূল। (সূরাহ আদ দুখান ৪৪/১৩)

الذِّكْرَى وَالذِّكْرَى وَاحِدٌ.

الذِّكْرَى এবং الذِّكْرَى একই অর্থে ব্যবহৃত শব্দ।

৪৮২৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بْنِ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَعَا فَرِيضًا كَذَّبُوهُ وَاسْتَعَصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبِعَ يُوسُفُ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ يَغْنِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَأْكُلُونَ أَلْمِيَةَ فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ مِنَ الْجُهْدِ وَالْجُوعِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغشى النَّاسَ ۝ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أَلِيمٌ حَتَّى بَلَغَ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَفِيكَشَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ.

৪৮২৩. মাসরুক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহর কাছে গেলাম। তারপর তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কুরাইশদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তারা তাঁকে মিথ্যাচারী বলল ও তার নাফরমানী করল, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! ইউসুফ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। ফলে দুর্ভিক্ষ তাদের এমনভাবে গ্রাস করল যে, নির্মূল হয়ে গেল সমস্ত কিছু; অবশেষে তারা মৃতদেহ খেতে আরম্ভ করল। তাদের কেউ দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় সে তার ও আকাশের মাঝে ধোঁয়ার মতই দেখতে পেত। এরপর তিনি পাঠ করলেন, “অতএব তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা ছেয়ে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মভূদ শাস্তি। আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য সরিয়ে দিচ্ছি, তোমরা তো তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।” পর্যন্ত ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন, ক্বিয়ামাতের দিনও কি তাদের থেকে শাস্তি সরিয়ে ফেলা হবে? তিনি বলেন, وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى দ্বারা বাদরের দিনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। [১০০৭] (আ.প্র. ৪৪৫৯, ই.ফা. ৪৪৬১)

৫০/৬৫/৬০. **بَاب : ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ لِّمِثْلِهِ نَجْوَى﴾**

৬৫/৪৪/৫. **অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :** এরপর তারা তাকে অমান্য করে বলে সে তো শিখানো বুলি বলছে, সে এক পাগল। (সূরাহ আদ দুখান ৪৪/১৪)

৫৪২৫. حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الصَّحْحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَقَالَ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا اسْتَعَصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبِيعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ أَيُّ مُحَمَّدٍ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ تَعُوذُونَ بَعْدَ هَذَا فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ إِلَى ﴿عَائِدُونَ﴾ أَنْكَشِفَ عَنْهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَقَالَ أَحَدُهُم الْقَمَرُ وَقَالَ الْآخِرُ وَالرُّؤْمُ.

৪৮২৪. 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পাঠিয়ে বলেছেন, "বল, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) যখন দেখলেন যে, কুরাইশরা তাঁর নাফরমানী করছে, তখন তিনি ললেন, ইউসুফ (عليه السلام)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। ফলে দুর্ভিক্ষ তাদের পেয়ে বসল। নিঃশেষ করে দিল তাদের সমস্ত কিছু, এমনকি তারা হাড় এবং চামড়া খেতে আরম্ভ করল। আর একজন রাবী বলেছেন, তারা চামড়া ও মরা খেতে লাগল। তখন যামীন থেকে ধোঁয়ার মত বের হতে লাগল। এ সময় আবু সুফইয়ান নাবী (رضي الله عنه)-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার কওম তো ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহর কাছে দু'আ কর, যেন তিনি তাদের থেকে এ অবস্থা দূর করে দেন। তখন তিনি দু'আ করলেন, এবং বললেন, এরপর তারা আবার নিজেদের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। মানসুর হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, "অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যে দিন স্পষ্ট ধূমাচ্ছন্ন হবে আকাশ, তোমরা তো আগের অবস্থায় ফিরে যাবেই..... পর্যন্ত। (তিনি বলেন) আখিরাতের শাস্তিও কি দূর হয়ে যাবে? ধোঁয়া, প্রবল পাকড়াও এবং ধ্বংস তো অতিক্রান্ত হয়েছে। এক রাবী চন্দ্র এবং অন্য রাবী রোমের পরাজয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। [১০০৭] (আ.প্র. ৪৪৬০, ই.ফা. ৪৪৬২)

৬০/৬৫/৬০. **بَاب : ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾**

৬৫/৪৪/৬. **অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :** যে দিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দেবই। (সূরাহ আদ দুখান ৪৪/১৬)

৫৪২৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ اللَّزَامَ وَالرُّؤْمَ وَالْبَطْشَةَ وَالْقَمَرَ وَاللُّدَّخَانَ.

৪৮২৫. 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় ঘটে গেছে : ধ্বংস, রুম, পাকড়াও, চন্দ্র ও ধোঁয়া। [১০০৭] (আ.প্র. ৪৪৬১, ই.ফা. ৪৪৬৩)

(৬০) سُورَةُ حَمِ الْجَائِيَةِ

সূরাহ (৪৫) : হা-মীম আল-জাসিয়াহ

﴿الْجَائِيَةِ﴾ مُسْتَوْفِرِينَ عَلَى الرُّكْبِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿نَسْتَسِيخُ﴾ نَكْتُبُ ﴿نَسَاكُمُ﴾ نَثْرَكُمُ.

অর্থ- নসাসকুম। আমি লিখছিলাম। অর্থ- নস্টিসিখ। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ভয়ে নতজানু। আল-জায়ীয়ে আমি তোমাদেরকে ত্যাগ করব।

بَاب : ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ الْآيَةِ.

৬৫/৪৫/১. অধ্যায়: "আমরা মরি ও বাঁচি আর কাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।"

(সূরাহ জাসিয়া ৪৫/২৪)

৪৮২৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদাম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যামানাকে গালি দেয়; অথচ আমিই যামানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি। [৬১৮১, ৭৪৯১; মুসলিম ৪০/১, হাঃ ২২৪৬] (আ.প্র. ৪৪৬২, ই.ফা. ৪৪৬৪)

(৬১) سُورَةُ حَمِ الْأَحْقَافِ

সূরাহ (৪৬) : হা-মীম আল-আহক্বাফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿تُفِيضُونَ﴾ تَقُولُونَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ﴿أَثْرَةٌ﴾ وَأَثْرَةٌ وَأَثْرَةٌ بَقِيَّةٌ مِنْ عِلْمٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾ لَسْتُ بِأَوَّلِ الرُّسُلِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ هَذِهِ الْأَلِيفُ إِنَّمَا هِيَ تَوَعَّدُ إِنْ صَحَّ مَا تَدْعُونَ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ وَلَيْسَ قَوْلُهُ أَرَأَيْتُمْ بِرُؤْيِيَةِ الْعَيْنِ، إِنَّمَا هُوَ أَتَعَلَّمُونَ أَبْلَغَكُمْ أَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خَلَقُوا شَيْئًا.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, তোমরা বলছ বা বলবে। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, অত্র, এবং অত্র ও অত্র এর অর্থ 'ইলমের অবশিষ্টাংশ'। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, আমি আদি রসূল নই। অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, অত্র এর অর্থ 'অক্ষরটি' এর জন্য এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের দাবী যদি সঠিক হয়, তাহলেও তাদের 'ইবাদাত করার

উপযুক্ত তারা নয়। **أَرَأَيْتُمْ** -এর অর্থ, চাক্ষুস দেখা নয়; বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা কি জানতে যে, আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদের 'ইবাদাত করছ, তারা কি কোন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম?

: بَاب ۱. ۱/۶۶/۶۵

৬৫/৪৬/১. অধ্যায়:

﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا إِلَهُي لَمَنْ عِندَ رَبِّي أَنْ أَخْرَجَ وَرَدَّ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۚ وَهَذَا يَسْتَفِيثَانِ اللَّهَ وَيُنَازِعَانِ مِنْ دُونِهِ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ لِحْزَانٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْتِنُ الْعَامِلِينَ﴾

“আর যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে বলে : ধিক্ তোমাদেরকে! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাও যে, আমি কবর থেকে পুনর্জীবিত হয়ে বহির্গত হব, অথচ আমার পূর্বে বহু জনগোষ্ঠী অতীত হয়েছে? তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করে বলেঃ তোর সর্বনাশ হোক! ঈমান আন। আল্লাহ্র ওয়াদা অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলেঃ এটা তো অতীত কালের ভিত্তিহীন উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়।” (সূরাহ আল-আহকাফ ৪৬/১৭)

৪৮২৭. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهد قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يباع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا إِلَهُي لَمَنْ عِندَ رَبِّي﴾ فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري.

৪৮২৭. ইউসুফ ইব্নু মাহাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ছিলেন হিজায়ের গভর্নর। তাকে নিয়োগ করেছিলেন মু'আবিয়াহ (رضي الله عنه)। তিনি একদা খুতবা দিলেন এবং তাতে ইয়াযীদ ইব্নু মু'আবিয়ার কথা বারবার বলতে লাগলেন, যেন তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তার বায়'আত গ্রহণ করা হয়। এ সময় তাকে 'আবদুর রহমান ইব্নু আবু বাক্র কিছু কথা বললেন। মারওয়ান বললেন, তাঁকে পাকড়াও কর। তৎক্ষণাৎ তিনি 'আযিশাহ (رضي الله عنه)-এর ঘরে চলে গেলেন। তারা তাঁকে ধরতে পারল না। তারপর মারওয়ান বললেন, এ তো সেই লোক যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন, “আর এমন লোক আছে যে, মাতাপিতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে, তখন তার মাতাপিতা আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য। বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে এ তো অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।” (আ.প্র. ৪৪৬৩, ই.ফা. ৪৪৬৫)

۲/۴۶/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৪৬/২. অধ্যায়: আন্বাহুর বাণী :

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُوْدِيَّتِهِمْ لَا قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۖ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অতঃপর যখন তারা সে আযাবকে মেঘরাশিরূপে তাদের উপত্যকার দিকে অগ্রসর হতে দেখল তখন তারা বললঃ এ তো মেঘ, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। হুদ বললেন : না, বরং এটা তো তা, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এ এক প্রচণ্ড ঝড়, এতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরাহ আল-আহকাফ ৪৬/২৪)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿عَارِضٌ﴾ السَّحَابُ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, عَارِضٌ মেঘ।

৪৮২৮. حدثنا أحمد بن عيسى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَاحِبًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ

৪৮২৮. নাবী (رضي الله عنه)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এভাবে কখনো হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর কণ্ঠনালীর আলাজিভ দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। [৬০৯২] (আ.প্র. ৪৪৬৪ প্রথমমাংশ, ই.ফা. ৪৪৬৬ প্রথমমাংশ)

৪৮২৯. قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَمِيمًا أَوْ رِيحًا عَرِفَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرَحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكِرَاهِيَةَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمَ الْعَذَابِ ﴿فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾.

৪৮২৯. তিনি [আয়িশাহ (رضي الله عنها)] বলেন, যখনই তিনি মেঘ অথবা ঝড়ো হাওয়া দেখতেন, তখনই তাঁর চেহারায তা পরিলক্ষিত হত। তিনি বললেন, মানুষ যখন মেঘ দেখে তখন বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনি যখন মেঘ দেখেন, তখন আমি আপনার চেহারায আতংকের ছাপ পাই। তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ! এতে 'আযাব না থাকার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। বাতাস দিয়েই তো এক কণ্ডমকে 'আযাব দেয়া হয়েছে। সে কণ্ডম 'আযাব দেখে বলেছিল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দিবে। [৩২০৬] (আ.প্র. ৪৪৬৪, ই.ফা. ৪৪৬৬)

(۴۷) سُورَةُ مُحَمَّدٍ

সূরাহ (৪৭) : মুহাম্মাদ

﴿أَوْزَارَهَا﴾ أَنَامَهَا حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا مُسْلِمٌ ﴿عَرَفَهَا﴾ بَيْنَهَا وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مَوْلَى﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَهُمْ فَإِذَا ﴿عَزَمَ الْأَمْرَ﴾ أَي جَدَّ الْأَمْرَ ﴿فَلَا تَهِنُوا﴾ لَا تَضَعُفُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿أَضْغَانَهُمْ﴾ حَسَدَهُمْ ﴿أَسِينٌ﴾ مُتَّعِيرٌ.

أَوْزَارَهَا তার অস্ত্র, যাতে মুসলিম ব্যতীত আর কেউ বাকী না থাকে। عَرَفَهَا অর্থ, বর্ণনা করে দিয়েছেন তার সম্বন্ধে। মুজাহিদ বলেন, مَوْلَى الَّذِينَ أَمَنُوا অর্থাৎ তাদের অভিভাবক। عَزَمَ الْأَمْرُ অর্থ, কোন বিষয়ের তথা জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে। لَا تَهِنُوا অর্থাৎ তোমরা দুর্বল হয়ো না। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, أَضْغَانُهُم তাদের হিংসা। أُسِينُ অর্থ, দূষিত হয়ে স্বাদ বদলে গেছে।

۱/৬৫/৬০. بَابُ : ﴿وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

৬৫/৪৭/১. অধ্যায়: “এবং আত্মীয়ের বন্ধন ছিন্ন করবে।” (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭/২২)

৪৮৩. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُرَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهُ قَامَتْ الرَّجْمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَفَرُّوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

৪৮৩০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। এ থেকে তিনি নিষ্কাশিত হলে 'রাহিম' (রক্ত সম্পর্কে) দাঁড়িয়ে পরম করুণাময়ের আঁচল টেনে ধরল। তিনি তাকে বললেন, খামো। সে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ বললেন, যে তোমাকে সম্পর্কযুক্ত রাখে, আমিও তাকে সম্পর্কযুক্ত রাখব; আর যে তোমার হতে থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব এতে কি তুমি খুশী নও? সে বলল, নিশ্চয়ই, হে আমার প্রভু। তিনি বললেন, যাও তোমার জন্য তাই করা হল। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, ইচ্ছে হলে তোমরা পড়, “ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বাঁধন ছিন্ন করবে।” [৪৮৩১, ৪৮৩২, ৫৯৮৭, ৭৫০২; মুসলিম ৪৫/৬, হাঃ ২৫৫৪] (আ.প্র. ৪৪৬৫, ই.ফা. ৪৪৬৭)

৪৮৩১. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَتِيْبُ أَبُو الْحَبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَرُّوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾

৪৮৩১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। (এরপর তিনি বলেন) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ইচ্ছে হলে তোমরা পড় (ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বাঁধন ছিন্ন করবে।) [৪৮৩০] (আ.প্র. ৪৪৬৬, ই.ফা. ৪৪৬৮)

৪৮৩২. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْمُرَرِّدِ بِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفَرُّوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾. أُسِينُ مُتَّعِيْرٍ

৪৮৩২. মু'আবিয়াহ ইবনু মুযার্বাদ (رضي الله عنه) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (আবু হুরাইরাহ বলেন) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ইচ্ছে হলে তোমরা পড়, (ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে)। অর্থাৎ **آسِن** অর্থ পরিবর্তনশীল বা ময়লাযুক্ত। [৪৮৩০] (আ.প্র. ৪৪৬৭, ই.ফা. ৪৪৬৯)

(৬৮) سُورَةُ الْفَتْحِ

সূরাহ (৪৮) : আল-ফাত্হ

قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿بُورًا﴾ هَالِكِينَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ السَّحْنَةُ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ التَّوَاضُعُ ﴿شَطَّأَهُ﴾ فِرَاحَهُ فَاسْتَعْلَظَ عَلَظٌ ﴿سُوقِهِ﴾ السَّائِ حَامِلَةَ الشَّجَرَةِ وَيُقَالُ دَائِرَةُ السَّوِّءِ كَقَوْلِكَ رَجُلٌ السَّوِّءِ وَدَائِرَةُ السَّوِّءِ الْعَذَابُ تُعَزَّرُوهُ تَنْصُرُوهُ شَطَّأَهُ شَطَّأُ السُّنْبُلِ تُنْبِثُ الْحَبَّةُ عَشْرًا أَوْ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا فَيَقْوَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَأَزَّرَهُ قَوَّاهُ وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقْمِ عَلَى سَاقٍ وَهُوَ مَثَلُ صَرْبِهِ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ كَمَا قَوَّى الْحَبَّةُ بِمَا يُنْبِثُ مِنْهَا.

মুজাহিদ বলেন, **سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ** তাদের মুখমণ্ডলের নিদর্শন। মানসুর মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বিনয় ও নম্রতা। **شَطَّأَهُ** অর্থ, কচি পাতা। **عَلَّظَ** পুষ্ট হয়। **سُوقِهِ** এ কাণ্ড যা গাছকে দাঁড় করিয়ে রাখে। **دَائِرَةُ السَّوِّءِ** শব্দটি এখানে **رَجُلٌ السَّوِّءِ** এর মত ব্যবহৃত হয়েছে। **دَائِرَةُ السَّوِّءِ** শাস্তি। **تُعَزَّرُوهُ** তাঁরা তাঁকে সাহায্য করে। **شَطَّأَهُ** কচি পাতা, একটি বীজ থেকে দশ, আট এবং সাতটি করে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। আল্লাহর বাণী : **فَأَزَّرَهُ** (এরপর এটা শক্তিশালী হয়) এর মধ্যে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। অঙ্কুর যদি একটি হয় তাহলে তা কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এ উপমাটি নাবী (ﷺ) সম্বন্ধে ব্যবহার করেছেন, কেননা, প্রথমত তিনি একাই দাওয়াত নিয়ে উত্থিত হয়েছেন, তারপর সহাবীদের দ্বারা (আল্লাহ) তাকে শক্তিশালী করেছেন যেমন বীজ থেকে উদগত অঙ্কুর দ্বারা বীজ শক্তিশালী হয়।

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ . ১/৬৮/৬০ . بَاب :

৬৫/৪৮/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : নিশ্চয় আমি আপনাকে এক প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি (সূরাহ আল-ফাত্হ ৪৮/১)

৬৮৩৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَكِلْتُ أُمَّ عُمَرَ تَزَرَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلِّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِي قُرْآنٍ فَمَا

نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزْلٌ فِي قُرْآنٍ فَحِثُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْزَلْتَ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةَ لَيْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾

৪৮৩৩. আসলাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রাতের বেলা কোন এক সফরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه)-ও চলছিলেন। 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) তাঁকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে কোন উত্তর দিলেন না। তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তারপর তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তখন 'উমার (رضي الله عنه) (নিজেকে) বললেন, উমরের মা হারিয়ে যাক। তুমি তিনবার রসূল (ﷺ)-কে প্রশ্ন করলে, কিন্তু একবারও তিনি তোমার জবাব দিলেন না। 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, তারপর আমি আমার উটটি দ্রুতবেগে চালিয়ে লোকদের আগে চলে গেলাম এবং আমার ব্যাপারে কুরআন নাযিলের আশংকা করলাম। অধিকক্ষণ হয়নি, তখন শুনলাম এক আহ্বানকারী আমাকে ডাকছে। আমি (মনে মনে) বললাম, আমি তো আশংকা করছিলাম যে, আমার ব্যাপারে কোন আয়াত অবতীর্ণ হতে পারে। তারপর আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরাহ নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে, এই পৃথিবী, যার ওপর সূর্য উদিত হয়, তা থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। [৪১৭৭] (আ.প্র. ৪৪৬৮, ই.ফা. ৪৪৭০)

٤٨٣٤. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ فَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ قَالَ الْحَدِيثِيَّةُ.

৪৮৩৪. আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তিনি বলেন, 'এর দ্বারা হুদাইবিয়াহর সন্ধি বোঝানো হয়েছে। [৪১৭২] (আ.প্র. , ই.ফা. ৪৪৭১)

٤٨٣٥. حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْقَلٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَعَ فِيهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَخْبِي لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ لَفَعَلْتُ.

৪৮৩৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মাক্কাহ বিজয়ের দিন সূরাহ ফাতহ্ সমধুর কণ্ঠে পাঠ করেন। মু'আবিয়াহ (رضي الله عنه) বলেন, আমি ইচ্ছে করলে নাবী (ﷺ)-এর কিরাআত তোমাদের নকল করে শোনাতে পারি। [৪২৮১] (আ.প্র. ৪৪৬৯, ই.ফা. ৪৪৭২)

٢/٤٨/٦٥ . بَابُ قَوْلِهِ :

٦٥/٨٤/٢. अध्याय: आल्लाहुर बाणी :

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَبُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾

যেন আল্লাহ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং পূর্ণ করেন আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ, আর আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (সূরাহ আল-ফাতহ ৪৮/২)

১৮৩৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ هُوَ ابْنُ عِلَاقَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُعْبِرَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

৪৮৩৬. মুগীরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এত অধিক সলাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রটিসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? [১১৩০] (আ.প্র. ৪৪৭০, ই.ফা. ৪৪৭০)

১৮৩৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَيَّوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ سَمِعَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا فَلَمَّا كَثُرَ لِحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ.

৪৮৩৭. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নাবী (ﷺ) রাতে এত অধিক সলাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফেটে যেতো। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের ক্রটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তবু আপনি কেন তা করছেন? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না? তাঁর মেদ বর্ণিত হলে^{৩৫} তিনি বসে সলাত আদায় করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছে করতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়তেন, তারপর রুকু করতেন। [১১১৮] (আ.প্র. ৪৪৭১, ই.ফা. ৪৪৭৪)

بَاب : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ৩/৬৫/৬০

৬৫/৪৮/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণীঃ আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্য প্রদানকারী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। (সূরাহ আল-ফাতহ ৪৮/৮)

১৮৩৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ قَالَ فِي التَّوْرَةِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكَّلَ لَيْسَ بِقَطٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَحَابٍ بِالسَّوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُعْجِبَ بِهِ الْمَلَأَةَ الْعُجْوَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَأَذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا.

৪৮৩৮. ‘আমর ইবনু আস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, কুরআনের এ আয়াত, “আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে” তাওরতে আল্লাহ্ এভাবে বলেছেন, হে নাবী, আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও উম্মী লোকদের মুক্তি দাতারূপে। তুমি আমার বান্দা ও রসূল। আমি তোমার নাম রেখেছি নির্ভরকারী যে রুঢ় ও কঠোরচিত্ত নয়, বাজারে শোরগোলকারী নয় এবং মন্দ মন্দ দ্বারা প্রতিহতকারীও নয়; বরং তিনি ক্ষমা করবেন এবং উপেক্ষা করবেন। বক্র জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর জান কবয করবেন না। তা এভাবে যে, তারা বলবে, আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ নেই। ফলে খুলে যাবে অন্ধ চোখ, বধির কান এবং পর্দায় ঢাকা অন্তরসমূহ। [২১২৫] (আ.প্র. ৪৪৭২, ই.ফা. ৪৪৭৫)

۴/۴۸/۶۵. بَاب : ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

৬৫/৪৮/৪. অধ্যায়: আল্লাহুর বাণী : তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন। (সূরাহ আল-ফাতহ ৪৮/৪)

৪৮৩৯. ৪৮৩৯. বারাআ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর জৈনিক সহাবী কিরাআত করছিলেন। তাঁর একটি ঘোড়া ঘরে বাঁধা ছিল। হঠাৎ তা পালাতে লাগলো। সে ব্যক্তি বেরিয়ে এসে দৃষ্টিপাত করলেন; কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। ঘোড়াটি পালিয়েই যাচ্ছিল। যখন ভোর হলো তখন তিনি ঘটনাটি নাবী (ﷺ)-এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এ হলো সেই প্রশান্তি, যা কুরআন তিলাওয়াত করার সময় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। [৩৬১৪] (আ.প্র. ৪৪৭৩, ই.ফা. ৪৪৭৬)

۵/۴۸/۶۵. بَاب قَوْلِهِ : ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

৬৫/৪৮/৫. অধ্যায়: আল্লাহুর বাণী : যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। (সূরাহ আল-ফাতহ ৪৮/৫)

৪৮৪০. ৪৮৪০. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়াহুর (সন্ধির) দিন আমরা এক হাজার চারশ’ লোক ছিলাম। [৩৫৭৬] (আ.প্র. ৪৪৭৪, ই.ফা. ৪৪৭৭)

৪৮৪১. ৪৮৪১. আবদুল্লাহ্ ইবনু মাগাফফাল মুযানী (رضي الله عنه) (যিনি সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) দুই আঙ্গুলের মাঝে কাঁকর নিয়ে নিষ্কেপ করতে নিষেধ করেছেন। [৫৪৭৯, ৬২২০] (আ.প্র. ৪৪৭৫, ই.ফা. ৪৪৭৮)

১৫৯ কুরআন তিলাওয়াতের কারণে মালয়িকাহ নাযিল হয়েছিল যাদের দেখে ঘোড়া পালাচ্ছিল।

১৮১২. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهَبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ الْمُرَزِيَّ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُعْتَسَلِ.

৪৮৪২. ‘উক্বাহ ইব্নু সুহুবান (রহ.) বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইব্নু মুগাফফাল মুযানী (رضي الله عنه) কে গোসলখানায় প্রস্রাব করা সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি। (আ.প্র. ৪৪৭৫, ই.ফা. ৪৪৭৮)

১৮১৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ

ثَابِتِ بْنِ الصَّحَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.

৪৮৪৩. সাবিত ইব্নু দাহহাক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনিও বৃক্ষতলে বায়আতকারী সহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (১৩৬৩) (আ.প্র. ৪৪৭৬, ই.ফা. ৪৪৭৯)

১৮১৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَيَّاهٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

قَالَ أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ أَسْأَلُهُ فَقَالَ كُنَّا بِصِفَيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيُّ نَعَمْ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُمْ مَا أَنْفَسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحَدِيثِيَّةِ يَعْنِي الصُّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ تَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ أَلَيْسَ قِتَالَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقِتَالَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَبِمِمْ نُعْطِي الدِّينَةَ فِي دِينِنَا وَتَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا فَارْجِعْ مُتَعَبِّطًا فَلَمْ يَضِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا فَتَرَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ.

৪৮৪৪. হাবীব ইব্নু আবু সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়িল (رضي الله عنه)-এর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এলে, তিনি বললেন, আমরা সিফয়ীনের ময়দানে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললেন, তোমরা কি সে লোকদেরকে দেখতে পাচ্ছ না, যাদের আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে? ‘আলী (رضي الله عنه) বললেন, হ্যাঁ। তখন সাহল ইব্নু হুনাযফ (رضي الله عنه) বললেন, প্রথমে তোমরা নিজেদের খবর নাও। হুদায়বিয়াহর দিন অর্থাৎ নাবী (ﷺ) এবং মাক্কাহর মুশরিকদের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল, আমরা সেটা দেখেছি। যদি আমরা একে যুদ্ধ মনে করতাম, তাহলে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম। সেদিন ‘উমার (رضي الله عنه) রসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বলেছিলেন, আমরা কি হাকের উপর নই, আর তারা কি বাতিলের উপর নয়? আমাদের নিহত ব্যক্তির জান্নাতে, আর তাদের নিহত ব্যক্তির কি জাহান্নামে যাবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ‘উমার (رضي الله عنه) বললেন, তাহলে কেন আমাদের দীনের ব্যাপারে অপমানজনক শর্তারোপ করা হবে এবং আমরা ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ আমাদেরকে এ সন্ধির ব্যাপারে হুকুম করেননি। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আমি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ কখনো আমাকে ধ্বংস করবেন না। ‘উমার রাগে মনে দুঃখ নিয়ে ফিরে গেলেন। তিনি ধৈর্য ধরতে পারলেন না। তারপর তিনি আবু বাকর সিদ্দীক (رضي الله عنه)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আবু বাকর! আমরা কি হাকের উপর নই এবং তারা কি বাতিলের উপর নয়? তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ কক্ষণো তাঁকে ধ্বংস করবেন না। এ সময় সূরাহ ফাতহ অবতীর্ণ হয়। (৩১৮১) (আ.প্র. ৪৪৭৭, ই.ফা. ৪৪৮০)

(৬৯) سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

সূরাহ (৪৯) : হুজুরাত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿لَا تُقَدِّمُوا﴾ لَا تَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَفْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ ﴿اٰمْتَحَنَ﴾ أَخْلَصَ وَلَا ﴿تَنَابَزُوا﴾ يُدْعَى بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ﴿يَلْتَكُمُ﴾ يَنْقُضُكُمْ أَلْتَنَا نَقَضْنَا. মুজাহিদ (রহ.) বলেন, অর্থ, রসূল (ﷺ)-এর কাছে কোন বিষয় তোমরা জিজ্ঞেস করবে না যতক্ষণ না, আল্লাহ তাঁর যবানে এর ফয়সালা জানিয়ে দেন। اٰمْتَحَنَ মানে পরিশুদ্ধ করেছেন। لَا تَنَابَزُوا ইসলাম গ্রহণের পর অপরকে যেন কুফরীর প্রতি না ডাকা হয়। يَلْتَكُمُ মানে হ্রাস করা হবে তোমাদের أَلْتَنَا মানে হ্রাস করেছি আমি।

۱/۴۹/۶۵. بَابُ : ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ الْآيَةُ

৬৫/৪৯/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা উঁচু করো না তোমাদের কণ্ঠস্বর নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর। (সূরাহ হুজুরাত ৪৯/২)

﴿تَشْعُرُونَ﴾ تَعْلَمُونَ وَمِنَّهُ الشَّاعِرُ.

﴿تَشْعُرُونَ﴾ মানে তোমরা জ্ঞাত আছ। الشَّاعِرُ শব্দটি এ ধাতু থেকেই নির্গত হয়েছে।

৬৪৫. حدثنا يَسْرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللَّحْمِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْحَيْرَانُ أَنْ يَهْلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ قَالَ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا خِلَافِي قَالَ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ الْآيَةُ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ.

৪৮৪৫. ইবনু আবু মুলায়কাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্তম দু' ব্যক্তি- আবু বাকর ও 'উমার (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর কাছে কণ্ঠস্বর উঁচু করে ধ্বংস হওয়ার দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন। যখন বানী তামীম গোত্রের একদল লোক নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসেছিল। তাদের একজন বানী মাজাশে গোত্রের আকরা ইবনু হাবিসকে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তাব করল এবং অপরজন অন্য জনের নাম প্রস্তাব করল। নাফি বলেন, এ লোকটির নাম আমার মনে নেই। তখন আবু বাকর সিদ্দীক (رضي الله عنه) 'উমার (رضي الله عنه)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছে হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। তিনি বললেন, না, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছে আমার নেই। এ ব্যাপারটি নিয়ে তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা নাবীর গলার আওয়াজের উপর নিজেদের গলার আওয়াজ উঁচু করবে না".....শেষ পর্যন্ত।

ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 'উমার (رضي الله عنه) এ তো আস্তে কথা বলতেন যে, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (ﷺ) তা শুনতে পেতেন না। তিনি আবু বাকর (رضي الله عنه) সম্পর্কে এমন কথা বর্ণনা করেননি। [৪৩৬৭] (আ.প্র. ৪৪৭৮, ই.ফা. ৪৪৮১)

১৪৬৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ نَائِبَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمُهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنْكَسِرًا رَأْسُهُ فَقَالَ لَهُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ الْأُخْرَى بِيَشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ.

৪৮৪৬. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) সাবিত ইবনু কায়স (رضي الله عنه)-কে খুঁজে পেলেন না। একজন সহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার কাছে তাঁর সংবাদ নিয়ে আসছি। তারপর লোকটি তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তিনি তাঁর ঘরে মাথা নীচু করে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী অবস্থা? তিনি বললেন, খারাপ। কারণ এই (অধম) তার আওয়াজ নাবী (ﷺ)-এর আওয়াজের চেয়ে উঁচু করে কথা বলত। ফলে, তার 'আমাল বরবাদ হয়ে গেছে এবং সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তারপর লোকটি নাবী (ﷺ)-এর কাছে ফিরে এসে খবর দিলেন যে, তিনি এমন এমন কথা বলছেন। মুসা বলেন, এরপর লোকটি এক মহাসুসংবাদ নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে গেলেন (এবং বললেন) নাবী (ﷺ) আমাকে বলেছেন, তুমি যাও এবং তাকে বল, তুমি জাহান্নামী নও, বরং তুমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। [৩৬১৩] (আ.প্র. ৪৪৭৮, ই.ফা. ৪৪৮২)

۶۵/۴۹/۲. بَاب : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

৬৫/৪৯/২. অধ্যায়: “যারা ঘরের পেছন থেকে আপনাকে চিৎকার করে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ।” (সূরাহ আল-হুজুরাত ৪৯/৪)

১৪৬৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَصْرٍ أَمْرَ الْفَعْقَاعِ بْنِ مَعْبِدٍ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَمْرِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ فَقَالَ أَبُو بَصْرٍ مَا أَرَدْتُ إِلَّا خِلَافِي فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَتَمَارَيْتَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَتَرَلَّ فِي ذَلِكَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ حَتَّى انْقَضَتْ الْآيَةُ.

৪৮৪৭. ইবনু আবু মুআইকাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, একবার বানী তামিম : গাজের একদল লোক সাওয়ার হয়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসলেন। আবু বাকর সিদ্দীক (رضي الله عنه) বললেন, কা'কা ইবনু মাবাদ (رضي الله عنه)-কে 'আমীর বানানো হোক এবং 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, আকরা ইবনু হাবিস (رضي الله عنه)-কে আমীর নিয়োগ করা হোক। তখন আবু বাকর

সিন্দীক (ﷺ) বললেন, আপনার ইচ্ছে হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। উত্তরে 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, আমি আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছে করিনি। এ নিয়ে তাঁরা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন, এক পর্যায়ে তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। এ উপলক্ষে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন, “হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না..... আয়াত শেষ। [৪৩৬৭] (আ.প্র. ৪৪৮০, ই.ফা. ৪৪৮৩)

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾

৬৫/৪৯/৩. অধ্যায়: আল্লাহ্‌র বাণী : যদি তারা ধৈর্যধারণ করত তাদের কাছে আপনার বের হয়ে আসা পর্যন্ত, তবে তা হত তাদের জন্যে উত্তম। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরাহ আল-হজুরাত ৪৯/৫)

(৫০) سُورَةُ ق

সূরাহ (৫০) : কাফ

﴿رَجْعُ بَعِيدٍ﴾ رَدُّ ﴿فُرُوجٍ﴾ فَتُوقِ وَاحِدَهَا فَرْجٌ ﴿مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ وَرِيدَاهُ فِي حَلْقِهِ وَالْحَبْلُ حَبْلُ الْعَاتِقِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مَا تَنْقُضُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ مِنْ عِظَامِهِمْ ﴿تَبَصَّرَةٌ﴾ بَصِيرَةٌ ﴿حَبَّ الْحَصِيدِ﴾ الْحِنَظَةُ ﴿بَاسِقَاتٍ﴾ الطَّوَالُ ﴿أَفْعَيْنَا﴾ أَفَاعِيَا عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ الشَّيْطَانُ الَّذِي فُيِّضَ لَهُ ﴿فَنَقَّبُوا﴾ ضَرَبُوا ﴿أَوْ الْفَى السَّمْعِ﴾ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ ﴿حِينَ أَنْشَأَكُمْ﴾ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ ﴿رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ رَصْدٌ ﴿سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ الْمَلَكَانِ كَاتِبٌ وَشَهِيدٌ ﴿شَهِيدٌ﴾ شَاهِدٌ بِالْغَيْبِ مِنْ ﴿لُغُوبٍ﴾ التَّصَبُّ وَقَالَ عَيْزَةُ نَضِيدُ الْكُفْرَى مَا دَامَ فِي أَكْمَامِهِ وَمَعْنَاهُ مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيدٍ وَإِدْبَارِ الْجُجُومِ وَأَدْبَارِ السُّجُودِ كَانَ عَاصِمٌ يَفْتَحُ اللَّيْلَ فِي قِ وَيَكْسِرُ اللَّيْلَ فِي الطَّوْرِ وَيُكْسِرَانِ جَمِيعًا وَيَنْصَبَانِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ إِلَى الْبَعْثِ مِنَ الْقُبُورِ.

﴿رَجْعُ﴾ মানে প্রত্যাবর্তন। ﴿فُرُوجُ﴾ মানে ফাটল। এর একবচন হলো হাল্ফে রগ। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, مَا تَنْقُضُ الْأَرْضُ দ্বারা তাদের ঐ সমস্ত হাজ্জিককে বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মৃত্তিকা ক্ষয় করে। ﴿تَبَصَّرَةٌ﴾ জ্ঞানস্বরূপ। ﴿حَبَّ الْحَصِيدِ﴾ গম। ﴿بَاسِقَاتٍ﴾ সম্মুখত ও লম্বা। ﴿أَفْعَيْنَا﴾ আমাদের জন্য কি ক্লাস্তিকর ছিল? ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ ঐ শায়ত্বন যা তার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। ﴿فَنَقَّبُوا﴾ তারা ভ্রমণ করেছে। ﴿أَوْ الْفَى السَّمْعِ﴾ অর্থ, যে কুরআন শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিন্তে, এ ব্যতীত অন্য কোন দিকে তার মনোযোগ নেই। ﴿رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ মানে প্রহরী। ﴿سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ দু'জন মালাক- একজন লেখক এবং অন্যজন সাক্ষী। ﴿لُغُوبٍ﴾ ক্লাস্তি। মুজাহিদ (রহ.) ব্যতীত অন্য মুফাসসিরগণ বলেছেন, نَضِيدٌ ফুলের কলি যা এখনো ফুটেনি। এখানে শব্দটি ভাজ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রস্ফুটিত ফুলের কলিকে نَضِيدٌ বলা হয় না। কারী আসিম (রহ.) সূরাহ 'কাফ'-এ বর্ণিত إِدْبَارِ السُّجُودِ-এর হামযার মধ্যে যবর দেন এবং সূরাহ তুর-এ উল্লিখিত إِدْبَارِ السُّجُودِ এর হামযার

মধ্যে যের দেন। তবে উভয় স্থানে হামযাতে যেরও দেয়া যায় অথবা যবরও দেয়া যায়। ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **يَوْمَ الْحُرُوجِ** কবর থেকে বের হওয়ার দিন।

১/০০/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾**

৬৫/৫০/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : সে বলবে, আরও কিছ আছে কি? (সূরাহ কাফ ৫০/৩০)

১৮৬৮. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرِيْبُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِي اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ.**
৪৮৪৮. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপ করা হলে জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? শেষে আল্লাহ তাঁর পা সেখানে রাখবেন, তখন সে বলবে, আর না, আর না। [৬৬৬১, ৭৩৮৪] (আ.প্র. ৪৪৮১, ই.ফা. ৪৪৮৫)

১৮৬৯. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمَيْرِيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يُوقِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ يَقَالُ لِحَمَمٍ هَلْ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ.**
৪৮৪৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে মারফু হাদীস হিসেবে বর্ণিত। তবে আবু সুফইয়ান এ হাদীসটিকে অধিকাংশ সময় মওকুফ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জাহান্নামকে বলা হবে, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? তখন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন নিজ পা তাতে রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, আর নয়, আর নয়। [১৪৪৯, ৪৮৫০] (আ.প্র. ৪৪৮২, ই.ফা. ৪৪৮৫)

১৮৭০. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحِمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَلُؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ فَهَذَا لِكَ تَمْتَلِي وَيُرَوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا.**

৪৮৫০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্ক করে। জাহান্নাম বলে দাস্তিক ও পরাক্রমশালীদের দ্বারা আমাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলে, আমার কী হলো? আমাতে কেবল মাত্র দুর্বল এবং নিরীহ ব্যক্তিরাই প্রবেশ করছে। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জান্নাতকে বলবেন, তুমি আমার রহমাত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছে আমি অনুগ্রহ করব। আর তিনি জাহান্নামকে বলবেন, তুমি হলে আযাব। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেব। জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে পূর্ণতা। তবে জাহান্নাম

পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তিনি তাঁর পা তাতে রাখবেন। তখন সে বলবে, বাস, বাস, বাস। তখন জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে এবং এর এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে মুড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কারো প্রতি যুলুম করবেন না। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন। [৪৮৪৯; মুসলিম ৫১/১৩, হাঃ ২৮৪৬, আহমাদ ৮১৭০] (আ.প্র. ৪৪৮৩, ই.ফা. ৪৪৮৬)

৬৫/৫০/২. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾**

৬৫/৫০/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আপনার রবের প্রশংসা পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করতে থাকুন সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে। (সূরাহ কাফ ৫০/৩৯)

৪৮৫১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْفَمْرِ لَيْلَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾

৪৮৫১. জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমরা নাবী (ﷺ) এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা যেমন এ চাঁদটি দেখতে পাচ্ছ, তেমনিভাবে তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে এবং তাঁকে দেখার ব্যাপারে বাধা বিঘ্ন হবে না। তাই তোমাদের সামর্থ্য থাকলে সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগের সলাতের ব্যাপারে প্রভাবিত হবে না। তারপর তিনি পাঠ করলেন, “আপনার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে”- (সূরাহ কাফ ৫০/৩৯)। [৫৫৪] (আ.প্র. ৪৪৮৪, ই.ফা. ৪৪৮৭)

৪৮৫২. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمْرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا يَعْنِي قَوْلَهُ ﴿وَإِدْبَارَ السُّجُودِ﴾

৪৮৫২. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা নাবী (ﷺ)-কে প্রত্যেক সলাতের পর তাঁর পবিত্রতা ঘোষণার আদেশ করেছেন। আল্লাহর বাণী : ﴿وَإِدْبَارَ السُّجُودِ﴾ “এর দ্বারা তিনি এ অর্থ করেছেন।” (আ.প্র. ৪৪৮৫, ই.ফা. ৪৪৮৮)

(৫১) سُورَةُ الْذَّارِيَاتِ

সূরাহ (৫১) : আয্ যারিয়াত

قَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿الذَّارِيَةُ﴾ الرِّيحُ وَقَالَ عَيْرٌ ﴿تَذَرُوهُ﴾ تُفْرِقُهُ ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلٍ وَاحِدٍ وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ ﴿فَرَاغٌ﴾ فَرَجَعٌ ﴿فَصَكَّاتٌ﴾ فَجَعَلَتْ أَصَابِعَهَا فَضْرَبَتْ بِهِ جَبْهَتَهَا ﴿وَالرَّمِيمُ﴾ نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا بَيْسَ وَدَيْسَ ﴿لَمُوسِعُونَ﴾ أَي لَدَوْ سَعَةٍ وَكَذَلِكَ

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ يَعْنِي الْقَوِيَّ خَلَقْنَا ﴿زَوْجَيْنِ﴾ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَاخْتِلَافُ الْأَلْوَانِ حُلُوٌّ وَحَامِضٌ فَهَذَا زَوْجَانِ ﴿فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ﴾ مِنْ اللَّهِ إِلَيْهِ ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ﴾ مَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا لِيُؤْخَذُوْنَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ خَلَقَهُمْ لِيَفْعَلُوا فَفَعَلَ بَعْضٌ وَتَرَكَ بَعْضٌ وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْقَدْرِ ﴿وَالذُّنُوبُ﴾ الذَّلُو الْعَظِيمُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ذُنُوبًا﴾ سَبِيلًا ﴿صَرَّةٌ﴾ صِيْحَةٌ ﴿الْعَقِيْمُ﴾ الَّتِي لَا تَلِدُ وَلَا تُلْقِحُ شَيْئًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَالْحُبُّكَ﴾ اسْتَوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا ﴿فِي عَمْرَةٍ﴾ فِي صَلَاتِهِمْ يَتِمَادُونَ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿تَوَاصَوْا﴾ تَوَاطَبُوا وَقَالَ ﴿مُسَوِّمَةٌ﴾ مُعَلِّمَةٌ مِنَ السِّيَمَا ﴿فُقَيْلُ الْإِنْسَانِ﴾ لُعِنَ.

‘আলী (رضي الله عنه) বলেছেন, الرِّياحُ বায়ুরাশি। অন্যদের হতে বর্ণিত। تَذْرُؤُهُ মানে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তোমাদের মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে, (“তোমরা কি অনুধাবন করবে না?) অর্থাৎ তোমরা খানাপিনা কর এক পথে এবং তা বের হয় দু’পথ দিয়ে। فَرَاغٌ মানে সে ফিরে এল। فَصَكَّتْ সে মুষ্টি বন্ধ করে নিজ কপালে মারল। الرَّمِيمُ যমীনের উদ্ভিদ যখন শুকায় এবং তা মাড়াই করা হয়। এমনিভাবে عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ অর্থাৎ সামর্থ্যবান। زَوْجَيْنِ নারী-পুরুষ, আলাদা আলাদা বর্ণের এবং মিষ্টি ও টক উভয়কেই বলা হয়। فِرُّوْا إِلَى اللَّهِ আল্লাহর নাফরমানী ত্যাগ করে তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের পানে এসো। إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ মানুষ ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ভাগ্যবান, তাদেরই আমার তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সৃষ্টি করেছি। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাদের সকলকেই আল্লাহর বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কেউ তা করেছে আর কেউ তা ত্যাগ করেছে। এ আয়াতে মুতাযিলাদের জন্য তাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। الذُّنُوبُ বড় বালতি। মুজাহিদ বলেন, صَرَّةٌ চীৎকার। ذُنُوبًا রাস্তা। الْعَقِيْمُ যে নারী সন্তান জন্ম দেয় না। ইব্নু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, الْحُبُّكَ আকাশের সুবিন্যস্ততা ও তার সৌন্দর্য। فِي صَلَاتِهِمْ নিজেদের ভুলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অন্য হতে বর্ণিত যে, تَوَاصَوْا একে অপরের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছে আরও বলেছেন, مُسَوِّمَةٌ চিহ্নিত। مُسَوِّمَةٌ শব্দটি السِّيَمَا থেকে উদ্ভূত। فُقَيْلُ الْإِنْسَانِ অভিশপ্ত।

(৫২) سُورَةُ وَالطُّورِ

সূরাহ (৫২) : আত-তুর

وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿مَسْطُورٍ﴾ مَكْتُوبٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الطُّورُ﴾ الْجَبَلُ بِالسَّرْيَانِيَّةِ ﴿رَقِيٍّ مِّنْشُورٍ﴾ صَحِيْفَةٌ ﴿وَالسَّقْفِ﴾ الْمَرْفُوعِ سَمَاءً ﴿الْمَسْجُورِ﴾ الْمَوْقِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿تُسْجَرُ﴾ حَتَّى يَذْهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَى فِيهَا قَطْرَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الْتِنَاهُمْ﴾ نَقَضْنَا وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿تَمُورٌ﴾ تَدُوْرٌ ﴿أَحْلَامُهُمْ﴾ الْعُقُولُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿الْبُرِّ﴾ اللَّطِيْفُ ﴿كِسْفًا﴾ قِطْعًا ﴿الْمُنُونُ﴾ الْمَوْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَتَنَزَّعُونَ ﴿يَتَعَاطُونَ﴾.

ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, **مَسْطُورٌ** লিখিত। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, সুরযানী ভাষায় পর্বতকে **طُورٌ** বলা হয়। **رَقِيٍّ مَّنْشُورٍ** (উনুক্ত) সইফা। **السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ** (সম্মত) আকাশ। **الْمَسْجُورِ** জ্বলন্ত। হাসান (রহ.) বলেন, (সমুদ্র) জ্বলে উঠবে। ফলে সমস্ত পানি ফুরিয়ে যাবে এবং এক ফোটা পানি থাকবে না। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **أَلَكِنَاهُمْ** আমি হ্রাস করেছি। অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, **تَمُورٌ** আন্দোলিত হবে। **أَحْلَامُهُمْ** বুদ্ধি। ইব্নু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **الْبُرِّ** দয়ালু। **كَيْسَفًا** খণ্ড, **الْمُنُونُ** মৃত্যু। অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, **يَتَنَازَعُونَ** তারা আদান-প্রদান করবে।

: بَابُ ١٠٢/٦٥

৬৫/৫২/১. অধ্যায়:

১১০৩. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْفِيلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطَفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ.**

৪৮৫৩. উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল (ﷺ)-এর কাছে নিবেদন করলাম যে, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, তুমি সওয়ার হয়ে লোকদের পেছনে তাওয়াফ করে নাও। তখন আমি তাওয়াফ করলাম। এ সময় রসূল (ﷺ) কা'বার এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন এবং **وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ** তিলাওয়াত করছিলেন। [৪৬৪] (আ.প্র. ৪৪৮৬, ই.ফা. ৪৪৮৯)

: بَابُ ٢٠٢/٦٥

৬৫/৫২/২. অধ্যায়:

১১০৪. **حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثُونِي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (٢٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ج بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ط (٢٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصْطَبِرُونَ ط (٢٧) قَالَ كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ قَالَ سُفْيَانُ فَأَمَّا أَنَا فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِي قَالُوا لِي.**

৪৮৫৪. যুবায়র ইব্নু মুত ইম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে মাগরিবে সূরাহ তুর পাঠ করতে শুনেছি। যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌছেন- তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? আসমান-যমীন কি তারাই সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা অবিশ্বাসী। আমার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, না তারাই এ সমুদয়ের নিয়ন্তা- তখন আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। সুফইয়ান (রহ.) বলেন, আমি যুহরীকে মুহাম্মদ ইব্নু জুবায়ির ইব্নু

মুত'ইমকে তার পিতার বর্ণনা করতে শুনেছি তার পিতা যুবায়র বলেছেন যে, যা আমি নাবী (ﷺ)-কে মাগরিবে সূরাহ তুর পাঠ করতে শুনেছি। কিন্তু এর অতিরিক্ত আমি শুনি নি যা তাঁরা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। [৭৬৫] (আ.প্র. ৪৪৮৭, ই.ফা. ৪৪৯০)

(৫৩) سُورَةُ وَالنَّجْمِ

সূরাহ (৫৩) : আন-নাজম

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ذُو مِرَّةٍ﴾ ذُو قُوَّةٍ ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ حَيْثُ الْوَتْرُ مِنَ الْقَوْسِ ﴿ضِيْرِي﴾ عَوَجَاءُ ﴿وَأَكْدَى﴾ قَطَعَ عِظَاءَهُ ﴿رَبُّ الشَّعْرَى﴾ هُوَ مِرْزَمُ الْجُوزَاءِ ﴿الَّذِي وَفَى﴾ وَفَى مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ﴿أَزْفَتِ الْأَرْفَةَ﴾ افْتَرَبَتْ السَّاعَةُ ﴿سَامِدُونَ﴾ الْبَرْطَمَةُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَغَنَّوْنَ بِالْحِمَيْرِيَّةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴿أَفْتَمَارُونَهُ﴾ أَفْتَجَادِلُونَهُ وَمَنْ قَرَأَ أَفْتَمَرُونَهُ يَعْنِي أَفْتَجَحَدُونَهُ وَقَالَ ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾ بَصَرَ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿وَمَا طَغَى﴾ وَمَا جَاوَزَ مَا رَأَى ﴿فَتَمَارُوا﴾ كَذَّبُوا وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿إِذَا هَوَى﴾ غَابَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿أَغْنَى﴾ وَأَقْنَى﴾ أَعْطَى فَأَرْضَى.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ذُو مِرَّةٍ শক্তিশালী। দুই ধনুকের ছিলার পরিমাণ। ضِيْرِي বক্রতা। وَأَكْدَى সে তাঁর দান বন্ধ করে দেয়। رَبُّ الشَّعْرَى জওয়ারামীর মিরজাম নক্ষত্র। الَّذِي وَفَى সে তাঁর প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। أَزْفَتِ الْأَرْفَةَ ক্বিয়ামাত সন্নিহিত। سَامِدُونَ দ্বারা بَرْطَمَةُ নামক খেলাধুলা বোঝানো হয়েছে। ইকরামাহ (ﷺ) বলেন, হামারিয়্যাহ ভাষায় গান গাওয়ায় বলা হয়। ইব্রাহীম (রহ.) বলেন, أَفْتَجَحَدُونَهُ তোমরা কি তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করবে? যারা এ শব্দটিকে أَفْتَجَحَدُونَهُ পড়ে, তাদের কিরাআত অনুসারে এর অর্থ হবে أَفْتَجَحَدُونَهُ তোমরা কি তার কথাকে অস্বীকার করবে? مَا زَاغَ الْبَصَرُ (মুহাম্মদ (ﷺ)-এর) দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং তঁার দৃষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়নি। إِذَا هَوَى তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। হাসান (রহ.) বলেন, إِذَا هَوَى যখন সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইবনু আব্বাস (ﷺ) বলেন, أَغْنَى وَاقْنَى তিনি দান করলেন এবং খুশী করে দিলেন।

: بَابُ ١/٥٣/٦٥

৬৫/৫৩/১. অধ্যায়:

٤٨٥٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدًا ﷺ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي مِمَّا قُلْتَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَ هُنَّ فَقَدْ كَذَّبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنْ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَّبَ ثُمَّ قَرَأْتَ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ وَمَنْ

حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِيٍّ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ الْآيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ.

৪৮৫৫. মাসরুক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা! মুহাম্মদ (ﷺ) কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন তিনি বললেন, তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি জান না যে তোমাকে এ তিনটি কথা বলবে সে মিথ্যা বলবে। যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যাচারী। তারপর তিনি পাঠ করলেন, তিনি দৃষ্টিশক্তির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত" "মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন, ওয়াহীর মাধ্যম ব্যতীত অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া"। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, আগামীকাল কী হবে সে তা জানে, তাহলে সে মিথ্যাচারী। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে।" এবং তোমাকে যে বলবে, মুহাম্মাদ (ﷺ) কোন কথা গোপন রেখেছেন, তাহলেও সে মিথ্যাচারী। এরপর তিনি পাঠ করলেন, "হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর। হ্যাঁ, তবে রসূল জিব্রীল (عليه السلام)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। [৩২৩৪] (আ.প্র. ৪৪৮৮, ই.ফা. ৪৪৯১)

২/৫৩/৬০. بَاب : ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ حَيْثُ الْوَتْرُ مِنَ الْقَوْسِ.

৬৫/৫৩/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : অবশেষে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের দূরত্ব রইল অথবা আরও কম। (সূরাহ আন-নাঙ্গম ৫৩/৯) অর্থাৎ ধনুকের দুই ছিলার সমান ব্যবধান রইল মাত্র।

৪৮০৬. حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ ج (১) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ط قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ.

৪৮৫৬. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আয়াত দু'টোর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) বলেন, রসূল (ﷺ) জিব্রীল (عليه السلام)-কে দেখেছেন। তাঁর ছয়'শ ডানা ছিল। [৩২৩২] (আ.প্র. ৪৪৮৯, ই.ফা. ৪৪৯২)

৩/৫৩/৬০. بَاب قَوْلِهِ : ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ط.

৬৫/৫৩/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তখন আল্লাহ স্বীয় বান্দার প্রতি যা ওয়াহী করার ছিল, তা ওয়াহী করলেন। (সূরাহ আন-নাঙ্গম ৫৩/১০)

৪৮০৭. حَدَّثَنَا طَلْحُ بْنُ عَنَّتَمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ زُرَّارًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ ج (১) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ط قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ.

৪৮৫৭. শাইবানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যিব্রর (রহ.)-কে আল্লাহর বাণী : فَكَانَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فِي حَلْفِي وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى
بলেছেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) জিব্রীল (عليه السلام)-কে দেখেছেন। এ সময় তাঁর ডানা ছিল ছ'শ। [৩২৩২
(আ.প্র. ৪৪৯০, ই.ফা. ৪৪৯০)

باب : ٤/٥٣/٦٥ : ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾

৬৫/৫৩/৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তিনি তো স্বীয় রবের মহান নিদর্শনসমূহ দর্শন করেছেন। (সূরাহ
আন-নাজম ৫৩/১৮)

٤٨٥٨. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ قَالَ رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْأَفُقَ.

৪৮৫৮. 'আবদুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায়
বলেন, রসূল (ﷺ) সবুজ একটি 'রফরফ' দেখেছিলেন যা পুরো আকাশ জুড়ে রেখেছিল। [৩২৩৩ (আ.প্র.
৪৪৯১, ই.ফা. ৪৪৯৪)

باب : ٥/٥٣/٦٥ : ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾

৬৫/৫৩/৫. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উয্যা সম্বন্ধে। (সূরাহ আন-নাজম
৫৩/১৯)

٤٨٥٩. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾ كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلْتُ سَوِيْقَ الْحَاجِّ.

৪৮৫৯. ইবনু 'আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী اللَّاتِ وَالْعُزَّى এর ব্যাখ্যায়
বলেন, এখানে 'লাত' বলে এ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে হাজীদের জন্য ছাতু গুলত। (আ.প্র. ৪৪৯২,
ই.ফা. ৪৪৯৫)

٤٨٦٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِي وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى
فَلَيْقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

৪৮৬০. আবু হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি
কসম করে বলে যে, লাত ও উয্যার কসম, সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। আর যে ব্যক্তি তার
সাথীকে বলে, এসো আমি তোমার সঙ্গে জুয়া খেলব, তার সদাকাহ দেয়া কর্তব্য। [৬১০৭, ৬৩০১, ৬৬৫০;
মুসলিম ২৭/২, হাঃ ১৬৪৭, আহমাদ ৮০৯৩] (আ.প্র. ৪৪৯৩, ই.ফা. ৪৪৯৬)

﴿وَمَنَاةَ الْوَالِدَةِ الْآخْرَى﴾. بَاب : ٦/٥٣/٦٥

৬৫/৫৩/৬. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে? (সূরাহ আন-নাযম ৫৩/২০)

٤٨٦١. حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ سَمِعْتُ عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهْلَ بَيْتَةِ الطَّاعِيَةِ النَّبِيِّ بِالْمُسَلَّلِ لَا يَطْوُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ سُفْيَانُ مَنَاةُ بِالْمُسَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا هُمْ وَعَسَانُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا يَهْلُونَ لِمَنَاةَ مِثْلَهُ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يَهْلُ لِمَنَاةَ وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ كُنَّا لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةَ نَحْوَهُ.

৪৮৬১. ‘উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত মানাত দেবীর নামে যারা ইহ্রাম বাঁধতো, তারা সাফা ও মারওয়াল মাঝে তাওয়াফ করতো না। তারপর আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করলেন, “সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম।” এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও মুসলিমগণ তাওয়াফ করলেন। সুফয়ান (রহ.) বলেন, ‘মানাত’ কুদায়দ-এর মুশাল্লাল-এ অবস্থিত ছিল। অপর এক বর্ণনায় আবদুর রহমান ইবনু খালিদ (রহ.)..... ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের আগে আনসার ও গাস্‌সান গোত্রের লোকেরা মানাতের নামে ইহ্রাম বাঁধতো। হাদীসের বাকী অংশ সুফয়ানের বর্ণনার মতই। অপর এক সূত্রে মা‘মার (রহ.)..... ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের কতক লোক মানাতের নামে ইহ্রাম বাঁধতো, মানাত মাক্কাহ ও মাদীনাহর মাঝে রাখা একটি দেবমূর্তি। তারা বললেন, হে আল্লাহর নাবী! মানাতের সম্মানার্থে আমরা সাফা ও মারওয়াল মাঝে তাওয়াফ করতাম না। এ হাদীসটি আগের হাদীসেরই মত। [১৬৪৩] (আ.প্র. ৪৪৯৪, ই.ফা. ৪৪৯৭)

﴿فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾. بَاب : ٧/٥٣/٦٨

৬৫/৫৩/৭. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : অতএব আল্লাহকে সাজদাহ কর এবং তাঁরই ‘ইবাদাত কর। (সূরাহ আন-নাযম ৫৩/৬২)

٤٨٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِاللَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْحِنُّ وَالْإِنْسُ تَابِعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ظَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَلِيَّةَ ابْنَ عَبَّاسٍ.

৪৮৬২. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সূরাহ নাযমের মধ্যে সাজদাহ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মুসলিম, মুশরিক, জিন ও মানব সবাই সাজদাহ করল। আইয়ুব (রহ.)-এর সূত্রে ইব্রাহীম ইবনু তাহ্মান (রহ.) উপরোক্ত বর্ণনার অনুসরণ করেছেন; তবে ইবনু উলাইয়্যাহ (রহ.) আইয়ুব (রহ.)-এর সূত্রে ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنهما)-এর কথা উল্লেখ করেননি। [১০৭১] (আ.প্র. ৪৪৯৫, ই.ফা. ৪৪৯৮)

৫৮৬৩. ৪৮৬৩. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাজদাহর আয়াত সম্বলিত অবতীর্ণ হওয়া সর্বপ্রথম সূরাহ হলো আন-নাযম। এ সূরার মধ্যে রসূল (ﷺ) সাজদাহ করলেন এবং সাজদাহ করল তাঁর পেছনের সকল লোক। তবে এক ব্যক্তিকে আমি দেখলাম, এক মুঠ মাটি হাতে তুলে তাতে সাজদাহ করছে। এরপর আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। সে হল 'উমাইয়াহ ইবনু খালফ। (আ.প্র. ৪৪৯৬, ই.ফা. ৪৪৯৯)

(৫৮) سُورَةُ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

সূরাহ (৫৮) : ইক্বতারা বা তিস সা-আহু (আল-কামার)

قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مُسْتَمِرٌّ﴾ ذَاهِبٌ ﴿مُزْدَجَّرٌ﴾ مَتْنَاهُ ﴿وَازْدَجَرَ﴾ فَاسْتَطِيرَ جُنُودًا ﴿دُسِرَ﴾ أَضْلَاعُ السَّيْفِيَّةِ ﴿لَمَنْ كَانَ كُفْرًا﴾ يَقُولُ كُفْرًا لَهُ جَزَاءٌ مِنَ اللَّهِ ﴿مُحْتَضَرٌ﴾ يَخْضِرُونَ الْمَاءَ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ ﴿مُهْطِعِينَ﴾ النَّسْلَانُ الْحَبَبُ السَّرَاعُ وَقَالَ عَزِيزٌ ﴿فَتَعَاطَى﴾ فَعَاظَهَا بِيَدِهِ فَعَقَرَهَا ﴿الْمُحْتَضِرُ﴾ كَجِطَارٍ مِنَ الشَّجَرِ مُخْتَرِقٍ ﴿ازْدَجَرَ﴾ افْتَعَلَ مِنْ رَجْرَتْ ﴿كُفْرًا﴾ فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءً لِمَا صُنِعَ بِنُوحٍ وَأَصْحَابِهِ ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾ عَذَابٌ حَقٌّ يُقَالُ ﴿الْأَسْرُ﴾ الْمَرَحُ وَالشَّجِيرُ

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **مُسْتَمِرٌّ** বিলুপ্ত। **مُزْدَجَّرٌ** বাধা দানকারী। **وَازْدَجَرَ** তাকে পাগল করে দেয়ার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। **دُسِرَ** নৌকার কীলক। **كَانَ كُفْرًا** এর কারণে যে নূহ (عليه السلام)-কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। **جَزَاءً** প্রতিদান আল্লাহর তরফ থেকে। **مُحْتَضَرٌ** তারা পানির জন্য উপস্থিত হবে। ইবনু জুবায়র (রহ.) বলেন, **مُهْطِعِينَ** তারা দ্রুত চলবে। ইবনু জুবায়র (রহ.) ব্যতীত অন্যরা বলেছেন, **فَتَعَاطَى** তারপর সে উদ্ভীটিকে ধরল এবং তাকে হত্যা করল। **الْمُحْتَضِرُ** শুকনো গাছের বেড়া যা জ্বলে গেছে। **رَجْرَتْ**, **صِيحَهُ** এর **افْتَعَلَ** বাতু হতে **ازْدَجَرَ** - **رَجْرَتْ** থেকে এর নিস্পন্ন। আমি নূহ এবং তাঁর কওমের সঙ্গে যা করেছি তা প্রতিদান ছিল ঐ 'আমালের, যা তাঁর কওমের লোকেরা তাঁর ও তাঁর সাথীদের সঙ্গে করেছিল। **مُسْتَقَرٌّ** আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি। **الْأَسْرُ** দাস্তিকতা ও অহংকার।

باب : ١/٥٤/٦٥ : ﴿وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا﴾

৬৫/৫৪/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। তারা যদি কোন মু'জিয়া দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরাহ আল-কামার ৫৪/১-২)

৪৮৬৪. **حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةٌ دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْهَدُوا.**

৪৮৬৪. 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ)-এর সময় চাঁদ খণ্ডিত হয়েছে। এর এক খণ্ড পর্বতের উপর এবং অপর খণ্ড পর্বতের নিচে পড়েছিল। তখন রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা সাক্ষী থাক। (৩৬৩৬) (আ.প্র. ৪৪৯৭, ই.ফা. ৪৫০০)

৪৮৬৫. **حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَخُنَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا اشْهَدُوا اشْهَدُوا.**

৪৮৬৫. 'আবদুল্লাহ ইব্নু মুজাহিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণ হল। এ সময় আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তা দু'টুকরো হয়ে গেল। তখন তিনি আমাদের বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, তোমরা সাক্ষী থাক। (৩৬৩৬) (আ.প্র. ৪৪৯৮, ই.ফা. ৪৫০১)

৪৮৬৬. **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ.**

৪৮৬৬. 'ইব্নু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর কালে চাঁদ খণ্ডিত হয়েছিল। (৩৬৩৮) (আ.প্র. ৪৪৯৯, ই.ফা. ৪৫০২)

৪৮৬৭. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةَ فَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ.**

৪৮৬৭. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহবাসীরা নাবী (ﷺ)-কে একটি নিদর্শন দেখাতে বলল। তখন তিনি তাদেরকে চাঁদ খণ্ডিত করে দেখালেন। (৩৬৩৭) (আ.প্র. ৪৫০০, ই.ফা. ৪৫০৩)

৪৮৬৮. **حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ.**

৪৮৬৮. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চন্দ্র দু' খণ্ডে খণ্ডিত হয়েছিল। (৩৬৩৭) (আ.প্র. ৪৫০১, ই.ফা. ৪৫০৪)

۲/۵۴/۶۵. **بَابُ : ﴿تَجَرَّبِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرًا﴾ (۱۱) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ**

৬৫/৫৪/২. **অধ্যায়:** আল্লাহর বাণী : যা চলত আমার চোখের সামনে। এটা ছিল তার জন্য পুরস্কার, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আর আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি, অতএব কোন নাসীহাত গ্রহণকারী আছে কি? (সূরাহ আল-কামার ৫৪/১৪-১৫)

قَالَ قَتَادَةُ أَبَقَى اللَّهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكَهَا أَوَائِلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নূহ (عليه السلام)-এর নৌকাটি রক্ষা করেছিলেন। ফলে এ উম্মাতের প্রাথমিক যুগের লোকেরাও তা পেয়েছে।

৪৮৬৭. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾.

৪৮৬৯. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) পড়তেন। | ৩৩৪১; মুসলিম ৫০/হাঃ ৮২৩, আহমাদ ৩৮৫৩ | (আ.প্র. ৪৫০২, ই.ফা. ৪৫০৫)

৩/৫৬/৬০. بَابُ : ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾

৬৫/৫৪/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি নাসীহাত গ্রহণের জন্য; অতএব কোন নাসীহাত গ্রহণকারী আছে কি? (সূরাহ আল-কামার ৫৪/১৭)

قَالَ مُجَاهِدٌ يَسَّرْنَا هَوْنًا قِرَاءَتَهُ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, يَسَّرْنَا আমি এর পঠন পদ্ধতি সহজ করে দিয়েছি।

৪৮৭০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾.

৪৮৭০. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) পড়তেন। | ৩৩৪১ | (আ.প্র. ৪৫০৩, ই.ফা. ৪৫০৬)

৪/৫৬/৬০. بَابُ : ﴿أَعْجَازُ نَحْلِ مُتَقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنَذِيرٍ﴾

৬৫/৫৪/৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড। অতএব কেমন কঠোর ছিল আমার আযাব ও আমার ভীতিপ্রদর্শন! (সূরাহ আল-কামার ৫৪/২০-২১)

৪৮৭১. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ أَوْ مُدْكِرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرؤها ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ قَالَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرؤها ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ ذَالًا.

৪৮৭১. আবু ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে আসওয়াদ (রহ.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন যে, আয়াতের মধ্যে مُدْكِرٍ না فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ। তিনি বললেন, আমি 'আবদুল্লাহকে আয়াতখানা فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ পড়তে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে আয়াতখানা 'দাল' দিয়ে পড়তে শুনেছি। | ৩৩৪১ | (আ.প্র. ৪৫০৪, ই.ফা. ৪৫০৭)

৫/৫৬/৬০. بَابُ : ﴿فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ - وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾

৬৫/৫৪/৫. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : ফলে তারা হয়ে গেল খোঁয়াড় নির্মাণকারীর দলিত শুকু তৃণ ও বৃক্ষের প্রশাখার ন্যায়। আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি নাসীহাত গ্রহণের জন্য, অতএব কোন নাসীহাত গ্রহণকারী আছে কি? (সূরাহ আল-কামার ৫৪/৩১-৩২)

৪৮৭২. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَنِّي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأَ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ الْآيَةَ.

৪৮৭২. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) পড়েছেন।

[৩৩৪১] (আ.প্র. ৪৫০৫, ই.ফা. ৪৫০৮)

۶/۵۴/۶۵. بَاب : ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ج (۲۸) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ﴾.

৬৫/৫৪/৬. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আর অতি প্রত্যুষে তাদের উপর আঘাত হানল বিরামহীন শাস্তি।

বলা হল : আশ্বাদন কর আমার আযাব এবং আমার সতর্কবাণীর মজা। (সূরাহ আল-কামার ৫৪/৩৮-৩৯)

৪৮৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾.

৪৮৭৩. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) পড়েছেন। [৩৩৪১] (আ.প্র.

৪৫০৬, ই.ফা. ৪৫০৯)

۷/۵۴/۶۵. بَاب : ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾.

৬৫/৫৪/৭. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আমি তো ধ্বংস করেছি তোমাদের সমপত্নী দলগুলোকে, অতএব

এ থেকে নাসীহাত গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরাহ আল-কামার ৫৪/৫১)

৪৮৭৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾.

৪৮৭৪. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সামনে

﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ পড়ার পর তিনি বললেন : ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ [৩৩৪১] (আ.প্র. ৪৫০৭, ই.ফা. ৪৫১০)

۸/۵۴/۶۵. بَاب قَوْلُهُ : ﴿سَيَهْرُمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾.

৬৫/৫৪/৮. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : অচিরেই এ দল পরাভূত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাবে।

(সূরাহ আল-কামার ৫৪/৪৫)

৪৮৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ وَهْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَيْهِ يَوْمَ بَدْرٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِن تَشَأْ

لَا تُعَبِّدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ يَتَّبِعُ فِي الدَّرَجِ

فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ ﴿سَيَهْرُمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾.

৪৮৭৫. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূল (ﷺ) বাদর যুদ্ধের দিন একটি ছোট্ট তাঁবুতে অবস্থান করে এ দু'আ করেছিলেন- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কামনা করছি! হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, আজকের দিনের পর তোমার 'ইবাদাত না কর হোক.... ঠিক এ সময়ই আবু বাকর সিদ্দীক (رضي الله عنه) তাঁর হস্ত ধারণ পূর্বক বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে বহু দু'আ করেছেন। এ সময় রসূল (ﷺ) বর্ম পরিহিত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন। তাই তিনি আয়াত দু'টো পড়তে পড়তে তাঁরু থেকে বেরিয়ে এলেন, "এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ পৃদর্শন করবে"- (সূরাহ আল-কামার ৫৪/৫১)। [২৯১৫] (আ.প্র. ৪৫০৮, ই.ফা. ৪৫১১)

بَاب : ٩/٥٤/٦٥ : ﴿بَلِّ السَّاعَةَ مَوْعِدَهُمْ وَالسَّاعَةَ أَذْهَى وَأَمْرٌ يَغْنِي مِنَ الْمَرَارَةِ.

৬৫/৫৪/৯. অধ্যায়: "অধিকতর কিয়ামাতে তাদের শাস্তির প্রতিশ্রুতিকাল এবং কিয়ামাত বড়ই কঠোর ও তিক্ততর।" (সূরাহ আল-কামার ৫৪/৪৬)

مَرَارَةٌ শব্দ থেকে অমর শব্দটির উৎপত্তি- যার মানে তিক্ততা।

٤٨٧٦. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يُسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَقَدْ أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ بِمَكَّةَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ ﴿بَلِّ السَّاعَةَ مَوْعِدَهُمْ وَالسَّاعَةَ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾.

৪৮৭৬. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদর যুদ্ধের দিন নাবী (ﷺ) ছোট্ট একটি আয়াতটি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর প্রতি মাঝাহুয় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তখন কিশোরী ছিলাম, খেলাধুলা করতাম। [৪৯৯৩] (আ.প্র. ৪৫০৯, ই.ফা. ৪৫১২)

٤٨٧٧. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ أَنْشُدَكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعَبِّدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَحْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدَّرَجِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ ﴿ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ - بَلِّ السَّاعَةَ مَوْعِدَهُمْ وَالسَّاعَةَ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾.

৪৮৭৭. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদর যুদ্ধের দিন নাবী (ﷺ) ছোট্ট একটি তাঁবুতে অবস্থান করে এ দু'আ করছিলেন, আয় আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূরণ কামনা করছি। হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, আজকের পর আর কখনো তোমার 'ইবাদাত না করা হোক.....। ঠিক এ সময় আবু বাকর (رضي الله عنه) রসূল (ﷺ)-এর হাত ধরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে বহু দু'আ করেছেন। এ সময় তিনি লৌহবর্ম পরে ছিলেন। এরপর তিনি এ আয়াত পড়তে পড়তে তাঁরু থেকে বের হয়ে এলেন : একদল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অধিকতর কিয়ামাত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর"। (সূরাহ আ-কামার ৫৪/৪৫-৪৬) [২৯১৫] (আ.প্র. ৪৫১০, ই.ফা. ৪৫১৩)

(৫৫) سُورَةُ الرَّحْمَنِ

সূরাহ (৫৫) : আর-রহমান

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مُحْسَبَانٍ﴾ كَحُسْبَانِ الرَّحَى وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ﴾ يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ وَالْعَصْفُ بَقْلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذَلِكَ الْعَصْفُ ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ رِزْقُهُ ﴿وَالْحَبُّ﴾ الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ وَالرَّيْحَانُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الرِّزْقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْعَصْفُ يُرِيدُ الْمَأْكُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ التَّضْيِجُ الَّذِي لَمْ يُؤْكَلْ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَقَالَ الصَّحَّاحُ الْعَصْفُ التَّيْنُ وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ الْعَصْفُ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيهِ التَّبْطُ هَبُورًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ ﴿وَالْمَارِجُ﴾ اللَّهَبُ الْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ مُجَاهِدٍ ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ لِلشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ مَغْرِبُهَا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿لَا يَبْغِيَانِ﴾ لَا يَخْتَلِطَانِ ﴿الْمُنْشَأَتُ﴾ مَا رُفِعَ قَلْعُهُ مِنَ السُّفْنِ فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قَلْعُهُ فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿كَالْمَفْحَارِ﴾ كَمَا يُصْنَعُ الْمَفْحَارُ ﴿الشُّوَاطِ﴾ لَهَبٌ مِنْ نَارٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مُحَاسٌ﴾ التُّحَاسُ الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَعْدَبُونَ بِهِ ﴿خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَتْرُكُهَا ﴿مُدْهَامَتَانِ﴾ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّبِيِّ صَلْصَالٍ طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلِ فَصَلْصَلٍ كَمَا يُصَلْصَلُ الْمَفْحَارُ وَيُقَالُ مُنْتِنٌ يُرِيدُونَ بِهِ صَلٌّ يُقَالُ صَلْصَلٌ كَمَا يُقَالُ صَرَ النَّبَابِ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ وَصَرَّصَرَ مِثْلُ كَبِكْبَيْتُهُ يَعْنِي كَبَيْتُهُ ﴿فَاكِهَةٌ وَتَخْلُ وَرُمَانٌ﴾ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ الرُّمَانُ وَالتَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ وَأَمَّا الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ فَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا كَمَا أُعِيدَ التَّخْلُ وَالرُّمَانُ وَمِثْلُهَا ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ ثُمَّ قَالَ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ وَقَدْ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿أَفْتَانٍ﴾ أَعْصَانٍ ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿قِيَامِي الْآءِ﴾ نَعْمِهِ وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿رَبِّكُمْ تَكْدِبَانِ﴾ يَعْنِي الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ يَغْفِرُ ذَنْبًا وَيَكْشِفُ كَرْبًا وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَضَعُ آخَرِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿بَرْزَخٌ﴾ حَاجِزٌ ﴿الْأَنَامُ﴾ الْخَلْقُ [أشار به إلى قوله تعالى : ﴿وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ وعن ابن عباس والشعبي : الأنام. كل ذي روح، وقيل : الإنس والجن]. ﴿نَضَّاحَتَانِ﴾ فَيَاصَتَانِ ﴿ذُو الْجَلَالِ﴾ ذُو الْعِظَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿مَارِجٌ﴾ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ يُقَالُ

হবে। হাসান (রহ.) বলেন, **فَبِأَيِّ آلَاءِ** আল্লাহর কোন অনুগ্রহকে? ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, মানব এবং দানব জাতিকে বোঝাবার জন্য **رَبِّكُمْ** দ্বি-বচনের **صِيغَه** ব্যবহার করা হয়েছে। আব্দু দারদা (رحمه الله) বলেন, **كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** (তিনি প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত)-এর ভাবার্থ হচ্ছে, প্রত্যহ তিনি মানুষের গুনাহ ক্ষমা করেন, বিপদ বিদূরিত করেন, এক সম্প্রদায়কে সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং অপর সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটান। ইব্নু 'আব্বাস (رحمه الله) বলেন, **بَرَزُحُ** অন্তরাল। **الْأَنَامُ** সৃষ্ট জীব। **نَضَّاخَتَانِ** খায়ের ও বারাকাতে উচ্ছলিত। **ذُو الْجَلَالِ** মহিমাময়। ইব্নু 'আব্বাস (رحمه الله) ব্যতীত অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, **مَارِجٌ** নির্ধম অগ্নিশিখা। রাজা প্রজাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়ার পর তারা যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবাধে অত্যাচার করতে আরম্ভ করে তখন বলা হয়, **الْأَمِيرُ مَرَجَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ مَرَجَ** মানুষের বিষয়টি গোলমালে হয়ে পড়েছে। **مَرِيحٌ** দোদুল্যমান। **مَرِجَ الْبَحْرَيْنِ** দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়ে গিয়েছে। **مَرَجَتْ دَابَّتَكَ** এর উৎপত্তি অর্থাৎ তুমি ছেড়ে দিয়েছ। **سَنَفَرُغُ لَكُمْ** অচিরেই আমি তোমাদের হিসাব গ্রহণ করব কারণ কোন অবস্থা আল্লাহ তা'আলাকে অন্য অবস্থা হতে গাফিল করতে পারে না। এ ধরনের ব্যবহার-বিধি আরবী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ। যেমন বলা হয়, **لَا تَفَرَّغَنَّ** অথচ তার কোন ব্যস্ততা নেই (বরণ এ ধরনের কথা ধমক-স্বরূপ বলা হয়ে থাকে)। এ বাক্যের মাধ্যমে বক্তা শ্রোতাকে এ কথাই বোঝাতে চায় যে, অবশ্যই আমি তোমাকে তোমার এ গাফলতের মজা আশ্বাদন করাব।

১/০০/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَمِنْ ذُنُوبِهِمَا جَنَّتَانِ﴾**

৬৫/৫৫/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : সেখানে এ দু'টি ব্যতীত আরও দু'টি বাগান রয়েছে। (সূরাহ আর রহমান ৫৫/৬২)

৪৮৭৮. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍَا الْجَوْزِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فَضَّةٍ أَيْبُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ أَيْبُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِذَاءُ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ.**

৪৮৭৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স (رحمه الله) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, (জান্নাতের মধ্যে) দু'টি বাগান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং এর ভিতরে সকল বস্তু রৌপ্য নির্মিত হবে এবং (জান্নাতে) আরো দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং ভিতরের সকল বস্তু সোনার তৈরী হবে। জান্নাতে আদনের মধ্যে জান্নাতী লোকেরা তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবে। এ জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের এ দর্শনের মাঝে আল্লাহর সত্তার ওপর জড়ানো তাঁর বিরাটত্বের চাদর ছাড়া আর কোন জিনিস থাকবে না। [৪৮৮০, ৭৪৪৪; মুসলিম ১/৮০, হাঃ ১৮০, আহমাদ ৮৪২৭] (আ.প্র. ৪৫১১, ই.ফা. ৪৫১৪)

﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْحَيَامِ﴾ ۲/৫০/৬০. بَابُ

৬৫/৫৫/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত গৌর বর্ণের হর। (সূরাহ আর রহমান ৫৫/৭২)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحُورُ السُّودُ الْحَدَقِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَّقْصُورَاتٌ مَحْبُوسَاتٌ قُصِرَ ظَرْفُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَاصِرَاتٌ لَا يَبْغِينَ غَيْرَ أَزْوَاجِهِنَّ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, حُورُ কালো মনি যুক্ত চক্ষু। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, مَّقْصُورَاتُ তাদের দৃষ্টি এবং তাদের সত্তা তাদের স্বামীদের জন্য সুরক্ষিত থাকবে। فَاصِرَاتُ তারা তাদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। তারা তাদের ছাড়া অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করবে না।

٤٨٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْزِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَيْمَةً مِنْ لَوْلُؤَةٍ مَجُوفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِثْلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ.

৪৮৭৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মোতির একটি তাঁবু থাকবে। এর প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। এর প্রতি কোণে থাকবে হর-বালা। এদের এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদার লোকেরা তাদের কাছে যাবে। এতে থাকবে দু'টি বাগান, যার সকল পাত্র এবং ভেতরের সকল বস্তু হবে রূপার তৈরী। |৩২৪৩| (আ.প্র. ৪৫১২, ই.ফা. ৪৫১৫)

٤٨٨٠. وَجَنَّاتٍ مِنْ فِضَّةٍ آيَاتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّاتٍ مِنْ كَذَا آيَاتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِذَاءَ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ.

৪৮৮০. তেমনি আরো দু'টি বাগান থাকবে, যার পাত্র এবং ভিতরের সমস্ত জিনিস হবে স্বর্ণের নির্মিত। জান্নাতে আদনের মধ্যে জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহর বিরাত্তের জ্যোতির্ময় আভা ভিন্ন আর কিছু থাকবে না। |৪৮৭৮| (আ.প্র. ৪৫১২, ই.ফা. ৪৫১৫)

(৫৬) سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

সূরাহ (৫৬) : ওয়াকি'আহ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿رُجَّتْ﴾ زُلْزِلَتْ ﴿بُسَّتْ﴾ فُتَّتْ لُتَّتْ كَمَا يُلْتُ السَّوِيْقُ ﴿الْمَخْضُودُ﴾ الْبُوقَرُ حَمَلًا وَيُقَالُ أَيْضًا لَا شَوْكَ لَهُ ﴿مَنْضُودٌ﴾ الْمَوْرُ ﴿وَالْعُرْبُ﴾ الْمَحَبَّاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ ﴿ثُلَّةٌ﴾ أُمَّةٌ ﴿يَحْمُومٌ﴾ دُخَانٌ أَسْوَدٌ ﴿يُصِرُّونَ﴾ يُدِيمُونَ ﴿الْهَيْمُ﴾ الْإِبِلُ الظَّمَاءُ ﴿الْمَعْرُومُونَ﴾ لَمْ يُؤْمَرُوا ﴿مَدْيِينِينَ﴾ مُحَاسِبِينَ رَوْحُ جَنَّةِ

وَرَحَاءَ ﴿وَرِيحَانٌ﴾ الرَّزْقُ ﴿وَنُنْشِئْكُمْ فِي﴾ أَيَّ خَلْقٍ نَّشَاءُ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿تَفَكَّهُونَ﴾ تَعَجَّبُونَ عُرْبًا مُتَقَلَّاةً
وَاجِدَهَا عَرُوبٌ مِثْلُ صَبُورٍ وَصَبْرٍ يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْعَرَبِيَّةِ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ الْعَنِجَةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَةَ.

وَقَالَ فِي ﴿خَافِضَةً﴾ لِقَوْمٍ إِلَى النَّارِ ﴿وَرَافِعَةً﴾ إِلَى الْجَنَّةِ ﴿مَوْضُوءَةً﴾ مَنَسُوجَةٍ وَمِنْهُ وَصِيْنُ النَّاقَةِ
وَالْكُؤُبُ لَا آدَانَ لَهُ وَلَا عُرْوَةَ ﴿وَالْأَبَارِيْقُ﴾ ذَوَاتُ الْأَدَانِ وَالْعُرَى ﴿مَسْكُوبٌ﴾ جَارٍ ﴿وَفُرَيْشٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴿مُتْرَفِينَ﴾ مُتَّعِينَ ﴿مَا تُمْنُونَ﴾ مِنَ التَّنْظِفِ يَعْنِي هِيَ التَّنْظِفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ
﴿لِلْمَقْوِينَ﴾ لِلْمَسَافِرِينَ وَالْقِيِّ الْقَفْرِ ﴿بِمَوَاقِعِ التَّجُومِ﴾ بِمَحْكَمِ الْقُرْآنِ وَيُقَالُ بِمَسْقِطِ التَّجُومِ إِذَا
سَقَطَ وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ وَاحِدٌ ﴿مُذْهِنُونَ﴾ مُكَذِّبُونَ مِثْلُ ﴿لَوْ تُذْهِنُ فَيُذْهِنُونَ فَسَلَامٌ لَّكَ﴾ أَيُّ مُسَلِّمٌ لَّكَ
إِنَّكَ ﴿مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ وَالْغَيْثُ إِنَّ وَهُوَ مَعْنَاهَا كَمَا تَقُولُ أَنْتَ مُصَدِّقٌ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ إِذَا كَانَ قَدْ
قَالَ إِنِّي مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ وَقَدْ يَكُونُ كَالدَّعَاءِ لَهُ كَقَوْلِكَ فَسَقِيًّا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلَامَ فَهُوَ مِنَ
الدَّعَاءِ ﴿ثَوْرُونَ﴾ تَسْتَخْرِجُونَ أَوْرِيثَ أَوْقَدْتِ ﴿لَعْوَالٌ﴾ بَاطِلًا ﴿تَأْتِيْمًا﴾ كَذِبًا.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, رَجَّتْ প্রকম্পিত হবে। চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া, ছাত্তু যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয় তেমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। বোঝার কারণে চরম ভারাক্রান্ত। কষ্টকর বৃক্ষকেও মূছুদূ বলা হয়। মনুসূদ কলা। الْعُرْبُ স্বামীর কাছে প্রিয়তমা স্ত্রীগণ। ئُمَّة উম্মত। مَحْمُوم কালো ধোঁয়া। তারা অবিরাম করতে থাকবে। لَمَغْرُمُونَ যাদের উপর ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। رَوْح উদ্যান ও কোমলতা। الرِّيحَانُ জীবনোপকরণ। نُنْشِئْكُمْ যে কোন আকৃতিতে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করব। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য মুফাসসির বলেন, تَفَكَّهُونَ তোমরা বিস্মিত হয়ে যাবে। عُرْبًا বহুবচন। একবচনে عَرُوبٌ যেমন, صَبْرٌ বহুবচন। একবচনে صَبُورٍ মক্কাবাসী লোকেরা তাকে الْعَرَبِيَّة মাদীনাহবাসী লোকেরা الْعَنِجَةَ এবং ইরাকী লোকেরা তাকে الشَّكِلَةَ বলে। خَافِضَةٌ তা একদল লোককে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। رَافِعَةٌ তা একদল লোককে জান্নাতে নিয়ে যাবে। الْكُؤُبُ (শিকড়) (অর্থ উটের পালানের রশি) وَصِيْنُ النَّاقَةِ শব্দটির উৎপত্তি। এর থেকেই مَوْضُوءَةٌ মনুসূদূ নল ও হাতলবিহীন পানপাত্র। الْأَبَارِيْقُ নল ও হাতল সম্পন্ন লোটা। مَسْكُوبٌ প্রবহমান। مَرْفُوعَةٌ একটির উপর আরেকটি বিছানো শয্যাসমূহ। مُتْرَفِينَ ভোগ বিলাসী লোকজন। مَا تُمْنُونَ মহিলাদের গর্ভাশয়ে নিষ্কিণ্ড বীর্ষ। الْقِيِّ মুসাফিরদের জন্য। ঘাস, পানি এবং জন-মানবহীন ভূমি। بِمَوَاقِعِ التَّجُومِ কুরআনের মুহকাম আয়াতসমূহ। نَسْقِطِ التَّجُومِ নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের স্থান। مَوَاقِعُ এবং لَوْ تُذْهِنُ শব্দ দু'টো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। مُذْهِنُونَ তুচ্ছকারী লোকজন। যেমন অন্যত্র আছে, فَيُذْهِنُونَ যদি তুমি তুচ্ছ কর, তবে তারাও তুচ্ছ করবে। فَسَلَامٌ لَّكَ তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

কেননা, তুমি দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে إِنَّ শব্দটি উহ্য আছে। যেমন, إِنَّي مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ এর উত্তরে কথিত إِنَّكَ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ বাক্যের মাঝে إِنَّ শব্দটি উহ্য আছে। মূলে ছিল مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ শ্রোতার প্রতি দু'আ হিসেবেও سَلَامٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন فَسَقِيَا مِنَ الرَّجَالِ (পরিভ্রমণ লোকজন) বাক্যটিও দু'আ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। سَلَامٌ শব্দটিকে مَرْفُوعٌ পড়া হলে তা দু'আ হিসেবেই গণ্য হবে। তোমরা বের কর, প্রজ্জ্বলিত কর। পক্ষান্তরে أَوْزَيْتُ بِمَعْرِزٍ أَوْ فَدْتُ থেকে تَوَزُّونَ শব্দটির উৎপত্তি। لَفَّوْا অসার। تَأْتِيْنَا মিথ্যা বাক্য।

۱/۵۶/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَوَظَلَّ مَمْدُودٌ﴾

৬৫/৫৬/১. অধ্যায়: আন্বাহর বাণী : সুবিস্তৃত ছায়া। (সূরাহ ওয়াকি'আহ ৫৬/৩০)

৪৮৮১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً يَسِيرُ الرَّابِئُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَافْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَوَظَلَّ مَمْدُودٌ﴾

৪৮৮১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় একজন সওয়ারী একশত বছর চলতে থাকবে, তবুও সে এ ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি (সম্প্রসারিত ছায়া) পাঠ কর। [৩২৫২] (আ.প্র. ৪৫১৩, ই.ফা. ৪৫১৬)

(৫৭) سُورَةُ الْحَدِيدِ

সূরাহ (৫৭) : আল-হাদীদ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ﴾ مَعْمَرِ بْنِ فِيهِ ﴿مِنَ الظُّلْمِ إِلَى الثُّورِ﴾ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الْهُدَى ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ﴾ جَنَّةٌ وَسِلَاحٌ ﴿مَوْلَاكُمْ﴾ أَوْلَىٰ بِكُمْ ﴿لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقَالُ ﴿الظَّاهِرُ﴾ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِمْنَا ﴿وَالْبَاطِنُ﴾ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِمْنَا ﴿أَنْظِرُونَا﴾ أَنْظِرُونَا.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ আমি তোমাদেরকে তাতে আবাদকারী বানিয়েছি। مِنَ الظُّلْمِ إِلَى الثُّورِ ভাষি থেকে হিদায়াতের দিকে। وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ ঢাল ও অস্ত্রশস্ত্র। مَوْلَاكُمْ তিনিই তোমাদের জন্য যোগ্য। لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ যাতে কিতাবী লোকেরা জানতে পারে। বলা হয়, বস্তুর বাহ্যিক বিষয়ের উপরও عَلِمٌ ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপরও عَلِمٌ ব্যবহৃত হয়। أَنْظِرُونَا তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর।

(৫৮) سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

সূরাহ (৫৮) : মুজাদালাহ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿يُشَاقُّونَ اللَّهَ﴾ كَيْتُؤَا ﴿كَيْتُؤَا﴾ أَخْرَجُوا مِنَ الْحِزْبِ ﴿اسْتَحْوَذَ﴾ غَلَبَ. سُورَةُ الْحَشْرِ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ﴿يُشَاقُّونَ اللَّهَ﴾ তারা (আল্লাহর) বিরোধিতা করছে। কَيْتُؤَا তাদেরকে অপদস্থ করা হবে। ﴿الْحِزْبِ﴾ ধাতু হতে উক্ত শব্দটির উৎপত্তি। ﴿اسْتَحْوَذَ﴾ সে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

(৫৯) سُورَةُ الْحَشْرِ

সূরাহ (৫৯) : আল-হাশর

﴿الْحِلَاءَ﴾ الإِخْرَاجَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ.

﴿الْحِلَاءَ﴾ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নির্বাসিত করা।

: ۱/۵۹/۶۵. بَاب :

۷۵/۵৯/১. অধ্যায়:

৪৮৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَدْرِ قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَيْتِ النَّضِيرِ.

৪৮৮২. সাঈদ ইব্নু যুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্নু আব্বাস (رضي الله عنه)-কে সূরাহ তাওবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ তো লাঞ্ছনাকারী সূরা। অর্থাৎ তাদের একদল এই করেছে, আরেক দল ওই করেছে, এ বলে একাধারে এ সূরাহ অবতীর্ণ হতে থাকলে লোকেরা ধারণা করতে লাগলো যে, এ সূরায় উল্লেখ করা হবে না, এমন কেউ আর তাদের মধ্যে বাকী থাকবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে সূরাহ আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাটি বাদ্র যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তাকে সূরাহ হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বানু নযীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। [৪০২৯; মুসলিম ৫৪/৬, হাঃ ৩০৩১] (আ.প্র. ৪৫১৪, ই.ফা. ৪৫১৭)

৪৮৮৩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْتُ سُورَةُ النَّضِيرِ.

৪৮৮৩. সাঈদ ইব্নু যুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্নু আব্বাস (رضي الله عنه)-কে 'সূরাহ হাশর' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাকে 'সূরাহ বানী নায়ীর' বল। [৪০২৯] (আ.প্র. ৪৫১৫, ই.ফা. ৪৫১৮)

۶۵/۵۹/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ﴾ نَخْلَةٍ مَا لَمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرْنِيَّةً.

৬৫/৫৯/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তোমরা যে খজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ বা যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এতো এ জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্চিত করবেন— (সূরাহ আল-হাশর ৫৯/৫) । لَيْنَةٍ এবং بَرْنِيَّةً ব্যতীত সর্বপ্রকার খেজুরকেই لَيْنَةٍ বলা হয় ।

১৮৮৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾.

৪৮৮৪. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বানী নযীর গোত্রের খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কেটে ফেলেছিলেন। এ গাছগুলো ছিল 'বুয়াইরা' নামক জায়গায়। এরপর অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ তা'আলা : তোমরা যে খজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ বা যেগুলোকে কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এ এজন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্চিত করবেন। [২৩২৬] (আ.প্র. ৪৫১৬, ই.ফা. ৪৫১৯)

۶۵/۵۹/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾.

৬৫/৫৯/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আল্লাহ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রসূল (ﷺ)-কে যা কিছু দিয়েছেন। (সূরাহ আল-হাশর ৫৯/৭)

১৮৮৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوَيْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ يَحْتَلِ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكَرَاعِ عِدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

৪৮৮৫. 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু নযীরের বিষয়-সম্পত্তি ঐ সমস্ত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল্লাহ তাঁর রসূলকে 'ফাই' হিসেবে দিয়েছেন এ জন্য যে মুসলিমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে অরোহণ করে যুদ্ধ করেনি। সুতরাং এটা খাস ছিল রসূল (ﷺ)-এর জন্য। এর থেকে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য এক বছরের খরচ দান করতেন। এরপর বাকিটা তিনি অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘোড়া সংগ্রহের পিছনে ব্যয় করতেন আল্লাহর পথে জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে। [২৯০৪] (আ.প্র. ৪৫১৭, ই.ফা. ৪৫২০)

۶۵/۵۹/৬১. بَابُ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾.

৬৫/৫৯/৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর (এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক)। (সূরাহ আল-হাশর ৫৯/৭)

১৪৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُؤْتَشِمَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُتَغَيِّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَبَلَعَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْتَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَيْتَ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتَ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ج وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ج﴾ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَعَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَادْهَبِي فَاظْطَرِّي فَذَهَبَتْ فَتَنْظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا.

৪৮৮৬. ‘আবদুল্লাহু (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ লা’নাত করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীরে উষ্ণি অংকণ করে, নিজ শরীরে উষ্ণি অংকণ করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভুরু-চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। সে সব নারী আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি আনয়ন করে। এরপর বানী আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়াকুব নামের এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌছলে সে এসে বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি লা’নাত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যার প্রতি লা’নাত করেছেন, আল্লাহর কিতাবে যার প্রতি লা’নাত করা হয়েছে, আমি তাঁর প্রতি লা’নাত করব না কেন? তখন মহিলা বলল, আমি দুই ফলকের মাঝে যা আছে তা (পূর্ণ কুরআন) পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, তা তো এতে পাইনি। ‘আবদুল্লাহু বললেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তাহলে অবশ্যই তা পেতে, তুমি কি পড়নি রসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। মহিলাটি বলল, হাঁ নিশ্চয়ই পড়েছি। ‘আবদুল্লাহু (رضي الله عنه) বললেন, রসূল (ﷺ) এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলা বলল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারও এ কাজ করে তিনি বললেন, তুমি যাও এবং ভালমত দেখে এসো। এরপর মহিলা গেল এবং ভালভাবে দেখে এলো। কিন্তু তার দেখার কিছুই দেখতে পেলো না। তখন ‘আবদুল্লাহু (رضي الله عنه) বললেন, যদি আমার স্ত্রী এমন করত, তবে সে আমার সঙ্গে একত্র থাকতে পারত না। [৪৮৮৭, ৫৯০১, ৫৯০৯, ৫৯৪৩, ৫৯৪৮; মুসলিম ৩৭/৩৩, হাঃ ২১২৫, আহমাদ ৪৩৪৩। (আ.প্র. ৪৫১৮, ই.ফা. ৪৫২১)]

১৪৮৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ.

৪৮৮৭. ‘আবদুল্লাহু (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারী নকল চুল লাগায়, তার প্রতি রসূল (ﷺ) লা’নাত করেছেন। রাবী (রহ.) বলেন, আমি উম্মু ইয়াকুব নামক মহিলার নিকট হতে হাদীসটি শুনেছি, তিনি ‘আবদুল্লাহু (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, মানসূরের হাদীসের মতই। [৪৮৮৬। (আ.প্র. ৪৫১৯, ই.ফা. ৪৫২২)]

৫/০৭/৬০. **بَاب : ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾**

৬৫/৫৯/৫. **অধ্যায়:** “আনসারদের যারা এ নগরীতে বসবাস করে আসছে ও ঈমান এনেছে, (তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য তাঁরা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না)।” (সূরাহ আল-হাশর ৫৯/৯)

৪৮৮৮. **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْقِبُ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصِيَ الخَلِيفَةَ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِيَيْنَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَأَوْصِيَ الخَلِيفَةَ بِالْأَنْصَارِ ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئِهِمْ.**

৪৮৮৮. ‘আমর ইবনু মায়মুন (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার (رضي الله عنه) বলেছেন, আমি আমার পরবর্তী খালীফাকে ওসীয়াত করেছি, প্রথম যুগের মুহাজিরদের হাক আদায় করার জন্য এবং আমি পরবর্তী খালীফাকে আনসারদের ব্যাপারে ওসীয়াত করছি, যারা নাবী (ﷺ)এর হিজরাতের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করতেন এবং ঈমান এনেছিলেন যেন তিনি তাদের পুণ্যানদের সৎকর্মকে গ্রহণ করেন এবং দোষ-ত্রুটিকে ক্ষমা করে দেন। [১৩৯২] (আ.প্র. ৪৫২০, ই.ফা. ৪৫২৩)

৬/০৭/৬০. **بَاب قَوْلُهُ : ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ الْآيَةَ**

৬৫/৫৯/৬. **অধ্যায়:** আল্লাহর বাণী : এবং তাঁরা তাঁদের নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় (নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও) শেষ পর্যন্ত। (সূরাহ আল-হাশর ৫৯/৯)

الحِصَاصَةُ الْفَاقَةُ الْمُفْلِحُونَ الْفَائِزُونَ بِالْخُلُودِ وَالْفَلَاحُ الْبَقَاءُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عَجَلٌ وَقَالَ الْحَسَنُ حَاجَةً حَسَدًا.

الفَلَاحُ الْفَلَاحُ যারা (জান্নাতে) চিরকাল থাকার সফলতা অর্জন করেছেন। স্বায়িত্ব। স্থায়িত্ব। স্বায়াত্ব। الفَلَاحُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ সফলতা ও চিরস্থায়ী জীবনের দিকে তাড়াতাড়ি আস। হাসান (রহ.) বলেন, حَاجَةً হিংসা।

৪৮৮৯. **حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ زُرَّوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أُنَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا رَجُلٌ يُصِيفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرَحِمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ صِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصَّبِيَّةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصَّبِيَّةَ الْعِشَاءَ فَنَوْمِيهِمْ وَتَعَالَى فَاطْفِي السِّرَاجِ وَنَطَوِي بَطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ عَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَجِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾**

৪৮৮৯. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, আমি খুব ক্ষুধার্ত। তখন তিনি তাঁর সহধর্মীদের নিকট পাঠালেন; কিন্তু তিনি তাদের কাছে কিছুই পেলেন না। এরপর রসূল (ﷺ) বললেন, এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমানদারী করতে পারে? আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমাত করবেন। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আছি, হে আল্লাহর রসূল! এরপর তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং নিজ স্ত্রীকে বললেন, ইনি রসূল (ﷺ)-এর মেহমান। কোন জিনিস জমা করে রাখবে না। মহিলা বলল, আল্লাহর কসম! আমার কাছে ছেলে-মেয়েদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, ছেলেমেয়েরা রাতের খাবার চাইলে তুমি তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিও, (খাবার নিয়ে) আমার কাছে আসিও, অতঃপর বাতিটি নিভিয়ে দিও। আজ রাতে আমরা ভুখা থাকব। সুতরাং মহিলা তা-ই করল। পরদিন সকালে আনসারী সহাবী রসূল (ﷺ)-এর খিদমাতে আসলেন। তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন অথবা অমুক অমুকের কাজে আল্লাহ হেসেছেন। এরপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : “এবং তাঁরা তাদের নিজেদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগস্ত হওয়া সত্ত্বেও।” [৩৭৯৮] (আ.প্র. ৪৫২১, ই.ফা. ৪৫২৪)

(৬০) سُورَةُ الْمُمتَحِنَةِ

সূরাহ (৬০) : আল-মুমতাহিনাহ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿لَا تَجْعَلْنَا﴾ فِتْنَةً لَا تُعَذِّبُنَا بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى الْحَقِّ مَا أَصَابَهُمْ هَذَا
﴿بِعِصْمِ الْكُوفِرِ﴾ أَمْرَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفْرَاقُ نِسَائِهِمْ كُنَّ كُوفِرَ بِمَكَّةَ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, لَا تَجْعَلْنَا আমাদেরকে কাফিরদের হাতে শাস্তি দিও না। তাহলে তারা বলবে, যদি মুসলিমরা হাকের ওপর থাকত, তাহলে তাদের ওপর এ মুসীবত আসত না। بِعِصْمِ الْكُوفِرِ নাবী (ﷺ)-এর সহাবীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁরা যেন তাদের ঐ স্ত্রীদের বর্জন করে, যারা মক্কাতে কাফির অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

باب : ১/৬০/৬০ : ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾

৬৫/৬০/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : (হে মু'মিনগণ!) আমার শত্রু তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (সূরাহ আল-মুমতাহিনাহ ৬০/১)

৪৮৯০. حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبَ عَلِيٍّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالرُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاجٍ فَإِنَّ بِهَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَذَهَبْنَا نَعَادَى بِنَا حَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالطَّعِينَةِ فَقُلْنَا أخرجي الكتابَ فقالت ما معي من كتابٍ فقلنا لأخرجين الكتابَ أو لثلقين السيابَ فأخرجته من عقاصها فأتيتنا به النبي ﷺ فإذا فيه من حاطبِ بنِ

أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنَابِسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخَيِّرُهُمْ بَعْضُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هَذَا يَا حَاطِبُ قَالَ لَا تَعَجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُمَوًا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَضْرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَطْلَعَ عَلَيَّ أَهْلَ بَدْرٍ فَقَالَ اغْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ قَالَ عَمْرُو وَنَزَلَتْ فِيهِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ قَالَ لَا أَذْرِي الْآيَةَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَوْلُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ قِيلَ لِسُفْيَانَ فِي هَذَا فَنَزَلَتْ ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ الْآيَةَ قَالَ سُفْيَانُ هَذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو مَا تَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أَرَى أَحَدًا حَفِظَهُ غَيْرِي.

৪৮৯০. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) যুবায়র (রাঃ), মিকদাদ (রাঃ) ও আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা 'রওয়া খাখ' নামক স্থানে যাও। সেখানে এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলা পাবে। তার সঙ্গে একখানা পত্র আছে, তোমরা তার থেকে সে পত্রখানা নিয়ে নিবে। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে ছুটে চলল। যেতে যেতে আমরা রওয়ায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছেই আমরা উষ্ট্রারোহিণীকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, পত্রখানা বের কর সে বলল, আমার সঙ্গে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই তুমি পত্রখানা বের করবে, অন্যথায় তোমাকে বিবস্ত্র করে ফেলা হবে। এরপর সে তার চুলের বেনী থেকে পত্রখানা বের করল। আমরা পত্রখানা নিয়ে নাবী (রাঃ)-এর কাছে এলাম। দেখা গেল, পত্রখানা হাতিব ইব্নু আবু বাল্তাআহ (রাঃ)-এর পক্ষ হতে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে লেখা যাতে তিনি নাবী (রাঃ)-এর বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। নাবী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হাতিব কী ব্যাপার? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ব্যাপারে ডুড়িং কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশীয় লোকদের সঙ্গে বসবাসকারী এক ব্যক্তি; কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার কোন বংশগত সম্পর্ক নেই। আপনার সঙ্গে যত মুহাজির আছেন, তাদের সবারই সেখানে আত্মীয়-স্বজন আছে। এসব আত্মীয়-স্বজনের কারণে মাঝাহয় তাদের পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ রক্ষা পাচ্ছে। আমি চেয়েছিলাম, যেহেতু তাদের সঙ্গে আমার বংশীয় কোন সম্পর্ক নেই, তাই এবার যদি আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহলে হয়তো তারাও আমার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াবে। কুফর ও স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করার মনোভাব নিয়ে আমি এ কাজ করিনি। তখন নাবী (রাঃ) বললেন, সে তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন এক্ষুণি আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেই। নাবী (রাঃ) বললেন, সে বাদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জান না, আল্লাহ অবশ্যই বাদরে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন : "তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" আমার বলেন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে : "হে ঈমানদারগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" সুফইয়ান (রহ.) বলেন, আয়াতটি হাদীসের অংশ না আমর (রাঃ)-এর কথা, তা আমি জানি না। [৩০০৭] (আ.প্র. ৪৫২২, ই.ফা. ৪৫২৫)

‘আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, সুফইয়ান ইবনু ‘উয়াইনাহ (রহ.)-কে “হে মু‘মিনগণ! আমার শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না” আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সুফইয়ান বলেন, মানুষের বর্ণনার মাঝে তো এ রকমই পাওয়া যায়। আমি এ হাদীসটি আমর ইবনু দীনার (রহ.) থেকে মুখস্থ করেছি। এর থেকে একটি অক্ষরও আমি বাদ দেইনি। আমার ধারণা, আমর ইবনু দীনার (রহ.) থেকে আমি ছাড়া আর কেউ এ হাদীস মুখস্থ করেনি। (ই.ফা. ৪৫২৬)

﴿إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ﴾ ۲/۶۰/۶۵. بَاب :

৬৫/৬০/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : (হে মু‘মিনগণ!) যখন তোমাদের কাছে মু‘মিন নারীরা দেশত্যাগী হয়ে আসে। (সূরাহ আল-মুমতাহিনাহ ৬০/১০)

৪৮৯। حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ يَقُولُ اللَّهُ ﷻ ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَبَ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكَ كَلَامًا وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى ذَلِكَ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الرَّهْرِيِّ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ.

৪৮৯১. ‘উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) তাকে বলেছেন, কোন মু‘মিন মহিলা রসূল (ﷺ)-এর কাছে হিজরাত করে এলে, তিনি তাকে আল্লাহর এই আয়াতের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতেন- অর্থ : “হে নাবী! মু‘মিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এ মর্মে বায়‘আত করতে আসে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না, এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়‘আত গ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।) আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”- (সূরাহ আল-মুমতাহিনাহ ৬০/১২)। ‘উরওয়াহ (রহ.) বলেন, ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন, যে মু‘মিন মহিলা এসব শর্ত মেনে নিত, রসূল (ﷺ) তাকে বলতেন, আমি কথার মাধ্যমে তোমাকে বায়‘আত করে নিলাম। আল্লাহর কসম! বায়‘আত কালে কোন নারীর হাত নাবী (ﷺ)-এর হাতকে স্পর্শ করেনি। নারীদেরকে তিনি শুধু এ কথার দ্বারাই বায়‘আত করতেন ذَلِكَ عَلَى بَايَعْتُكَ أَرْتَأَى আমি তোমাকে এ কথার ওপর বায়‘আত করলাম।

ইউনুস, মা‘মার ও ‘আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক (রহ.) যুহরীর মাধ্যমে উক্ত বর্ণনার সমর্থন করেছেন।

ইসহাক ইবনু রাশিদ, যুহরী থেকে এবং যুহরী ‘উরওয়াহ ও ‘আমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন। (২৭১৩) (আ.প্র. ৪৪২৩, ই.ফা. ৪৫২৭)

৬০/৬/৩. **باب : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُتُ يُبَايِعُكَ﴾**

৬৫/৬০/৩. **অধ্যায়:** আল্লাহর বাণী : হে নাবী! মু'মিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এই মর্মে আনুগত্যের শপথ করে। (সূরাহ আল-মুমতাহিনাহ ৬০/১২)

৪৮৯২. **حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ﴿أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنِ الْيَتِيَاةِ فَقَبَضَتْ أَمْرًا يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدْتَنِي فَلَا تَهُ أُرِيدُ أَنْ أُجْزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَاَنْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا.**

৪৮৯২. উম্মি 'আতিয়াহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূল (ﷺ)-এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছি। এরপর তিনি আমাদের সামনে পাঠ করলেন, “তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক স্থির করবে না।” এরপর তিনি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করলেন। এ সময় এক মহিলা তার হাত টেনে নিয়ে বলল, অমুক মহিলা আমাকে বিলাপে সহযোগিতা করেছে, আমি তাকে এর বিনিময় দিতে ইচ্ছা করেছি। নাবী (ﷺ) তাকে কিছুই বলেননি। এরপর মহিলাটি উঠে চলে গেল এবং আবার ফিরে আসলো, তখন রসূল (ﷺ) তাকে বায়'আত করলেন। (১৩০৬) (আ.প্র. ৪৫২৪, ই.ফা. ৪৫২৮)

৪৮৯৩. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرْطِهِ لِلنِّسَاءِ.**

৪৮৯৩. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী, **وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ** -এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এটা একটা শর্ত, যা আল্লাহ তা'আলা নারীদের প্রতি আরোপ করেছেন। (আ.প্র. ৪৫২৫, ই.ফা. ৪৫২৯)

৪৮৯৪. **حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ سَمِعَ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِفُوا وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ وَأَكْثَرَ لَفِظِ سُفْيَانَ قَرَأَ الْآيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسْتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْآيَةِ.**

৪৮৯৪. 'উবাদাহ ইবনু সামিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে ছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এসব শর্তে আমার কাছে বায়'আত গ্রহণ করবে যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করবে না, যিনা করবে না এবং চুরি করবে না। এরপর তিনি নারীদের শর্ত সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করলেন। বর্ণনাকারী সুফইয়ান প্রায়ই বলতেন, রসূল (ﷺ)

(৬১) سُورَةُ الصَّفِّ

সূরাহ (৬১) : আস্‌সাফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ مَنْ يَتَّبِعُنِي إِلَى اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿مَرْضُوصٌ﴾ مُلْصَقٌ بَعْضُهُ يَبْعُضُ وَقَالَ يَحْيَى بِالرَّضَايِصِ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ** অর্থ, আল্লাহর পথে কে আমার অনুসরণ করবে? ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, **مَرْضُوصٌ** ঐ বস্তু যার এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) ব্যতীত অপরাপর তাফসীরকারের মধ্যে **رَضَايِصُ** (মানে শিলা) ধাতু থেকে **مَرْضُوصًا** শব্দটির উৎপত্তি।

۱/۶۱/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾.

৬৫/৬১/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম 'আহ্মাদ'। (সূরাহ আস্‌সাফ ৬১/৬)

৪৮৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاجِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ فِي الْكُفْرِ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُخَشِّرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ.

৪৮৯৬. যুবায়র ইবনু মুত'ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহ্মাদ এবং আমি মাহী। আমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কুফরী দূর করবেন। আমি হাশির, আমার পেছনে সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং আমি 'আকিব, সকলের শেষে আগমনকারী। [৩৫৩২] (আ.প্র. ৪৫২৮, ই.ফা. ৪৫৩২)

(৬২) سُورَةُ الْجُمُعَةِ

সূরাহ (৬২) : আল-জুমু'আহ

۱/۶۲/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾.

৬৫/৬২/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তাদের অন্যান্য লোকদের জন্যও, যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। (সূরাহ আল-জুমু'আহ ৬২/৩)

وَقَرَأَ عُمَرُ ﴿فَأَمُصُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

'উমার (রাঃ) -এর স্থলে (ধাবিত হও আল্লাহর দিকে) পড়তেন।

৪৮৯৭. **حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلْتُ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ.**

৪৮৯৭. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় তাঁর উপর অবতীর্ণ হলো সূরাহ জুমু'আহ, যার একটি আয়াত হলো : “এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি।” তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? তিনবার এ কথা জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান ফারসী (رضي الله عنه)-ও উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) সালমান (رضي الله عنه)-এর উপর হাতে রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকট থাকলেও আমাদের কতক লোক অথবা তাদের এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে। [৪৮৯৮; মুসলিম ৪৪/৫৯, হাঃ ২৫৪৬, আহমাদ ৯৪১০। (আ.প্র. ৪৫২৯, ই.ফা. ৪৫৩৩)

৪৮৯৮. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ.**

৪৮৯৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত যে, আমাদের লোক অথবা তাদের কতক লোক অবশ্যই তা পেয়ে যাবে। [৪৮৯৭। (আ.প্র. ৪৫৩০, ই.ফা. ৪৫৩৪)

২/৬২/৬০. **بَابُ : ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً﴾**

৬৫/৬২/২. **অধ্যায়:** “আর যখন তারা কোন ব্যবসায়ের কিংবা কোন ক্রীড়াকৌতুকের বস্তু দেখে।” (সূরাহ আল-জুমু'আহ ৬২/১১)

৪৮৯৯. **حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَعَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلْتُ عَمْرٍو يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَارَ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا﴾.**

৪৮৯৯. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জুমু'আহর দিন একটি বাণিজ্য দল আসল, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। বারজন লোক ছাড়া সকলেই সেদিকে ছুটে গেল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : “এবং যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক, তখন তারা (তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে) তার দিকে ছুটে গেল-” (সূরাহ আল-জুমু'আহ ৬২/১১)। [৯৩৬। (আ.প্র. ৪৫৩১, ই.ফা. ৪৫৩৫)

(৬৩) سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ

সূরাহ (৬৩) : মুনাফিকুন

১/৬৩/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ إِلَى ﴿لَكَذِبُونَ﴾.

৬৫/৬৩/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : মুনাফিকরা যখন আপনার কাছে আসে তখন তারা বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয় আপনি তো তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাচারী। (সূরাহ মুনাফিকুন ৬৩/১)

৬৯০০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِي عَزَاءٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَقُولُ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ وَلَيْتَنِي رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لِيُخْرِجَنَّا الْأَعْرُضَ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي أَوْ لِعَمْرٍ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِيبَنِي مِثْلَهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي عَمِّي مَا أَرَدْتُ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَقَّتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ﴾ فَبَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ.

৪৯০০. যায়দ ইবনু আরকাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি শারীক হয়েছিলাম। তখন ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে বলতে শুনলাম, আল্লাহর রসূলের সঙ্গীদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা তাঁর থেকে সরে পড়ে এবং সে এও বলল, আমরা মাদীনাহয় ফিরলে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে অবশ্যই বের করে দিবে। এ কথা আমি আমার চাচা কিংবা ‘উমার (رضي الله عنه)-এর কাছে বলে দিলাম। তিনি তা নাবী (ﷺ)-এর কাছে জানালেন। ফলে তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁকে বিস্তারিত এ সব কথা বলে দিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই এবং তার সাথী-সঙ্গীদের কাছে খবর পাঠালেন, তারা সকলেই কসম করে বলল, এমন কথা তারা বলেননি। ফলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার কথাকে মিথ্যা ও তার কথাকে সত্য বলে মনে নিলেন। এতে আমি এমন মনে কষ্ট পেলাম, যেসকল কষ্ট আর কখনও পাইনি। আমি (মনের দুঃখে) ঘরে বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমাকে মিথ্যাচারী মনে করেছেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে তুমি কী করে মনে করলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করলেন, “যখন মুনাফিকগণ তোমার কাছে আসে।” নাবী (ﷺ) আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং এ সূরাহ পাঠ করলেন। এরপর বললেন, হে যায়দ! আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

[৪৯০১, ৪৯০২, ৪৯০৩, ৪৯০৪; মুসলিম ৫০/হাঃ ২৭৭২, আহমাদ ১৯৩০৫] (আ.প্র. ৪৫৩২, ই.ফা. ৪৫৩৬)

২/৬৩/৬০. بَابُ : ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ يَجْتَنُونَ بِهَا.

৬৫/৬৩/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। (সূরাহ মুনাফিকুন ৬৩/২)

৬১. حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَتِيٍّ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَقَالَ أَيضًا لَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَجُ مِنْهَا الْأَدْلُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَتِيٍّ فَذَكَرَ عَتِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَذَّبَنِي فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِيبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَجُ مِنْهَا الْأَدْلُ﴾ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَرَّهَا عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ.

৪৯০১. যায়দ ইবনু আরকাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সঙ্গে ছিলাম। এ সময় আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুলকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা তার থেকে সরে পড়ে এবং সে এও বলল যে, আমরা মাদীনাহয় ফিরলে সেখান থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে অবশ্যই বের করে দিবে। এ কথা আমি আমার চাচার কাছে বলে দিলাম। আমার চাচা তা (রসূল) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে বললেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই এবং তার সাথী-সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা সকলেই কসম করে বলল, তারা এ কথা বলেনি। ফলে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের কথাকে সত্য এবং আমার কথাকে মিথ্যা মনে করলেন। এতে আমার এমন দুঃখ হল যেমন দুঃখ আর কখনও হয়নি। এমনকি আমি ঘরে বসে গেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : "যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে।" থেকে "তারা বলে আল্লাহর রসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে" এবং "তথা থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই।" এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমার সামনে তা তিনি পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন। [৪৯০০] (আ.প্র. ৪৫৩৩, ই.ফা. ৪৫৩৭)

৩/৬৩/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾

৬৫/৬৩/২৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : এটা এ কারণে যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, তাই তারা বোঝে না। (সূরাহ মুনাফিকুন ৬৩/৩)

৬২. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْفُرْطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ أَيضًا لَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَامَنِي الْأَنْصَارُ وَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ مَا قَالَ ذَلِكَ فَجَرَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَمِثْتُ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ وَنَزَلَ ﴿هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا﴾ الْآيَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

৪৯০২. যায়দ ইব্নু আরকাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্নু উবাই যখন বলল, ‘আল্লাহ্‌র রসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না’ এবং এ-ও বলল যে, ‘যদি আমরা মাদীনাহ্‌য় প্রত্যাভর্তন করি.....।’ তখন এ খবর আমি নাবী (ﷺ)-কে জানিয়ে দিলাম। এ কারণে আনসারগণ আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং ‘আবদুল্লাহ্ ইব্নু উবাই কসম করে বলল, এমন কথা সে বলেনি। এরপর আমি আমার অবস্থানে ফিরে আসলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে সত্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং অবতীর্ণ করেছেন- ‘তারা বলে তোমরা ব্যয় করবে না....শেষ পর্যন্ত। ইব্নু আবু যায়িদাহ (রহ.) উক্ত হাদীস যায়দ ইব্নু আরকামের মাধ্যমে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। [৪৯০০] (আ.প্র. ৪৫৩৪, ই.ফা. ৪৫৩৮)

باب : ٤/٦٣/٦٥ : ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ط وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ط كَأَنْهُمْ حُشْبٌ

مُسْنَدُهُ ط يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ط هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ط قَتَلَهُمُ اللَّهُ زَأْنِي يُؤْفِكُونَ﴾

৬৫/৬৩/৪. অধ্যায়: আল্লাহ্‌র বাণী : আর যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, তখন তাদের দৈহিক গঠন আপনাকে চমৎকৃত করবে। আর যদি তারা কথা বলতে থাকে, আপনি তাদের কথা শুনবেন, যদিও তারা দেয়ালে ঠেস লাগানো কাঠ সদৃশ। তারা প্রত্যেকটি শোরগোলকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারা ইশক্‌র, আপনি এদের থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ্ এদেরকে বিনাশ করুন। এরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছে? (সূরাহ মুনাফিকুন ৬৩/৪)

٤٩٠٣. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَعَارِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَاصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَيْثٌ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ قَالُوا كَذَبَ زَيْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقِي فِي ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ﴾ فَدَعَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوْوَا رُؤُوسَهُمْ وَقَوْلُهُ ﴿حُشْبٌ مُسْنَدَةٌ﴾ قَالَ كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ.

৪৯০৩. যায়দ ইব্নু আরকাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বের হলাম। সফরে এক কঠিন অবস্থা লোকদেরকে গ্রাস করে নিল। তখন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্নু উবাই তার সাথী-সঙ্গীদেরকে বলল, ‘আল্লাহ্‌র রসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না যতক্ষণ তারা সরে পড়ে যারা তার আশে পাশে আছে।’ সে এও বলল, ‘আমরা মাদীনাহ্‌য় প্রত্যাভর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদের বহিষ্কৃত করবেই।’ (এ কথা শুনে) আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এলাম এবং তাঁকে এ সম্পর্কে জানালাম। তখন তিনি ‘আবদুল্লাহ্ ইব্নু উবাইকে ডেকে পাঠালেন। সে অতি জোর দিয়ে কসম খেয়ে বলল, এ কথা সে বলেনি। তখন লোকেরা বলল, যায়দ

রসূল (ﷺ)-এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। তাদের এ কথায় আমার খুব দুঃখ হল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার সত্যতার পক্ষে আয়াত অবতীর্ণ করলেন : “যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে।” এরপর নাবী (ﷺ) তাদেরকে ডাকলেন, যাতে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, “কিন্তু তারা তাদের মাথা ফিরিয়ে নিল।” (আ.প্র. ৪৫৩৫, ই.ফা. ৪৫৩৯)

আল্লাহর বাণী : “দেয়ালে ঠেস লাগানো কাঠ সদৃশ”- (সূরাহ মুনাফিকুন ৬৩/৪)। রাবী বলেন, লোকগুলো দেখতে খুব সুন্দর ছিল। [৪৯০০] (আ.প্র. অনুচ্ছেদ, ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

: ০/৬৩/৬০ . بَاب قَوْلُهُ :

৬৫/৬৩/৫. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾

আর যখন তাদেরকে বলা হয় : তোমরা এসো আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়। আর আপনি তাদের দেখবেন যে, তারা অহংকারের সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরাহ মুনাফিকুন ৬৩/৫)

حَرَّكَوْا اسْتَهْزَؤُا بِالنَّبِيِّ ﷺ وَيُقْرَأُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ لَوَيْتٍ.

لَوَيْتٌ তারা মাথা নেড়ে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ঠাট্টা করত। কেউ কেউ لَوَيْتٌ শব্দটিকে (تَخْفِيفٍ সহকারে) পড়ে থাকেন।

৫৯০৫. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بِنْتِ سَلْوَلٍ يَقُولُ لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي فَذَكَرَ عَمِّي لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا وَكَذَّبَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَصَدَقَهُمْ فَأَصَابَنِي غَمٌّ لَمْ يُصِْبَنِي مِثْلُهُ فَظَلْتُ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي وَقَالَ عَمِّي مَا أُرَدْتُ إِلَّا أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَقَّتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷻ وَأَرْسَلَ إِلَيْ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهَا وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ.

৪৯০৪. যায়দ ইবনু আরকাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সঙ্গে ছিলাম। এ সময় শুনলাম, “আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল বলেছে, “আল্লাহর রসূলের সঙ্গীদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে” এবং “আমরা মাদীনাহয় ফিরলে সেখান থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে অবশ্যই বের করে দিবে”। এ কথা আমি আমার চাচার কাছে জানালাম। আমার চাচা তা নাবী (ﷺ)-এর কাছে জানালেন, নাবী (ﷺ) আমাকে ডাকলেন। আমি বিস্তারিতভাবে এ কথা তাঁর কাছে বললাম। তখন তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সাথী-সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা সকলেই কসম করে বলল, এ কথা তারা বলেনি। ফলে নাবী (ﷺ) আমাকে মিথ্যাচারী ও তাদেরকে সত্যবাদী মনে করলেন। এতে আমি এমন দুঃখ পেলাম যে, এমন দুঃখ আর কখনও পাইনি। এরপর আমি ঘরে বসে গেলাম। তখন আমার চাচা আমাকে বললেন, এমন কাজের কেন ইচ্ছে করলে, যার ফলে বুখারী- ৪/৩৯

নাবী (ﷺ) তোমাকে মিথ্যাচারী স্থির করলেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন? এ সময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : “যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল” তখন নাবী (ﷺ) আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং সূরাটি আমার সামনে তিলাওয়াত করলেন ও বললেন, আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন। [৪৯০০] (আ.প্র. ৪৫৩৬, ই.ফা. ৪৫৪০)

৬/৬৩/৬০. **باب قَوْلِهِ : ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.**

৬৫/৬৩/৬. **অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :** আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তো পাপাচারী লোকদেরকে হিদায়াতের তাওফীক দান করেন না। (সূরাহ মুনাফিকুন ৬৩/৬)

১৯০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِي جَيْشٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ دَعْوَاهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَالَةَ فَقَالَ فَعَلَوْهَا أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدَ قَالَ سُفْيَانَ فَحَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرًا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ.

৪৯০৫. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা উপস্থিত ছিলাম। বর্ণনাকারী সুফইয়ান (রহ.) একবার জৈশ এর স্থলে গ্ৰায়ে বর্ণনা করেছেন। এ সময় জনৈক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারী হে আনসারী ভাইগণ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং মুহাজির সহাবী, ওহে মুহাজির ভাইগণ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রসূল (ﷺ) তা শুনে বললেন, কী খবর, জাহিলী যুগের মত ডাকাডাকি করছ কেন? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, এক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি বললেন, এমন ডাকাডাকি পরিত্যাগ কর। এটা অত্যন্ত গন্ধময় কথা। এরপর ঘটনাটি 'আবদুল্লাহ ইব্নু উবায়র কানে পৌছল, সে বলল, আচ্ছা, মুহাজিররা এমন কাজ করেছে? "আল্লাহর কসম! আমরা মাদীনাহুয় ফিরলে সেখান থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে অবশ্যই বের করে দিবে।" এ কথা নাবী (ﷺ)-এর কাছে পৌছল। তখন 'উমার (رضي الله عنه) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এশুগি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছি। নাবী (ﷺ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ কথা

বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করেন। জাবির (رضي الله عنه) বলেন, মুহাজিররা যখন মাদীনাহয় হিজরাত করে আসেন, তখন মুহাজিরদের তুলনায় আনসাররা সংখ্যায় বেশি ছিলেন। অবশ্য পরে মুহাজিররা সংখ্যায় বেশি হয়ে যান। সুফইয়ান (রহ.)..... বলেন, এ হাদীসটি আমি আমর (রহ.) থেকে মুখস্থ করেছি। আমর (রহ.) বলেন, আমি জাবির (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। [৩৫১৮] (আ.প্র. ৪৫৩৭, ই.ফা. ৪৫৪১)

۷/۶۳/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۗ وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾.

৬৫/৬৩/৭. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : “এরাই তারা যারা বলে, আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা রয়েছে তাদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। আসমান ও যমীনের ধনভাণ্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।” (সূরাহ মুনাফিকুন ৬৩/৭)

৬৭০৬. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ حَزِنْتُ عَلَىٰ مَنْ أُصِيبَ بِالْحَزَةِ فَكَتَبْتُ إِلَيْ رَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلَا بُنَاءَ الْأَنْصَارِ وَشَكَ ابْنُ الْفَضْلِ فِي أَنْبَاءِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَ أَنَسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللَّهُ لَهُ بِأَذْيِهِ.

৪৯০৬. আনাস ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাররায় যাদেরকে শহীদ করা হয়েছিল তাদের খবর শুনে শোকে মুহ্যমান হয়েছিলাম। আমার এ শোকের সংবাদ যায়দ ইব্নু আরকাম (رضي الله عنه)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি আমার কাছে পত্র লিখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি রসূলকে বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! আনসার ও আনসারদের সন্তানদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। এ দু'আয় রসূল (ﷺ) আনসারদের সন্তানদের সন্তানদের জন্য দু'আ করেছেন কিনা এ ব্যাপারে ইব্নু ফাযল (رضي الله عنه) সন্দেহ করেছেন। এ ব্যাপারে আনাস (رضي الله عنه) তার কাছে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাউকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যায়দ ইব্নু আরকাম (رضي الله عنه) ঐ ব্যক্তি যার শ্রবণকে আল্লাহ তা'আলা সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। [মুসলিম ৪৪/৪৩, হাঃ ২৫০৬, আহমাদ ১৯৬৬২] (আ.প্র. ৪৫৩৮, ই.ফা. ৪৫৪২)

۸/۶۳/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿يَقُولُونَ لئن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنهَا الْأَذَلَّ ۗ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

৬৫/৬৩/৮. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : তারা বলে : আমরা যদি মদীনায ফিরে যাই, তবে প্রতিপত্তিশালীরা সেখান থেকে হীন লোকদের অবশ্যই বের করে দিবে। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, ইজ্জত ও প্রতিপত্তি তো একমাত্র আল্লাহরই এবং তাঁর রাসূলের ও মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। (সূরাহ মুনাফিকুন ৬৩/৮)

৪৯০৭. حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَهَا اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ قَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُتَنَبِّئَةٌ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرُ ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعْدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْقَدٍ فَعَلُوا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَا لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

৪৯০৭. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা যোগদান করেছিলাম। জনৈক মুহাজির আনসারদের এক ব্যক্তির নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারী সহাবী "আনসারী ভাইগণ!" বলে এবং মুহাজির সহাবী "হে মুহাজির ভাইগণ!" বলে ডাক দিলেন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের কানে এ কথা পৌঁছিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এটা কেমন ডাকাডাকি? উপস্থিত লোকেরা বললেন, জনৈক মুহাজির ব্যক্তি এক আনসারী ব্যক্তির নিতম্বে আঘাত করেছে। আনসারী ব্যক্তি "হে আনসারী ভাইগণ!" বলে এবং মুহাজির ব্যক্তি "হে মুহাজির ভাইগণ!" বলে নিজ নিজ গোত্রকে ডাক দিলেন। এ কথা শুনে নাবী (ﷺ) বললেন, এ রকম ডাকাডাকি ত্যাগ কর। এগুলো অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত কথা। জাবির (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) যখন মাদীনাহয় হিজরাত করে আসেন তখন আনসার সহাবীগণ ছিলেন সংখ্যায় বেশি। পরে মুহাজিরগণ সংখ্যায় বেশি হয়ে যান। এ সব কথা শুন্যর পর 'আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাই বলল, সত্যিই তারা কি এমন করেছে? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মাদীনাহয় ফিরলে সেখান হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বের করে দিবেই। তখন ইবনু খাতাব (رضي الله عنه) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। নাবী (ﷺ) বললেন, 'উমার! তাকে ছেড়ে দাও, যাতে লোকেরা এমন কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর সাথীদের হত্যা করছেন। [৩৫১৮] (আ.প্র. ৪৫৩৯, ই.ফা. ৪৫৪৩)

(৬৫) سُورَةُ التَّعَابِينِ

সূরাহ (৬৪) : আত্-তাগাবুন

وَقَالَ عَلَقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ» هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ التَّعَابِينُ عِبْنُ أَهْلِ الْحِجَّةِ أَهْلُ النَّارِ.

'আলকামাহ (রহ:) 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।" (সূরাহ আত্-তাগাবুন ৬৪/১১)-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা এমন লোককে বোঝানো হয়েছে,

যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং এ কথা বুঝতে পারে যে, এ বিপদ আল্লাহর পক্ষ হতেই এসেছে।

(৬০) سُورَةُ الطَّلَاقِ

সূরাহ (৬৫) : আত্-ত্বলাক্

: بَابُ ١. ١/٦٥/٦٥

৬৫/৬৫/১. অধ্যায়:

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿إِنْ ارْتَبْتُمْ﴾ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَنْحِيضَ أَمْ لَا تَحِيضُ فَاللَّائِي قَعَدَنَ عَنِ الْمَحِيضِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِيضْنَ بَعْدَ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ﴾ وَبَالَ أَمْرِهَا جَزَاءً أَمْرِهَا.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **إِنْ ارْتَبْتُمْ** যদি তোমরা অবগত না থাক যে তারা ঋতুবতী হবে কি না, যারা ঋতু হতে অবসর গ্রহণ করেছে আর যাদের এখনও তা শুরু হয়নি। **فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ** তাদের কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ।

٤٩٠٨. حدثنا يحيى بن بكيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيَرَا جَعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرُ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطْلِقَهَا فَلْيُطْلِقْهَا ظَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَهَا فَيْلِكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

8৯০৮. ‘আবদুল্লাহ্ ইব্নু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীকে ত্বলাক দেয়ার পর ‘উমার (رضي الله عنه) তা রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) অত্যন্ত নাখোশ হলেন। এরপর তিনি বললেন, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়। এরপর পবিত্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দিক। এরপর ঋতু এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি ত্বলাক দিতে চায় তাহলে পবিত্রাবস্থায় স্পর্শ করার পূর্বে সে যেন তাকে ত্বলাক দেয়। এটি সেই ইদ্দত যেটি পালনের নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। [৫২৫১, ৫২৫২, ৫২৫৩, ৫২৫৮, ৫২৬৪, ৫৩৩২, ৫৩৩৩, ৭১৬০। (আ.প্র. ৪৫৪০, ই.ফা. ৪৫৪৪)

: بَابُ ٢. ٢/٦٥/٦٥

৬৫/৬৫/২. অধ্যায়:

﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾

“তবে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ইদ্দাত তাদের গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার প্রত্যেক কাজ সহজ করে দেন।” (সূরাহ আত্-ত্বলাক্ ৬৫/৪)

وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ وَاحِدَهَا ذَاتُ حَمْلٍ.
 ذَاتُ حَمْلٍ এর একবচন وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ

৬৯০৯. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قُلْتُ أَنَا ﴿وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قَتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا.

৪৯০৯. আবু সালামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর কাছে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর কাছে এলেন এবং বললেন, এক মহিলা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর বাচ্চা প্রসব করেছে। সে এখন কীভাবে ইদত পালন করবে, এ বিষয়ে আমাকে ফতোয়া দিন। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, ইদত সম্পর্কিত হুকুম দু'টির যেটি দীর্ঘ, তাকে সেটি পালন করতে হবে। আবু সালামাহ (রহ.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর হুকুম তো হল : গর্ভবতী নারীদের ইদতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আবু সালামাহর সঙ্গে আছি। তখন ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) তাঁর ক্রীতদাস কুরায়বকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি বললেন, সুবায়'আ আসলামিয়া (رضي الله عنها)-এর স্বামীকে হত্যা করা হল, তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপরই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। যারা তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আবুস সানাবিল তাদের মধ্যে একজন। (৫৩১৮) (আ.প্র. ৪৫৪১, ই.ফা. ৪৫৪৫)

৬৯১০. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعْظِمُونَهُ فَذَكَرُوا لَهُ فَذَكَرَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّرَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَطِئْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ لَكِنِ عَمَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فَلَقَيْتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْفُضْرَى بَعْدَ الظُّرَى ﴿وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

৪৯১০. (অন্য এক সানাদে) সুলায়মান ইবনু হারব (রহ.) ও আবুন নু'মান, হাম্মাদ ইবনু যায়দ ও আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ঐ মজলিসে ছিলাম, যেখানে 'আবদুর রহমান ইবনু আবু লায়লা (রহ.)-ও হাজির ছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি ইদত সম্পর্কিত হুকুম দু'টি থেকে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হুকুমটির কথা উল্লেখ করলে আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহর বরাত দিয়ে সুবায়'আ বিন্ত হারিছ আসলামিয়া (রহ.) সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করলাম। মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রহ.) বলেন, এতে তাঁর কতক সঙ্গী আমাকে থামিয়ে দিল। তিনি বলেন, আমি বুঝলাম, তারা আমার হাদীসটি অস্বীকার করছে। তাই আমি বললাম, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহ (রহ.) কুফাতে এখনও জীবিত আছেন, এমতাবস্থায় যদি আমি তাঁর নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বলি, তাহলে এতে আমার চরম দুঃসাহসিকতা দেখানো হবে। এ কথা শুনে 'আবদুর রহমান ইবনু আবু লায়লা লজ্জিত হলেন এবং বললেন, কিন্তু তার চাচা তো এ হাদীস বর্ণনা করেননি। তখন আমি আবু আতিয়া মালিক ইবনু 'আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সুবায়'আ (রাঃ)-এর হাদীসটি বর্ণনা করে আমাকে শোনাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, (এ বিষয়ে) আপনি 'আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে কোন কথা শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমরা 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি এ সকল মহিলাদের ব্যাপারে সহজ পন্থা ছেড়ে কঠোর পন্থা গ্রহণ করতে চাও? সূরাহ নিসা আলকুসরা এরপরে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ বলেন, গর্ভবতী নারীদের ইদতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। (৪৫৩২; মুসলিম ১৮/৮, হাঃ ১৪৮৫) (আ.প্র. ৪৫৪১, ই.ফা. ৪৫৪৫)

(৬৬) سُورَةُ التَّحْرِيمِ

সূরাহ (৬৬) : আত্-তাহরীম

১/৬৬/৬০. بَابُ : ﴿يَأْيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحْرَمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ﴾

৬৫/৬৬/১. অধ্যায়: “হে নাবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তা হারাম করেছেন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশী করতে চাইছেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়াল।” (সূরাহ আত্-তাহরীম ৬৬/১)

৬৯১১. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ حَكِيمٍ هُوَ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكْفَرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

৪৯১১. সাঈদ ইবনু যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এরূপ হারাম করে নেয়া হলে কাফরানা দিতে হবে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এ-ও বলেছেন যে, “রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।” (৫২৬৬; মুসলিম ১৮/৩, হাঃ ১৪৭৩, আহমাদ ১৯৭৬) আ.প্র. ৪৫৪২, ই.ফা. ৪৫৪৬)

৬৯১২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحِشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةَ عَلَى أَيْتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلَقْتُ لَهُ أَكَلْتَ مَعَاظِيرِي إِيَّيْ أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَاظِيرٍ قَالَ لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحِشٍ فَلَنْ أُعَوِّدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرُنِي بِذَلِكَ أَحَدًا.

৪৯১২. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যয়নব বিনত জাহ্শ رضي الله عنها-এর কাছে মধু পান করতেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। তাই আমি এবং হাফ্‌সাহ স্থির করলাম যে, আমাদের যার ঘরেই রসূলুল্লাহ ﷺ আসবেন, সে তাঁকে বলবে, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি বললেন, না, বরং আমি যয়নব বিনত জাহ্শ رضي الله عنها-এর নিকট মধু পান করেছি। আমি কসম করলাম, আর কখনও মধু পান করব না। তুমি এ ব্যাপারে অন্য কাউকে জানাবে না। [৫২১৬, ৫২৬৭, ৫২৬৮, ৫৪৩১, ৫৫৯৯, ৫৬১৪, ৫৬৮২, ৬৬৯১, ৬৯৭২] (আ.প্র. ৪৫৪৩, ই.ফা. ৪৫৪৭)

২/৬৬/৬০. بَابُ قَوْلِهِ :

৬৫/৬৬/২. অধ্যায়: আন্বাহর বাণী :

﴿تَبَتَّعْنِي مَرْصَاتَ أَزْوَاجِكَ ۖ وَاللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ﴾ (১) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿

আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশী করতে চাইছেন। আন্বাহ তো তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন কসম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা। আন্বাহ তোমাদের বন্ধু। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরাহ আত্-তাহরীম ৬৬/১-২)

৬৯১৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِيَعُضِ الطَّرِيقِ عَدَلْ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةِ لَهُ قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّتَانِ تَطَاهَرْتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لِأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنْ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَرْتُكَ بِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيَّنَّا أَنَا فِي أَمْرِ أَمْرِهِ إِذْ قَالَتْ أَمْرًا لِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكَ وَلِمَا هَا هُنَا وَفِيمَ تَكَلَّمُ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْتِنَاكَ لَتُرَاجَعُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَ يَوْمَهُ غَضَبَانَ فَفَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بِنْتَهُ
 إِنَّكَ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَ يَوْمَهُ غَضَبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لَلرَّاجِعَةُ فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَنِّي
 أَحَدَرِكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ ﷺ يَا بِنْتَهُ لَا يَغُرَّتْكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا
 يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا
 ابْنَ الحَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذْتَنِي وَاللَّهِ أَخَذًا
 كَسَرْتَنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَنَا نِي بِالْحَبِيرِ
 وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيَهُ بِالْحَبِيرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ عَسَانَ دُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدْ
 امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُؤُ النَّبَابَ فَقَالَ افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْعَسَائِيُّ فَقَالَ بَلْ
 أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ اغْتَرَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَعِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرَجُ حَتَّى
 جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ يَرِيقُ عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَعُغْلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ
 فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ فَأَذِنَ لِي قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا الحَدِيثَ فَلَمَّا
 بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ
 أَدَمٍ حَشُوهَا لَيْفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَطًا مَضْبُوبًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهْبٌ مُعَلَّقَةٌ قَرَأَيْتُ أَنْزَلَ الحَصِيرِ فِي جَنِّهِ
 فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَمَا
 تَرْضَى أَنْ تَكُونِ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ.

৪৯১৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনু খাতাব (رضي الله عنه)-কে এ
 আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি এক বছর অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি-
 প্রভাবের ভয়ে আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। অবশেষে তিনি হাজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা
 হলে, আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। ফেরার পথে আমরা যখন কোন একটি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, তখন
 তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি পিলু গাছের আড়ালে গেলেন। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন,
 তিনি প্রয়োজন সেরে না আসা পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে পথ
 চলতে চলতে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীদের কোন দু'জন তার বিপক্ষে
 একমত হয়ে পরস্পর একে অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন? তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন হল হাফসাহ ও
 'আয়িশাহ (رضي الله عنهما)। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে এ বিষয়ে
 জিজ্ঞেস করার জন্য এক বছর যাবৎ ইচ্ছে করেছিলাম। কিন্তু আপনার ভয়ে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।
 তখন 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, এ রকম করবে না। যে বিষয়ে তুমি মনে করবে যে, আমি তা জানি, তা
 আমাকে জিজ্ঞেস করবে। এ বিষয়ে আমার জানা থাকলে আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। তিনি বলেন,
 এরপর 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর শপথ! জাহিলী যুগে মহিলাদের কোন অধিকার আছে বলে আমরা
 মনে করতাম না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যে বিধান অবতীর্ণ করার ছিল তা অবতীর্ণ

করলেন এবং তাদের হক হিসাবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল তা নির্দিষ্ট করলেন। তিনি বলেন, একদিন আমি কোন এক ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছিলাম, এমন সময় আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, কাজটি যদি তুমি এভাবে এভাবে করতে। আমি বললাম, তোমার কী প্রয়োজন? এবং আমার কাজে তোমার এ অনধিকার চর্চা কেন। সে আমাকে বলল, হে খাতাবের বেটা! কি আশ্চর্য, তুমি চাও না যে, আমি তোমার কথার উত্তর দান করি অথচ তোমার কন্যা হাফসাহ (رضي الله عنها) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথার পৃষ্ঠে কথা বলে থাকে। এমনকি একদিন তো সে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে রাগান্বিত করে ফেলে। এ কথা শুনে 'উমার (رضي الله عنه) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চাদরখানা নিয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, বেটা! তুমি নাকি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথার প্রতি-উত্তর করে থাক। ফলে তিনি দিনভর দুঃখিত থাকেন। হাফসাহ (رضي الله عنها) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তো অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, আমি বললাম, জেনে রাখ! আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করছি। রূপ-সৌন্দর্যের কারণে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভালবাসা যাকে গর্বিতা করে রেখেছে, সে যেন তোমাকে প্রতারণিত না করতে পারে। এ কথা বলে 'উমার (رضي الله عنه) 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-কে বোঝাচ্ছিলেন। 'উমার (رضي الله عنه) বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম ও এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলাম। কারণ, তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তখন উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) বললেন, হে খাতাবের বেটা! কি আশ্চর্য, তুমি প্রত্যেক ব্যাপারেই নাক গলাচ্ছ, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তার স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছ। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে এমন শক্তভাবে ধরলেন যে, আমার রাগ খতম হয়ে গেল। এরপর আমি তাঁর নিকট হতে চলে আসলাম। আমার একজন আনসার বন্ধু ছিল। যদি আমি কোন মাজলিসে অনুপস্থিত থাকতাম তাহলে সে এসে মাজলিসের খবর আমাকে জানাত। আর সে যদি অনুপস্থিত থাকত তাহলে আমি এসে তাকে মাজলিসের খবর জানাতাম। সে সময় আমরা গাস্‌সানী বাদশাহর আক্রমণের আশংকা করছিলাম। আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে, সে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হয়েছে। তাই আমাদের হৃদয়-মন এ ভয়ে শর্কিত ছিল। এমন সময় আমার আনসার বন্ধু এসে দরজায় আঘাত করে বললেন, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন। আমি বললাম, গাস্‌সানীরা চলে এসেছে নাকি? তিনি বললেন, বরং এর চেয়েও কঠিন ব্যাপার ঘটে গেছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সহধর্মিণীদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন। তখন আমি বললাম, হাফসাহ ও 'আয়িশাহর নাক ধুলায় ধূসরিত হোক। এরপর আমি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি উঁচু কক্ষে অবস্থান করছেন। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। সিঁড়ির মুখে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন কালো গোলাম বসা ছিল। আমি বললাম, বলুন, 'উমার ইব্নু খাতাব এসেছেন। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে অনুমতি দিলেন, আমি তাঁকে সব কথা বললাম, আমি যখন উম্মু সালামাহর কপোপকথন পর্যন্ত পৌঁছলাম তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) মুচকি হাসলেন। এ সময় তিনি একটা চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। চাটাই এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাঝে আর কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ এবং পায়ের কাছে ছিল সল্‌ম বৃক্ষের পাতার একটি স্তূপ ও মাথার উপর লটকানো ছিল চামড়ার একটি মশক। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এক পার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি বললেন, তুমি কেন কাঁদছ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কিসরা ও কায়সার পার্শ্বি বোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবে আছে, অথচ আপনি আল্লাহর রসূল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা দুনিয়া লাভ করুক, আর আমরা আখিরাত লাভ করি। [৮৯; মুসলিম ১৮/৫, হাঃ ১৪৭৯] (আ.প্র. ৪৫৪৪, ই.ফা. ৪৫৪৮)

: بَاب ٣/٦٦/٦٥

৬৫/৬৬/৩. অধ্যায়:

﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾

“স্মরণ কর, নাবী তাঁর স্ত্রীদের একজনের কাছে গোপনে কিছু কথা বলেছিলেন, তারপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিল এবং আল্লাহ নাবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নাবী সে বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু ব্যক্ত করলেন না। অতঃপর যখন তিনি তা তার স্ত্রীকে বললেন তখন সে বললঃ কে আপনাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন? নাবী বললেন : আমাকে অবহিত করেছেন আল্লাহ যিনি সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন।” (সূরাহ আত্-তাহরীম ৬৬/৩)

فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

এ বিষয়ে ‘আয়িশাহ رضي الله عنها ও এক হাদীস নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٩١٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُدَّيْنَةَ سَفِيَّانٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حَتِّينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا أَتَمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قُورًا ﴿أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ أَوْصُوا.

৪৯১৪. ইব্নু ‘আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উমার (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করতে চাইলাম।

আমি বললাম, হে আমীরুল মু’মিনীন! নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণীদের কোন্ দু’জন তাঁর ব্যাপারে একমত হয়ে পরস্পর একে অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন? আমি আমার কথা শেষ করার আগেই তিনি বললেন, ‘আয়িশাহ এবং হাফসাহ رضي الله عنهما। (আ.প্র. ৪৫৪৫, ই.ফা. ৪৫৪৯)

٤/٦٦/٦٥. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾

৬৫/৬৬/৪. অধ্যায়: আল্লাহ্র বাণী : তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাই তোমরা

উভয়ে তাওবা করলে ভাল হয়। (সূরাহ আত্-তাহরীম ৬৬/৪)

صَغَوْتُ وَأَصْغَيْتُ مِثْلُ لِيَضَعِيَ لِتَمِيلَ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَوْنٌ تَظَاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿قُورًا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ﴾ أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَدَّبُوهُمْ.

অর্থ-লিَضَعِيَ لِتَمِيلَ উভয়ের অর্থ আমি ঝুঁকে পড়েছি। (তলাই মজরুদ ওমরুদ ফিহে)। أَصْغَيْتُ এবং صَغَوْتُ এবেং وَأَهْلِيكُمْ মানে যেন সে অনুরাগী হয়, ঝুঁকে পড়ে। “কিন্তু যদি তোমরা নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য

কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ই তাঁর বন্ধু এবং জিবরীল ও নেককার মু'মিনরাও, তাছাড়া অন্যান্য মালাকগণও তাঁর সাহায্যকারী”- (সূরাহ আত্-তাহরীম ৬৬/৪)। **ظَهْرٌ** সাহায্যকারী **نَظَاهَرُونَ** পরস্পর তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **يَتَّقُوا اللَّهَ وَأَدَّبُوهُمْ** “তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর”- (সূরাহ আত্-তাহরীম ৬৬/৬)। তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য ওসীয়াত কর এবং তাদেরকে আদব শিক্ষা দাও।

৬১১০. **حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَكَثْتُ سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَّتِهِ فَقَالَ أَدْرِكْنِي بِالْوُضُوءِ فَأَدْرَكْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَجَعَلْتُ أَشْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا أَتَمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.**

৪৯১৫. ইব্নু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দু’জন মহিলা নাবী (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে পরস্পর একে অন্যকে সাহায্য করেছিল, তাদের সম্পর্কে ‘উমার (رضي الله عنه)-কে আমি জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে করছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না পেয়ে আমি এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। শেষে একবার হজ্জ করার জন্য তাঁর সঙ্গে আমি যাত্রা করলাম। আমরা ‘যাহরান’ নামক স্থানে পৌঁছলে ‘উমার (رضي الله عنه) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে গেলেন। এরপর আমাকে বললেন, আমার জন্য ওয়ূর পানির ব্যবস্থা কর। আমি পাত্র ভরে পানি নিয়ে আসলাম এবং ঢেলে দিতে লাগলাম। সুযোগ মনে করে আমি তাঁকে বললাম, হে আমীরুল মু’মিনীন! ঐ দু’জন মহিলা কে কে, যারা একে অন্যকে সাহায্য করেছিল? ইব্নু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি আমার কথা শেষ করার আগেই তিনি বললেন, ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) ও হাফসাহ (رضي الله عنها)। ৮৯। (আ.প্র. ৪৫৪৬, ই.ফা. ৪৫৫০)

: ০৫/৬৬/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ :**

৬৫/৬৬/৫. **অধ্যায়: আল্লাহর বাণী :**

﴿عَسَى رَبَّةٌ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِمَّنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنِيَتٍ تَأْتِيَنَّ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ تَتَّبِعْنَ وَأَبْكَارًا﴾

“যদি নাবী তোমাদের সবাইকে ত্বলাক দেন, তবে তাঁর রব অচিরেই তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী তাঁকে দিবেন, যারা হবে আঞ্জাবহ, ঈমানদার, অনুগত, তাওবাহ্কারিণী, ‘ইবাদাতকারিণী, সওম পালনকারিণী, অকুমারী ও কুমারী।” (সূরাহ আত্-তাহরীম ৬৬/৫)

৬১১৬. **حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ لَهُنَّ ﴿عَسَى رَبَّةٌ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِمَّنْ كُنَّ﴾ فَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةَ.**

৪৯১৬. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার (رضي الله عنه) বলেছেন, নাবী (ﷺ)-কে সতর্কতা দানের জন্য তাঁর সহধর্মিণীগণ একত্রিত হয়েছিলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, যদি নাবী (ﷺ) তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তাঁর প্রতিপালক সম্ভবত তাঁকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। [৪০২] (আ.প্র. ৪৫৪৭, ই.ফা. ৪৫৫১)

(৬৭) سُورَةُ الْمُلْكِ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

সূরাহ (৬৭) : আল-মুল্ক

﴿التَّفَاوُتُ﴾ الْإِخْتِلَافُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَاحِدٌ ﴿تَمَيُّزٌ﴾ تَقَطُّعٌ ﴿مَنَاقِبُهَا﴾ جَوَانِبُهَا ﴿تَدْعُونَ﴾ وَتَدْعُونَ وَاحِدٌ مِثْلُ تَدَّكَّرُونَ وَتَذَكَّرُونَ ﴿وَيَقِيضُنَّ﴾ يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿صَاقَاتٍ﴾ بَسَطَ أَجْنِحَتِهِنَّ ﴿وَنُفُورٌ﴾ الْكُفُورُ

التَّفَاوُتُ বিভিন্নতা। التَّفَاوُتُ এবং التَّفَوُّتُ শব্দ দু’টো একই অর্থবোধক। تَمَيُّزٌ টুকরো হয়ে যাবে বা ফেটে পড়বে। مَنَاقِبُ তার দিগদিগন্ত। تَدْعُونَ এবং تَذَكَّرُونَ বাক্যদ্বয় ও تَدَّكَّرُونَ ও تَذَكَّرُونَ এর মতই। وَيَقِيضُنَّ তারা তাদের পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। مُجَاهِدٌ (রহ.) বলেন, صَاقَاتٍ তারা তাদের পাখা বিস্তার করে। نُفُورٌ কুফর ও সত্যবিমুখতা।

(৬৮) سُورَةُ ن وَالْقَلَمِ

সূরাহ (৬৮) : আল-ক্বলাম

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَفَتُونَ يَتَجَوَّنُونَ السِّرَارَ وَالْكَلامَ الْحَفِيَّ وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿حَرْدٌ﴾ حِدٌّ فِي أَنْفُسِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لَضَالُّونَ﴾ أَضَلَّلْنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا وَقَالَ عَزِيدٌ ﴿كَالصَّرِيمِ﴾ كَالصَّبْحِ انصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ انصَرَمَ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ أَيْضًا كُلُّ رَمَلَةٍ انصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ وَالصَّرِيمُ أَيْضًا الْمَضْرُومُ مِثْلُ قَتِيلٍ وَمَقْتُولٍ. [﴿مَكْظُومٌ﴾ وَكُظِيمٌ مَعْمُومٌ، تُذْهِنُ فَيُذْهِنُونَ تَرَحُّصٌ فَيَرُ حُصُونٌ].

ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, حَرْدٌ অর্থ حَرْدٌ فِي أَنْفُسِهِمْ ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, لَضَالُّونَ অর্থ إِنَّا لَضَالُّونَ আমরা আমাদের জান্নাতের স্থানের কথা ভুলে গিয়েছি। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্যকার বলেছেন, كَالصَّرِيمِ অর্থ রাত থেকে বিচ্ছিন্ন প্রভাতের মত বা দিন থেকে বিচ্ছিন্ন রাতের মত। صَّرِيمٌ এ বালুকণাকেও বলা হয় যা বালুস্বূপ হতে বিচ্ছিন্ন। مَضْرُومٌ-صَّرِيمٌ শব্দ قَتِيلٍ এবং مَقْتُولٍ এর মত।

بَابُ : ١/٦٨/٦٥ : ﴿عُتِّلَ أَبْعَدَ ذَلِكَ رَبِّنِي﴾

৬৫/৬৮/১. অধ্যায়: “যে রক্ষ স্বভাব, এতদ্ব্যতীত জারজ।” (সূরাহ আল-ক্বলাম ৬৮/১৩)

৬১১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَثَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ زَنْمَةٌ مِثْلُ زَنْمَةِ الشَّاةِ.

৪৯১৭. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি (عُثَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ) (রুঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ লোকটি হলো কুরাইশ গোত্রের এমন এক লোক, যার স্বক্কে ছাগলের চিহ্নের মত একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল। (আ.প্র. ৪৫৪৮, ই.ফা. ৪৫৫২)

৬১১৮. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بِنَ وَهْبِ الْخَزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَّضِعٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ جَوَاطِئِ مُسْتَكْبِرٍ.

৪৯১৮. হারিস ইবনু ওয়াহাব খুযায়ঈ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলব না? তারা দুর্বল এবং অসহায়; কিন্তু তাঁরা যদি কোন ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম করে বসেন, তাহলে তা পূরণ করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় বলব না? তারা রুঢ় স্বভাব, অধিক মোটা এবং অহংকারী তারা ই জাহান্নামী। [৬০৭১, ৬৬৫৭; মুসলিম ৫১/১৩, হাঃ ২৮৫৩, আহমাদ ১৮৭৫৩] (আ.প্র. ৪৫৪৯, ই.ফা. ৪৫৫৩)

باب : ٢/٦٨/٦٥ : ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾

৬৫/৬৮/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : পায়ের গোছা পর্যন্ত উন্মুক্ত করার দিনের কথা স্মরণ কর। (সূরাহ আল-ক্বলাম ৬৮/৪২)

৬১১৯. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِبَاءً وَسَمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا.

৪৯১৯. আবু সাঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমাদের প্রতিপালক যখন তাঁর পায়ের গোড়ালির জ্যোতি বিকীর্ণ করবেন, তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষ সবাই তাকে সাজ্জদাহ করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য সাজ্জদাহ করত, তারা কেবল বাকী থাকবে। তারা সাজ্জদাহ করতে ইচ্ছে করলে তাদের পিঠ একখণ্ড কাঠের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে। [২২] (আ.প্র. ৪৫৫০, ই.ফা. ৪৫৫৪)

(৬৯) سُورَةُ الْحَاقَّةِ

সূরাহ (৬৯) : আল-হাক্বাহ

﴿حُسُومًا﴾ مُتتَابِعَةً وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ ﴿عَيْشَةَ رَاضِيَةً﴾ يُرِيدُ فِيهَا الرِّضَا ﴿الْقَاضِيَةَ﴾ التَّمَوْتَةُ الْأُولَى
الَّتِي مَتَّهَا لَمْ أَحْيَ بَعْدَهَا ﴿مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ﴾ أَحَدٌ يَكُونُ لِلْجَمْعِ وَاللَّوْاحِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
﴿الْوَتِينَ﴾ يَبِاطُ الْقَلْبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿طغى﴾ كَثُرَ وَيُقَالُ بِالطَّاعِيَةِ بِطُعْيَانِهِمْ. وَيُقَالُ طَعَتْ عَلَى الْحَزَانِ
كَمَا طَغَى الْمَاءُ عَلَى قَوْمِ نُوحٍ ﷺ. وَغَسَلِينَ : مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ. وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ : ﴿مِنْ غَسَلِينَ﴾ :
كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غَسَلِينَ، فِعْلًا مِنْ الْعَسَلِ مِنَ الْجُرْحِ وَالذَّبْرِ. ﴿أَعْجَارًا تُخَلَّ﴾ :
أَصُولُهَا. ﴿بَاقِيَةً﴾ : بَقِيَّةٌ.

সভোষজনক জীবন। প্রথম মৃত্যুটাই যদি এমন হত যে, তারপর আর জীবিত না করা হত। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে। শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, التوتين, হৃদপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রগ। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, طغى অতিরিক্ত হয়েছে বা বেশি হয়েছে। বলা হয় غسلى তাদের বিদ্রোহ এবং কুফরীর কারণে الحزان বায়ু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং সামুদ্র সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছে যেমন পানি নূহ সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

(৭০) سُورَةُ الْمَعَارِجِ [سَأَلْ سَائِلٌ]

সূরাহ (৭০) : আল-মা'আরিজ

﴿الْفَصِيلَةَ﴾ أَضْعُرُ آبَائِهِ الْفُرْبِيَّ إِلَيْهِ يَنْتَعِي مَنْ انْتَعَى ﴿لِلشَّوْىِ﴾ الْبِدَانِ وَالرِّجَالَانَ وَالْأَطْرَافِ
وَجِلْدُهُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَهَا شَوَاءٌ وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلٍ فَهُوَ شَوَى عَزِينَ ﴿وَالْعِرْزُونَ﴾ وَالْجَمَاعَاتُ وَوَأَحَدُهَا عِزَّةٌ.
﴿يُوفُضُونَ﴾ : الْإِيْفَاضُ الْإِسْرَاعُ]

তাদের পূর্ব-পুরষদের থেকে সর্বাধিক নিকটাত্মীয়, যাদের থেকে তারা পৃথক হয়েছে এবং যাদের দিকে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়। للشوى দু'হাত, দু'পা, শরীরের বিভিন্ন প্রান্ত ভাগ এবং মাথার চামড়া সবগুলোকে শোয়া বলা হয়। এর একবচন عزة।

(৭১) سُورَةُ نُوحٍ [إِنَّا أَرْسَلْنَا]

সূরাহ (৭১) : নূহ (ইন্না আরসালনা)

﴿أَطْوَارًا﴾ طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا يُقَالُ عَدَا طَوْرَهُ أَي قَدَرَهُ وَالْكُبَارُ أَشَدُّ مِنَ الْكِبَارِ وَكَذَلِكَ جَمَالٌ
وَجَمِيلٌ لِأَنَّهَا أَشَدُّ مُبَالَعَةً وَكِبَارًا الْكَبِيرُ وَكِبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ وَالْعَرَبُ تَقُولُ رَجُلٌ حَسَانٌ وَجَمَالٌ وَحَسَانٌ

এগুলোর নামকরণ কর। কাজেই তারা তাই করল, কিন্তু তখনও ঐ সব মূর্তির পূজা করা হত না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলোর ব্যাপারে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা আরম্ভ করে দেয়। (আ.প্র. ৪৫৫১, ই.ফা. ৪৫৫৫)

(৭২) سُورَةُ الْجِنِّ [قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ]

সূরাহ (৭২) : আল-জিন (কুল উহিয়া ইলাইয়া)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِبَدَا أَعْوَانًا. ﴿بِحَسَا﴾ : نَقْصًا.

আর ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, لِبَدَا সাহায্যকারী। بِحَسَا স্বল্পতার ভয় করবে না।

: بَاب : ۱/۷۲/۶۵

৬৫/৭২/১. অধ্যায়:

৬৭২। .حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عَكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ فَقَالُوا مَا لَكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالَ مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا فَانظُرُوا مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ فَانْطَلِقُوا فَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ فَانْطَلِقُوا الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ يَهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْلَةٍ وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقِ عَكَاظٍ وَهُوَ يَصِلُ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهَذَا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرَّشِيدِ فَاْمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلَ الْجِنِّ.

৪৯২১. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) একদল সহাবীকে নিয়ে উকায বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন। এ সময়ই জিনদের আসমানী খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে এবং ছুঁড়ে মারা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লেলিহান অগ্নিশিখা। ফলে জিন শায়তুনরা ফিরে আসলে অন্য জিনরা তাদেরকে বলল, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলল, আসমানী খবরাদি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আমাদের উপর বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদের প্রতি লেলিহান অগ্নিশিখা ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন শায়তুন বলল, আসমানী খবরাদি সংগ্রহের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি যে বাধা সৃষ্টি করা

হয়েছে, অবশ্যই তা কোন নতুন ঘটনা ঘটার কারণেই হয়েছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সফর কর এবং দেখ ব্যাপারটা কী ঘটেছে? তাই আসমানী খবরাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণ খুঁজে বের করার জন্য তারা সকলেই পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমে অনুসন্ধান বেরিয়ে পড়ল। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, যারা তিহামার উদ্দেশে বেরিয়েছিল, তারা 'নাখলা' নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে উপস্থিত হল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এখান থেকে উকায বাজারের দিকে যাওয়ার মনস্থ করেছিলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবীদেরকে নিয়ে ফাজরের সলাত আদায় করছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কুরআন মাজীদ গুনতে পেয়ে আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে তা গুনতে লাগল এবং বলল, আসমানী খবর আর তোমাদের মাঝে এটাই সত্যিকারে বাধা সৃষ্টি করেছে। এরপর তারা তাদের কওমের কাছে ফিরে এসে বলল, হে আমাদের কওম! আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। এতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করব না। এরপর আল্লাহ তাঁর নাবীর প্রতি অবতীর্ণ করলেন : বল, আমার প্রতি ওয়াহী প্রেরিত হয়েছে যে জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে গুনছে। জিনদের উপরোক্ত কথা নাবী (ﷺ)-কে ওয়াহীর মারফত জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। [৭৭৩] (আ.প্র. ৪৫৫২, ই.ফা. ৪৫৫৬)

(৭৩) سُورَةُ الْمُرْمِلِ

সূরাহ (৭৩) : আল-মুযাশমিল

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿وَتَبَّتْ﴾ أَخْلِصْ وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿أَنْكَالًا﴾ فَيُؤَدَّا مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴿مُثْقَلَةٌ بِهِ﴾ وَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ ﴿كَيْبِنًا مَّهْيَلًا﴾ الرَّمْلُ السَّائِلُ ﴿وَيَبِلًا﴾ شَدِيدًا.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, وَتَبَّتْ একনিষ্ঠভাবে মগ্ন হওয়া। হাসান (রহ.) বলেন, أَنْكَالًا শৃঙ্খল। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, كَيْبِنًا مَّهْيَلًا বহমান বালুকারাশি। وَيَبِلًا কঠিন।

(৭৪) سُورَةُ الْمُدَّثِرِ

সূরাহ (৭৪) : আল-মুদ্দাস্‌সির

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿عَسِيرٌ﴾ شَدِيدٌ ﴿قَسُورَةٌ﴾ زِكْرُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسُورَةٌ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَسُورَةُ قَسُورُ الْأَسَدِ الرَّكَزُ الصَّوْتُ ﴿مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ نَافِرَةٌ مَدْعُورَةٌ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, عَسِيرٌ কঠিন। قَسُورَةٌ মানুষকে.. কোলাহল, আওয়াজ। আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, قَسُورَةٌ বাঘ। প্রত্যেক কঠিন বস্তুকে الْقَسُورَةُ বলা হয়। مُسْتَنْفِرَةٌ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নপর।

. ১/৭৬/৬০. بَاب.

৬৫/৭৪/১. অধ্যায়:

১৭২২. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَوْلَى مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ قُلْتُ يَقُولُونَ ﴿أَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ فَقَالَ جَابِرٌ لَا أَحَدِيكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَاوَزْتُ بِحِرَاءِ فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي هَبَطْتُ فَتَوَدِدْتُ فَتَنْظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرِ شَيْئًا وَتَنْظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرِ شَيْئًا وَتَنْظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرِ شَيْئًا فَلَمْ أَرِ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَاتَيْتُ حَدِيحَةَ فَقُلْتُ دَثِرُونِي وَصَبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَدَثِرُونِي وَصَبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَتَرَلْتُ ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ فَأَنْذِرُكُمْ وَأَنْذِرُكُمْ وَرَبِّكُمْ فَكَبَّرْتُ.

৪৯২২. ইয়াহইয়াহ ইবনু কাসীর (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সালামাহ ইবনু আবদুর রহমান (রহ.)-কে কুরআন মাজীদের কোন্ আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, লোকেরা তো বলে ﴿أَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। তখন আবু সালামাহ বললেন, আমি এ বিষয়ে জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি যা বললে আমিও তাকে হুবহু তাই বলেছিলাম। জবাবে জাবির (رضي الله عنه) বলেছিলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে যা বলেছিলেন, আমিও হুবহু তাই বলব। তিনি বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ই'তিকাফ করতে লাগলাম। আমার ই'তিকাফ শেষ হলে আমি সেখান থেকে নামলাম। তখন আমাকে আওয়াজ দেয়া হল। আমি ডানে তাকলাম; কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না, বামে তাকলাম, কিন্তু এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর সামনে তাকলাম, এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর পেছনে তাকলাম, কিন্তু এদিকও আমি কিছু দেখলাম না। শেষে আমি উপরের দিকে তাকলাম, এবার একটা বস্তু দেখতে পেলাম। এরপর আমি খাদীজা (رضي الله عنها)-এর কাছে এলাম এবং তাকে বললাম, আমাকে বজ্রাচ্ছাদিত কর এবং আমার শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তিনি বলেন, তারপর তারা আমাকে বজ্রাচ্ছাদিত করে এবং ঠাণ্ডা পানি ঢালে। নাবী (ﷺ) বলেন, এরপর অবতীর্ণ হল : 'হে বজ্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। [৪] (আ.প্র. ৪৫৫৩, ই.ফা. ৪৫৫৭)

. ২/৭৬/৬০. بَاب قَوْلِهِ : ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾.

৬৫/৭৪/২. অধ্যায়: আব্দুল্লাহর বাণী : উঠুন, সতর্ক করুন। (সূরাহ আল-মুদাসসির ৭৪/২)

১৭২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَاوَزْتُ بِحِرَاءِ مِثْلَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ.

৪৯২৩. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ইতিকাফ করেছিলাম। 'উসমান ইব্নু 'উমার 'আলী ইব্নু মুবারক (রহ.) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনিও একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। [৪] (আ.প্র. ৪৫৫৪, ই.ফা. ৪৫৫৮)

باب قوله : ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾ ٣/٧٤/٦٥

৬৫/৭৪/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। (সূরাহ আল-মুদাসসির ৭৪/৩)

٤٩٢٤. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول فقال ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ فقلت أنبئت أنه ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول فقال ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ فقلت أنبئت أنه ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ جاوزت في جراء فلما قضيت جواربي هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس على كرسي بين السماء والأرض فأتيت خديجة فقلت دبروني وضبوا علي ماء باردًا وأنزل علي ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ فأنذر وربك فكبر.

৪৯২৪. ইয়াহুইয়াহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সালামাহ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআনের কোন্ আয়াতটি প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল? তিনি বললেন, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। আমি বললাম, আমাকে বলা হয়েছে اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। এ কথা শুনে আবু সালামাহ (রহ.) বললেন, কুরআনের কোন্ আয়াতটি প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল, এ সম্পর্কে আমি জাবির (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেছেন يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন আমি বললাম, আমাকে বলা হয়েছে যে اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) যা বলেছেন, আমি তোমাকে তাই বলছি। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ইতিকাফ করেছিলাম। ইতিকাফ শেষ হলে আমি সেখান থেকে নেমে উপত্যকার মাঝে পৌঁছলে আমাকে আওয়াজ দেয়া হল। আমি তখন সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে তাকালাম। দেখলাম, সে আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে রক্ষিত একটি আসনে উপবিষ্ট আছে। এরপর আমি খাদীজা (رضي الله عنها)-এর কাছে এসে বললাম, আমাকে বজ্রাচ্ছাদিত কর এবং আমার শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তখন আমার প্রতি অবতীর্ণ করা হল : “হে বজ্রাচ্ছাদিত! সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।” [৪] (আ.প্র. ৪৫৫৫, ই.ফা. ৪৫৫৯)

باب : ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ ٤/٧٤/٦٥

৬৫/৭৪/৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন। (সূরাহ আল-মুদাসসির ৭৪/৪)

৬১২০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الرَّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فِتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَنَا أُمِيشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجْرَاءِ جَالِسٌ عَلَيَّ كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَثِثْتُ مِنْهُ رُغْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَدَنَرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ إِلَى ﴿وَالرَّجَزِ فَاهْجُرْ﴾ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ وَهِيَ الْأَوْثَانُ.

৪৯২৫. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ) থেকে শুনেছি। তিনি ওয়াহী বন্ধ থাকার সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি তাঁর আলোচনার মাঝে বললেন, একদা আমি চলছিলাম, এমন সময় আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। মাথা উঠাতেই আমি দেখলাম, যে মালক হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিল সে আসমান-যমীনের মাঝে একটি কুসরীতে বসা আছে। আমি তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে পড়লাম। এরপর আমি বাড়িতে ফিরে বললাম, আমাকে বন্ধাবৃত কর; আমাকে বন্ধাবৃত কর। তাঁরা আমাকে বন্ধাবৃত করল। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, “হে বন্ধাবৃত! উঠ....অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।” এ আয়াতগুলো সলাত ফরয হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। الرَّجَزُ মূর্তিসমূহ। [৪] (আ.প্র. ৪৫৫৬, ই.ফা. ৪৫৬০)

৫/৭৬/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿وَالرَّجَزِ فَاهْجُرْ﴾ يُقَالُ ﴿الرَّجَزُ﴾ وَالرَّجْسُ الْعَذَابُ.

৬৫/৭৪/৫. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : وَالرَّجَزِ فَاهْجُرْ এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন- (সূরাহ আল-

মুদাসসির ৭৪/৫)। কেউ কেউ বলেন, الرَّجَزُ এবং الرَّجْسُ অর্থ আযাব।

৬১২৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ فِتْرَةِ الْوَحْيِ فَبَيْنَا أَنَا أُمِيشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصْرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجْرَاءِ قَاعِدٌ عَلَيَّ كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَثِثْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِثْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَدَنَرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ ثُمَّ فَأَنْزَلَ ﴿إِلَى قَوْلِهِ﴾ ﴿فَاهْجُرْ﴾ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالرَّجَزُ الْأَوْثَانُ ثُمَّ حَبِي الْوَحْيِ وَتَتَابَعَ.

৪৯২৬. জাবির ইব্নু 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি রসূল (ﷺ)-কে ওয়াহী বন্ধ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি পথ চলছিলাম, এমন সময় আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে আসত, সে আসমান-যমীনের মাঝে একটি কুরসীতে উপবিষ্ট আছে। তাকে দেখে আমি ভীষণ ভয় পেলাম। এমনকি যমীনে পড়ে গেলাম। তারপর আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম এবং বললাম, আমাকে বন্ধাবৃত কর। আমাকে বন্ধাবৃত কর। তারা আমাকে বন্ধাবৃত করল। এরপর

আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন : “হে বজ্রাবৃত!.....অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।” আবু সালামাহ (রহ.) বলেন, الرِّجْزُ মূর্তিসমূহ। এরপর অধিক হারে ওয়াহী অবতীর্ণ হতে লাগল এবং লাগাতার ওয়াহী আসতে থাকল। [৪] (আ.প্র. ৪৫৫৭, ই.ফা. ৪৫৬১)

(৭০) سُورَةُ الْقِيَامَةِ

সূরাহ (৭৫) : আল-ক্বিয়ামাহ

১/৭০/৬০. بَابُ وَقَوْلُهُ : ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾.

৬৫/৭৫/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : ওয়াহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য আপনি ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় আপনার জিহ্বা নাড়বে না। (সূরাহ আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لِيُفَجِّرَ أَمَامَهُ﴾ سَرَفٌ أْتُوبُ سَوَفَ أَعْمَلُ ﴿لَا وَزَرَ﴾ لَا حِصْنَ سُدَى هَمَلًا.

ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, , لَا وَزَرَ শীঘ্রই তওবাহ করব, শীঘ্রই ‘আমাল করব। لَا وَزَرَ কোন আশ্রয়স্থল নেই, سُدَى নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন।

٤٩٢٧. حدثنا الحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾.

৪৯২৭. ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর প্রতি যখন ওয়াহী অবতীর্ণ করা হত, তখন তিনি দ্রুত তাঁর জিহ্বা নাড়তেন। রাবী সুফইয়ান বলেন, এভাবে করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওয়াহী মুখস্থ করা। তারপর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন : তাড়াতাড়ি ওয়াহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না। [৫] (আ.প্র. ৪৫৫৮, ই.ফা. ৪৫৬২)

২/৭০/৬০. بَابُ : ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾.

৬৫/৭৫/২. অধ্যায়: “নিশ্চয় এর একত্রীকরণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার।” (সূর আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৭)

٤٩٢٨. حدثنا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَرِّكُ شَفْتَيْهِ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ أَنْ تَقْرَأَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَاهُ﴾ يَقُولُ أَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ - ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ﴾.

৪৯২৮. মুসা ইবনু আবু 'আযিশাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি **لِتُعَجَّلَ بِهِ** আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে সাঈদ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, নাবী (ﷺ)-এর প্রতি যখন ওয়াহী অবতীর্ণ করা হত, তখন তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। তখন তাঁকে বলা হত, তাড়াতাড়ি ওয়াহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা নাড়বে না। নাবী (ﷺ) ওয়াহী ভুলে যাবার আশংকায় এমন করতেন। নিশ্চয়ই এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। অর্থাৎ আমি নিজেই তাকে তোমার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করব। তাই আমি যখন তা পাঠ করব অর্থাৎ যখন তোমার প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হতে থাকবে, তখন তুমি তার অনুসরণ করবে। এরপর তা বর্ণনা করার দায়িত্ব আমারই অর্থাৎ এ কুরআনকে তোমার মুখ দিয়ে বর্ণনা করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার।

[৫] (আ.প্র. ৪৫৫৯, ই.ফা. ৪৫৬৩)

۳/۷۵/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعَ قُرْآنَهُ﴾

৬৫/৭৫/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (সূরাহ আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৮)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿قَرَأْنَاهُ﴾ بَيَّنَّاهُ ﴿قَرَأْنَاهُ﴾ اعْمَلْ بِهِ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **قَرَأْنَاهُ** আমি যখন তা বর্ণনা করি **قَرَأْنَاهُ** তদনুযায়ী 'আমাল কর।

৪৯২৯. হরশা **فُتِنَبَةُ** بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعَجَّلَ بِهِ﴾ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَسَفَتِيهِ فَيَسْتَتِدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرِفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعَجَّلَ بِهِ ۗ - إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ ۚ أَلَمْ نَكُنْ إِذَا أَنَا جِبْرِيلُ أَظْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿أَوَلَيْكَ قَوْلِي﴾ تَوَعَّدُ.

৪৯২৯. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী : **لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعَجَّلَ بِهِ** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, জিবরীল (ﷺ) যখন ওয়াহী নিয়ে আসতেন তখন রসূল তাঁর জিহ্বা ও ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। এটা তাঁর জন্য কষ্টসাধ্য হত এবং তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা : “তাড়াতাড়ি ওয়াহী আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না; এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই” অবতীর্ণ করলেন। এতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন : এ কুরআনকে আপনার বক্ষে সংরক্ষিত করা ও পড়িয়ে দেয়ার ভার আমার উপর। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর, অর্থাৎ আমি যখন ওয়াহী অবতীর্ণ করি তখন তুমি মনোযোগ

দিয়ে গুন। তারপর এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। অর্থাৎ তোমার মুখে তা বর্ণনা করার দায়িত্ব আমারই। রাবী বলেন, এরপর জিবরীল (عليه السلام) চলে গেলে আল্লাহর ওয়াদা **إِنَّ عَلَيْنَا نِيبَانَهُ** মুতাবিক তিনি তা পাঠ করতেন। **أُولَى لَكَ فَأُولَى** দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! **تَوَعَّدُ** এ আয়াতে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। [৫; মুসলিম ৪/৩২, হাঃ ৪৪৮, আহমাদ ৩১৯১] (আ.প্র. ৪৫৬০, ই.ফা. ৪৫৬৪)

(৭৬) سُورَةُ الْإِنْسَانِ [هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ]

সূরাহ (৭৬) : ইনসান (আদ-দাহর) “কালের প্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল কি?”

يُقَالُ مَعْنَاهُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَهَلْ تَكُونُ جَحْدًا وَتَكُونُ خَبْرًا وَهَذَا مِنَ الْخَبْرِ يَقُولُ كَانَ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْكَورًا وَذَلِكَ مِنْ حِينِ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ ﴿أَمْشَاجٌ﴾ الْأَخْلَاطُ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ وَيُقَالُ إِذَا خَلِطَ مَشِيخٌ كَقَوْلِكَ خَلِيطٌ وَمَشْجُوحٌ مِثْلُ مَخْلُوطٍ وَيُقَالُ ﴿سَلَسِلًا وَأَغْلَالًا﴾ وَلَمْ يُجِرْ بَعْضُهُمْ ﴿مُسْتَطِيرًا﴾ مُمْتَدًّا الْبَلَاءُ ﴿وَالْقَمْطَرِيرُ﴾ الشَّدِيدُ يُقَالُ يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ وَيَوْمٌ قُمْطَرٌ وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقُمْطَرُ وَالْعَصِيبُ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَيَّامِ فِي الْبَلَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿الثُّضْرَةُ﴾ فِي الْوَجْهِ وَالسَّرُورُ فِي الْقَلْبِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿الْأَرَائِكُ﴾ السَّرُّرُ وَقَالَ الْبِرَاءُ ﴿وَذَلَّلْتَ قُطُوفُهَا﴾ يَقِطِفُونَ كَيْفَ شَاءُوا وَقَالَ مَعْمَرٌ ﴿أَسْرَهُمْ﴾ شِدَّةُ الْخَلْقِ وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَّدْتَهُ مِنْ قَتَبٍ وَعَبِيطٌ فَهُوَ مَأْسُورٌ.

অর্থাৎ কালের প্রবাহে মানুষের উপর এক সময় এসেছিল। হَل্ শব্দটি কখনো নেতিবাচক, আবার কখনো ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে অবহিতকরণ তথা ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, এক সময় মানুষের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না। আর ঐ সময়টা হল মাটি থেকে সৃষ্টি করা হতে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারণ করা পর্যন্ত। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে পুরুষ ও মহিলার বীর্ষের সংমিশ্রণে রক্ত এবং পরে জমাট বাঁধা রক্ত সৃষ্টি হওয়াকে **أَمْشَاجٌ** বলা হয়েছে। এক বস্তুর অপর বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হলে তাকে **مَشِيخٌ** বলে। তাকে **خَلِيطٌ** ও বলা হয়। আর **مَشْجُوحٌ** ও **مَخْلُوطٌ** এর অর্থ একই। কেউ কেউ **سَلَسِلًا** ও **أَغْلَالًا** পড়ে থাকেন। কিন্তু কেউ কেউ এভাবে পড়াকে জায়য মনে করেন না। দীর্ঘস্থায়ী বিপদ। **الْقَمْطَرِيرُ** ভয়ংকর ও কঠিন। সূতরাং **يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ** এবং **يَوْمٌ قُمْطَرٌ** উভয়ই ব্যবহৃত হয়। **الْعَبُوسُ**, **الْقَمْطَرِيرُ**, **الْقُمْطَرُ** এবং **الْعَصِيبُ** বিপদের সবচেয়ে কঠিনতম দিনকে বলা হয়। হাসান (রহ.) বলেন, **الثُّضْرَةُ** চেহারায় সজীবতা ও হৃদয়ে আনন্দ। ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **الْأَرَائِكُ** খাট-পালঙ্ক। আর বারা (رضي الله عنه) বলেন, **وَذَلَّلْتَ قُطُوفُهَا** তাদের ইচ্ছেমাফিক ফল পাড়বে। মা‘মার (রহ.) বলেন, **أَسْرَهُمْ** সুদৃঢ় গঠন। উটের গদির সঙ্গে শক্ত করে যে জিনিস বাঁধা থাকে তাকে **مَأْسُورٌ** বলা হয়।

(৭৭) سُورَةُ وَالْمُرْسَلَاتِ

সূরাহ (৭৭) : আল-মুরসলাত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿جَمَالَاتٌ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ جِبَالٌ ﴿أَزْكَوْنَا﴾ صَلَّوْنَا لَا يَرْكَعُونَ لَا يُصَلُّونَ وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿لَا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ فَقَالَ إِنَّهُ ذُو الْأَوَانِ مَرَّةً يَنْطِقُونَ وَمَرَّةً يُخْتَمُ عَلَيْهِمْ

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ﴿جَمَالَاتٌ﴾ উটের সারি। অর্থাৎ সলাত আদায় কর। অর্থাৎ তারা সলাত আদায় করে না। ﴿لَا يَنْطِقُونَ﴾ (তার কথা বলতে সক্ষম হবে না), ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (আল্লাহর শপথ! আমরা কখনো মুশরিক ছিলাম না) এবং ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ (আমি আজ মোহর লাগিয়ে দেব) এ আয়াত সম্বন্ধে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, ক্বিয়ামাতের দিন বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ঘটবে। কখনো সে কথা বলতে পারবে এবং নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, আবার কখনো তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। তখন সে আর কোন কথা বলতে পারবে না।

: ۱/۷۷/۶۵ . بَابُ :

৬৫/৭৭/১. অধ্যায়:

৪৭৩০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّهَا مِنْ فِيهِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقْتَنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَيْتُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَيْتُمْ شَرَّهَا.

৪৯৩০. ‘আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হল সূরাহ মুরসলাত। আমরা তাঁর মুখে শুনে সেটি শিখছিলাম। তখন একটি সাপ বেরিয়ে এল। আমরা ওদিকে দৌড়ে গেলাম, কিন্তু সাপটি আমাদের থেকে দ্রুত চলে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ওটাও তোমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে গেল, তোমরা যেন ওটার অনিষ্ট হতে রক্ষা পেলো। [১৮৩০: মুসলিম ৩৯/৩৭, হাঃ ২২৩৪, আহমাদ ৪৩৫৭] (আ.প্র. ৪৫৬১, ই.ফা. ৪৫৬৫)

৪৭৩১. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِذَا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ وَتَابِعَهُ أَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ حَفْصُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُعِيزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ افْتُلُوهَا قَالَ فَاثْبَدْرْنَاهَا فَسَبَقْتَنَا قَالَ فَقَالَ وَقِيَّتْ شَرَّكُمْ كَمَا وَقِيْتُمْ شَرَّهَا.

৪৯৩১. 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) থেকে একইভাবে বর্ণনা করেছেন। ইসরাঈল সূত্রে আসওয়াদ ইবনু 'আমির পূর্বের হাদীসটির অনুসরণ করেছেন। (অন্য সানাদে) হাফস, আবু মু'আবীয়াহ এবং সুলাইমান ইবনু কারম (রহ.).... 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (অপর এক সানাদে) ইবনু ইসহাক (রহ.).... 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) থেকে ঠিক এমনি বর্ণনা করেছেন। [১৮৩০] (ই.ফা. ৪৫৬৬)

'আবদুল্লাহ্ (ইবনু মাস'উদ) (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, এক গুহার মধ্যে আমরা রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হল সূরাহ ওয়াল মুরসলাত। আমরা তাঁর মুখ থেকে সেটা গ্রহণ করছিলাম। এ সুরার তিলাওয়াতে তখনও রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর মুখ সিক্ত ছিল, হঠাৎ একটি সাপ বেরিয়ে এল। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, "তোমরা ওটাকে মেরে ফেল।" 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) বলেন, আমরা সেদিকে দৌড়ে গেলাম, কিন্তু সাপটি আমাদের আগে চলে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, ওটা তোমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে গেল যেমনি তোমরা এর অনিষ্ট হতে বেঁচে গেলে। (আ.প্র. ৪৫৬২, ই.ফা. ৪৫৬৭)

۶۵/۹۹/۲. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ﴾

৬৫/৯৯/২. অধ্যায়: আন্বাহর বাণী : যা অট্টালিকা সদৃশ বড় বড় ফুলিঙ্গ নিষ্ক্ষেপ করবে। (সূরাহ আল-মুরসলাত ৯৯/৩২)

৪৯৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ﴾ قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْحَشَبَ بِقَصْرِ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَّ فَتَرَفَعَهُ لِلشِّتَاءِ فَنَسِيَهُ الْقَصْرَ.

৪৯৩২. 'আবদুর রহমান ইবনু আবিস (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা তিন গজ বা এর চেয়ে ছোট কাঠের খণ্ড জোগাড় করে শীতকালের জন্য উঠিয়ে রাখতাম। এটাকেই আমরা বলতাম الْقَصْرَ। [৪৯৩৩] (আ.প্র. ৪৫৬৩, ই.ফা. ৪৫৬৮)

۶۵/۹۹/۳. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ﴾

৬৫/৯৯/৩. অধ্যায়: আন্বাহর বাণী : যেন তা পীত বর্ণের বড় বড় উট। (সূরাহ আল-মুরসলাত ৯৯/৩৩)

৪৯৩৩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ﴾ قَالَ كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْحَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَتَرَفَعَهُ لِلشِّتَاءِ فَنَسِيَهُ الْقَصْرَ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ جِبَالُ السُّفْنِ تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأَوْسَاطِ الرِّجَالِ.

৪৯৩৩. 'আবদুর রহমান ইবনু আবিস (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমরা তিন গজ বা তার চেয়ে অধিক লম্বা কাষ্ঠ জড়ো করে শীতকালের জন্য উঠিয়ে রাখতাম। এটাকেই আমরা বলতাম الْقَصْرُ الصُّفْرُ। জাহাজের রশি, যা জমা করে রাখা হত। এমনকি তা মাঝারি গড়নের মানুষের সমান উঁচু হয়ে যেত। [৪৯৩২] (আ.প্র. ৪৫৬৪, ই.ফা. ৪৫৬৯)

٤/٧٧/٦٥. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطُقُونَ﴾.

৬৫/৭৭/৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : এটা এমন দিন, যে দিন তারা কথা বলতে পারবে না। (সূরাহ আল-মুরসলাত ৭৭/৩৫)

٤٩٣٤. حَشَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ﴾ فَإِنَّهُ لَيَتَلَوَّهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَتَبَّتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْتُلُوهَا فَايْتَدْرَأَهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَفِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وَفَيْتُمْ شَرَّهَا قَالَ عُمَرُ حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي فِي غَارِ بَيْتِي.

৪৯৩৪. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক গুহায় আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হল 'সূরাহ ওয়াল মুরসলাত'। তিনি তা তিলাওয়াত করছিলেন, আর আমি তাঁর মুখ থেকে তা শিখছিলাম। তিলাওয়াতে তখনো তাঁর মুখ সিক্ত ছিল। হঠাৎ আমাদের সামনে একটি সাপ বেরিয়ে এলো। নাবী (ﷺ) বললেন, ওটাকে মেরে ফেল। আমরা ওদিকে দৌড়িয়ে গেলাম। কিন্তু সাপটি চলে গেল। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, ওটা তোমাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেল তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলে। 'উমার ইবনু হাফস' বলেন, এ হাদীসটি আমি আমার পিতার নিকট হতে শুনে মুখস্থ করেছি। গুহাটি মিনায় অবস্থিত বলে উল্লেখ আছে। [১৮৩০] (আ.প্র. ৪৫৬৫, ই.ফা. ৪৫৭০)

(٧٨) سُورَةُ النَّبَأِ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾

সূরাহ (৭৮) : আন্বা

قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ لَا يَخَافُونَهُ ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ لَا يُكَلِّمُونَهُ إِلَّا أَنْ يَأْتَنَّهُمْ ﴿صَوَابًا﴾ حَقًّا فِي الدُّنْيَا وَعَمِلَ بِهِ ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿مُجَاجًا﴾ مُنْصَبًا. ﴿الْفَافَا﴾ : مُلْتَمَّةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿وَهَاجًا﴾ مُضِيئًا وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿عَسَاقًا﴾ عَسَقَتْ عَيْنُهُ وَيَعْسِقُ الْجُرْحُ يَسِيلُ كَأَنَّ الْعَسَاقَ وَالْعَيْسِقَ وَاحِدٌ ﴿عِظَاءَ حِسَابًا﴾ جَزَاءٌ كَافِيًا أَعْظَانِي مَا أَحْسَبْنِي أَنِّي كَفَانِي.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, তারা হিসাবের ভয় করত না। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, 'মুজাজা' অবিরাম বর্ষণ। 'ফাফা' ঘন সন্নিবিষ্ট। 'যাদেরকে আন্বাহ' অনুমতি দিবেন, তাদের ছাড়া তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদনের ক্ষমতা কারো থাকবে না। ইবনু 'আব্বাস

﴿﴾ বলেন, وَهَاجًا উজ্জ্বল, ইবনু 'আব্বাস ব্যতীত অন্যরা বলেন, غَسَاقًا যেমন আরবরা বলে, চোখে পিষ্টি হয়েছে এবং ক্ষত হতে পূঁজ চুয়ে চুয়ে পড়ছে। الْغَسَاقُ এবং الْغَسِيقُ একই অর্থ বহন করে। عَطَاءٌ যথোচিত দান। যেমন বলা হয়, أَعْطَانِي مَا أَحْسَبُنِي অর্থাৎ সে আমাকে যথেষ্ট দিয়েছে।

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَمَأْتُونَ أَفْوَاجًا زُمَرًا﴾. بَاب : ১/৭৮/৬০

৬৫/৭৮/১. অধ্যায়: “সে দিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে আসবে।” (সূরাহ আননাবা ৭৮/১৮)

৬৯৩০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَتَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَتَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَتَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنَزَّلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْتَلِي إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৯৩৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হবে। [আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর জনৈক ছাত্র বললেন, চল্লিশ বলে-চল্লিশ দিন বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারপর পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বলে চল্লিশ মাস বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, এবারও অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বছর বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। এরপর আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। এতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমন বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তখন শিরদাঁড়ার হাড় ছাড়া মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে গলে শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামাতের দিন ঐ হাড়খণ্ড থেকেই আবার মানুষকে সৃষ্টি করা হবে। [৪৮১৪] (আ.প্র. ৪৫৬৬, ই.ফা. ৪৫৭১)

(৭৭) سُورَةُ وَالتَّارِغَاتِ

সূরাহ (৭৮) : আন-নাযি'আত

﴿زَجْرَةٌ﴾ : صِيْحَةٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ : هِيَ الرَّزْزَلَةُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الْآيَةُ الْكُبْرَى﴾ عَصَاهُ وَيَدُهُ. ﴿سَمَكَهَا﴾ : بَنَاهَا بِعَبْرِ عَمِدٍ. ﴿طَلْعِي﴾ عَصَى. يُقَالُ التَّارِغَةُ وَالتَّخِرَةُ سَوَاءٌ مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمِيعِ وَالتَّاجِلِ وَالتَّاجِلِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ التَّخِرَةُ الْبَالِيَةُ وَالتَّارِغَةُ الْعَظْمُ الْمَجَوْفُ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الرِّيحُ فَيَتَخَرُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿الْحَافِرَةُ﴾ الَّتِي أَمَرْنَا الْأَرْمَلَ إِلَى الْحَيَاةِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿أَيَانَ مُرْسَهَا﴾ مَتَى مُنْتَهَاهَا وَمُرْسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ تَنْتَهِي الطَّامَةُ تَطْمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

﴿زَجْرَةٌ﴾ আওয়াজ বা শব্দ। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ দ্বারা ভূমিকম্প বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, الْآيَةُ الْكُبْرَى তার [মূসা (ﷺ)] লাঠি এবং তার হাত। سَمَكَهَا

আকাশকে স্তম্ভ ব্যতীত নির্মাণ করেছেন। طَعَى লাঠি। التَّخِرَةُ ও التَّخِرَةُ সমার্থবোধক শব্দ। যেমন التَّخِرَةُ এক অর্থবোধক শব্দ। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, الطَّامِعِ وَ الطَّامِعِ গলিত (হাড্ডি) এবং التَّخِرَةُ খোল হাড্ডি, যার মধ্যে বাতাস ঢোকার পর আওয়াজ সৃষ্টি হয়। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, الحَافِرَةَ পূর্ব জীবন। ইবনু 'আব্বাস ছাড়া অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন, أَيَّانَ مُرْسَهَا كِيَامَاتِهِ শেষ কোথায়? যেমন (আরবী ভাষায়) জাহাজ নোঙ্গর করার স্থানকে الْمُرْسَى السَّفِينَةِ বলে।

بَاب : ١/٧٩/٦٥

٦٥/٩٨/٥. অধ্যায়:

٤٩٣٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَدَّمِ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِإِضْبَاعِي هَكَذَا بِالْوَسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِنْتِهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ.

৪৯৩৬. সাহল ইবনু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুলের নিকটবর্তী অঙ্গুলিদ্বয় এভাবে একত্র করে বললেন, কিয়ামাত ও আমাকে এমনিভাবে পাঠানো হয়েছে। [৫৩০১, ৬৫০৩; মুসলিম ৫২/২৬, হাঃ ২৯৫০, আহমাদ ২২৮৬০] (আ.প্র. ৪৫৬৭, ই.ফা. ৪৫৭২)

(٨٠) سُورَةُ عَبَسَ

সূরাহ (৮০) : 'আবাসা

﴿عَبَسَ﴾ وَتَوَلَّى كَلْحًا وَأَعْرَضَ وَقَالَ غَيْرُهُ مُطَهَّرَةٌ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً لِأَنَّ الصُّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ فَجُعِلَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا ﴿سَفَرَةٌ﴾ الْمَلَائِكَةُ وَاجِدُهُمْ سَافِرٌ سَفَرَتْ أَصْلَحَتْ، بَيْنَهُمْ وَجُعِلَتْ الْمَلَائِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ يَوْحِي اللَّهُ وَتَأْدِيبُهُ كَالسَّفِيرِ الَّذِي يُصَلِّحُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿تَصَدَّى﴾ تَغَافَلَ عَنْهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَمَّا يَقْضِ ﴿لَمَّا يَقْضِي﴾ أَحَدٌ مَا أَمَرَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿تَرَهَّقَهَا﴾ تَغَشَّاهَا شِدَّةً ﴿مُسْفِرَةٌ﴾ مُشْرِقَةٌ ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبَتْ ﴿أَسْفَارًا﴾ كُتِبَتْ ﴿تَلَعَى﴾ تَشَاعَلَ يُقَالُ وَاحِدٌ الْأَسْفَارِ سَفَرٌ.

﴿عَبَسَ﴾ سے আকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। মুখ মুখের অর্থ যারা পূত-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এখানে পূত-পবিত্র বলে মালাইকাকে বোঝানো হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতটি আলাহুর বাণী : ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ এর অনুরূপ। পূর্বের আয়াতে মালাক এবং সহীফা উভয়কেই মুটহেরা বলা হয়েছে। অথচ التَّطْهِيرُ এর সম্পর্ক মূলতঃ সহীফার সঙ্গে, মালায়িকার সঙ্গে নয়। তবে মালাক যেহেতু উক্ত সহীফার হামিল ও বাহক, এই হিসাবে মালাককেও মুটহেরা বলা হয়েছে। সَفَرَةٌ অর্থ মালাক (ফেরেশতা)। এর এক

বচন হচ্ছে سَفَرْتُ أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ। سَافِرٌ আমি তাদের বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছি। ওয়াহী অবতীর্ণ করত তা নাবীদের পর্যন্ত পৌছানোর দায়িত্ব অর্পণ করে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন মালাকগণকে السَّافِرِ (দূত) সদৃশ ঘোষণা করেছেন যিনি কওমের পরস্পর বিবাদ মীমাংসা করেন। অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন, نَصَدَى سے এর থেকে অমনোযোগিতা প্রকাশ করেছে। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, لَمَّا يَفْضِي তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে এখনও তা পুরাপুরি করেনি। ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, تَرْهَفُهَا মানে সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে এক মহাবিপদ। إكْضَلُ مُسْفِرَةٌ। إكْضَلُ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা। ইব্নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) আরো বলেন, أَسْفَارًا أَسْفَارًا কিতাবসমূহ। تَلَهَّى تُلَى তুমি ব্যস্ত হলে। বলা হয় أَسْفَارٍ এর একবচন سَفَرٌ।

: بَابُ ١/٨٠/٦٥

٦٥/٨٠/١. अध्याय:

٤٩٣٧. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بِنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ.

৪৯৩৭. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরআনের হাফিয পাঠক লিপিকর সম্মানিত মালাকের মত। খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কুরআন মাজীদ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে। [মুসলিম ৬/৩৮, হাঃ ৭৯৮, আহমাদ ২৪৭২১] (আ.প্র. ৪৫৬৮, ই.ফা. ৪৫৭৩)

(٨١) سُورَةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

সূরাহ (৮১) : ইয়াশামসু কুউইরাত (আত্-তাকভীর)

﴿اِنكَدَرَتْ﴾ اِنْتَدَرَتْ وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿سُجِرَتْ﴾ ذَهَبَ مَآؤُهَا فَلَا بَيْنَ قَطْرَةٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الْمَسْجُورُ﴾ الْمَمْلُوءُ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿سُجِرَتْ﴾ أَفْضَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا ﴿وَالْحِئْسُ﴾ تَحْنِيسٌ فِي مَجْرَاهَا تَرْجِعُ وَتَكْنِيسٌ تَسْتَبِرُ كَمَا تَكْنِيسُ الطَّبَّاءُ ﴿تَنْفَسُ﴾ اِرْتَفَعَ النَّهَارُ ﴿وَالظَّنِينُ﴾ الْمَتَّهُمُ وَالصَّنِينُ يَضُنُّ بِهِ وَقَالَ عَمْرٌ ﴿وَإِذَا الثُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ يُزَوِّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿احشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ عَسَفَسَ﴾ أَدْبَرَ.

اِنكَدَرَتْ অর্থ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। হাসান (রহ.) বলেন, سُجِرَتْ অর্থ পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, এক বিন্দু পানিও বাকী থাকবে না। মুহাজিদ (রহ.) বলেন, الْمَسْجُورُ অর্থ কানায় কানায় ভর্তি। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন, سُجِرَتْ অর্থ একটি সমুদ্র অঃঃঃকটির সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সমুদ্রে পরিণত হবে। وَالْحِئْسُ অর্থ নিজের গতিপথে পশ্চাদপসরণকারী। تَكْنِيسٌ মানে সূর্যের আলোতে অদৃশ্য

হয়ে যায়, যেমন হরিণ গা ঢাকা দেয়। **تَنفَسَ** অর্থ যখন দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়। **الظَّنِينُ** অপবাদ দানকারী। **الضَّنِينُ** অর্থ বখিল, কৃপণ। 'উমার (رضي الله عنه) বলেছেন, **وَإِذَا التُّفُؤُسُ زُوِّجَتْ** অর্থ প্রত্যেককে তার মত চরিত্রের লোকের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামে জুড়ে দেয়া হবে। পরে এ কথার সমর্থনে তিনি **احشُرُوا** **الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ عَسَسَ** (একত্র করে যালিম ও তাদের সহচরগণকে) আয়াতংশটি পাঠ করলেন। **عَسَسَ** অর্থ অবসান হয়েছে, পশ্চাদপসরণ করেছে।

(৮২) سُورَةُ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

সূরাহ (৮২) : ইয়াসসামাউ আনফাতারাত (আল-ইনফিতার)

وَقَالَ الرَّبُّعُ بْنُ حُثَيْمٍ ﴿فُجِّرَتْ﴾ **فَاصَتْ** **وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ وَعَاصِمٌ ﴿فَعَدَلَك﴾** **بِالتَّخْفِيفِ** **وَقَرَأَهُ أَهْلُ الْحِجَازِ** **بِالتَّشْدِيدِ وَأَرَادَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ وَمَنْ حَقَّقَ يَعْنِي فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ إِمَّا حَسَنٌ وَإِمَّا قَبِيحٌ أَوْ طَوِيلٌ أَوْ قَصِيرٌ.**
রাবী ইবনু খুশাইম (রহ.) বলেন, **فُجِّرَتْ** অর্থ-প্রবাহিত হবে, আ'মাশ এবং ওয়াসিম (রহ.) **فَعَدَلَك** তাখফীফ-এর সঙ্গে পড়তেন এবং হিজায়ের অধিবাসী **فَعَدَلَك** তাশদীদ-এর সঙ্গে পড়তেন। অর্থ তিনি তোমাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ সৃষ্টি করেছেন। যারা **فَعَدَلَك** তাখফীফ-এর সঙ্গে পড়তেন, তারা বলেন, এর অর্থ হল, তিনি তোমাকে সুন্দর বা কুৎসিৎ; লম্বা খাটো যে আকারে ইচ্ছে, সৃষ্টি করেছেন।

(৮৩) سُورَةُ وَئِيلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ

সূরাহ (৮৩) : ওয়াইলুললিল মুত্বাফফিফীন (মুত্বাফফিফীন)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿بَلْ رَانَ﴾ **ثَبُتَ الْخَطَايَا ﴿ثُوبٌ﴾** **جُوزِي** **وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿الْمُطَفِّفُ﴾** **لَا يُؤْتِي غَيْرَهُ. الرَّحِيقُ** **الْحَمْرُ، ﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾** **: طِينَهُ. ﴿التَّسْنِيمُ﴾** **: يَغْلُو شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ.**
মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **بَلْ رَانَ** অর্থ গুনাহের জন্য। **ثُوبٌ** অর্থ প্রতিদান দেয়া হল। মুজাহিদ ছাড়া অপরপর মুসাস্‌সির বলেছেন, **الْمُطَفِّفُ** এ লোক যে অন্যকে মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেয় না। **الرَّحِيقُ** মদ বা পানীয়, **خِتَامُهُ مِسْكٌ** জান্নাতের মেশক এর সুগন্ধযুক্ত মাটি দ্বারা মোহর করা হয়েছে **التَّسْنِيمُ** জান্নাতীদের জন্য উন্নতমানের পানীয়।

بَاب : ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

অধ্যায়: যেদিন সব মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে। (সূরাহ মুত্বাফফিফীন ৮৩/৬)

৪৯৩৮. **حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حَتَّى يَغِيَّبَ أَحَدَهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.**

৪৯৩৮. ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) “যেদিন সব মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে” (সূরাহ মুজাফ্ফিীন ৮৩/৬)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তির কানের লতা পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে। [৬৫৩১; মুসলিম ৫১/১৫, হাঃ ২৮৬২, আহমাদ ৬০৭২] (আ.প্র. ৪৫৬৯, ই.ফা. ৪৫৭৪)

(১৬) سُورَةُ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

সূরাহ (৮৪) : ইয়াসাসামাউন্ শাক্বাত (আল-ইনশিকাক)

قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ﴿وَسَقَى﴾ جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ ﴿ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحْمُورَ﴾

أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿يُؤَعُّونَ﴾ يُسِرُّونَ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ অর্থাৎ সে পেছন দিক হতে নিজের ‘আমালনামা গ্রহণ করবে। وَسَقَى অর্থ সে যেসব জীবজন্তুর সমাবেশ ঘটায়। ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحْمُورَ অর্থ সে মনে করত যে, সে কখনই আমার কাছে ফিরে আসবে না। ইবনু ‘আব্বাস বলেন, يُؤَعُّونَ যা তারা গোপন রাখে।

﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾. بَابُ ١/٨٤/٦٥

৬৫/৮৪/১. অধ্যায়: তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। (সূরা আল-ইনশিকাক ৮৪/৮)

٤٩٣٩. حدثنا عليّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي ثَوْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي يُؤُنُسَ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ قَالَتْ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ قَالَ ذَلِكَ الْعَرُضُ يُعْرَضُونَ وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ.

৪৯৩৯. ‘আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামাতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আল্লাহ্ কি বলেননি, - فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا “যার ‘আমালনামা তার ডান হস্তে দেয়া হবে, তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, এ আয়াতে ‘আমালনামা কীভাবে দেয়া হবে সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুবা যার খুঁটিনাটি হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। [১০৩] (আ.প্র. ৪৫৭০, ই.ফা. ৪৫৭৫)

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبِقٍ﴾ : بَاب : ১৫/৮/৬০

৬৫/৮৪/২. অধ্যায়: আলাহুর বাণী : অবশ্যই তোমরা এক অবস্থা থেকে অন্যাবস্থায় উপনীত হবে।
(সূরাহ আল-ইনশিকাক ৮৪/১৯)

৬১০. حدثني سَعِيدُ بْنُ التَّضَرِّيرِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِبَائِسَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبِقٍ﴾ حَالًا بَعْدَ حَالٍ قَالَ هَذَا نَبِيُّكُمْ ﷺ.

৪৯৪০. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبِقٍ﴾ এর অর্থ হচ্ছে, এক অবস্থার পর আরেক অবস্থা। তোমাদের নাবীই (ﷺ) এটা বলেছেন। (আ.প্র. ৪৫৭১, ই.ফা. ৪৫৭৬)

(১০) سُورَةُ الْبُرُوجِ

সূরাহ (৮৫) : আল-বুরূজ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الْأَخْدُودِ﴾ شَقٌّ فِي الْأَرْضِ ﴿فَتَنُونَا﴾ عَذَبُوا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿الْوُدُودُ﴾: الْحَبِيبُ الْمَجِيدُ الْكَرِيمُ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ﴿الْأَخْدُودِ﴾ যমীনে ফাটল। ﴿فَتَنُونَا﴾ তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আর ইবনু 'আব্বাস বলেন, ﴿الْوُدُودُ﴾ সম্মানিত দয়ালু বন্ধু।

(১৬) سُورَةُ الطَّارِقِ

সূরাহ (৮৬) : আত-তারিক

هُوَ النَّجْمُ، وَمَا أَتَاكَ لَيْلًا فَهُوَ طَارِقٌ. ﴿النَّجْمُ الْقَائِبُ﴾ الْمُنْيَةُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿الْقَائِبُ﴾ الَّذِي يَتَوَهَّجُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ سَحَابٌ يَرْجِعُ بِالْمَطَرِ ﴿ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ الْأَرْضُ تَتَصَدَّعُ بِالنَّبَاتِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿لَقَوْلِ فَضْلٍ﴾ : لِحَقِّ. ﴿لَمَّا عَلَيْنَا حَافِظٌ﴾ إِلَّا عَلَيْنَا حَافِظٌ.

সেটি নক্ষত্র, আর যা তোমার নিকট রাতের বেলায় আসে তাই হচ্ছে তারিক। ﴿النَّجْمُ الْقَائِبُ﴾ উজ্জ্বল নক্ষত্র। মুজাহিদ বলেন, ﴿الْقَائِبُ﴾ যা চকমক করে। মুজাহিদ বলেন, ﴿ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ অর্থ ঐ মেঘ যা বৃষ্টি নিয়ে আসে। আর ইবনু 'আব্বাস বলেন, ﴿ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ অর্থ ঐ যমীন যা উদ্ভিদ বের হওয়ার সময় ফেটে যায়। আর ইবনু 'আব্বাস বলেন, ﴿لَقَوْلِ فَضْلٍ﴾ অবশ্যই তা সত্য কথা। ﴿لَمَّا عَلَيْنَا حَافِظٌ﴾ প্রত্যেক আত্মার উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী আছে।

(১৭) سُورَةُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

সূরাহ (৮৭) : সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা (আল-আ'লা)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿قَدَّرَ فَهْدَى﴾ قَدَّرَ لِلإِنْسَانِ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ وَهَدَى الْأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿عُنَاءٌ أَحْوَى﴾ هَشِيمًا مُتَعَرِّيًا

মুজাহিদ বলেন, قَدَّرَ فَهْدَى মানুষের জন্য ভাল-মন্দের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পশুপালকে চারণভূমিতে পথ দেখিয়েছেন। এবং ইবনু 'আব্বাস বলেন, عُنَاءٌ أَحْوَى চূর্ণ বিচূর্ণ তৃণাদি যা পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

: باب : ১/৮৭/৬০

৬৫/৮৭/১. অধ্যায়:

٤٩٤١. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوَّلَ مَنْ قَدَّمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَجَعَلَا يُقْرَأَانَا الْقُرْآنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَايِدَ وَالصَّيْتَانَ يَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأْتُ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فِي سُورٍ مِثْلِهَا.

৪৯৪১. বারআআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর সহাবীদের মধ্যে সর্ব প্রথম হিজরাত করে আমাদের কাছে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন মুস'আব ইবনু 'উমায়র (رضي الله عنه) ও ইবনু উম্মু মাকতুম (رضي الله عنه)। তাঁরা দু'জন এসেই আমাদেরকে কুরআন পড়াতে শুরু করেন। এরপর এলেন, আম্মার, বিলাল ও সা'দ (رضي الله عنه)। অতঃপর আসলেন বিশজন সহাবীসহ 'উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه)। অতঃপর এলেন নাবী (ﷺ)। বারআআ (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ)-এর আগমনে মাদীনাহ্বাসীকে এত অধিক খুশী হতে দেখেছি যে, অন্য কোন বিষয়ে তাদেরকে ততটা খুশী হতে আর কখনো দেখিনি। এমনকি আমি দেখেছি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত বলছিল যে, ইনিই তো আল্লাহর সেই রসূল, যিনি আগমন করেছেন। বারআআ ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) মাদীনাহয় আসার আগেই আমি اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এবং ও রকম আরো কিছু সূরাহ শিখে নিয়েছিলাম। (আ.প্র. ৪৫৭২, ই.ফা. ৪৫৭৭)

(٨٨) سُورَةُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ

সূরাহ (৮৮) : হাল 'আত্বা-কা হাদীসুল গাশিয়াহ (আল-গাশিয়াহ)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ النَّصَارَى وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿عَيْنِ أُنْيَةٍ﴾ بَلَغَ إِذَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا ﴿حَمِيمٍ﴾ أَنْ بَلَغَ إِذَاهَا ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغِيَّةٍ﴾ شَتْمًا وَيُقَالُ ﴿الضَّرِيعُ﴾ نَبْتُ يُقَالُ لَهُ الشِّرْقُ بِسَيِّئِهِ أَهْلُ الْحِجَارِ الضَّرِيعُ إِذَا يَبَسَ وَهُوَ سُمٌّ ﴿بِمُسَيْطِرٍ﴾ بِمُسَلِّطٍ وَيُقْرَأُ بِالضَّادِ وَالسِّينِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿إِيَابَهُمْ﴾ مَرَجِعُهُمْ.

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ** (ক্রিষ্ট-ক্রান্ত) বলে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **عَيْنِ أَيْنَةٍ** টগবগে গরম পানিতে কানায় কানায় ভর্তি ঝরণাধারা। **حَمِيمٍ** চরম ফুটন্ত পানি। **الْمَشْبُورُ** এক প্রকার কাঁটাওয়ালা গুল্ম। (তা যখন সবুজ থাকে তখন) তাকে **الصَّرِيعُ** বলা হয়, আর যখন শুকিয়ে যায়, তখন হিজাববাসীরা একেই **الصَّرِيعُ** বলে। এ এক প্রকার বিষাক্ত আগাছা। **بِمُسَيْطِرٍ** কর্মবিধায়ক। শব্দটি **س** ও **ص** উভয় বর্ণ দিয়েই পড়া হয়। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, **إِيَابَهُمْ** তাদের ফিরে আসার জায়গা।

(১৭) سُورَةُ وَالْفَجْرِ

সূরাহ (৮৯) আল-ফাজর

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الْوَتْرُ﴾ اللَّهُ ﴿إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ بَعِي الْقَدِيْبَةِ وَالْعِمَادُ أَهْلُ عَمُودٍ لَا يُقِيمُونَ ﴿سَوْطُ عَذَابٍ﴾ الَّذِي عُذِّبُوا بِهِ ﴿أَكْلًا لَمَّا﴾ السَّفِّ وَ﴿جَمًّا﴾ الْكَثِيرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفَعُ السَّمَاءِ شَفَعُ ﴿وَالْوَتْرُ﴾ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿سَوْطُ عَذَابٍ﴾ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ تَوْجٍ مِنَ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوْطُ ﴿لِبِالْمِرْصَادِ﴾ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿تَحَاطُّوْنَ﴾ تَحَاطُّوْنَ وَتَحَضُّوْنَ تَأْمُرُونَ بِإِطَاعِهِ ﴿الْمُظْمِنَةُ﴾ الْمُصَدِّقَةُ بِالنَّوَابِ وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُظْمِنَةُ﴾ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَهَا اظْمَأَتْ إِلَى اللَّهِ وَاطْمَأَنَّ اللَّهُ إِلَيْهَا وَرَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا وَأَدْخَلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿جَابُوا﴾ تَقَبُّوا مِنْ جَيْبِ الْقَمِيصِ قَطَعَ لَهُ جَيْبٌ يَجُوبُ الْفَلَاةَ يَقْطَعُهَا ﴿لَمَّا﴾ لَمَسْتُهُ أَجْمَعَ أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **الْوَتْرُ** মানে বেজোড়। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে। **إِرْمَ** **ذَاتِ الْعِمَادِ** দ্বারা প্রাচীন এক জাতিকে বোঝানো হয়েছে। **السَّفِّ** ও স্তম্ভের মালিক, যারা স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করে না; তারা তাঁবু পেতে জীবন যাপন করে (যাযাবর)। **سَوْطُ عَذَابٍ** যাদেরকে তা দিয়ে শাস্তি প্রদান করা হবে। **لَمَّا** সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করা। **جَمًّا** অতিশয়। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, আল্লাহর সকল সৃষ্টিই হল জোড়ায় জোড়ায়। সুতরাং আসমানও জোড়া বাঁধা; **الْوَتْرُ** তবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই হলেন বেজোড়। মুজাহিদ (রহ.) ব্যতীত অন্য সকলেই বলেছেন, আরবরা যাবতীয় শাস্তির ব্যাপারে **سَوْطُ عَذَابٍ** শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যে কোন শাস্তি **سَوْطُ عَذَابٍ** এর অন্তর্ভুক্ত। **لِبِالْمِرْصَادِ** তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। **تَحَاطُّوْنَ** তোমরা হেফাজত করে থাক। **تَحَاطُّوْنَ** তোমরা খাদ্য দান করতে আদেশ করে থাক। **الْمُظْمِنَةُ** সওয়ালকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী। হাসান (رضي الله عنه) বলেন, **يَأْتِيهَا** **الْمُظْمِنَةُ** দ্বারা এমন আত্মাকে বোঝানো হয়েছে, যে আত্মাকে আল্লাহ মৃত্যুদানের ইচ্ছে করলে সে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ ও তার প্রতি পুরোপুরি প্রশান্ত থাকেন। এরপর আল্লাহ তার রুহ কবর করার নির্দেশ দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তাকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাসান (রহ.)

ব্যতীত অন্যরা বলেছেন جَائِبًا তারা ছিদ্র করেছে; যে শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে جَيْبِ الْقَمِيصِ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে, জামার পকেট কাটা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে يَجُوبُ الْفَلَاحَةَ سے মাঠ অতিক্রম করছে। لَمَّا لَمِنْتُهُ أُجْمِعُ বলা হলে এর অর্থ হবে- আমি এর শেষ প্রান্তে চলে এসেছি।

(৯০) سُورَةُ لَا أُقْسِمُ

সূরাহ (৯০) : লা- উক্বসিমু (আল-বালাদ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَنْتَ حَيْلٌ ﴿بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ بِمَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ ﴿وَوَالِدٍ﴾ أَدَمَ ﴿وَمَا وَلَدٌ﴾ ﴿لَيْدًا﴾ كَثِيرًا ﴿وَالْتَجِدِينَ﴾ الْحَيْزُ وَالشَّرُّ ﴿مَسْغَبَةٌ﴾ مَجَاعَةٌ ﴿مَثْرَبَةٌ﴾ السَّاقِطُ فِي التَّرَابِ يُقَالُ ﴿فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ فَلَمْ يَفْتَحِمِ الْعَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ فَسَّرَ الْعَقَبَةَ فَقَالَ ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةٌ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ ﴿فِي كَبَدٍ﴾ : شِدَّةٌ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, بِهَذَا الْبَلَدِ দ্বারা মাক্কাহকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একানে যুদ্ধ করলে অন্য মানুষের উপর যে গুনাহ হবে, তোমার তা হবে না। وَوَالِدٍ আদম (ﷺ)। وَمَا وَلَدٌ যাসে জন্ম দেয়, لَيْدًا প্রচুর। ﴿فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ সে ফলা অফ্চম আল্-আক্ববাতুল ফি দুনিয়ায় দুর্গম গিরিপথে চলাচল করেনি। এরপর আল্লাহর তা'আলা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন, তুমি কি জান দুর্গম গিরিপথ কী? তা হচ্ছে দাস মুক্ত করা, অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহাৰ্য দান।

(৯১) سُورَةُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

সূরাহ (৯১) : ওয়াশশামসি ওয়াযুহা-হা (আশ্-শাম্‌স)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ضُحَاهَا﴾ ضَوْؤُهَا ﴿إِذَا تَلَّاهَا﴾ تَبِعَهَا. وَ﴿طَحَاهَا﴾ دَحَاهَا ﴿دَسَّاهَا﴾ أَعْوَاهَا. ﴿فَالهَمَّهَا﴾ : عَرَفَهَا الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿بِطَفْوَاهَا﴾ بِمِعَاصِيهَا ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ عُقْبَى أَحَدٍ

মুহাজিদ (রহ.) বলেন, ضُحَاهَا তার (সূর্যের) রশ্মি। إِذَا تَلَّاهَا যখন (ছন্দ) তার অনুসরণ করে। طَحَاهَا যিনি তাকে (যমীনকে) বিস্তৃত করেছেন। دَسَّاهَا যে তাকে (আত্মাকে) ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করেছে। ﴿فَالهَمَّهَا﴾ অতঃপর তার (আত্মার) সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের পরিচয় দান করেছেন। بِطَفْوَاهَا অবাধ্যতা বা নাফরমানীর কারণে। وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا কারো পরিণামের জন্য আল্লাহ আশংকা করেন না।

باب : ১/১/৬০

৬৫/৯১/১. অধ্যায়:

১৭১৮. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّافَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿إِذَا اثْبَعَتْ أَشْقَاهَا﴾ اثْبَعَتْ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مِّنْ بَنِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدَكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يَصْأَجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي صَحِيحِهِمْ مِنَ الصَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدَكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمَّ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ.

৪৯৪২. আবদুল্লাহ ইবনু যাম'আহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-কে খুতবাহ দিতে শুনেছেন, খুতবায় তিনি কওমে সামুদের প্রতি খেরিত উদ্বী ও তার পা কাটার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর রসূল أَشْقَاهَا-এর ব্যাখ্যায় বললেন, ঐ উদ্বীটিকে হত্যা করার জন্য এক হতভাগ্য শক্তিশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠে যে সে সমাজের মধ্যে আবু যাম'আর মত প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। এ খুতবায় তিনি মেয়েদের সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারপিট করে; কিন্তু ঐ দিনের শেষেই সে আবার তার সঙ্গে এক বিছানায় মিলিত হয়। তারপর তিনি বায়ু নিঃসরণের পর হাসি দেয়া সম্পর্কে বললেন, তোমাদের কেউ কেউ হাসে সে কাজটির জন্য যে কাজটি সে নিজেও করে। (অন্য সনদে) আবু মু'আবীয়াহ (রহ.)....'আবদুল্লাহ ইবনু আবু যাম'আ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যুবায়র ইবনু আওআমের চাচা আবু যাম'আর মত। [৩৩৭৭; মুসলিম ৫১/১৩, হাঃ ২৮৫৫, আহমাদ ১৬২২২। (আ.প্র. ৪৫৭৩, ই.ফা. ৪৫৭৮)

(৭২) سُورَةُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

সূরাহ (৯২) : ওয়াল লাইলি ইয়া ইয়াগশা- (আল-লায়ল)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَسَنِيِّ﴾ بِالْحَلْفِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿تَرْدَى﴾ مَاتَ وَ ﴿تَلَطَّى﴾ تَوَهَّجَ وَقَرَأَ عُبَيْدُ بْنُ عَمْرٍو تَتَلَطَّى.

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, وَكَذَّبَ بِالْحَسَنِيِّ অর্থ প্রতিদানে অস্বীকার করল। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, تَرْدَى যখন যে মরে যাবে। تَلَطَّى মানে লেলিহান অগ্নি। উবায়দ ইবনু উমায়র (رضي الله عنه) শব্দটিকে تَتَلَطَّى পড়তেন।

১/৯২/৬০. **بَابُ : ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾**

৬৫/৯২/১. **অধ্যায়:** “শপথ দিবাভাগের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়।” (সূরাহ আল-লাইল ৯২/২)

৬৫/৯২/১. **অধ্যায়:** “শপথ দিবাভাগের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়।” (সূরাহ আল-লাইল ৯২/২)

৬৫/৯২/১. **অধ্যায়:** “শপথ দিবাভাগের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়।” (সূরাহ আল-লাইল ৯২/২)

৬৫/৯২/১. **অধ্যায়:** “শপথ দিবাভাগের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়।” (সূরাহ আল-লাইল ৯২/২)

৬৫/৯২/১. **অধ্যায়:** “শপথ দিবাভাগের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়।” (সূরাহ আল-লাইল ৯২/২)

৬৫/৯২/১. **অধ্যায়:** “শপথ দিবাভাগের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়।” (সূরাহ আল-লাইল ৯২/২)

৬৫/৯২/১. **অধ্যায়:** “শপথ দিবাভাগের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়।” (সূরাহ আল-লাইল ৯২/২)

৬৫/৯২/১. **অধ্যায়:** “শপথ দিবাভাগের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়।” (সূরাহ আল-লাইল ৯২/২)

২/৯২/৬০. **بَابُ : ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾**

৬৫/৯২/২. **অধ্যায়:** “এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।” (সূরাহ আল-লাইল ৯৩/৩)

৬৫/৯২/২. **অধ্যায়:** “এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।” (সূরাহ আল-লাইল ৯৩/৩)

৬৫/৯২/২. **অধ্যায়:** “এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।” (সূরাহ আল-লাইল ৯৩/৩)

৬৫/৯২/২. **অধ্যায়:** “এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।” (সূরাহ আল-লাইল ৯৩/৩)

৬৫/৯২/২. **অধ্যায়:** “এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।” (সূরাহ আল-লাইল ৯৩/৩)

৬৫/৯২/২. **অধ্যায়:** “এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।” (সূরাহ আল-লাইল ৯৩/৩)

৬৫/৯২/২. **অধ্যায়:** “এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।” (সূরাহ আল-লাইল ৯৩/৩)

৬৫/৯২/২. **অধ্যায়:** “এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।” (সূরাহ আল-লাইল ৯৩/৩)

বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও নাবী (ﷺ)-কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ এসব (সিরিয়াবাসী) লোকেরা চাচ্ছে, আমি যেন আয়াতটি وَالْأَنْثَىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَىٰ পড়ি। আল্লাহর কসম! আমি তাদের কথা মানবো না। [৩২৮৭] (আ.প্র. ৪৫৭৫, ই.ফা. ৪৫৮০)

۳/۹۲/۶۵. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ﴾

৬৫/৯২/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : সুতরাং কেউ দান করলে মুত্তাকী হলে। (সূরাহ আল-লাইল ৯২/৫)

৪৭৫০: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَقِيعِ الْعَرَقِدِ فِي جَنَازَةِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ مَفْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ فَقَالَ اعْمَلُوا فِكُلُّ مَيْسِرٍ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ﴾ (৫) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ (৬) فَسَنِّيَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿اللُّغْضَىٰ﴾

৪৯৪৫. 'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকীউল গারকাদ নামক স্থানে এক জানাযায় আমরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। সে সময় তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান জান্নাত বা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়নি। এ কথা শুনে সকলেই বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি আমরা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা 'আমাল করতে থাক। কারণ, যাকে যে 'আমালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে 'আমাল সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ এবং কেউ কার্পণ্য করলেও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, যার যা উত্তম তা ত্যাগ করলে, তার জন্য আমি সহজ করে দেব কঠোর পরিণামের পথ। [১৩৬২] (আ.প্র. ৪৫৪৭৬, ই.ফা. ৪৫৮১)

৪/৯২/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾

৬৫/৯২/৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে। (সূরাহ আল-লাইল ৯২/৬)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তারপর তিনি উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। (আ.প্র. ৪৫৪৭৭, ই.ফা. ৪৫৮২)

৫/৯২/৬০. بَابُ: ﴿فَسَنِّيَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾

৬৫/৯২/৫. অধ্যায়: "আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।" (সূরাহ আল-লাইল ৯২/৭)

৬১৬. حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُوْدًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ ااعْمَلُوا فَكُلُّ مَيْسَرٍ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى﴾ (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿الْآيَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنصُورٌ فَلَمْ أَنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ.

৪৯৪৬. 'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোন একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি একটি কাঠি হাতে নিয়ে এর দ্বারা মাটি খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যার স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্দিষ্ট হয়নি। এ কথা শুনে সকলেই বললেন, তাহলে কি আমরা ভাগ্যের উপর ভরসা করে বসে থাকব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা 'আমাল করতে থাক। কারণ, যাকে যে 'আমালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে 'আমালকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মৃতআকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজপথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে ও যার যা উত্তম তা ত্যাগ করলে তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ। শু'বাহ (রহ.) বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি আমার কাছে মানসূর বর্ণনা করেছেন! তাকে আমি সুলায়মানের হাদীসের উল্টো মনে করেনি। (১৩৬২) (আ.প্র. ৪৫৭৮, ই.ফা. ৪৫৮৩)

৬/৯২/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿وَأَمَّا مَنْ ابْتِغَلَّ وَاسْتَغْنَى﴾

৬৫/৯২/৬. অধ্যায়: আন্বাহর বাণী : এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে।
(সূরাহ আল-লাইল ৯২/৮)

৬১৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا ااعْمَلُوا فَكُلُّ مَيْسَرٍ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى﴾ (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿فَسَنِيئِرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَسَنِيئِرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

৪৯৪৭. 'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্দিষ্ট হয়নি। এ কথা শুনে আমরা বললাম, হে আন্বাহর রসূল! তাহলে কি আমরা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকব? তিনি বললেন, না তোমরা 'আমাল করতে থাক। কারণ, যাকে যে 'আমালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে 'আমালকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, কাজেই কেউ দান করলে, মৃতআকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ এবং কেউ কার্পণ্য করলে,

নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা ত্যাগ করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিশ্রমের পথ। [১৩৬২] (আ.প্র. ৪৫৭৯, ই.ফা. ৪৫৮৪)

৭/৯২/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾

৬৫/৯২/৭. অধ্যায়: আত্মাহ্বর বাণী : আর যা উত্তম তা অস্বীকার করলে। (সূরাহ আল-লাইল ৯২/৯)

৬৫/৯২/৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَيْعِ الْعَرَقِ فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَتَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفْسٍ مَنُفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَكَلَّمُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى لَا (۵) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ الْآيَةَ.

৪৯৪৮. 'আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকীউল গারকাদ নামক স্থানে একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কাছে এসে বসলেন। আমরাও তাঁর চারপাশে গিয়ে বসলাম। এ সময় তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি তার মাতাখানা নামিয়ে, এর দ্বারা মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের কেউ এমন নেই অথবা বললেন, কোন সৃষ্টি এমন নেই) জান্নাতে বা জাহান্নামে যার স্থান নির্দিষ্ট হয়নি। কিংবা তাকে ভাগ্যবান বা হতভাগা লেখা হয়নি। এ কথা শুনে এক সহাবী বললেন, আমরা তাহলে 'আমাল ত্যাগ করে আমাদের লিখিত ভাগ্যের উপর কি নির্ভর করে বসব? আমাদের মধ্যে যে সৌভাগ্যবান, সে তো সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মাঝেই शामिल হয়ে যাবে, আর আমাদের মাঝে যে হতভাগ্য, সে তো হতভাগা লোকদের আমলের দিকেই এগিয়ে যাবে। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের জন্য সৌভাগ্য লাভ করার মত 'আমাল সহজ করে দেয়া হবে। আর দুর্ভাগ্যের অধিকারী লোকদের জন্য দুর্ভাগ্য লাভ করার মত 'আমাল সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, "সূতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে।" [১৩৬২] (আ.প্র. ৪৫৮০, ই.ফা. ৪৫৮৫)

৮/৯২/৬০. بَابُ: ﴿فَسَيَسِّرُهُ لِّلْعُسْرَى﴾

৬৫/৯২/৮. অধ্যায়: "আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।" (সূরাহ আল-লাইল ৯২/৭)

৬৫/৯২/৮. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِهِ الْأَرْضُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ

مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مَيْسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَيْسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيَيْسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى﴾ (১) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ الْآيَةَ.

৪৯৪৯. ‘আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জানাযাহ্য় নাবী (ﷺ) উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি কিছু একটা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়নি। এ কথা শুনে সবাই বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাহলে ‘আমাল বাদ দিয়ে আমাদের লিখিত ভাগ্যের উপর কি ভরসা করব? উত্তরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা ‘আমাল করতে থাক, কারণ, যাকে যে ‘আমালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে ‘আমালকে সহজ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের ‘আমালকে সহজ করে দেয়া হবে। আর যে দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য দুর্ভাগ্য লোকদের ‘আমালকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। এবং কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা ত্যাগ করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ। (আ.প্র. ৪৫৮১, ই.ফা. ৪৫৮৬)

(৯৩) سُورَةُ وَالصُّحَى

সূরাহ (৯৩) : ওয়াদ-দুহা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿إِذَا سَجَى﴾ اسْتَوَى وَقَالَ غَيْرُهُ سَجَى أَظْلَمَ وَسَكَنَ عَائِلًا ذُو عِيَالٍ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, إِذَا سَجَى “যখন তা সমান সমান হয়”, মুজাহিদ (রহ.) ব্যতীত অন্যরা বলেন, سَجَى মানে যখন তা নিঝুম ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। عَائِلًا নিঃস্ব।

﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾. ۱/۹۳/۶۵. بَاب :

৬৫/৯৩/১. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আপনার রব আপনাকে ত্যাগও করেননি এবং আপনার সঙ্গে দুশমনীও করেননি। (সূরাহ ওয়াদ দুহা ৯৩/৩)

৬৯০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اشْتَكَيْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِيبَكَ مِنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَالصُّحَى﴾ (১) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ (১) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾.

৪৯৫০. জুনদুব ইবনু সুফ্ইয়ান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অসুস্থতার কারণে রসূল (ﷺ) দুই বা তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি। এ সময় এক মহিলা এসে বলল, হে মুহাম্মাদ

(ﷻ)! আমার মনে হয়, তোমার শায়তুন তোমাকে ত্যাগ করেছে। দুই কিংবা তিনদিন যাবৎ তাকে আমি তোমার কাছে আসতে দেখতে পাচ্ছি না। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, শপথ পূর্বাহের, “শপথ রজনীর যখন তা হয় নিবুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি”- (সূরাহ ওয়াদ্ দুহা ৯৩/৩)। (১১২৪; মুসলিম ৩২/৩৯, হাঃ ১৭৯৭, আহমাদ ১৮৮২৪) (আ.প্র. ৪৫৮২, ই.ফা. ৪৫৮৭)

﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ ২/৭৩/৬০. باب : قَوْلُهُ

৬৫/৯৩/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আপনার রব আপনাকে ত্যাগও করেননি এবং আপনার সঙ্গে দুশমনীও করেননি। (সূরাহ ওয়াদ্ দুহা ৯৩/৩)

تُفْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ..

শব্দটির দাল অক্ষরটিতে তাশদীদ ও তাশদীদ ছাড়া উভয়ই পড়া যায়। উভয়টির একই : “তোমাকে রব পরিত্যাগ করেননি।” ইবনু আব্বাস (ﷻ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তোমাকে তোমার রব ত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি মনোক্ষুণ্ণও হননি।

৬৭০। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عُنْدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ

جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى صَاحِبِكَ إِلَّا أَبْطَأَكَ فَتَرَلْتُ ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾.

৪৯৫১. জুনদুব বাজালী (ﷻ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা এসে বলল, আমি দেখছি, আপনার সঙ্গী আপনার কাছে ওয়াহী নিয়ে আসতে দেবী করে ফেলছে। তখনই অবতীর্ণ হল : তোমার প্রতিপালক তোমাকে ত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি মনোক্ষুণ্ণও হননি। (১১২৪) (আ.প্র. ৪৫৮৩, ই.ফা. ৪৫৮৮)

(৭৬) سُورَةُ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ

সূরাহ (৯৪) : আলাম নাশরাহ্ লাকা (আল-ইনশিরাহ্)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿وَزُرَّكَ﴾ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ﴿أَنْقَضَ﴾ أَنْقَلَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيَّ ﴿مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ آخَرَ كَقَوْلِهِ ﴿هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يُسْرَيْنِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿فَانصَبَ﴾ فِي حَاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ وَيُذَكِّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, وَزُرَّكَ জাহিলী যুগের বোঝা। أَنْقَضَ মানে অতিশয় কষ্টদায়ক। مَعَ الْعُسْرِ এর ব্যাখ্যায় ইবনু উয়াইয়াহ (রহ.) বলেন, এ কঠিন অবস্থার পরই আরেকটি সহজ অবস্থা আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ, তোমরা আমাদের দু'টি কল্যাণের একটির অপেক্ষা করছ। একটি কঠিন অবস্থা দু'টি সহজ অবস্থাকে কখনো পরাভূত করতে পারবে না। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, فَانصَبَ অর্থ-প্রয়োজন পূরণের জন্য তুমি তোমার রবের কাছে কাকুতি-মিনতি

করে প্রার্থনা কর। 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)' এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন নাবী (ﷺ)-এর বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

(৯০) سُورَةُ وَالتَّيْنِ

সূরাহ (৯৫) : ওয়াত-তীন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ هُوَ ﴿التَّيْنُ وَالرَّيْتُونُ﴾ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ يُقَالُ ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ﴾ فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ بِأَعْمَالِهِمْ كَأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالتَّوَابِ وَالْعِقَابِ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, আয়াতের মধ্যে التَّيْنُ وَالرَّيْتُونُ বলে ঐ তীন ও যায়তুনকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ খেয়ে থাকে। فَمَا يُكَذِّبُكَ মানুষকে তাদের 'আমালের প্রতিদান দেয়া হবে এ ব্যাপারে কোন জিনিস তোমাকে অবিশ্বাসী করে। অর্থাৎ শাস্তি কিংবা পুরস্কার দানের ব্যাপারে তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার ক্ষমতা রাখে কে?

باب : ১/৯০/৬০

৬৫/৯৫/১. অধ্যায়:

৪৯০২. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكَعَتَيْنِ بِالتَّيْنِ وَالرَّيْتُونِ تَقْوِيمَ الْخَلْقِ.

৪৯৫২. বারআআ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সফরে থাকাকালীন 'ইশার সলাতের দুই রাকআতের কোন এক রাকআতে 'সূরাহ তীন' পাঠ করেছেন। [৭৬৭] (আ.প্র. ৪৫৮৪, ই.ফা. ৪৫৮৯)

(৯৬) سُورَةُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

সূরাহ (৯৬) : ইক্বরা বিসমি রবিবকাল লায়ী খলাক্ব (আলাক্ব)

وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيبَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَكْتُبُ فِي الْمُصْحَفِ فِي أَوَّلِ الْإِمَامِ بِسْمِ

اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاجْعَلْ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ حَظًّا

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿نَادِيَهُ﴾ عَشِيرَتَهُ ﴿الرَّبَّانِيَّةَ﴾ الْمَلَائِكَةَ وَقَالَ مَعْمَرٌ ﴿الرُّحْفَى﴾ الْمَرْجِعُ ﴿لَنْسَفَعَنَّ﴾

قَالَ لَنَا حَذَنٌ وَلَنْسَفَعَنَّ بِالتُّونِ وَهِيَ الْحَقِيقَةُ سَفَعْتُ بِيَدِهِ أَخَذْتُ.

কুতাইবাহ (রহ.).....হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কুরআন মাজীদের শুরুতে 'বিস্মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' লিখ এবং দু' সূরার মধ্যে একটি রেখা টেনে দাও।

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, نَادِيَهُ গোত্র। الرُّبَانِيَّةُ ফেরেশতা। মা'মার (রা বলেন, الرُّجْعِي ফিরে আসার জায়গা। اَمَامِي অবশ্যই পাকড়াও করব। اِنشَاءً শব্দটি نون خفيفة এর সঙ্গে। سَفَعْتُ اَمَامِي তাকে হাত দ্বারা ধরলাম।

: بَاب ۱/۹۶/۶۵

৬৫/৯৬/১. অধ্যায়:

১৯০৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ سَلَمَوْنِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَرِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ أَوَّلَ مَا بُدِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي التَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِي الصُّبْحِ ثُمَّ حَبَبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَلْحَقُ بِعَارِ جِرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ قَالَ وَالتَّحَنُّنُ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي دَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدَ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي عَارِ جِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ج - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ج - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ۷ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ الْآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرْجُفَ بَوَادِرِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَرَمَلُونَهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيجَةَ أَيُّ خَدِيجَةَ مَا لِي لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَأَخْبَرَهَا الْحَبْرَ قَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا أَبِئْسَ فَوَاللَّهِ لَا يُخْرِيكَ اللَّهُ أَبَدًا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَتَّصِلِ الرَّجْمَ وَتَصُدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الصَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَاَنْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَحِبِّي أَيْبَهَا وَكَانَ أَمَوًا تَنْصَرَفِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمِعْ مِنْ ابْنِ أُخَيْكَ قَالَ وَرَقَةَ يَا ابْنَ أُخَيْ مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةَ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى لَيْتَنِي فِيهَا جَدًّا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْخَرَجِي هُمْ قَالَ وَرَقَةَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا أُوذِي وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمَكَ حَيًّا أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةَ أَنْ تُؤَيِّ وَفَرَّ الْوَحْيِ فَتَرَةً حَتَّى حَزَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৪৯৫৩. নাবী (ﷺ)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘুমের অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে নাবী (ﷺ)-এর প্রতি ওয়াহী শুরু করা হয়েছিল। ঐ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, তা সকালের আলোর মতই সুস্পষ্ট হত। এরপর নির্জনতা তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার-পরিজনের কাছে আসার পূর্বে সেখানে লাগাতার কয়েকদিন পর্যন্ত তাহানুছ করতেন। তাহানুছ মানে বিশেষ পদ্ধতিতে 'ইবাদাত করা। এ জন্য তিনি কিছু খাবার নিয়ে যেতেন। এরপর তিনি খাদীজাহ (رضي الله عنها)-এর কাছে ফিরে এসে আবার ওরকম কিছু কিছু খাবার নিয়ে যেতেন। শেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় হঠাৎ তার কাছে সত্যবাণী এসে পৌঁছল। ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বললেন, পড়ুন। রসূল (ﷺ) বললেন, আমি পড়তে পারি না। রসূল (ﷺ) বলেন, এরপর তিনি আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতে আমি প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। রসূল (ﷺ) বলেন, এরপর তিনি আমাকে ধরে দ্বিতীয়বার খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতেও আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। এরপর তিনি আমাকে ধরে তৃতীয়বার খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি খুব কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে যা সে জানত না। এরপর রসূল (ﷺ) এ আয়াতগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এ সময় তাঁর কাঁধের গোশত ভয়ে খরখর করে কাঁপছিল। খাদীজাহর কাছে পৌঁছেই তিনি বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তখন সকলেই তাঁকে বস্ত্রাবৃত করে দিল। অবশেষে তার ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদীজাহকে বললেন, খাদীজাহ আমার কী হল? আমি আমার নিজের সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। এরপর তিনি তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। এ কথা শুনে খাদীজাহ (رضي الله عنها) বললেন, কখনো নয়। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ কখনো আপনাকে লালিত্বিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেন, সত্য কথা বলেন, সহায়হীন লোকদের বোঝা লাঘব করে দেন, নিঃস্ব লোকদেরকে উপার্জন করে দেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের পথে আসা বিপদাপদে পতিত লোকদেরকে সাহায্য করে থাকে। তারপর খাদীজাহ তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাআরাকা ইব্নু নাওফালের কাছে গেলেন। তিনি জাহিলী যুগে খুস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় কিতাব লিখতেন। আর তিনি আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক আরবী ভাষায় ইনজীল কিতাব অনুবাদ করে লিখতেন। তিনি খুব বৃদ্ধ ও অক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ (رضي الله عنها) তাঁকে বললেন, হে আমার চাচাত ভাই। আপনার ভাতিজা কী বলেন একটু শুনুন। তখন ওয়ারাকা বললেন, ভাতিজা, কী হয়েছে তোমার? নাবী (ﷺ) যা দেখেছিলেন, সব কিছুর ব্যাপারে তাকে জানালেন। সব কথা শুনে ওয়ারাকা বললেন, ইনিই সেই ফেরেশতা, যাকে মূসার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আহ! সে সময় আমি যদি যুবক হতাম। আহ! সে সময় আমি যদি জীবিত থাকতাম। তারপর তিনি একটি গুরুতর বিষয় উল্লেখ করলে রসূল (ﷺ) বললেন, সত্যিই তারা কি আমাকে বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ; তারা তোমাকে বের করে দেবে। তুমি যে দাওয়াত নিয়ে এসেছ, এ দাওয়াত যে-ই নিয়ে এসেছে তাকেই কষ্ট দেয়া হয়েছে। তোমার নবুয়তকালে আমি জীবিত থাকলে অবশ্যই আমি তোমাকে প্রবল ও সর্বতোভাবে সাহায্য করতাম। এরপর ওয়ারাকা অধিক দিন বাঁচেননি; বরং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। দীর্ঘ সময়ের জন্য ওয়াহী বন্ধ হয়ে গেল। এতে রসূল (ﷺ) খুবই চিন্তায়ুক্ত হয়ে পড়লেন। [৩] (আ.প্র. ৪৫৮৫, ই.ফা. ৪৫৯০)

৬৩৯. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ قَتْرَةَ الْوَحْيِيِّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَنَا أَنَا أُمِّئِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصْرِي فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجْرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَفَرَّقْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِلُونِي زَمِلُونِي فَذَرُّوهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَأْتِيهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ - فَمُ فَأَنْذِرُ ۗ - وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ ۖ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۖ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَهِيَ الْأَوْتَانُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيِيُّ.

৪৯৫৪. (অন্য এক সনদে) মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব (রহ.) আবু সালামাহ ইবনু আবদুর রহমান (রাঃ)-এর মাধ্যমে জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূল (ﷺ) ওয়াহী বন্ধ হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, এক সময় আমি পথ চলছিলাম। হঠাৎ আকাশ থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলে তাকালাম। দেখলাম, যে ফেরেশতা আমার কাছে হেরা গুহায় আসতেন, তিনিই আসমান ও যমীনের মাঝে বিদ্যমান কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাই বাড়িতে ফিরে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। সূতরাং সকলেই আমাকে বস্ত্রাবৃত করল। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, “হে বস্ত্রাবৃত রসূল! উঠুন, সতর্ক করুন, আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন”- (সূরাহ আল-মুদাসসির ৭৪/১-৫)। আবু সালামাহ (রাঃ) বলেন, আরবরা জাহিলী যুগে যে সব মূর্তির পূজা করত রুজ্জু বলে ঐ সব মূর্তিকেই বোঝানো হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে ওয়াহীর ধারা চলতে থাকে। [৪] (আ.প্র. ৪৫৮৫, ই.ফা. ৪৫৯০)

৬০/৯৬/২. ২/৯৬/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾

৬৫/৯৬/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিণ্ড থেকে। (সূরাহ আলাক ৯৬/২)

৬৩৯. حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ج (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ج (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.

৪৯৫৫. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমত রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ওয়াহী আরম্ভ হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। এরপর তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিণ্ড থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু”- (সূরাহ আলাক ৯৬/১-৫)। [৩] (আ.প্র. ৪৫৮৬, ই.ফা. ৪৫৯১)

৬০/৯৬/৩. ৩/৯৬/৬০. بَابُ قَوْلِهِ: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾

৬৫/৯৬/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু। (সূরাহ আলাক ৯৬/৫)

৬৪০. ৬১০৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَوَّلَ مَا بَدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ جَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ج (۱) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ج (۲)﴾ (۱) اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ لَا (۲) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿.

৪৯৫৬. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওয়াহীর শুরু হয়। এরপর তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, “পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালকমহা মহিমান্বিত” – (সূরাহ আলাক ৯৬/১-৫)। [৩] (আ.প্র. ৪৫৮৭, ই.ফা. ৪৫৯২)

باب : ٤/٩٦/٦٥ : ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾.

৬৫/৯৫/৪. অধ্যায়: “যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।” (সূরাহ আলাক ৯৬/৪)

৬৪০. ৬১০৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

৪৯৫৭. ‘আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরপর রসূল (ﷺ) খাদীজা رضي الله عنها-এর কাছে ফিরে এসে বললেন, আমাকে বজ্রাবৃত কর, আমাকে বজ্রাবৃত কর। এরপর রাবী সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। [৩] (আ.প্র. ৪৫৮৮, ই.ফা. ৪৫৯৩)

باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهَ لِتَنْسَفَعَا بِالنَّاصِيَةِ﴾ (۱) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿.

৬৫/৯৬/৫. অধ্যায়: আদ্বাহর বাণী : তার এরূপ করা কখনই উচিত নয়, যদি সে এরূপ করা থেকে ফিরিয়ে না আসে, তবে আমি অবশ্যই তাকে কপালের কেশগুচ্ছ ধরে হিঁচড়ে নিয়ে যাবো। যে কেশগুচ্ছ মিথ্যাচারী, পাপাচারী। (সূরাহ আলাক ৯৬/১৫-১৬)

৬৪০. ৬১০৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ لَئِن رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَيِّعُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لِأَطَّانَ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذْتَهُ الْمَلَائِكَةُ تَابِعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ.

৪৯৫৮. ইব্নু ‘আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু জাহ্ল বলেছিল, আমি যদি মুহাম্মাদকে কা’বার পাশে সলাত আদায় করতে দেখি তাহলে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পদদলিত করব। এ খবর নাবী (ﷺ)-এর কাছে পৌছার পর তিনি বললেন, সে যদি তা করে তাহলে অবশ্যই ফেরেশতা তাকে পাকড়াও করবে। ‘উবাইদুল্লাহর মাধ্যমে ‘আবদুল থেকে আমার ইব্নু খালিদ এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ৪৫৮৯, ই.ফা. ৪৫৯৪)

৬৭৬৮. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَيْلُ لِثَلَاثَةِ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَيْبِلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنْتَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَشْتَبِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظَهْرَهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِثَاءً وَبَوَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزْرٌ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُمْرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَائِدَةُ الْجَامِعَةُ ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.

৪৯৬২. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের ঘোড়া থাকে। এক শ্রেণীর মানুষের জন্য তা সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়, এক শ্রেণীর মানুষের জন্য তা (গুনাহ থেকে) আবরণস্বরূপ এবং এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি তা হয় গুনাহর কারণ। যার জন্য তা সওয়াবের কারণ হয়, তারা সেসব লোক, যারা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য তা প্রস্তুত করে রাখে এবং কোন চারণ ক্ষেত্রে বা বাগানে লম্বা দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখে। দড়ির আওতায় চারণ ক্ষেত্রে বা বাগানে সে যা কিছু খায় তা ঐ ব্যক্তির জন্য নেকী হিসাবে গণ্য হয়। যদি ঘোড়াটি দড়ি ছিঁড়ে ফেলে এবং নিজ স্থান পার হয়ে এক/দু' উঁচু স্থানে চলে যায়, তাহলে তার পদচিহ্ন ও গোবরের বিনিময়েও ঐ ব্যক্তি সওয়াব লাভ করবে। আর ঘোড়াটি যদি কোন নহরের কিনারায় গিয়ে নিজে নিজেই পানি পান করে নেয়-মালিকের সেখান থেকে পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকলেও সে ব্যক্তি এর বিনিময়ে সওয়াবের অধিকারী হবে। এ ঘোড়া এ ব্যক্তির জন্য হল সওয়াবের কারণ; আরেক শ্রেণীর লোক যাদের জন্য এ ঘোড়া (গুনাহ হতে) আড়াল, তারা ঐ ব্যক্তি যারা মানুষের থেকে মুখাপেক্ষী না থাকার জন্য এবং মানুষের কাছে হাত পাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য তা পালন করে থাকে। কিন্তু তাতে আল্লাহর যে হক রয়েছে তা দিয়ে ভুলে যায় না। এ শ্রেণীর মানুষের জন্য এ ঘোড়া হচ্ছে পর্দা। আরেক শ্রেণীর ঘোড়ার মালিক যারা গর্ব দেখানোর মনোভাব ও দূশমনির উদ্দেশ্যে ঘোড়া রাখে। এ ঘোড়া হচ্ছে গুনাহর কারণ। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, একক ও ব্যাপক অর্থবোধক এ একটি মাত্র আয়াত ব্যতীত এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি আর কোন আয়াত অবতীর্ণ করেননি। আয়াতটি এই : “কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে”- (সূরাহ যিলযাল ৯৯/৭-৮)। (আ.প্র. ৪৫:৯৩, ই.ফা. ৪:৯৮)

৬/৯৯/৬০. ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾. بَاب :

৬৫/৯৯/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আর কেউ অণু পরিমাণ বদ কাজ করে থাকলে, সে তাও দেখতে পাবে। (সূরাহ যিলযাল ৯৯/৮)

৬৭৬৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحُمْرِ فَقَالَ لَمْ يُنَزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَادَةُ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.

৪৯৬৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এ বিষয়ে একক ও ব্যাপক অর্থবোধক এই আয়াতটি ছাড়া আমার প্রতি আর কোন আয়াতই অবতীর্ণ করা হয়নি। আয়াতটি হচ্ছে এই : “কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে”- (সূরাহ যিলযাল ৯৯/৭-৮)। [২৩৭১] (আ.প্র. ৪৫৯৪, ই.ফা. ৪৫৯৯)

(১০০) سُورَةُ وَالْعَادِيَّاتِ

সূরাহ (১০০) : ওয়াল'আদিয়াত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الْكُنُودُ﴾ الْكُفُورُ يُقَالُ الْكُفُورُ يُقَالُ ﴿فَأَنْتَرَنَ بِهِ نَقْعًا﴾ رَفَعْنَا بِهِ عُبَارًا ﴿لِحَبِّ الْحَيْرِ﴾ مِنْ أَجْلِ حَبِّ الْحَيْرِ لَشَدِيدِ لَبِخِيلٍ وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدٌ ﴿حُصِّلَ﴾ مُبَرَّرٌ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, الْكُنُودُ অকৃতজ্ঞ। -সে সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। لِحَبِّ الْحَيْرِ ধন-সম্পদের প্রতি ভালবাসার কারণে। لَشَدِيدٌ মানে অবশ্যই কৃপণ। কৃপণকে আরবী ভাষায় শَدِيدٌ বলা হয়। حُصِّلَ আলাদা করা হবে।

(১০১) سُورَةُ الْقَارِعَةِ

সূরাহ (১০১) : আল-কারি'আহ

﴿كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ﴾ كَقَوَاعِ الْجُرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَذَلِكَ النَّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ كَالْعِهْنِ كَالْوَانِ الْعِهْنِ وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ كَالصُّوفِ.

كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ মানে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। পতঙ্গ যেমন একটি আরেকটির ওপর পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে একজন মানুষ আরেকজনের ওপর পড়বে। كَالْعِهْنِ নানা রঙের তুলার ন্যায়। আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) পড়েছেন।

(১০২) سُورَةُ الْهَآكِمِ

সূরাহ (১০২) : আত্'তাকাসুর

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿الْكَاثِرُ﴾ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, الْكَافُرُ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য।

(১০৩) سُورَةُ وَالْعَصْرِ

সূরাহ (১০৩) : আল-'আসর

وَقَالَ يَحْيَى الْعَصْرُ الذَّهْرُ أَقْسَمَ بِهِ.

বলা হয় الْعَصْرُ কাল বা সময়। আল্লাহ তা'আলা এখানে কালের শপথ করেছেন।

(১০৪) سُورَةُ هُمَزَةَ

সূরাহ (১০৪) : আল-হমাযাহ

﴿الْحَطْمَةُ﴾ اسْمُ النَّارِ مِثْلُ سَقَرٍ وَ لَطْفِي.

﴿الْحَطْمَةُ﴾ 'লাযা' ও 'সাকার' যেমন জাহান্নামের নাম, তেমনি 'হতামা'ও একটি জাহান্নামের নাম।

(১০৫) سُورَةُ أَلَمْ تَرَ

সূরাহ (১০৫) : আলামতারা (ফীল)

قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَبَابِيْلُ﴾ مُتَّبَاعَةٌ مُجْتَمِعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿مِنْ سِجِّيلٍ﴾ هِيَ سَنِكَ وَكُلِّ.

মুজাহিদ বলেন, أَلَمْ تَرَ অর্থাৎ তোমরা কি জাননা?, মুজাহিদ বলেন, أَبَابِيْلُ ঝাঁকে ঝাঁকে ও একত্রিত। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, مِنْ سِجِّيلٍ শব্দটি سَنِكَ ও كُلِّ থেকে আরবীকৃত আরবী শব্দ (এর অর্থ হল পাথর ও মাটির টিল)।

(১০৬) سُورَةُ لِإِيلَافٍ قُرَيْشٍ

সূরাহ (১০৬) : লি ই-লাফি (কুরাইশ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿لِإِيلَافٍ﴾ أَلْفُوا ذَلِكَ فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَأَمَنَّهُمْ مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِمْ فِي حَرَمِهِمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿لِإِيلَافٍ﴾ لِإِعْتِقِي عَلَى قُرَيْشٍ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, لِإِيلَافٍ মানে তারা এ বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল। ফলে, শীত ও গ্রীষ্মে তা তাদের জন্য কষ্টকর হয় না। وَأَمَنَّهُمْ আল্লাহ তা'আলা হারামের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় শত্রু থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ইবনু উআয়না (রহ.) বলেন, لِإِيلَافٍ কুরাইশদের প্রতি আমার নি'মাতের কারণে।

سُورَةُ الْمَاعُونِ (১০৭)

সূরাহ (১০৭) : আল-মাউন

وقال مُجَاهِدٌ ﴿يَدْعُ﴾ يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ، وَيُقَالُ : هُوَ مِنْ دَعَعْتُ، يُدْعَوْنَ يُدْفَعُونَ. ﴿سَاهُونَ﴾ لَاهُونَ. وَالْمَاعُونُ : الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ. وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَابِ : الْمَاعُونُ الْمَاءُ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : أَعْلَاهَا الرِّكَاءُ الْمَفْرُوضَةُ وَأُذْنَاهَا عَارِيَّةُ الْمَتَاعِ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **يَدْعُ** সে তাকে হাক না দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। বলা হয় এ শব্দটি শব্দ থেকে উদ্ভূত। **يُدْعَوْنَ** তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। **سَاهُونَ** উদাসীন। **الْمَاعُونُ** সর্বপ্রকার কল্যাণকর কাজ। কোন কোন আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ বলেন, **الْمَاعُونُ** পানি। ইকরামাহ (رحمته) বলেন, মাউনের অন্তর্ভুক্ত সর্বোচ্চ স্তরের বিষয় হচ্ছে যাকাত প্রদান করা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোট খাট জিনিস ধার দেয়া।

سُورَةُ الْكُوثرِ (১০৮)

সূরাহ (১০৮) : আল-কাউসার

وقال ابنُ عَبَّاسٍ ﴿شَانِيكَ﴾ : عَدْوِكَ.

ইবনু 'আব্বাস (رحمته) বলেন, **شَانِيكَ** তোমার শত্রু।

: باب ١/١٠٨/٦٥

৬৫/১০৮/১. অধ্যায়:

٤٩٦٤. حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُوِّ مَجُوفًا فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوثرُ.

৪৯৬৪. আনাস (رحمته) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকাশের দিকে নাবী (ﷺ)-এর মি'রাজ হলে তিনি বলেন, আমি একটি নহরের ধারে পৌছলাম, যার উভয় তীরে ফাঁপা মোতির তৈরি গম্বুজসমূহ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিব্রীল! এটা কী? তিনি বললেন, এটাই (হাওযে) কাউছার। [৩৫৭০] (আ.প্র. ৪৫৯৫, ই.ফা. ৪৬০০)

: باب ٢/١٠٨/٦٥

৬৫/১০৮/২. অধ্যায়:

٤٩٦٥. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثرَ﴾ قَالَتْ نَهْرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مَجُوفٌ آيِنْتُهُ كَعَدَدِ الشُّجُومِ رَوَاهُ زَكَرِيَاءُ وَأَبُو الْأَخْوَصِ وَمُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

৪৯৬৫. আবু 'উবাইদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আযিশাহ (رضي الله عنه)-কে আল্লাহ তা'আলার বাণী **الْكُوْتِرِ** (الكُوْتِرِ)-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, কাউছার একটি নহর যা তোমার নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রদান করা হয়েছে। এর দু'টো পাড় রয়েছে। উভয় পাড়ে বিছানো আছে ফাঁপা মোতি। এর পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির মত। (অন্য সানাদে) যাকারিয়া (রহ.).....আবু ইসহাক (রহ.) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আ.প্র. ৪৫৯৬, ই.ফা. ৪৬০১)

باب : ۳/۱۰۸/۶۵

৬৫/১০৮/৩. অধ্যায়:

১৭৬৬. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكُوْتِرِ هُوَ الْحَيْرُ الَّذِي أُعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بَشِيرٍ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدُ النَّهْرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْحَيْرِ الَّذِي أُعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

৪৯৬৬. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি কাউসার সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা এমন একটি কল্যাণ যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন। বর্ণনাকারী আবু বিশর (রহ.) বলেন, আমি সাঈদ ইবনু যুবায়র (রহ.)-কে বললাম, লোকেরা ধারণা করে যে, কাউসার হল জান্নাতের একটি নহর। এ কথা শুনে সাঈদ (রহ.) বললেন, জান্নাতের নহরটি নাবী (ﷺ)-কে দেয়া কল্যাণের একটি। [৬৫৭৮] (আ.প্র. ৪৫৯৭, ই.ফা. ৪৬০২)

(۱۰۹) سُورَةُ الْكَافِرُونَ

সূরাহ (১০৯) : কাফিরুন

يُقَالُ ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ الْكُفْرُ ﴿وَلِي دِينِ﴾ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يَقُلْ دِينِي لِأَنَّ الْآيَاتِ بِالَّتُونَ فَحَدِثَتِ الْيَاءُ كَمَا قَالَ يَهُدِيْنَ وَيَشْفِيْنَ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ الْآنَ وَلَا أَجِيبُكُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ وَهُمْ الَّذِينَ قَالَ ﴿وَلَنْ يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾

বলা হয় **لَكُمْ دِينُكُمْ** তোমাদের দীন তোমাদের, অর্থাৎ কুফর। আর **وَلِي دِينِ** আমাদের দীন ইসলাম। এখানে **دِينِي** বলা হয়নি। পূর্বের আয়াতগুলো **ن** অক্ষরের উপর যেহেতু শেষ করা হয়েছে, তাই পূর্বের আয়াতগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য **ي** অক্ষরটিকে মুছে ফেলে এ আয়াতটিকেও **ن** অক্ষরের ওপর সমাপ্ত করা হয়েছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা **يَهْدِيْنَ** এবং **يَشْفِيْنَ** ব্যবহার করেছেন। (মুজাহিদ ব্যতীত) অপরাপর মুফাসসির বলেছেন, **لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ**-এর মর্মার্থ হচ্ছে : তোমরা বর্তমানে যার 'ইবাদাত কর, আমি তার 'ইবাদাত করি না এবং অবশিষ্ট জীবনেও আমি তোমাদের এ আহ্বানে সাড়া দেব না। **وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ** এবং তোমরাও তাঁর 'ইবাদাতকারী নও- 'যাঁর 'ইবাদাত আমি করি।' তারা ঐ সমস্ত লোক, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

“তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বাড়িয়ে দিয়েছে।”

(সূরাহ (৫) : আল-মায়িদাহ ৪ ৬৪)


(১১০) سُورَةُ الْفَتْحِ

সূরাহ (১১০) : নাসর

: باب ১/১১০/৬০

৬৫/১১০/১. অধ্যায়:

৬৯৬৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي الصَّحْحِيِّ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ تَرَلَّتْ عَلَيْهِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

৪৯৬৭. ‘আয়িশাহ  হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ অবতীর্ণ হবার পর নাবী (ﷺ) (রুকু’ ও সাজদাহতে) নিম্নোক্ত দু’আটি পাঠ ব্যতীত (রুকু’ ও সাজদাহতে অন্য কোন দু’আ দ্বারা) সলাত আদায় করেন নি। (আর তা হচ্ছে) : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي : “হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব। সকল প্রশংসা তোমারই জন্য নির্ধারিত। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।” [৭৯৪] (আ.প্র. ৪৫৯৮, ই.ফা. ৪৬০৩)

: باب ২/১১০/৬০

৬৫/১১০/২. অধ্যায়:

৬৯৬৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ أَبِي الصَّحْحِيِّ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

১ আধুনিক প্রকাশনীর ৭৫০ নম্বর হাদীসের টীকায় লিখা হয়েছে- “রুকু’ ও সাজদাহয় এ দু’আ নাবী (ﷺ) ইসলামের প্রথম দিকে পড়তেন। তখন রুকু’তে সুবহানা রকিয়াল ‘আযীম ও সাজদাহয় সুবহানা রকিয়াল আ’লা পড়ার নির্দেশ হয়নি। পরে এ দু’টি দু’আ নাযিল হলে এবং তা পড়বার আদেশ হলে পূর্বে উল্লেখিত দু’আ মানসূখ বা বাতিল হয়ে যায়।”

এটি একেবারেই মনগড়া ও হাদীস বিরোধী কথা যার কোন দলীল নেই। ইমাম ইবনু কাইয়িম যাদুল মা’আদে এবং নাসিরউদ্দিন আলবানী স্বীয় সিফাত গ্রন্থে রুকু’ ও সাজদাহর দু’আর অর্থের পর লিখেছেন : “তিনি কুরআনের উপর ‘আমাল করতঃ রুকু’ ও সাজদাহতে এ দু’আটি বেশী বেশী করে পড়তেন।” (বুখারী হাদীস নং ৮১৭) আর এ সূরাহটি নাযিল হয়েছে আলাহর রসূলের ইস্তিকালের অল্প কিছুদিন পূর্বে। সূরা নাসর হচ্ছে সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরাহ। তাই উক্ত টীকার দাবী সম্পূর্ণ অসত্য ও অজ্ঞতাপূর্ণ। অত্র হাদীস হতেও বোঝা যায় যে, অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হবার পর তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উপরোক্ত দু’আটিই পাঠ, করেছেন অন্য কোন দু’আ নয়।

৪৯৬৮. 'আযিশাহ (عائش) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ নাসর অবতীর্ণ হবার পর রসূল **سُبْحَانَكَ** (হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে করে দাও।) দু'আটি রুকু-সাজদাহর মধ্যে অধিক অধিক পাঠ করতেন। [৭৯৪] (আ.প্র. ৪৫৯৯, ই.ফা. ৪৬০৪)

৬৫/১১০/৩. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾.**

৬৫/১১০/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : এবং আপনি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। (সূরাহ নাসর ১১০/২)

৬৭৬৭. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ قَالُوا فَتَنَحَّ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُورِ قَالَ مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَجَلٌ أَوْ مَثَلٌ ضَرِبَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ نُبَيْتٌ لَهُ نَفْسُهُ.**

৪৯৬৯. ইবনু 'আব্বাস (عبد الله) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (عمر) লোকদেরকে আল্লাহর বাণী **وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ** -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, এ আয়াতে শহর এবং প্রাসাদসমূহের বিজয় গাঁথা বর্ণিত হয়েছে। এ কথা শুনে 'উমার (عمر) বললেন, হে ইবনু 'আব্বাস! তুমি কী বল? তিনি বললেন, এ আয়াতে ওফাত অথবা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দৃষ্টান্ত এবং তাঁর শান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। [৩৬২৭] (আ.প্র. ৪৬০০, ই.ফা. ৪৬০৫)

৬৫/১১০/৬. **بَابُ: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾.**

৬৫/১১০/৬. অধ্যায়: "তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসার সহিত পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করতে থাকুন এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। বস্তুতঃ তিনি তো অতিশয় তাওবা কবুলকারী।" (সূরাহ নাসর ১১০/৩)

تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ.

তৌবাত্তা বান্দাদের তওবা কবুলকারী। **التَّوَّابُ** ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে গুনাহ থেকে তওবা করে।

৬৭৬৭. **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاحِ بَدْرِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَدْعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمِيرَنَا أَنْ يُحَمَّدَ اللَّهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ**

إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ لِي أَكْذَابُ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتَ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ قُلْتَ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ وَذَلِكَ عَلَامَةٌ أَجَلِكَ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ فَقَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ.

৪৯৭০. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (رضي الله عنه) বাদর যুদ্ধে যোগদানকারী প্রবীণ সহাবীদের সঙ্গে আমাকেও शामिल করতেন। এ কারণে কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দিল। একজন বললেন, আপনি তাকে আমাদের সঙ্গে কেন शामिल করছেন। আমাদের তো তার মত সন্তানই রয়েছে। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, এর কারণ তো আপনারাও অবগত আছেন। সুতরাং একদিন তিনি তাঁকে ডাকলেন এবং তাঁদের সঙ্গে বসালেন। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, আজকে তিনি আমাকে ডেকেছেন এজন্য যে, তিনি আমার প্রজ্ঞা তাঁদেরকে দেখাবেন। তিনি তাদেরকে বললেন :-

আল্লাহর বাণী : وَالْفَتْحُ : এরা ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনারা কী বলেন, তখন তাঁদের কেউ বললেন, আমরা সাহায্য প্রাপ্ত হলে এবং আমরা বিজয় লাভ করলে এ আয়াতে আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। আবার কেউ কিছু না বলে চুপ করে থাকলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইবনু 'আব্বাস! তুমিও কি তাই বল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কী চলতে চাও? উত্তরে আমি বললাম, এ আয়াতে আল্লাহ রাসূল আলামীন রসূল (ﷺ)-কে তাঁর ইত্তিকালের সংবাদ জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসলে' এটিই হবে তোমার মৃত্যুর নিদর্শন। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا "তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো তাওবাহ কবুলকারী।" এ কথা শুনে 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, তুমি যা বলছ, এ আয়াতের ব্যাখ্যা আমিও তা-ই জানি। (৩৬২৭) (আ.প্র. ৪৬০১, ই.ফা. ৪৬০৬)

(১১১) سُورَةُ الْمَسَدِ

সূরাহ (১১১) : আল-মাসাদ (লাহাব)

﴿وَتَبَّ﴾ خَسِرَ تَبَاتٌ خُسْرَانٌ تَثْيِيبٌ تَدْمِيمٌ.
 তব্বি, বিধ্বস্ত করা। ধ্বংস। তবাত, ক্ষতি, তব্বি।

: ১/১১১/৬০. ১. ১. ১.

৬৫/১১১/১. অধ্যায়:

٤٩٧١. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تَرَلْتُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَا حَاةَ فَقَالُوا مَنْ هَذَا فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي قَالُوا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّي ﴿نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ قَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا نَمْ قَامَ فَتَزَلَّتْ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ وَقَدْ تَبَّ هَكَذَا قَرَأَهَا الْأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ.

৪৯৭১. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, "তুমি তোমার কাছে আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও" আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রসূল (ﷺ) বের হয়ে সাফা পর্বতে গিয়ে উঠলেন এবং يَا صَبَاحَا (সকাল বেলার বিপদ সাবধান) বলে উচ্চৈঃশ্বরে ডাক দিলেন। আওয়াজ শুনে তারা বলল, এ কে? তারপর সবাই তাঁর কাছে গিয়ে সমবেত হল। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, একটি অশ্বারোহী সেনাবাহিনী এ পর্বতের পেছনে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলেই বলল, আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই। তখন তিনি বললেন, نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ "আমি তোমাদের আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি।" (সূরাহ (৩৪) : সাবা ৪৬) এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্র করেছ? অতঃপর রসূল (ﷺ) দাঁড়ালেন। তারপর অবতীর্ণ হল : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ : 'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু' হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।' আমাশ (রহ.) আয়াতটি تَبَّ শব্দের পূর্বে সংযোগ করে وَقَدْ تَبَّ এবং পড়েছেন। [১৩৯৪] (আ.প্র. ৪৬০২, ই.স্কা. ৪৬০৭)

৬৫/১১১/৬০. بَابُ قَوْلِهِ : ﴿وَتَبَّ ط - مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾.

৬৫/১১১/২. অধ্যায়: আল্লাহুর বাণী : ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাত দু'টি এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার মাল-দৌলাত এবং সে যা উপার্জন করেছে তার কোন কাজে আসেনি। (সূরাহ লাহাব ১১১/১-২)

٤٩٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى يَا صَبَاحَا فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصْبِحُكُمْ أَوْ مُمْسِيَكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي ﴿نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ إِلَهَذَا جَمَعْتَنَا تَبًّا لَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ إِلَى آخِرِهَا.

৪৯৭২. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (ﷺ) বাতহা প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন এবং পর্বতে উঠে يَا صَبَاحَا বলে উচ্চৈঃশ্বরে ডাকলেন। কুরাইশরা তাঁর কাছে জমায়েত হল। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, শত্রু সৈন্যরা সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে? তারা

সকলেই বলল, হাঁ, আমরা বিশ্বাস করব। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তোমার ধ্বংস হোক। তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাহ লাহাব অবতীর্ণ করলেন, ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ এবং উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। অচিরে সে দক্ষ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, যে ইস্কান বহন করে, তার গলায় পাকান দড়ি। [১৩৯৪] (আ.প্র. ৪৬০৩, ই.ফা. ৪৬০৮)

৩/১১১/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾**

৬৫/১১১/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : শীঘ্রই সে দক্ষ হবে লেলিহান আগুনে। (সূরাহ লাহাব ১১১/৩)

৪৭৭৩. **حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبَّ لَكَ الْهَذَا جَمَعْتَنَا فَتَزَلَّتْ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ إِلَىٰ آخِرِهَا. ৪৯৭৩. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাহাব নাবী (ﷺ)-কে বললো, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তখন **تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ** সূরাটি অবতীর্ণ হলো। [১৩৯৪] (আ.প্র. ৪৬০৪, ই.ফা. ৪৬০৯)**

৪/১১১/৬০. **بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾**

৬৫/১১১/৪. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : এবং তার স্ত্রীও যে কাঠের বোঝা বহন করে। (সূরাহ লাহাব ১১/৪)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ تَمَثَّلِي بِالتَّمِيمَةِ ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ يُقَالُ مِّن مَّسَدٍ لَيْفُ الْمُقْلِ وَهِيَ السِّلْسِلَةُ الَّتِي فِي النَّارِ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, **حَمَّالَةُ الْحَطَبِ** এমন মহিলা যে পরের নিন্দা করে বেড়ায়। **فِي جِيدِهَا حَبْلٌ** তার গলদেশে থাকবে পাকানো রশি। বলা হয় **مَسَدٍ** পাকানো মোটা শক্ত দড়ি। (কারো কারো মতে) এর দ্বারা জাহান্নামের ঐ শৃঙ্খলকে বোঝানো হয়েছে, যা তার গলদেশে লাগানো হবে।

(১১২) **سُورَةُ الْإِخْلَاصِ**

সূরাহ (১১২) : ইখলাস

يُقَالُ لَا يُتَوَرُّ أَحَدٌ أَنِّي وَاحِدٌ.

বলা হয়, **أَحَدٌ** শব্দটি (যখন তৎপরবর্তী শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া হবে তখন) **تَوِين** পড়া হয় না। **أَحَدٌ** ও **وَاحِدٌ** এর অর্থ একই।

১/১১২/৬০. বাব :

৬৫/১১২/১. অধ্যায়:

৬৭৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلَ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُؤَلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ.

৪৯৭৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “বানী আদম আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে; অথচ এরূপ করা তার জন্য সঠিক হয়নি। বানী আদম আমাকে গালি দিয়েছে; অথচ এমন করা তার জন্য উচিত হয়নি। আমার প্রতি মিথ্যারোপ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ আমাকে যে রকম প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন না। অথচ তাকে আবার জীবিত করা অপেক্ষা প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ ছিল না। আমাকে তার গালি দেয়ার অর্থ হল, সে বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি একক, কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং কেউ আমার সমকক্ষ নয়।” [৩১৯৩] (আ.প্র. ৪৬০৫, ই.ফা. ৪৬১০)

১/১১২/৬০. باب قَوْلُهُ : ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾

৬৫/১১২/২. অধ্যায়: আল্লাহর বাণী : আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। (সূরাহ ইখলাস ১১২/২)

وَالْعَرَبُ تُسَمِّي أَشْرَافَهَا الصَّمَدَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَى سُودُهُ.

আরবীয় লোকেরা তাদের নেতাদেরকে الصَّمَد বলে থাকেন। আবু ওয়াইল (রহ.) বলেন, এমন নেতাকে বলা হয় যার নেতৃত্ব চূড়ান্ত বা যার উপর নেতৃত্বের সমাপ্তি ঘটে।

১/১১২/৬০. ৩. باب : ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ (৩) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

৬৫/১১২/৩. অধ্যায়: তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নাই। (সূরাহ ইখলাস ১১২/৩-৪)

৬৭৭০. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُؤَلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ (৩) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا وَكَفِينًا وَكَفَاءً وَاحِدٌ.

৪৯৭৫. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ রাক্বুল 'আলামীন বলেছেন, আদাম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে; অথচ এরূপ করা তার জন্য সঠিক হয়নি। সে আমাকে গালি দিয়েছে; অথচ এমন করা তার পক্ষে উচিত হয়নি। আমার প্রতি তার মিথ্যারোপ করার অর্থ হচ্ছে, সে বলে, আমি আবার জীবিত করতে সক্ষম নই যেমনিভাবে আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি। আমাকে তার গালি দেয়া হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি এমন এক সত্তা যে, আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং আমার সমতুল্য কেউ নেই। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, كَفِيئًا এবং كَفَاءٍ একই অর্থবোধক শব্দ। [৩১৯৩] (আ.প্র. ৪৬০৬, ই.ফা. ৪৬১১)

(১১৩) سُورَةُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

সূরাহ (১১৩) : কুল আ'উযু বিরাব্বিকাল ফালাকু (ফালাকু)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿الْفَلَقُ﴾ الصُّبْحُ وَ﴿غَاسِقٍ﴾ اللَّيْلُ إِذَا وَقَبَ غُرُوبُ الشَّمْسِ يُقَالُ أَتَيْنُ مِنْ فَرَقٍ وَفَلَقِي الصُّبْحِ وَقَبَ إِذَا دَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَظْلَمَ.

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, الْفَلَقُ রাত। الْغَاسِقِ সূর্য অস্তমিত হওয়া। আরবীতে فَلاقٍ ও فَراقٍ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই বলা হয়, أَتَيْنُ مِنْ فَرَقٍ وَفَلَقِي الصُّبْحِ ভোরের আলো প্রকাশিত হওয়ার চেয়েও তা স্পষ্ট। وَقَبَ অন্ধকার সব জায়গায় প্রবেশ করে এবং আচ্ছন্ন করে ফেলে।

: باب ١/١١٣/٦٥

٦٥/١١٣/٥. अध्यायः

٤٩٧٦. حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ وَعَبْدَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَتَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

৪৯৭৬. যির ইব্নু হুবাইশ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্নু কা'বকে الْمُعَوَّذَتَيْنِ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, আমাকে বলা হয়েছে, তাই আমি বলছি। উবাই ইব্নু কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) যে রকম বলেছেন, আমরাও ঠিক সে রকম বলছি। [৪৯৭৭] (আ.প্র. ৪৬০৭, ই.ফা. ৪৬১২)

(১১৪) سُورَةُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الثَّالِثِ

সূরাহ (১১৪) : কুল আ'উযু বিরাব্বিন্নাস (নাস)

وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (الْوَسْوَاسِ) إِذَا وَلِدَ حَنَسَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَهَبَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَبَّتْ عَلَى قَلْبِهِ.

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে যে, الوَسْوَاسِ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হলে শায়ত্বন এসে তাকে স্পর্শ করে। তারপর সেখানে আল্লাহর নাম নিলে শায়ত্বন পালিয়ে যায়। আর আল্লাহর নাম না নিলে সে তার অন্তরে জায়গা করে নেয়।

٤٩٧٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ ح وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَحَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي قِيلَ لِي فَقُلْتُ قَالَ فَتَنَحُنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

৪৯৭৭. যির ইবনু হুবাইশ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবুল মুনযির! আপনার ভাই ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) তো এ রকম কথা বলে থাকেন। তখন উবাই (رضي الله عنه) বললেন, আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বললেন, আমাকে বলা হয়েছে তাই আমি বলেছি। উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, কাজেই রসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেছেন আমরাও তাই বলি। (৪৯৭৬) (আ.প্র. ৪৬০৮, ই.ফা. ৪৬১৩)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহর নামে

(৬৬) كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

পর্ব (৬৬) : আল-কুরআনের ফাযীলাতসমূহ

১/৬৬. بَابُ : كَيْفَ نَزَلَ الْوَحْيُ وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ.

৬৬/১. অধ্যায়: ওয়াহী কীভাবে অবতীর্ণ হয় এবং সর্বপ্রথম যা অবতীর্ণ হয়েছিল।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿الْمُهَيَّمِينَ﴾ الْأَمِينُ الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, ﴿الْمُهَيَّمِينَ﴾ মানে-আমীন। কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী গ্রন্থের জন্য আমীন স্বরূপ।

৪৯৭৮-৪৯৭৯. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ وَابْنُ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا لَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ.

৪৯৭৮-৪৯৭৯. আবু সালামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) ও ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, নাবী (ﷺ) মাক্কাহয় দশ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাদীনাহতেও দশ বছর (তাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে)। (৩৮৫১, ৪৪৬৪) (আ.প্র. ৪৬০৯, ই.ফা. ৪৬১৪)

৪৯৮০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ جَبْرِئِلَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَتْ هَذَا دِحْيَةُ

فَلَمَّا قَامَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ حُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَ جَبْرِئِلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ أَبِي

فُلْتُ لِأَبِي عُمَرَ مَنْ سَمِعْتَ هَذَا! قَالَ مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

৪৯৮০. আবু 'উসমান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে অবগত করা হয়েছে যে, একদা জিবরীল (جبرئيل) নাবী (ﷺ)-এর কাছে আগমন করলেন। তখন উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) তাঁর কাছে ছিলেন। জিবরীল (جبرئيل) তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। নাবী (ﷺ) উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) কে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? অথবা তিনি এ রকম কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন। উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) বললেন, ইনি দাহইয়া (داهية)। তারপর জিবরীল (جبرئيل) উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, নাবী (ﷺ)-এর ভাষণে জিবরীল (جبرئيل)-এর খবর না শুনা পর্যন্ত আমি তাঁকে সে দাহইয়া (داهية)-ই মনে করেছি। অথবা বুখারী- ৪/৪৩

তিনি (বর্ণনাকারী) সে রকম কোন কথা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী মুতামির (রহ.) বলেন, আমার পিতা (সুলাইমান) বলেছেন, আমি 'উসমান (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার নিকট থেকে এ ঘটনা শুনেছেন? তিনি বললেন, উসামাহ ইব্নু যায়দের নিকট হতে। [৩৬৩৩] (আ.প্র. ৪৬১০, ই.ফা. ৪৬১৫)

৬৯৮১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ النَّبَشْرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৯৮১. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক নাবীকে তাঁর যুগের প্রয়োজন মতাবিক কিছু মুজিয়া দান করা হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মুজিয়া দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ওয়াহী- যা আল্লাহ আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। কাজেই আমি আশা করি, কিয়ামাতের দিন তাদের অনুসারীদের অনুপাতে আমার অনুসারীদের সংখ্যা অনেক অধিক হবে। [৭২৭৪; মুসলিম ১/৭০, হাঃ ১৫২, আহমাদ ৮৪৯৯] (আ.প্র. ৪৬১১, ই.ফা. ৪৬১৬)

৬৯৮২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ الْوَحْيِ قَبْلَ وَقَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ثُمَّ تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ.

৪৯৮২. আনাস ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা নাবী (ﷺ)-এর প্রতি ক্রমাগত ওয়াহী অবতীর্ণ করতে থাকেন এবং তাঁর ইন্তিকালের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ওয়াহী অবতীর্ণ করেন। এরপর তাঁর ওফাত হয়। [মুসলিম ৫৪/হাঃ ৩০১৬] (আ.প্র. ৪৬১২, ই.ফা. ৪৬১৭)

৬৯৮৩. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ اشْتَكَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَمُتْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَالصُّحُفِ لَا (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى لَا (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾.

৪৯৮৩. জুনদুব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ) অসুস্থ হলেন। ফলে এক কি দু'রাত তিনি উঠতে পারেননি। এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার মনে হয়, তোমার শায়তুন তোমাকে ত্যাগ করেছে। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, “শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাতের, যখন তা হয় নিব্বুম। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।” [১১২৪] (আ.প্র. ৪৬১৩, ই.ফা. ৪৬১৮)

২/৬৬. بَابُ نَزْلِ الْقُرْآنِ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ

৬৬/২. অধ্যায়: কুরআন কুরায়শ এবং আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾

যেমন আল্লাহ বলেছেন : “সরল ও সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি।” (সূরাহ ব’আরা ২৬/১৯৫) (সূরাহ তাহা ২০/১১৩)

৬৯৮৬. حدثنا أبو اليمان حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَامَرَ عُثْمَانُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَتَسَخَّرَهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَهُمْ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَارْتَبِهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا.

৪৯৮৪. আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উসমান (رضي الله عنه) যায়দ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه), সাঈদ ইবনুল ‘আস (رضي الله عنه), ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (رضي الله عنه) এবং ‘আবদুর রহমান ইবনু হারিস ইবনু হিশাম (رضي الله عنه)-কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, আল কুরআনের কোন শব্দের আরাবী হওয়ার ব্যাপারে যায়দ ইবনু সাবিতের সঙ্গে তোমাদের মতভেদ দেখা দিলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তাঁরা তা-ই করলেন। (আ.প্র. ৪৬১৪, ই.ফা. ৪৬১৯)

৬৯৮৫. حدثنا أبو نعيم حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ يَعْلى كَانَ يَقُولُ لَبِيتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّعٌ بِطَيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جَبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّعَ بِطَيْبٍ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عَمْرٌ إِلَى يَعْلى أَنْ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغْطُ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَيُّهَا الرَّجُلُ فَبِئْسَ الْوَجْهُ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَمَا الطَّيْبُ الَّذِي بِكَ فَارْغَسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَا الْحَبَّةُ فَانْرِغَسْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَبِكَ.

৪৯৮৫. ইয়াল্লা ইবনু ‘উমাইয়াহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হায়! রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদি তাঁকে দেখতে পারতাম। যখন নাবী (ﷺ) ‘জিয়ররানা’ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং চাদোয়া দিয়ে তাঁর উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন কতিপয় সহাবী। এমন সময় সুগন্ধি মেখে এক ব্যক্তি এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ঐ সম্পর্কে আপনার মত কী, যে সুগন্ধি মেখে জুঝা পরে ইহরাম বেঁধেছে? কিছু সময়ের জন্য নাবী (ﷺ) অপেক্ষা করলেন, এমনি সময় ওয়াহী এলো। ‘উমার (رضي الله عنه) ইয়াল্লা (رضي الله عنه)-কে ইশারা দিয়ে ডাকলেন। ইয়াল্লা (رضي الله عنه) এলেন এবং তাঁর মাথা ঐ চাদরের ভেতর ঢোকালেন। দেখলেন, রসূল (ﷺ) এর মুখমণ্ডল লাল রক্তিম বর্ণ এবং কিছু সময়ের জন্য বেশ জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছেন। তারপর তাঁর থেকে এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ার পর তিনি বললেন, প্রশংসারী কোথায় যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমাকে ‘উমরাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? লোকটিকে খুঁজে নাবী (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে আসা হল। নাবী (ﷺ) বললেন, যে সুগন্ধি

আমাকে একটি পর্বত এক স্থান হতে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিত, তাহলেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন বলে মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজ রসূল (ﷺ) করেননি, আপনারা সে কাজ কীভাবে করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা কল্যাণকর কাজ। এ কথাটি আবু বাকুর সিদ্দীক (رضي الله عنه) আমার কাছে বার বার বলতে থাকেন, অবশেষে আল্লাহ আমার বক্ষকে উন্মোচন করে দিলেন সে কাজের জন্য, যে কাজের জন্য তিনি আবু বাকুর এবং 'উমার (رضي الله عنه)-এর বক্ষকে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধানের কাজে লেগে গেলাম এবং খেজুর পাতা, প্রস্তরখণ্ড ও মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরাহ তওবার শেষাংশ আবু খুযায়মাহ আনসারী (رضي الله عنه) থেকে সংগ্রহ করলাম। এ অংশটুকু তিনি বাদে আর কারো কাছে আমি পাইনি। আয়াতগুলো হচ্ছে এই : তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তাঁর জন্য তা কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ালু ও পরম দয়ালু। এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলো, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি। (১২৮-১২৯) তারপর সংকলিত সহীফাসমূহ মৃত্যু পর্যন্ত আবু বাকুর (رضي الله عنه)-এর কাছে রক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা 'উমার (رضي الله عنه)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। অতঃপর তা 'উমার (رضي الله عنه)-এর কন্যা হাফসাহ (رضي الله عنها)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। [১৮০৭] (আ.প্র. ৪৬১৬, ই.ফা. ৪৬২১)

٤٩٨٧. حدثنا موسى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَارِزِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ إِزْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيحَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَفْتَرَعَ حُدَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُدَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرَكَ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسُخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ تَرَدَّهَا إِلَيْكَ فَأَرْسَلْتُ بِهَا حَفْصَةَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَتَسَخَّرُوا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاتَّكِبُوهُ يَلْسَانُ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا تَسَخَّرُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَيَّ كُلِّ أَقْبِيٍّ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ.

৪৯৮৭. আনাস ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফাহ ইব্নুল ইয়ামান (رضي الله عنه) একবার 'উসমান (رضي الله عنه)-এর কাছে এলেন। এ সময় তিনি আরমিনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ের ব্যাপারে সিরীয় ও ইরাকী যোদ্ধাদের জন্য যুদ্ধ-প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কুরআন পাঠে তাঁদের মতবিরোধ হুযাইফাহকে ভীষণ চিন্তিত করল। সূতরাং তিনি 'উসমান (رضي الله عنه)-কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! কিতাব সম্পর্কে ইয়াহূদী ও নাসারাদের মত মতপার্থক্যে লিপ্ত হবার পূর্বে এই উন্মতকে রক্ষা করুন। তারপর 'উসমান (رضي الله عنه) হাফসাহ (رضي الله عنها)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন যে, আপনার কাছে সংরক্ষিত কুরআনের সহীফাসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা সেগুলোকে পরিপূর্ণ

মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করতে পারি। এরপর আমরা তা আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব। হাফসাহ (রাঃ) তখন সেগুলো 'উসমান (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর 'উসমান (রাঃ) যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ), 'আবদুল্লাহ ইবনু যুযায়র (রাঃ), সা'ঈদ ইবনু আস (রাঃ) এবং 'আবদুর রহমান ইবনু হারিস ইবনু হিশাম (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা মাসহাফে তা লিপিবদ্ধ করলেন। এ সময় 'উসমান (রাঃ) তিনজন কুরাইশী ব্যক্তিকে বললেন, কুরআনের কোন ব্যাপারে যদি যায়দ ইবনু সাবিতের সঙ্গে তোমাদের মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় নাখিল হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তাই করলেন। যখন মূল লিপিগুলো থেকে কয়েকটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ লেখা হয়ে গেল, তখন 'উসমান (রাঃ) মূল লিপিগুলো হাফসাহ (রাঃ)-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি কুরআনের লিখিত মাসহাফ-সমূহের এক একখানা মাসহাফ এক এক প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং এছাড়া আলাদা আলাদা বা একত্রিত কুরআনের যে কপিসমূহ রয়েছে তা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (৩৫০৬) (আ.প্র. ৪৬১৭, ই.ফা. ৪৬২২)

৬৭৮৮. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بِنُ زَيْدِ بْنِ نَابِثٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ نَابِثٍ قَالَ فَقَدْتُ آيَةَ مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُرَيْمَةَ بِنِ نَابِثِ الْأَنْصَارِيِّ **﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾** فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ.

৪৯৮৮. ইবনু শিহাব (রহ.) খারিজাহ ইবনু যায়দ ইবনু সাবিতের মাধ্যমে যায়দ ইবনু সাবিত থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা যখন গ্রন্থাকারে কুরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম তখন সূরাহ আহযাবের একটি আয়াত আমার থেকে হারিয়ে যায়; অথচ আমি তা রসূল (সঃ)-কে পাঠ করতে শুনেছি। তাই আমরা খোঁজ করতে লাগলাম। শেষে আমরা তা খুযাইমাহ ইবনু সাবিত আনসারী (রাঃ)-এর কাছে পেলাম। আয়াতটি হচ্ছে এই : “মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মত্ব্যবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি”- (সূরাহ আল-আহযাব ৩৩/২৩)। তারপর আমরা এ আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সূরার সঙ্গে মাসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম। [২৮০৭] (আ.প্র. ৪৬১৭, ই.ফা. ৪৬২২)

৬/৬৬. بَاب : كَاتِبِ النَّبِيِّ ﷺ.

৬৬/৪. অধ্যায়: নাবী (সঃ)-এর কাতিব (ওয়াহী লিখক)

৬৭৮৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ نَابِثٍ قَالَ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَتَتَّبِعْ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ أَبِي خُرَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَحْذُهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ **﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾** إِلَى آخِرِهَا.

৪৯৮৯. যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; আবু বাকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি রসূল (সঃ)-এর ওয়াহী লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াতগুলো খোঁজ কর। এরপর আমি খোঁজ করলাম। অবশেষে সূরাহ তওবার শেষ দু'টো আয়াত আমি আবু খুযায়মা

১৭৭২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بِنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُفْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَقْرَأْنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُوْدُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُفْرِئْنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَهُ أَقْرَأُ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ أَقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ أَنْزَلْتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ.

৪৯৯২. 'উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীম (رضي الله عنه)-কে রসূল (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় সূরাহ ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে আমি তাঁর কিরাআত শুনেছি। তিনি বিভিন্নভাবে কিরাআত পাঠ করেছেন; অথচ রসূল (ﷺ) আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সলাতের মাঝে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সূরাহ যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, রসূল (ﷺ)-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, তুমি যেভাবে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন ভাবে রসূল (ﷺ) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রসূল (ﷺ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরাহ ফুরকান যেভাবে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্নভাবে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রসূল (ﷺ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম, তুমি পাঠ করে শোনাও। তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাও, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন আব্দুল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, এভাবেই অবতীর্ণ করা হয়েছে। এরপর বললেন, হে 'উমার! তুমিও পড়। সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রসূল (ﷺ) বললেন, এভাবেও কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ কুরআন সাত আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা বেশি সহজ, সেভাবেই তোমরা পাঠ কর। [২৪১৯] (আ.প্র. ৪৬২১, ই.ফা. ৪৬২৬)

৪৯৯৪. ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি সূরাহ বানী ইসরাঈল, সূরাহ কাহফ, সূরাহ মারিয়াম, সূরাহ ত্বাহা এবং সূরাহ আশিয়া সম্পর্কে বলতেন যে, এগুলো হচ্ছে আমার সর্বপ্রথম সম্পদ এবং এগুলো আমার পুরাতন সম্পত্তি। [৪৭০৮] (আ.প্র. ৪৬২৩, ই.ফা. ৪৬২৮)

৪৯৯৫. ৬৬/৭. অধ্যায়: জিব্রীল (عليه السلام) নাবী (صلى الله عليه وسلم)-এর সঙ্গে কুরআন মাজীদ শুনতেন ও শুনাতেন।

৪৯৯৬. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমপর্যায়ের ঐ সূরাগুলো সম্পর্কে আমি খুব অবগত আছি, যা নাবী (صلى الله عليه وسلم) প্রতি রাক'আতে জোড়া জোড়া পাঠ করতেন। তারপর 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) দাঁড়ালেন এবং 'আলক্বামাহ (রহ.) তাকে অনুসরণ করলেন। যখন 'আলক্বামাহ (রহ.) বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলেন তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এগুলো হচ্ছে মোট বিশটি সূরা, ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه)-এর সংকলন মুতাবিক মুফাসসাল থেকে যার শুরু এবং যার শেষ হচ্ছে الحواميمُ অর্থাৎ 'হামীম' 'আন্দুখান' এবং 'আম্মা ইয়াতাসা আলুন'। [৭৭৫] (আ.প্র. ৪৬২৫, ই.ফা. ৪৬৩০)

৪৯৯৭. ৬৬/৭. অধ্যায়: জিব্রীল (عليه السلام) নাবী (صلى الله عليه وسلم)-এর সঙ্গে কুরআন মাজীদ শুনতেন ও শুনাতেন।

৪৯৯৮. ৬৬/৭. অধ্যায়: জিব্রীল (عليه السلام) নাবী (صلى الله عليه وسلم)-এর সঙ্গে কুরআন মাজীদ শুনতেন ও শুনাতেন।

৬৬/৭. অধ্যায়: জিব্রীল (عليه السلام) নাবী (صلى الله عليه وسلم)-এর সঙ্গে কুরআন মাজীদ শুনতেন ও শুনাতেন।

৬৬/৭. অধ্যায়: জিব্রীল (عليه السلام) নাবী (صلى الله عليه وسلم)-এর সঙ্গে কুরআন মাজীদ শুনতেন ও শুনাতেন।

৬৬/৭. অধ্যায়: জিব্রীল (عليه السلام) নাবী (صلى الله عليه وسلم)-এর সঙ্গে কুরআন মাজীদ শুনতেন ও শুনাতেন।

৬৬/৭. অধ্যায়: জিব্রীল (عليه السلام) নাবী (صلى الله عليه وسلم)-এর সঙ্গে কুরআন মাজীদ শুনতেন ও শুনাতেন।

جَبْرِئِلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ بَعْرُضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جَبْرِئِلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

৪৯৯৭. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কল্যাণের কাজে ছিলেন সর্বাধিক দানশীল, বিশেষভাবে রমায়ান মাসে। (তাঁর দানশীলতার কোন সীমা ছিল না) কেননা, রমায়ান মাসের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে জিব্রীল (ﷺ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। যখন জিব্রীল (ﷺ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি কল্যাণের জন্য প্রবহমান বায়ুর চেয়েও বেশি দানশীল হতেন। (৬) (আ.প্র. ৪৬২৬, ই.ফা. ৪৬৩১)

٤٩٩٨. حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ يَرْبُودَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْزُضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَّضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ.

৪৯৯৮. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি বছর জিব্রীল (ﷺ) নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে একবার কুরআন মাজীদ শোনাতেন ও শুনতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর তিনি রসূল (ﷺ)-কে দু'বার শুনিয়েছেন। প্রতি বছর নাবী (ﷺ) রমায়ানে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন। (২০৪৪) (আ.প্র. ৪৬২৭, ই.ফা. ৪৬৩২)

٨/٦٦. بَابُ : الْقُرْآنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

৬৬/৮. অধ্যায়: নাবী (ﷺ)-এর যে সব সহাবী ক্বারী ছিলেন।

٤٩٩٩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا أَرَأُلُ أَحَبَّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

৪৯৯৯. মাসরুক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের কথা উল্লেখ পূর্বক বলেছেন, আমি তাঁকে ঐ সময় থেকে ভালবাসি, যখন নাবী (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর- 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه), সালিম (رضي الله عنه), মু'আয (رضي الله عنه) এবং উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه)। (৩৭৫৮) (আ.প্র. ৪৬২৮, ই.ফা. ৪৬৩৩)

٥٠٠٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَظَبْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنِّي مِنْ أَعْلَاهِمُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي الْحَلْقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ فَمَا سَمِعْتُ رَأْدًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ

৫০০০. শাকীক ইব্ন সালামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাসউদ (رضي الله عنه) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! সত্তরেরও কিছু অধিক সূরাহ আমি রসূল (ﷺ)-এর মুখ থেকে হাসিল করেছি। আল্লাহর কসম! নাবী (ﷺ)-এর সহাবীরা জানেন, আমি তাঁদের চেয়ে আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত; অথচ আমি তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। শাকীক (রহ.) বলেন, সহাবীগণ তাঁর কথা শুনে কী বলেন তা শোনার জন্য আমি মাজলিসে বসে থাকলাম, কিন্তু আমি কাউকে অন্যরকম কথা বলে আপত্তি করতে শুনি নি। [মুসলিম ৪৪/২২, হাঃ ২৪৬২] (আ.প্র. ৪৬২৯, ই.ফা. ৪৬৩৪)

৫০০১. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمَاصٍ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّا هَكَذَا أَنْزَلَتْ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْحَمْرِ فَقَالَ أَتَجَمَعُ أَنْ تُكْذِبَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبَ الْحَمْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ

৫০০১. 'আলক্বামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হিম্‌স শহরে ছিলাম। এ সময় ইব্নু মাস'উদ (رضي الله عنه) সূরাহ ইউসুফ তিলাওয়াত করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এটা এভাবে অবতীর্ণ হয়নি। এ কথা শুনে ইব্নু মাস'উদ (رضي الله عنه) বললেন, আমি রসূল (ﷺ)-এর সামনে এ সূরাহ তিলাওয়াত করেছি। তিনি বলেছেন, তুমি সুন্দর পড়েছ। এ সময় তিনি ঐ লোকটির মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তাই তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে মিথ্যা বলা এবং মদ পানের অপরাধ এক সঙ্গে করছ? এরপর তিনি তার ওপর নির্ধারিত শাস্তি জারি করলেন। [মুসলিম ৬/৪০, হাঃ ৮০১] (আ.প্র. ৪৬৩০, ই.ফা. ৪৬৩৫)

৫০০২. حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنِ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزَلَتْ وَلَا أَنْزَلْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أَنْزَلْتُ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تُبَلِّغُهُ الْإِبِلَ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ

৫০০২. মাসরুক (রহ.) হতে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আল্লাহর কিতাবের অবতীর্ণ প্রতিটি সূরাহ সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোন্ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি জানতাম যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত এবং সেখানে উট পৌছতে পারে, তাহলে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছে যেতাম। [মুসলিম ৪৪/২২, হাঃ ২৪৬৩] (আ.প্র. ৪৬৩১, ই.ফা. ৪৬৩৬)

৫০০৩. حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبِي بِنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ

৫০০৩. ক্বাতাদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্নু মালিক (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (ﷺ)-এর সময় কোন্ কোন্ ব্যক্তি কুরআন সংগ্রহ করেছেন? তিনি বললেন, চারজন এবং তাঁরা চারজনই ছিলেন আনসারী সহাবী। তাঁরা হলেন : উবাই ইব্নু কা'ব (رضي الله عنه), মু'আয ইব্নু জাবাল (رضي الله عنه),

যায়দ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) এবং আবু যায়দ (رضي الله عنه)। (অন্য সানাতে) ফাদল (রহ.)... আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। [৩৮১০] (আ.প্র. ৪৬৩২, ই.ফা. ৪৬৩৭)

৫০০৪. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنْتَنَى قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَاتِيِّ وَثَمَامَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنَ غَيْرَ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ قَالَ وَنَحْنُ وَرَثَتَاهُ

৫০০৪. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইত্তিকাল করলেন। তখন চারজন ব্যতীত আর কেউ কুরআন সংগ্রহ করেননি। তাঁরা হলেন আবুদু দারদা (رضي الله عنه), মু'আয ইবনু জাবাল (رضي الله عنه), যায়দ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) এবং আবু যায়দ (رضي الله عنه)। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আমরা আবু যায়দ (رضي الله عنه)-এর উত্তরসূরী। [৩৮১০] (আ.প্র. ৪৬৩৩, ই.ফা. ৪৬৩৮)

৫০০৫. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمرُ أَبِي أَقْرُونَ وَإِنَّا لَنَدْعُ مِنْ لَحْنِ أَبِي وَأَبِي يَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِثْلَهَا﴾

৫০০৫. ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (رضي الله عنه) বলেছেন, আলী (رضي الله عنه) আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম বিচারক এবং উবাই (رضي الله عنه) আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কারী। এতদসত্ত্বেও তিনি যা তিলাওয়াত করেছেন, আমরা তার কিছু অংশ বাদ দিই, অথচ তিনি বলছেন, আমি তা আল্লাহর রাসূলের যবান থেকে শুনেছি, কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তা ত্যাগ করব না। আল্লাহ বলেছেন, “আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে তা হতে উত্তম কিংবা তার মত কোন আয়াত এনে দিই।” [৪৪৮১] (আ.প্র. ৪৬৩৪, ই.ফা. ৪৬৩৯)

৯/৬৬. باب : فَضْلُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

৬৬/৯. অধ্যায়: সূরাহ ফাতিহার ফাযীলাত।

৫০০৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمَعْلَى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي كُنْتُ أَصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لِأَعْلَمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ

৫০০৬. আবু সাঈদ ইবনু মু'আল্লা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সলাত আদায়রত ছিলাম। নাবী (ﷺ) আমাকে ডাকলেন; কিন্তু আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি সলাত আদায়রত ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, “হে

মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও রসূল যখন তোমাদেরকে আহ্বান করেন তখন আল্লাহ্ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও।” (সূরাহ আল-আনফাল ৮/২৪)

তারপর তিনি বললেন, তোমার মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আমি কি তোমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরাহ শিক্ষা দেব না? তখন তিনি আমার হাত ধরলেন। যখন আমরা মাসজিদ থেকে বের হতে ইচ্ছা করলাম তখন আমি বললাম, আপনি তো বলেছেন মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরার কথা বলবেন। তিনি বললেন, সেটা হল : “আল হামদুলিল্লাহ রাক্বিল ‘আলামীন”। এটা পুনঃ পুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত এবং কুরআন আজীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে। [৪৪৭৪] (আ.প্র. ৪৬৩৫, ই.ফা. ৪৮৪০)

৫০০৭. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبِدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَتَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْتِيهِ بِرُفْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُفْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْتِقِي قَالَ لَا مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأَمِّ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا تُحَدِّثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُفْيَةٌ أَفَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرِينَ حَدَّثَنِي مَعْبُدُ بْنُ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِهَذَا.

৫০০৭. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা সফরে চলছিলাম। (পশ্চিমমুখে) অবতরণ করলাম। তখন একটি বালিকা এসে বলল, এখানকার গোত্রের সরদারকে সাপে কেটেছে। আমাদের পুরুষগণ বাড়িতে নেই। অতএব, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি ঝাড়-ফুক করতে পারেন? তখন আমাদের মধ্য থেকে একজন ঐ বালিকাটির সঙ্গে গেলেন। যদিও আমরা ভাবিনি যে সে ঝাড়-ফুক জানে। এরপর সে ঝাড়-ফুক করল এবং গোত্রের সরদার সুস্থ হয়ে উঠল। এতে সর্দার খুশী হয়ে তাকে ত্রিশটি বকরী দান করলেন এবং আমাদের সকলকে দুধ পান করালেন। ফিরে আসার পথে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভালভাবে ঝাড়-ফুক করতে জান (অথবা রাবীর সন্দেহ) তুমি কি ঝাড়-ফুক করতে পার? সে উত্তর করল, না, আমি তো কেবল উম্মুল কিতাব- সূরাহ ফাতিহা দিয়েই ঝাড়-ফুক করেছি। আমরা তখন বললাম, যতক্ষণ না আমরা নাবী (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞেস করি ততক্ষণ কেউ কিছু বলবে না। এরপর আমরা মাদীনাহুয় পৌঁছে নাবী (ﷺ)-এর কাছে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, সে কেমন করে জানল যে, তা (সূরাহ ফাতিহা) রোগ আরোগ্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে? তোমরা নিজেদের মধ্যে এগুলো বণ্টন করে নাও এবং আমার জন্যও একটা ভাগ রেখো। আবু মা'মার.... আবু সাঈদ থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। [২২৭৬] (আ.প্র. ৪৬৩৬, ই.ফা. ৪৬৪১)

১০/৬৬. بَابُ : فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

৬৬/১০. সূরাহ আল-বাকারাহুর ফাযীলাত

৫০০৮. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ بِالْأَيَّتَيْنِ.

৫০০৮. আবু মাস'উদ (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করে...। [৪০০৮] (আ.প্র. ৪৬৩৭, ই.ফা. ৪৬৪২)

৫০০৯. আবু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, কেউ যদি রাতে সূরাহ বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট। [৪০০৮] (আ.প্র. ৪৬৩৭, ই.ফা. ৪৬৪২)

৫০১০. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে রমাযানে যাকাতের মাল হিফাজতের দায়িত্ব দিলেন। এক সময় এক ব্যক্তি এসে খাদ্য-সামগ্রী উঠিয়ে নেয়ার উপক্রম করল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর নাবী (ﷺ)-এর কাছে নিয়ে যাব। এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। তখন লোকটি বলল, যখন আপনি ঘুমাতে যাবেন, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। এর কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে এবং ভোর পর্যন্ত শায়তুন আপনার কাছে আসতে পারবে না। নাবী (ﷺ) (ঘটনা শুনে) বললেন, (যে তোমার কাছে এসেছিল) সে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে বড় মিথ্যাচারী শায়তুন। [২৩১১] (আ.প্র. ৪৬৩৮, ই.ফা. ৪৬৪২)

১১/৬৬. بَابُ : فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ.

৬৬/১১. অধ্যায়: সূরাহ কাহুফের ফাযীলাত।

৫০১১. হাদীসে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'সূরাহ কাহুফ' তিলাওয়াত করছিলেন। তার ঘোড়াটি দু'টি রশি দিয়ে তার পাশে বাঁধা ছিল। তখন এক টুকরো মেঘ এসে তার উপর ছায়া দান করল। মেঘখণ্ড ক্রমেই নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। আর তার ঘোড়াটি ভয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল। সকাল বেলা যখন লোকটি নাবী (ﷺ)-এর কাছে উক্ত ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন, তখন তিনি বললেন, এ ছিল আসসাফিনা (প্রশান্তি), যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছিল। [৩৬১৪] (আ.প্র. ৪৬৩৯, ই.ফা. ৪৬৪৩)

১২/৬৬. بَاب : فَضْلِ سُورَةِ الْفَتْحِ.

৬৬/১২. অধ্যায়: সূরাহ আল্ ফাত্‌হর ফাযীলাত।

৫০১২. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَشْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ تَكَلِّتُكَ أُمَّكَ تَزَرَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلِّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكَتْ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي قُرْآنٍ فَمَا نَشِيتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ فِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٍ قَالَ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾.

৫০১২. আসলাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন এক সফরে রাত্রিকালে চলছিলেন এবং 'উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখন 'উমার (رضي الله عنه) তাঁর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার কোন উত্তর দিলেন না। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এমন সময় 'উমার (رضي الله عنه) নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! তুমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে তিনবার প্রশ্ন করে কোন উত্তর পাওনি। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন, এরপর আমি আমার উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে লোকেদের অগ্রভাগে চলে গেলাম এবং আমি শক্তিত হলাম, না জানি আমার সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হয় নাকি। কিছুক্ষণ পর কেউ আমাকে ডাকছে, এ রকম আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মনে আশংকা করলাম যে, হয়তো আমার ব্যাপারে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তখন আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরাহ নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে সূর্যালোকিত সকল স্থান হতে উত্তম। এরপর তিনি পাঠ করলেন, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا "নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।" [৪১৭৭] (আ.প্র. ৪৬৪০, ই.ফা. ৪৬৪৪)

১৩/৬৬. بَاب : فَضْلِ قُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

৬৬/১৩. অধ্যায়: কুল্‌হ আলাহ্‌ আহাদ (সূরাহ ইখলাস)-এর ফাযীলাত।

فِيهِ : عَمْرُةٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

তাতে : 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

৫০১৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَجَّ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿قُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يُرِدُّدَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

৫০১৩. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে ‘কুল হুআল্লাহ আহাদ’ পড়তে শুনলেন। সে বার বার তা মুখে উচ্চারণ করছিল। পরদিন সকালে তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে বললেন। যেন ঐ ব্যক্তি তাকে কম মনে করলেন। তখন রসূল (ﷺ) বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন। এ সূরাহ হচ্ছে সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। [৬৬৪৩, ৭৩৭৪] (আ.প্র. ৪৬৪১, ই.ফা. ৪৬৪৫)

৫০১৪. وَرَادَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَخِي فَتَادَهُ بْنُ التُّعْمَانِ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ يقرأ مِنَ السَّحْرِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى الرَّجُلَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَهُ

৫০১৪. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) বললেন : আমার ভাই ক্বাতাদাহ ইবনু নু‘মান আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি শেষ রাতে সলাতে “কুল হুআল্লাহ আহাদ” ব্যতীত আর কোন সূরাই তিলাওয়াত করেননি। পরদিন সকালে লোকটি নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসলেন। বাকী অংশ আগের হাদীসের মত। [আ.প্র. ৪৬৪১, ই.ফা. ৪৬৪৫]

৫০১৫. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالصَّحَّاحُ الْمَشَرِقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يقرأَ تِلْكَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيْنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ تِلْكَ الْقُرْآنِ.

৫০১৫. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) তাঁর সহাবীদেরকে বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করা সাধ্যাতীত মনে কর? এ প্রশ্ন তাদের জন্য কঠিন ছিল। এরপর তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে, এটা পারবে? তখন তিনি বললেন, “কুল হুআল্লাহ আহাদ” অর্থাৎ সূরাহ ইখলাস কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ। [আ.প্র. ৪৬৪২, ই.ফা. ৪৬৪৬]

১৬/৬৬. بَابُ فَضْلِ الْمُعَوِّذَاتِ.

৬৬/১৪. অধ্যায়: মু‘আবিযাত (সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাস)-এর ফাযীলাত।

৫০১৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يقرأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقرأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا

৫০১৬. ‘আযিশাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, যখনই নাবী (ﷺ) অসুস্থ হতেন তখনই তিনি ‘সূরায়ে মু‘আবিযাত’ পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন তাঁর রোগ কঠিন হয়ে গেল, তখন বাকাত অর্জনের জন্য আমি এই সূরাহ পাঠ করে তাঁর হাত দিয়ে শরীর মাসহু করিয়ে দিতাম। [৪৪৩৯]

(আ.প্র. ৪৬৪৩, ই.ফা. ৪৬৪৭)

বুখারী- ৪/৪৪

৫০১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثُمَّ يَمَسُّحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

৫০১৭. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত যে, প্রতি রাতে নাবী ﷺ বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরাহ ইখলাস, সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাস পাঠ করে দু'হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার একরূপ করতেন। [৫৭৪৮, ৬৩১৯] (আ.প্র. ৪৬৪৪, ই.ফা. ৪৬৪৮)

باب : نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . ١٥/٦٦

৬৬/১৫. অধ্যায়: কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি নেমে আসে ও মালায়িকাহ অবতীর্ণ হয়।

৫০১৮. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَقَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتْ الْقَرْسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ فَقَرَأَ فَجَالَتْ الْقَرْسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتْ الْقَرْسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتْ الْقَرْسُ فَانصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِي مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَبَّتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لِأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ .

৫০১৮. লায়স (রহ.) উসাইদ ইবনু হুযায়র رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, একদা রাত্রে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করছিলেন। তখন তাঁর ঘোড়াটি তারই পাশে বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি ভীত হয়ে লাফ দিয়ে উঠল এবং ছুটাছুটি শুরু করল। যখন পাঠ বন্ধ করলেন তখনই ঘোড়াটি শান্ত হল। আবার পাঠ শুরু করলেন। ঘোড়াটি আগের মত করল। যখন পাঠ বন্ধ করলেন ঘোড়াটি শান্ত হল। আবার পাঠ আরম্ভ করলে ঘোড়াটি আগের মত করতে লাগল। এ সময় তার পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়াটির নিকটে ছিল। তার ভয় হচ্ছিল যে, ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করবে। তখন তিনি পুত্রকে টেনে আনলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলেন। পরদিন সকালে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উক্ত ঘটনা বললেন। ঘটনা শুনে নাবী ﷺ বললেন : হে ইবনু হুদায়র رضي الله عنه! তুমি যদি পাঠ করত, হে ইবনু হুদায়র رضي الله عنه! তুমি যদি পাঠ করত। ইবনু হুযায়র আরম্ভ করলেন, আমার ছেলেরি ঘোড়ার নিকট থাকায় আমি ভয়

পেয়ে গেলাম হয়ত বা ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে, সুতরাং আমি আমার মাথা উপরে উঠাতেই মেঘের মত কিছু দেখলাম, যা আলোর মত ছিল। আমি যখন বাইরে এলাম তখন আর কিছু দেখলাম না। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তুমি কি জান, ওটা কী ছিল? বললেন, না। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তারা ছিল মালায়িকাহ। তোমার তিলাওয়াত শুনে তোমার কাছে এসেছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে তারাও ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করত এবং লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত। এরপর হাদীসের অন্য একটি সনদ বর্ণিত হয়েছে। [মুসলিম ৬/৩৬, হাঃ ৭৯৬, আহমাদ ১১৭৬৬] (আ.প্র. অনুচ্ছেদ, ই.ফা. অনুচ্ছেদ)

১৬/৬৬. بَاب : مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ .

৬৬/১৬. অধ্যায়: যারা বলে, দুই মলাটের মধ্যে (কুরআন) যা কিছু আছে তা বাদে নাবী (ﷺ) কিছু রেখে যাননি।

৫০১৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ أَتَرَكَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ قَالَ وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ .

৫০১৯. ‘আবদুল আযীয ইবনু রুফাই’ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং শাদ্দাদ ইবনু মা’কিল ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। শাদ্দাদ ইবনু মা’কিল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নাবী (ﷺ) কুরআন বাদে অন্য কিছু রেখে যাননি? ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) উত্তর দিলেন, নাবী (ﷺ) দুই মলাটের মাঝে যা কিছু আছে অর্থাৎ কুরআন ছাড়া অন্য কিছু রেখে যাননি। ‘আবদুল আযীয বললেন, আমরা মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়ার নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনিই বললেন যে, দুই মলাটের মাঝে (যা আছে তা) ব্যতীত আর কিছু রেখে যাননি। (আ.প্র. ৪৬৪৫, ই.ফা. ৪৬৪৯)

১৭/৬৬. بَاب فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ .

৬৬/১৭. অধ্যায়: সব কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব।

৫০২০. حَدَّثَنَا هُدَبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَأَلْتُرْجَةَ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالثَّمَرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحُهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْخُضُلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحُهَا .

৫০২০. আবু মুসা আশ’আরী (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ লেবুর মত যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি (মু’মিন) কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন খেজুরের মত, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রায়হান জাতীয় লতার মত, যার সুগন্ধ আছে,

কিন্তু খেতে বিশ্বাস। আর ঐ ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতেও বিশ্বাস এবং যার কোন সুগন্ধও নেই। [৫০৫৯, ৫৪২৭, ৭৫৬০] (আ.প্র. ৪৬৪৬, ই.ফা. ৪৬৫০)

৫০৫১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلٍ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى فَيْرَاطٍ فَعَمِلْتُ الْيَهُودُ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ عَلَى فَيْرَاطٍ فَعَمِلْتُ النَّصَارَى ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِفَيْرَاطَيْنِ فَيْرَاطَيْنِ قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلُ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ.

৫০২১. ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীতের জাতিসমূহের সঙ্গে তোমাদের জীবনকালের তুলনা হচ্ছে আসর ও মাগরিবের সলাতের মধ্যবর্তী সময়কালের মত। তোমাদের এবং ইয়াহুদী-নাসারাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করে তাদেরকে বলল, “তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের বিনিময়ে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত কাজ করবে?” ইয়াহুদীরা কাজ করল। তারপর সেই ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের বিনিময়ে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করবে? নাসারারা কাজ করল। এরপর তোমরা (মুসলিমরা) আসরের সলাতের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত প্রত্যেকে দু' কীরাতের বিনিময় কাজ করেছে। তারা বলল, আমরা কম মজুরী নিয়েছি এবং অধিক কাজ করেছি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি কি তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে যুল্ম করেছি? তারা উত্তরে বলবে, না। এরপর আল্লাহ বলবেন, এটা আমার দয়া, আমি যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকি। [৫৫৭] (আ.প্র. ৪৬৪৭, ই.ফা. ৪৬৫১)

১১/৬৬. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৬/১৮. অধ্যায়: কিতাবুল্লাহর ওয়াসিয়াত

৫০৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَمَرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصَ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ

৫০২২. তুলহা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু 'আওফা (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (ﷺ) কি কোন ওয়াসিয়াত করে গেছেন? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, যখন নাবী (ﷺ) নিজে কোন ওয়াসিয়াত করে যাননি, তখন কী করে মানুষের জন্য ওয়াসিয়াত করাকে (কুরআন মাজীদে) বাধ্যতামূলক করা হল এবং তাদেরকে এজন্য নির্দেশ দেয়া হল। জবাবে তিনি বললেন, তিনি [নাবী (ﷺ)] আল্লাহর কিতাব (অনুসরণ)-এর ওয়াসিয়াত করে গেছেন। [২৭৪০] (আ.প্র. ৪৬৪৮, ই.ফা. ৪৬৫২)

১৭/৬৬. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ.

৬৬/১৯. অধ্যায়: যার জন্য কুরআন যথেষ্ট নয়।

﴿أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثْلَى عَلَيْهِمْ﴾

“তাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়।” (সূরাহ ‘আনকাবূত ২৯/৫১)

৫০২৩. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقیل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله ﷺ لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتعنى بالقرآن وقال صاحب له يريد يجهز به.

৫০২৩. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা কোন বিষয়ের প্রতি ঐরূপ কান লাগিয়ে শুনে না যে রূপ তিনি নাবীর সুমধুর তিলাওয়াত শুনে। রাবী বলেন, এর অর্থ সুস্পষ্ট করে আওয়াজের সঙ্গে কুরআন পাঠ করা। [৫০২৩, ৫০২৪, ৭৪৮২, ৭৫৪৪; মুসলিম ৬/৩৪, হাঃ ৭৯২, আহমাদ ৭৬৭৪] (আ.প্র. ৪৬৪৯, ই.ফা. ৪৬৫৩)

৫০২৪. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتعنى بالقرآن قال سفيان تفسيره يستعني به.

৫০২৪. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা কোন বিষয়ের প্রতি ঐরূপ কান লাগিয়ে শুনে না যে রূপ তিনি নাবীর সুমধুর তিলাওয়াত শুনে। সুফইয়ান (রহ.) বলেন, কুরআনই তার জন্য যথেষ্ট। [৫০২৩] (আ.প্র. ৪৬৫০, ই.ফা. ৪৬৫৪)

২০/৬৬. بَابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ.

৬৬/২০. অধ্যায়: কুরআন তিলাওয়াতকারী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা।

৫০২৫. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله الكتاب وقام به آتاء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آتاء الليل والنهار.

৫০২৫. ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, দু’টি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত, যাকে আল্লাহ তা‘আলা কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি তা থেকে গভীর রাতে তিলাওয়াত করেন। দ্বিতীয়ত, যাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি সেই সম্পদ দিন-রাত দান করতে থাকেন। [৭৫২৯] (আ.প্র. ৪৬৬১, ই.ফা. ৪৬৫৫)

৫০২৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آثَاءَ اللَّيْلِ وَآثَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فَلَأَنْ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فَلَأَنْ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

৫০২৬. আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও সাথে ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশীরা তাকে বলে, হায়! আমাদেরকে যদি এমন জ্ঞান দেয়া হত, যেমন অমুককে দেয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মত 'আমাল করতাম। অন্য আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ সত্য ও ন্যায়ে পথে খরচ করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলে : হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মত সম্পদ দেয়া হত, তাহলে সে যেমন ব্যয় করছে, আমিও তেমন ব্যয় করতাম। [৭২৩২, ৭৫২৮] (আ.প্র. ৪৬৫২, ই.ফা. ৪৬৫৬)

২১/৬৬. بَابُ خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

৬৬/২১. অধ্যায়: তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।

৫০২৭. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قَالَ وَذَلِكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعِدِي هَذَا

৫০২৭. 'উসমান (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। [৫০২৮] (আ.প্র. ৪৬৫৩, ই.ফা. ৪৬৫৭)

৫০২৮. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

৫০২৮. 'উসমান ইবনু আফফান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম তারা, যারা নিজেরা কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। [৫০২৭] (আ.প্র. ৪৬৫৪, ই.ফা. ৪৬৫৮)

৫০২৯. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَارِثٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فَقَالَ مَا لِي فِي الْبِسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِيهَا قَالَ أَعْطَاهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَيْدِي فَأَعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

৫০২৯. সাহল ইব্নু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা নাবী (ﷺ)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বলল, সে নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য নিবেদন করার ইচ্ছা করেছে। এ কথা শুনে নাবী (ﷺ) বললেন, আমার কোন মহিলার নিষ্প্রয়োজন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল, একে আমার সঙ্গে বিবাহ করিয়ে দিন। নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, তাকে একখানা কাপড় দাও। ঐ ব্যক্তি তার অপারগতার কথা জানাল, তখন নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, তাকে একখানা লোহার আংটি হলেও দাও। এবারেও লোকটি আগের মত অপারগতা জানাল। তারপর নাবী (ﷺ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে? লোকটি উত্তর করল, হ্যাঁ। আমার অমুক অমুক সূরাহ মুখস্থ আছে। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে, তার বিনিময়ে তোমার নিকট এ মহিলাটিকে বিবাহ দিলাম। |২৩১০| (আ.প্র. ৪৬৫৫, ই.ফা. ৪৬৫৯)

২২/৬৬. بَابُ الْقِرَاءَةِ عَنِ ظَهْرِ الْقَلْبِ.

৬৬/২২. অধ্যায়: মুখস্থ কুরআন পাঠ করা।

৫০৩০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَتَنْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ أَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

৫০৩০. সাহল ইব্নু সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, একদা একা মহিলা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার জীবনকে আপনার জন্য দান করতে এসেছি। এরপর নাবী (ﷺ) তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে মাথা নিচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে নাবী (ﷺ) কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়ল। এমন সময় রসূল (ﷺ)-এর সহাবীদের একজন বলল, যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে এ মহিলাটির সঙ্গে আমার শাদী দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম কিছুই নেই। তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিজনদের কাছে ফিরে যাও এবং দেখ কিছু পাও কি-না! এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কিছুই পেলাম না। নাবী (ﷺ) বললেন, দেখ একটি লোহার আংটি হলেও! তারপর সে চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল,

আল্লাহর কসম, একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ আছে। সাহল (رضي الله عنه) বলেন, তার কোন চাদর ছিল না। অথচ লোকটি বলল, আমার তহবন্দের অর্ধেক দিতে পারি। এ কথা শুনে রসূল (ﷺ) বললেন, এ তহবন্দ দিয়ে কী হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহলে মহিলাটির কোন আবরণ থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তোমার কোন আবরণ থাকবে না। লোকটি বসে পড়লো, অনেকক্ষণ সে বসে থাকল। এরপর উঠে দাঁড়াল। রসূল (ﷺ) তাকে ফিরে যেতে দেখে তাকে ডেকে আনলেন। যখন সে ফিরে আসল, নাবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কুরআনের কতটুকু মুখস্থ আছে? সে উত্তরে বলল, অমুক অমুক সূরাহ মুখস্থ আছে। সে এমনিভাবে একে একে উল্লেখ করতে থাকল। তখন নাবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সকল সূরাহ মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পার? সে উত্তর করল, হাঁ! তখন নাবী (ﷺ) বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ রেখেছ, তার বিনিময়ে এ মহিলাটির তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম। [২৩১০: মুসলিম ১৬/১২, হাঃ ১৪২৫, আহমাদ ২২৯১৩] (আ.প্র. ৪৬৫৬, ই.ফা. ৪৬৬০)

২৩/৬৬. بَابُ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ.

৬৬/২৩. অধ্যায়: কুরআন মাজীদ বারবার তিলাওয়াত করা ও স্মরণ রাখা।

৫০৩১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ. ٥٠٣١. ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কুরআন গেঁথে (মুখস্থ) রাখে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে, তবে সে উট তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু যদি সে বাঁধন খুলে দেয়, তবে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। [মুসলিম ৬/৩৩, হাঃ ৭৮৯, আহমাদ ৪৬৬৫] (আ.প্র. ৪৬৫৭, ই.ফা. ৪৬৬১)

৫০৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بئس ما لأحدِهِمْ أن يقول نسيبت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيلاً من صدور الرجال من التعم حدتنا عثمان حدتنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق سمعت عبد الله سمعت النبي ﷺ

৫০৩২. 'আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক কেননা, তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুত গতিতে চলে যায়। [৫০৩৯: মুসলিম ৬/৩৩, হাঃ ৭৯০, আহমাদ ৩৬২০] (আ.প্র. ৪৬৫৮, ই.ফা. ৪৬৬২)

৫০৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيلاً مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا.

৫০৩৩. আবু মূসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন! কুরআন বাঁধন ছাড়া উটের চেয়েও দ্রুত গতিতে দৌড়ে যায়। [মুসলিম ৬/৩৩, হাঃ ৭৯১, আহমাদ ১৯৫৬৩। (আ.প্র. ৪৬৫৯, ই.ফা. ৪৬৬৩)

২৪/৬৬. بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ.

৬৬/২৪. অধ্যায়: জন্তুর পিঠে বসে কুরআন পাঠ করা।

৫০৩৪. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ.

৫০৩৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (رضي الله عنه) বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন আমি রসূল (ﷺ)-কে (উটের পিঠে) আরোহন অবস্থায় 'সূরাহ আল্ ফাত্হ' তিলাওয়াত করতে দেখেছি। [৪২৮১] (আ.প্র. ৪৬৬০, ই.ফা. ৪৬৬৪)

২৫/৬৬. بَابُ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ.

৬৬/২৫. অধ্যায়: শিশুদের কুরআন শিক্ষাদান।

৫০৩৫. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّ الَّذِي

تَدْعُوهُ الْمُقَصَّلُ هُوَ الْمُحْكَمُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ.

৫০৩৫. সা'ঈদ ইবনু যুযায়র (رضي الله عنه) বলেন, যে সকল সূরাকে তোমরা মুফাস্সাল^{১৬০} বলা, তা হচ্ছে মুহকাম।^{১৬১} রাবী বলেন, ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) ইত্তিকাল করেন, তখন আমার বয়স দশ বছর এবং আমি ঐ বয়সেই মুহকাম আয়াতসমূহ শিখে নিয়েছিলাম। [৫০৩৬] (আ.প্র. ৪৬৬১, ই.ফা. ৪৬৬৫)

৫০৩৬. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْمُحْكَمُ قَالَ الْمُقَصَّلُ.

৫০৩৬. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'মুহকাম সূরাসমূহ আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় মুখস্থ করেছিলাম। রাবী সা'ঈদ (রহ.) বলেন, আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'মুহকাম' অর্থ কী? তিনি বললেন, মুফাস্সাল। [৫০৩৫] (আ.প্র. ৪৬৬২, ই.ফা. ৪৬৬৬)

^{১৬০} সূরাহ হুজুরাত থেকে সূরাহ নাস পর্যন্ত সূরাসমূহকে মুফাস্সাল বলা হয়।

^{১৬১} যে সকল আয়াতের ভাষা প্রাঞ্জল এবং অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় না ও সন্দেহের অবকাশ নেই তাকে 'মুহকাম আয়াত' বলে।

২৬/৬৬. بَابُ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيْتُ آيَةَ كَذَا.

৬৬/২৬. অধ্যায়: কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া এবং কেউ কি বলতে পারে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি?

وَكَذَا وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسِي إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾.

এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন : অবশ্যই আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি ভুলে যাবে না, অবশ্য আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া..... ।

০৩৩৭. حدثنا ربيع بن يخي حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةِ كَذَا.

... حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ أَشَقَطُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ.

৫০৩৭. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে মাসজিদে নাববীতে কুরআন পড়তে শুনলেন। তিনি বললেন, তার প্রতি আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হোক, সে আমাকে অমুক সূরার অমুক আয়াত মনে করিয়ে দিয়েছে। [২৬৫৫] (আ.প্র. ৪৬৬৩, ই.ফা. ৪৬৬৭)

০০০. হিশাম (রহ.) হতে বর্ণিত পূর্বের হাদীসের অতিরিক্ত রয়েছে, “যা ভুলে গেছি অমুক অমুক সূরা থেকে।” ‘আলী এবং ‘আবদাহ হিশাম থেকে তার সমর্থন ব্যক্ত করেন। (আ.প্র. ৪৬৬৪, ই.ফা. ৪৬৬৮)

০৩৩৮. حدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَنْسِيْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.

৫০৩৮. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) এক ব্যক্তিকে রাতে কুরআন পড়তে শুনে বললেন, আল্লাহ তাকে রহমাত করুন। কেননা, সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত মনে করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলতে বসেছিলাম। [২৬৫৫] (আ.প্র. ৪৬৬৫, ই.ফা. ৪৬৬৯)

০৩৩৯. حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتٍ وَكَيْتٍ بَلْ هُوَ نَسِي.

৫০৩৯. 'আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, কোন লোক এ কথা কেন বলে যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। [৫০৩২] (আ.প্র. ৪৬৬৬, ই.ফা. ৪৬৭০)

২৭/৬৬. **بَاب مَنْ لَمْ يَرِ بِأَسَا أَنْ يَقُولَ : سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا.**

৬৬/২৭. অধ্যায়: যারা সূরাহ বাকারাহ বা অমুক অমুক সূরাহ বলাতে দোষ মনে করেন না।

৫০৬. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْآيَاتِ مِنَ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ.

৫০৪০. আবু মাস'উদ আনসারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরাহ বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট। [৪০০৮] (আ.প্র. ৪৬৬৭, ই.ফা. ৪৬৭১)

৫০৬। حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرؤها عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكِدْتُ أُساورُهُ فِي الصَّلَاةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبِئْتُهُ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ قَوْلَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقُوْدُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرَأْنِيهَا وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ يَا هِشَامُ اقْرَأْهَا فَقْرَأَهَا الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقْرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

৫০৪১. 'উমার ইব্নু খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্নু হাকীম ইব্নু হিয়ামকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় 'সূরাহ ফুরকান' তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, সে বিভিন্ন কিরাআতে তা পাঠ করছে, যা আল্লাহর রসূল আমাকে শিখাননি। যার ফলে তাকে সলাতের মধ্যেই ধরতে উদ্যত হলাম। অবশ্য আমি তার সলাত শেষে সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সলাত শেষ হতেই তার গলায় রুমাল পেঁচিয়ে ধরলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এইমাত্র আমি তোমাকে যা পাঠ করতে শুনলাম, তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? সে উত্তর করল, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে এরূপ শিখিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছো! আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে ভিন্ন ভাবে তিলাওয়াত করা শিখিয়েছেন, যা তোমাকে তিলাওয়াত করতে শুনছি। এরপর আমি তাকে টেনে নিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি এই ব্যক্তিকে ভিন্ন ভাবে 'সূরাহ ফুরকান' পাঠ করতে শুনছি, যে পদ্ধতি আপনি আমাকে তিলাওয়াত করতে শিখাননি। অথচ আপনি আমাকে সূরাহ ফুরকান তিলাওয়াত শিখিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, হে হিশাম! পাঠ করো! সুতরাং আমি যেভাবে পাঠ করতে শুনছি, সে সেই ভাবেই পাঠ করল। এরপর

রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, এভাবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, হে 'উমার। তুমি পাঠ করো, সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে যেভাবে শিখিয়েছিলেন, সেভাবে আমি পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন, কুরআন এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আরও বললেন, সাত কিরাআত বা পদ্ধতিতে পাঠ করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে যে পদ্ধতি তোমার জন্য সহজ, সে পদ্ধতিতে পড়। [২৪১৯] (আ.প্র. ৪৬৬৮, ই.ফা. ৪৬৭২)

৫০৬২. حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ أَدَمَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا.

৫০৪২. 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এক কারীকে রাতে মাসজিদে কুরআন মাজীদ পড়তে শুনলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তার প্রতি করুণা করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত মনে করিয়ে দিয়েছে, যা অমুক অমুক সূরা থেকে ভুলতে বসেছিলাম। [২৬৫৫] (আ.প্র. ৪৬৬৯, ই.ফা. ৪৬৭৩)

২৮/৬৬. بَابُ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ.

৬৬/২৮. অধ্যায়: সুস্পষ্ট ও ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করা।

وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ وَقَوْلِهِ ﴿وَوُفُّوْنَا فَرْقَنَاهُ لِنُقَرِّأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ﴾ وَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُهَدَّ كَهَذَا الشَّعْرِ فِيهَا يُفْرَقُ يُفْضَلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿فَرْقَنَاهُ﴾ فَصَلَّنَاهُ.

এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী : কুরআন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে। কবিতা পাঠের মতো দ্রুতগতিতে কুরআন পাঠ করা অপছন্দনীয়। আল্লাহর বাণী فِيهَا يُفْرَقُ 'তাতে পৃথক করা হয়' এর অর্থ স্পষ্ট করা হয়। ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنهما) বলেছেন, আল্লাহর বাণী فَرْقَنَاهُ 'আমরা পৃথক করেছি' এর অর্থ আমরা স্পষ্ট করেছি।

৫০৬৩. حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ قَرَأْتُ الْمَفْضَلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ هَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقُرْآنَ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَانِي عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمَفْضَلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حَم

৫০৪৩. আবু ওয়ায়িল (রহ.) সূত্রে 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আবু ওয়ায়িল (রহ.) বলেন, আমরা একদিন সকালে 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه)-এর কাছে গেলাম। একজন লোক বলল, গতকাল রাতে আমি মুফাস্সাল সূরাসমূহ পাঠ করেছি। এ কথা শুনে 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) বললেন, এত শীঘ্র পাঠ করা যেন কবিতা পাঠের মতো; অথচ আমরা নাবী (ﷺ)-এর পাঠ শুনেছি এবং তা আমার ভালভাবে মনে আছে।

নাবী (ﷺ) থেকে যে সমস্ত সূরাহ পাঠ করতে আমি শুনেছি, তার সংখ্যা মুফাসসাল হতে আঠারটি এবং 'আলিফ-লাম হামিম' হতে দু'টি। [৭৭৫] (আ.প্র. ৪৬৭০, ই.ফা. ৪৬৭৪)

০৫১১. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْجَلَ بِهِ﴾ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفْتَيْهِ فَيَسْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرِفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْجَلَ بِهِ﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ فَإِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلسَانِكَ قَالَ وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ.

৫০৪৪. ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী : “হে নাবী! আপনার জিহ্বাকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য নাড়াবেন না।” আল্লাহর এই কালাম সম্পর্কে তিনি বলেন, যখনই জিব্রীল (جبريل) ওয়াহী নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট আসতেন, তখন নাবী (ﷺ) খুব তাড়াতাড়ি জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়াতে এবং এটা তার জন্য খুব কঠিন হত। আর এ অবস্থা সহজেই অন্যজনে আঁচ করতে পারত। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা সূরাহ কিয়ামাহ এর এ আয়াত অবতীর্ণ করেন : “হে নাবী! তাড়াতাড়ি ওয়াহী মুখস্থ করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা নাড়াবেন না। এ মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। যখন আমি তা পাঠ করতে থাকি, তখন আপনি সে পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকুন। পরে এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।” সুতরাং যখন জিব্রীল (جبريل) পাঠ করেন আপনি তার অনুসরণ করুন। এরপর থেকে যখন জিব্রীল (جبريل) বলে যেতেন তখন নাবী (ﷺ) চুপ থাকতেন। যখন তিনি চলে যেতেন, আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তা পাঠ করতেন। [৫] (আ.প্র. ৪৬৭১, ই.ফা. ৪৭৭৫)

২৭/৬৬. بَابُ مَدِّ الْقِرَاءَةِ.

৬৬/২৯. অধ্যায়: 'মাদ' সহকারে কিরাআত।

০৫১০. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدًّا.

৫০৪৫. ক্বাতাদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) কে নাবী (ﷺ) এর 'কিরাআত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) (কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দকে) দীর্ঘায়িত করে পাঠ করতেন। [৫০৪৬] (আ.প্র. ৪৬৭২, ই.ফা. ৪৬৭৬)

০৫১৬. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ.

৫০৪৬. ক্বাতাদাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (رضي الله عنه) কে নাবী (ﷺ)-এর 'কিরাআত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, নাবী (ﷺ)-এর 'কিরাআত' কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নাবী (ﷺ) দীর্ঘ করতেন। এরপর তিনি 'বিস্মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং তিনি বললেন, নাবী (ﷺ) 'বিস্মিল্লাহ্' 'আর রহমান', 'আর রহীম' পড়ার সময় দীর্ঘায়িত করতেন। [৫০৪৫] (আ.প্র. ৪৬৭৩, ই.ফা. ৪৬৭৭)

৩০/৬৬. بَابُ التَّرْجِيحِ.

৬৬/৩০. অধ্যায়: আত্‌তারজী' (ছন্দময় সুমধুর সুরে পাঠ করা)

৫০৪৭. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مفضل قال رأيت النبي ﷺ يقرأ وهو على ناقته أو جمليه وهي تسيير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع.

৫০৪৭. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মুগাফফাল (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) উষ্ট্রের পিঠে অথবা উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় যখন উষ্ট্রটি চলছিল, তখন আমি তিলাওয়াত করতে দেখেছি। তিনি 'সূরাহ ফাতহ' বা 'সূরাহ ফাতহ'র অংশ বিশেষ অত্যন্ত নরম এবং মধুর ছন্দোময় সুরে পাঠ করছিলেন। [৪২৮১] (আ.প্র. ৪৬৭৪, ই.ফা. ৪৬৭৮)

৩১/৬৬. بَابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ.

৬৬/৩১. অধ্যায়: মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা।

৫০৪৮. حدثنا محمد بن حلف أبو بكر حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارة من مزامير آل داود.

৫০৪৮. আবু মূসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু মূসা! তোমাকে দাউদ (عليه السلام)-এর সুমধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে। [মুসলিম ৬/৩৪, হাঃ ৭৯৩, আহমাদ ২৩০৩০] (আ.প্র. ৪৬৭৫, ই.ফা. ৪৬৭৯)

৩২/৬৬. بَابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ.

৬৬/৩২. অধ্যায়: যে অন্যের নিকট থেকে কুরআন পাঠ শুনতে ভালবাসে।

৫০৪৯. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعشى قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي ﷺ اقرأ علي القرآن فقلت اقرأ عليك وعلى ك قال إني أحب أن أسمع من غيري.

৫০৪৯. ‘আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, “আমার কাছে কুরআন পাঠ কর।” ‘আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি আপনার কাছে কুরআন পাঠ করব; অথচ আপনার ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের নিকট থেকে তা শুনতে ভালবাসি। [৪৫৮২] (আ.প্র. ৪৬৭৬, ই.ফা. ৪৬৮০)।

৩৩/৬৬. بَابُ قَوْلِ الْمُقَرِّيِّ لِلْقَارِيِّ حَسْبُكَ.

৬৬/৩৩. অধ্যায়: তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শোনার পর শ্রোতার মন্তব্য ‘তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট’।

৫০৫০. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَفْرَأُ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿فَكَفَيْكَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

৫০৫০. ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, তুমি কুরআন পাঠ কর। আমি আরম্ভ করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার কাছে কুরআন পাঠ করব? অথচ তা তো আপনার ওপরই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি ‘সূরাহ নিসা’ পাঠ করলাম। যখন আমি এই আয়াত পর্যন্ত আসলাম ‘চিন্তা করো আমি যখন প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং সকলের ওপরে তোমাকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করব তখন তারা কী করবে।’ নাবী (ﷺ) বললেন, আপাততঃ যথেষ্ট হয়েছে। আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বরছে। [৪৫৮২] (আ.প্র. ৪৬৭৭, ই.ফা. ৪৬৮১)।

৩৬/৬৬. بَابُ فِي كَيْفِ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ.

৬৬/৩৬. অধ্যায়: কতটুকু সময়ে কুরআন খতম করা যায়?

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿فَافْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾.

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার কালাম : “যতটা কুরআন তোমার সহজসাধ্য হয়, ততটাই পড়।”

৫০৫১. حدثنا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِي ابْنُ شُبْرَمَةَ نَظَرْتُ كَيْفَ يَكْفِي الرَّجُلُ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ فَقُلْتُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ قَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَقِيْتُهُ وَهُوَ يَطْوِفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ.

৫০৫১. সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ (রহ.) বলেন, আমাকে ইবনু সুবরুমা (রহ.) বললেন, আমি দেখতে চাইলাম, সলাতে কী পরিমাণ আয়াত পাঠ করা যথেষ্ট এবং আমি তিন আয়াত বিশিষ্ট সূরার চেয়ে ছোট কোন সূরাহ পেলাম না। সুতরাং আমি বললাম, কারো জন্য তিন আয়াতের কম সলাতে পড়া উচিত নয়। আবু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, তখন তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, যদি কেউ সূরা বাকারার শেষ দু' আয়াত রাতে পাঠ করে, তাহলে তা তার জন্য যথেষ্ট। [৪০০৮] (আ.প্র. ৪৬৭৮, ই.ফা. ৪৬৮২)

৫০৫২. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مِغْبِرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ نَعَمْ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفْتِشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْتَاهُ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ بِهِ فَلَقَيْتُهُ بَعْدَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَكَيْفَ تَحْتِمُ قَالَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ فُلْتُ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ فُلْتُ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَفْطِرُ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا قَالَ فُلْتُ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً فَلَقَيْتَنِي قَبِلْتُ رُحْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَيَّ بَعْضُ أَهْلِ السَّبْعِ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ يَقْرُؤُهُ يَغْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَحْفَ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْوَى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتْرَكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ.

৫০৫২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলার সঙ্গে শাদী দেন এবং প্রায়ই তিনি আমার সম্পর্কে আমার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমার স্ত্রী বলত, সে কতইনা ভাল মানুষ যে, সে কখনও আমার বিছানায় আসেনি এবং শাদীর পর থেকে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবরও নেয়নি। এ অবস্থা যখন দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকল তখন আমার পিতা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমার সম্পর্কে জানালেন। তখন নাবী (ﷺ) আমার পিতাকে বললেন, তাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন। এরপর আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন সওম পালন কর? আমি উত্তর দিলাম, প্রতিদিন সওম পালন করি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ অবস্থায় পূর্ণ কুরআন মাজীদ খতম করতে তোমার কত সময় লাগে? আমি উত্তর দিলাম, প্রত্যেক রাতেই এক খতম করি। তিনি বললেন, প্রত্যেক মাসে তিনদিন সওম পালন করবে এবং কুরআন এক মাসে এক খতম দেবে।" আমি বললাম, আমি এর চেয়ে অধিক করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিনদিন সওম পালন করবে। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে অধিক করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন, দু'দিন পর একদিন সওম পালন কর। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে সব চেয়ে উত্তম পদ্ধতির সওম পালন কর। তা হল, দাউদ (ﷺ)-এর সওম। তিনি এক দিন অন্তর একদিন সওম পালন করতেন এবং

প্রতি সাত দিনে একবার আল্লাহর কিতাব খতম করতেন। হায়! আমি যদি রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর দেয়া সুবিধা গ্রহণ করতাম! এখন আমি দুর্বল বন্ধ হয়ে গেছি। 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) প্রত্যেক দিন তার পরিবারের একজন সদস্যের সামনে কুরআনের সপ্তমাংশ পাঠ করে শোনাতে। দিবা ভাগে পাঠ করে দেখতেন, তার স্মরণশক্তি সঠিক আছে কিনা? যা তিনি রাতে পাঠ করবেন তা যেন সহজ হয় এবং যখনই তিনি শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা করতেন তখন কয়েক দিন সওম পালন বন্ধ রাখতেন এবং পরবর্তীতে ঐ ক'দিনের হিসাব করে সওম পালন করতেন। কেননা, তিনি রসূল (ﷺ)-এর জীবদশায় যে নিয়ম পালন করতেন পরে সে নিয়ম ত্যাগ করা অপছন্দ মনে করতেন। আবু 'আবদুল্লাহ্ বলেন কেউ তিন দিনে, কেউ পাঁচ দিনে এবং অধিকাংশ লোক সাত দিনে কুরআন খতম করতেন। [১১৩১] (আ.প্র. ৪৬৭৯, ই.ফা. ৪৬৮৩)

৫০৫৩. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفِصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

৫০৫৩. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমর (رضي الله عنه) বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কত দিনে তুমি কুরআন খতম কর? [১১৩১] (আ.প্র. ৪৬৮০, ই.ফা. ৪৬৮৪)

৫০৫৪. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ حَتَّى قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.

৫০৫৪. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, "এক মাসে কুরআন পাঠ সমাপ্ত কর।" আমি বললাম, "আমি এর চেয়ে অধিক করার শক্তি রাখি।" তখন নাবী (ﷺ) বললেন, "তাহলে সাত দিনে তার পাঠ শেষ করো এবং এর চেয়ে কম সময়ে পাঠ শেষ করো না।" [১১৩১] (আ.প্র. ৪৬৮১, ই.ফা. ৪৬৮৫)

৩৫/৬৬. بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

৬৬/৩৫. অধ্যায়: কুরআন তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন করা।

৫০৫৫. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْأَعْمَشُ وَبَعْضُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي عَمْرٍو بْنُ مُرَّةٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ قُلْتُ أَقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ قَالَ لِي كَفَّ أَوْ أَمْسِكَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ

يَقُولُ يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْفُذِّحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ.

৫০৫৮. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : ভবিষ্যতে এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, যাদের সলাতের তুলনায় তোমাদের সলাতকে, তাদের সওমের তুলনায় তোমাদের সওমকে এবং তাদের ‘আমালের তুলনায় তোমাদের ‘আমালকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে (অর্থাৎ অন্তরে) প্রবেশ করবে না। এরা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে নিক্ষিপ্ত তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। আর শিকারী সেই তীরের আগা পরীক্ষা করে দেখতে পায়, তাতে কোন চিহ্ন নেই। সে তীরের ফলার পার্শ্বদেশে নঘর করে; অথচ সেখানে কিছু দেখতে পায় না। শেষে ঐ ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করে। (৩৩৪৪) (আ.প্র. ৪৬৮৫, ই.ফা. ৪৬৮৯)

৫০৫৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأَثْرِجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالثَّمَرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُتَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُتَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ حَبِيثٌ وَرِيحُهَا مُرٌّ.

৫০৫৯. আবু মুসা (رضي الله عنه) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ মু‘মিন যে কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী ‘আমাল করে, তাঁর দৃষ্টান্ত ঐ লেবুর মত যা খেতে সুস্বাদু এবং গন্ধে চমৎকার। আর ঐ মু‘মিন যে কুরআন পাঠ করে না; কিন্তু এর অনুসারে ‘আমাল করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ খেজুরের মত যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধ নেই। আর মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে; তার উদাহরণ হচ্ছে, ঐ রায়হানের মত, যার মন মাতানো খুশবু আছে, অথচ খেতে একেবারে বিষাদ। আর ঐ মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতে বিষাদ এবং গন্ধে দুর্গন্ধময়। (৫০২০) (আ.প্র. ৪৬৮৬, ই.ফা. ৪৬৯০)

৩৭/৬৬. بَابِ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفْتُمْ عَلَيْهِ فَلَوْ بُكُمُ.

৬৬/৩৭. অধ্যায়: যতক্ষণ মন চায় কুরআন তিলাওয়াত করা।

৫০৬০. حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفْتُمْ فَلَوْ بُكُمُ فَإِذَا ائْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ.

৫০৬০. জুনদুব ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদাত মনের চাহিদার অনুকূল হয় তিলাওয়াত করতে থাক এবং (তাতে) মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটলে পড়া ত্যাগ কর। [৫০৬১, ৭৩৬৪, ৭৩৬৫; মুসলিম ৪৭/১, হাঃ ২৬৬৭, আহমাদ ১৮৮৩৮] (আ.প্র. ৪৬৮৭, ই.ফা. ৪৬৯১)

৫০৬১. ৫০৬১. জুনদুব ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদাত মনের চাহিদার অনুকূল হয় তিলাওয়াত করতে থাক এবং তাতে মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটলে পড়া ত্যাগ কর।

৫০৬২. হারিস ইবনু 'উবায়দ ও সাঈদ ইবনু যায়দ আবু 'ইমরান এর মাধ্যমে জুনদাবের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ও আবান এটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেননি। তবে জুনদাবের বর্ণনাটি অধিক বিশ্বস্ত ও অধিক বর্ণিত।

৫০৬২. ৫০৬২. হারিস ইবনু 'উবায়দ ও সাঈদ ইবনু যায়দ আবু 'ইমরান এর মাধ্যমে জুনদাবের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ও আবান এটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেননি। তবে জুনদাবের বর্ণনাটি অধিক বিশ্বস্ত ও অধিক বর্ণিত।

৫০৬২. ৫০৬২. হারিস ইবনু 'উবায়দ ও সাঈদ ইবনু যায়দ আবু 'ইমরান এর মাধ্যমে জুনদাবের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ও আবান এটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেননি। তবে জুনদাবের বর্ণনাটি অধিক বিশ্বস্ত ও অধিক বর্ণিত।

৫০৬২. 'আবদুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে আয়াত পড়তে শুনলেন। নাবী (ﷺ)-কে যেভাবে পড়তে শুনতেন, তার থেকে সে অন্য রকম করে পড়ছিল। তখন ঐ ব্যক্তিকে তিনি নাবী (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তোমরা উভয়ই সঠিকভাবে পাঠ করেছে। সুতরাং এভাবে কুরআন পাঠ করতে থাক। নাবী (ﷺ) আরও বললেন, তোমাদের পূর্বকার জাতিগুলো তাদের পারম্পরিক বিভেদের জন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে। [২৪১০] (আ.প্র. ৪৬৮৯, ই.ফা. ৪৬৯২)

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

সহীহুল বুখারী চতুর্থ খণ্ডের কুদসী হাদীস নির্দেশিকা

আল্লাহ তা'আলার কিছু বাণী ওয়াহিয়ে মাতলু দ্বারা জিবরীল আমীনের মাধ্যমে বর্ণিত না হয়ে এর ভাবার্থ ইলহাম বা স্বপ্নযোগে কিংবা জিবরীল আমীনের মাধ্যমে নাবী (ﷺ) কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পরে নাবী (ﷺ) ঐ ভাবার্থকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঐ ভাবার্থের শব্দগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নয় বলে ওগুলোকে কুরআন হিসেবে ধরা হয়নি। কিন্তু এর ভাবার্থগুলো যেহেতু নাবী (ﷺ) এর, তাই এর নাম হাদীস। এজন্যই আল্লাহ তা'আলার উক্তিমূলক ভাবার্থ এবং ঐ উক্তির বর্ণনায় রসূল (ﷺ)-এর শব্দ উভয়কে এক কথায় হাদীসে কুদসী বলা হয়। এ খণ্ডে মোট ২২টি কুদসী হাদীস রয়েছে। যার ধারাবাহিক হাদীস নম্বর হচ্ছে :

৩৯৮৩, ৪১৪৭, ৪৪৭৬, ৪৪৮২, ৪৪৮৭, ৮৬৮৪, ৪৬৮৫, ৪৭১২, ৪৭৪০, ৪৭৪১, ৪৭৬৯,
৪৭৭৯, ৪৭৮০, ৪৮১২, ৪৮২৬, ৪৮৩২, ৪৮৩৮, ৪৮৫০, ৪৮৯০, ৪৯৭৪, ৪৯৭৫, ৫০২১।

মুতাওয়াতির হাদীস

যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগেই এত অধিক রাবী বর্ণনা করেছেন যাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য একত্রিত হওয়া সাধারণত অসম্ভব এমন হাদীসকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়।

এ খণ্ডে মোট ১৪২টি মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে। যার ধারাবাহিক হাদীস নম্বর হচ্ছে :

৩৯৬০, ৩৯৭৯, ৪০৩৪, ৪০৩৬, ৪০৪২, ৪০৫৩, ৪০৭০, ৪০৮৩, ৪০৮৪, ৮০৮৫,
৪১৫১, ৪১৫২, ৪১৭৩, ৪১৯৬, ৪১৯৮, ৪১৯৯, ৪২০৫, ৪২১৫, ৪২১৬, ৪২১৭,
৪২১৮, ৪২১৯, ৪২২০, ৪২২২, ৪২২৫, ৪২২৬, ৪২২৭, ৪২৪১, ৪২৯৫, ৪২৯৬,
৪২৯৭, ৪২৯৮, ৪৩০০, ৪৩০৩, ৪৩০৪, ৪৩০৬, ৪৩০৮, ৪৩১০, ৪৩১২, ৪৩১৯,
৪৩২৩, ৪৩৩০, ৪৩৩১, ৪৩৩৯, ৪৩৪৩, ৪৩৪৫, ৪৩৪৬, ৪৩৫১, ৪৩৫২, ৪৩৫৪,
৪৩৫৬, ৪৩৫৭, ৪৩৭০, ৪৩৮৫, ৪৩৮৭, ৪৩৮৮, ৪৩৮৯, ৪৩৯০, ৪৩৯৫, ৪৩৯৭,
৪৩৯৮, ৪৪০৩, ৪৪০৫, ৪৪০৬, ৪৪০৮, ৪৪১৬, ৪৪২১, ৪৪২২, ৪৪৪১, ৪৪৪৪,
৪৪৭৬, ৪৪৯৭, ৪৫০১, ৪৫০২, ৪৫০৩, ৪৫০৪, ৪৫৫২, ৪৫৫৯, ৪৫৬০, ৪৫৮১,
৪৫৮২, ৪৫৮৪, ৪৫৯৬, ৪৬১৪, ৪৬১৬, ৪৬১৭, ৪৬১৮, ৪৬১৯, ৪৬২০, ৪৬৩৩,
৪৬৩৫, ৪৬৩৬, ৪৬৬৭, ৪৬৮০, ৪৬৯৩, ৪৬৯৯, ৪৭০৭, ৪৭০৯, ৪৭১০, ৪৭১২,
৪৭১৭, ৪৭১৮, ৪৭৩৭, ৪৭৪১, ৪৭৬৮, ৪৭৭৪, ৪৭৭৭, ৪৭৯৭, ৪৭৯৮, ৪৮০৯,
৪৮২০, ৪৮২১, ৪৮২২, ৪৮২৩, ৪৮২৪, ৪৮২৫, ৪৮৩৬, ৪৮৩৭, ৪৮৫১, ৪৮৬৪,
৪৮৬৫, ৪৮৬৬, ৪৮৬৭, ৪৮৬৮, ৪৮৮৭, ৪৯৩৬, ৪৯৬৪, ৮৯৬৫, ৮৯৬৬, ৮৯৯১,
৮৯৯২, ৫০১৪, ৫০১৫, ৫০৪১, ৫০৪৮, ৫০৪৯, ৫০৫০, ৫০৫৫, ৫০৫৬, ৫০৫৭,
৫০৫৮, ৫০৬২।

মারফু' হাদীস

যে হাদীসের সানাদ বা বর্ণনা সূত্র রসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। অর্থাৎ যে হাদীসে আব্দুল্লাহর রসূল (ﷺ) এর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মারফু' হাদীস বলে।

এ খণ্ডে মোট ৮১০ টি মারফু' হাদীস রয়েছে। নিম্নোক্ত নম্বরের ৩০৩টি হাদীস ব্যতীত এ খণ্ডের সবগুলো হাদীসই মারফু' হাদীস। ৪

<u>৩৯৫৪,</u>	<u>৩৯৫৫,</u>	<u>৩৯৬১,</u>	<u>৩৯৬২,</u>	<u>৩৯৬৫,</u>	<u>৩৯৬৬,</u>	<u>৩৯৬৭,</u>	<u>৩৯৬৮,</u>	<u>৩৯৬৯,</u>	<u>৩৯৭০,</u>	<u>৩৯৭১,</u>
<u>৩৯৭৩,</u>	<u>৩৯৭৪,</u>	<u>৩৯৭৫,</u>	<u>৩৯৭৭,</u>	<u>৩৯৭৮,</u>	<u>৩৯৮০,</u>	<u>৩৯৮৩,</u>	<u>৩৯৮৮,</u>	<u>৩৯৯০,</u>	<u>৩৯৯৩,</u>	<u>৩৯৯৭,</u>
<u>৪০০৪,</u>	<u>৪০০৯,</u>	<u>৪০১১,</u>	<u>৪০১২,</u>	<u>৪০১৪,</u>	<u>৪০১৬,</u>	<u>৪০২১,</u>	<u>৪০২২,</u>	<u>৪০২৯,</u>	<u>৪০৩৩,</u>	<u>৪০৩৫,</u>
<u>৪০৪৪,</u>	<u>৪০৪৫,</u>	<u>৪০৪৮,</u>	<u>৪০৫১,</u>	<u>৪০৬০,</u>	<u>৪০৬৮,</u>	<u>৪০৬৯,</u>	<u>৪০৭৯,</u>	<u>৪০৮৭,</u>	<u>৪০৯২,</u>	<u>৪১০৩,</u>
<u>৪১০৭,</u>	<u>৪১০৮,</u>	<u>৪১২৩,</u>	<u>৪১২৫,</u>	<u>৪১২৬,</u>	<u>৪১২৯,</u>	<u>৪১৩৩,</u>	<u>৪১৩৬,</u>	<u>৪১৪২,</u>	<u>৪১৪৪,</u>	<u>৪১৪৬,</u>
<u>৪১৪৭,</u>	<u>৪১৫৪,</u>	<u>৪১৫৬,</u>	<u>৪১৫৭,</u>	<u>৪১৬০,</u>	<u>৪১৬১,</u>	<u>৪১৬২,</u>	<u>৪১৬৪,</u>	<u>৪১৬৫,</u>	<u>৪১৭২,</u>	<u>৪১৭৪,</u>
<u>৪১৭৮,</u>	<u>৪১৮০,</u>	<u>৪১৮৬,</u>	<u>৪২০৩,</u>	<u>৪২০৮,</u>	<u>৪২২১,</u>	<u>৪২২৩,</u>	<u>৪২২৪,</u>	<u>৪২৩০,</u>	<u>৪২৩৭,</u>	<u>৪২৪০,</u>
<u>৪২৪৪,</u>	<u>৪২৪৫,</u>	<u>৪২৪৬,</u>	<u>৪২৫৩,</u>	<u>৪২৬০,</u>	<u>৪২৬৪,</u>	<u>৪২৬৫,</u>	<u>৪২৬৬,</u>	<u>৪২৬৭,</u>	<u>৪২৬৮,</u>	<u>৪২৭০,</u>
<u>৪২৭৭,</u>	<u>৪২৮২,</u>	<u>৪২৮৮,</u>	<u>৪২৯৪,</u>	<u>৪২৯৯,</u>	<u>৪৩০১,</u>	<u>৪৩০৫,</u>	<u>৪৩০৭,</u>	<u>৪৩০৯,</u>	<u>৪৩১০,</u>	<u>৪৩১১,</u>
<u>৪৩১২,</u>	<u>৪৩১৮,</u>	<u>৪৩২১,</u>	<u>৪৩২৬,</u>	<u>৪৩৪১,</u>	<u>৪৩৪৪,</u>	<u>৪৩৪৮,</u>	<u>৪৪৫৩,</u>	<u>৪৩৫৯,</u>	<u>৪৩৬৪,</u>	<u>৪৩৭১,</u>
<u>৪৩৭৩,</u>	<u>৪৩৭৬,</u>	<u>৪৩৭৭,</u>	<u>৪৩৮৪,</u>	<u>৪৩৯১,</u>	<u>৪৩৯৪,</u>	<u>৪৪০২,</u>	<u>৪৪২৬,</u>	<u>৪৪৩৩,</u>	<u>৪৪৪৩,</u>	<u>৪৪৫২,</u>
<u>৪৪৫৩,</u>	<u>৪৪৫৫,</u>	<u>৪৪৫৬,</u>	<u>৪৪৬৪,</u>	<u>৪৪৭৬,</u>	<u>৪৪৮১,</u>	<u>৪৪৮২,</u>	<u>৪৪৮৭,</u>	<u>৪৪৮৯,</u>	<u>৪৪৯৬,</u>	<u>৪৪৯৮,</u>
<u>৪৫০৫,</u>	<u>৪৫০৬,</u>	<u>৪৫০৭,</u>	<u>৪৫০৮,</u>	<u>৪৫১১,</u>	<u>৪৫১২,</u>	<u>৪৫১৩,</u>	<u>৪৫১৪,</u>	<u>৪৫১৫,</u>	<u>৪৫১৬,</u>	<u>৪৫১৯,</u>
<u>৪৫২১,</u>	<u>৪৫২৪,</u>	<u>৪৫২৫,</u>	<u>৪৫২৬,</u>	<u>৪৫২৭,</u>	<u>৪৫২৮,</u>	<u>৪৫২৯,</u>	<u>৪৫৩০,</u>	<u>৪৫৩১,</u>	<u>৪৫৩২,</u>	<u>৪৫৩৬,</u>
<u>৪৫৩৮,</u>	<u>৪৫৪৫,</u>	<u>৪৫৪৬,</u>	<u>৪৫৪৯,</u>	<u>৪৫৫১,</u>	<u>৪৫৫৪,</u>	<u>৪৫৫৭,</u>	<u>৪৫৫৮,</u>	<u>৪৫৬২,</u>	<u>৪৫৬৪,</u>	<u>৪৫৭৩,</u>
<u>৪৫৭৫,</u>	<u>৪৫৭৬,</u>	<u>৪৫৭৮,</u>	<u>৪৫৭৯,</u>	<u>৪৫৮৭,</u>	<u>৪৫৮৮,</u>	<u>৪৫৯০,</u>	<u>৪৫৯১,</u>	<u>৪৫৯৫,</u>	<u>৪৫৯৭,</u>	<u>৪৫৯৯,</u>
<u>৪৬০০,</u>	<u>৪৬০১,</u>	<u>৪৬০২,</u>	<u>৪৬০৫,</u>	<u>৪৬১২,</u>	<u>৪৬১৩,</u>	<u>৪৬১৪,</u>	<u>৪৬১৮,</u>	<u>৪৬১৯,</u>	<u>৪৬২৯,</u>	<u>৪৬৪২,</u>
<u>৪৬৪৩,</u>	<u>৪৬৪৫,</u>	<u>৪৬৪৬,</u>	<u>৪৬৪৮,</u>	<u>৪৬৪৯,</u>	<u>৪৬৫০,</u>	<u>৪৬৫২,</u>	<u>৪৬৫৩,</u>	<u>৪৬৫৪,</u>	<u>৪৬৫৮,</u>	<u>৪৬৬০,</u>
<u>৪৬৬১,</u>	<u>৪৬৬৪,</u>	<u>৪৬৬৫,</u>	<u>৪৬৬৬,</u>	<u>৪৬৭৯,</u>	<u>৪৬৮১,</u>	<u>৪৬৮২,</u>	<u>৪৬৮৩,</u>	<u>৪৬৮৪,</u>	<u>৪৬৮৫,</u>	<u>৪৬৯২,</u>
<u>৪৬৯৫,</u>	<u>৪৬৯৬,</u>	<u>৪৭০০,</u>	<u>৪৭০৫,</u>	<u>৪৭০৬,</u>	<u>৪৭০৮,</u>	<u>৪৭১১,</u>	<u>৪৭১২,</u>	<u>৪৭১৪,</u>	<u>৪৭১৫,</u>	<u>৪৭২৩,</u>
<u>৪৭২৮,</u>	<u>৪৭৩২,</u>	<u>৪৭৩৩,</u>	<u>৪৭৩৪,</u>	<u>৪৭৩৫,</u>	<u>৪৭৩৯,</u>	<u>৪৭৪০,</u>	<u>৪৭৪১,</u>	<u>৪৭৪২,</u>	<u>৪৭৪৩,</u>	<u>৪৭৪৪,</u>
<u>৪৭৪৯,</u>	<u>৪৭৫১,</u>	<u>৪৭৫২,</u>	<u>৪৭৫৩,</u>	<u>৪৭৫৪,</u>	<u>৪৭৫৫,</u>	<u>৪৭৫৬,</u>	<u>৪৭৫৭,</u>	<u>৪৭৫৮,</u>	<u>৪৭৫৯,</u>	<u>৪৭৬২,</u>
<u>৪৭৬৩,</u>	<u>৪৭৬৪,</u>	<u>৪৭৬৫,</u>	<u>৪৭৬৬,</u>	<u>৪৭৬৭,</u>	<u>৪৭৬৮,</u>	<u>৪৭৬৯,</u>	<u>৪৭৭৩,</u>	<u>৪৭৭৯,</u>	<u>৪৭৮০,</u>	<u>৪৭৮৩,</u>
<u>৪৭৮৫,</u>	<u>৪৭৮৭,</u>	<u>৪৮০৬,</u>	<u>৪৮১২,</u>	<u>৪৮১৬,</u>	<u>৪৮১৭,</u>	<u>৪৮২০,</u>	<u>৪৮২৫,</u>	<u>৪৮২৬,</u>	<u>৪৮২৭,</u>	<u>৪৮২৮,</u>
<u>৪৮৩০,</u>	<u>৪৮৩১,</u>	<u>৪৮৩২,</u>	<u>৪৮৩৪,</u>	<u>৪৮৩৮,</u>	<u>৪৮৪০,</u>	<u>৪৮৩১,</u>	<u>৪৮৪৩,</u>	<u>৪৮৫০,</u>	<u>৪৮৫৯,</u>	<u>৪৮৭৯,</u>
<u>৪৮৮২,</u>	<u>৪৮৮৩,</u>	<u>৪৮৮৮,</u>	<u>৪৮৯০,</u>	<u>৪৮৯৩,</u>	<u>৪৮৯৭,</u>	<u>৪৯০৯,</u>	<u>৪৯১১,</u>	<u>৪৯১৭,</u>	<u>৪৯২০,</u>	<u>৪৯৩২,</u>
<u>৪৯৩৩,</u>	<u>৪৯৫৩,</u>	<u>৪৯৬৬,</u>	<u>৪৯৬৯,</u>	<u>৪৯৭০,</u>	<u>৪৯৭৪,</u>	<u>৪৯৭৫,</u>	<u>৪৯৭৮,</u>	<u>৪৯৮৪,</u>	<u>৪৯৮৬,</u>	<u>৪৯৮৭,</u>
<u>৪৯৯৪,</u>	<u>৪৯৯৫,</u>	<u>৫০০২,</u>	<u>৫০০৮,</u>	<u>৫০০৯,</u>	<u>৫০১৩,</u>	<u>৫০১৭,</u>	<u>৫০২১,</u>	<u>৫০৩৫</u>		

মাওকুফ হাদীস

যে হাদীসের সানাাদ বা বর্ণনা সূত্র সহাবী পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে। অর্থাৎ যে হাদীসে সহাবীর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে। এ খণ্ডে মোট ৪৫ টি মাওকুফ হাদীস রয়েছে। যার ধারাবাহিক হাদীস নম্বর হচ্ছে :

<u>৩৯৫৪</u>	<u>৩৯৬১</u>	<u>৩৯৬৬</u>	<u>৩৯৬৭</u>	<u>৩৯৬৮</u>	<u>৩৯৬৯</u>	<u>৩৯৭০</u>	<u>৩৯৭১</u>	<u>৩৯৭৫</u>	<u>৩৯৭৬</u>	<u>৩৯৭৭</u>
<u>৩৯৭৮</u>	<u>৩৯৯৬</u>	<u>৩৯৯৭</u>	<u>৪০০৪</u>	<u>৪০১১</u>	<u>৪০২১</u>	<u>৪০২২</u>	<u>৪০৪৪</u>	<u>৪০৪৫</u>	<u>৪০৪৮</u>	<u>৪০৫১</u>
<u>৪০৬৮</u>	<u>৪০৮৭</u>	<u>৪০৯২</u>	<u>৪১০৩</u>	<u>৪১০৭</u>	<u>৪১০৮</u>	<u>৪১৪২</u>	<u>৪১৪৪</u>	<u>৪১৪৬</u>	<u>৪১৫৬</u>	<u>৪১৬১</u>
<u>৪১৬২</u>	<u>৪১৬৪</u>	<u>৪১৬৫</u>	<u>৪১৭২</u>	<u>৪১৭৪</u>	<u>৪২০৮</u>	<u>৪২৬০</u>	<u>৪২৬৪</u>	<u>৪২৬৫</u>	<u>৪২৬৬</u>	<u>৪২৬৮</u>
<u>৪২৯৪</u>	<u>৪৩০১</u>	<u>৪৩১০</u>	<u>৪৩১১</u>	<u>৪৩১২</u>	<u>৪৩৪৮</u>	<u>৪৪৫৯</u>	<u>৪৩৬৪</u>	<u>৪৩৭১</u>	<u>৪৩৭৭</u>	<u>৪৩৮৪</u>
<u>৪৩৯১</u>	<u>৪৩৯৪</u>	<u>৪৪৮১</u>	<u>৪৪৯৬</u>	<u>৪৪৯৮</u>	<u>৪৫০৫</u>	<u>৪৫০৬</u>	<u>৪৫০৭</u>	<u>৪৫০৮</u>	<u>৪৫১১</u>	<u>৪৫১২</u>
<u>৪৫১৫</u>	<u>৪৫১৬</u>	<u>৪৫১৯</u>	<u>৪৫২১</u>	<u>৪৫২৫</u>	<u>৪৫২৭</u>	<u>৪৫২৮</u>	<u>৪৫২৯</u>	<u>৪৫৩০</u>	<u>৪৫৩১</u>	<u>৪৫৩২</u>
<u>৪৫৩৬</u>	<u>৪৫৩৮</u>	<u>৪৫৪৫</u>	<u>৪৫৪৬</u>	<u>৪৫৫১</u>	<u>৪৫৫৭</u>	<u>৪৫৫৮</u>	<u>৪৫৬২</u>	<u>৪৫৬৪</u>	<u>৪৫৭৩</u>	<u>৪৫৭৫</u>
<u>৪৫৭৬</u>	<u>৪৫৭৮</u>	<u>৪৫৭৯</u>	<u>৪৫৮৭</u>	<u>৪৫৮৮</u>	<u>৪৫৯০</u>	<u>৪৫৯১</u>	<u>৪৫৯৫</u>	<u>৪৫৯৭</u>	<u>৪৫৯৯</u>	<u>৪৬০১</u>
<u>৪৬০২</u>	<u>৪৬০৫</u>	<u>৪৬১২</u>	<u>৪৬১৩</u>	<u>৪৬১৪</u>	<u>৪৬১৮</u>	<u>৪৬১৯</u>	<u>৪৬২৯</u>	<u>৪৬৪২</u>	<u>৪৬৪৫</u>	<u>৪৬৪৬</u>
<u>৪৬৪৮</u>	<u>৪৬৪৯</u>	<u>৪৬৫০</u>	<u>৪৬৫২</u>	<u>৪৬৫৩</u>	<u>৪৬৫৪</u>	<u>৪৬৫৮</u>	<u>৪৬৬১</u>	<u>৪৬৬৪</u>	<u>৪৬৬৫</u>	<u>৪৬৬৬</u>
<u>৪৬৭৯</u>	<u>৪৬৮১</u>	<u>৪৬৮২</u>	<u>৪৬৮৩</u>	<u>৪৬৯২</u>	<u>৪৬৯৬</u>	<u>৪৭০০</u>	<u>৪৭০৫</u>	<u>৪৭০৬</u>	<u>৪৭০৮</u>	<u>৪৭১১</u>
<u>৪৭১৪</u>	<u>৪৭১৫</u>	<u>৪৭২৩</u>	<u>৪৭২৮</u>	<u>৪৭৩২</u>	<u>৪৭৩৩</u>	<u>৪৭৩৪</u>	<u>৪৭৩৫</u>	<u>৪৭৩৯</u>	<u>৪৭৪২</u>	<u>৪৭৪৩</u>
<u>৪৭৪৪</u>	<u>৪৭৪৯</u>	<u>৪৭৫১</u>	<u>৪৭৫২</u>	<u>৪৭৫৪</u>	<u>৪৭৫৫</u>	<u>৪৭৫৮</u>	<u>৪৭৫৯</u>	<u>৪৭৬২</u>	<u>৪৭৬৩</u>	<u>৪৭৬৪</u>
<u>৪৭৬৫</u>	<u>৪৭৬৬</u>	<u>৪৭৬৮</u>	<u>৪৭৭৩</u>	<u>৪৭৮৩</u>	<u>৪৭৮৭</u>	<u>৪৮০৬</u>	<u>৪৮১৬</u>	<u>৪৮১৭</u>	<u>৪৮২০</u>	<u>৪৮২৫</u>
<u>৪৮২৭</u>	<u>৪৮৩৪</u>	<u>৪৮৪০</u>	<u>৪৮৪৩</u>	<u>৪৮৫৯</u>	<u>৪৮৮২</u>	<u>৪৮৮৩</u>	<u>৪৮৮৮</u>	<u>৪৮৯৩</u>	<u>৪৯১১</u>	<u>৪৯১৭</u>
<u>৪৯২০</u>	<u>৪৯৩২</u>	<u>৪৯৩৩</u>	<u>৪৯৬৬</u>	<u>৪৯৬৯</u>	<u>৪৯৭০</u>	<u>৪৯৮৪</u>	<u>৪৯৮৬</u>	<u>৪৯৯৪</u>	<u>৪৯৯৫</u>	<u>৫০০২</u>
<u>৫০৩৫</u>										

মাকতূ' হাদীস

যে হাদীসের সানাাদ বা বর্ণনা সূত্র তাবি'ঈ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে তাকে মাকতূ' হাদীস বলে। সহীহুল বুখারীতে সর্বমোট ৭টি মাওকুফ হাদীস রয়েছে। সেগুলোর হাদীস নম্বর হচ্ছে : ১৩৯০, ১৩৯০, ৩৮৪০, ৩৮৪৯, ৩৯৭৪, ৪০১৪ ও ৫৩৩০। অর্থাৎ এ খণ্ডের ৪০১৪ নম্বর হাদীসটি মাকতূ'।

রাজশাহীতে ক্রয় করতে

ওয়াহীদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার (মাদরাসা মার্কেটের সামনে)

মোবাইল : ০১৭৩০৯৩৪৩২৫

সহীহুল বুখারী ৫ম খণ্ডের পর্ব ভিত্তিক বিষয় নির্দেশিকা

হাদীস নং ৫০৬৩ থেকে ৬৪১১

পর্ব (৬৭) : বিবাহ	كِتَابُ النِّكَاحِ (৬৭)
পর্ব (৬৮) : ত্বলাক (বিবাহ বিচ্ছেদ)	كِتَابُ الطَّلَاقِ (৬৮)
পর্ব (৬৯) : ভরণ-পোষণ	كِتَابُ النِّفَقَاتِ (৬৯)
পর্ব (৭০) : খাওয়া খাদ্য	كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ (৭০)
পর্ব (৭১) : আকীক্বাহ	كِتَابُ الْعَقِيقَةِ (৭১)
পর্ব (৭২) : যব্হ ও শিকার	كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ (৭২)
পর্ব (৭৩) : কুরবানী	كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ (৭৩)
পর্ব (৭৪) : পানীয়	كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ (৭৪)
পর্ব (৭৫) : রুগী	كِتَابُ الْمَرْضَى (৭৫)
পর্ব (৭৬) : চিকিৎসা	كِتَابُ الطِّبِّ (৭৬)
পর্ব (৭৭) : পোশাক	كِتَابُ اللَّيَاسِ - (৭৭)
পর্ব (৭৮) : আদব-আচার	كِتَابُ الْأَدَبِ (৭৮)
পর্ব (৭৯) : অনুমতি প্রার্থনা	كِتَابُ الْإِسْتِثْنَانِ (৭৯)
পর্ব (৮০) : দু'আসমূহ	كِتَابُ الدَّعَوَاتِ (৮০)

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী (রহ.) ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল জুমু'আর নামাযের পর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী আল জু'ফী।

বাল্য জীবন : অতি অল্প বয়সেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল, এতে তাঁর মাতা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, ফলে আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেন। হঠাৎ এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন ইবরাহীম ('আ.) এসে তাঁর মাকে বলছেন, তোমার শিশুপুত্রের চক্ষু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। সত্যিই তিনি সকালে দেখলেন ইমাম বুখারী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন।

শিক্ষা জীবন : অতি অল্প বয়সেই ইমাম বুখারী (রহ.) পবিত্র কুরআন মাজীদ মুখস্ত করেন। দশ বছর বয়সে তাঁর মাঝে হাদীস মুখস্ত করার প্রবল স্পৃহা দেখা দেয়। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। এ সম্পর্কে অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। দারসে অপরাপর ছাত্র শিক্ষকের মুখ থেকে হাদীস শোনার পর লিখে নিতেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) লিখতেন না। অন্য ছাত্ররা বলতো আপনি খাতা কলম ছাড়া বসে থাকেন কেন? এতে কি কোন ফায়দা আছে? প্রথমে তিনি কোন উত্তর দেননি। অতঃপর যখন অন্যান্য ছাত্ররা এ ব্যাপারে খুব বেশী বলতে লাগল, তখন ইমাম বুখারী বলে উঠেন যে ঠিক আছে আপনাদের সমস্ত হাদীস নিয়ে আসুন। তাঁরা হাদীসসমূহ নিয়ে আসলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁদের সেই হাদীসসমূহ মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর স্মরণশক্তি সেদিন সকলকে কিংকর্তব্য বিমুঢ় করে দিয়েছিল।

হাদীস চর্চা : ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস শিক্ষার জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত জ্ঞান কেন্দ্র কুফা, বাসরাহ, বাগদাদ, মাদীনাহ ও অন্যান্য নগরী সফর করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো সহীহুল বুখারী। পূর্ণ নাম হলো-

الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

ইমাম বুখারী (রহ.) শুধু হাদীসের হাফিযই ছিলেন না। বরং তিনি ফকীহ ও মুজতাহিদের সাথে সাথে **عِلل حَدِيث** (হাদীসের ক্রটি বর্ণনার ক্ষেত্রে) এক মর্যাদাকর স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রে তাঁকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী বলেন : “ইরাক ও খোরাসানে হাদীসের ক্রটি বর্ণনা, ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান এবং হাদীসের সনদ সম্পর্কে পরিচিত ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল এর মত কাউকে দেখিনি”।

অনুরূপ আবু মুসআব তাঁর সম্পর্কে বলেন : “আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল দীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী এবং উল্লেখযোগ্য ফকীহ ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের চেয়ে”।

হাদীস সংকলনের নিয়ম : ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস সংকলনের পূর্বে গোসল করতেন। দু'রাকআত সলাত আদায় করে ইস্তিখারা করার পর এক একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন।

হাদীসের সংখ্যা : আল মু'জামুল মুফাহরাসের হিসাব অনুযায়ী সহীহুল বুখারীতে সর্বমোট ৭৫৬৩টি হাদীস রয়েছে। আর তাকরার বা পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে ৪০০০টি হাদীস আছে। এতে মোট ৯৮টি অধ্যায়

রয়েছে। ৬ লক্ষ হাদীস হতে যাচাই বাছাই করে দীর্ঘ ১৬ বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থখানি সংকলন করেন। সকল মুহাদ্দিসের সর্বসম্মত মতে সমস্ত হাদীস গ্রন্থের মধ্য হতে এর মর্যাদা সবার উর্ধে এবং কুরআন মাজীদের পর সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ। যেমন বলা হয়ে থাকে :

أصح الكتب بعد كتاب الله تحت أديم السماء كتاب البخاري-

“কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনের পরে আসমানের নিচে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে বুখারী”।

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় কিতাব সহীহুল বুখারী সঙ্কলনের ব্যাপারে দু’টি শর্তারো করেছেন :

১। বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য হওয়া।

২। উসতায় ও ছাত্রের মাঝে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া।

সহীহুল বুখারী সঙ্কলনের বিভিন্ন কারণ : এর মধ্যে তিনটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহল :

১। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওস্তাদ ইসহাক বিন রাহউয়াই একদা তাঁর ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ শুধুমাত্র সহীহ হাদীসসমূহ একত্র করে একটি গ্রন্থ রচনা করতো তাহলে খুব ভাল হতো। এ থেকেই তাঁর মাঝে এ গ্রন্থ রচনা করার প্রেরণা জাগে।

২। কেউ কেউ বলেন : ইমাম বুখারী (রহ.) একবার স্বপ্নে দেখলেন রসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীসসমূহ যঈফ হাদীস থেকে আলাদা করা হবে। তারপর থেকে ইমাম বুখারী (রহ.) গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বৎসরে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

৩। সহীহুল বুখারী সঙ্কলনের পূর্বে সহীহ এবং যঈফ হাদীসগুলো আলাদা করে কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। হাদীসের গ্রন্থগুলোতে উভয় প্রকারের হাদীসই লিপিবদ্ধ ছিল। তাই মুসলিম সমাজে কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সম্বলিত একটি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি এ গ্রন্থখানি রচনা করেন।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওস্তাদ সংখ্যা : ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ওস্তাদের সংখ্যা সহস্রাধিক তাঁর প্রসিদ্ধ কয়েকজন ওস্তাদের নাম উল্লেখ করা হল- (১) মাক্কী ইবনু ইবরাহীম (২) ইবরাহীম ইবনু মুনজির (৩) মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ (৪) আল হুমাইদী (৫) ইদাম বিন আবী আয়াস (৬) আহমাদ ইবনু হাম্বাল (৭) আলী ইবনুল মাদিনী (রহ.)।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ছাত্র সংখ্যা : ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ছাত্র সংখ্যা অসংখ্য, কোন বর্ণনা মতে তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা ৯০ হাজার। তাঁর মধ্যে প্রসিদ্ধ কতিপয়ের নাম উল্লেখ করা হলো : (১) আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২) আবু ঈসা তিরমিযী (৩) আবদুর রহমান আন-নাসাঈ (৪) আবু হাতিম ও অন্যান্য।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর গ্রন্থসমূহ : (১) জামেউস সগীর (২) জুযউর রফউল ইয়াদাঈন (৩) জুযউল কিরাআত (৪) আদাবুল মুফরাদ (৫) তারীখুল কাবীর (৬) তারীখুল সগীর (৭) তারীখুল আওসাত (৮) বিররুল ওয়ালিদাঈন (৯) কিতাবুল ইলাল (১০) কিতাবুয যুআফা।

তিরোধান : হাদীসের জগতে অন্যতম দিক পাল জীবনের শেষ প্রান্তে সীমাহীন জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে খারতাজ নামক পল্লবীতে ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিতর নিজের ভক্তবৃন্দদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

٨- حاولنا في أداء التلغظ الصحيح بكتابة الألفاظ العربية باللغة البنغالية بطريقة قوومة مقاومة للتلفظ الفاحش -

٩- تم ذكر الفهارس العربية مع ذكر الفهارس البنغالية ليستفيد بها العلماء أيضاً -

١٠- ذكرت قائمة مستقلة للأحاديث القدسية التي ذكرت في الصحيح الإمام البخاري

١١- وتم ذكر عدد الأحاديث المتواترة.

١٢- وكذلك عدد الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة

١٣- تم ذكر اسم السورة ورقم الآية في كل آية وردت في صحيح البخاري حتى في كل لفظ من ألفاظ القرآن جاء ذكره في صحيح البخاري .

وهذا المشروع النبيل الذي قامت بتنفيذه " التوحيد للطباعة والنشر " ما هو جهودها وحدها بل ساهم فيها العلماء الأعلام والمشايخ العظام مساهمة كريمة ونحن نشكر في هذا الصدد خاصة المجلس الاستشاري لما أنه تمت عملية الترجمة تحت إشراف ورعاية شيخ الحديث العلامة أحمد الله الرحماني الذي قام بإلقاء الدرس على صحيح البخاري لمدى أكثر من نصف قرن وشيخ الحديث عبد الخالق السلفي مدير المدرسة المحمدية العربية الذي له خبرة في تدريس صحيح البخاري لمدى أكثر من ربع القرن والعالم التربوي مدير مكتب بنغلاديش للمعلومات التربوية والإحصائيات لهيئة الإعلام التعليمي والحسابي التابعة لوزارة التعليم لحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخ إلياس علي والباحث المعاصر شيخ الحديث مصطفى بن بحر الدين القاسمي.

ونزجي أطيب شكرنا وأبلغ تقديرنا لمشايخ لجنة المراجعة ونخص بالذكر في هذه المناسبة الشيخ أكرم الزمان بن عبد السلام صاحب التصانيف الكثيرة الذي قام بأداء مسؤولية المراجعة وكتابة الهوامش الكثيرة المهمة وكذا شكر الأخ محبوب الإسلام صاحب وشقيقه السيد شفيق الإسلام "مطبعة حراء" ولا يفوتنا أن نعبر عن عظيم تقريرنا وخالص شكرنا لكل من أخلص لنا الدعم والتشجيع والنصح في هذه المناسبة الطيبة المباركة ونرجو من الأخوة القراء الكرام أن يقدموا لنا النصائح والاقتراحات وبدلونا على الأخطاء والتقصيرات التي قد يرونها في هذه الطبعة حسب مقتضى الطبيعة البشرية لاننا بشر ولسنا معصومين ولكننا نعددهم أننا سوف نقوم بتصحيح تلك الأخطاء في الطبعة القادمة سائلين المولى العلى القدير أن يتقبل جهودنا وأن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم ، إنه سميع مجيب .

تقديم

محمد ولي الله

مدير

التوحيد للطباعة والنشر

وأحيانا كتبوا ملحوظات طويلة وهوامش مستطيلة في الأحاديث التي تخالف مذاهبهم وبذلوا مساعيهم الخائبة لهدف الرد على الحديث الصحيح ليفتر بها القارئ وليظن أن كل ما ذكر في الهوامش فهو صحيح .

ومع الأسف الشديد أننا نتردد في وصف ترجمة شيخ الحديث عزيز الحق لصحيح البخاري فهل نسميها ترجمة صحيح البخاري أم الرد عليه لأنه قام بمعارضات شديدة على الأحاديث الصحيحة بالهوامش الطويلة فنراه أنه يفضل كتابة الهوامش على عملية الترجمة .

وقد تم نشر ترجمة لأحاديث صحيح البخاري مع الترقيم الصحيح عليها الذي تناوله علماء الأمة بقبول لأول مرة على أيدينا ولله الحمد على ذلك كما تحمل ترجمتنا مزايا أخرى أتية :

١- تم ترتيب الأحاديث حسب ترتيب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الذي هو كتاب فريد قيم في قاموس الحديث وجمعت فيه ألفاظ أحاديث الكتب التسعة (صحيح البخاري والصحيح لمسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي والسنن لابن ماجه ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك والدارمي) على الترتيب الهجائي والذي نال قبولا عاما وشعبية كبيرة في الأوساط العلمية وعدد مجموع أحاديثه لصحيح البخاري ٧٥٦٣ وعدد أحاديث أدونيك بروكاشوني لصحيح البخاري ٧٠٤٢ وعدد أحاديث المؤسسة الإسلامية لصحيح البخاري ٦٩٤٠-

٢- تم ذكر أرقام الأحاديث المكررة أو المكرر جزءها أو مفهومها عند كل حديث مكرر حيث يمكن التناول بسهولة أن الحديث كم مرة ورد وأين ورد مثلا ذكر في هامش رقم الحديث ١٠٠١ أن نفس الحديث أو معناه أو موضوعه ورد في الأرقام التالية

١٠٠٣ ١٣٠٠ ٢٨٠١ ٢٨١٤ ٣٠٦٤ ٣١٧٠ ٤٠٨٨ ٤٠٨٩ ٤٠٩٠ ٤٠٩١ ٤٠٩٢ ،
٤٠٩٤ ٤٠٩٥ ٤٠٩٦ ٦٣٩٤ ٧٣٤١-

٣- إذا وافق حديث صحيح البخاري حديث الصحيح لمسلم ، ذكر رقم حديث مسلم مع ذكر الباب كما ذكر في هامش رقم الحديث ١٠٠١ "الصحيح لمسلم" ٥٤/٥ ورقم الحديث ٦٧٧ أي رقم الكتاب ٥ ورقم الباب ٥٤ ورقم الحديث ٦٧٧ -

٤- إذا وافق حديث صحيح البخاري حديث مسند الإمام أحمد ذكر رقم حديث المسند في آخر الحديث كما ذكر في هامش رقم الحديث ١٠٠١ "مسند أحمد ورقم الحديث ١٣٦٠٢"

٥- ذكر في آخر كل حديث أرقام المؤسسة الإسلامية وأدونيك بروكاشوني لوقوع الخلاف في الترقيم بينهما .

٦- تم ذكر رقم الكتاب أيضا مع ذكر رقم الباب في كل باب .

٧- تم الرد على الذين كتبوا هوامش طويلة في الأحاديث الصحيحة رداً عليها وتأييداً وتقليداً لمذاهبهم رداً مدلاً .

بسم الله الرحمن الرحيم

الأسباب والدواعي لترجمة صحيح البخاري بشكل جديد رغم وجودها بكثرة

الحمد لله الملك الأحد الفرد الصمد المنزل الكتاب وحيا متلوا والسنة غير متلوة هداية للناس إلى طريق الرشاد المتكفل بحفظهما إلى يوم الميعاد والصلوة والسلام على سيدنا محمد منقاد الإنسانية من الدمار إلى السداد.

أما بعد : فما من شك أن الكتاب والسنة مصدران أساسيان للتشريع الإسلامي الخالد فالقرآن كتاب سماوي امتاز المزايا انفرد بها من دون الكتب السماوية الأخرى وقد مضى على نزوله أربعة عشر قرنا دون أن يتعرض لأي تحريف أو تبديل بل هو لم يزل ولا يزال قائما على مدى الدهر بشكل ثابت وصورة وحيدة لا اختلاف فيها مطلقا وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل نفسه بحفظ هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حيث يقول : "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" وقد أفاد علماء الإسلام بأنه لا يراد الحصر في حفظ القرآن في معنى الآية بل كما أنه سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن وكذلك تكفل بحفظ السنة لأن السنة ما جاءت إلا عن طريق الوحي وقد قال الله جل وعلا : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » وما السنة إلا تفسير وبيان للقرآن الكريم وقد واجه أئمتنا العظام وسلفنا الصالح في جمع هذه السنة الغراء وتدوينها صعوبات وعراقيل وبذلوا في سبيل ذلك جهودهم الجبارة المشكورة.

وأجمعت الأمة على أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله وأنه عماد ديننا بعد القرآن الكريم -

ومن الحق ولو كان ذلك مرأ أننا نحن المسلمين البنغلاديشيين متخلفين جداً في دراسة الأحاديث النبوية وتلقيها والتعمق فيها رغم أنه بدأت عملية ترجمتها منذ زمن وهذا هو السبب أننا قد اخترنا طريق التقليد ونبذنا الكتاب والسنة ورائنا.

وكثير من المترجمين الذين قاموا بترجمة مثل هذه الكتب الصحيحة في بلادنا قد لجأوا إلى التأويل الفاسد والتحريف المعنوي لهدف تفضيل مذاهبهم كما ثبت أن الإمام البخاري جعل عنوانا مستقلا في النسخة الأصلية في صحيحه باسم كتاب التراويح بعد كتاب الصوم ولكننا نجد في الطباعة الهندية مكتوبا مكانه "قيام الليل" وليس من المستبعد أنه تم ذلك بضغط علماء ديوبند بالهند إلا أن الناشر قد ذكر في هامش الكتاب "كتاب التراويح" وكتب تحت الباب بأحرف قصيرة الحجم "اتفقوا على أن المراد بقيامه صلوة التراويح" رغم أن ذلك أعني كتاب التراويح محفوظ في جميع النسخ المطبوعة من مصر وبلاد الشرق الأوسط -

ومن جانب آخر أدرجت المطبعة العصرية (أدونيك بروكاشوني) أحاديث كتاب التراويح ضمن كتاب الصوم ولا ندري أ فعلت ذلك عمداً أو جهلا وكثيراً ما أخطأت في الترجمة عمداً وأحياناً غيرت أسماء الأبواب وأحياناً أدرجت الحديث أجزءه داخل الأبواب لهدف الإفهام أن ذلك من قول الإمام البخاري ورأيه

المجلس الاستشاري

- **شيخ الحديث العلامة أحمد الله الرحماني**
مدير المدرسة المحمدية العربية بذاكا الأسبق
- **الشيخ إلياس علي**
الماجستير في العلوم من أمريكا
مدير للمعلومات التربوية والإحصائيات مكتب بنغلاديش
التابعة لوزارة التعليم لحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية
- **شيخ الحديث عبد الخالق السلفي**
مدير المدرسة المحمدية العربية بذاكا الأسبق
- **شيخ الحديث مصطفى بن بحر الدين القاسمي**
مدير المدرسة المحمدية العربية بذاكا .

لجنة المراجعة والتصحيح

- **الشيخ أكرم الزمان بن عبد السلام**
الليسانس من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
مدير قسم التعليم والدعوة،
جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت، مكتب بنغلاديش
- **الشيخ محمد نعمان**
من كبار الأساتذة في المدرسة المحمدية العربية بذاكا
- **الشيخ حافظ محمد أنيس الرحمن**
الليسانس، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
- **الدكتور عبد الله فاروق السلفي**
الدكتوراة من جامعة علي كره الإسلامية بالهند
الأستاذ المساعد، الجامعة الإسلامية العالمية بسببوتاوغنغ
- **الشيخ أكل حسين**
الليسانس، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
الأستاذ في المعهد العالي لجمعية إحياء التراث الإسلامي،
الكويت في بنغلاديش
- **الدكتور محمد مصلح الدين**
الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
الدكتوراة من جامعة علي كره الإسلامية بالهند
- **الشيخ مشرف حسين أهد**
خطيب إذاعة بنغلاديش سابقا
داعية، جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت،
- **الشيخ فيض الرحمن بن نعمان**
خريج المدرسة المحمدية العربية بذاكا
الكامل بتقدير جيد جدا من مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش
- **الشيخ محمد سيف الله**
اللغوي الشهير - الليسانس من جامعة الملك سعود بالرياض
الماجستير من جامعة دار الإحسان بذاكا (الفائز بميدالية ذهبية)
- **الشيخ عبد الله المسعود بن عزيز الحق**
الليسانس، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
- **الشيخ أمان الله بن محمد إسماعيل**
الليسانس، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
داعية و مترجم لجمعية إحياء التراث الإسلامي
- **الشيخ محمد منصور الحق الرياضي**
الليسانس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
رئيس المحققين في مدرسة الحديث بذاكا
- **الشيخ حافظ محمد عبد الصمد**
الليسانس . من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الماجستير من جامعة دار الإحسان بذاكا
- **الشيخ الأستاذ محمد مزمل الحق**
أحد كبار الكُتَّاب والأدباء ومدير مجلة منظار أهل الحديث
المسؤول عن التعليم، جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت،
- **الشيخ عبد الله الهادي بن يوسف علي**
الليسانس . من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
- **الشيخ خليل الرحمن بن فضل الرحمن**
خريج المدرسة المحمدية العربية بذاكا
أحد الشباب الكُتَّاب والباحثين
- **الأستاذ مفسر الإسلام**
المحاضر، في كلية منشيغنج
- **السيد محمد أسد الله**
خريج من المدرسة المحمدية العربية بذاكا

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

صحيح البخاري

للإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
ابن مغيرة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى

راجعه باللغة العربية : فضيلة الشيخ صدقي جميل العطار
قامت بمراجعة في اللغة البنغالية لجنة المراجعة والتصحيح



التوحيد للطباعة والنشر

আলহামদুলিল্লাহ অবশেষে দেৱীতে হলেও সহীহুল বুখাৰীৰ ৪ৰ্থ খন্ড ইন্টাৰেকটিভ লিংক সহ আপলোড কৰা হলো | বইটি আমাদেৱ স্ক্যানকৃত নয় আমৱা শুধুমাত্ৰ ইন্টাৰেকটিভ লিংক যুক্ত কৰেছি| যাৱা স্ক্যান কৰেছেন আললাহ তাদেৱ কবুল কৰুন| যাৱা এই কাজটিতে সময় দিয়েছেন আললাহ তাদেৱ কবুল কৰুন| এভাবে অন্যান্য হাদীসগ্ৰন্থগুলো যেগুলো ইন্টাৰেকটিভ লিংক নেই সেগুলোতেও ইন্টাৰেকটিভ লিংক যুক্ত কৰা হবে ইনশাআললাহ| এব্যাপাৰে আমাদেৱ সাথে কাজ কৰতে যাৱা আগ্ৰহী তাৱা আমাদেৱ ফেসবুকে জানাতে পাৰেন| প্ৰয়োজনীয় টিউটোৱিয়াল ও সফটওয়্যাৰ সৰবৰাহ কৰা হবে |

বইটি পছন্দ হলে নিকটস্থ লাইব্ৰেৰী থেকে ক্ৰয় কৰাৰ জন্য অনুরোধ ৰইলো| বইটিৰ অনুবাদক, প্ৰকাশকেৰ স্ক্ৰতি কৰা আমাদেৱ উদ্দেশ্য নয়| বইটিৰ বহুল প্ৰচাৰই আমাদেৱ দ্বীনি দাওয়াতেৰ উদ্দেশ্য|

আমাদেৱ ফেসবুক পেজ

আমাদেৱ সাইটেৰ ঠিকানা

আমাদেৱ এই নতুন সাইটটিতে আপনাৰ নতুন বা পুৰাতন লিখা জমা দিয়ে এটাকে সচল ৰাখতে সাহায্য কৰুন| আপনাৰ লিখা জমা দিন এখানে |

www.WaytoJannah.Com